চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, এবার বেশী পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হওয়ার ফলে যদি বাঙ্গলার কৃষকের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, তবে বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের সহিত একযোগে সেই ক্ষতি পূরণের সময়োচিত ব্যবস্থা করিবেন। ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থসাহায্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন বলিয়াও তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর নূতন পাট বাজারে আসিবার সঙ্গে পাটের দর বেশী রকম নামিয়া গিয়া যখন সত্য সত্যই কৃষকদের চরম দুর্দ্দশা দেখা গেল তখন বাঙ্গলা সরকার অবস্থা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিবার অজুহাতে কিছুকাল এই সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অবস্থা যখন ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিল তখন আর তাঁহারা এসম্পর্কে মনোযোগ না দিয়া পারিলেন না। পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের জন্য তাঁহারা ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষকদের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত মূল্যে পাট কিনিবার একটি পরিকল্পনা স্থির করিলেন (গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেস কর্ত্তৃক প্রচারিত খবর)। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত অর্থ-সাহায্য আদায়ের জন্য বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক ও অর্থ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিল্লী গমন করেন। আশা করা গিয়াছিল উপরোক্ত মন্ত্রিদ্বয় বাঙ্গলার পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের জন্য ভারত সরকারের উপর ভালরূপ চাপ দিয়া উপযুক্ত অর্থ আদায়ের যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন, আর ভারত সরকারও এবারকার পাট সম্পর্কে তাঁহাদের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া সেরূপ সাহায্য প্রদানে অনিচ্ছুক হইবেন না। কিন্তু কি কারণে জানি না পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের বড় বড় সঙ্কল্প ও পরিচালনা দিল্লী বৈঠকের ফলে ডুবিয়া গিয়া শেষ পর্য্যন্ত ছোট খাট ধরণের একটি ঋণ প্রদানের স্কীমে আসিয়া পর্য্যবসিত হইল। প্রথমে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে ২ কোটি টাকা কর্জ্জ প্রদান করিবেন এবং বাঙ্গলা সরকার নিজেরা উহার সহিত ৫০ লক্ষ টাকা যোগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত মোট আড়াই কোটি টাকা পাটচাষীদিগকে ঋণ হিসাবে প্রদান করিবেন। কম দরে পাট বিক্রয় না করিয়া দরিদ্র কৃষকেরা যাহাতে বেশী মূল্যের প্রতীক্ষায় কিছুকাল পাট ধরিয়া রাখিতে পারে সেজন্যই পাটচাষীদিগকে ঋণ প্রদান করা হইবে। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীদিগকে ঋণ প্রদানের জন্য এবার মাত্র এক কোটি টাকা নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দশ কোটি টাকার পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত যেভাবে এক কোটি টাকায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই সামান্য টাকা দিয়া এ প্রদেশের অগণিত দরিদ্র পাটচাষীর কি উপকার সাধিত হইবে তাহা আমরা বুঝি না। পাটচাষীর দুঃখ লাঘব সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বাঙ্গলা সরকারের তথাকথিত দরদী উচ্ছ্বাসের মূল্য যে কতদূর, এই ব্যাপারে তাহা স্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়িয়াছে।

পাট বাজারে উঠিবার মুখে কৃষকদিগকে এই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা হইলে তবু হয়ত তাহাদের পক্ষে সুদিনের আশায় কতক পরিমাণ পাট ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হইত। কিন্তু এক্ষণে ঐ শ্রেণীর ঋণ দ্বারা আসল উদ্দেশ্য কিছুই সাধিত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। চাউল ও অন্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রীর দর অত্যধিক পরিমাণে চড়িয়া উঠায় ইতিমধ্যে দেশের দরিদ্র পাটচাষীরা নিজেদের অন্ন সংস্থানের জন্য হাতের পাট সমস্তই কম দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। উপযুক্ত মূল্যের আশায় পাট মজুতের জন্য কোন সরকারী ঋণ দিতে হইলে বর্ত্তমানে একদিকে মুষ্টিমেয় সঙ্গতিপন্ন কৃষক ও অপরদিকে ব্যাপারীদিগকেই ঐ ঋণ দিতে হইবে। কাজেই এত বিলম্বে এক কোটি টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দরিদ্র পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা নিতান্তই বৃথা। পাট বপনের সময় হইতে পাট বিক্রয়ের কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা কেবল বিচার ও বিবেচনার নামে সময় নষ্ট করিলেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান শুভ সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা দেশের দরিদ্র কৃষকেরা উহাদের একান্ত দুর্দ্দিনে আজ নির্ম্মম পরিহাস বলিয়াই মনে করিবে। বাঙ্গলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরও পাট সম্পর্কে এ প্রদেশে আজ পর্য্যন্ত কোন সুপরিকল্পিত সরকারী কার্য্যনীতি অনুসরণের ব্যবস্থা হইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

পয়সার অভাব

অন্নবস্ত্রের সঙ্গে খুচরা পয়সার অভাব আজ লোকের জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। ট্রাম, বাস ও রেলগাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটখাট মুদিখানা ও পান বিড়ির দোকান পর্য্যন্ত খুচরা পয়সা চাই বলিয়া রব উঠিয়াছে। পয়সার অভাবে ন্যায্য মূল্যে জিনিষ পত্র ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। উপযুক্ত ভাঙ্গানি দিতে না পারিয়া দোকানীদের পক্ষে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাম্রমুদ্রার অভাবে রেলে বা ট্রামে চড়িতে গিয়া সাধারণকে অহেতুক অসুবিধা ও দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে। গত কতিপয় মাস যাবৎ পয়সার অভাব ক্রমে বাড়িয়া এইভাবে বর্ত্তমানে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু দেশের গভর্ণমেণ্ট তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। এই দরিদ্র দেশে কি সহরে কি পল্লী অঞ্চলে খুচরা পয়সায় বিকিকিনি সাধারণতঃ খুব বেশী হইয়া থাকে। এহেন পয়সার দুর্ভিক্ষ ঘটায় সাধারণের যে আজ কিরূপ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই অসুবিধা দূর করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত তাঁহারা এবিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। নানারূপ বিবৃতি ও ইস্তাহার মারফতে সময়ে অসময়ে সরকারী কার্য্যনীতির সাফাই গাহিয়া যাঁহারা সাধারণের বাহাবা পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি করেন না, ক্ষুদ্র একটি কৈফিয়ৎ দিয়া এই ব্যাপারের মূল কারণগুলি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেও তাঁহারা আজ নারাজ। ইতিমধ্যে পয়সার অভাব সম্পর্কে দেশে নানারূপ গুজব প্রচারিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, যুদ্ধের সময়ে নানা কাজে বেশী তামার প্রয়োজন হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট বাজার হইতে তাম্র মুদ্রা টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছে, তামার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর ব্যবসায়ীরা জমানো পয়সা গলাইয়া বেশী লাভের সুবিধা দেখিতেছে। তৃতীয়তঃ দেশের হাট বাজারে ও রেল ষ্টেশন প্রভৃতিতে পয়সা জমাইয়া গোপনে ও প্রকাশ্য বাট্টা আদায়ের রীতি বেশী রকম প্রচলিত হওয়ার দরুণও দেশে চলতি পয়সার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অবিলম্বে এ সব গুজবের সত্যাসত্য বিচার করিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে একটি সময়োচিত প্রতিকারোপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। তামার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় যদি চলতি পয়সার উপর টান পড়িয়া থাকে এবং পয়সা গলানোর কারসাজি প্রসার লাভ করিয়া থাকে তবে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সুলভ কোন ধাতুর সাহায্যে পয়সা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে অচিরে তাহা দেশে প্রচলন করা সঙ্গত। কলিকাতা মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স হইতে সম্প্রতি দেশে লোহার পয়সা প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে এবিষয়ে তাহা বিবেচনাযোগ্য। বেশী পরিমাণ পয়সা সঞ্চয় করিয়া যাহারা সুযোগ বুঝিয়া খেলা সুরু করিয়াছে তাহা-

দিগকে দমন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়াও আজ দেশে একান্ত প্রয়োজন। জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখ কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া গভর্ণমেণ্ট অচিরেই ঐসব বিষয়ে অবিহিত হইবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি নাকি ?

বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা

দেশের বীমা কোম্পানীগুলির সহিত বহু বীমাকারীর ভাগ্য জড়িত রহিয়াছে। জনসাধারণ তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে নিয়মিত প্রিমিয়াম যোগাইয়া ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য ও আকস্মিক বিপদাপদের জন্য বীমা কোম্পানীগুলির হাতে একটা তহবিল গড়িয়া তোলে। এই তহবিল সংরক্ষণ করিবার ও বীমাকারীদের পক্ষ হইয়া উহা দ্বারা উপযুক্ত লাভের সুবিধা দেখিবার সমস্ত দায়িত্ব কোম্পানীসমূহের পরিচালকদের উপর ন্যস্ত থাকে। কোম্পানীর পরিচালকগণ উক্ত তহবিল সংরক্ষণ ব্যাপারে ও তাহা দাদনের ব্যাপারে যদি সকল দিক দিয়া বিবেচনাসম্মত কার্য্যনীতি অনুসরণ করেন তবে বীমাকারীরা যথাসময়ে লাভসহ তাহাদের প্রাপ্য পাইয়া উপকৃত হইতে পারে। অপরদিকে কোম্পানীর পরিচালকগণ অসাধু বা প্রবঞ্চক হইলে কিম্বা উক্ত তহবিল নিয়োগ ও সংরক্ষণ বিষয়ে তাহারা কোন ভুল ত্রুটি করিয়া বসিলে অনেক সময়ে পলিসির টাকা আদায় করা বীমাকারীদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। লাভের বদলে জীবনের কষ্টার্জ্জিত সঞ্চয় হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও দেখা দেয়। এই শেষোক্ত ধরণের বিপদ হইতে বীমাকারীদিগকে রক্ষা করার জন্য অনেক দেশেই বর্ত্তমানে নানারূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। বীমা কোম্পানীর হাতে নিয়োজিত অর্থ সম্পর্কে লোকের নিহিত স্বার্থ রক্ষার একটি উপায় দেশে বীমাকারীদের সভা বা পলিসি হোল্ডার্স এসোসিয়েশন গড়িয়া তোলা। এইরূপ এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া বীমাকারীর স্বার্থ বুঝিয়া কোম্পানীসমূহের পরিচালনা ও কার্য্যনীতি সম্পর্কে নজর রাখিতে পারে এবং কোন ভুল ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখিলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে বীমাকারীদের স্বার্থ অবহেলা করিয়া কোন কোম্পানীর পক্ষে কোন খামখেয়ালী নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হইবে না। জন-প্রিয়তা নষ্ট হওয়ার ভয়ে পলিসি হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের ন্যায্য দাবী মানিয়া লওয়াও বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে অনেকটা অপরি-হার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে। এদেশে বীমা কোম্পানীর পরিচালক; অংশীদার ও এজেণ্ট প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানীর এসোসিয়েশন, শেয়ার হোল্ডার্স এসোসিয়েশন ও এজেণ্টস্ এসোসিয়েসন প্রভৃতি রহিয়াছে। কিন্তু বীমাকারীদের জন্য এতদিন কোন পলিসি হোল্ডার্স এসোসিয়েশনই ছিল না। এই অবস্থায় বোম্বাই প্রদেশের বীমাকারীরা সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটি পলিসিহোল্ডার্স এসোসিয়েশন গড়িয়া তুলিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম। বাঙ্গলা প্রদেশে এই শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ উপলব্ধি করিতেছি। বীমাকারীদের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে বোম্বাইয়ের প্রশংসনীয় উদ্যোগ বাঙ্গলা দেশকে অনুপ্রেরিত করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।

বেকার সমস্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এপয়েণ্টমেণ্টস্ এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ড গঠন করার পর পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা বোর্ডের প্রতিষ্ঠা কাল হইতে বরাবর উহার কার্য্যধারা বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি উক্ত কর্ম্মসংস্থান বোর্ডের ১৯৩৭-৪২ সালের রিপোর্ট (পঞ্চ-বার্ষিক কার্য্যবিবরণী) প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট দৃষ্টে বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্যপরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর (১৯৪০-৪১) ৪০৮ জন বেকার যুবকের নাম রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে বোর্ডের চেষ্টায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ১০৫ জনের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে রেজেষ্ট্রিভুক্ত নামের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৩৮ জন এবং বোর্ডের চেষ্টায় কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে মোট ২৯৫ জনের। ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে রেজেষ্ট্রিভুক্ত কর্ম্মপ্রার্থী ও কর্ম্মপ্রাপ্তের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী দাঁড়াইয়াছে। শেষোক্ত বৎসরে কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে এমন লোকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইলেই আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু এই বিষয়ে বোর্ডের পক্ষে কতকগুলি অসুবিধা লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত (টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত) লোকেরই বিশেষভাবে চাহিদা দেখা যায়। কিন্তু বোর্ডের মারফৎ যাহারা কর্ম্মসংস্থানের চেষ্টা করে তাহারা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। এই কারণে বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে লোক গ্রহণের প্রস্তাব পাইয়াও বহু ক্ষেত্রে বোর্ড তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিগত পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে বোর্ডের নিকট হইতে টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত ৮১০ জন যুবক চাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু বোর্ড ৬৩১ জনের বেশী যুবক প্রেরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বেকারের কর্ম্মসংস্থানের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকে বোর্ড যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইতেছেন। সামরিক, অসামরিক, সরকারী ও বেসরকারী নানা চাকুরী লাভের উপায় ও কর্ম্মসংস্থানের পরিধি বাড়াইবার দিকে বোর্ড যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে এই ঘোর দুর্দ্দিনে শিক্ষিত বেকার যুবকদের একটা অংশ যথেষ্ট উপকৃত হইতেছে। বেকারের কর্ম্মসংস্থান বিষয়ে বোর্ড দুই শত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। বোর্ডের এই সব প্রসংশনীয় উদ্যম ও কৃতকার্য্যতার মূলে উহার সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ ডি কে সান্ন্যালের কার্য্যদক্ষতা বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় বোর্ডের মারফৎ ক্রমেই অধিক সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কর্ম্মসংস্থান হইতে থাকিবে, এবিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

জুলাই মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য

জুন মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশিত হওয়ার পর বহু বিলম্বে সম্প্রতি গত জুলাই মাসের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বিদেশের সহিত মাল আদান প্রদানের বিঘ্ন ঘটায় ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ সৃষ্ট হইয়াছে। সেজন্য বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের গতি অনুধাবন সম্পর্কে লোকের আগ্রহও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় বহির্ব্বাণিজ্যের রিপোর্ট প্রকাশ বিষয়ে যাহাতে অযথা বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ এখন হইতে সজাগ হইবেন ;বলিয়া আমরা আশা করি। গত এপ্রিল মাস হইতে এদেশের বহির্ব্বাণিজ্য ক্রমে খর্ব্ব হইয়া গত জুন মাসে বিশেষ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সম্প্রতি জুলাই মাসের যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সামান্য পরিমাণে হইলেও নূতন করিয়া ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের কতকটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। জুন মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। অপরদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। ফলে ঐ মাসে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের ৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা রপ্তানী আধিক্য দাঁড়াইয়াছিল। জুলাই মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ও ১৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ফলে বহির্ব্বাণিজ্যের অনুকূল উদ্বৃত্তও কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধের বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতিতে নূতন করিয়া ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের এই অগ্রগতি খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী একাধারে "জ্ঞানী ও স্বদেশপ্রেমিক" বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই শব্দগর্ভ বাগাড়ম্বরে ভারতীয় সদস্যগণ আনন্দে বিগলিত হইয়াছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। তবে মিঃ চার্চ্চিলের প্রশস্তি শুনিয়া যে তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পর মাস দুই কালও যাইতে না যাইতে মিঃ আমেরীর মুখে এখন এ কি কথা! সম্প্রতি কমন্স সভায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কালে ভারত সচিবের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, বড়লাটের শাসন পরিষদে এখনও একাধিক অভারতীয় সদস্য রহিয়াছেন কেন? জবাব দিতে গিয়া মিঃ আমেরী জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে কয়জন ইউরোপীয়ান শাসন পরিষদে আছেন তাঁহাদের স্থলে কাজ করিবার মত যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যায় নাই ও যাইতেছে না বলিয়াই তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছে। এই উক্তি শুনিয়া শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের মনে যুগপৎ ক্রোধ ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিলে তাঁহারা দেশবাসীর অকপট সমবেদনার পাত্র।

* * *

যাহা হউক, চার্চ্চিল-কথিত এগারজন "জ্ঞানবৃদ্ধ ও স্বদেশভক্ত" ভারতীয় সদস্য রয়টারের পরবর্ত্তী সংবাদে অভিমান কাটাইয়া আবার খুসী হইতে পারিয়াছিলেন। রয়টার নাকি মিঃ আমেরির বক্তৃতার অংশ বিশেষ ভুলক্রমে যোগ করিয়া দেয় নাই। ফলে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। অভারতীয় তিন জন সদস্যের স্থলে কাজ করিবার মত যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই তাঁহাদিগকে (অভারতীয় ইউরোপীয়ান) রাখা হইয়াছে—এমন কোনও কথা নাই। শেষাংশের এই "এমন কোনও কথা নাই" নাকি বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু রয়টার এখন শাক দিয়া মাছ ঢাকিলে কি হইবে, লর্ড সাইমন সম্প্রতি ভিতরের কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, শাসন-পরিষদের সদস্যগণ বড়লাটের পরামর্শদাতা মাত্র। অর্থাৎ তাঁহারা সপারিষদ বড়লাটের এক একজন অপরিহার্য্য পারিষদ নহেন। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের লইয়াই 'ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট' নহে। ভারতীয় সদস্যগণ অনেক কথার মত এই কথাটাও যে হজম করিয়া উঠিবেন তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

* * *

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কলনের একটি স্মরণীয় উক্তি আছে: কিছু সংখ্যক লোককে বহুকালের জন্য ভুল বোঝান যায় এবং বহুসংখ্যক লোককেও কিছু কালের জন্য ভুল বোঝান সম্ভব, কিন্তু সকল লোককে চিরকাল ধাপ্পা দিয়া ভুলাইয়া রাখা যায় না (you can fool some men for all times and all men for some times: but you can not fool all men for all times). বৃটিশ প্রচারকরা ভারত সম্পর্কে বহির্জগতে অনেক মিথ্যা ছড়াইয়াছেন। কিন্তু দুনিয়ার সকল দেশের সকল লোককে মিথ্যাচারের সাহায্যে চিরদিন ভুলাইয়া রাখা যায় না। বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ভারত সম্পর্কে বৃটিশ পক্ষের মতামত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতেছে না ইহাতে ইংলণ্ডের একাধিক রাষ্ট্র-ধুরন্ধর অবশ্য ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি আমেরিকার 'নেশন' পত্রে বিখ্যাত লেখক লুই ফিশারের "ভারতের সমস্যা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে গত ২৮শে অক্টোবর তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় তাহা সম্পূর্ণ বাহির হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে মিঃ লুই ফিশার ভারত সম্পর্কে বৃটিশ ধাপ্পাবাজির কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের সমালোচনায় তিনি যেমনই স্পষ্ট তেমনই তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ভারতীয় সমস্যা আর শুধু গ্রেট বৃটেনের নিজের ঘরোয়া সমস্যাই নহে, ভারতের স্বাধীনতা ও সহযোগিতার জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিবার জরুরী প্রয়োজনের প্রতি মিঃ ফিশার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। আমেরিকাবাসীদের যে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। মিঃ ফিশারের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে মার্কিন জনমতেরই আভাস পাওয়া যায়, "তাঁহারা (গান্ধী ও নেহেরু) নাৎসী-বিরোধী ও জাপ-বিরোধী। কিন্তু স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ইংরাজেরা হৃদয় ও মন উভয়ই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা গান্ধীর প্রভাব কমিয়া গিয়াছে।" গান্ধীর প্রভাব কতখানি তাহার প্রমাণস্বরূপ মিঃ ফিশার বলিতেছেন, "বড়লাট লর্ড লিনলিথগো আমায় বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় সমস্যা গান্ধী (Gandhi is the biggest thing in India)."

* * *

ভারতের জটিলতর পরিস্থিতি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতেছে, গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে নিউইয়র্কে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কীর বেতার বক্তৃতাই উহার স্পষ্ট প্রমাণ। ইতিপূর্ব্বে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীন হইতে মিঃ উইল্কী যে দুইটি সময়োচিত বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক কর্ণধারগণ ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ সাফাই গাহিতে গিয়া নানা অবান্তর কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু মিঃ উইল্কী উক্ত বেতার বক্তৃতায় আমেরিকার জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় ভবিষ্যতের শুভাশুভ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন, ইঙ্গ-মার্কিন সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির উপর মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের আস্থা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভারতে গ্রেট বৃটেন যে আত্মঘাতী নীতির আশ্রয় নিয়াছেন, তাহার ফলে সমগ্র মিত্রপক্ষের যুদ্ধ পরিচালনার কার্য্য তথা চূড়ান্ত জয়লাভ যে কিরূপ ব্যাহত ও মারাত্মকভাবে বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হইতেছে সেই বিষয়ে কি উইল্কী সকলকে অবিলম্বে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। ভারত সম্পর্কে তিনি বিশেষ জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে ভারত কেবল বৃটেনের ঘরোয়া সমস্যাই নহে, আমেরিকারও সমস্যা। মিঃ উইল্কীর মতে, মিত্রশক্তি-বর্গের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ইত্যাকার শ্রেণীবিভাগ থাকা উচিত নহে। সকলকেই সমান চোখে দেখিতে হইবে ইহাই বোধ হয় তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। সেই দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতার তিনি পক্ষপাতী। কিন্তু মিঃ উইল্কীর সময়োচিত সতর্কবাণী ও দূরদর্শিতা বৃটিশ শাসকবর্গের ঔদ্ধত্য ও অবিবেচনার বর্ম্ম ভেদ করিতে পারিবে কি?

* * *

স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েতউল্লা সিন্ধুর নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না। মিঃ আল্লাবক্সকে যেরূপভাবে গবর্ণর মন্ত্রিত্বের পদ হইতে জোর করিয়া অপসারিত করিয়াছেন তাহার প্রতিক্রিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের উপরেই পড়িয়াছে। সুচতুর স্যার হিদায়েতউল্লা মুস্লিম লীগে যোগদান করিয়াও অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই। জমিয়েৎ উল-উলেমা, কংগ্রেস, মজুতর, ছাত্র সম্প্রদায় প্রভৃতি সিন্ধুর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান একবাক্যে গবর্ণরের কার্য্যের নিন্দা ও স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েতউল্লার নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধিতা জ্ঞাপন করিয়াছে। মিঃ আল্লাবক্সের অপসারণ অতি-গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সমস্যা। সুতরাং এই নবগঠিত অপ্রিয় গবর্ণমেণ্টের পরমায়ু খুব বেশী দিন নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়

ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সম্প্রতি ১৯৪১ সালের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের গত ১৯৪০ সালের সমষ্টিগত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে ভারতের বীমা ব্যবসায়ের উপর উহার নানারূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে। সেই প্রতিক্রিয়া কোন দিক দিয়া কি পরিবর্ত্তন সূচিত করিয়াছে, উপযুক্ত বিবরণের অভাবে এতদিন তাহার সম্যক আলোচনা সম্ভবপর হয় নাই। বর্ত্তমানে ১৯৪০ সালের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় উহা পাঠ করিয়া যুদ্ধের সোয়া এক বৎসরে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অধিকন্তু বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উপর যুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ও তাহার স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০ সালে ভারতে চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২৯৪টি। উহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা ১৯৮টি ও বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ৯৬টি ছিল। ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে ৭১টি কোম্পানীর হেড্ আফিস বোম্বাইয়ে, ৪৮টি কোম্পানীর হেড্ আফিস বাঙ্গলায়, ৩১টির হেড আফিস মান্দ্রাজ প্রদেশে, ১৭টির হেড আফিস পাঞ্জাবে, ১২টির হেড আফিস দিল্লীতে ও ৭টি কোম্পানীর হেড আফিস যুক্ত প্রদেশে অবস্থিত ছিল। মধ্য প্রদেশে ৩টি কোম্পানীর, সিন্ধুতে ৩টি কোম্পানীর ও বিহারে ২টি কোম্পানীর হেড আফিস ছিল। আসাম ও আজমীড়েও একটি করিয়া হেড আফিস অবস্থিত ছিল। গত ১৯৩৯ সালে ভারতে দেশী ও বিদেশী চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯৭টি ও ৯৮টি, আর উহাদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৫টি। আলোচ্য ১৯৪০ সালে ভারতে দেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ১টি বাড়িয়াছে, অপরদিকে বিদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ২টি হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই এক বৎসরে মোট কোম্পানীর সংখ্যা একটির বেশী কমে নাই। নূতন বীমা আইনে প্রাথমিক জমা ও রেজিষ্ট্রেসন সম্পর্কে কয়েকটি কড়া বিধান প্রযুক্ত হওয়ায় এদেশে কতকগুলি বীমা কোম্পানী একেবারে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। কয়েকটি কোম্পানী অন্য কোম্পানীর সহিত একীভূত হয়। বিদেশী বীমা কোম্পানী-গুলির মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান নূতন আইনের বিধি-বিধান মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক হইয়া ভারতে তাহাদের কাজকারবার বন্ধ করে। এইভাবে গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে ভারতে চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৪৫টি হ্রাস পায়। ১৯৪০ সালে এদেশে চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বিশেষ কিছু কমে নাই, ইহা সেদিক দিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। নূতন বীমা আইনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পর এদেশে বীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে অধিকতর স্থায়ীভাবে ও নির্ভরযোগ্য ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

গত ১৯৪০ সালে ভারতের মোট ১৯৮টি বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১৬১টি কোম্পানী একান্তভাবে শুধু জীবন বীমার ব্যবসায়ে রত ছিল। বাকী ৩৭টি কোম্পানীর মধ্যে ১৮টি জীবন বীমার সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর বীমার ব্যবসা চালাইয়াছিল এবং ১৯টি কোম্পানী কেবল জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমার কাজে নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য বৎসরে ভারতে দেশী ও বিদেশী সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানীর সমষ্টিকৃতভাবে মোট ৩৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। উহার মধ্যে ভারতীয় বীমা কোম্পানী ও বিদেশী কোম্পানীর অংশ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ও ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ ৪২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ও বিদেশী কোম্পানীসমূহ ৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সে হিসাবে এবার উহাদের নূতন কাজের পরিমাণ যথাক্রমে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ও ৩২ লক্ষ টাকা পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বিদেশেও ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ব্রহ্মদেশ, বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা, মালয় উপদ্বীপ ও অন্যান্য দেশে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেস্থলে বিদেশে ভারতীয় কোম্পানী-হর নূতন কাজের পরিমাণ ২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য ১৯৪০ সালে নূতন কাজের দিক দিয়া ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের এই অবনতি অনেকের নিকট খুব শোচনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা ভালরূপ বিবেচনা করিলে আমাদের মতে ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। যুদ্ধের সময় সকল দিক দিয়াই একটা অনিশ্চিত অবস্থা সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সময় সাধারণের মনে খুব বেশী পরিমাণ আতঙ্ক ও উদ্বেগের ভাব লক্ষিত হয়। নানারূপ দায়িত্ব-হীন জল্পনা কল্পনায় এই ধরণের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠে। ফলে এই সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাওয়া বিচিত্র নহে। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় গুজব ও জল্পনা কল্পনায় বিভ্রান্ত হইয়া জনসাধারণ যাহাতে জীবনবীমা সম্পর্কে অযথা আস্থাহীন না হয় সেজন্য অনেক দেশেই সময়োচিত প্রচার-কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা আছে। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যনীতি অনুসরণের রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা খুব কমই লক্ষিত হইয়া থাকে। নানারূপ অনিষ্টকর গুজব ও জল্পনা কল্পনার প্রভাব হইতে এদেশের বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে মুক্ত রাখিবার জন্য উপযুক্ত প্রচারকার্য্য দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত জনমত গঠনের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা এদেশে দেখা যায় না। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থার সহিত সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিবার শিক্ষাও এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহ এখনও পায় নাই। এইরূপ অসুবিধার ভিতর ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী-সমূহ যে উহাদের নূতন কাজের পরিমাণ এখনও অনেকটা উর্দ্ধস্তরে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা উহাদের উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা ও জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক বলিতে হইবে।

গত ১৯৪০ সালে এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল, দাদননীতি ও আয় ব্যয়ের গতি কিরূপ দাঁড়াইয়াছে আগামী সপ্তাহে আমরা তাহা বিশ্লেষণ করিব এবং তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসি-ওরেন্স ও সাধারণ বীমার ব্যবসা সম্পর্কেও আলোচনা করিব।

পাটচাষীদের জন্য সরকারী ঋণদান নীতি।

মিঃ কে, এন, দালাল।

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীদের ১ কোটী টাকা ঋণ প্রদান করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এই প্রদেশের জনসাধারণ নিশ্চয়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গলার পাটচাষীরা তাহাদের উৎপন্ন পাটের দরে ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য করিতেছিল এবং যুদ্ধের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের এইরূপ ঘোষণা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাটই বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বপ্রধান অর্থকরী ফসল। অতএব একদিকে পাটের দর পড়িয়া গেলে এবং অন্যদিকে খাদ্য শস্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে যে কিরূপ অর্থনৈতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বৎসরের পাট উৎপন্নের পূর্ব্বাভাসে পাট চাষের পরিমাণে বিশেষ বাড়তি লক্ষিত হয় এবং ইহা হইতেই উপলব্ধি করা গিয়াছিল যে পাটের দর ক্রমশঃ নিম্নগামী হইবে এবং পাটচাষীরা অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইবে। ১৯৪২ সালের ১৬ই জুন তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' আমি আমার লিখিত একটী প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, যদি পাটের মূল্যের নিম্নগতি রোধ করিতে হয় এবং পাটচাষীদের ঠিক সময় যথোপযুক্ত সাহায্য দান করিতে হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সমস্ত উদ্বৃত্ত পাট ক্রয় করা উচিত হইবে। এক্ষণে যে টাকা ঋণ বাবদ পাটচাষীদের প্রদান করার জন্য মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা যদি আমি যখন সাবধান বাণী ধ্বনিত করিয়াছিলাম তখন উদ্বৃত্ত পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইত এবং পাটকলসমূহে চট প্রস্তুত করিবার জন্য পাটের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করা হইত—তাহা হইলে পাটচাষ সমস্যার অনেকটা সুষ্ঠু সমাধান করা ও পাটচাষীদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা সহজসাধ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ঋণ-দান করিবার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহাতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই উদ্বৃত্ত পাট বাজারে আমদানী হওয়ায় পাটচাষীদের বেশী পরিমাণ মজুদ পাটই ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী ঋণ পাটচাষীদের বিশেষ কোন উপকারে আসিবে না, কেননা ইতিমধ্যেই পাটচাষীরা তাহাদের পাট ফরিয়া, ব্যাপারী ও আড়তদারদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকার যে ঋণ-দান নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে পাটের দর বৃদ্ধি পাইলে উপরোক্ত পাটব্যবসায়ীরাই পাটের চড়া দরের ফলে লাভবান হইবে। যাহারা পল্লী বাঙ্গলার অবস্থার সহিত পরিচিত আছেন, তাহারাই জানেন যে বাঙ্গলার চাষীদের পক্ষে পাট বেশীদিন ধরিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। এই সকল দরিদ্র চাষীরা কোনরকমে দিন আনে দিন খায়। সুতরাং কয়েকমাস পাট ধরিয়া রাখা দূরের কথা—কয়েক সপ্তাহও তাহাদের পক্ষে পাট মজুদ রাখা অসম্ভব। অতএব পাটচাষীরা যাহাতে পাটের ন্যায্য দর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা বিশেষ ভাবে সরকারের কর্ত্তব্য। যখন চাষীরা পাট কাটে এবং বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে তখন যদি তাহাদের যথোপযুক্ত ভাবে পাট গুদামজাত করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয় তাহা হইলে দালাল শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী লোকদের নিকট তাহারা তাড়াহুড়া করিয়া অল্প মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় না। এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে পাটচাষীদের সাহায্য করা যাইতে পারে। পাটচাষীরা যখন পাট বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাহাদের অর্থসাহায্য করা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাজারে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট আমদানী হওয়ায় পাটের বাজার ইতিপূর্ব্বেই পড়িয়া গিয়াছে এবং পাটের দরে আরও মন্দার ভাব লক্ষিত হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়া পাটচাষীরা তাহাদের পাট বহুপূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব বর্ত্তমানে পাটচাষীদের যে ১ কোটী টাকা ঋণ-প্রদান করা হইবে তাহাতে তাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা আছে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে। মনে হয় এইরূপ ঋণগ্রহণের ফলে তাহাদের আর্থিক দায় আরও বৃদ্ধি পাইবে। কেননা, ঋণ গ্রহণ দ্বারা যদি তাহারা তাহাদের আয়ের পথ সুগম না করিতে পারে এবং তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়াইতে পারে তাহা হইলে এই ঋণ পরিশোধ করিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। বর্ত্তমানে যে ঋণ চাষীদের প্রদান করা হইবে তাহা সম্ভবতঃ তাহারা নিজেদের জীবন ধারণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই খরচ করিয়া ফেলিবে এবং এই অর্থ কোনরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার কাজে লাগান হইবে না বলিয়াই আশঙ্কা হয়। ফলে পাটচাষীরা এইরূপ ঋণ দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হইবে না এবং পক্ষান্তরে পাটের আড়তদারেরা লাভবান হইবে ও পাটচাষীরা ঋণভারে জড়িত হইবে। নিম্নের একটী হিসাব হইতে ইহার যাথার্থ্য কতকটা প্রমাণিত হইবে।

১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে গত বৎসরের মজুত উদ্বৃত্ত পাটের (ইহা হইতে বর্ত্তমান বৎসরের উদ্বৃত্ত পাটের হিসাব বাদ দেওয়া হইয়াছে) পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :—

	(বেল)
পাটচাষীদের হাতে	৫৫০,০০০
কলিকাতার বেলার ও আড়তদারদের হাতে	৭৬৮,০০০
মফঃস্বলের বেপারী, ফরিয়া ও আড়তদারদের হাতে	২৫০,০০০
পাটকলওয়ালাদের হাতে	২,৩৫৮,০০০
	৩,৯১৬,০০০ বেল।

উপরোক্ত তথ্যাদি হইতে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বর্ত্তমান অবস্থায় যদি পাটের দর বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আড়তদার ও কলওয়ালাদের হাতে বেশীর ভাগ উদ্বৃত্ত পাট মজুত থাকায় তাহারাই লাভবান হইবে। এইজন্যই আমরা বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক পাটচাষীদের বর্ত্তমান ঋণদান নীতির বিরোধী। বাঙ্গলা সরকার পাটচাষীদের জন্য যে ঋণদান মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা অতি অসময়ে করা হইয়াছে। এই ঋণের অর্থ পাটচাষীরা অনেকস্থলেই অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করিতে বাধ্য হইবে। অতএব এইরূপ ঋণ গ্রহণ দ্বারা কার্য্যকরী কোনরূপ আয় বৃদ্ধি না করিতে পারায় চাষীদের আরও ঋণ করিতে হইবে এবং এইরূপ ঋণ পরিশোধ করা পরিশেষে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

(৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)


ক্যাথারীণ
আর কৃষ্ণাকুমারী
অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপ রাশিয়ার রাণী ক্যাথারীণের কলঙ্কের কথায় ছিল পঞ্চমুখ। একদিকে তার অসংখ্য রোমাঞ্চকর প্রণয়লীলা এবং অন্যদিকে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রাজনৈতিক চতুরতা সমসাময়িক নরনারীর চোখে ক্যাথারীণকে এক অভিনব বিস্ময়ের পাত্রী করে তুলেছিল। তার গ্র্যাণ্ড কমিশনের কাছে কতকগুলি অনুজ্ঞাতে তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ প্রগতির যে ব্যাপক সূচনা করেছিলেন তা আজও সারা বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এত দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও ক্যাথারীণ রাশিয়ার মেয়েদের জন্য এমন কোন সুশ্রী অথচ অনাড়ম্বর পোষাকের সন্ধান দেন নি যাতে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য একটি উপযুক্ত পারিপাট্য লাভ করতে পারে—যেমন পেরেছে আমাদের এই কৃষ্ণাকুমারীর, একটি সাদাসিদে মহালক্ষ্মী-শাড়ির আবরণে।
কটন মিলস্ লিমিটেড

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

পাথুরে কয়লা দ্বারা মোটর চালনা

পেট্রল বাঁচাইবার জন্য আজকাল মোটর গাড়ী ও লরীতে কাঠকয়লার গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র বসান হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ৬ শতটী মোটর গাড়ী যদি গ্যাস দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে বৎসরে ১০লক্ষ গ্যালন পেট্রল কম খরচ হইবে। বর্ত্তমানে প্রতিমণ কাঠকয়লার দর পড়ে ২৮০আনা। বাস কিম্বা লরী যদি কাঠ কয়লার গ্যাসে চলে তাহা হইলে ২ হাজার মাইল চলিলে ২ শত টাকার কম খরচ হইবে। পেট্রল চালিত গাড়ীগুলিকে গ্যাস দ্বারা চালাইবার ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৭ হাজার। গ্যাস দ্বারা মোটর গাড়ী চালাইবার যন্ত্র তৈয়ারীর জন্য ইস্পাত আবশ্যক। যুদ্ধ সংক্রান্ত যানবাহন বিভাগের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা উহার ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র বনবিভাগের কর্ম্মচারিগণ কাঠকয়লা প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার জন্য মনোযোগ দিতেছে। গাড়ী চালাইবার জন্য পাথুরে কয়লা হইতে গ্যাস উৎপাদন করা যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করা হইতেছে।

মিঃ এস সি রায়

ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি রায় এম এ, বি এল, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের পরামর্শ কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ডের পঞ্চ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধান্তে ছাত্রগণ যাহাতে পুনর্গঠনের কাজে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে, তজ্জন্য উহাতে বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট ২ হাজার ৩২ জন চাকুরী প্রার্থী ছিল; তন্মধ্যে ৮১০টী চাকুরীর জন্য বোর্ড সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত চাকুরীর মধ্যে অনেকগুলি পদ কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কিত ছিল, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকায় বোর্ড এই সকল চাকুরীর ব্যাপারে কাহারও জন্য সুপারিশ করেন নাই। বোর্ড সর্ব্বসমেত ৬৩৬ জন প্রার্থীর চাকুরীর সংস্থান করিতে পারিয়াছেন। প্রথমে মাত্র ১০টী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমর্থন লাভ করিয়া বোর্ড কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে কতকগুলি সরকারী বিভাগ ছাড়াও ২ শত শিল্প প্রতিষ্ঠান বোর্ডের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছে। বিমান ও স্থল সৈন্যবাহিনীতে চাকুরীর জন্য বোর্ড উপযুক্ত লোককে সুপারিশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বোর্ড বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় এখন মাত্র একটী 'ট্রেনিং কোর' আছে। বাঙ্গলা ও আসামের ৭৫ টীরও অধিক কলেজ ইহার অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ইহার অনেকগুলিতে ছাত্রসংখ্যা হইবে প্রায় ১ হাজারেরও বেশী। বর্ত্তমান অবস্থায় যে সমস্ত শিক্ষক চাকুরী হারাইয়াছেন, তাহাদিগের চাকুরী সংস্থানের ব্যবস্থাও বোর্ড করিয়াছেন।

ভারতে মজুত কুইনাইনের পরিমাণ

১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতে মজুত কুইনাইনের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ১৯৩৯-৪০ সালের জাভা কুইনাইন ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১ লক্ষ ৫৩ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন এবং প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যবহারের জন্য যথাক্রমে ৭০ হাজার পাউণ্ড এবং ১৯ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ভারত সরকারের হাতে মজুদ ছিল। প্রাদেশিক সরকারসমূহের ও সিভিল মেডিকেল ষ্টোর বিভাগের হাতে কুইনাইন মজুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮২ হাজার ৩১২ পাউণ্ড এবং ২৯ হাজার পাউণ্ড।

খুচরা পয়সার অভাব

'মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্স' ভারত সরকারকে লৌহের ন্যায় সহজ প্রাপ্য একটী ধাতুর তৈরী পয়সা বাজারে চালু করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইহা ছাড়া পয়সা মজুত করা কিম্বা গলাইয়া বিক্রয় করা আইনানুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেও ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারকে ইহাও জানাইয়াছেন যে, মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে—বিশেষ করিয়া শিল্প প্রধান অঞ্চলে পয়সা ছাড়া অন্যান্য খুচরা রেজকিরও বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। নূতন ধরণের পয়সার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই সকল রেজকি সরবরাহ করার ব্যবস্থা না হইলে ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন ও মজুরদের পারিশ্রমিক দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ আলোচনার পর সরকারী খাজাঞ্চিখানার মারফতে রেজকির উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন করা হয়।

ভারতে হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত

ভারতে বিদেশ হইতে বহু হারিকেন লণ্ঠন আমদানী হয়। যাহাতে ভারতে হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত করা যায়, তজ্জন্য কতিপয় উৎসাহী বাঙ্গালী 'দি ইষ্টার্ণ হারিকেন ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিমিটেড' নামে একটী যৌথ কারবার আরম্ভ করার আয়োজন করিয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এই কোম্পানীর পরিচালক সভা গঠিত হইয়াছে। হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত সম্বন্ধে বিদেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মিঃ এল কে সমাদ্দার এই কোম্পানীর কর্ণধার হইয়াছেন।

ফসল নিয়ন্ত্রণ

১৯৪২ সালের ফসল নিয়ন্ত্রণমূলক ভারত সরকারের আদেশ অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার একখানা বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, আগামী ১৫ই নবেম্বর হইতে এই আদেশ বাঙ্গলা দেশে বলবৎ হইবে। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ফসল যাহারা একবারে ২০ মণের বেশী ক্রয়, বিক্রয় বা মজুত করে, তাহাদের উপর এই আদেশ প্রবর্ত্তিত হইবে; কিন্তু যাহারা নিজেরাই কিম্বা প্রজা দ্বারা ফসল উৎপাদন করে তাহাদের উপর এই আদেশ প্রয়োগ করা হইবে না। গম ও গমভাঙ্গা সকল জিনিষ (আটা, ময়দা, সুজী ও গমের ভূষি), ধান, চাউল, জোয়ার, বজরা সকল প্রকার ডোলা, যব, ভুট্টা ফসল সম্পর্কে এই আদেশ প্রয়োগ করা হইবে—তবে আপাততঃ মাত্র প্রথমোক্ত তিনটী ফসল সম্পর্কেই উহা বলবৎ হইবে। চাষী ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি এককালে ২০ মণের অধিক ফসল বিক্রয়, ক্রয় বা মজুত করে তাহাকে কলিকাতায় সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারের নিকট কিম্বা নিজ নিজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা মহকুমা হাকিমের নিকট অনুমতিপত্রের জন্য 'বি' ফরমে আবেদন করিতে হইবে। উক্ত কর্ম্মচারীদের নিকট বিনামূল্যে ঐ ফরম পাওয়া যাইবে। তার পর 'এ' ফরমে বিনা ব্যয়ে অনুমতিপত্র দেওয়া হইবে। অনুমতিপত্রের কোন সর্ত্ত অমান্য করিলে অন্যান্য শাস্তি ব্যতীত অনুমতিপত্রও বাতিল হইতে পারে।

বৃটেনে রবারের অভাব

রবারের গুরুতর অভাবের জন্য বৃটেনে যে সকল গাড়ী চালান বন্ধ আছে তাহাদের এবং ঐ সকল গাড়ীর টায়ারের হিসাব প্রস্তুত করা হইবে। আবশ্যক হইলে কত টায়ার ও গাড়ী পাওয়া যাইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবার জনাই এইরূপ হিসাব গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

তেলের টিনের অভাব

ইস্পাতের অভাবের জন্য তেলের টিন, পিপা, ড্রাম এবং অন্যান্য কৌটা প্রভৃতির ভয়ানক টানাটানি দেখা গিয়াছে। এ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া এই ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও টিন ব্যবহারকারীদিগকে গবর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ব্যবসায়ীরা পিপা, টিন অথবা কৌটাভর্ত্তি কোন মাল বিক্রয় করিলে খরিদ্দারদের নিকট হইতে যেন উহা ফেরৎ লইবার চেষ্টা করেন। তেলের ড্রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এক পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে তেলকলগুলি যাহাতে এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একবারের চালানী মাল শেষ হইলে দ্বিতীয় চালানের পূর্ব্বেই খালি ড্রামগুলি তেলকলে পাঠাইয়া দিতে হইবে। সেখান হইতে ঐগুলি পুনরায় তেলভর্ত্তি হইয়া আসিবে। ড্রামগুলি যাহাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ব্যবহারকারীদিগকে সর্ব্বপ্রকার যত্ন নিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাটচাষীদিগকে সরকারী ঋণ দান

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক বাঙ্গলা দেশের পাটচাষীদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট লাঘব করিবার জন্য ১ কোটি টাকা সরকারী ঋণ উক্ত চাষীদিগকে প্রদান করা হইবে বলিয়া একটী বিবৃতি দিয়াছেন। ইহার মধ্যে মৈমনসিংহ জিলার পাটচাষীদিগকে ২০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে।

ভারতে শর্করা শিল্পের অবস্থা

[illegible] কানপুরে ভারতীয় চিনিকল সমিতির দশম [illegible] অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ ডি খৈতান তাঁহার [illegible] চিনির দর ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা [illegible] তাঁহার মতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া [illegible] চিনির ব্যবসায়কে স্বাভাবিক স্তরে আনয়ন করা যায় তজ্জন্য উপযুক্ত [illegible] সরকারের কর্তব্য। আর মালগাড়ীর স্বল্পতা, মরশুমে [illegible], উৎপাদন খরচার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, [illegible] শ্রমিকদের মাগগী ভাতা প্রদান প্রভৃতির ফলে [illegible] চিনির কলগুলিকে যে হারে ব্যয়ভার বহন করিতে [illegible] চিনির বাজার চলতি দর অধিক ছিল না। ১৯৩৯ [illegible] উৎপাদন করের হার ছিল [illegible] উৎপাদন করের হার হইতেছে হন্দর [illegible] বর্তমানে চিনির উৎপাদন বাড়ানও [illegible] বলেন যে, বর্তমানে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য [illegible] একচেটিয়া ব্যবসা পক্ষাপক্ষে ভারতবর্ষ লাভ [illegible] যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ [illegible] সরকারের ব্যাপার অনুমোদন করেন। প্রতি একর [illegible] জন্য সরকারের তরফ [illegible] হ্রাস, সমবায় সমিতিগুলির [illegible] এবং ইক্ষুর [illegible] সরকারের উচিত বলিয়া মিঃ খৈতান মত প্রকাশ [illegible] চিনির আনুষঙ্গিক হিসাবে যানবাহন চলাচলের উপযোগী [illegible] উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা ও যানবাহন [illegible] মিঃ খৈতান তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ করেন।

খাঁজকাটা নূতন টাকা

[illegible] প্রকাশ যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জের [illegible] টাকা বাজার হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া [illegible] হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া অনেকের মনে [illegible] রাজা ষষ্ঠ জর্জের [illegible] খাঁজকাটা নূতন [illegible] যে, মাত্র ১৯৩৮ [illegible] বিশুদ্ধতাযুক্ত রাজা ষষ্ঠ জর্জ মার্কা টাকা-[illegible] সরাইয়া লওয়া হইবে—নূতন খাঁজকাটা টাকাগুলি সরাইয়া লওয়া হইবে না। [illegible] পুরাতন 'সাধারণ' টাকার বদলে প্রয়োজনানুযায়ী [illegible]

ভারতে কুইনাইনের অভাব

[illegible] চিকিৎসকদের এক সভায় ডাঃ দাদা চান্দজী ভারতে কুইনাইনের [illegible] বলেন যে, বর্তমানে ভারতে মাত্র বৎসরে ২ লক্ষ [illegible] পাওয়া যায়। ভারতে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি লোক [illegible] আক্রান্ত হয়। এই সকল রোগাক্রান্ত লোকদের ব্যবহারের [illegible] কুইনাইন যোগান দিতে হইলে সিনকোনার চাষের [illegible] হইবে। [illegible] যে সকল [illegible] অবস্থিত সেই সকল স্থানেই সিন-[illegible] কোন কোন ক্ষেত্রে ১১ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে [illegible] সিনকোনা বৃক্ষের চাষ হয়। ভারতে [illegible] রহিয়াছে। এই সকল স্থানে সিন-[illegible] অবিলম্বে [illegible] দেওয়া উচিত। [illegible] একটি [illegible]

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ডের বৈঠক

[illegible] দিল্লীতে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ডের [illegible] কয়েকদিন পরে উক্তবোর্ডের কার্যকরী সমিতি ও [illegible]

তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী

দেরাদুনের বনবিভাগের গবেষণা পরিষদ (দেরাদুন ফরেষ্ট ইনষ্টিটিউট) হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তিকায় তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী প্রস্তুত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এইরূপ জেলী দ্বারা রবার জোড়া লাগান, কাগজ আটকান এবং সাবান প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত আপেল, লেবুর বীচি ও বীচি হইতে জেলী প্রস্তুত হইত এবং এই সকল জিনিষ এপর্য্যন্ত বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করিতে হইত। কিন্তু তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী প্রস্তুত করিতে পারায় ইহা অত্রদেশে প্রেরণ ও মজুদ করা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে।

বি, এন. ডব্লু, আর ও রোহিলখন্দ কমায়ুন রেলপথ

১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথ এবং রোহিলখন্দ ও কুমায়ুন রেলপথের একত্রীকরণ কার্য্য সাধন করা হইবে। ইহার নামকরণ হইবে আউধ এণ্ড ত্রিহুত রেলওয়ে।

ক্ষুদ্র কারখানাগুলিতে ভারত সরকারের অর্ডার

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি হইতে ১০ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিবেন। ১৯৪১-৪২ সালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলি ৫ কোটি টাকা মূল্যের মাল যোগান দিয়াছে।

বাঙ্গলায় চিনি সরবরাহ

বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্যদ্রব্য সরবরাহ বিভাগের এক পরিকল্পনানুযায়ী যে সকল চিনি এখনও বাঙ্গলার চিনির কারখানাসমূহে মজুদ আছে, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ মাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে জনসাধারণের প্রয়োজনের নিমিত্ত বাঙ্গলা সরকার বণ্টন করিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার আবশ্যকীয় চিনি হস্তগত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান পরিকল্পনানুসারে বাঙ্গলা দেশকে চারিটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে এবং যে সকল জিলাগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সেই সকল জিলাসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চিনি সেই অঞ্চলের চিনির কল হইতে যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। সেকাল, বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্যদ্রব্য সরবরাহ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মজুমদার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, অনতিবিলম্বে জিলাসমূহে চিনির অভাব দূরীকরণার্থে এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা স্বাভাবিক চিনি সরবরাহের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যাঘাত করার ইচ্ছা সরকারের নাই। যে পরিমাণ চিনি সরবরাহ করা প্রত্যেক জিলা প্রতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা চিনির অস্বাভাবিক ঘাটতি পড়িলেই জনসাধারণের অসুবিধা মোচনের জন্য তাহাদের বিক্রয় করা হইবে।

কৃষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত উপদেষ্টাদের সম্মেলন

কৃষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত সরকারী পরামর্শদাতাদের অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন গত ২৮শে অক্টোবর নয়া দিল্লীতে শেষ হইয়াছে। এই সম্মেলনে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যাপারে কয়েকটী প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। যাহাতে একটী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিমূলক সঙ্ঘ গঠিত হয় এবং এই সমিতিকে প্রদেশসমূহে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে খাদ্যদ্রব্যাদি যোগান দেওয়ার সম্পর্কে বিশেষ সুবিধার জন্য যানবাহন ব্যবহারে প্রাথমিক সুযোগ দেওয়া হয়, তজ্জন্য সম্মেলনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সামরিক ও অসামরিক লোকদের জন্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্র খরিদ করার ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারসমূহের কৃষিপণ্যাদির বাজার সংক্রান্ত উপদেষ্টাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন এবং তাহাদের ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে সহযোগিতা আনয়ন করা সম্বন্ধেও এই সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

বৃটীশ ভারতে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে; ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর উৎপাদন কর বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৩ লক্ষ টাকা; ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ আয়বাবদ পাওয়া গিয়াছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাণিজ্য শুল্ক ও কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন কর বাবদ আয়ের পরিমাণ হইতেছে ২২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা; ১৯৪১ সালের অনুরূপ ছয়মাসের বাণিজ্য শুল্ক ও উৎপাদন কর বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে আমদানী শুল্ক বাবদ ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ ৩৩ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন কর বাবদ ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাসে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইহার মধ্যে বেঙ্গলস্ ২০ লক্ষ ৬৪ হাজার একর, আমেরিকানস্ ৩০ লক্ষ ৬ হাজার একর, ওমরা ৪১ লক্ষ ৩৩ হাজার একর, রোচ ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার একর, সুরতি ৫ লক্ষ ১০ হাজার একর, ধোলারাস ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার একর এবং অন্যান্য শ্রেণীর তুলার চাষ ৩৮ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

কোলার স্বর্ণ-খনির উৎপাদন

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোলার স্বর্ণখনিসমূহ হইতে ১৯ হাজার ৬৬ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছে।

কলিকাতায় খুচরা চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা

কলিকাতায় 'চরা চিনি বিক্রয় করিবার জন্য আরও ৪০টী মুদির দোকান অনুমোদিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত ১৪০টি দোকান ঠিক করা হইয়াছে। অনুমোদিত দোকানগুলির মধ্যে ২৯টীতে মোটা ও মাঝারি ধরণের চাউলও বিক্রয় করা হইবে। বাঙ্গলা সরকারের এই ধরণের দোকানের সংখ্যা কলিকাতায় আর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। অনুমোদিত দোকানের তালিকা সমস্ত থানা ও করপোরেশনের বাজারসমূহে পাওয়া যাইবে।

কুইনাইনের বড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে ডাকঘরসমূহে যে ২০টী কুইনাইনের বড়ি পূর্ণ শিশি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেলে আর এইরূপ শিশি বিক্রয়ার্থ বাহির করা হইবে না। ইহার পরিবর্ত্তে ১০টী কুইনাইনের বড়িযুক্ত শিশি ডাকঘরে বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইবে। আশা করা যায় যে, ১৯৪২ সালের ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত এইরূপ শিশি ডাকঘরে পাওয়া যাইবে। এইরূপ প্রত্যেক শিশির মূল্য হইবে ৵৩ পাই।

শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শ্রমিকদের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য বৃটেন হইতে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের উপদেশ দিবার জন্য যে বিশেষজ্ঞ মনোনীত করিয়াছেন, তিনি নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ভারতে পৌঁছিবেন। যুদ্ধকালীন শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্ম চালাইবার জন্য ভারত সরকারের শ্রমিক কল্যাণসংক্রান্ত উপদেষ্টা মিঃ আর এস নিম্বকারের অধীনে আটজন সহকারী শ্রমিক কল্যাণসম্পর্কিত কর্মচারী নিযুক্ত হইবে। ইহার মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এইরূপ ৪ জনকে লওয়া হইবে। এই ৪ জনের মধ্যে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে প্রত্যাগত লোকও থাকিবে। আটজন সহকারী কর্মচারীদের মধ্যে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৩ জন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ২ জন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৩ জন প্রার্থীকে লওয়া হইবে। প্রত্যেক সহকারী কর্মচারীর মাসিক বেতন হইবে ৫ শত টাকা। শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কার্য্যাবলী পরিচালনা করিবার জন্য ভারতবর্ষকে ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা হইবে। ইহার মধ্যে ৬টী অঞ্চল হইবে—আসাম, বাঙ্গলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ; মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যাকে সপ্তম অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হইবে। দিল্লী, আজমীড়, মারোয়াড়, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্থান লইয়া অষ্টম অঞ্চল গঠিত হইবে। সহকারী শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মচারীরা নয়া দিল্লীতে এক সপ্তাহ শিক্ষা গ্রহণ করিবে। এই সকল কর্মচারীদের কর্ত্তব্য হইবে যাহাতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা হ্রাস পায় তাহার উপর দৃষ্টি দেওয়া এবং শ্রমিক আন্দোলনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। ইহা ছাড়া এই সকল কর্মচারীরা তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলের শ্রমিকদের অবস্থার বিষয়, শ্রমিক ধর্ম্মঘট এবং শ্রমিক শোভাযাত্রা প্রভৃতি ব্যাপারে কোনরূপ রাজনৈতিক অথবা অর্থ-নৈতিক কারণ নিহিত থাকিলে তাহার যথাযথ সংবাদ ভারত সরকারের শ্রমিক কল্যাণমূলক উপদেষ্টাকে জানাইবে।

ভারতে ম্যালেরিয়া

প্রকাশ, গত ৩ বৎসরে পাঞ্জাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সরকারী কোন বিবরণীতে ইহা সমর্থিত হয় নাই। ১৯৩৩ সালে দিল্লীতে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রকোপ দেখা গিয়াছিল এবং উক্ত বৎসরে দিল্লীতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াইত গড়পড়তায় ৭ হাজার জন। বর্ত্তমান বৎসরের ২রা সেপ্টেম্বর ২ হাজার ২ জন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী হাসপাতাল এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের ৭ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে দিল্লীতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ হাজার ৯২৫ জন। ১৯৩৩ সালের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পাঞ্জাবে ৪ হাজার ৪৫৫পাউণ্ড কুইনাইন বিতরণ করার বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে ইহার পরিমাণ আরও ১ হাজার পাউণ্ড বাড়ান হইয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লা উৎপাদন

১৯৪১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন।

অনুন্নতদের জন্য বোম্বাই সরকারের সাহায্য

বোম্বাই সরকার উক্ত প্রদেশের অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন্য প্রদেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ তহবিল হইতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার জন্য পৃথক করিয়া ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন।

রুশিয়ার দৃষ্টান্ত

গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে ক্যালকাটা রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক ভোজ-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ডক্টর এস সি ফক্স বলেন যে, জাপান ও জার্মানীর [তুলনায় ভারতের খনিজ সম্পদ অনেক বেশী; অথচ ভারত শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উক্ত দুই দেশের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ফক্স বলেন যে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উজবেক, কাজাক, তাতার, কশাক ও রুশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি ও সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য ও সকলের স্বার্থ অভিন্ন হওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সব জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং ভারতেও বহু জাতি বা বহু ধর্ম্ম জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী নহে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর থাকায় ভারতেও রুশিয়ার মতই অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত শিল্পোন্নতি হইতে পারে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা

গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর বড়-বাজারে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার মেদিনীপুর শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। উকীল শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৯শে অক্টোবর দশহরা দিবসে নয়াদিল্লীতে ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নূতনগৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ এইরূপভাবে সংগঠিত হইয়াছে যাহাতে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ উপযোগী হইবে। যে সকল ব্যবসায়ী ইংরেজী ভাষা জানেন না, তাঁহারাও যাহাতে এই ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন ব্যাঙ্কটি সেরূপ পরিকল্পনা লইয়াও অগ্রসর হইয়াছে। ভারত ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান হইতেছেন শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া।

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৮ই অক্টোবর তারিখ বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর এম-এল-এ মহোদয় এই উদ্বোধন উৎসবের পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত নস্কর ও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। এই উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

ভারত জুট মিলস লিঃ

ভারত জুট মিলস্ লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১৯৪২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬২৯ টাকা। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের হিসাবের জের ৪১৫৲ টাকা যোগ করিয়া মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। এই টাকা হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে ৭০ হাজার টাকা লভ্যাংশ প্রদান, সাধারণ মজুত তহবিলে ২০ হাজার টাকা ন্যস্ত করা ও পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে ৮১১৲ টাকা জের টানিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লি

মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ১৯৪২ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৯৫ টাকা। মাইকা মাইনিং-এর ন্যায় একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই পরিমাণ বিশেষ আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ হাজার ৪৬৯ টাকা। এই টাকা হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ অংশীদারগণকে অর্ডিনারী শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

এসোসিয়েটেড কণ্ট্রাক্টার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ দেবরাজ মরদা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জয়নারায়ন শর্ম্মা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা।

কিষাণগঞ্জ হার্ডওয়ার ষ্টোর্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে এল তেহরাণী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

এসোসিয়েটেড মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ অব ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রকুমার গুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ফিনান্শিয়ার্স ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ন্যাশনাল ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গুণেন্দ্রকুমার গুহ রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, কালীঘাট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

রাজেন্দ্র মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ উপেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—পোঃ তোজেশ্বর, জিঃ ফরিদপুর। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ভারতশ্রী ল্যাণ্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম এম বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস ১৭০, মানিকতলা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

সেঞ্চুরি ইঞ্জিনীয়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নির্ম্মাণকুমার সরাওগি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ভ্যাল্ডাস্তুর এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এফ পি ভ্যাল্ডাস্তুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—লেসলি হাউস, ১৯ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

এম্‌কো প্রোডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বটকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৬ সি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা।

জয়পুর ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে পি গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৪৫, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা।

ভারত জুট ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গুজরমল সাম্বালিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনেউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

চেম্বা পীক্ এষ্টেট্স্ লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **দি মাইশোর সুগার কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **বেঙ্গল পেপার মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৩৲ টাকা। **বোকারো এণ্ড রামগড় লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **সেণ্ট্রাল কুরকেন্দ্ কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **দি খাটাউ ম্যাকাঞ্জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭৲ টাকা। **দি মাইশোর কেমিক্যালস্ এণ্ড ফার্টিলাইজার্স লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **গোকক্ মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **কেম্প এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং, উইভিং, এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর

পূজার ছুটির দুই সপ্তাহকাল পরে আবার আমরা কলিকাতার টাকার বাজারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে টাকার বাজারের অবস্থায় এমন কোন পরিবর্ত্তন সংগঠিত হয় নাই যাহাতে নূতন কিছু জানান যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, টাকার বাজার সেই 'যথাপূর্ব্বং'। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ আগের মতই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্ব্বের ন্যায়। বাজারে মন্দার ভাব সুস্পষ্ট। পূজার ছুটির মধ্যে ও ছুটির পর এই পর্য্যন্ত যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বিনিময় বাজারে যৎসামান্য রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে মাত্র।

গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৮/৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥৶৩ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ৩রা নবেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ২রা নবেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৬ই নবেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৩শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫১২ কোটি ৫১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৭ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার-সমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৯২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ২৯/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর

আলোচ্য সপ্তাহে শারদীয়া পূজা এবং ইদের ছুটীর পর কলিকাতার শেয়ার বাজার পুনরায় খুলিয়াছে। বাজার আরম্ভ হওয়ার দিক হইতে শেয়ারের কাজকারবারে কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। সোমবার দিন শেয়ার বাজারের বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দরও চড়িয়াছিল। কিন্তু ষ্ট্যালিনগ্রাড রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সঙ্কটজনক হওয়ার সংবাদে এবং চট্টগ্রাম ও উত্তর-পূর্ব্ব আসাম অঞ্চলের কয়েকটী বিমান ঘাটিতে শক্তিশালী জাপানী বিমানশ্রেণীর বোমা নিক্ষেপের ফলে শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে জাপানী বিমানহানার যে সংবাদ অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধের খবরাখবরের জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থার জন্য শেয়ার বাজারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই কতকটা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

কোম্পানীর কাগজ

এসপ্তাহে এই বিভাগে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর দাঁড়াইয়াছে ৯৪৲ টাকা। মেয়াদী ঋণপত্র-সমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৶০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ১০০৲ টাকা। ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৲ টাকা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫সালের কাগজ ১০৯৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ১৯৪৯ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯৯৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে স্থির ভাব লক্ষিত হয়। বেণারস কটন ৬॥৶০ আনা, এলগিন মিল ৪০৶০ আনা, কেশোরাম ১২॥০ আনা, মুইয়ের মিল ৩৩৩৲ টাকা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৭॥০ আনা এবং কাণপুর টেক্সটাইল ১২৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির বিশেষ কাজকারবার হয় নাই এবং ইহার দর অনেকটা পূর্ব্বের স্তরেই বলবৎ ছিল।

পাটকল

পাটকল শেয়ারের দর বাজার খোলার দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু বাজার বন্ধের দিকে ইহার শেয়ারের দরে কতকটা নিম্নগতি লক্ষিত হইয়াছে। এলায়ন ১৮৯৲ টাকা, হাওড়া ৫৪॥০ আনা, কামারহাটী ৪৮২৲ টাকা এবং এলায়েন্স ৩০০৲ টাকায় কাজকারবার হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে বেচাকেনায় সপ্তাহের প্রথম দিকে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৪॥০ আনা এবং ২১॥০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা মন্দারভাব দেখা গিয়াছে। বলরামপুর ১২৸৶০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ১৫৸৶০ আনা, সমস্তীপুর ১৪৶০ আনা এবং বুলাণ্ড ৩৬৸৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

চা-বাগান

এই বিভাগে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। বাগারহাট ৪৫২৲ টাকা, চুনাভূতি ৪৭০৲ টাকা, চম্পাড়া ৪১৫৲ টাকা, নিউসমনবাগ ২৮॥০ আনা, সেপয় ১২॥০ আনা এবং ভুকতার ১১৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বাম্মা করপোরেশন ২৸০ আনা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৪৸/০ আনা, বুরোয়া টীম্বার ১৮॥০ আনা, বরারি কোক ২৭৲ টাকা, বৃটানিয়া বিস্কুট ১১৸৵০ আনা এবং ইণ্ডিয়ান রাবার ২৫৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২৬শে অক্টোবর—১০২।০ ১০২।/০; ২৭শে—১০২।৵০। ৩৲ টাকা সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৬শে অঃ—১০০৵০ ১০০।৵০; ২৮শে—১০০৵০ ১০০।/০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৬শে অঃ—৯৯৸/০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৭শে অঃ—৯৪৸৴০ ৯৫৵০; ২৮শে—৯৪৸৴০ ৯৫।০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৪৯) ২৭শে অঃ—৯৯৸/০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৬শে অঃ—৯৩৸৴০ ৯৪॥০; ২৭শে—৯৩৸৵০ ৯৪/০; ২৮শে—৯৩৸/০ ৯৪৵০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৬শে অঃ—১০৩।৵০; ২৭শে—১০৩৴০; ২৮শে—১০৩৴০ ১০৩।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৬শে অঃ—১০২/০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৬শে অঃ—১০৯৸৵০ ১১০৲; ২৭শে—১০৯৸৵০; ২৮শে—১০৯৸০ ১১০৲। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে অঃ—১০৯৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৬শে অক্টোবর—১৬০৫৲; ২৭শে—১৬০৮৲; (কণ্টি) ২৬শে অঃ—৩৯০৲ ৩৯২৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৬শে অঃ—১০৩৲ ১০৩॥০; ২৭শে—১০২৲; ২৮শে—১০২৲ ১০৩॥০।

ইলেকট্রিক

বেরিলী ইলেকট্রিক ২৮শে অক্টোবর—১৫৲। বেণারস ইলেকট্রিক ২৮শে অঃ—১৪৸০ ১৫।৵০। ভাগলপুর ইলেকট্রিক ২৭শে অঃ—১১৲ ১১/০। পাটনা ইলেকট্রিক ২৮শে অঃ—১৬।০ ১৬।৵০। ইউ পি ইলেকট্রিক ২৮শে অঃ—১৯৫৲।

রেলপথ

বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে ২৬শে অক্টোবর—৮৭॥০। তেজপুর বালীপাড়া। ট্রামওয়ে (প্রেফ) ২৮শে অঃ—৫৬৲।

ডিবেঞ্চার

৩।০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়া ব্রীজ ২৬শে অক্টোবর—৯৪৸৵০। ৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৫৭) সালের ডালমিয়া সিমেণ্ট ২৭শে অঃ—১০৪৵০। ৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৮) সালের হুকুমচাঁদ জুট (দ্বিতীয় মর্টগেজ) ২৮শে অঃ—১০২৲ ১০৩॥০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২৬শে অক্টোবর—২৯৲; ২৮শে—২৮।০। বেঙ্গল ২৬শে অঃ—৬৮৫৲। ভালগোড়া ২৬শে অঃ—৬।০ ৬।৵০; ২৭শে—৫৸৵০ ৬৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৬শে অঃ—১৮৲। বড় ধেমো ২৬শে অঃ—৬।৴০; ২৭শে—৬৴০। বরাকর ২৬শে অঃ—১৩৵০। ধেমো মেইন ২৬শে অঃ—১২৸৵০। ইকুইটেবল ২৬শে অঃ—৩৪॥৵০। খুষিক এণ্ড মুল্লিয়া ২৮শে অঃ—৫।৴০ ৫॥০। ভরিয়াদি ২৮শে অঃ—১২৸৵০ ১৩৲। লাকুরকা ২৮শে অঃ—১৩৵০। নাজীরা ২৬শে অঃ—৮৸০। নিউ বীরভূম ২৬শে অঃ—১৬॥০; ২৭শে—১৬।০ ১৬।৵০; (প্রেফ) ২৭শে অঃ—১৫৸০। পেঞ্চভেলী ২৭শে অঃ—৩৬৸০। রাণীগঞ্জ ২৬শে অঃ—২৭॥০ ২৭॥৵০; ২৮শে—২৭৵০ ২৭৴০। রেওয়া ২৬শে অঃ—২৭৸৴০ ২৮৲। সেণ্ট্রাল ২৬শে অঃ—১৩৲। ইউনিয়ন ২৮শে অঃ—৩২৸৵০ ৩৩৲।

খনি

বাম্মা করপোরেশন ২৬শে অক্টোবর—৩৲; ২৭শে—২॥৴০ ২৸/০; ২৮শে—২৸/০ ২৸৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ২৬শে অঃ—২॥০ ২॥/০; ২৭শে—২।/০ ২।৵০; ২৮শে—২।৵০ ২॥/০। কনসোলিডেটেড টিন ২৭শে অঃ—১॥০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ২৬শে অক্টোবর—৫৸০ ৬/০। বেণারস কটন ২৬শে অঃ—৬॥৵০। বেঙ্গল নাগপুর ২৮শে অঃ—২৬।০ ২৬৸০। বাউরিয়া ২৬শে অঃ—৪৯৭৲ ৫০০৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২৬শে অঃ—১২।/০ ১২॥/০; ২৭শে—১১৸৵০ ১২।৵০; ২৮শে—১২।৵০ ১২॥৵০। ডানবার ২৬শে অঃ—২৭৬৲; ২৭শে—২৫৯৲; ২৮শে—২৬০৲ ২৬২॥০। এলগিন মিলস ২৬শে অঃ—৩৯॥০ ৩৯॥৵০ ২৮শে—৩৯।০ ৪০৲। কেশোরাম ২৬শে অঃ—১২॥/০; ২৭শে—১২/০; ২৮শে—১২/০ ১২৴০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৬শে অঃ—৭॥/০ ৭৸৵০; ২৭শে—৭।৴০ ৭৸৵০; ২৮শে—৭॥০ ৭॥৵০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেকট্রিক ২৬শে অক্টোবর—১৬।৵০ ১৭।০; ২৮শে—১৫৸০ ১৬।৵০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৬শে অঃ—১২।০; ২৭শে—১২৵০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৬শে অঃ—১২।৵০ ১২॥৵০; ২৮শে—১২।০। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকসন ২৮শে অঃ—১০॥০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৬শে অঃ—৩৮৯৲ ৩৯১৲; ২৭শে—৩৮২৲ ৩৮৬৲; ২৮শে—৩৭৪৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৬শে অঃ—৩৪॥/০ ৩৪॥৵০ ৩৪॥৴০ ৩৪৸০ ৩৪৸/০; ২৭শে—৩১॥০ ৩১॥৴০ ৩১৸/০ ৩২।/০ ৩২॥০ ৩২॥৴০ ৩২৸০; ২৮শে—৩২৲ ৩২৵০ ৩২৴০ ৩২।০। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টিং (অর্ডি) ২৭শে অঃ—৭৸০; ২৮শে—৭।৵০; (ডেফার্ড) ২৬শে অঃ—২৸০ ২৸/০; ২৭শে—২৸০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ২৮শে অঃ—৫॥/০ ৫॥৴০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৮শে অঃ—১৩৵০। ষ্টীল করপোরেশন ২৬শে অঃ—২১।০ ২১॥৵০; ২৭শে—২০॥০ ২১৲; ২৮শে—২০৸/০ ২১৲; (প্রেফ) ২৬শে অঃ—১১৩৲; ২৭শে—১১২॥০। ষ্টীল প্রোডাক্টস ২৬শে অঃ—৬৸০; ২৮শে—৬॥৵০ ৬৸০।

পাটকল

আদমজী ২৬শে অক্টোবর—২৬৸০; ২৭শে—২৫॥০ ২৬।০; (প্রেফ) ২৮শে অঃ—১৪৩৲ ১৪৪৲। আগরপাড়া ২৬শে অঃ—২৩।০; ২৭শে—২২।৵০ ২৩৵০। এলবিয়ন (প্রেফ) ২৮শে অঃ—১৫১৲; (অর্ডি) ২৬শে—২০০৲ ২০১৲; ২৮শে—১৮৫৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ২৬শে অঃ—৩৬১৲ ৩৬৬৲; ২৭শে—৩৬০৲; ২৮শে—৩৫০॥০। এংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ২৬শে অঃ—১৭৫৲। অকল্যাণ্ড ২৮শে অঃ—১৭০৲। বালি ২৮শে অঃ—২৪৭৲ ২৪৮৲। বরানগর ২৮শে অঃ—৯৮৲। বেলভেডিয়র (প্রেফ) ২৬শে অঃ—১৫৭৲। বেঙ্গল ২৭শে অঃ—১৯৸০। বজবজ ২৬শে অঃ—৩৬৬৲ ৩৬৭৲; ২৮শে—৩৫৫৲। কেলিডনিয়ান ২৮শে অঃ—৩৭৮৲। চাঁপদানী ২৮শে অঃ—১৮৮৲। সেভিয়ট ২৮শে অঃ—১৮৫৲। ক্লাইভ ২৬শে অঃ—২৬।০; ২৭শে—২৪॥৴০

২৫॥৶০ ; ২৮শে—২৪৸০। ডালহৌসী ২৬শে অঃ—২২২৲ ; ২৭শে—২২৬৲ ; ২৮শে—২২২৲। ডেলটা ২৬শে অঃ—৪৩৮৲। গ্যাঞ্জেস ২৬শে অঃ—৩২৮৲ ; ২৮শে—৩১২৲। হুগলী (প্রেফ) ২৭শে অঃ—১৯৲ ১৯৶০ ; (অর্ডি) ২৮শে অঃ—৬৫৸০। হাওড়া ২৬শে অঃ—৫৭৲ ৫৭।০ ; ২৭শে—৫৫৲ ৫৫।০ ; ২৮শে—৫৫৲ ৫৫।৶০। হুকুমচাঁদ ২৮শে অঃ—১৬।৶০ ১৬॥৶০ ; (প্রেফ) ২৭শে অঃ—১৪৪॥০। ইণ্ডিয়া ২৬শে অঃ—৪১৫৲ ; ২৭শে—৩৯৯৲ ৪১৩॥০ ; ২৮শে—৪০২৲ ৪০৫৲। কামারহাটী ২৬শে অঃ—৫০০৲ ; ২৭শে—৪৮০৲ ৪৮৩৲। কাকনাড়া ২৬শে অঃ—৪০৩৲ ৪০৮৲। মেঘনা ২৬শে অঃ—৬৩৲। নৈহাটী ২৬শে অঃ—২২৪৲ ২২৭৲ ; ২৮শে—২২৮৲। নস্করপাড়া ২৭শে অঃ—১৯।/০ ১৯।৶০ ; ২৮শে—১৯।৴০। ন্যাশনাল ২৬শে অঃ—২৪৸০ ২৪৸৴০ ; ২৭শে—২৩৸০ ২৪।০ ; ২৮শে—২৪৲ ২৪৶০। নেলিমার্লা ২৭শে অঃ—১৩॥০। নিউসেণ্ট্রাল ২৮শে অঃ—৩০০৲। নদীয়া ২৬শে অঃ—৬৯॥০ ৭০৸০ ; ২৭শে—৬৮৲ ৭০॥০। ওরিয়েণ্ট ২৬শে অঃ—১৮৫৲ ১৮৬৲ ; ২৮শে—১৮৩৲। প্রেসিডেন্সী ২৭শে অঃ—৫৸/০ ৬।৶০ ; ২৮শে—৫॥০। রামেশ্বর ২৬শে অঃ—১১॥/০ ১১॥৶০ ; ২৭শে—১১৶০ ১১।০ ; ২৮শে—১১৲ ১১৶০। রিলায়েন্স ২৭শে অঃ—৫৫৸০ ৫৬৲ ; (প্রেফ) ২৭শে অঃ—১৫২৲। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ২৬শে অঃ—১৫৸০ ; ২৭শে—১৫৲। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৬শে অঃ—২১৭৲ ২১৯৲ ; ২৭শে—২২১৲ ; ২৮শে—২০৫৲। ইউনিয়ন ২৬শে অঃ—৩২২৲ ৩২৪৲ ; ২৮শে—৩০৫৲।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২৭শে অক্টোবর—১৬৩৲ ; ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৬শে অঃ—১৬৬৲ ১৬৭॥০ ; ২৭শে—১৬২৲ ১৬৩৲ ; ২৮শে—১৬১৲ ১৬৪৲। মহীশূর পেপার ২৬শে অঃ—২০॥/০ ২০৸/০। ওরিয়েণ্ট পেপার ২৬শে অঃ—২২॥৶০ ২২৸০ ; ২৮শে—২২৸০ ২২৸৶০। শ্রীগোপাল পেপার ২৬শে অঃ—২০।০ ২০।৴০ ; ২৭শে—২০/০ ; ২৮শে ২০।০। ষ্টার পেপার ২৬শে অঃ—১৮॥৴০ ১৯৲ ; ২৮শে—১৮॥৶০ ১৮৸/০। টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ২৬শে অঃ—২১॥০ ২১॥৴০ ; ২৭শে—২১৲ ২১॥৶০ ; ২৮শে—২১৶০ ২১।০।

চিনিরকল

বলরামপুর ২৬শে অক্টোবর—১৪॥০। বুন্দাণ্ড ২৭শে অঃ—৩৪॥০/০ ৩৪॥৴০। কেরু এণ্ড কোং ২৬শে অঃ—১৬।/০ ১৬॥/০ ; ২৮শে—১৫॥/০ ১৬৲। চম্পারণ ২৬শে অঃ—২৬॥০ ২৬৸০। দারভাঙ্গাসুগার ২৭শে অঃ—১৮।০। গোয়ালিয়র ২৭শে অঃ—১৬৩॥০। মারীক্রয়ারী ২৬শে অঃ—১৯॥০। নিউ সাভান ২৬শে অঃ—২৫৶০। পাঞ্জাব সুগার ২৬শে অঃ—৩৩৬৲ ৩৩৭৲। প্রতাপপুর ২৭শে অঃ—১৪৶০। রামনগর কেন ২৮শে অঃ—১১।/০। রাজা ২৮শে অঃ—৩৭॥/০। সমস্তীপুর ২৬শে অঃ—১৪৸০ ; ২৮শে—১৪৴০।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর—১৩৲ ; (ডেফার্ড) ২৬শে অক্টোবর—৩।/০ ৩॥০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৭শে অক্টোবর—১৬/০ ১৬।০ ; ২৮শে—১৬৶০ ; (ডেফার্ড) ২৭শে অক্টোবর—৩॥০ ৩৸/০ ; ২৮শে—৩৸৶০। রিলায়েন্স ফায়ার বৃক্স ২৬শে অক্টোবর—১৩৲ ১৩।৶০ ; ২৮শে—১৩৴০ ১৩।০।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর—১২/০ ; ২৮শে—১২৲। বরারি কোক ২৭শে অক্টোবর—২৬৸৴০ ২৭।৶০ ; ২৮শে—২৬৸৴০ ২৭৲। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর—৮৬৲ ; ২৮শে—৮৩৲। মেদিনীপুর জমিদারী ২৬শে অক্টোবর—৭৬৲ ৭৭॥০ ; ২৭শে—৭৪৲ ৭৫৲ ; ২৮শে—৭৩॥০ ৭৪॥০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবার প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। মিল মালিকগণ পাট ক্রয়ের বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন। কলিকাতায় যে পরিমাণ পাট সরবরাহ হইতেছে তাহাতে মিলওয়ালাদের চাহিদা মিটিবে না। তবে গত সপ্তাহ হইতে মফঃস্বল হইতে পাট রপ্তানীর পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে। যানবাহন সমস্যা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আশ্বাস বাজারে কিছুটা ভরসার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে চড়তির ভাব দেখা যায়। বিক্রেতা মহল হুঁসিয়ার থাকায় মিলওয়ালারা দর কষাকষিতে বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া বিক্রেতাদের দরেই পাট ক্রয় করিতেছেন। ইউরোপীয়ান বটম ৭॥০

আনা এবং ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট মিডল ও বটম যথাক্রমে ৮।০ আনা ও ৬॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে পূজার ছুটি ও রেলওয়ে প্রভৃতি যানবাহন বিভ্রাটের ফলে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু শেষের দিকে থলে ও চটের দরে, বিশেষ করিয়া চটের দরে স্পষ্ট চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। গতকল্য ৯নং পোর্টার নগদ ১৪৮/০ আনা, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৫৲ টাকা ও জানুয়ারী-মার্চ ১৫৲ টাকা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮৮/০ আনা, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৲ টাকা ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর।

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। দুর্গা পূজা ও ঈদ উপলক্ষ্যে যাহা কিছু কাজকারবার হইবার তাহা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। সরবরাহ না থাকায় পূজার পূর্ব্বেই কাপড়ের দর বৃদ্ধি পাইতেছিল। বর্ত্তমানেও মজুত মাল না থাকায় বস্ত্রের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাজারে ক্রয়বিক্রয় বিশেষ কিছু নাই বলিয়া কাপড়ের দরে কোনপ্রকার অবনতি ঘটে নাই। সরবরাহ বিভ্রাটই ইহার কারণ, রাজনৈতিক আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত বিপর্য্যয়ের ফলে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কলকারখানার বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে, মূল্য বৃদ্ধির ইহাও একটি কারণ। বাজারে এখনও 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' দেখা দেয় নাই। কবে যে উহা দেখা দিবে তাহা অনেকে কাপড়কারখানা দেখিয়া কেহই ভরসার সহিত বলিতে পারেন না। শোনা যায়, কোন কোন ব্যবসায়ী মহল 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের' নমুনা পরীক্ষা করিয়া উহা সন্তোষজনক নহে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর।

বোম্বাইয়ের সোণার বাজার এখনও বন্ধ রহিয়াছে। কলিকাতার সোণার বাজারে বিশেষ কাজকারবার হয় নাই। বাজারে সোণা আমদানীর পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম। সোণার দর উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬০৲ টাকা, বড়বাবার প্রতি ভরি ৫৯৮/০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৪৮/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে রূপার দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি একশত তোলা রূপার দর ১০৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ১৯৪৩ সালের ১লা মে'র মধ্যে ভারত সরকার পঞ্চম জর্জ্জ এবং ষষ্ঠ জর্জ্জ নামাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা এবং আধুলি বাজার হইতে উঠাইয়া লইবার সিদ্ধান্ত করায় অনেকের মনে ধারণা হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্টের মজুদ রূপার পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে রূপা আমদানী করা অসুবিধাজনক হওয়ায় এবং অন্যান্য দেশেও রূপার দর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ভারতে রূপার দর আরও বাড়িবে। এইজন্য রূপার দর অস্বাভাবিক রূপ চড়িয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৩৲ টাকা ও খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৩৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৩½ পেন্স এবং ৪৪¾ সেণ্ট।

চায়ের বাজার

কলিকাতা ৩০শে অক্টোবর।

গত ২৭শে এবং ২৮শে অক্টোবর চায়ের ২১নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে চায়ের দর বেশ তেজী ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের মূল্যই উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভাঙ্গা 'টিপি' চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ।০/০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল এবং মাঝারি সাধারণ ধরণের ভাঙ্গা চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ।০ আনা হইতে ।৵০ প্রতি ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পাতা চায়ের দর বাড়িয়াছিল পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত এবং 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। সবুজ চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাজার আরম্ভ হওয়ার দিক হইতেই গুঁড়া চায়ের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং ইহার দরও পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল; কিন্তু বাজার বন্ধ হইবার দিকে ইহার দর পাউণ্ড প্রতি /৬ পাই পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের জন্য চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং ইহার দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ৵০ আনা। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে কলিকাতার বাজারে ২৬ তারিখের কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে দরের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কৃষিজাতপণ্যাদি—গম (চান্দোসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬॥০; বিশেষ শ্রেণীর 'আগমার্ক' আটা প্রতি মণ—৮৮০; 'আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ ৮॥০; বাকতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৮০; পাটনাই ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৪৲; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) ৩॥৵০; পাটনাই চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৭।০; মোটা চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৮০; সাধারণ শ্রেণীর পরিষ্কার তেল (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—২০॥০; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৭৮৲ টাকা হইতে ৯৮৲ টাকা; 'আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ ৯১৲; ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১৩॥০ আনা হইতে ১৩৮০; ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১৩।০; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৪ সের; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী ১।৵০; (খ) শ্রেণী—১৵০; (গ) শ্রেণী—১৲; (ঘ) শ্রেণী—৮৵০; সাধারণ শ্রেণী—১৲; হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি সাধারণ শ্রেণী—৮৵০; শিলংএর আলু প্রতি মণ—১১।৵০; মাদ্রাজী আলু প্রতি মণ—১৩৮০; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—২০৲; রোহিত মাছ প্রতি মণ—২৫৲; চিংড়ি মাছ প্রতি মণ—২২৲; সবরী কলা প্রতি ডজন—।৵০; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৵০; কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়—১২টী, মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—৬টী; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—২৫টি; মাদ্রাজী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—১৬টী; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি—১৫৲ টাকা।

গবাদি পশুর দর—দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১৭০৲; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১১০৲; দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—২৭৫৲; দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—২১০৲।

(পাটচাষীদের সরকারী ঋণদান নীতি)

আমাদের মতে যাহাতে চাষীদের স্থায়ী ভাবে আর্থিক উন্নতি বিধান করা যায় এবং তাহাদের যথাযথভাবে সাহায্য করা হয় তজ্জন্য একটী সুসংহত গঠনমূলক পরিকল্পনা বাঙ্গলা সরকারের গ্রহণ করা উচিত। সাময়িক ভাবে কোনরূপ উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্মপন্থা দ্বারা চাষীদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা ফলপ্রদ হইবে না। বর্ত্তমানে পাটচাষাদের যে ঋণ-প্রদান মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা দ্বারা বিভিন্ন পাটচাষের কেন্দ্রে নূতন গুদাম প্রস্তুত করা উচিত ছিল। এই সকল গুদামে পাটচাষীরা তাহাদের পাট মজুত রাখিতে পারিত এবং পাটের দর বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত পাট ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইত। চাষীদের প্রয়োজনমত তাহাদের মজুদ মালের রসিদ ব্যাঙ্কসমূহের নিকট জমা রাখিয়া আবশ্যকীয় ঋণ গ্রহণ করিতেও পারিত। এই উপায়ে চাষীরা তাহাদের পাট সুদিনের আশায় বিক্রয় করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইত এবং পাটের ন্যায্য মূল্য লাভ করিয়া ব্যাঙ্কের দেনা যথাসময়ে শোধ করিতে পারিত। যদি স্থায়ী ভাবে উপরোক্ত সুসংহত পন্থা অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সাময়িক ঋণদান চাষীদের কোনরূপ প্রকৃত কাজে আসিবে কিনা সে সম্বন্ধে আমরা সন্দেহের ভাব পোষণ করি। বাঙ্গলা দেশে পাট শিল্পকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন এবং পাটের বাজারকে সুসংহত করিতে হইবে। ১৯৩৯ সালের ২৫শে জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত "পাটচাষাদের জন্য ব্যাঙ্কের সুবিধা দান" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি এই সকল সমস্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি পুনরায় বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আমার প্রবন্ধের প্রস্তাবগুলির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮১

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৯ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ২৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্বশান্তি বনাম সাম্রাজ্যবাদ

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ ও তাহার পটভূমিকায় আজ জগতে জনমুক্তি ও গণ-স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। সঙ্কটে পড়িয়া বৃটিশ রাজনীতিকেরাও আজ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারের সঙ্কল্প আওড়াইতেছেন। কিন্তু এই সব সঙ্কল্পের পিছনে প্রকৃত উদারতা ও আন্তরিকতার যে খুবই অভাব রহিয়াছে এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্বশান্তির জন্য যে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে একপদও অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহেন, অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞের বেসামাল উক্তির ভিতর দিয়া তাহা বারবারই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এণ্টনি ইডেন স্কটিশ ইউনিয়নিষ্ট কনফারেন্সে সম্প্রতি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, এবিষয়ে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, দুনিয়ার বুকে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজ জাতি আজ যে শক্তি ও মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে, দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতেও সে শক্তি ও মর্য্যাদা তাঁহাদিগকে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। জার্ম্মানীর দুনিবার সাম্রাজ্য লালসা জগতের সমক্ষে একটা চিরন্তন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত একশত বৎসরের ভিতর জর্ম্মানী তাহার সামরিক বাহিনী নিয়া পাঁচবার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছে। এবারকার নূতন অভিযানে জার্ম্মানী পদানত হইলে ভবিষ্যতেও হয়ত এমন করিয়াই পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে; সুযোগ পাইলে অন্যান্য দেশ ও পররাজ্য অধিকারের স্বপ্ন দেখিবে। দিগ্বিজয়ের এই অহমিকা ও পরস্বাপহরণের এই অনিষ্টকর রীতি বরাবরের জন্য প্রতিহত রাখিতে হইলে কি বর্ত্তমানে কি ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও মর্য্যাদা সমভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক। কাজেই দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ইংরেজ জাতিকে সবলে তাঁহার সাম্রাজ্য আঁকড়াইয়া থাকিতে হইবে এবং নিজেদের শাসন ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে সেই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করিতে হইবে।

এই যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির সময়োচিত পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে মনে করিয়া এবং অদূর ভবিষ্যতে পরাধীন জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পথ মুক্ত হইবে বলিয়া যাঁহারা আশায় দিন গণিতেছেন, মিঃ ইডেনের উক্তিতে তাঁহাদের চোখ ফুটিবে সন্দেহ নাই। কেবল পরাধীন জাতিগুলির স্থায়ী বন্ধন-দশার কথা ভাবিয়া নহে, এই উক্তিতে যুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কেও নিরাশার কারণ দেখা দিবে। মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদকে শক্তি ও মর্য্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি ও দৃঢ়তা বর্ত্তমানে যেস্থলে দুনিয়ার শান্তি রক্ষায় সমর্থ হয় নাই, ভবিষ্যতে উহা কি করিয়া দুনিয়ার অশান্তি দূর করিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। অবস্থার গতি দেখিয়া বরং আমরা এবিষয়ে অন্যরূপ ধারণা পোষণ করিতেই বাধ্য হইতেছি। পৃথিবীর কতিপয় অনুন্নত দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত করিয়া ইংরাজ জাতি তাহাদিগকে স্বেচ্ছামত শোষণ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের এই পরস্বলোলুপতা জার্ম্মানী, ইতালী ও জাপান প্রভৃতি দেশের যথেষ্ট ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী একাধিপত্য খর্ব্ব করিয়া কিভাবে দুর্ব্বল ও অনুন্নত দেশসমূহের প্রাকৃতিক ধন সম্পদ নিজেদের কাজে লাগান যায় উহারা সর্ব্বদা সে

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ক্রিপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার আসল কারণ কি ? স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া প্রারম্ভিক আলোচনা অতখানি আশা-ভরসার সৃষ্টি করিয়া সহসা নিদারুণ নৈরাশ্যে পর্য্যবসিত হইল কেন ? সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মিঃ লুই ফিশার ক্রিপস্ মিশনের ভিতরের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীর কাছে বৃটিশ ধাপ্পাবাজী নূতন কিছু নহে। কিন্তু নিউ ইয়র্কের 'নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ ফিশারের "ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হইল কেন ?" শীর্ষক প্রবন্ধে মার্কিণ জনসাধারণ তথা সমগ্র দুনিয়া ভারত সম্পর্কে গ্রেট বৃটেনের শাসননীতির স্বরূপ বুঝিয়া লইবে। ক্রিপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার পর নানারূপ বিকৃত সংবাদ, বিভ্রান্তিকর বেতার বক্তৃতা ও সুকৌশল ভাষণ-প্রতিভাষণ ছড়াইয়া দেশবিদেশে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, লুই ফিশার সেই মিথ্যার কুয়াসাবরণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন।

* * * * *

মিঃ ফিশারের প্রবন্ধ আগাগোড়া তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি দূর হইতে অনুমানের আশ্রয় লইয়া গবেষণা করেন নাই। ক্রিপস্ দৌত্যের সময় তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতখানি জানিয়াছেন তাহার বাহিরে তিনি বক্তব্য টানিয়া নিতে চেষ্টা করেন নাই। ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এবং বহু উচ্চপদস্থ বৃটিশ ও ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীর সহিত তিনি আলাপ-আলোচনা করিয়া ও আভ্যন্তরীণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভারতের সমস্যা বুঝিতে চাহিয়াছেন।

* * * * *

লুই ফিশার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, "ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থ হইবার প্রকৃত কারণ এই যে, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড প্রারম্ভে ভারতকে প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি দিয়া পরে সেই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। এই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির প্রত্যাহারের প্রমাণস্বরূপ বৃটিশ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের হাতে গোপনীয় রিপোর্ট ও কাগজপত্র রহিয়াছে।" সাম্প্রায়িক মতভেদ এবং কংগ্রেস নেতৃগণের অযৌক্তিক দাবী ও অপরিণামদর্শিতার ফলেই অতি তুচ্ছ কারণে ঠেকিয়া ক্রিপস্ দৌত্য মাঝ দরিয়ায় বানচাল হইয়া গেল বলিয়া সমগ্র পৃথিবীকে যে মিথ্যার পর মিথ্যা শোনান হইয়াছে ভারতবাসী তাহা সম্যক জানিলেও এবার বহির্জ্জগতের পক্ষে সকল কথা জানিবার সুযোগ আসিয়াছে।

* * * * *

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের আকস্মিক রূপান্তরের কারণ কি ? লুই ফিশার জানাইয়াছেন, ভারতবর্ষে আসিবার প্রাক্কালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড মিঃ চার্চ্চিলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যাহাতে মীমাংসার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্ণেই তাঁহাকে ভারত হইতে সরাইয়া আনা হউক। তদুত্তরে মিঃ চার্চ্চিল ভরসা দিয়াছিলেন, ক্রিপস দৌত্যে বড়লাট কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা বাধাপ্রদান করিতে পারিবেন না। এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ প্রারম্ভেই বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা-মুক্ত জাতীয় ক্যাবিনেট গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এমন কি দেশীয় নৃপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধি ও বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স প্রমুখ বৃটিশ ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার কাছে আসিয়া আর কোন লাভ নাই—ভারতে বিশেষ কোন জাতি বা শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ সুবিধাভোগের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। লুই ফিশারের প্রবন্ধে প্রকাশ, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে শঙ্কিত ইউরোপীয় ব্যবসায়ী মহল ও ক্ষুব্ধ দেশীয় নৃপতিগণ বড়লাটের মারফৎ সুদূরস্থ ইংলণ্ড পর্য্যন্ত ক্রিপস্ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাহাদের তীব্র অভিযোগ জ্ঞাপন করেন।

* * *

বড়লাট ও জেনারেল ওয়াভেল বাঁকিয়া বসিলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডে সরোষ প্রতিবাদ প্রেরণ করিলেন। মিঃ চার্চ্চিল-কোম্পানী তারে-বেতারে ক্রিপসের উপর উল্টা চাপ দিতে লাগিলেন। নয়া দিল্লীর অভারতীয় সরকারী মহল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার সীমা তিনি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন! অবশেষে নিরুপায় ক্রিপস্ সুর বদলাইয়া কংগ্রেসী নেতাদের জানাইলেন, প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার কোন হাত নাই—বড়লাটের সহিত এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলেরই সুবিদিত। ক্রিপস্ মিশন ভাঙ্গিয়া গেল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জয়যুক্ত হইলেন। ভারতের আমলাতন্ত্র খুশী হইল।

* * *

এই অপচেষ্টাকে বহির্জ্জগতের কাছে ঢাকিবার জন্য তখন সুরু হইল নানা অপচেষ্টা, আধুনিক প্রচারকার্য্যের নানান অপকৌশল। ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করা হইল, গান্ধীজীর তথাকথিত জেদ ও সাম্প্রদায়িক মতভেদের প্রশ্নকে আসরে আমদানী করিতে হইল। অথচ লুই ফিশার স্পষ্টই বলিতেছেন, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর হইতেই অর্থাৎ তলে তলে ব্যর্থতার রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইবার পর হইতে মিঃ জিন্নার সুর কড়া হইতে সুরু হইল। গ্রেট বৃটেন অকপট আগ্রহে অগ্রসর হইলে পরিকল্পিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টে কংগ্রেসের সহিত মিঃ জিন্না নিঃসন্দেহে সহযোগিতা করিতেন বা করিতে বাধ্য হইতেন। লুই ফিশার বলেন, ভারত হইতে তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া ফিরিয়াছেন যে, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কারসাজি পশ্চাতে না থাকিলে ভারতবর্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত এবং এখনো পারে।

* * *

পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি স্যার ক্রিপস্ পরে নিজের অক্ষমতা ঢাকিতে গিয়া কংগ্রেসকে খাট করিবার জন্য মূঢ়তার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু সত্যকে চাপা দিবে কে ? ইহার প্রমাণ হিসাবে লুই ফিশার দুইখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে মৌলানা আজাদ লিখিতেছেন, "আমাদের প্রথম আলোচনায় আপনি যাহা বলিয়াছিলেন এখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন অথবা অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথায় চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি স্পষ্ট ভাষায় প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টর প্রতিশ্রুতি বলিয়াছিলেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সহিত ইংলণ্ডের রাজার যেরূপ সম্পর্ক জাতীয় ক্যাবিনেটের সহিত বড়লাটের সম্বন্ধও হইবে তদনুরূপ, আপনি এরূপ চিত্র আঁকিয়াছিলেন। ইংলণ্ডস্থ ভারত

(৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় (২)

ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিন্টেডেন্ট সম্প্রতি যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে গত সপ্তাহে আমরা ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ও তাহাদের প্রদত্ত বীমার পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল ও দাদননীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নূতন কাজের পরিমাণ ১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নূতন বীমার পরিমাণ এইভাবে কমিয়া আসিলেও বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিলের পরিমাণ আলোচ্য বৎসরে উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের বীমা তহবিল ৫ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে তাহা ৬ কোটি ১০লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৬২কোটি ৪১লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। কাজেই যুদ্ধের জন্য ঐ দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের কোন অবনতি সূচিত হওয়ার বদলে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতিই লক্ষ্য করা গিয়াছে।

এক্ষণে বীমা তহবিল নিয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের কার্য্যনীতি আলোচনা করা যাউক। গত ১৯৪০ সালে একদিকে ৬২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার জীবন বীমা তহবিল ও অপর দিকে আদায়ী মূলধন ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট তহবিল ইত্যাদিতে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। উক্ত ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি কি ভাবে নিয়োজিত ছিল নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল (তুলনামূলক সমালোচনার জন্য ১৯৩৯ সালের বিবরণও পাশাপাশি উদ্ধৃত করা হইল):—

	১৯৩৯ (টাকা)	১৯৪০ (টাকা)
সম্পত্তি বন্ধকে ঋণ	২ কোটি ৪ লক্ষ	২ কোটি ১৮ লক্ষ
পলিসি বন্ধকে ,,	৬ ,, ২৭ ,,	৭ ,, ১৭ ,,
শেয়ারের জামীনে ও অন্যান্যভাবে ঋণ	২৪ ,,	৬৭ ,,
কোম্পানীর কাগজ	৩৬ ,, ৯৮ ,,	৪০ ,, ১২ ,,
দেশীয় রাজ্যের ঋণপত্র	৪০ ,,	৪৯ ,,
বিদেশী গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে	৮০ ,,	৯১ ,,
মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির সিকিউরিটিতে	৫ ,, ৬২ ,,	৫ ,, ৯৭ ,,
ভারতীয় কোম্পানীর শেয়ারে	৪ ,, ৭২ ,,	৫ ,, ২৬ ,,
জমি ও বাড়ীতে	৪ ,, ৬৯ ,,	৫ ,, ২৬ ,,
এজেন্টদের নিকট পাওনা, প্রাপ্য প্রিমিয়াম ও সুদে	৩ ,, ১৩ ,,	৩ ,, ৩৪ ,,
আমানতে ও নগদে	২ ,, ৬১ ,,	৩ ,, ৪৭ ,,
বিবিধ দফায়	১ ,, ৩৪ ,,	১ ,, ৩ ,,
মোট	৬৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা	৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা

উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে পলিসি বন্ধকে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের দাদনের পরিমাণ ও কোম্পানীর কাগজে উহাদের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য রূপ বাড়িয়া গিয়াছে। অপরদিকে সম্পত্তি বন্ধকে ঋণ, মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে দাদন এবং জমি বাড়ী প্রভৃতিতে অর্থ নিয়োগের পরিমাণ শুধু সামান্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পলিসি বন্ধকে ঋণের পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বীমাকারীদের আর্থিক অবস্থার উপর যুদ্ধকালীন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই তাহার কারণ। যুদ্ধের জন্য সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িয়া যাওয়ায় এদেশে জীবনযাত্রার ব্যয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে দেশের বীমাকারীদের দিক হইতে পলিসি বন্ধকে ঋণ গ্রহণেরও অধিক প্রয়োজনীয়তা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার পর জীবনবীমা কোম্পানীর মোট তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটিতে ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করা বাধ্যতামূলক হইয়াছে। তদনুসারে বীমা কোম্পানীসমূহ ১৯৩৯ সাল হইতে সরকারী সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ১৯৪০ সালে কোম্পানীর কাগজে অর্থ নিয়োগের রীতি আরও বেশী মাত্রায় উৎসাহিত হইয়াছে। দেশ-রক্ষা ব্যয় মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে দেশে নূতন নূতন ঋণ তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বীমা কোম্পানীগুলি এই সব ঋণপত্র ক্রয়ে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিতেছে। ফলে কোম্পানীর কাগজের হিসাবে মোট দাদনের পরিমাণও দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে।

সরকারী সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগের গরজ এবং আবশ্যকতা সত্ত্বেও ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে এ দেশীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে তাহাদের দাদনের পরিমাণ সামান্য কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল। ১৯৪০ সালে ঐ শ্রেণীর দাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের মোট দাদনের পরিমাণ উহাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুপাতে নিতান্ত সামান্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি এইচ্ টমাস বর্ত্তমান রিপোর্টের মুখবন্ধে অহেতুকভাবে কতকগুলি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া এই শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে ভারতীয় কোম্পানীসমূহকে যথা-সম্ভব বিরত থাকিবারই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগ করিতে গেলে নিয়োজিত অর্থ সম্পর্কে নানারূপ ঝুঁকির আশঙ্কা আছে। কাজেই বীমাকারীদের ন্যস্ত টাকা সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ কিছু অর্থ দাদন না করাই বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে শ্রেয়। যে সামান্য অর্থ ঐ জন্য বরাদ্দ করা হইবে নূতন শিল্প

(৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাংলার চাষীর সমস্যা সমাধানের উপায়

শ্রীবরদা দস্তরায় এম-এ

অন্ন-সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করিতে গিয়া অনেকেই অনেক প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রায় সকলেই প্রাচীন পন্থার কৃষি-কার্য্যের উন্নতি বিধানে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসরকালে শিল্প প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে একমত হইয়াছেন। উন্নত ধরণের কৃষি সম্বন্ধে কোন মনীষী বলেন যে, যদি জাপান মাথাপিছু গড়ে ⅛ একর মাত্র জমি লইয়া উন্নত ধরণের কৃষির দরুণ দেশের খাদ্যাভাব মিটাইতে পারে তাহা হইলে এদেশের মাথাপিছু ⅝ একর জমি লইয়া এদেশের লোক দেশের অন্নাভাব মিটাইতে পারিবে না কেন? (M. Visweswaraya: Re-constructing India) জাপানের কৃষি ও বাংলার কৃষি অবশ্য এক কথা নহে এবং এক জাতীয় নহে। বাংলাদেশে যেখানে এক ধান-পাট ছাড়া অন্যান্য ফসল ভাল করিয়া চাষ হয় না সেখানে জাপানে একই জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ হইয়া থাকে। এদেশে খুব উর্ব্বরা জমিতে সম্বৎসরে তিন বারের বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায় না—ইতালীর কোন কোন স্থানে সম্বৎসরে একই ক্ষেতে নয়টী ফসল উৎপন্ন হয়। (Chisholm: Hand book of com. Geography; Italy). কিন্তু এ ভাবে মানুষের ফসল উৎপন্ন করার মূলে রহিয়াছে উন্নত ধরণের চাষ, বীজ ও সার। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশের কৃষিতে কোনটাই নাই। এ দেশে লোকে গোবর ঘুঁটে করিয়া পোড়াইয়া ফেলে, কিন্তু তাহারা জানে না যে এক গোবরের সার দিলে জমির কতখানি উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে এক গোবরে নাইট্রেট, লবণ, চুণ এবং পটাশ্ আছে এবং এই চারিটী দ্রব্যের সংমিশ্রণে জমির উর্ব্বরা শক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, যে জমিতে কোন সার না দিয়া ১৮৭৪ পাউণ্ড (১ পাঃ—সাত ছটাক্) শস্য পাওয়া যায়, সেখানে গোবর দিলে শস্য পাওয়া যায় ৩৫৫৬ পাউণ্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে খড়ও পাওয়া যায় প্রায় দ্বিগুণ। (Our India: Minoo Masani) জাপানেরও অবস্থা তাই। জাপানের মাটী আগ্নেয়গিরির প্রক্ষিপ্ত ভস্ম। সত্যিকথা বলিতে কি, উহাতে উর্ব্বরতার নামগন্ধও নাই। কিন্তু জাপান সার দেওয়ার মত যত জিনিষ পায়, প্রায় সব জিনিষই আনিয়া জড় করে ঐ নীরস কঙ্করময় মাটীর উপর। ফলে শুষ্ক কঠিন ভূমিও ফলপ্রসূ হইয়া উঠে, ফলে বাংলাদেশের উর্ব্বরা ভূমিতে যেখানে ১৯১৮-১৯২৮ সালে দশ বৎসরের প্রতি একরে গড়পড়তা ফলন ৮৫২ পাউণ্ড সেখানে জাপানের ফলন ২৯১২ পাউণ্ড। (Mukharjee, Rural Economy of India)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাংলার জমির ফলন বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, ফলন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে নানা জাতীয় ফসল উৎপন্ন করিবার ব্যর্থপ্রয়াস করিলেও কোন ফলোদয় হইবে না, বরং শূন্যে ঢিল ছোড়ার মত পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র। তারপর যে প্রশ্ন আসে তাহার জবাব অতি সহজ। কারণ জমির ফলন বাড়াইতে পারিলে জমিতে যে কোন শস্য চাষাবাদ করা যাইবে, তাহাতেই চাষীর লাভ দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে এবং লাভ হইলে চাষের জন্য শস্যের অভাব কি? কিন্তু অভাব না থাকিলেও বর্ত্তমান যুগে চাষাবাদ সম্বন্ধে চাষীর এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কৃষি বিভাগের একটু খানি অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ গত মহা যুদ্ধের সময় হইতে বর্ত্তমান সর্ব্বনাশা যুদ্ধে অন্যকিছু শিক্ষা দিক্ আর নাই দিক্, অন্ততঃপক্ষে খাদ্য ও কাঁচা মালের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে অঙ্গুলী উচাইয়া বারণ করিতেছে। (Ind. Economics Vol 1. Jather & Beri, Agriculture) বাংলা দেশেও বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে চাউল, চিনি, তূলা, কাপড় ইত্যাদির অভাবে। সত্য সত্যই আজ বাঙ্গালী চাউল চিনি, তূলা, কাপড় ও অন্যান্য বহু আবশ্যকীয় কাঁচা মালের অভাবে ম্রিয়মান। অথবা এই সব ফসলের চাষ করা অর্থকরী শস্য হিসাবে খুব লাভজনক না হইলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে অপরিহার্য্য এ কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। তারপর গোলআলু, সুপারী, নেবু, কমলানেবু, আনারস, পেঁপে, নানাবিধ মসলারও যে এদেশে চাষ হইাতে পারে না তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি ফুলের চাষ হওয়াও খুব দরকারী। কিন্তু এ সব জিনিষ চাষাবাদ করিতে বাংলার নিরক্ষর চাষীকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সরকারের কৃষি-বিভাগের যথেষ্ট সাহায্য ও উপদেশের প্রয়োজন। শতাব্দী-প্রাচীন Laissez Faire বা "যা'র যা'র তা'র তা'র" নীতির দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, রুষ, জাপান প্রভৃতি দেশ প্ল্যান করিয়া আজকাল দেশকে সর্ব্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে যত্নবান হইয়াছে।

বাংলারও প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হইলে সরকারের যেমন আদেশ উপদেশ পথ নির্দ্দেশের প্রয়োজন, তেমনি অর্থ-সাহায্যের এবং নীরোগবীজ সরবরাহ করারও প্রয়োজন। অন্যথা নিরক্ষর ও নিরুপায় চাষীকে এ সব ব্যাপার শিক্ষা দিবার জন্য দরদী প্রতিষ্ঠান কোথায়? কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে দৃষ্টান্ত দিয়া পরিষ্কার করা দরকার। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হইতে সয়াবীনের চাষের কথা বলা হইয়াছে এবং পুস্তিকাকারে সয়াবীনের চাষের উপকারিতা ও প্রণালী বিষদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। (সয়াবীন, কমার্শিয়াল মিউজিয়ম, আগষ্ট ১৯৪২) ছয় সাতমাস পূর্ব্বে তেম্নি এলাহাবাদের লীডার পত্রিকায় আঙ্গুরের চাষের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। (Leader: 5-2-42—), কিন্তু সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে কিংবা এবম্বিধ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে এ সব ব্যাপার চাষীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া না দিলে চাষী এ সব ব্যাপার বুঝিবে কেন? কিংবা ইহার আয়-ব্যয়, লাভ-লোক্সান ইত্যাদি হাতে নাতে দেখাইবার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে গতানুগতিকতা ছাড়িয়া নিরক্ষর চাষী নূতন কিছু করিতে চাহিবে না এ কথাও নিশ্চয়। অথচ এদিকে নূতন কিছু না করিলে বাঁচিবার উপায়ও নাই বলিতে হইবে।

অন্যদিকে ইহাও সত্য যে চাষী প্রকৃতির যোগানের উপর নির্ভর করিয়া কোন বৎসরই এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেনা যে, তাহার জমির ফসল ঠিক সময়ে এবং ঠিক পরিমাণেই উঠিয়া আসিবে। আর কোন কোন বৎসর প্রকৃতির দয়াতে ফসল তুলিবার সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলেও ফসলের পরিমাণ যে সমান হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই অন্য কোন উপার্জ্জনের পন্থা না থাকিলে তাহার পক্ষে সংসার চালান শুধু কঠিন নহে, অনেক সময় -অসম্ভবও বটে। অধিকন্তু তাহার জমির পরিমাণও এত বেশী নহে

যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে বসিয়া থাকিতে পারে। কাজেই তাহাকে বাঁচিতে হইলে তাহাকে কোন রকম শিল্প কিংবা ব্যবসার আশ্রয় লইতে হইবে। বিশেষজ্ঞের মতে এদেশের চাষীকে বৎসরে ছয় মাসের অধিককাল ক্ষেতের কাজ করিতে হয় না। তাহারা ছয় মাস কিংবা সামান্য বেশী সময় ক্ষেতে কাজ করে, বাকী সময় অলস ভাবে বসিয়া কাটায়। (Wastage of India's man power. Mod. review 1927 Dr. R. K. Das and problem of India's over population. Dr. R. K. Das: Nov 1931 Mod. review) মহাত্মা গান্ধী এই অলস অবসর কালের জন্য দেশের জনসাধারণের নিকট চরকা আনিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। চরকা অর্থ সমস্যা মিটাইবার পক্ষে ভাল কি মন্দ, অর্থকরী কি অর্থকরী নয় সে কথা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী সত্য যে দেশের চাষী ও জনসাধারণ অবসরকালে যে কোন প্রকার শিল্প কিংবা ব্যবসায়ে হাত না দিলে দেশের এ দুরবস্থা দূর হইবে না। নিখিল ভারত পল্লী শিল্প সমিতি (All India Village Industries Association) খাদি প্রতিষ্ঠান, প্রবর্ত্তক সংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ঢেঁকী, ঘানি, মৌমাছি পালন, হাতে কাগজ তৈরী, সাবান তৈরী প্রভৃতি কয়েকটী শিল্পই এ দেশে অবসর কালে কুটির শিল্প হিসাবে অর্থকরী ও কার্য্যকরী হইবে বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন এবং জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ সেইগুলার ঢেঁকী ও ঘানি ছাড়া অন্য কোন শিল্পের প্রতি কোন রকম অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। যদি দেশে ব্যাপক ভাবে হাতে কাগজ তৈরী হইত তাহা হইলে হয়ত আজ কাগজের দুর্ভিক্ষ এ ভাবে দেখা দিত না। অথচ দেশে ঘাস, পাতা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া কাগজ প্রভৃতি কাগজ তৈয়ারীর উপাদানের কোন অভাব নাই, চুনও যে পাওয়া যায় না তাহা নহে, কিন্তু কাজ হয় কৈ?

ধানের তুঁষ ও করাতের গুড়া এ দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়, দরজীর দোকানেও যথেষ্ট পরিমাণ রং-বেরংয়ের কাটা কাপড়ের টুক্‌রা প্রায় প্রত্যহই বাজে বলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ দেশের লোক ইচ্ছা করিলেই ঐ তুঁষ, কিংবা করাতের গুঁড়া ও দরজীর দোকানের ফেলিয়া দেওয়া কাপড়ের টুক্‌রার সংযোগে বসিবার সুখাসন পিন্-প্যাড, খেলনারূপী কুকুর, বিড়াল, বল্ ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাতে খরচ ও শিক্ষার তেমন কিছু নাই, কেবল একটুখানি মনোযোগ ও সুচ্-সূতা হইলেই ঘরে বসিয়া এ সব জিনিষ অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। অথচ একটু খবর লইলেই জানা যায় যে, এ সব জিনিষ আমরা বরাবরই জাপান হইতে কিনিয়া আসিতেছি। তেমনি পাট লইয়া কিছু করা যায় না তাহা নহে। বিদেশে আজকাল পাটের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ঘূর্ণিতে পড়িয়া পাট রপ্তানী করাও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পরেও পাট পূর্ব্বের মত সগৌরবে 'বিশ্ব-পণ্য' হিসাবে আবার পূর্ব্বের 'বাজার' ফিরিয়া পাইবে সে আশা করা যায় না। কাজেই দেশের মধ্যে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এক্কালে এ দেশেই পট্ট-বস্ত্রের প্রচলন ছিল। এখনও কোন কোন স্থানে পাটের মাদুর এবং পাটের তৈরী মোটা চাদরের প্রচলন আছে। তেরপল্, নৌকার পাল্, রঙীন পাট দিয়া টেবিল ঢাকনি, খাবার ঢাকনি পা-নমাজ, বসিবার আসন, পা-পোষ্ ইত্যাদি এখনও পাট দিয়াই নির্ম্মিত হইতে পারে। বসিবার আসন, পা-পোষ, মাদুর ইত্যাদি কুটির শিল্প হিসাবে তৈয়ার হইতে পারে এবং এই সব তৈয়ার করিতে যে সব যন্ত্রপাতির দরকার তাহাও নিতান্ত সহজ ও সরল। যাহারা পাটী, কুশাসন ও চাটাই ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারেন; তাহারাই ইচ্ছা করিলে এ সব জিনিষ তৈয়ার করিয়া অবসরকালে বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

"বারোভাজা" "বত্রিশ ভাজার" যাবতীয় উপাদান এ দেশে থাকিলেও এবং এ দেশেরই চাষীর ঘর হইতে আসিলেও আমাদের চাষী এ সব জিনিষ লইয়া ব্যবসা করিতে জানে না। তেমনি আবার চাট্‌নী ও মোরব্বা প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্যাদি যাহার জন্য এ দেশের বহু অর্থ অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহার যাবতীয় জিনিষ এদেশে থাকিলেও এ দেশের লোককে এদিকে কখনও নজর দিতে দেখা যায় না। অথচ একটুখানি ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা ঘরে বসিয়াই এ সব জিনিষ তৈয়ার করিতে পারেন এবং নিকটবর্ত্তী যে কোন সহরে, মোকামে ও হাটে বিক্রী করিতে পারেন। বাংলার বনে-জঙ্গলে শটী গাছের অভাব নেই। কখনও কখনও গাড়ীতে বসিয়া তাকাইলে বিঘার পর বিঘা শুধু শটীর বনই দেখা যায়। এই শটী তুলিয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া কুটিলে আটার মত যে জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা রোগী ও ভোগী উভয়েরই খাদ্য। অবসরকালে মামলা মোকদ্দমা ও দলাদলি না করিয়া আমাদের চাষীরা এ সব লইয়া ঘাটিলে যেমন ভালভাবে সময় কাটাইতে পারিতেন, তেমনি দু' পয়সা উপার্জ্জনও করিতে পারিতেন। এমনিভাবে কত শত সুযোগ ও সুবিধা যে কত ভাগে কত জায়গায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সঠিক্ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

(১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায়)

কোম্পানীসমূহের দাবী দাওয়া এড়াইয়া মুখ্যতঃ তাহাও দেশের সুপ্রতিষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করা সঙ্গত। মিঃ টমাসের এই অপ্রত্যাশিত উপদেশ এ দেশের শিল্পোন্নতি ও অর্থ নৈতিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করিয়া আমরা সর্ব্বথা অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছিত বলিয়াই মনে করি। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ভারতবর্ষে শিল্প ব্যবসায়ের বিশেষ কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। এই অবস্থায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের অর্থ তহবিলের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অংশ কোম্পানীর কাগজ ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে নিয়োগ করিয়া বাকী অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগ করিবে, ইহাই এ দেশের লোক আশা করে। কিন্তু সেবিষয়ে আজ পর্য্যন্ত ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহের কোন আগ্রহ তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশসমূহে শিল্প প্রসারের জন্য সরকারীভাবে নানারূপ সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে। তথাপি তত্রত্য বীমা কোম্পানীসমূহ শিল্পোন্নতি বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া শিল্প কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতিতে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ উহাদের হাতে সঞ্চিত অর্থের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ ঐ দেশের কল কারখানার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে নিয়োজিত রাখিয়াছে (যুদ্ধের পূর্ব্বেকার বিবরণ)। কিন্তু এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মূলধনের একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়াও ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের হাতে সঞ্চিত মোট ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার ভিতর এখন পর্য্যন্ত ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা মাত্র দেশীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে নিয়োগ করিয়াছে। এই সামান্য পরিমাণ অর্থ শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইতে দেখিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্স যে ভাবে শিহরিয়া উঠিয়াছেন এবং নানারূপ সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া এই শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে যেভাবে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভন বলিয়াই মনে হইয়াছে। এদেশের শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে ইহাকে নূতন ধরণের একটি বৃটিশ প্রচারকার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এদেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে নিজেরা কিছু সাহায্য করিবেন না। বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয়দের যে সঞ্চিত অর্থ রহিয়াছে এদেশের শিল্পোন্নতির কাজে উহা নিয়োগ করা সম্পর্কেও তাঁহাদের আপত্তির কারণ দেখা যায়। শিল্প ব্যবসায়ে বীমা তহবিল দাদন সম্পর্কে ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহের অবলম্বিত নীতি এদেশে প্রসার লাভ করুক, ইহা পর্য্যন্ত তাঁহারা চাহেন না। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ও ধামাধরা সরকারী অফিসারদের এই শ্রেণীর মনোভাব আমরা খুব আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করার ভিতর যে কোন কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকির আশঙ্কা আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেজন্য শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগের কাজ বন্ধ না করিয়া যথাসম্ভব বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনীয় সতর্কতার সহিত সেরূপ দাদন নিয়ন্ত্রিত করাই সঙ্গত। আমরা আশা করি ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ সেরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমানের তুলনায় ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ অর্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করিবেন, আর তাহাতে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলায় হৈমন্তিক ধান্যচাষের পূর্ব্বাভাষ

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলার হৈমন্তিক ধান্য চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৯৪০-৪১ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাঙ্গলা দেশে গড়ে ভারতের হৈমন্তিক ধানচাষের জমি, শতকরা ২০·৭ ভাগে ধান চাষ হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৩ হাজার ২ শত একর জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গত বৎসরের হৈমন্তিক ধানচাষের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯ শত একর ও ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৪ হাজার ১ শত একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। সময়মত সুবৃষ্টি না হওয়ার দরুণ গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে কম জমিতে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলাগুলির মধ্যে চারিটি জেলায় স্বাভাবিক ফসলের শতকরা ৯২ ভাগ, দুইটী জেলায় শতকরা ৯০ ভাগ, পাঁচটী জেলায় শতকরা ৮০ হইতে ৮৫ ভাগ ও সাতটী জেলায় শতকরা ৭০ হইতে ৭৫ ভাগ ধান্য ফসল জন্মিবে। গত বৎসরের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে শতকরা ৮৩ ভাগ ও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে শতকরা ৯৬ ভাগ ফসল জন্মিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। বাঙ্গলায় বৎসরে গড়পড়তায় স্বাভাবিক যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, বর্ত্তমান বৎসরে তাহার ১০ আনার মত ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন ভাদ্র ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে স্বাভাবিকের শতকরা ৬৭ ভাগ, পূর্ব্ব বৎসরের প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে ভাদ্রমাসের ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ যথাক্রমে স্বাভাবিকের শতকরা ৮০ ভাগ ও ৮৪ ভাগ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে পাটের ব্যবহার হ্রাস

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর একটা সংবাদে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে আর্জ্জেনটাইনে ৩ শত একরের বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালের ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ডের তুলনায় ১৯৪১ সালে ২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড কাঁচা পাট ও ১৯৪০ সালের ১৪ কোটি ৬৩ লক্ষ পাউণ্ডের তুলনায় ১৯৪১ সালে ১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ডের পাটজাত দ্রব্যাদি আর্জ্জেনটাইনে আমদানী হইয়াছে। সূতা ও কাপড়ের থলিয়া তৈয়ারীর জন্য আর্জ্জেনটাইনে শীঘ্রই যে নূতন কারখানা হইবে তাহাতে বৎসরে ২ কোটি থলিয়া উৎপাদিত হইবে বলিয়া মনে হয়। ব্রাজিলে থলিয়া তৈয়ারীর যে নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বৎসরে ১৫ লক্ষ থলিয়া প্রস্তুত হইবে। 'গুয়াক্সিমা' নামক এক প্রকার তন্তুর সহিত পাট মিশাইয়া এইরূপ থলিয়া প্রস্তুত করা হইবে। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিন দেশরক্ষা সরবরাহ সঙ্ঘ যাবতীয় পাট ক্রয়ের ভার পাইয়াছেন।

মাছের চাষ সম্বন্ধে গবেষণা

গত ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির অধীনস্থ (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ) মৎস্যের চাষ বিভাগের যে অধিবেশন বসিয়াছিল, তাহাতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাছের চাষ সম্বন্ধে গবেষণা সংক্রান্ত প্রেরিত খসড়াগুলির সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নদীর জলে মাছ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রয়াল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স' মাছের ডিম ও পোনা এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় মাছের খাদ্যসম্বন্ধে গবেষণা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। মাছ শুকাইয়া কিংবা অন্যভাবে কি করিয়া সংরক্ষণ করিয়া মাছ ব্যবহার করা যায় তৎসম্বন্ধে মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও বরোদা সরকার খসড়া পাঠাইয়াছেন। সৈন্যদের জন্য যাহাতে মাছ পাঠানো যাইতে পারে, বিশেষ করিয়া সেই কারণেই এই খসড়াগুলি তৈয়ারী করা হইয়াছে।

দেশরক্ষা কার্য্যে চামড়া সংগ্রহের ব্যবস্থা

যুদ্ধের দরুণ ভারতে দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য চামড়ার চাহিদা খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতে চামড়ার কারখানাগুলিতে আজকাল আধুনিক প্রথায় যে সকল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চামড়া তৈয়ারী হইতেছে তাহা দ্বারাই এই চাহিদা মিটান যাইতেছে। দেশরক্ষা কার্য্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চামড়া প্রস্তুত করিবার জন্য ২৮টী চামড়ার কারখানার উপর ভারত সরকার একটী নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিয়া কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের ফরমায়েস মত কাজ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে গবর্ণমেণ্ট আরও চামড়ার কারখানার উপর এইরূপ আদেশ জারী করিবেন। চামড়া সংক্রান্ত নিয়ামকের (কণ্ট্রোলার) উপর এই ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছে এবং দরকার মত তিনি কারখানার হিসাবপত্রও দেখিতে পারিবেন।

কারেন্সি নোটে রাজনৈতিক সংবাদ

গত ৩১শে অক্টোবর ভারত সরকার একটি জরুরী আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা ভারত সরকারের কারেন্সি বিভাগ হইতে প্রচারিত ব্যাঙ্ক নোটে অথবা এক টাকার নোটে যদি এমন কিছু লিখিত অথবা এমন কোন চিত্রাদি অঙ্কিত থাকে, যাহার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ধরণের সংবাদ জ্ঞাপন করা কিংবা এইরূপ সংবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা হইলে এই সমস্ত নোট আর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। জনসাধারণকে এইরূপ নোট না লইবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর এইরূপ নোট গ্রহণ করিতে কিম্বা ভাঙ্গাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন না। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে এইরূপ নোটের সমগ্র অথবা আংশিক মূল্য ফেরৎ দিতে পারেন।

আসাম সরকারের আয়ব্যয়

১৯৪২-৪৩ সালে আসাম সরকারের আয় অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের নূতন হিসাবে ব্যয় বরাদ্দের অনুমান করা হইয়াছে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত) ১ কোটি ২৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে এবং ২৫শে আগষ্ট হইতে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা এবং পরে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আয় ধরা হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ জিনিষপত্র খরিদ করিয়া রাখার জন্য যে ২৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, সেই টাকা আগামী বৎসরে জনসাধারণের নিকট উক্ত মালপত্রাদি বিক্রয় করিয়া আদায় করিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। অতএব আসলে ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকার বেশী আসাম সরকারের ঘাটতি পড়িবে না। বর্ত্তমান বৎসরে জনরক্ষার জন্য ২০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ভারত সরকার প্রদান করিবেন। পণ্যমূল্যের দুর্মূল্যতা হেতু স্বল্পবেতনের সরকারী চাকুরীয়াদিগকে উপরি দিবার জন্য ৩ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে এবং অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত আন্দোলন চালাইবার জন্য ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সিংহলে চাউল প্রেরণ বন্ধের অনুরোধ

বোম্বাইয়ের ভারতীয় বণিক সমিতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারীর নিকটে এক তার প্রেরণ করিয়া সিংহলে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। একমাত্র করাচী হইতে ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার টন চাউল সিংহলে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, ইহা ছাড়া মাদ্রাজ ও ভারতের অন্যান্য বন্দর হইতেও নাকি সিংহলে চাউল প্রেরিত হইয়াছে। ভারত হইতে প্রতি মাসে ২০ হাজার টন চাউল সিংহলে প্রেরণ করিবার জন্য ভারত সরকার সিংহল সরকারের সহিত চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

ভারতের কাপড়ের কলসমূহে তুলা ব্যবহারের পরিমাণ

ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাউণ্ডের ৩৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯১৪ বেল ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে এইরূপ ভারতীয় তুলা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ ১৭ হাজার ১৪৭ বেল। নিম্নে বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যের কাপড়ের কলসমূহে কি পরিমাণ তুলা উক্ত ২ বৎসরে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার একটী তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	১৯৪১-৪২ তুলা ব্যবহারের পরিমাণ (বেল)	১৯৪০-৪১ তুলা ব্যবহারের পরিমাণ (বেল)
বোম্বাই প্রদেশ	১,৭৬৪,৩৩৯	১,৫৮০,০৭৯
মাদ্রাজ প্রদেশ	৫৯০,৫৮৮	৫২৫,৬১১
যুক্ত প্রদেশ	৪২৭,৩০৫	৫৮১,০২৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৭৮,৭৯১	১৫৩,৮২৫
বাঙ্গলা	১১৬,৭৯০	১৩৫,২২৭
পাঞ্জাব এবং দিল্লী	১৭৫,৫০৯	১৭১,৬৫২
অন্যান্য প্রদেশ	৫২,৩৯৯	৪৭,৩১৬
হায়দরাবাদ	৮৩,৭২৫	৭২,৮৬০
মহীশূর	৭৪,৯৬৬	৬৫,০৬২
বরোদা	৯০,৬৪২	৯১,৫১৯
গোয়ালিয়র	৯৪,৩০০	৯৫,৫১৭
ইন্দোর	১৪৮,৮৬৭	১৩৮,৭৯৫
কাথিয়াবাড় রাজ্য	৬০,৬২৮	৫০,৪৭৯
পণ্ডিচেরী ও অন্যান্য স্থান	১৩৭,০৬৫	১০৮,১৮০
	৩,৯৯৫,৯১৪	৩,৬১৭,১৪৭

বোম্বাই প্রদেশে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৩৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বোম্বাই প্রদেশে কর্ম্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৯৪৩ জন; ১৯৪০ সালে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৬০৪ জন। ১৯৪১ সালে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৩০৩টী কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বোম্বাই প্রদেশে মোট কারখানার সংখ্যা হইতেছে ৩ হাজার ৬২১টী; ১৯৪০ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৩১৮টী। যদিও শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৯৪০ সালের ১১ হাজার ৯৩৮টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ হাজার ৫৪ টিতে দাঁড়াইয়াছে, তবুও শ্রমিক সংখ্যার অনুপাতে দুর্ঘটনার হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে হ্রাস পাইয়াছে।

৫ম ও ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা পুরাতন টাকা ও আধুলি

ভারত সরকার একখানি ইস্তাহারে জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, সম্প্রতি ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত একখানি বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৪৩ সালের ১লা মে হইতে ৫ম জর্জ্জ ও ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা পুরাতন (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) টাকা এবং আধুলি আর চলিবে না বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এই সমস্ত টাকা এবং আধুলি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী খাজাঞ্চিখানা, ডাকঘর, রেল ষ্টেশনে গৃহীত হইবে। ঐ তারিখের পর হইতে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত টাকা এবং আধুলি বোম্বাই, কলিকাতা এবং মাদ্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। পুরাতন রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট ধীরে ধীরে নূতন মুদ্রা চালাইবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা তাহার চূড়ান্ত অবস্থা। মুদ্রায় ব্যবহৃত রৌপ্যের পরিমাণ হ্রাস করিবার এবং মেকী টাকার প্রচলন রোধ করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

কাগজ তৈয়ারীর পরিমাণ হ্রাস

গত ছয়মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় কাগজের কলসমূহে যে পরিমাণ কাগজ তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার অধিক কাগজ, কাগজে প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষ এবং সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ উৎপাদন নিষিদ্ধ করিয়া মার্কিন ও কানাডা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কাগজের কলে যত কাগজ তৈয়ারী করা সম্ভব তাহার শতকরা ৮৭ ভাগ উপরোক্ত ছয়মাসে উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকাশ, আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতে কাগজ শিল্প সংগঠনের এবং কাগজের উৎপাদন আরও হ্রাসের উদ্দেশ্যে ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে।

ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

গত ২রা নভেম্বর নয়া দিল্লীতে ভেষজ বিজ্ঞান পরামর্শদাতা বোর্ডের (ড্রাগস টেকনিক্যাল এডভাইসরী বোর্ড) প্রথম অধিবেশন হয়। বোর্ডের সভাপতি ও ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর-জেনারেল লেঃ জেনারেল স্যার গর্ডন জলী সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী কেন্দ্রীয় গবেষণাগার গঠনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ১৯৪০ সালের ভেষজ আইনের প্রাথমিক নির্দ্দেশানুযায়ীই এই গবেষণাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সিরাম, ভ্যাকসিন, ভিটামিন প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য ঔষধপত্রের বিশুদ্ধতা ও রোগ নিবারক শক্তি প্রভৃতি নির্ণয় করিবার জন্য বৃটিশ ভেষজ বিজ্ঞান ছাড়া বোর্ড অন্য কোন ভেষজ বিজ্ঞান অনুসারে ইহার মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে না-ভারত সরকার এ বিষয় একমত হইয়াছেন। ১৯৩১ সালের ভেষজ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের দশ বৎসর পরে ঔষধের আমদানী, উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভেষজ আইন ১৯৪০ সালে প্রবর্ত্তিত হয়। অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থাতে ভেষজ তদন্ত কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করা হইয়াছে এবং যুদ্ধের দরুণ অনেক সুপারিশ বাতিল করিতে হইয়াছে। এই জন্যই ঔষধ আমদানী, উৎপাদন ও বিক্রয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এত বিলম্ব ঘটিয়াছে।

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ স্থাপন

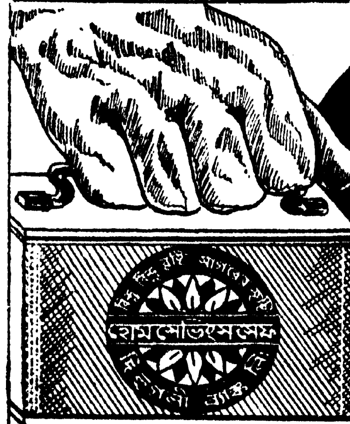
প্রকাশ, ভারত সরকার ইহার অধীনস্থ যে সকল বিভিন্ন বিভাগ খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধীয় কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া একটী নূতন খাদ্য বিভাগ গঠন করিবেন।

আসামে ধানের চাষ

বর্ত্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার একর অধিক জমিতে হৈমন্তিক ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাসে অনুমিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; গত বৎসরে ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬ শত একর।

ভারতে ধান চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৬ কোটী ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে ৬ কোটী ৬৩ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ধান চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বেশী। বর্ত্তমানে ধান ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল।





পয়সার অভাব ও ভারত সরকার

জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন বণিক সমিতির নিকট হইতে পয়সার অভাব সম্বন্ধে ভারত সরকার যে সকল স্মারকলিপি পাইয়াছেন এবং সংবাদপত্রসমূহে এই ব্যাপারে যে সকল সমালোচনা বাহির হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা গিয়াছিল যে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কারেন্সি নোটের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জনসাধারণের আয় বাড়িয়া যাওয়ার দরুণ আধ আনার ব্যবহার বেশী হইবে এবং এক পয়সার জন্য চাহিদা কমিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। পয়সার অভাবে দরিদ্র লোকদের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। কেহ কেহ তামার পয়সা জমাইয়া রাখিতেছে অথবা তামা বিক্রয়ের জন্য পয়সা গলাইতেছে বলিয়া যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার বিষয় এ পর্য্যন্তও কোনরূপ সঠিক ও ব্যাপক তথ্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু ভারত সরকার পয়সার অভাবে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা স্বীকার করেন এবং পয়সার অসুবিধা কিরূপে দূর করা যায়, তৎসম্বন্ধে ভারত সরকার শীঘ্রই তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতে আমদানী মাল চলাচলের সুবিধা

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, দেশের আভ্যন্তরীণ যানবাহনের অসুবিধার জন্য 'গ্রেট বৃটেন' হইতে যে সকল মাল জাহাজে করিয়া ভারতে আমদানী করা হইবে, সেই সমস্ত মাল যাহাতে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের নিকটবর্ত্তী বন্দরসমূহে খালাস করা হয়, তজ্জন্য গত ১লা অক্টোবর হইতে ভারত সরকার নিম্নরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মাল খালাস করিবার জন্য ভারতে তিনটী অঞ্চল ধার্য্য করিয়াছেন :—(১) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল—বোম্বাই প্রদেশ, কাথিয়াবাড়, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, রাজপুতানা, মধ্যভারত, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, (২) দক্ষিণাঞ্চল—মাদ্রাজ প্রদেশ, মহীশূর, হায়দরাবাদ এবং দক্ষিণ-ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, (৩) উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল—বিহার, উড়িষ্যা, বাঙ্গলা, আসাম এবং প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যসমূহ। ভবিষ্যতে যাহারা মাল আমদানী করিবার জন্য অনুমতিপত্র চাহিবেন তাহারা যেন ইহার মধ্যে তাহাদের মাল খালাস করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করেন।

আসাম সরকারের খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি ক্রয়

জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আসাম সরকার চলতি বৎসরে প্রায় ১ কোটী ৬৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়চোপড় কিনিয়া রাখিবেন। আসামের বাহির হইতে যে সকল জিনিষ কেনা হইবে তাহার পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার মালপত্রাদি ক্রয় করা হইবে। আসামের বাহিরের জিনিষ 'স ওয়ালেস এণ্ড কোং'এর মারফতে এবং আসামের ভিতরের জিনিষ 'ষ্টীল ব্রাদার্স'এর মারফতে কেনা হইবে। ইহা ছাড়া অপরাপর সূত্রে যে সকল জিনিষ কেনা হইবে তাহার পরিমাণ ৩ হাজার টাকার বেশী হইবে না।

ভারতের রেলপথসমূহের আয়

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতের রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে রেলওয়ে বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ১০ কোটী টাকা বেশী। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যে পাঁচ মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই সময়ে বরাদ্দের তুলনায় রেলপথ পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটী ২৫লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। রেলের কর্ম্মচারীদের যে মাগ্গী ভাতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ধরিয়া সমগ্র বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ অনুমিত বরাদ্দের চেয়ে ৬ কোটী টাকা বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় এবং রেলপথসমূহের আয়ও বরাদ্দের তুলনায় ২০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অনুমান ঠিক হইলে বাজেটে যে ২৮ কোটী টাকা রেলপথের উদ্বৃত্ত আয় বলিয়া ধরা হইয়াছিল, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪২ কোটী টাকা হইবে।

আসামে সমবায় আন্দোলন

আসাম প্রদেশের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে সমবায় সমিতি-সমূহের সংখ্যা পূর্ব্বের ১ হাজার ৫৭৯টী হইতে হ্রাস পাইয়া ১ হাজার ৫৩২টীতে দাঁড়াইয়াছে। সভ্যের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে ৬০ হাজার ৬৪৪ জন হইতে কমিয়া ৫৮ হাজার ৮৪৪ জন হইয়াছে। যে আঠারটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই ঋণদান ব্যাপারে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে একটি কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়া দেউলিয়া হইয়াছে। অপর চারিটি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের অবস্থাও খুব সঙ্গীন।

ভারতে ইক্ষুর জরীপ

প্রকাশ, শীঘ্রই ভারতে ইক্ষুর জরীপ কার্য্য ভারত সরকার আরম্ভ করিবেন। এইরূপ জরীপ কার্য্যের মেয়াদ তিন মাস কাল স্থায়ী হইবে। এইরূপ জরীপ কার্য্যে যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন তিনি বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া সরকার পরিচালিত ইক্ষু-'ফার্ম্ম' গুলি পরিদর্শন করিবেন। তিনি ইক্ষু শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিতও এই সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিবেন।

বাঙ্গলায় আলুর চাষ বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকার আসাম সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে আসামের বিভিন্ন বাজার হইতে ৭৫ হাজার মণ আলুর বীজ ক্রয় করিতেছেন। এজন্য প্রতি সপ্তাহে টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং বাঙ্গলা সরকারের এজেণ্ট প্রতি সপ্তাহে ক্রীত মাল পাঠাইতেছেন। আসাম হইতে আনীত এই আলু প্রধানতঃ বাঙ্গলার 'ফসল বাড়াও' আন্দোলনের প্রসারকল্পে নিয়োজিত হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংখ্যা

প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ শিল্পে বর্ত্তমানে কর্ম্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ৩ কোটী ৮৩ লক্ষ জন।

ভারতে ব্যাধি বীমা

প্রকাশ, ভারত সরকার এদেশে ব্যাধি বীমা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে একটি বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা যাইতেছে যে, ভারত সরকারের শ্রম-সচিব ডাঃ আম্বেদকর শীঘ্রই বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন করিয়া ভারতে ব্যাধি বীমা প্রচলনের জন্য উপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিবেন।

ভারত সরকারের রেলপথ ক্রয়

শুনা যাইতেছে যে, ভারত সরকার ৯০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে ভারতের অবশিষ্ট কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন।

ভারতে ইক্ষু চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে ইক্ষু চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ৩৬ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল।

ভারতে চীনাবাদামের চাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে চীনাবাদাম চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ৬৩ লক্ষ ৮১ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে ৫৬ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল।





কোম্পানী প্রসঙ্গ

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ

সম্প্রতি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের একাদশ বার্ষিকী উদ্‌যাপীত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সঙ্ঘের কলিকাতা অর্থকেন্দ্রের একাদশ বার্ষিকী কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়। এই কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে নানা দিকে নানাভাবে সঙ্ঘের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, তন্মধ্যে প্রবর্ত্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্ত্তক জুট মিল, প্রবর্ত্তক ফার্ণিসাস ও প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট—এই চারিটি পাব্‌লিক লিমিটেড কোম্পানী আছে। প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারিত্বে প্রিণ্টিং, হাফটোন, পাবলিশিং, মেশিনারী ট্রেডিং, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য, ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষিবিভাগ, জুট এজেন্সি, সঙ্ঘ প্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। ইহা ছাড়া প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট লিমিটেডই প্রবর্ত্তক জুট মিল ও প্রবর্ত্তক ফার্ণিসার্সের ম্যানেজিং এজেণ্ট হিসাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন। প্রবর্ত্তক ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত আন্তর্জাতিক ব্যবসাটী যুদ্ধের দরুণ বর্ত্তমানে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও উহার ভবিষ্যৎ মোটের উপর আশাপ্রদ বলা যায়। ইহা ছাড়া প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের চেষ্টায় ও পরিচালনায় বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় ২৭টী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও নানাবিধ দোকান, উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি আছে। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের উদ্যমে আজ বাঙ্গলা দেশে কয়েক হাজার পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এরিয়ান্ ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে এলাহাবাদে এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এলাহাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ আর এন বসু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। মিঃ বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রতি দেশবাসীর সম্যক চেতনা পরিস্ফুট না হইলে দেশের আর্থিক উন্নতি ও শিল্প প্রসারের আশা সুদূরপরাহত। "অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সুদৃঢ় অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় ব্যাঙ্ক যে জাতির কত বড় সম্পদ সেই বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ বি মুখার্জ্জি এরিয়ান ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সারা সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২।০ আনা। **সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান স্পিনিং, উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **হোশিয়ারপুর দোয়াব ব্রাঞ্চ রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২।০ আনা। **দি ইন্দোর মালওয়া ইউনাইটেড মিলস লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ক্যালকাটা অয়েল সিণ্ডিকেট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গৌরাঙ্গসুন্দর তাহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১, আদ্যশ্রাদ্ধ ঘাট রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। উদ্ভিজ্জ, খনিজ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তৈল প্রস্তুত ও ও উহাদের কাজকারবার।

মামুদাবাদ প্রোপাইটার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম এ ইস্পাহানি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। জমি ও ইমারত ক্রয়বিক্রয় ও ইজারা লওয়া ইত্যাদি ব্যবসা।

হিন্দুস্থান ফাইবার এজেণ্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নন্দলাল কানোরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

দিনাজপুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বগলা প্রসাদ কর। রেজিষ্টার্ড অফিস—দিনাজপুর। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ব্যাঙ্কিং।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। বাজারে টাকার পর্য্যাপ্ত যোগান রহিয়াছে অথচ চাহিদা প্রায় নাই বলিলেই চলে। ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন তুলা খরিদের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এখনও টাকা লইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে চড়তির ভাব বজায় ছিল, কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে।

বিনিময় বাজারের অবস্থায় গত ৩রা নভেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত দারুণ মন্দার ভাব বিদ্যমান ছিল। পরে বিনিময় বাজারের অবস্থায় কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিছু পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে।

গত ৩রা নভেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৶০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৶৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৯৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৷৶০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ১০ই নবেম্বর তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং ৯ই নবেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৩ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১২ কোটি ৫১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টকে কোন টাকা ধার দেওয়া হয় নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{১৫}{১৬}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে উঠানামা করিতে থাকে। এবং ক্রেতাবিক্রেতা উভয় পক্ষের মধ্যেই ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর জন্য অপেক্ষা করিবার মনোভাব দেখা যায়। যাহাহউক, সপ্তাহের শেষের দুইদিনের শেয়ারের বেচাকেনায় কতকটা তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে শেয়ারের বাজারে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয়। শত্রুপক্ষের যে ব্যাপক বিমান আক্রমণের আশঙ্কা করা গিয়াছিল—তাহা অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। যতটা আশা করা যায় তাহাতে বর্ত্তমানে যুদ্ধ ব্যাপারে কোনরূপ চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। গুয়াদালকানারে জাপানীদের পশ্চাদপসরণ, ষ্ট্যালিনগ্রাডে রুশবাহিনী কর্ত্তৃক জার্ম্মানদের অগ্রগতিতে বাধাদান এবং মিশর রণাঙ্গনে অষ্টমবাহিনীর চাপে জার্ম্মানদের সম্পূর্ণ পশ্চাৎবর্ত্তন প্রভৃতি সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থা যদি বজায় থাকে তবে শেয়ার বাজারের উন্নতি অব্যাহত থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজার স্থির রহিয়াছে। কোম্পানীর কাগজের বেচাকেনার পরিমাণ ছিল কম। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর দাঁড়াইয়াছে ৯৪/০ আনা। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫॥০ আনা, ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩৶০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৯৸০ আনা, ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮॥৵০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব ঋণপত্র ৯১০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের বাজার তেজী ছিল কিন্তু শেয়ারের দরে বিশেষ কোন ঊর্দ্ধগতি লক্ষিত হয় নাই।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের কাজকারবার কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাওড়া ৫৫৲ টাকা, গ্যাঞ্জেস ৩১২৲ টাকা, ন্যাশনাল ২৩৸০ আনা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১৮৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত না হইলেও ইহার শেয়ারের বেচাকেনায় কতকটা স্থিরভাব দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩১ টাকা ও ২০৸০ আনা।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দর চড়িয়াছে।

চা-বাগান

চা বাগানের শেয়ারের জন্য ভাল চাহিদা দেখা গিয়াছে। বারদুয়ার টি এণ্ড টিম্বার ৭।০ আনা এবং টাইরুণ ১৫॥০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ২৸০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২।৵০ আনা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৫৸৵০ আনা, ডানলপ-রাবার ৪০।০ আনা, ইণ্ডিয়া কেবল ২৪॥০ আনা, আসাম স মিলস ৩॥৵০ আনা এবং পোর্টসিপিং ১৬৸৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৩০শে অক্টোবর—১০০৵০ ; ২রা নবেম্বর—১০০৲ ; ৩রা—১০০৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৯শে অ:—৯৫৶০ ; ৩রা নবে:—৯৫॥০ ; ৪ঠা—৯৫॥৵০। ৩৲ সুদের পাঞ্জাব ঋণ (১৯৫২) ২রা নবে:—৯১০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯ অ:—৯৩৸৵০ ৯৪৵০ ; ৩০শে—৯৩৸৵০ ৯৪৲ ; ২রা নবে:—৯৩৸০ ৯৪৵০ ; ৩রা—৯৩৸০ ৯৪৵০ ; ৪ঠা—৯৩৸৵০ ৯৪৵০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৩০শে অ:—১০৩।০ ; ৩রা নবে:—১০৩।০ ; ৪ঠা—১০৩৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২রা নবে: ১০৯৸৶০ ১১০৵০ ; ৩রা—১০৯॥৵০ ১০৯৸/০ ; ৪ঠা—১০৯৸/০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ২রা নবে:—১১৩৸০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৩০শে অ:—১০৯৲ ; ২রা নবে:—১০৮॥৵০ ১০৮৸৵০, ৩রা—১০৮॥৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২রা নবে:—১৬০৬৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৯শে অ:—১০২৲ ; ৩০শে—১০১॥০ ১০২৲ ; ২রা নভে:—১০১॥০ ; ৩রা—১০১৲।

রেলপথ

দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৩০শে অ:—৯৬॥০।

ইলেক্‌ট্রীক

জব্বলপুর ইলেক্‌ট্রীক ২রা নবে:—১৫৸০। মজফ্‌ফরপুর ইলেক্‌ট্রীক ৩রা নবে:—১২৲। পাটনা ইলিকট্রীক ৩০শে অ:—১৬।০ ১৬।৵০ ; ৩রা নভে:—১৬।০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৩০শে অ:—২॥৶০ ২৸/০ ; ২রা নবে:—২৸০ ২৸/০ ; ৩রা—২৸০ ; ৪ঠা—২৸/০। ইণ্ডিয়ান কপার ২৯শে অ:—২।৵০ ২।৶০ ; ৩০শে—২।০ ২।/০ ; ২রা নবে:—২।০ ২।/০ ; ৩রা—২।/০ ২।৵০ ; ৪ঠা—২।/০ ২।৵০।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিকাল ৩০শে অ:—২০৸৴০ ; ২রা নবে:—২০৸৵০ ২১।০ ; ৩রা—২১৸০ ; ৪ঠা—২১৵০ ২১।৴০। বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রেফ) ২রা নবে:—১৮৲ ।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ৩রা নবে:—১২।০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ২৯শে অ:—১৫॥৶০ ১৫৸০ ; ৩০শে—১৫॥৵০ ; ২রা নবে:—১৫৸০ ; ৩রা—১৬৲ ; (প্রেফ) ২রা নবে:—১৩০৲ । রিলায়েন্স ফায়ার ব্রুক্স ২রা নবে: —১৩।০ ১৩।৵০ ; ৪ঠা—১৩॥০ ।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২রা নবেম্বর—২৮।৴০ ; ৪ঠা—২৮॥০। বেঙ্গল ৩০শে অ:—২৫।৵০ , ২রা—৩৭৮৲ ৩৮১৲ । ভালগোড়া ৩০শে অ:—৫৸০ ; ২রা নবে:—৫৸০ ; ৩রা—৫৸৶০ ৬৲ । বোকারো এণ্ড রামগড় ৩০শে অ:—১৭৸০ ১৭৸৴০ ; ২রা নবে:—১৭॥৴০ ১৭॥৵০ ; ৪ঠা—১৮৲ । বরাকর ৩০শে অ:—১২৸০ ; ২রা নবে:—১২॥৵০ ১২৸৴০ ; ৩রা—১৩৲ ; ৪ঠা—১২৸৶০ ১৩।০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৪ঠা নবে:—১৭৴০ ১৭৵০। তুরিলাদি ২৯শে অ:—১২৸৴০ ; ৩০শে—১২৸৶০ ১৩৵০। কাটরাস ঝরিয়া ৪ঠা নবে:—২৬।০। নর্থ দামুদা ২৯শে অ:—৫॥৴০ ; ২রা নবে:—৫॥৵০ ; ৩রা—৫৸০। পেঞ্চভেলী ৩রা নবে:—৩৭৸০। সামলী ২রা নবে:—২॥৵০ ২॥৶০ ; ৩রা—২॥০ ২॥৶০ ; ৪ঠা—২॥৶০। শিবপুর ২৯শে অ:—২২॥০ ২২॥৵০। তালচেড় ২৯শে অ:—২॥৵০ ২॥৶০ ; ৩০শে—২॥০ ; ২রা নবে:—২॥০ ২॥৵০ ; ৩রা—২।৵০ ২॥০ ; ৪ঠা—২॥০ ২॥৵০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ২৯শে অক্টোবর—৫॥৵০ ; ২রা নবে:—৫৸০ ৬৲ ; ৪ঠা—৬।৴০ ; (প্রেফ) ২৯শে অ:—৮৵০ ৮।০ ; ২রা নবে:—৮৵০ ৯৲ । বেণারস কটন ৩০শে অ:—৬।৵০ ; ২রা নবে:—৬।৵০। বেঙ্গল নাগপুর কটন ৩০শে অ:—২৬॥০ ; ৩রা নবে:—২৬।৶০ ২৬॥০। বাউরিয়া ৪ঠা নবে:—৪৭৪৲ । কাণপুর টেক্সটাইল ২৯শে অ:—১২॥৴০ ১২৸০ ; ৩০শে—১২।৵০ ১২॥৴০ ; ২রা নবে:—১২।০ ১২॥৴০ ; ৩রা—১২।০ ১২॥০ ; ৪ঠা—১২॥৴০ ১২৸৵০। ঢাকেশ্বরী ৩০শে অ:—১৭৸০। ডানবার ৩০শে অ:—২৬০৲ ; ৪ঠা নবে:—২৬০৲ ২৬৩॥০। এলগিন মিলস (প্রেফ) ৩০শে অ:—১৮৪॥০ ; ৪ঠা নবে:—১৮৫৲ ১৮৬৲ । কেশোরাম ২৯শে অ:—১২।৶০ ১২॥০ ; ৩০শে—১২৵০ ১২।৴০ ; ২রা নবে:—১২৲ ১২।৵০ ; ৩রা—১২।৵০ ১২৸৵০ ; ৪ঠা—১২॥৶০ ১২৸০ ; (প্রেফ) ২৯শে অ:—১৩৫৲ ; ৪ঠা নবে:—১৩৬৲ । মুইয়ের মিলস ২৯শে অ:—৩৩০৲ ৩৩৪৲ । নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৯শে অ:—৭।৶০ ৭॥৴০ ; ৩০শে—৭।৵০ ৭॥০ ; ২রা নবে:—৭।৵০ ৭।৶০ ; ৩রা—৭।৵০ ৭॥০ ; ৪ঠা—৭॥৴০।

পাটকল

আদমজী ৩০শে অক্টোবর—২৫।৵০। আগরপাড়া ২রা নবেম্বর—২১৸৵ ; ৪ঠা—২২৸৶০ ২৩৶০। এলবিয়ন ২৯শে অ:—১৮৫৲ ১৯২৲ ; ৩০শে—১৯০৲ । আলেকজেণ্ড্রা ২রা নবে:—২০১৲ ; ৪ঠা—২০২৲ । এলায়েন্স ২৯শে অ:—৩০০৲ । এংলো ইণ্ডিয়া ২৯শে অ:—৩৪৮৲ ৩৫০৲ ; ২রা—৩৪১৲ ; ৩রা—৩৪০৲ ৩৪১৲ ; ৩রা—৩৪৫৲ ৩৪৬৲ ; (প্রেফ) ২৯শে অ:—১৫৮৲ । অকল্যাণ্ড ২৯শে অ:—১৬৯৲ ; (প্রেফ) ৩রা নবে:—১৩৬॥০। বালি ২৯শে অ:—২৪৭৲ ; ৩০শে—২৪৫৲ ২৪৮৲ ; ৩রা নবে:—২৫০৲ । বরানগর ২রা নবে: —১০০৲ ; ৪ঠা—১০০৲ ১০১৲ । বেঙ্গলজুট (প্রেফ) ৩০শে অ:—১১২৲ । বিরলা ২রা নবে:—৩১৸০ ; ৩রা ৩১।৴০ ; ৪ঠা—৩১।৵০। ক্যালকাটা জুট ৪ঠা নবে:—২৪॥৴০। বজবজ ৩০শে অ:—৩৫০৲ ; ২রা নবে:—৩৪৬৲ ৩৫০৲ ; ৪ঠা—৩৫০৲ । কেলিডানিয়া ৩০শে অ:—৩৭৮৲ । চাঁপদানী ৩রা নবে:—১৭৫৲ ; ৪ঠা—১৭৯৲ । সেভিয়ট (প্রেফ) ২০শে অ:—১৫১৲ । ক্লাইভ ৩০শে অ:—২৪॥০ ; ৩রা নবে:—২৪৸০ ; ৪ঠা—২৫।০ ; ('এ'প্রেফ) ৩রা নবে:—১৪২৲ ১৪৪৲ ; ৪ঠা—১৪৩৲ ১৪৩॥০। ডালহৌসী ২৯শে অ:—২২৫৲ ; ৩রা অ:—২১১৲ । ডেল্টা ৩রা নবে:—৪৩২॥০। এম্পায়ার ৩রা নবে:—২৮।০। ফোর্ট উইলিয়াম ৩রা নবে:—২২৯৲ ২৩১৲ ; ৪ঠা—২৩৩৲ । গ্যাঞ্জেস ৪ঠা নবে:—৩১২৲ । গৌরীপুর (প্রেফ) ৩রা নবে:—৭০২৲ ; (প্রেফ) ৪ঠা নবে:—১৪০৲ । হেষ্টিংস (প্রেফ) ২রা নবে:—১৩১৲ । হুগলী ৩রা নবে:—৬৬৲ ; (প্রেফ) ২৯শে অ:—১৯॥০। হাওড়া ২৯শে অ:—৫৪॥০ ৫৬৲ ; ২রা নবে:—৫৩৸৵০ ৫৪৶০ ; ৩রা—৫৪।০ ৫৪।৴০ ; ৪ঠা—৫৪।৵০ ৫৫৲ । হুকুমচাঁদ ২৯শে অ:—১৬৵০ ১৬।৵০ ; ৩০শে—১৫॥৴০ ১৫৸০ ; ৩রা নবে:—১৫।০ ১৫।৵০ ; (প্রেফ) ২রা নবে:—১৪৩৲ ; ৪ঠা—১৪৩৲ । ইণ্ডিয়া ২৯শে অ:—৩৯৭৲ ৪০২৲ ; ২রা—৩৮৬৲ ; ৩রা—৩৯১৲ ৩৯৩৲ ; ৪ঠা—৩৯৮৲ ৪০২৲ । কামারহাটী ২৯শে অ:—৪৭৮৲ ৪৮২৲ ; ৩০শে—৪৭৫৲ ; ২রা নবে:—৪৭২৲ ৪৭৪৲ ; ৩রা—৪৭১॥০ ৪৭৩৲ । কিনিসন ২রা নবে:—৩২৩৲ ৩২৬৲ ; ৩রা—৩২৩॥০ ৩২৬৲ ; ৪ঠা—৩৩৫৲ ; (প্রেফ) ৪ঠা নবে:—১৪৬৲ । ল্যাণ্ডস ডাউন (প্রেফ) ২রা নবে:—১২১৲ ; ৩রা—১৩১৲ ১৩২৲ । লরেন্স ৩রা—২৩০৲ ২৩১৲ ; ৪ঠা—২৩৩৲ ২৩৫৲ । ন্যাশনাল ২৯শে অ:—২৩॥৵০ ; ৩রা নবে:—২৩৶০ ২৩।০ ; ৪ঠা—২৩৸০। নর্থব্রুক ২রা নবে:—২৮৲ ; ৪ঠা—২৮৲ ২৮।৵০। নদীয়া ২৯শে অ:—৬৯৲ ; ২রা নবে:—৬৬॥০ ৬৭৲ ; ৩রা—৬৬।৵০ ৬৮॥০ ; ৪ঠা—৬৮।৵০ ৬৮॥৵০। প্রেসিডেন্সি ৩০শে অ:—৫।৵০ ৫॥০ ; ২রা নবে:—৫।৴০ ; ৩রা—৫।৵০ ৫॥০ ; ৪ঠা—৫॥৴০ ৫॥৵০। রিলায়েন্স ২৯শে অ:—৫৬৵০ ; ২রা নবে:—৫৪॥০ ৫৫৲ ; (প্রেফ) ২৯শে অ:—১৫৭৲ ; ৪ঠা—১৫৬৲ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ৩০শে অ:—১৪৸০ ; ২রা নবে:—১৪৲ ; ৩রা—১৪।০ ; ৪ঠা —১৪॥০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৯শে অ:—২০৭৲ ; ৩০শে—২০৪৲ ; ২রা নবে:—২০৫॥০ ; ৩রা—২০৭৲ ২১৫৲ ; ৪ঠা—২১৬৲ ২১৮৲ ; (প্রেফ) ৩০শে অ:—১৩৫৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল ২৯শে অ:—১৫৸০ ১৫৸৴০ ; ২রা নবে:—১৫।৴০ ১৬৲ । বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনসট্রাকসন ২৯শে অ:—১০॥৵০ ১০৸০ ; ৩০শে—১০।০ ; ৪ঠা—১০।০। বার্ণ এণ্ড কোং ৩০শে অ:—৩৫০৲ ; ৪ঠা নবে:—৩৪৭৲ ৩২৫৲ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৯শে অ:—৩১॥০ ৩১॥৴০ ৩১॥৵০ ৩১৸৵০ ; ৩০শে—২৯৸৵০ ৩০৲ ৩০৵০ ৩০।০ ৩০।৴০ ৩০।৵০ ৩০॥০ ৩০॥৵০ ৩০॥৶০ ; ২রা নবে:—৩০৴০ ৩০৶০ ৩০।০ ৩০।৴০ ৩০।৶০ ৩০॥০ ৩০॥৵০ ; ৩রা—৩০।৶০ ৩০॥০ ৩০॥৵০ ৩০৸০ ৩০৸৴০ ; ৪ঠা—৩০৸০ ৩০৸৵০ ৩১৲ ৩১৵০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ২৯শে অ:—২০॥৶০ ২০৸৵০ ২১৲ ; ৩০শে—২০৲ ২০৴০ ২০৵০ ২০।০ ২০।৴০ ২০॥০ ; ২রা নবে:—২০৴০ ২০৵০ ২০৶০ ২০।৴০ ২০।৵০ ২০॥০ ; ৩রা—২০।৴০ ২০।৶০ ২০॥০ ২০॥৴০ ; ৪ঠা—২০॥৵০ ২০৸০ ২০৸৴০ ; (প্রেফ) ২৯শে অ:—১১২॥০ ; ৩০শে—১১৩৲ ; ২রা নবে:—১১২॥০ ১১৩৲ ; ৩রা—১১২৲ । ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৯শে অ:—১২৸০ ; ২রা নবে:—১২॥০ ১২॥৴০ ; ৪ঠা—১৩৲ ১৩।০ ।

কাগজের কল

বেঙ্গলপেপার ২৯শে অক্টোবর—১৬৪৲ ; ৩০শে—১৬৪৲ ; ৩রা—১৫৮৲ । ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৯শে অক্টোবর—১৬৩৲ ১৬৪৲ ; ৩০শে—১৬১৲ ১৬৩॥০ ; ২রা নভেম্বর—১৫৯॥০ ১৬১॥০ ; ৪ঠা—১৬১৲ ১৬২৲ । ওরিয়েণ্ট

পেপার ২৯শে অক্টোবর—২২৸৵০ ; ৩০শে—২২৷৷৵০ ২২৷৷৶০ ; ২রা নভেম্বর ২২৷৶০ ২২৷৷৶০ (প্রেফ) ২৯শে অক্টোবর—১১১৲ ১১২৲ ; ২রা নভেম্বর—১০৮৲ ১১০৲ ; ৪ঠা—১১১৲। শ্রীগোপাল পেপার ২৯শে অঃ—১৯৷৷০ ; ৪ঠা নভেম্বর—১৯৷৷৵০। ষ্টার পেপার ২৯শে অঃ—১৮৷৷০ ১৮৷৷/০ ; ৩০শে—২০৷৷০ ২০৸০ ; ২রা নভেম্বর—২০৷৷৶০ ২০৸০ ; ৩রা ২০৷৷৶০ ৪ঠা—২০৸৶০।

চিনিরকল

বলরামপুর ২৯শে অঃ—১৩৸৶০ ; ৩রা নভেম্বর—১৩৷/০ ১৩৷৵০ ; ৪ঠা—১৩৷০ ; বেক্ক এণ্ড কোং ২৯শে—অঃ—১৫৷৷৵০ ১৬৲ ; ৩০শে ১৫৷৶০ ১৫৷৷০, ৩রা—১৫৲ ১৫৶০ ; ৪ঠা—১৫৵০ ১৫৷০। (প্রেফ) ২৯শে অঃ—১৪৬৲ ; ৩রা—১৪৮৲। নিউ সাভান ২৯শে অঃ—১৪৷৶০ ১৪৷৷০ ; ৩০শে—১৪৷৶০ ১৪৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৫ই নবেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। পাটের দর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যানবাহনের সমস্যার দরুণ পাটের সরবরাহ আদৌ আশানুরূপ হইতেছে না। সম্প্রতি ঝঞ্ঝার ফলে কোন কোন অঞ্চলে যে বিপর্য্যস্ত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে পাট আসিতে বিলম্ব হইতেছে। জাহাজ ও অন্যবিধ যানবাহন সার্ভিসের কর্ত্তৃপক্ষ পাট সরবরাহ সম্পর্কে সুবিচার করিতেছেন না বলিয়া প্রকাশ। পাট সরবরাহ বিষয়ে রেলওয়ে ও জাহাজ কোম্পানী কর্ত্তৃক অগ্রাধিকারের সুবিধা দেওয়া উচিত।

আলগা পাটের বাজারে মিলমালিকগণ এখনও পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। গতকল্য জাত-মিডল ও বটম প্রতি মণ যথাক্রমে ১২৲ টাকা ও ৯৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ক্রশ বটমের দর উঠিয়াছিল প্রাং ৩ মণ ৭৷০ আনায়। পাকা বেল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কাজ-কারবার হয় নাই।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ৯নং পোর্টার চটের দর নগদ ১৪৸৵০ আনা, নবেম্বর ১৪৸৶০ আনা, ডিসেম্বর ১৫৲ টাকায় ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৫৲ টাকা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮৸০ আনা, নবেম্বর ১৮৸/০ আনা, ডিসেম্বর ১৮৸৶০ আনা ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৫ই নবেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে কোন কোন বিভাগে বস্ত্রের দরে চড়তির ভাব দেখা যায়। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে কলকারখানার উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্বের স্তরে আসিতে না পারার ফলে সরবরাহ প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারিতেছে না। স্থানীয় মজুত বস্ত্রের পরিমাণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন সরবরাহ আসিয়া পৌঁছিতেছে না। বাজারে গুজব, নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ আরও সস্তা দরের বাহির হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে ঐ শ্রেণীর সস্তা কাপড় তৈরী হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

শীত ঋতু প্রত্যাসন্ন। শীত বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু যোগান তদনুরূপ না থাকায় মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৬ই নবেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা ৬৬৷০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৫৮৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতার সোণার বাজার বিশেষ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। সোণার আমদানীর তুলনায় চাহিদা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোণার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপারে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহার জন্য ঝুঁকিদারেরা সোণা ক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছে। ইহাতে মনে হয় সোণার দর আরও চড়িবে। কলিকাতায় এ সপ্তাহে প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৬৷/০ আনা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৬৷০ আনা এবং প্রতিটি গিনি ৫০৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

সোণার বাজারের সঙ্গে সঙ্গে রূপার বাজারও তেজী হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রূপা ১১০৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৭৷০ আনা এবং খুচরা প্রতি এক শত তোলা রূপা ১০৭৷৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

সচিবের দপ্তর তত্রস্থ উপনিবেশসমূহের দপ্তরের সহিত একত্রীভূত হইয়া যাইবার নির্দ্দেশও আপনি দিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সহিত সর্ব্বশেষ সাক্ষাৎকালে সেই সমগ্র চিত্রটি ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।" এই চিঠির শেষের দিকে মৌলানা আজাদ উভয় পক্ষের পত্রবিনিময় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ঐ তারিখেই মাত্র চার লাইনের এক চিঠিতে সংবাদপত্রে পত্রাবলী প্রকাশের অনুমতি দেন। লুই ফিশার বলিতেছেন, ক্রিপস্ যদি সত্যসত্যই ডিগবাজী না খাইবেন, তাহা হইলে মৌলানা আজাদের চিঠির জবাবে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের অভিযোগ খণ্ডন করিবার চেষ্টা না করিয়া তৎপূর্ব্বে পত্রপ্রকাশের অনুমতি দিতেন না। কিন্তু তখন তিনি ঘটনাস্থলে সমাসীন অমন জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলিতে পারেন নাই।

* * * * *

কিন্তু ভারতে থাকিতে যাহা পারেন নাই, ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া দূরে বসিয়া স্যার ষ্ট্যাফোর্ড পরে তাহাই অনায়াসে বলিতে পারিয়াছেন। মার্কিণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাঁহার একাধিক বেতার বক্তৃতায় তিনি ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসের ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১৯৪০ সালে বে-সরকারী পরিদর্শক হিসাবে ভারতে আসিয়া তৎকালে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া কথিত যে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য ও অন্যান্য অজুহাতগুলিকে স্বার্থান্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কারসাজি বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুই বৎসর যাইতে না যাইতে সেই স্যার ষ্ট্যাফোর্ডই সাম্রাজ্যবাদীদের পুরাতন বুলি আওড়াইয়া ভারত সম্পর্কে অপভাষণের আশ্রয় লইয়াছেন। মিঃ ফিশার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড নীরব থাকিলেই ভাল করিতেন। তিনিও রক্ষণশীল বৃটিশ শ্রেণীর সুরে সুর মিলাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮১

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা
সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৬ই নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ২৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের মূল্য বৃদ্ধির সমস্যা

চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হওয়ায় এবার দেশে পাটের দর বিশেষ ভাবে নামিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে দরিদ্র চাষীদের দুঃখ দুর্দ্দশাও চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। এবার গত বারের তুলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়া বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রীরা কৃষকদিগকে ভরসা দিয়াছিলেন যে, অতিরিক্ত পাট চাষের ফলে যদি তাহাদের কোন ক্ষতি হয় তবে বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকার একযোগে তাহা পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু পাটের দর বিশেষ পড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও এতদিন তাঁহারা সেরূপ সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। কৃষকেরা জলের দরে অধিকাংশ পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার পর উহাদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখার সুবিধার্থ সম্প্রতি তাঁহারা এক কোটি টাকা ঋণ প্রদানের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে দেশে পাটের দর বাড়াইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার যে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী ভাবে একটা কিছু করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। অবিক্রিত পাট ধরিয়া রাখার জন্য কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান ছাড়া বর্ত্তমানে পাটের মূল্য বৃদ্ধির অন্য কয়েকটি ছোটখাট উপায়ও রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে সে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া পাটের বাজারের অনেকটা উন্নতি সাধন করিতে পারেন বলিয়া আমাদের ধারণা। উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে মফঃস্বল হইতে বর্ত্তমানে কলিকাতা ও অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্রে পাট তেমন কিছু আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। সে অসুবিধার জন্য সহরকেন্দ্রের তুলনায় মফঃস্বলে পাটের মূল্য বিশেষ ভাবে নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় পাটের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মফঃস্বল হইতে সহরে পাট চালান দেওয়ার আশু সুব্যবস্থা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির একটি বিশেষ উপায় হইতেছে আগামী বৎসরে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখনই একটা ঘোষণা প্রকাশ করা। বাঙ্গলা সরকার যদি এরূপ সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহারা আগামী ১৯৪৩ সালে কিছুতেই এ প্রদেশে এবারের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী পাট উৎপন্ন হইতে দিবেন না, তবে ভবিষ্যতে বাজারে বেশী পাট পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া পাটের ক্রেতারা বর্ত্তমানে পাট ক্রয়ের অধিক আগ্রহ দেখাইবে। ফলে পাটের দরও অবশ্যই কিছু বৃদ্ধি পাইবে। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এইরূপ ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার 'আর্থিক জগতে' মন্তব্য করিয়াছি। বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্সের মত সুপরিচিত বণিক-সঙ্ঘও গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া ইহার উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার এ সম্পর্কে কি করিবেন তাহা এখনও প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না। কিন্তু বাঙ্গলার চটকলওয়ালারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের এই প্রস্তাব সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন, আর তাঁহাদের ইংরাজী মুখপত্র 'ক্যাপিটেলে'র মারফতে এই ধরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এখন হইতেই জোর প্রচারকার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছেন। ঐ পত্র তাহাদের গত ১২ই নভেম্বরের সংখ্যায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া গবর্ণমেণ্টকে ও জনসাধারণকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে পাটের তেমন দাবীদাওয়া না হইলেও অদূরভবিষ্যতে দুনিয়ার সর্ব্বত্রই

উহার ব্যাপক চাহিদা দেখা যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। নানা দেশে খাদ্যাভাব দেখা যাওয়ার সঙ্গে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঐ শ্রেণীর দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য বেশী পরিমাণ পাটের থলিয়ার আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই চাহিদা স্বভাবতঃই খুব বাড়িবে। যুদ্ধের পর নানা ধরণের পুনর্গঠন কার্য্যের জন্যও পাট ও থলিয়ার চাহিদা ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই একদিকে পাট-চাষীর লাভ ও অপরদিকে পাট শিল্পের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ সালে এবারের তুলনায় পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। 'ক্যাপিটেল' পত্রের এই অযাচিত উপদেশ ও মন্তব্যের ভিতর চটকলওয়ালাদের পুরাতন কারসাজির পুনরভিনয় লক্ষ্য করিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি। পাট চাষের মরশুম নিকটবর্ত্তী হইলে উহারা পরবর্ত্তী বৎসরে পাটের বেশীরকম কাটতি হইবে বলিয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। উহাদের প্রচারকার্য্যে বিভ্রান্ত হইয়া বাঙ্গলা সরকার বেশী জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন—অতিরিক্ত লাভের আশায় কৃষকেরাও পাটের চাষ বাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করে। পরে নূতন পাট বাজারে উঠিবার সঙ্গে এই 'ক্যাপিটেলই' আবার সুর বদলাইয়া পাটের অতি-উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া রব তুলিয়া দেয়, আর সেই সুযোগে চটকলওয়ালারা জলের দরে পাট খরিদ করিয়া কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের মুনাফার পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। এই ধরণের কারসাজির বিরুদ্ধে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গলার জনসাধারণের পক্ষে এখন হইতে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। একথা সত্য যে, যুদ্ধের পরে বিদেশে পাট ও চটের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যুদ্ধ যে কবে শেষ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অন্ততঃ ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া ঐ সালে যে বাহিরে বেশী পরিমাণ পাট ও চট চালান দেওয়ার সুবিধা হইবে না তাহা খুবই বলা চলে। এই অবস্থায় দরিদ্র পাটচাষীদের ভাগ্য অনিশ্চয়তার ভিতর ঝুলাইয়া না রাখিয়া আগামী বৎসরের পাটচাষ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের একটা সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য। আশা করি চটকলওয়ালাদের স্বার্থপর প্রভাব এড়াইয়া সেরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান দেখাইবার সৎসাহস বাঙ্গলা সরকারের আছে।

সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগ

যুদ্ধের সময়ে এদেশে খাদ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকার একটি সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ, এই বিভাগটিকে বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের অধীনে রাখিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে। এই বিভাগের ভিতর দিয়া বাণিজ্য সচিব মহোদয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজ সম্পাদন করিবেন। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে খাদ্যদ্রব্যের যোগান হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া দেশে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে এইরূপ একটি স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগ গঠনের প্রস্তাব আমরা সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। তবে একথা সত্য যে, কেবল মাত্র একটি সরকারী বিভাগ স্থাপন করিলেই আসল সমস্যার প্রতিকার হইবে না। প্রকৃত আন্তরিকতা নিয়া সেজন্য সমুচিত প্রতিকারোপায় দেখিতে হইবে। এদেশে খাদ্য দ্রব্যের যোগান কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার কার্য্যকরীপন্থা কি হইতে পারে, স্থান হইতে স্থানান্তরে ন্যায্যদরে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণের কতদূর সুব্যবস্থা সম্ভবপর—ইত্যাদি বিষয় যথারীতি বিবেচনা করিয়া এই বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা যদি অচিরেই সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হন, তবেই এই বিভাগের সার্থকতা প্রমাণিত হইতে পারে। নতুবা অন্য অনেক সরকারী দপ্তরের মত উহাও শুধু বাহ্যিক আড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য থাকিবার কালে এদেশে খাদ্য ফসল বাড়ানোর জন্য একটা আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিভাগ ত্যাগ করিবার পর তাঁহার সেই আরব্ধ কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। আমরা আশা করি, বর্ত্তমানে নূতন করিয়া খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কাজ হাতে পাওয়ার সঙ্গে এদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করিবেন।

আগষ্ট মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

গত আগষ্ট মাসের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নূতন করিয়া ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের একটা অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছে। গত জুলাই মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। আলোচ্য আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। কিন্তু রপ্তানী তদনুপাতে না বাড়িয়া বরং গত জুলাই মাসের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত জুলাই মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। আলোচ্য আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের সহিত রপ্তানীবাণিজ্য উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় বহির্ব্বাণিজ্যে ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্ত এবার স্বভাবতঃই কিছু হ্রাস পাইয়াছে। জুলাই মাসের বহির্ব্বাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা আধিক্য দেখা গিয়াছিল। এবার সে আধিক্য কমিয়া ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। বাহিরের নানারূপ দায় মিটাইবার পক্ষে বহির্ব্বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ভারতের একটি প্রধান সম্বল। যুদ্ধের চাপে রপ্তানীবাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া উহা যদি শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাইতে থাকে তবে ভারতের পক্ষে তাহা খুবই আশঙ্কার কথা।

বিদেশের সহিত পণ্য আদান প্রদানের দিক দিয়া ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের বর্ত্তমান গতি আলোচনা করিলে এদেশের পক্ষে তাহাও সন্তোষজনক মনে করা যায় না। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এক-দিকে ডাল-শস্য-ময়দা অপরদিকে বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি জিনিষের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাহির হইতে এই সব জিনিষ আমদানী করিতে পারিলে সকল দিক দিয়াই সুবিধা হইত। কিন্তু ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় জিনিষের আমদানী এখন একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জুলাই মাসে বাহির হইতে এদেশে যে পরিমাণ বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি আসিয়াছিল সে-তুলনায় আগষ্ট মাসে ঐ সমস্ত জিনিষের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে এ মাসে তেল ও তূলার আমদানী কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণের দিকে নজর রাখিয়া তূলা ও তেলের আমদানী বাণিজ্য উপরোক্তরূপ বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। জনসাধারণের জন্য অধিক কাপড় উৎপাদনের বদলে হয়ত সৈন্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মিহি বস্ত্র প্রস্তুতের জন্যই বিদেশী তূলার আমদানী বাড়ান হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কেরোসিনের আমদানী না বাড়িয়া হয়ত তেলের দফায় এবার পেট্রোলের আমদানীই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য আগষ্ট মাসে বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া ভারতীয় রপ্তানী

বাণিজ্যের গতিও এদেশের পক্ষে খুবই বিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশবাসীর অর্থাগমের সুবিধার্থ এদেশ হইতে বাহিরে তুলা, পাট চট ও চামড়া প্রভৃতি বেশী পরিমাণে রপ্তানী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু গত জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে এই সব দ্রব্যের রপ্তানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে এদেশে বস্ত্র, চিনি প্রভৃতি জিনিষের বিশেষ অভাব সত্ত্বেও বাহিরে এবার বেশী করিয়া এই সব জিনিষই রপ্তানী হইয়াছে। ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের এই ধরণের প্রতিকূল গতি রোধ করিবার জন্য এখন হইতে সুপরিকল্পিত চেষ্টা প্রয়োজন।

কুইনাইন সমস্যা

কুইনাইন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে নূতন দিল্লীতে এক বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আড়াই বৎসরকাল ব্যবহারের উপযোগী কুইনাইন এদেশে মজুত রহিয়াছে। সুতরাং কুইনাইনের জন্য কাহারও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট যেভাবে সমস্যাটিকে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন আসলে যে সমস্যাটি তত সহজ নহে, এই অল্প-দিনের মধ্যেই জনসাধারণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। কেননা হাজার প্রয়োজন সত্ত্বেও এবং পাউণ্ড প্রতি ১৫০ টাকা দর দিয়াও এখন আর উপযুক্ত কুইনাইন মিলিতেছে না। আড়াই বৎসরের উপযোগী কুইনাইন মজুত আছে বলিয়া যাঁহারা বাহাবা নেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা এখন আর কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। তবে আভাসে ইঙ্গিতে যতদূর বোঝা যাইতেছে তাঁহাদের পূর্ব্বেকার অহমিকা এক্ষণে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। প্রকাশ, ভারত সরকার প্রকৃত সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অনেকটা বিলম্বে হইলেও আমরা ভারত সরকারের এই নির্দ্দেশের তারিফ করিতেছি। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে সিঙ্কোনা চাষের যে সামান্য ব্যবস্থা আছে তাহাতে এদেশে বৎসরে মাত্র ২ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে দেশে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি লোক ম্যালিরিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে সেদেশে এই সামান্য পরিমাণ কুইনাইন দ্বারা রোগ প্রতিরোধের কি সুবন্দোবস্ত হইতে পারে? এতদিন যাভা হইতে এদেশে প্রয়োজন মত কুইনাইন আমদানীর সুবিধা ছিল। যুদ্ধের জন্য এক্ষণে সেই সুবিধাও গিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতে সিঙ্কোনা চাষের ব্যাপক বন্দোবস্ত করিয়া এদেশে কুইনাইনের উৎপাদন বাড়ান যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনা যায়, সমুদ্রতীর হইতে ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার ফুট উঁচু জায়গায় সিঙ্কোনা গাছের চাষ করিলে তাহা সহজেই বৰ্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠে। যদিও কোন কোন দেশে ২ হাজার ৬০০ ফুট উঁচু জমিতে সিঙ্কোনার চাষ করিয়াও তাহার ভালরূপ ফলন লক্ষ্য করা গিয়াছে। যাহা হউক ভারতবর্ষে বিস্তর অঞ্চল পর্ব্বতসমাকীর্ণ থাকায় এদেশে সমুদ্রতীর হইতে ৫ হাজার ফুট উচু ভূভাগের অভাব নাই। কাজেই প্রাদেশিক সরকারসমূহের দিক হইতে উপযুক্তরূপ চেষ্টা সুরু হইলে এদেশে ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনার চাষ তথা কুইনাইন উৎপাদনের সুবিধা অবশ্যই হইতে পারে। সিঙ্কোনার চাষ এদেশে একটি লাভজনক শিল্প হিসাবেও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উপযোগী। ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা করিয়া ও উহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিয়া যাভা দেশ আজ এক বিরাট শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে ঐ দেশ হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ গিল্ডার (এক গিল্ডার ৯ শিলিং ৮ পেনীর সমান) মূল্যের সিঙ্কোনার ছাল ও কুইনাইন বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল। ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা করিয়া ভারতের ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীদের জন্য কুইনাইন সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সঙ্গে জাভার মত একটি বিশেষ লাভজনক শিল্পও এদেশে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে।

ভারতে তাঁত শিল্পের দুর্দ্দশা

সূতার যোগান কমিয়া ও উহার মূল্য বেশীরকম চড়িয়া উঠিয়া ভারতীয় তাঁত শিল্পের সমক্ষে এক নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। তাঁত শিল্পের মারফতে ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটি লোকের অন্ন সংস্থান হইত। সূতার অভাবে ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য বর্ত্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আর কিছুকাল চলিলে অধিকাংশ তাঁতীকেই একেবারে কারবার গুটাইতে হইবে। এই বিরাট দেশে জনসাধারণের জন্য বস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে দেশের তাঁতগুলি এতদিন উল্লেখযোগ্য ভাবে সাহায্য করিয়াছে। সূতার অভাবে উহাদের কাজ কমিয়া যাওয়ায় দেশে বস্ত্রের অভাবও আজ সহজেই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূতার এই নিদারুণ অভাব সম্বন্ধে বহুদিন নীরব থাকিয়া গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার তাঁতীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অপনোদনের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বলা হইয়াছিল যে, এদেশ হইতে যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে সূতা বাহিরে চলিয়া না যায় সেজন্য তাঁহারা সূতার রপ্তানী সম্পর্কে কড়াকড়ি বিধান প্রয়োগ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা দেশীয় কল-মালিকদের নিকট হইতে সূতা কিনিয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহের মারফতে ন্যায্য দরে তাহা বিভিন্ন অঞ্চলের তন্তুবায়দের ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও কথা দিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতের তাঁত শিল্পের জন্য কিছু বেশী পরিমাণ সূতা পাওয়া যাইবে বলিয়া একটা আশা-ভরসার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কোন বিষয়েই আজ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ কিছু করিতেছেন না। যুদ্ধের জন্য জাপান ও বাহিরের অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে সূতার আমদানী বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু এদেশ হইতে বিদেশে সূতার রপ্তানী এখনও মোটেই বন্ধ হইতেছে না। সম্প্রতি বহির্ব্বাণিজ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে ভারত হইতে বাহিরে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার সূতা রপ্তানী হইয়াছে। দেশের তাঁতীরা সূতার অভাবে যে স্থলে নিদারুণ দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে সেস্থলে এত বেশী টাকার সূতা বাহিরে রপ্তানী হইতে দেওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে তাহা আমরা বুঝি না। যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে সূতার আমদানী কমিয়া যাওয়ার পর হইতে এদেশের কাপড়ের কলসমূহে পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বেশী সূতা প্রস্তুত করা হইতেছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে ১১৩ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে তাহা বাড়িয়া ১৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। কাপড়ের কলসমূহে উহাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সূতা প্রস্তুত হইতেছে তাহা ন্যায্য দরে কিনিয়া লইয়া বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতীদের ভিতর বণ্টন করিলে উহাতে তাঁত-শিল্পের অবশ্যই কতকটা সুবিধা হইত। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন জানিয়াও গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না। গবর্ণমেন্টের এই উদাসীনতার সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ভবিষ্যৎ লাভের আশায় কাপাস সূতা মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোয়েম্বাটোর ও মাদুরা প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশে সূতা চালানের ব্যবস্থা সম্পর্কে রেলকর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত কোন সুবিধা দিতেছে না। এই বস্ত্র-সঙ্কটের দিনে দেশীয় তাঁত শিল্প সম্পর্কে এই সরকারী ঔদাসীন্য আমরা সর্ব্বথা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ১০ই নবেম্বর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল স্পষ্ট ভাষায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অকপট উক্তি করিয়াছেন। এই মহাযুদ্ধের লক্ষ্য কি? কোন্ আদর্শ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বিশ্বব্যাপী নরমেধ-যজ্ঞ? মিঃ চার্চ্চিল আশ্বাস দিয়াছেন, উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের কোনরূপ অভিপ্রায় গ্রেট বৃটেনের নাই—শুধু উত্তর আফ্রিকায়ই নয়, পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে অপরের দেশ গ্রাস করার কুমতলব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই। সাধু! তাহা হইলে চার্চ্চিল-ইডেন-আমেরী গোষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? ইউরোপের নাৎসীকবলিত দেশগুলিকে পরাধীনতার নিগড় হইতে মুক্ত করিবার জন্যই গ্রেট বৃটেন বারবার বিপর্য্যয়ের ধাক্কা সহ্য করিয়া আজও ধৈর্য্য হারায় নাই। গণতন্ত্রের মহান আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই নাকি এই কৃচ্ছ্র সাধনা! তবে এই গণতন্ত্র পুরাপুরি শ্বেতবর্ণ! কৃষ্ণবর্ণের কথা উঠিতেই পারে না।

* * *

মিঃ চার্চ্চিল কবুল করিয়াছেন, সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁহাদের অরুচি ধরিয়াছে; উত্তর আফ্রিকায় বা আর কোথাও নূতন করিয়া তাঁহাদের আর সেই লোভ নাই। তাই বলিয়া যাহা রহিয়াছে তাহা হাতছাড়া করিবেন এত বড় আহাম্মকও তাঁহারা নহেন। মিঃ চার্চ্চিল ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে অকপটে বর্ত্তমান যুদ্ধের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন, "নিজেদের সাম্রাজ্য আমরা নিজেদের হাতেই রাখিতে চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের তল্পিতল্পা গুটাইবার কাজকারবারের পরিচালক হইবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হই নাই।" (I have not become the King's First Minister in order to presid over the liquidation of the British Empire.) সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। গ্রেট বৃটেনের ঔপনিবেশিক অধিকার ও তৎসংক্রান্ত কায়েমী স্বার্থ অটুটই রহিবে। এই সাম্রাজ্য ছাড়া গ্রেট বৃটেনের আর কোন দেশ কাড়িবার লোভ নাই, হয়ত আর লাভ নাই বলিয়াই। সে যাহাই হউক, সুবক্তা মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার সদিচ্ছার কথা জানাইয়া ভালই করিয়াছেন। ইহার পরেও যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের কৃপার আশায় পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন, হয় তাঁহারা একেবারে অজ্ঞ, নয় তো একেবারেই অন্ধ।

* * *

সম্প্রতি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত 'লাইফ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের নিকট এক খোলা চিঠিতে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছেন, "বৃটিশরা কি তাঁহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ করিতেছেন?... আজ আমেরিকার জনসাধারণ স্পষ্টাক্ষরে জানাইতে চাহে, গ্রেট বৃটেন সাম্রাজ্যবাদী নীতি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন কি না?...আমেরিকাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধসংক্রান্ত লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। তাহা হইতেছে এই যে, আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্য বাঁচাইবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি না।" উক্ত খোলা চিঠিতে গ্রেট বৃটেনকে বলা হইয়াছে, "আপনারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে 'আদর্শে'র কথা বলা পরিহাসের বিষয় এবং আমাদের সৈন্যদের কাছে আমরা মুখ দেখাইতে পারিতেছি না।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ হইতে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ জনমতের প্রতিধ্বনি করিয়া স্বার্থান্ধ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, মিঃ চার্চ্চিল বোধ হয় তাঁহার ১০ই নবেম্বর তারিখের বক্তৃতায় এক সঙ্গে সেই সকল কথার জবাব দিয়াছেন। যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য জমিদারী তাঁহারা ছাড়িবেন না। স্পষ্ট কথা। স্পষ্ট লক্ষ্য।

* * *

ভারতবর্ষের আমলাতান্ত্রিক কর্ত্তৃপক্ষ কিছুতেই আপোষ-মীমাংসার পথে যাইতে চাহেন না। পাছে ভারতবর্ষ সত্যই যদি জাতীয় ঐক্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী করিয়া বসে! শুধু ভয় ও ভেদ, স্বার্থ ও সন্দেহ। আসল কথা ভারতকে গ্রেট-বৃটেন স্বাধীন দেখিতে চাহে না। সম্প্রতি কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজাগোপালাচারীয়া বড়লাটের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। বড়লাট এই প্রস্তাবে দৃঢ় অসম্মতি জানাইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও মীমাংসার পথে অগ্রসর হইয়া অনুরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ 'না' জবাব পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। মিঃ চার্চ্চিল হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড লিনলিথগো পর্য্যন্ত বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এক সুরে বাঁধা। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য মিঃ চার্চ্চিল আঁটঘাট বাঁধিতে গিয়া অতীতের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রাক্কালে এমনি মূঢ়তার অবাধ রাজত্ব চলিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ষোড়শ লুই'এর দাম্ভিকতা রুশ বিপ্লবের সময় দ্বিতীয় নিকোলাসের বুদ্ধিহীনতা তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতের অনিবার্য্য ঘটনাবলী সম্পর্কে একবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু যে সকল কার্য্যকারণ আশ্রয় করিয়া ঐসব বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছিল সেই সম্পর্কে উদাসীন হইয়া কেবল দাম্ভিকতা ও স্বার্থপরায়ণতার পথ আঁকড়াইয়া থাকিলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র কিছু নহে।

* * *

বড়লাটের তথা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের পুনঃপুনঃ অনমনীয় জেদের দ্বারা এই কথাটাও পরিষ্কার জানা যায় যে, হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য একটা অজুহাত মাত্র। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইলেও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সূচাগ্র ভূমি ছাড়িতে রাজী হইবে না। রাজাজী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মিঃ জিন্নার সহিত একটা প্রারম্ভিক বোঝাপড়া করিয়া এবং তাঁহার সম্মতি লইয়াই মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব জানান হইয়াছিল। রাজাজী বলিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধিতায় এখন কেবল তিনিই নহেন, মিঃ জিন্নাও নিরাশ হইয়াছেন। রাজাজীর এই উক্তি হইতে মনে হয়, কংগ্রেসের সহিত আপোষে মীমাংসার জন্য মিঃ জিন্না তাঁহার পূর্ব্ব অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃগণ যতই চেষ্টা করুন না কেন, স্বার্থান্ধ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্তে অচল, অটল। এরূপ অবস্থায় রাজাজীর পরিকল্পিত ইংলণ্ড গমনের ফলে কি লাভ হইবে? গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের নিকট সকল কথা অকপটে বলার সুযোগ ছাড়া আর কোন্ সুফলের আশা আছে? বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি আজ একেবারেই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। নহিলে জগৎজোড়া বিপর্য্যয়ের মধ্যে বৃটিশ কূটনীতি এরূপ আত্মঘাতী নীতি বহুপূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিত।

১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় (৩)

ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্স সম্প্রতি যে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে গত সপ্তাহে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল ও দাদন নীতির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আদায়ী সুদ ও কার্য্যপরিচালনা ব্যয় সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের অবস্থা বিশ্লেষণ করিব এবং তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমার ব্যবসা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, আলোচ্য ১৯৪০ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল নিয়োগ করিয়া গত ১৯৩৯ সালে শতকরা ৪.৬৮ ভাগ সুদ পাইয়াছিল। আলোচ্য ১৯৪০ সালে সেইস্থলে উহাদের মাত্র শতকরা ৭.৩৭ ভাগ আয় হইয়াছে। বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় এই ভাবে কমিয়া যাওয়া দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা বিবেচনা করিলে উহা নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। নূতন বীমা আইনের বিধান অনুসারে কোম্পানীসমূহ এক্ষণে তাহাদের বীমা তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগই সরকারী ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য হইতেছে। অথচ ঐ সব শ্রেণীর দাদনে বেশী সুদ পাওয়ার আশা সাধারণতঃ খুবই কম। গত মহাযুদ্ধের সময় সরকারী সিকিউরিটি ও আধা সরকারী সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্তব্য সুদের হার অনেকটা চড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেকে আশা করিয়াছিল এবারও যুদ্ধের সময়ে ঐ সমস্তের সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে, আর তাহার ফলে বীমা কোম্পানীসমূহও এই শ্রেণীর দাদন দ্বারা কতকটা উপকৃত হইবে। কিন্তু এবারকার যুদ্ধে অবস্থার গতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। এবার গবর্ণমেণ্ট টাকার বাজার নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া কোম্পানীর কাগজের মূল্য অনেকটা স্থির রাখিয়াছেন। নূতন সরকারী ঋণপত্রের জন্য প্রদেয় সুদের হারও যথাসম্ভব নিম্নস্তরে বজায় রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় না বাড়িয়া তাহা বরং হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুদের হার হ্রাস পাওয়ার এই গতি ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের ভেলুয়েশন সম্পর্কে স্বভাবতঃই একটা প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিয়াছে। নূতন ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে গিয়া কোম্পানীসমূহের প্রাপ্তব্য সুদের হার এক্ষণে কম করিয়া বরাদ্দ করা হইতেছে। সুদের হার সম্পর্কে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের ভেলুয়েশন রিপোর্টে এই সুসঙ্গত রীতি অনুসৃত হইতে দেখিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স অনেকটা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোম্পানীসমূহের পক্ষে ভবিষ্যতেও কম সুদ ধরিয়া ভেলুয়েশন করাইবার রীতি বজায় রাখায় উচিত। সুদের হার কম করিয়া বরাদ্দ করার পর কার্য্যতঃ আদায়ী সুদের হার বাড়িয়া যদি বীমা কোম্পানীসমূহের আয় বৃদ্ধি পায় তবে তাহাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কিছু থাকিবে না। বরং ইহাতে কোম্পানীসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি ও দৃঢ়তা বাড়িয়া উহাদের ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত হইবে। ভেলুয়েশনে সুদের হার সাব্যস্ত করা সম্পর্কে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্সের এই মন্তব্য আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের ভেলুয়েশন রিপোর্টে পূর্ব্বের তুলনায় কমহারে সুদের হার বরাদ্দ ধরিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকে যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছে। ভবিষ্যতেও প্রয়োজন বুঝিয়া তাহারা এমনি ধরণের সুবিবেচনা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না বলিয়া আমরা আশা করি।

আলোচ্য ১৯৪০ সালে কার্য্যপরিচালনা ব্যয়ের দিক দিয়া ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানীসমূহ তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যাপারে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৩.২ ভাগ ব্যয় করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে তাহাদের উক্ত ধরণের ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৮.৯ ভাগ। ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ কার্য্যপরিচালনা বাবদ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় করিয়া ফেলে বলিয়া এতদিন উহাদের একটা দুর্নাম ছিল। বীমাকোম্পানীসমূহ উহাদের স্বকীয় চেষ্টায় এক্ষণে সেই দুর্নাম অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই সুখের বিষয়।

কিন্তু সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টমাস ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে কোম্পানীসমূহের কার্য্যপরিচালনা ব্যয় উহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ভবিষ্যতে বীমা কোম্পানীসমূহ যাহাতে তাহাদের ব্যয়ের হার সেই অনুপাতে হ্রাস করিবার চেষ্টা করে, সে সম্পর্কে মিঃ টমাস তাহাদিগকে উপদেশও দিয়াছেন। এই উপদেশের মূল যৌক্তিকতা অস্বীকার না করিলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাদের নিকট উহা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ গত কতিপয় বৎসর যাবৎ কার্য্যপরিচালনা ব্যয় হ্রাস সম্পর্কে বিশেষভাবে চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। নূতন বীমা আইনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ও যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় কতিপয় ধরণের খরচপত্র বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ১৯৪০ সালে কোম্পানীসমূহের মোট ব্যয়ের হার ১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা সাড়ে চারি ভাগের মত হ্রাস করা হইয়াছে। এই অবস্থায় কার্য্যপরিচালনা ব্যয় কমানো সম্পর্কে কোম্পানী পরিচালকদের আন্তরিক চেষ্টা ও মনোযোগ সম্পর্কে এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়া গেলে ঐবিষয়ে অধিকতর সুযোগ আসিবে, আর তখন এদেশীয় বীমাকোম্পানীসমূহ সে সম্পর্কে প্রকৃত সুবিবেচনা দেখাইতে ত্রুটি করিবে না। এই যুদ্ধের সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের কার্য্যপরিচালনা ব্যয় যথাসম্ভব কমাইয়া দিয়া ইতিমধ্যে যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহাতে এখন হইতে তাহারা এদেশের বীমাকারীদের অধিকতর সহযোগিতা দাবী করিতে পারে।

ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে এই শ্রেণীর বীমা

(৪৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতের শ্রমিক

নবেন্দু রায়

ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী আজ সচেতন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সর্ব্বাগ্রগণ্য শক্তিরূপে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী আজ অগ্রগামী। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে এই শ্রেণীশক্তি ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠার দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। আজ সর্ব্বব্যাপক জাতীয় সঙ্কটের দুদ্দিনে শ্রমিকশক্তির ঐক্য ও সংহতির উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীই আজ শ্রমিকশ্রেণীর দিকে চাহিয়া আছেন। কিন্তু, খুব কম লোকেই এই শ্রেণীর সম্যক পরিচয় রাখেন। নানা কারণে ভারতীয় শ্রমিকের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় লাভ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তবুও একটু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলেই আমরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর একটা মোটামুটি পরিচয় লাভ করিতে পারি।

১৯২৮ সালে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল ভারতে আসিয়া ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন এবং "ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা" শীর্ষক একটি রিপোর্ট রচনা করেন। এই রিপোর্ট হইতে আমরা ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি। রিপোর্টে বলা হইয়াছে: বহু অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ শ্রমিক দৈনিক এক শিলিং-এর (এক শিলিং সাধারণতঃ ৸০ আনার সমান) বেশী মজুরী পায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পুরুষ শ্রমিক মাত্র সাত পেন্স এবং নারী শ্রমিক তাহারও অর্দ্ধেক মজুরী পাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের শ্রমিকদের বাসস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত প্রতিনিধি দল রিপোর্টে বলিয়াছেন: ভারতীয় শ্রমিকদের বাসস্থান-গুলির সর্ব্বত্রই আমরা ভ্রমণ করিয়াছি। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে আমরা বিশ্বাসই করিতে পারিতাম না যে এইরূপ কদর্য্য স্থান পৃথিবীতে থাকিতে পারে। এক এক সারিতে অনেকগুলি ঘর আছে; প্রত্যেক ঘরে এক একটি পরিবার বাস করে। একখানিই মাত্র ঘর, সঙ্কীর্ণ এবং অন্ধকার, ইহারই মধ্যে শয়ন, রন্ধন সমস্তই চলে। কাঁচা গাঁথনীর দেওয়াল ও কোনোরকমে সাজানো টালির ছাদ—ইহাকে মানুষের বাসস্থান না বলিয়া পাখীর খাঁচা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এহেন খাঁচায়ও তাহারা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পায় না। খাঁচার মালিককে মাসে মাসে এই জন্য সাড়ে চার শিলিং ভাড়া দিতে হয়। এই খাঁচায় আলো বা বাতাস ঢুকিবার কোন পথ নাই। ভাঙ্গা টালির ফাঁকে অথবা একটি মাত্র দরজা খোলা রাখিলে যতটুকু আলো বাতাস ঘরে ঢোকা সম্ভব, তাহাই যথেষ্ট! ঘরের চারিপাশে এবং কাছাকাছি পুঞ্জীভূত পচা আবর্জনার দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হইয়া থাকে। নর্দ্দমা বা ময়লা সাফের কোন ব্যবস্থা নাই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শ্রমিকের জীবনযাত্রার প্রতি তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে কত উদাসীন তাহা শ্রমিকদের এই অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অনুপযোগী বাসস্থান দেখিলেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়।······ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী এই নরককুণ্ডেই বাস করে।

১৯২৮ সালে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। তাহার পর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রমিকের অবস্থা কি ফিরিয়াছে?

১৯৩৮ সালে জেনেভা সহরে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি এস. ভি. পারুলেকর যে রিপোর্ট উপস্থাপিত করেন তাহার উপর একবার চোখ বুলাইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, পৃথিবীতে সব কিছুরই পরিবর্ত্তন থাকিলেও ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন নাই। পারুলেকরের রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে মালিকের নিকট হইতে যে-মজুরী পায়, তাহা দ্বারা তাহাদের সামান্যতম জীবিকার সংস্থানও হয় না। ১৯৩৫ সালে বোম্বাই সরকার বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিকদের মজুরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে-রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহা হইতে জানা যায়, গোককে শতকরা আঠার জন শ্রমিক মাসিক তিন শিলিং হইতে নয় শিলিং মজুরী পায়, সোলাপুরে শতকরা বত্রিশ জন শ্রমিক মাসে সাড়ে সাত শিলিং হইতে পনর শিলিং মজুরী পায়, এবং বোম্বাই সহরে শতকরা বত্রিশ জন শ্রমিক সাড়ে বাইশ শিলিং হইতে তিরিশ শিলিং মজুরী পায় (এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, সারা ভারতে বোম্বাই সহরের শ্রমিকদের মজুরীর হারই উচ্চতম)।······ঠিক কারখানা আকারে সংগঠিত হয় নাই এইরূপ ছোট ছোট শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা যে ইহাপেক্ষাও খারাপ তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি পাইবার ফলে কারখানার দরজায় কর্ম্মপ্রার্থীর ভিড়ও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই আর্থনীতিক দুর্গতির সুযোগ লইয়া কারখানার মালিকেরা শ্রমিকের মজুরীর হার এতটা কমাইয়া দিয়াছে যে, বাঁচিয়া থাকার মত সামান্যতম জীবিকার ব্যয়ও সে-মজুরীতে কুলায় না। অসুস্থতা, বেকার অবস্থা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু সম্পর্কে ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। বেকার জীবনের যন্ত্রণা এবং অনশন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভারতীয় শ্রমিকেরা যে নিরুপায় হইয়া শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যার পথও গ্রহণ করিয়া থাকে, এমন প্রমাণ বোম্বাই সহরের মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে। বোম্বাই সহরের শ্রমিকদের মধ্যে হাজারকরা শিশুমৃত্যুর হার যে কি ভয়ানক নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে তাহা বোধগম্য হইবে:—

	(১৯৩৩-৩৪)
এক ঘরের বাসিন্দা	৫১৪·০
দুই ,, ,,	৩৯৪·৫
তিন ,, ,,	১৫৫·৪
চার ,, ,,	১৪৬·৫

ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিনা ভাড়ায় স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে থাকিয়া শ্রমিকেরা যাহাতে শিশুমৃত্যুর দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহার কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।

ভারতে শ্রমিকদের মজুরীর কোন সাধারণ হার নির্দ্দিষ্ট নাই, এমন কি একই শিল্পকেন্দ্রে একই রকম কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্যও নয়। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয়

শ্রমিকদের মজুরীর হার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া হুইট্‌লী কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে যে-হিসাব দেন, তাহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও অবিশ্বাস্য নয়: ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত মজুরদের মধ্যে শতকরা কতভাগ কি মজুরী পাইত ঐ রিপোর্ট হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

সাপ্তাহিক হিসাবে

	৪৲ টাকার কম	৪৲ টাকা হইতে ৫॥০ টাকা	৫॥০ টাকা হইতে ৬৸ টাকা	৬৸ টাকা হইতে ৭॥০ টাকা	৭॥০ টাকা এবং তাহার উপর
যুক্ত প্রদেশ	৫৩	১৫	৯	৭	১৬
মাদ্রাজ	৪৭	১৯	১৫	৪	১৫
মধ্য প্রদেশ	৫৬	১৭	৮	৪	১৫
বিহার ও উড়িষ্যা	৪৫	২১	১২	৮	১৪
বাংলা	৩১	১৮	১৫	১০	২৬
বোম্বাই	১৩	১৯	২৩	১৩	৩২

উপরের তালিকা দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে—যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৫৩ জন শ্রমিক সপ্তাহে চারি টাকারও কম মজুরী পায়: মধ্য প্রদেশে অর্দ্ধেকেরও বেশী এবং মাদ্রাজ ও বিহার-উড়িষ্যায় প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক শ্রমিক সপ্তাহে চার টাকার কম মজুরী পায়, বাংলায় শতকরা পঞ্চাশ জন সাড়ে পাঁচ টাকার কম, এবং বোম্বাইতে (জীবন-নির্ব্বাহের ব্যয় যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি) অর্দ্ধেকেরও বেশি ৬৸ টাকার কম মজুরী পায়। ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় আছে তাহাদের মজুরীর হিসাব এই। সাধারণ শ্রমিকদের সম্পর্কে এই হিসাব প্রযোজ্য নয়।

১৯৩৫ সালে বোম্বাই, ১৯৩৭ সালে আমেদাবাদ, ১৯৩৮ সালে মাদ্রাজ এবং ১৯২৫ সালে সোলাপুরের শ্রমিকপরিবারের মজুরী সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া স্থানীয় প্রাদেশিক সরকারের শ্রম-বিভাগ অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সব তথ্য একত্র সংগ্রথিত করিয়া একটা আনুমানিক হিসাব খাড়া করিয়া আমরা শ্রমিকদের মাসিক পারিবারিক মজুরী বোম্বাইয়ে ৫০ টাকা, আমেদাবাদে ৪৬ টাকা সোলাপুরে ৪০ টাকা ও মাদ্রাজে ৩৭ টাকা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। প্রত্যেক শ্রমিক-পরিবারে গড়ে চার জন লোক, তাহাদের মধ্যে গড়ে দেড় হইতে দুইজন উপার্জ্জনশীল। সুতরাং গড়পড়তা হিসাবে প্রতি শ্রমিকের মাসিক মজুরীর হার দাঁড়ায় বোম্বাইয়ে ২৮ টাকা, আমেদাবাদে ২৬ টাকা, সোলাপুরে ২২ টাকা ও মাদ্রাজে ২১ টাকা।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হিসাব অনুযায়ী উল্লিখিত হার শ্রমিকের প্রাপ্য হইলেও শ্রমিক আসলে পায় ইহার কম। সর্দ্দারকে ঘুষ না দিলে চাকুরী থাকে না, আজেবাজে ত্রুটির জন্য জরিমানা দিতে হয়, সর্ব্বোপরি আয়ের তুলনায় অত্যধিক দেনা—এই সব কারণে প্রাপ্য মজুরী অপেক্ষা প্রাপ্ত মজুরী আসলে কমই হইয়া থাকে। বোম্বাই অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুসারে শতকরা পঁচাত্তরটি শ্রমিক-পরিবার, এবং মাদ্রাজ অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুসারে শতকরা নব্বইটি শ্রমিকপরিবার ঋণগ্রস্ত, এবং এই ঋণের পরিমাণ ছয় মাসের মজুরীর সমান।

খনি মজুরের অবস্থা আরো খারাপ। ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জ কয়লার খনিতে ভারতীয় খনিমজুরের তিনচতুর্থাংশ নিয়োজিত। গত মহাযুদ্ধের আগে ইহাদের মজুরীর হার ছিল দৈনিক ছয় আনা। যুদ্ধের পর এই হার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং ১৯২৯ সালে দৈনিক তের আনা পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু ১৯৩৬ সালে আবার দৈনিক সোয়া সাত আনায় আসিয়া ঠেকে।

ভারতীয় চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত 'ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক' পুস্তকে মিঃ শিব রাও লিখিতেছেন: "আসাম চা-বাগানে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাসিক আয় গড়পড়তা সাত টাকা তের আনা (পুরুষ), পাঁচ টাকা চোদ্দ আনা (নারী), এবং সোয়া চার টাকা (বালকবালিকা)" বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি সুবিধার কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবন আর ক্রীতদাসের জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুরমা উপত্যকার চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরীর হার আরও কম। দক্ষিণ ভারতের এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী দৈনিক চার আনা (পুরুষ) এবং তিন আনা (নারী)।

(১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় (৩))

কোম্পানীসমূহের সমষ্টিকৃত প্রিমিয়াম আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ভারতে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে রত দেশী ও বিদেশী সমস্ত কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। এদেশে সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে প্রথম হইতে বিদেশী কোম্পানীসমূহের বেশী রকম প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। জীবন বীমা ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানীর অংশ কমিয়া আসিলেও সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে উহাদের আধিপত্য হ্রাস পাওয়ার এখনও তেমন কোন নমুনা দেখা যাইতেছে না। সাধারণ বীমা বাবদ ভারতে গত ১৯৩৯ সালে বিদেশী কোম্পানীসমূহের মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে অগ্নি বীমা বাবদ ৪৮ লক্ষ টাকা, নৌ বীমা বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ বীমা বাবদ ৩৬ লক্ষ টাকা মিলাইয়া দেশীয় কোম্পানীসমূহের মোট ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেই স্থলে অগ্নিবীমা বাবদ ৫৪ লক্ষ টাকা, নৌবীমা বাবাব ২৯ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ বীমা বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা মিলাইয়া উহার মোট প্রিমিয়াম আয় দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। অপর-দিকে ভারতে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে রত বিদেশী কোম্পানীসমূহের মোট প্রিমিয়াম আয় পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়া এবার মোট ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কাজেই দেখা যায়, ভারতে বিদেশী কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ দেশীয় কোম্পানীসমূহের কাজের তুলনায় এখনও খুবই বেশী। ভারতে সাধারণ বীমার ব্যবসা চালাইবার জন্য আজও উপযুক্ত সংখ্যক কোম্পানী গড়িয়া উঠিতেছে না। যে সামান্য সংখ্যক কোম্পানী ঐ ধরনের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিযোগিতার সমক্ষে তাহাদের পক্ষে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগও কম বলিয়াই মনে হইতেছে। সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের গবর্ণমেণ্ট ও এদেশের লোকদের এখন হইতেই বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া সঙ্গত।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য সাংবাদিক সমিতি

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় বন্যার ফলে যে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটীর পক্ষ হইতে বন্যার্ত্তদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য সংবাদপত্রসেবী ও জনসাধারণের নিকট একটী আবেদন করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কমিটীর সদস্য হইয়াছেন :—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি, মিঃ আই এম ষ্টিফেন্স, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, মিঃ নুরুদ্দিন এবং 'বেঙ্গল প্রেস এডভাইসরী কমিটী'র ৮ জন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্যাটার্জ্জি এই কমিটীর সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, মিঃ ষ্টিফেন্স এবং মিঃ সিদ্দিকী সহ-সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ও মিঃ নুরুদ্দিন এই কমিটীর যুগ্ম-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই কমিটীর কার্য্যালয়ের ঠিকানা হইতেছে—১২২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বন্যার্ত্তদের সাহায্যকল্পে প্রদত্ত অর্থাদি 'নিউজ পেপার্স সাইক্লোন রিলিফ কমিটী'র কোষাধ্যক্ষের নিকট ১৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভারতের কুটীর শিল্পের উন্নতি

ভারতবর্ষে কুটীর শিল্প এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি যুদ্ধের সুযোগে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। ভারত সরকার বর্ত্তমান বৎসরে ১০ কোটী টাকা মূল্যের কুটীরশিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ৫ কোটী টাকার কুটীর শিল্পজাত মালপত্র খরিদ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে প্রদেশে প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে সমবায় পদ্ধতিতে কুটীরশিল্প ও ছোটখাট শিল্প পরিচালনা করা হইতেছে। ফলে দালালেরা আর উভয় পক্ষ হইতে লাভ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। লভ্যাংশ উৎপাদকেরাই পাইতেছে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ খুব ভালভাবে চলিতেছে এবং এই তিনটী প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধসম্ভার সরবরাহ করা হইয়াছে। গত দুইমাসে সূতার কাপড় এবং অন্যান্য জিনিষপত্র বাবদ ৯ কোটী টাকার ফরমায়েস দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই বিভিন্ন ছোট ছোট কারখানায় আরও ৫ কোটী টাকার মালের অর্ডার দেওয়া হইবে। পাঞ্জাবের একটী ছোট কারখানায় বহু সেলাইয়ের কল নির্ম্মিত হইতেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীরা যুদ্ধের অর্ডার অনুসারে শন দিয়া ছদ্ম কামানের আবরণ ও গোপনে লুকাইয়া থাকা এবং ফাঁদ পাতার জন্য জাল প্রভৃতি বয়ন করিয়া অনেক পয়সা রোজগার করিতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে ১ কোটি ৮২লক্ষ টাকার এইরূপ জাল কেনা হইয়াছে এবং চলতি সালে ২ কোটি টাকার জাল কেনা হইবে। গত বৎসর হাতে তৈয়ারী শোলার টুপী বিক্রয় করিয়া পল্লীবাসীরা ৪০ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। ঘরে ঘরে তাঁতীরা আজকাল তাঁবুর জন্য দোসুতি ও ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি নানাবিধ কাপড় প্রচুর পরিমাণে বুনিতেছে।

কাগজের ব্যবহার হ্রাসের আদেশ

ভারত সরকার কর্ত্তৃক যে কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গত ৭ই নবেম্বর হইতে বলবৎ হইয়াছে। এই আদেশ প্রবর্ত্তন কালে যে সকল সংবাদপত্র, সংবাদযুক্ত প্রচারপত্র (বুলেটিন) ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় নাই, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত ছাপান, প্রকাশ বা তৈয়ার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ডিরেক্টরী, বিজ্ঞাপনপত্র, কিম্বা প্যাক করার বা মোড়কের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পর্কেও উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হইয়াছে।

বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

গত ৫ই নভেম্বর বাঙ্গলা সরকার একটী ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের অভাব ঘটায় এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নূতন বৈদ্যুতিক তার লইতে দেওয়া হইবে না। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত গৃহসমূহে নূতন করিয়া বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থগিত রাখিতে হইবে। যাহারা নূতন গৃহ নিম্মাণ করিতেছেন অথবা নূতন তার লাগাইতেছেন তাঁহারা যেন পূর্ব্বাহ্নে জানিয়া নেন যে, বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া সম্ভব হইবে কিনা। বাঙ্গলা সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন বৈদ্যুতিক আলো গ্রহণেচ্ছুদিগকে এই বিষয় জানাইয়া দেন। বিদ্যুৎসরবরাহ পাওয়া যাইবে এই ধারণায় জনসাধারণ যাহাতে অনাবশ্যক ব্যয় বাহুল্য না করেন সেইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে ৪২ কোটি ১০ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী করিবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইবে।

কাগজ শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা

ভারত সরকার মিঃ এম ডি ভার্গবকে কাগজ উৎপাদন সংক্রান্ত কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি কাগজ শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবেন এবং অধিক পরিমাণ কাগজ উৎপাদনে কাগজের কলসমূহকে সাহায্য করিবেন।

এশিয়ার কয়েকটী দেশের বাণিজ্যের অবস্থা

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে ১৯৪২ সালের জুন মাসের যে সংখ্যা-সমাচার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৪১ সালে ইরাকে আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৪০ সালে ইরাকে মোট আমদানীর মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ৮ লক্ষ ৭০ হাজার (ইরাকী মুদ্রা); ১৯৪১ সালে এইরূপ আমদানীর মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ ৯০ হাজার দিনার। ইরাকে মালসরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে গ্রেটবৃটেন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষই ছিল প্রধান। ইরাকের প্রধান রপ্তানীদ্রব্য হইতেছে খনিজ তৈল ও খেজুর। ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত সিরিয়া ও লেবাননের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াছে এবং রপ্তানী বিশেষভাবে কমিয়াছে। ১৯৩৮ সালে সিরিয়া হইতে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (সিরিয়া পাউণ্ড) মূল্যের জিনিষপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল এবং ১৯৪১ সালে এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়া গিয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। ইরাণেও আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ইরাণে বয়নশিল্প দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য, কলকব্জা ও মোটর গাড়ীর প্রধান সরবরাহকারী ছিল জার্ম্মানী। ইরাণের রপ্তানীর বেশীর ভাগই প্রেরিত হইত বৃটিশ সাম্রাজ্যে। ১৯৪০ সালের শেষ নয় মাসের ভিতর ইরাণের খনিজ তৈল রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন এবং ১৯৪১ সালের শেষ নয় মাসে এইরূপ খনিজ তৈল রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। প্যালেষ্টাইন হইতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন ফল বিদেশে রপ্তানী হইত। সম্প্রতি ইহা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের বৈদেশিক বাণিজ্যে বর্ত্তমানে গ্রেট বৃটেনই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। থাইল্যাণ্ডের রপ্তানী দ্রব্যাদির অর্দ্ধেকেরও বেশী হইতেছে চাউল এবং বাকী দুইটী মাল টিন ও রবার। ১৯৪০-৪১ সালে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন পরিমাণ চাউল থাইল্যাণ্ড হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

সিংহলে ভারতের চাউল প্রেরণ

গত ৩রা নভেম্বর সিংহলের পররাষ্ট্র সচিব স্যার ব্যারণ জয়তিলক সিংহলের রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে সিংহলে যাহাতে ২০ হাজার টন চাউল রপ্তানী হয় এবং ভারতে চাউল উদ্বৃত্ত দাঁড়াইলে তাহার একটা অংশও যাহাতে সিংহলে পাঠান হয়, ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব তৎসম্পর্কে আশ্বাস দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতসরকার প্রতিমাসে সিংহলে ৩৮ হাজার টন চাউল পাঠাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। নানা কারণে ইহার অর্দ্ধেকের বেশী চাউল কোন সময়ই সিংহলে পৌঁছায় নাই; তাহা ছাড়া ভারত হইতে চাউলের আমদানী ক্রমাগত হ্রাস পাইয়াই চলিয়াছিল। মাদ্রাজ সরকার সিংহলের জন্য যে পরিমাণ চাউল কিনিয়া রাখিতে রাজী হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে আলাপ আলোচনা শেষ হইয়াছে।

ভারতে ঔষধপত্রাদি আমদানী নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারতে বিশেষ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি কি পরিমাণে আমদানী করা উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভারত সরকার একটি পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিটির সদস্য হইবেন :—

স্যার আর এন চোপরা, কাশ্মীরের ভেষজদ্রব্য গবেষণাগারের ডিরেক্টর (সভাপতি); কলিকাতা কারমাইকেল ম্যাডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বি এন ঘোষ, মাদ্রাজের গবর্ণমেণ্ট জেনারেল হাসপাতালের লেঃ-কর্ণেল জি আর ম্যাকরবার্ট, কুনুর পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যাদি গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডাঃ ডব্লু আর আইকরয়েড, স্যার হরিশঙ্কর পাল (কলিকাতা), মিঃ ই বি ফেয়ার ব্রাস (কলিকাতা) এবং কলিকাতা বাওকেমিক্যাল লেবরেটরীর ডিরেক্টর ডাঃ বি মুখার্জ্জি।

ভারতে বেতারযন্ত্র বণ্টন

ইজারা ও ঋণদান বিধানানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে যে ৫০ হাজার বেতারযন্ত্র আসিতেছে, তাহার বিলি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ছয়মাসের জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ২৫ হাজার বেতারযন্ত্র ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

চাউল ব্যবসায়ীদের হিসাব দাখিল

কলিকাতায় ও হাওড়া জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর, উলুবেড়িয়া ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত টালীগঞ্জে যে সকল দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলসমূহে চাউল, ধান, ডাল, সরিষা, সরিষার তেল ও কোক কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যের কারবার হইয়া থাকে, তাহাদের মালিক বা প্রধান কর্ম্মচারী বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে প্রতি মাসের ১৬ই তারিখ ও ১লা তারিখের পূর্ব্বে তাহাদের দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কলে যে সকল মাল মজুত থাকিবে তাহার একটি সঠিক বিবরণ উপরোক্ত দুইটী তারিখে অবশ্য কলিকাতার বেসামরিক জনসাধারণের দ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে নিযুক্ত ডিরেক্টরের নিকট দাখিল করিতে হইবে। জনসাধারণের পক্ষে যে সকল দ্রব্য একান্ত আবশ্যক, উপরোক্ত দ্রব্যসমূহ যে পরিমাণে মজুত থাকিবে নিয়মিতভাবে তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সেই সকল দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যেই উক্ত আদেশ জারী করা হইয়াছে।

সরিষার তেল রপ্তানী

মালপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা সহজতর করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা ও ইহার নিকটস্থ শিল্প এলাকা হইতে ছাড়পত্র ব্যতীত ২০ টিনের কম সরিষার তেল ও লবণ রপ্তানীর অনুমতি দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সরিষার তেল আমদানী ও রপ্তানীর উপর নজর রাখা হইবে এবং যদি দেখা যায় যে, এরূপ সুবিধাদানের অপব্যবহার করা হইতেছে, তাহা হইলে পুনরায় বাধা নিষেধ আরোপ করা হইবে। সরকারী গোলা হইতে লবণ লইতে হইলে অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে।

শাকসব্জী আবাদের প্রচেষ্টা

বাঙ্গলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে কলিকাতায় অধিকতর পরিমাণে শাকসব্জীর আবাদ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাতে এই শীতঋতুতে শাকসব্জীর চাষ করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভিন্ন পার্ক, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রভৃতির সংলগ্ন জমি এবং গৃহস্থের বাসভবনের অঙ্গনসমূহের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বাংলা সরকারের পল্লী সংগঠন ও বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য মালপত্র সরবরাহ বিভাগ এই উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ বীজ পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে একটা হিসাব করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত সাধারণ শাকসব্জী—যথা আলু, পটল, বেগুন, কফি, ডাল, লাউ প্রভৃতি চাষের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ভারতে তিলের চাষ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে তিলের চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে তিল চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর।

কোলার স্বর্ণখনির উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে মহীশূরের অন্তর্গত কোলার স্বর্ণ খনিসমূহে ১২ হাজার ৩০ আউন্স পাকা সোনা উৎপাদিত হইয়াছে।

ভারতে বস্ত্র ও সূতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। যাহাতে সস্তায় ও ন্যায্য মূল্যে ভারতে কাপড় পাওয়া যাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। ইহার জন্য ভারত হইতে বিদেশে বস্ত্র ও সূতা রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সঙ্গে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও চলিতেছে। ইহা ছাড়া ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য বস্ত্রাদি এবং সূতার দর কমাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করার বিষয়ও বিবেচনা হইতেছে।

উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতির রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, ভারত হইতে বিদেশে উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি, উদ্ভিজ্জ তৈল এবং ঘি প্রভৃতি রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। বর্ত্তমানে ভারতে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি এবং ঘিয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য এই সকল জিনিষ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। এবিষয় শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্ত করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মাদ্রাজ করপোরেশনের ট্যাক্স

১৯৪১-৪২ সালের মাদ্রাজ করপোরেশনের ট্যাক্স এবং ফি বাবদ আয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল ৯৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০২ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ ট্যাক্সের বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার ২৪৬ টাকা। প্রকৃত-পক্ষে আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৭১ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৩৯ টাকা ট্যাক্স বাবদ আদায় করা হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ ট্যাক্স বাবদ ৭৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৬ টাকা আদায় হইয়াছিল।

কানাডায় জীবন-বীমা ব্যবসায়

১৯৪১ সালে কানাডায় যে পরিমাণ জীবন-বীমা হইয়াছে, তাহার মূল্য হইবে ৬৮ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৮ হাজার। এইরূপ জীবন-বীমার পরিমাণ হইতেছে শতকরা ১৬'৬ ভাগ বেশী। আলোচ্য বৎসরে ৪২টী জীবন-বীমাকারী প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত বীমার কার্য্য করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৮টী হইতেছে কানাডীয় প্রতিষ্ঠান, ৫টী বৃটিশ এবং ৯টী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর বাজেট

বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে ১৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ইরাকের বহির্ব্বাণিজ্য

১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ইরাক ৪৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ২০৫ দিনার মূল্যের জিনিষপত্রাদি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিল; ১৯৪১ সালের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৮৯ দিনার। ইরাক হইতে ১৯৪২ সালের প্রথম ছয়মাসে ১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার ২৮০ দিনার মূল্যের মালপত্রাদি বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল।

মহীশূর রাজ্যে সমবায় আন্দোলন

১৯৪১-৪২ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত মহীশূর রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১ হাজার ৯৫৪টী এবং সভ্যসংখ্যা ১ লক্ষ ৪৪ হাজার জন। আলোচ্য বৎসরে এই সকল সমিতিসমূহের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হইতেছে ৫৪ লক্ষ এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা।

হায়দরাবাদ রাজসরকারের বাজেটে ঘাটতি

হায়দরাবাদ রাজসরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৮৩ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। বাজেটে বিভিন্ন ব্যয়ের মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের জন্য একটী তহবিল সৃষ্টি করিবার জন্য ২ লক্ষ টাকা এবং কুটীর শিল্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

মৃত্তিকা হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আর্থার ডব্লু হিকসন 'বকসাইট' ছাড়া মৃত্তিকা হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ার করিবার সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, এইভাবে বিদেশ হইতে 'বক্সাইট' আমদানী না করিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এলুমিনিয়াম ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারিবেন।

মেদিনীপুরের ধ্বংসলীলা

গত ১২ই নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা সরকারের রাজস্ব-সচিব মাননীয় মি: পি এন ব্যানার্জ্জি মেদিনীপুরের গত ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রচণ্ড ঝটিকার জন্য যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে একটী বিবৃতি দান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে যতটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মেদিনীপুরে ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণায় ১ হাজার লোক ও শতকরা ৭৫টি গৃহপালিত গবাদি পশু এই ধ্বংসলীলায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জিলার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী যে পাঁচটী থানায় বন্যা ও ঝড়ের প্রচণ্ডতা বেশী হইয়াছে, সে স্থানে ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুসারে বসতবাটী ও লোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬১৩ খানি এবং ৫লক্ষ ৫৬ হাজার ১২৫ জন। ইহার প্রায় সমস্ত গৃহাদি এবং এ স্থানের শতকরা ৭৫টী গবাদিপশু মারা গিয়াছে। যতটা অনুমান হয় তাহাতে এই অঞ্চলেই ৩ লক্ষ গৃহ ৬০ হাজার গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। কাঁথি এবং তমলুক মহকুমায় যে ৭টী অবশিষ্ট থানা আছে এবং ইহা ছাড়া সদর ও ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ১৩টী থানায় গৃহাদি ও জনসংখ্যা হইবে যথাক্রমে প্রায় ৪ লক্ষ ও ২০ লক্ষ। ন্যূনপক্ষে এই সকল স্থানে প্রায় ৪ লক্ষ গৃহ এবং ১৫ হাজার গবাদিপশু ধ্বংস হইয়াছে। প্রায় ৭ লক্ষ গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে, ৭৫ হাজার গবাদিপশু মারা গিয়াছে এবং ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড় ও ভৈষজপত্রাদি প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট, বাঁধ, সেতু, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারও নষ্ট হইয়াছে। ২০শে অক্টোবর তারিখে ২৪ পরগণার কালেক্টর খাদ্যদ্রব্য, ১২ হাজার গ্যালন পানীয় জল এবং ডাক্তার ও ঔষধপত্রাদি বন্যার্ত্তদের জন্য প্রেরণ করেন, তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় ২২শে অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে ৮ হাজার ৯৫২ মণ চাউল প্রেরণ করা হয়। সরকারী সাহায্যের উল্লেখ করিয়া মাননীয় রাজস্ব সচিব বলেন যে, চাউল, ডাল, লবণ, দুধ এবং বার্লি বন্যার্ত্তদের জন্য বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। এক একটী কেন্দ্র হইতে নির্দ্দিষ্ট হিসাব মত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের এক সপ্তাহের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইবে। যাহারা কর্ম্মক্ষম তাহারা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে আর সাহায্য পাইবে না। কোন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদিগকে ৪ সপ্তাহের অধিককাল সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে না। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক ৮ ছটাক চাউল, আঁধ ছটাক ডাল, আঁধ ছটাক লবণ এবং ২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশু ও বালক বালিকারা ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সাহায্য বাবদ পাইবে। দুই বৎসরের কম বয়স্ক শিশুরা বার্লি, সাগু, মিছরি ও জমাট দুগ্ধ পাইবে।

ভারতে তুলার বস্ত্র বয়ন ও সুতা কাটার পরিমাণ

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতে ১২ কোটী ২৪ লক্ষ পাউণ্ড সুতা কাটা এবং ৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্রাদি বোনা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসে সুতা কাটা এবং বস্ত্রাদি বয়নের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি ২০ লক্ষ ও ৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় সুতা কাটার পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বাড়িয়াছে কিন্তু বস্ত্রাদি বয়নের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ কমিয়াছে। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ৯৫ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত এবং ৬৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড কাপড় বোনা হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালের অনুরূপ সময়ে সুতা কাটা এবং বস্ত্রাদি বোনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৬১ কোটি পাউণ্ড। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতে ১৫৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা কাটা এবং ১০৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্রাদি বয়ন করা হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সুতা কাটা ও বস্ত্রাদি বয়নের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ৯৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪১-৪২ সালে ভারত হইতে সমুদ্র পথে বিদেশে ৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা রপ্তানী হইয়াছিল; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সুতা রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড।

ভারতে বুট জুতা উৎপাদনের হিসাব

ভারতে জুতার কারখানাসমূহ বৎসরে প্রায় গড়পড়তায় ৪০ লক্ষ জোড়া বুটজুতা প্রস্তুত করিতেছে।

ভারতে তুলার চাষ

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। এইরূপ তুলা চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার একর বেশী। যুক্ত প্রদেশে তুলা চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে (যেখানে সাধারণতঃ তুলার চাষ হইয়া থাকে) তুলা চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে মোট ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ৪৯ লক্ষ ৯ হাজার বেল। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে গড়পড়তায় একর প্রতি তুলা উৎপন্নের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১০৪ ও ৯১ পাউণ্ড। আলোচ্য বৎসরে ৬৬ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল ও পূর্ব্ব বৎসরে উন্নত ধরণের তুলা চাষের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬০ লক্ষ ৭৪ হাজার একর। ১৯৪০-৪১ সালে ৫৬ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে মাঝারি এবং লম্বা-আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এই শ্রেণীর তুলা চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৫১ লক্ষ ৩৩ হাজার একর।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মোহিনী মিলস্ লিঃ

সম্প্রতি আমরা কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর বিভিন্ন দিকে উন্নতির পরিচয় উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়। আলোচ্য বৎসরে ১নং ও ২নং মিলে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও ইমারত প্রস্তুত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১নং মিল কম্পাউণ্ডের বাহিরে একটি 'ওয়েষ্ট'-তুলা রাখার গুদাম নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ১টি ড্রিলিং মেশিন, ১টি শেপিং মেশিন ও ২টি ড্রসোফার পাম্প খরিদ করা হইয়াছে। ২নং মিলে রীলিং মেশিনের জন্য ১টি গুদাম, পদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য ৩টি "এ" টাইপ বাসা ও সহকারীদের জন্য ২টি "বি" টাইপ বাসা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ১টি পুরাতন গ্রে-ওয়াইণ্ডার মেশিন, ২৮টি ডবি, ২টি ফোল্ডিং ষ্ট্যাণ্ড, ৮টি রীলিং মেশিন ও ৩টি এ, সি, মোটর ক্রয় করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ায় কোম্পানীর ২নং মিলের ও সেলিং এজেণ্টের অফিসের নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। তদুপরি যুদ্ধজনিত নানারূপ সাধারণ অসুবিধা ত রহিয়াছেই। তদ্‌সত্ত্বেও মোহিনী মিলস্ আলোচ্য বৎসরে সন্তোষজনক লাভ দেখাইয়া অংশীদারগণকে ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের সুদক্ষ কর্ম্ম পরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য বৎসরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ বৎসর কোম্পানীর ১১ লক্ষ ২২ হাজার ১৬ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। উহা হইতে যন্ত্রপাতি ও ইমারতাদির মূল্যাপকর্ষ বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার ২০২ টাকা বাদে মোট নিট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৮১৪ টাকা। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অবশিষ্ট লভ্যাংশ ২১ হাজার ৪৮৬ টাকা যোগ করিয়া মোট লাভ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩০০ টাকা। এই টাকা কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ নিম্নলিখিতভাবে বিনিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

(১) শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে আদায়ী মূলধনের উপর সর্ব্বপ্রকার ট্যাক্স বিমুক্ত লভ্যাংশ বিতরণ ২ লক্ষ ৯ হাজার ৯৯৭ টাকা, (২) আয়কর প্রভৃতির জন্য পৃথকীকৃত ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা, (৩) ডিবেঞ্চার ঋণ খাতে ৪ হাজার ৮৫২ টাকা, (৪) লভ্যাংশ সমীকরণ খাতে ২১ হাজার টাকা, (৫) সাধারণ মজুত তহবিল খাতে ৯৫ হাজার ৫০ টাকা, (৬) আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইল ২৬ হাজার ৯ শত টাকা।

কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি, ইমারত, যন্ত্রপাতি ও মজুত মাল ৫১ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৫০ টাকার বাবদ অগ্নি ও লুণ্ঠন বীমা এবং ৫৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৬৮ টাকার বাবদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বীমা করা হইয়াছে। আলোচ্য কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে মোহিনী মিলের যে প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ

ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে কোন প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের হেড অফিস নাই। ২০ কোটী টাকার অনুমোদিত মূলধন ও বিক্রয়ার্থ মূলধন ১৫ কোটি টাকা লইয়া ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেড সেই অভাব দূর করিতে যাইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা অফিসসহ একটী প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাই উক্ত ভারত ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের পরে গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে শাখা (যেমন ঐ সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা এদেশে রহিয়াছে) স্থাপন করিবার পরিকল্পনাও ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য ডিরেক্টরগণ বিপুল আদায়ীকৃত মূলধন সংগ্রহে মনোযোগ দিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত যে পরিমাণ শেয়ার ক্রয়ের দরখাস্ত ও প্রতিশ্রুতি হস্তগত হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা। বিক্রয়ার্থ মূলধন নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত :—২ লক্ষটি—প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা করিয়া শতকরা ৬৲ টাকা হারে আয়করবাদে কিউমুলেটিভ প্রেফারেন্স শেয়ার। ১২ লক্ষ ৯৪ হাজারটি—প্রত্যেকটী ১০০৲ টাকা করিয়া অর্ডিনারী শেয়ার। ৬ লক্ষটি—প্রত্যেকটী ১৲ টাকা করিয়া ডেফার্ড শেয়ার। ডিরেক্টরগণ বহু বড় বড় দেশীয় রাজ্যের সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী এই ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনার সহিত সংযুক্ত থাকিবেন।

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ

কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৪১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯ শত পাউণ্ড। আলোচ্য বৎসরে ট্রাম কোম্পানীর যাত্রীদের নিকট হইতে ভাড়া বাবদ আয়ের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৯৯৭ পাউণ্ড বেশী হইয়াছে। এরূপ সহসা অসম্ভবরূপে অধিক টিকিট বিক্রয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ফলে যাত্রীবাহী মোটর বাসের প্রতিযোগিতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিগত মোটরগাড়ী চলাচল বন্ধ হওয়ায় ট্রামে যাতায়াতের ভীড় স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ রহিয়াছে। যুদ্ধসংক্রান্ত কাজকারবারে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মজুরি বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের ট্রামযোগে স্থানান্তরে যাতায়াতের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে।

ডিবেঞ্চারসমূহের সুদ ও প্রেফারেন্স শেয়ারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অর্থের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের জের ২৮ হাজার ১৪২ পাউণ্ড যোগ করিয়া যে মোট লাভের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৬৩১ পাউণ্ড বাকী থাকে, উহা হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণকে (অর্ডিনারী শেয়ারহোল্ডার) শতকরা বার্ষিক ৫॥০ পাউণ্ড লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ২৮ হাজার ১৩১ পাউণ্ড পরবর্ত্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইতেছে।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ডালমিয়া সিমেণ্ট লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১।০ আনা। **বার্ণ এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **বেঙ্গল নাগপুর কটন মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৷০ আনা। **ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডাক্টস্ লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৫৲ টাকা। **শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **ইন্দোর-মালোয়া ইউনাইটেড মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৩ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা দেখা যায় না। ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বাজারে টাকার অস্বাভাবিক স্বচ্ছলতার একটা বড় প্রমাণ হইতেছে এই যে, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বানের পরিমাণ ১০ কোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত ১০ কোটী টাকার টেণ্ডারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটী টাকারও উর্দ্ধে। গবর্ণমেণ্টের ক্রমবর্দ্ধমান টাকার চাহিদা মিটাইবার জন্য বাজারে টাকা দেওয়ার লোকের অভাব নাই। টাকার বাজারে সকলেই ঋণ দিবার জন্য প্রস্তুত, ঋণ গ্রহণ করিতে আগ্রহ বড় একটা দেখা যায় না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য। এবং বাজারে কিঞ্চিৎ ডলার বিলের আমদানী লক্ষিত হইয়াছিল।

গত ১০ই নভেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৸/৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸/৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥৵৪ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আগামী ১৭ই নবেম্বর তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং ১৬ই নবেম্বর তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে বেলা ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে আগামী ২০শে নবেম্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৬ই নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{2 9}{3 2}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{2 9}{3 2}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{1}{3 2}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্ম-তৎপরতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। বাজারে শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দরও চড়িয়াছিল। গত সপ্তাহে মিশরে আলেকজাণ্ডারের সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক জার্ম্মানদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের সংবাদে শেয়ার বাজার বিশেষভাবে তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহে পুন-রায় মার্কিন বাহিনীর ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের সংবাদ গত মঙ্গলবার শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই দিন ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ৩২৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহের মঙ্গল ও বুধবারে প্রত্যেক বিভাগের শেয়ারেরই প্রচুর পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। শেয়ারের দরে আরও উর্দ্ধগতি দেখা যাইবে করিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই অদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যেরূপ আশাপ্রদ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে এবং এইজন্য শেয়ার বাজারে আরও উন্নতি লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। জাপানীদের যদি প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় ঠেকাইয়া রাখা যায় এবং তাহারা যদি আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দর আরও চড়িবে। মোটামুটী আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থা ভাল এবং আগামী কয়েকদিনের ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর শেয়ার বাজারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিবে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের ক্রয়বিক্রয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোম্পানীর কাগজের দরও ছিল অনেকাংশে অপরিবর্ত্তিত। বাজারে

টাকার স্বচ্ছলতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে হওয়ায় আশা করা যায় যে, কোম্পানীর কাগজের দরে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে। ৩॥০ টাকা সুদের কাগজের দর ছিল ৯৪৶০ আনা। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫॥৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৸৶০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৲ টাকা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ পি ঋণপত্র এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫৫ সালের বোম্বাই ঋণপত্র ৯৯৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দর বিশেষ তেজী ছিল এবং ইহার কাজকারবারের পরিমাণও ছিল প্রচুর।

কয়লার খনি

কয়লার খনির বিভাগে মোটামুটী ভালরূপ বেচাকেনা হইয়াছিল।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩২৶০ আনা এবং ২১৸০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বর্ম্মা করপোরেশন ৩৶০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২৶০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৶০আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৬৲ টাকা এবং বামারলরী ৩৪৫৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৫ই নভেম্বর—১০২।৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৫ই নবেঃ—১০০৶০; ১০ই—১০০৶০ ১০০৴০; ১১ই—১০০৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৫ই নবেঃ—৯৫॥/০ ৯৫॥৶০; ১০ই—৯৫॥০ ৯৫॥৴০; ১১ই—৯৫।৴০ ৯৫॥৶০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৫ই নবেঃ—৯৪৲ ৯৪৶০; ৬ই—৯৩৸৴০ ৯৪৴০; ১০ই—৯৪৲; ১১ই—৯৪৲ ৯৪৶০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫৫) ৬ই নবেঃ—১০৩।০; ১০ই—১০৩৴০; ১১ই—১০৩।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৫ই নবেঃ—১০২৶০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ৫ই নবেঃ—১০৪।৴০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৫ই নবেঃ—১০৯৸৴০; ১০ই—১০৯৸৶০ ১১০৲। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১১ই নবেঃ—১১৩৸০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৬ই নবেঃ—১০৯৲; ১০ই—১০৮৸৶০; ১১ই—১০৮৸৶০ ১০৯৲। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ৬ই নবেঃ—১০৪।০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১১ই নবেঃ—১৬১০৲ ১৬১৩৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ই নবেঃ—১০০৲; ৬ই—১০০॥০; ১০ই—১০১৲; ১১ই—১০১॥০ ১০৩৲।

ইলেক্‌ট্রীক

বেনারস ইলেক্‌ট্রীক ৬ই নবেঃ—১৫৲। পাটনা ইলেক্‌ট্রীক ১০ই নবেঃ—১৬।০।

রেলপথ

চাপারমুখ শিলঘাট রেলওয়ে ১০ই নবেঃ—৮৬৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৫ই নবেঃ—২৸০ ২৸৶০; ৬ই—২৸০ ২৸৶০; ১০ই—৩।০ ৩।৴০; ১১ই—৩।/০ ৩।৴০। ইণ্ডিয়ান কপার ৫ই নবেঃ—২।/০ ২।৶০; ৬ই—২।৶০; ১০ই—২।৴০ ২॥০; ১১ই—২॥০ ২॥৶০।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—২১৴০; ১০ই—২১।৴০; ১১ই—২১।৶০ ২১॥০; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১১৮৲।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—১১।৶০; ১০ই—১২৲ ১২৶০; ১১ই—১১৸৶০ ১২॥০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—১৫৸৶০ ১৬।০; ৬ই—১৬॥৶০; ১১ই—১৬৸০; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১২৮৲; ১০ই—১৩১৲ ১৩১॥০। রিলায়েন্স ফায়যার বৃক্স ৫ই নবেঃ—১৩।৶০ ১৩॥০; ৬ই—১৩॥০ ১৩৸০; ১০ই—১৩৸৴০ ১৪।০; ১১ই—১৪।/০ ১৪।৶০।

ডিবেঞ্চার

৫॥০ সুদের (১৯৩৪-৪৪) সালের বেলঙ্গাণ্ড সুগার ৫ই নবেঃ—১০০॥০।

কয়লার খনি

বেঙ্গল ৫ই নবেঃ—৩৮০॥০ ৩৮৩৲; ৬ই—৩৮৫৲; ১১ই—৩৯১৲। ভালগোড়া ৬ই নবেঃ—৬৴০; ১০ই—৬।০ ৬।/০; ১১ই—৬।/০ ৬।৶০। ভুলানবরারী ১০ই নবেঃ—১৩৲। বোকারো এণ্ড রামগড ১০ই নবেঃ—১৮৶০ ১৮।৶০; ১১ই—১৮।০ ১৮॥০। বড় ধেমো ১০ই নবেঃ—৬৶০ ৬।৶০; ১১ই—৬।০ ৬।/০। বরাকর ৫ই নবেঃ—১৩৲; ৬ই—১৩৲; ১০ই—১৩৲; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৪৯৲। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১ই নবেঃ—১৭॥৶০। ঘুষিক এণ্ড মুস্লিয়া ৬ই নবেঃ—৫।০ ৫।৴০; ১০ই—৫॥০ ৫॥৴০; ১১ই—৫॥৶০ ৫॥৴০। হুরিলাদি ৫ই নবেঃ—১৩৴০ ১৩।৶০; ৬ই—১৩৸০; ১০ই—১৩॥০ ১৩৸০। কালাপাহাড়ী ১১ই নবেঃ—১২।০ ১২॥৶০। কাটরাস ঝরিয়া ৫ই নবেঃ—২৬॥০ ২৬৸/০; ৬ই—২৭৲; ১০ই—২৭॥৶০ ২৭৸০। নিউ বীরভূম ৫ই নবেঃ—১৬৲ ১৬।০; ১০ই—১৬।/০ ১৬॥/০। নর্থ দামুদা ১০ই নবেঃ—৫॥৶০ ৫৸০। পিওর শীতলপুর ১০ই নবেঃ—১২॥০; ১১ই—১৩।০। রাণীগঞ্জ ৫ই নবেঃ—২৬॥৴০ ২৭৲; ৬ই—২৬॥৴০ ২৬৸০। সাউথ করণপুরা ৬ই নবেঃ—৪॥৶০; ১০ই—৪৸৶০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৬ই নবেঃ—২০॥০ ২০৸০; ১০ই—২০৸/০ ২১।০। তালচেড় ৫ই নবেঃ—২॥৶০ ২॥৴০; ৬ই—২॥৶০ ২৸/০; ১১ই—২৸০ ২৸৶০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ৬ই নবেঃ—৬।/০ ৬॥০ ; ১০ই—৬৸০ ; ১১ই—৬৸/০ ৬৸৵০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—৯।/০। বেণারস কটন ১০ই নবেঃ—৬৸৵০ ৬৸৶০। বেঙ্গল নাগপুর কটন ৬ই নবেঃ—২৬।৵০ ২৭৲ ; ১০ই—২৭॥৵০ ২৭৸/০ ; ১১ই—২৮৲ ২৮৸০। বাউরিয়া ১১ই নবেঃ—৪৯৮৲ ৫০০৲। কাণপুর টেক্সটাইলস ৫ই নবেঃ—১২৸৵০ ১৩।০ ; ৬ই—১৩।৵০ ১৩৸০ ; ১০ই—১৪॥০ ১৫৵০ ; ১১ই—১৫।০ ১৫॥০। ডানবার ৫ই নবেঃ—২৬২৲ ২৬৩৲ ; ৬ই—২৬০৲ ২৬৩৲ ; ১০ই—২৬২৲ ২৬৫৲ ; ১১ই—২৭২৲ ২৮০৲। এলগিন মিলস ৫ই নবেঃ—৪০৵০ ৪০।০ ; ৬ই—৪০॥৵০ ৪০৸০ ; ১০ই—৪২৲ ৪২॥৵০। কেশোরাম ৫ই নবেঃ—১২॥৶০ ১২৸০ ; ৬ই—১২॥৵০ ১২৸৵০ ; ১০ই—১৩৵০ ১৩৶০ ; ১১ই—১৩।/০। মুইয়েন মিলস (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—৮০৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—৭॥৵০ ৭৸০ ; ৬ই—৭৸০ ৮।০ ; ১০ই—৮৶০ ৮।৵০ ; ১১ই—৮।৶০ ৮৸৵০ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১০৸০ ; ১১ই—১১।৵০।

পাটকল

আগরপাড়া ৫ই নবেঃ—২৩৲ ; ১১ই—২৩৲ ২৩।০। এলবিয়ন ১০ই নবেঃ—১৯১৲ ১৯২৲ ; ১১ই—১৯৪৲ ১৯৬৲। এলায়েন্স ১০ই নবেঃ—২৯৭৲ ; ১১ই—৩১০৲ ৩১২৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ১১ই নবেঃ—৩৫২৲ ৩৫৮৲। অকল্যাণ্ড ১০ই নবেঃ—১৭২৲ ; ১১ই—১৭৪৲। বালি ৬ই নবেঃ—২৪৯৲ ২৫৪৲ ; ১০ই—২৫১৲ ২৫৬৲ ; ১১ই—২৬০৲ ২৬২৲। বরানগর ১০ই নবেঃ—১০৩৲ ১০৭৲ ; ১১ই—১০৭৲ ১১০৲। বেলভেডিয়র ৫ই নবেঃ—৪০১৲ ৪০২৲ ; ১০ই—৪০১৲ ; ১১ই—৪০০৲ ৪০৭৲। বিড়লা ১০ই নবেঃ—৩২৲ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১২৭৲ ; ১১ই—১২৮৲। ক্যালকাটা জুট ৫ই নবেঃ—২৫॥০ ; ১০ই—২৪৸০ ; ১১ই—২৫।৵০ ২৫॥০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১২৩৲। চাঁপদানী ৬ই নবেঃ—১৮০৲ ; ১০ই—১৮০৲ ; ১১ই—১৮৫৲ ১৮৮॥০। সেভিয়ট ১০ই নবেঃ—১৮১৲ ১৮৬৲ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১৫০৲ ; ১১ই—১৫০৲ ১৫১৲। চিতভলসা ৫ই নবেঃ—১৭৸০ ; ১০ই—১৮।০ ; ১১ই—১৭৸৶০ ১৮।৵০। ক্লাইভ ৬ই নবেঃ—২৪॥০ ; ১০ই—২৫৲ ২৫॥০ ; ১১ই—২৬৲ ; ('এ' প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৪৪৲ ১৪৫৲। ডালহৌসী ১১ই নবেঃ—২২০৲ ২২৪৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৫৫৲ ; ১১ই—১৫৫॥০। ডেল্টা ১১ই নবেঃ—৪২৪৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৩৮৲ ; ৬ই—১৩৮॥০। এম্পায়ার ১০ই নবেঃ—২৮।৶০ ২৮৸০ ; ১১ই—২৯৶০। ফোর্ট গ্লষ্টার ১০ই নবেঃ—৫৩৮৲ ৫৪০৲ ; ১১ই—৫৫০৲। ফোর্ট উইলিয়ম ৫ই নবেঃ—২৩১৲ ; (প্রেফ) ১১ই নবেঃ—১৫৬৲। গ্যাঞ্জেস ১০ই নবেঃ—৩১০৲ ৩১৫৲ ; ১১ই—৩২২৲। গৌরীপুর ৫ই নবেঃ—১০৬৲ ১০৭৲ ; ১১ই—১১৪৲ ১২৬৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৪০৲ ; ৬ই—১৪০॥০। হেষ্টিংস (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১৩২৲ ; ১১ই—১৩৩৲। হাওড়া ৫ই নবেঃ—৫৪৸০ ৫৪৸৵০ ; ৬ই—৫৪৸০ ; ১০ই—৫৫।০ ; ১১ই—৫৫॥০। হুকুমচাঁদ ১০ই নবেঃ—১৫৸০ ১৬।০। ইণ্ডিয়া ৫ই নবেঃ—৩৯৭৲ ৩৯৮৲ ; ১০ই—৪০৫৲ ৪১৭॥০ ; ১১ই—৪২২৲ ৪৩১৲। কাঁকনাড়া ৫ই নবেঃ—৩৮৮৲ ৩৯০৲ ; ১০ই—৩৯২৲ ; ১১ই—৪০০৲। লরেন্স ১০ই নবেঃ—২৩০৲ ; ১১ই—২৪০৲ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৪২৲ ; ১০ই—১৪০৲। নস্করপাড়া ৬ই নবেঃ—১৮॥৵০ ; ১১ই—১৯/০ ১৯।০। ন্যাশনাল ৫ই নবেঃ—২৩॥৵০ ; ৬ই—২৩।০ ২৩॥০ ; ১০ই—২৩৸৵০ ২৪।০ ; ১১ই—২৪৲ ২৪।৶০। নেলিমার্লা ৫ই নবেঃ—১৪৲ ; ১০ই—১৩॥৵০ ১৪৵০ ; ১১ই—১৪৲ ১৪।৵০। নর্থব্রুক ১০ই নবেঃ—২৮৲ ; ১১ই—২৮॥৵০। নদীয়া ৫ই নবেঃ—৬৮॥০ ; ৬ই—৬৮॥০ ৬৯॥০ ; ১০ই—৭১৲ ৭২৲ ; ১১ই—৭২।০ ৭২৸০ ওরিয়েণ্ট ৬ই নবেঃ—১৭৭৲ ; ১০ই—১৭৫৲ ১৮৬৲ ; ১১ই—১৮৪৲। প্রেসিডেন্সী ৫ই নবেঃ—৫॥৶০ ; ৬ই—৫।৶০ ৫॥৵০ ; ১০ই—৫৸০ ৬।/০ ; ১১ই—৬৲ ৬৵০। রামেশ্বর ৬ই নবেঃ—১১৲ ১১৵০ ; ১০ই—১১।০ ১১।৵০। রিলায়েন্স ১১ই নবেঃ—৫৬।০ ৫৬৸৵০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১৬৭॥০। সুরা (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১২১৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ৫ই নবেঃ—১৪।৵০ ; ১০ই—১৪॥০ ; ১১ই—১৫৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেকট্রিক ষ্টীল ৫ই নবেঃ—১৫॥৵০ ১৫৸০ ; ৬ই—১৫॥৶০ ; ১৬৲ ; ১১ই—১৫৲ ১৬।০। বৃটিশ-ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকসন ৫ই নবেঃ—১০॥০ ; ৬ই—১০।৵০ ; ১১ই—১১৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—৩৫০৲ ৩৫২৲ ; ৬ই—৩৫১৲ ; ১০ই—৩৫২৲ ৩৬১৲ ; ১১ই—৩৬৪৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৫ই নবেঃ—৩০৸০ ৩১৸০ ; ৬ই—৩০৸৵০ ৩০৸৶০ ৩১৲ ৩১/০ ৩১৵০ ৩১।০ ; ১০ই—৩১৸৵০ ৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২/০ ৩২৵০ ৩২৶০ ; ১১ই—৩২।৵০ ৩২।৶০ ৩২॥০ ৩২॥/০ ৩২॥৵০ ৩২৸০। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—১৯৸/০ ; ১১ই—১৯৸০ ২০৵০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—৫।৵০ ; ১০ই—৫।৵০ ৫৸/০ ; ১১ই—৫৸৵০ ৬৲ ; (প্রেফ) ৬ই নবেঃ—১৫৭৲ ১৫৮৲ ; ১০ই—১৫৭॥০ ; ১১ই—১৫৮৲। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৫ই নবেঃ—১৩।/০ ; ১১ই—১৩॥৵০ ১৪৲। ষ্টীল ৫ই নবেঃ—১৩।/০ ; ১১ই—১৩॥৵০ ১৪৲। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—২০॥৵০ ২০৸০ ২০৸/০ ২০৸৵০ ২০৸৶০, ৬ই—২০॥৵০ ২০॥৶০ ২০৸/০ ২০৸৵০ ; ১০ই—২১৵০ ২১৶০ ২১।০ ২১।/০ ২১।৵০ ; ১১ই—২১॥০ ২১॥৵০ ২১॥৶০ ২১৸০ ২১৸/০ ২১৸৵০ ; (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১১২॥০ ; ৬ই—১১২৲ ১১২॥০ ১১৩৲ ; ১০ই—১১২॥০ ১১৩॥০ ১১৪৲।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ৫ই নবেঃ—১৫৯৲ ; ৬ই—১৫৮॥০ ১৬১৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৫ই নবেঃ—১৬০॥০ ১৬২॥০ ; ৬ই—১৬১৲ ১৬৩৲ ; ১১ই—১৬৪৲ ১৬৭৲। মহীশূর পেপার ১০ই নবেঃ—২০॥৵০ ; ১১ই—২০৸০। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১০ই নবেঃ—২৩।৵০ ; (প্রেফ) ৬ই নবেঃ—১১১৲ ; ১০ই—১১০॥০। শ্রীগোপাল পেপার ১০ই নবেঃ—১৯॥৵০ ; ১১ই—১৯৸০। ষ্টার পেপার ৫ই নবেঃ—১৮।০ ; ৬ই—১৮।০ ; ১১ই—১৮॥০ ১৮৸০। টিটাগড় পেপার (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—২১৲ ২১৶০ ; ৬ই—২১৵০ ২১।/০ ; ১০ই—২১।৶০ ২১৸০ ; ১১ই—২১॥০ ২১৸০।

চিনির কল

বলরামপুর ৫ই নবেঃ—১৩।৵০। বেলস্থাণ্ড ৫ই নবেঃ—৬॥৵০ ; ১০ই—৬৸০ ; ১১ই—৭৵০ ৭।০। ভারত ৫ই নবেঃ—১৪৲। বুলাণ্ড ৬ই নবেঃ—৩৫।৵০ ৩৫॥০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৫ই নবেঃ—১৫৲ ১৫৵০ ; ৬ই—

১৫৲ ১৫৴০ ; ১০ই—১৫৷৷০ ১৫৶৴০ ; ১১ই—১৫৶৴০ ১৬৴০ ; (প্রেফ) ১০ই নবেঃ—১৪৯৲। চম্পারণ ১১ই নবেঃ—২৬৵০ ২৬।০। গোয়ালিয়র সুগার (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—১৬৯৲ ১৭০৲ ; ১০ই—১৭৪৲ (প্রেফ) ৫ই নবেঃ—১৫০৲ ; ৬ই—১৫৬৲ ; ১০ই—১৫০৲। নিউ সাভান ৬ই নবেঃ—১৪৵০ ১৪।০ ; ১১ই—১৪৵০ ১৪।০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (অর্ডি) ৬ই নবেঃ—১১৲ ১১৵০ ; ৬ই—১১৴০ ১১৵০। শীতলপুর ১০ই নবেঃ—৯৷৷০ ৯৷৷৴০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ৫ই নবেঃ—১৪৲ ; ১০ই—১৪৲ ; ১১ই—১৪৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা যায়। সরবরাহ পর্য্যাপ্ত না থাকায় কাজকারবারের পরিমাণ অবশ্য বেশী হইতে পারে নাই। বিক্রেতা মহল সুবিধা পাইয়া যে সে দরে মাল হাতছাড়া করিতে রাজী নহেন। মিল মালিকগণ পাট ক্রয়ের জন্য খুবই উদগ্রীব। কিন্তু যানবাহনের এখনও এতই অভাব রহিয়াছে যে, শীঘ্র মফঃস্বলের সরবরাহ কলিকাতার বাজারে পৌছিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না এবং কলওয়ালারা তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ পাট খরিদ করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। এই সকল কারণে পাটের বাজারের প্রায় সকল বিভাগেই চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। শীঘ্র পাটের দরের এই উর্দ্ধগতি রুদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিভিন্ন মফঃস্বল কেন্দ্র হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যানবাহন সংক্রান্ত সমস্যা সত্ত্বেও পাট হাতছাড়া করিবার দিকে আগ্রহ দেখা যায় না। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বাজারের মধ্যে পাটের দরে যে তারতম্য ছিল তাহা ক্রমেই দূর হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ কলিকাতায় পাটের দর চড়া আর মফঃস্বলে পাটের দর নামিয়া আসিতেছে, এরূপ বৈষম্যাবস্থা কাটিয়া যাইতেছে।

কাঁচা বেল বিভাগে মিলওয়ালারা ইউরোপীয়ান জাত মিডল ও বটম প্রতিমণ যথাক্রমে ১২৸০ আনা ও ১০৲ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। সুপারভাইসড জাত ও বটম যথাক্রমে ১২৷৷০ আনা ও ৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট তোসা মিডল ও বটম কেনাবেচা হইয়াছে প্রতিমণ যথাক্রমে ১২।০ আনা ও ৯।০ আনা। পাকা বেল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কাজকারবারের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। পাটের বাজারের অন্যান্য বিভাগ তেজী না থাকিলে থলে ও চটের বাজারে যে এবার অবনতির ভাব লক্ষিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের বাহির হইতে পাটের চাহিদা বিশেষ দেখা যায় না। বাজারের দিক হইতে বিচার করিলে, সম্প্রতি মজুত পাটের পরিমাণ সম্পর্কে যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা আদৌ আশানুরূপ নহে। রপ্তানী বৃদ্ধি না হইলে থলে ও চটের বাজারের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এই নৈরাশ্যজনক অবস্থায় একমাত্র ভরসার কথা এই যে, গবর্ণমেন্ট বিস্তর থলে ও চট ক্রয় করিবেন। গতকল্য ৯নং পোর্টার নগদ ১৪৸৵০ আনা, নবেম্বর ১৪৸৴০ আনা, ডিসেম্বর ১৫৲ টাকা ও জানুয়ারী মার্চ্চ ১৫৵০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮৸৵০ আনা, নবেম্বর ১৮৷৷০ আনা, ডিসেম্বর ১৯৵০ আনা ও জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৯।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর

বস্ত্রাদির দর চড়া থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বস্ত্রের দরে একটা ক্রমিক উর্দ্ধগতি দেখা যাইতেছে। একে ত যানবাহন সমস্যার দরুণ বস্ত্র সরবরাহ বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে। তদুপরি পশ্চিম ভারতের বহু কলকারখানায় রাজনৈতিক কারণে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। অবশ্য দেওয়ালী উৎসবের পর আমেদাবাদ অঞ্চলের কলকারখানায় পূর্ব্বের ন্যায় আবার পুরাদমে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়। শীঘ্রই স্থানীয় বাজারে বস্ত্রের মজুত পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। বাঙ্গলার মিলগুলি মোট কাপড় যথেষ্ট প্রস্তুত করিতেছে বটে, কিন্তু উহা দামে সস্তা নহে। শীত বস্ত্রাদির বিক্রয়ের পরিমাণ এবার খুবই কম। শীতবস্ত্রাদি এবার বেশী উৎপন্ন হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং শীতের বাজারে এবার বস্ত্রাদির কাজকারবার পূর্ব্বের ন্যায় হইতে পারিবে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১৩ই নভেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোণার বাজার বিশেষ তেজী ছিল। প্রতি ভরি সোণার দর ৭০৲ টাকা এবং প্রতিটী গিনি সোণার দর ৫২৷৷০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আজ কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৭৷৷৴০ আনা। বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৭৷৷০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৫০।৴০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা

কলিকাতায় সোণার দরের মত রূপার দর ততদূর বৃদ্ধি পায় নাই। তবুও প্রতি একশত তোলা রূপা ১১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। আজ প্রতি এক শত তোলা রূপার দর ১০৭।০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপার দর ১০৭৷৷০ আনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ৯ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর এবং গবাদি পশুর দর সম্বন্ধে যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর—গম (চান্দৌসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৷৷০ ; 'আগমার্ক' আটা প্রতি মণ—৮৸০ ; 'আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ—৮৷৷৵০ ; বাকতুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৸০ ; পাটনাই ধান প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৪৲ ; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৩৷৷৵০ ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১০৲ হইতে ১২৲ ; পাটনাই চাউল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৭।০ ; মোটা চাউল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—৬৸০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)——২০৷৷০ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৮২৲ টাকা হইতে ৯৮৲ ; 'আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ ৯৪৲ ; ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১৩৷৷০ আনা হইতে ১৩৸০ ; ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)—১৩।০ ; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৪ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী—১৷৷৴০ ; (খ) শ্রেণী—১৵০ ; (গ) শ্রেণী—১৲ ; (ঘ) শ্রেণী—৸৵০ ; সাধারণ শ্রেণী—১৲ ; সাধারণ শ্রেণী হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি—১৲ ; শিলংএর আলু প্রতি মণ—১৩৲ হইতে ১৪৲ ; মাদ্রাজী আলু প্রতি মণ—১৪৲ ; ইলিশ মাছ প্রতিমণ—২০৲ ; রোহিত মাছ প্রতিমণ—২৫৲ ; চিংড়ি মাছ প্রতিমণ—২২৲ ; সবরী কলা প্রতি ডজন—।৵০ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৵০ ; কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায়—৬টী ; মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—৫টী ; দার্জ্জিলং কমলালেবু প্রতি টাকায়—৩০টি ; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—৩০টি

গবাদি পশুর দর—দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১৫৩৲ ; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১০৫৲ ; দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—২৩৬৲ ; দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—১৯৫৲।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১৪ই ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২ | ৩১শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

দেড় বৎসরেরও অধিকাল হইল ভারত সরকার এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা 'গরীব মার্কা' কাপড় প্রচলনের কথা বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রের দর ধাপে ধাপে বাড়িয়া পূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ দাঁড়াইয়াছে। শীত পড়িবার সঙ্গে বস্ত্রের অভাবে লোকের দুঃখদুর্দ্দশা নূতন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা সরকারী কল্পলোক ছাড়াইয়া আজও কর্ম্মলোকে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। যাহা হউক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ জিনিষটা লোকে এখনও চোখে দেখিতে না পাইলেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের আলাপ-আলোচনার ধারা এতদিনে কার্য্যতঃ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রকাশ, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল এড্‌ভাইসরী প্যানেলের এক সভায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাবটি অনুমোদিত (এতদিনে) হইয়াছে। প্যানেলের এই অনুমোদনক্রমে ভারত গবর্ণমেণ্টও তাহাদের কাছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ারের অর্ডার দিয়াছেন। আপততঃ ধুতি, শাড়ী ও জামার কাপড়—এই তিন শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে। সাধারণ কাপড়ের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ কম দরে ঐ 'গরীব মার্কা' বস্ত্র বিক্রয় করা হইবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব আমাদের নিকট খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট ও টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেল এই প্রস্তাবটি পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ না করিয়া এখনও তাহা নূতন বৎসরের জন্যই মুলতবি রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রস্তাবটি শুধু অনুমোদিত হইয়াছে। জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেলের আর একটি বৈঠক হইবে আর তাহাতে প্রস্তাবটি পাকাপাকি গ্রহণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইবে। জনকল্যাণমূলক কার্য্যধারা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিকতায় লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা আজ যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে পাকাপাকি সিদ্ধান্তের আরও একমাস বিলম্ব তাহারা ভাল চোখে দেখিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভরসা এই, বস্ত্র ও চাউলের একান্ত অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার ভিতর যে অসহায় নিপীড়িতের দল এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে আর দুই এক মাস মধ্যে তাহারা গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া প্রাণে মারা যাইবে না।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন

'ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন' রূপী নূতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কিভাবে বৃটিশ বণিক স্বার্থের একাধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে ইতিপূর্ব্বে তৎসম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি। দেশের লোক আশা করিয়াছিল ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশের স্বার্থ বুঝিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত সর্ব্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিবেন এবং যাহাতে উহার প্রতি-যোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাণিজ্যসচিব হওয়ার পর এ বিষয়ে লোকের আশা ও ভরসা অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র চেম্বারের সভাপতি মিঃ এম এল ধামুকর ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন সম্পর্কে সম্প্রতি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃই

বুঝা যায়, গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত উপরোক্ত বিষয়ে কোন প্রতিকার করেন নাই। অবশ্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এদেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইয়া তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁহাদের নানারূপ আশঙ্কার কথা ইতিমধ্যে ভারত সচিবের দরবারে পেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা পাঠে আসল সমস্যা সম্বন্ধে কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিকার হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন ভারত হইতে সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া তাহা রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সরবরাহ করিতেছে। এই শ্রেণীর মাল রপ্তানী সম্পর্কে উহারা যানবাহনের দিক দিয়া 'প্রাইওরিটি' বা প্রাথমিক সুবিধা পাইতেছে। পারস্য দেশে সামরিক মালপত্র ছাড়া উহারা অন্য কতিপয় শ্রেণীর মালপত্রেরও ব্যবসা চালাইয়াছে। তবে শ্রীযুক্ত সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের নভেম্বর হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারতে কোন গম ক্রয় করিতেছে না। তাহা ছাড়া ভারত হইতে চিনি ক্রয় বন্ধ করিয়া বর্ত্তমানে উহারা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এজেন্ট হিসাবে বিদেশী চিনিই শুধু মিশরে সরবরাহ করিতেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান পূর্ব্ব আফ্রিকায় বস্ত্র আমদানীর একচেটিয়া আধিপত্য ভোগ করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব আফ্রিকার গবর্ণমেন্টের সহিত বাণিজ্য বিভাগ হইতে এ বিষয়ে পত্রালাপ সুরু করা হইয়াছে। অভিযোগের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া পরে এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করা হইবে। এইসব মন্তব্যের পর শ্রীযুক্ত সরকার শেষ পর্য্যন্ত সাধারণকে ভরসা দিয়াছেন, ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশনের কার্য্যধারা সম্পর্কে তিনি সতর্ক নজর রাখিবেন এবং যুদ্ধের পরে উহার প্রতিযোগিতায় যাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। বাণিজ্য সচিবের এই শ্রেণীর ভরসায় এদেশের রপ্তানীকারকেরা কোন সান্ত্বনা পাইবে বলিয়া মনে হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে মাল চলাচল ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকগুলি ভারতীয় ফার্ম্ম রহিয়াছে। ভারত সরকার প্রয়োজন মত তাহাদের মারফতে সমর-সরঞ্জাম ও অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেই সকলরকমে সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন। ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন এইভাবে সরকারী আনুকূল্য লাভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্য হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে এইভাবে যাহাদিগকে হটিয়া আসিতে হইতেছে যুদ্ধের পরে বাণিজ্য সচিব তাহাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন জানিয়া উহাদের কি লাভ হইবে? প্রতিকারের ক্ষমতা যেখানে খুবই সীমাবদ্ধ সেখানে একজন ভারতীয় বাণিজ্য সচিবের পক্ষে এইরূপ ভরসা দিতে যাওয়া অর্থহীন নয় কি?

মিঃ নোপানীর বক্তৃতা

ভারতের কল্যাণে এদেশের সঞ্চিত ষ্টার্লিং সদ্ব্যবহার করা সম্পর্কে ভারত সরকার যে শৈথিল্য দেখাইতেছেন ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্সের সভাপতি মিঃ আর এল নোপানী উক্ত চেম্বারে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারত হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় গবর্ণমেন্টকে সামরিক প্রয়োজনে মালপত্র সরবরাহ করিয়া বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ভারতের অনুকূলে ৪৫০ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইয়াছে। ভারতে লোকের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও এদেশবাসীর জীবনযাত্রার ধারা ক্ষুণ্ণ করিয়া এই ষ্টার্লিং তহবিল গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কাজেই এই তহবিল সর্ব্বতোভাবে এদেশবাসীর কল্যাণে নিয়োগ করা হইবে—ইহাই লোকে আশা করে। সেই আশা খুব সঙ্গত মনে করিয়া ইণ্ডিয়ান চেম্বারের কর্ত্তৃপক্ষ সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা এদেশের শিল্প ব্যবসায়ে ও এদেশের পোর্টট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন কিনিয়া লওয়ার জন্য ভারত গবর্ণমেন্টকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। দেশের অন্য অনেক বণিক সংসদও গবর্ণমেন্টকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট বিচার ও বিবেচনার নামে বিষয়টি ফেলিয়া রাখিয়া এসম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যনীতি গ্রহণে বিলম্ব করিতেছেন। এদিকে লণ্ডনের কয়েকটি সাময়িক পত্র ষ্টার্লিং-এর ব্যবহার সম্পর্কে এমন সব নির্দ্দেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাহা কোনদিক দিয়া ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল নহে। উঁহারা বলিতেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট নানারূপ মালপত্র বিক্রয় করিয়া ভারতের হাতে যে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য বর্ত্তমানে তাহা ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য ধরিয়া রাখা। তাহা হইলে ভারতবর্ষ যুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক সংগঠন কার্য্যে উহা নিয়োগ করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে ষ্টার্লিং বিনিময়ে ইংলণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করাও ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। মিঃ নোপানী লণ্ডনের সাময়িক পত্রসমূহের এই অযাচিত নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, যুদ্ধের পরে এইভাবে ষ্টার্লিং সদ্ব্যবহারের সুবিধা হইবে মনে করিয়া গত মহাযুদ্ধের সময়ে উহা সঞ্চিত করিয়া রাখার ফল ভারতের পক্ষে শুভ হয় নাই। ইংলণ্ডবাসীদের সদুপদেশ মানিয়া লইয়া এবারও সেইভাবে ষ্টার্লিং সঞ্চিত করিয়া চলা ভারতের পক্ষে অবিবেচনার কার্য্য হইবে। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার প্রয়োজনে ভারতবর্ষ তাহার সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ইংলণ্ড হইতে মাল খরিদ করিবে বলিয়া এখন হইতে কোন কথা দিয়া রাখাও এদেশের পক্ষে অনুচিত। নিজেদের সুযোগ সুবিধা বুঝিয়াই ভারতবাসীরা ভবিষ্যতে তাহাদের দরকারী মাল ক্রয় করিবে। প্রয়োজন বুঝিলে তাহারা ইংলণ্ড হইতে মাল না কিনিয়া অন্য কোন দেশ হইতেও মাল কিনিতে পারে। কাজেই ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং বর্ত্তমানে খরচ না করিয়া ভবিষ্যতে ইংলণ্ড হইতে মাল কিনিবার জন্য তাহা সযত্নে ধরিয়া রাখার কোন অর্থ হয় না। এই সমস্ত মন্তব্যের পর মিঃ নোপানী অবিলম্বে তাহাদের সঞ্চিত ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়া ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৃটিশকবলিত শেয়ার ও ঋণপত্র প্রভৃতি কিনিয়া লওয়ার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুরোধ যে খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট আর অযথা কালক্ষেপ না করিয়া অচিরে এবিষয়ে একটা কর্ম্মনীতি ঘোষণা করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি?

বাঙ্গলার চিনির কলসমূহের দুরবস্থা

প্রয়োজনের অনুপাতে চিনির সরবরাহ অনেক কম হওয়ায় যে কিরূপ অসহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, দেশের লোক প্রাত্যহিক জীবনে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। বাঙ্গলার অবস্থা নানা কারণে আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সকলেরই সুবিদিত যে, এই প্রদেশের চিনির মোট প্রয়োজনের মোটা অংশই বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সরবরাহ দ্বারা মিটান হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে রেলওয়ে ও অন্যান্য যানবাহন সমস্যার দরুণ উক্ত দুই প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অথচ বাঙ্গলার নিজস্ব চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই সন্তোষজনক নহে। সমগ্র প্রদেশে উল্লেখযোগ্য চিনির কলের সংখ্যা চার-পাঁচটির বেশী হইবে না। অতএব আমাদের চিনি সমস্যার দিক হইতে এই চিনির কলগুলির উপর গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে গত বৎসর গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে

বাঙ্গলার চিনি উৎপাদনকারী কলসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চিনির কলের মালিকগণ এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এতাবৎ কোন ফল লাভ করেন নাই। বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকদের নানা চেষ্টাতদ্বির সত্ত্বেও সম্প্রতি ভারত সরকার আগামী বৎসরের জন্য চিনির নির্দ্দিষ্ট মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় বঙ্গীয় চিনির কল মালিক সমিতির (অল বেঙ্গল সুগার মিল্‌স্ এসোসিয়েশন) এক অধিবেশনে চিনির কলগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার এক সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। নিরুপায় কলমালিক পক্ষের আর গত্যন্তর কি? গত ১১ই ডিসেম্বর বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এ সি সেন তাঁহার সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণে চিনি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে যে তথ্যাবলী প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে বাঙ্গলার চিনি উৎপাদনকারীদের বিপদের কথা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। বাজারে বর্ত্তমানে প্রতিমণ চিনির নিয়ন্ত্রিত দর ১৩৶৹ আনা। অথচ বাজারে প্রতিমণ গুড়ের দর ১৫৲ টাকারও উর্দ্ধে। নানা কারণে গুড়ের দর বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং গুড় উৎপাদনকারীদের সহিত ইক্ষু ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া চিনি উৎপাদনকারীদিগকে প্রতি মণ ইক্ষু ১২৲ টাকা হইতে ১৪৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে কিনিতে হইতেছে। এই চড়া দামে আঁখ কিনিয়া বর্ত্তমানের গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত দরে (১৩৶৹ আনা) বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলে চিনির কলসমূহের পক্ষে লাভের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চিনির নিয়ন্ত্রিত মূল্য বাড়াইয়া না দিলে বাঙ্গলার চিনির কলগুলি বাধ্য হইয়াই উৎপাদন বন্ধ করিবে। ফলে মালিকপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী বেকার হইয়া পড়িবে এবং মূল্যনিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও বর্ত্তমানে জনসাধারণকে চিনি পাইতে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইতেছে তাহা বাড়িবে বৈ কমিবে না। গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয়ে অনতিবিলম্বে অবহিত হইয়া চিনির নির্দ্ধারিত মূল্য বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরাই মনে করি।

তামার চাহিদা ও পয়সার অভাব

পয়সা গলাইয়া চতুর ব্যবসায়ীরা যেভাবে বেশী দরে তামা বিক্রয় করিতেছে তাহাতে তামার যোগান ও চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া দেখা আজ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে বর্ত্তমানে যে সব ধাতুর ব্যবহার বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে তামা অন্যতম। পৃথিবীতে বৎসরে গড়ে ২২৪ কোটি ৯০ লক্ষ টন তামা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বিপুল পরিমাণ তামার মধ্যে অর্দ্ধেক ভাগই বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত হইতেছে। বাকী তামার মধ্যেও বেশীর ভাগ বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম ও কলকব্জা নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তাপ সঞ্চালনের কাজে এইসব ক্ষেত্রে তামা অত্যাবশ্যক। যেসব শ্রেণীর যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে তামা ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান, যুদ্ধ জাহাজ ও সাধারণ গোলাগুলি ও কার্ত্তুজ সর্ব্বপ্রধান। কোন কোন বোমারু বিমান তৈয়ার করিতে ২ মাইল দৈর্ঘ্যের তামার তার প্রয়োজন হয়। কোন কোন জঙ্গী বিমান তৈয়ার করিতে ৬ মণ পর্য্যন্ত তামা লাগে। একটি যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ তামা আবশ্যক হয় ২৫ হাজার মণ। গোলাগুলি তৈয়ারের কাজে তামার অভাব ঘটিলে দুনিয়ার বড় বড় কামান ত অল্প সময়ের মধ্যেই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, আফ্রিকা, ক্যানাডা ও রাশিয়াতেই বেশীর ভাগ তামা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হিসাবে বর্ত্তমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির তুলনায় মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি বেশী তামার যোগান পাইতেছে। কিন্তু অধিক যোগান সত্ত্বেও যুদ্ধ-সরঞ্জাম তৈয়ারের তোড়জোড় বেশী বলিয়া বৃটিনে ও আমেরিকায় বর্ত্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় তামার অকুলান ঘটিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈয়ারের কাজে তামার বদলে কতকাংশে রূপার ব্যবহার প্রচলন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তামা সংরক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ দেশে পুরানো তামা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্যও একটা আন্দোলন সুরু হইয়াছে। মিত্র শক্তির দিক হইতে তামার বেশীরকম চাহিদা ভারতবর্ষেও এই জিনিষটি দুর্ম্মূল্য করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে চড়া দামে তামা ক্রয়ের আগ্রহ দেখিয়া লোকে পয়সা গলাইয়া তামা বিক্রয়ের ঝোঁক দেখাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ ভাবে এই ধরণের ব্যবসায়ে কোন প্ররোচনা দিতেছেন না সত্য; কিন্তু পয়সা গলানো বন্ধ করার জন্য ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগে যথাসম্ভব কড়াকড়ি না করিয়া পরোক্ষ ভাবে তাঁহারা ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীদের জঘন্য বৃত্তিরই পরিপোষকতা করিতেছেন বলা চলে।

সরকারী 'মার্কেটিং' বিভাগের কীর্ত্তি

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা সহরে যে হারে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন পণ্যদ্রব্যের মূল্য বহুদিন পূর্ব্বেই সে তার অতিক্রম করিয়াছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মুখে চুণকালি নিক্ষেপ করিয়া আড়ৎদার ও দোকানদারেরা প্রকাশ্য দিবালোকে বসিয়া নির্দ্ধারিত হারের তুলনায় অনেক বেশী দরে জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। এই বাড়তির বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। দোকানদারেরা যে দর হাঁকিতেছে সাধারণ লোক কোন ছাড়, সরকারী অফিসারগণ পর্য্যন্ত সেই দরে চিনি ও অন্যান্য জিনিষপত্র কিনিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এসমস্ত দেখিয়াও বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয়সংক্রান্ত মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্টের চেতনা হইতেছে না। মাসাধিককাল পূর্ব্বে কৃষি পণ্যের যে মূল্য দেখাইয়া তাঁহারা সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেন এখনও জিনিষ পত্রের সেইরূপ দর দেখাইয়াই তাঁহারা ইস্তাহারের পর ইস্তাহার বিলি করিয়া চলিয়াছেন। মার্কেটিং বিভাগের 'অথরটির' ছাপ নিয়া তাহাদের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের যে বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি 'ষ্টেস্‌ম্যান' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের জ্ঞাতার্থে কলিকাতায় বিভিন্ন জিনিষের নিম্নলিখিত খাঁটী দর প্রচার করা হইয়াছে:—গম (চান্দোসী) প্রতিমণ ৬৷৷ আনা, আগ্‌মার্ক আটা প্রতি মণ ৮৷৷ আনা, আগ্‌মার্ক চাকী আটা ৮৷৷৶ আনা, বাঁকতুলসী (উৎকৃষ্ট) চাউল প্রতি মণ ১০ টাকা হইতে ১২ টাকা, মোটা চাউল ৬৶৹ আনা, সরিষার তৈল (সাধারণ) প্রতি মণ ২০৷৷ আনা ও চিনি প্রতি মণ ১৩৷৷ আনা হইতে ১৩৶ আনা।

জনসাধারণের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখিয়া তাহাদেরই জ্ঞাতার্থে সরকারী মার্কেটিং বিভাগ এই ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এইসব দরে কোথায় উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষপত্র কিনিতে পাওয়া যায় তাঁহারা তাহা বলিয়া দিবেন কি? আমরা যতদূর খবর রাখি তাহাতে গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ১৭৷৷ টাকার নীচে কলিকাতার বাজারে কোথাও কোন আটা বিক্রয় হয় নাই। অথচ তাঁহারা আটার দর দেখাইয়াছেন মণ প্রতি মাত্র ৮৷৷৹ আনা। উক্ত তারিখে বাজারে উৎকৃষ্ট চাউলের নিম্নতম দর ছিল ১৫ টাকা, ঐ তারিখে বাজারে তৈল এবং চিনির চলতি দরও প্রতি মণ ২৫ টাকা ও প্রতিমণ ৩০ টাকার মত ছিল। অথচ মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট উৎকৃষ্ট চাউলের দর প্রতি মণ ১০ টাকা হইতে ১২ টাকা, তৈলের দর ২০৷৷ আনা ও চিনির দর ১৩৶ আনা লিখিয়া দিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। পণ্যের মূল্য সম্পর্কে এই ধরণের ভ্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়া সাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার কি অর্থ আছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

শুনা যায়, মার্কেটিং বিভাগের বড়কর্ত্তারা গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করিতে চান না বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী নির্দ্ধারিত হারে জিনিষপত্রের মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। সরকারী নির্দ্ধারিত হার ছাড়াইয়া পণ্যদ্রব্যের দর যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা যথাযথ প্রদান করিতে গেলে নাকি গবর্ণমেণ্টের মান থাকে না। এইরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান নিয়া মার্কেটিং বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করাই যেখানে নীতি, সেখানে উক্ত বিভাগের কার্য্যধারা জনসাধারণের কোন উপকারের আশা বৃথা। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের নির্দ্ধারিত হারে সাধারণের নিকট জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে পারিতেন তবু হয়ত মার্কেটিং বিভাগের পক্ষে এই সব নির্দ্দিষ্ট মূল্য সাধারণের সমক্ষে প্রচার করার একটা সার্থকতা থাকিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেখানে তাঁহাদের নির্দ্ধারিত হারে জনসাধারণকে জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না সেখানে উহা সর্ব্বথা অযৌক্তিক ও অর্থহীন।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতের ভাবী বড়লাট কে হইবেন তাহা লইয়া ইংলণ্ডে ও এদেশে যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল অবশেষে তাহার অবসান হইয়াছে। লর্ড লিনলিথগোই বহাল রহিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল আরও ছয় মাস বৃদ্ধি পাইল। বলা বাহুল্য, নয়া দিল্লীর প্রভুভক্ত মহলে এই সংবাদ সানন্দে গৃহীত হইয়াছে।

বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধির দ্বারা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে একথাটাই জানাইতেছেন যে, ভারতের বর্ত্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের এবং অনুসৃত শাসননীতির পরিবর্ত্তনের কোন অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃগণ কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই থাকিবেন এবং সরকারী দমননীতি যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকিবে!

* * *

লর্ড লিনলিথগো বহালতবিয়তে আরও ছয় মাস ভারতবর্ষের স্থানীয় কর্ণধাররূপে সমাসীন থাকিবেন, এই সংবাদে নানা দিক হইতে —এমন কি বিলাতেও কোন কোন মহলে—অসন্তোষের ভাব দেখা যাইতেছে। এ-দেশের জাতীয়তাবাদী সমস্ত পত্রিকা বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ লর্ড লিনলিথগোর দুঃশাসনী আমলের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। মুসলীম লীগের ইংরেজী মুখপত্র "ডন" পর্য্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ও বাস্তব-বোধের শোচনীয় অভাবের পরিচায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকাও নিশ্চিন্ত মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। অবশ্য 'টাইমস্'এর মতে ইহা একপ্রকার মন্দের ভাল; কেন না, ভারতে বর্ত্তমানে উপযুক্ত লোক না পাঠাইয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী কোন ইংরাজকে ভারতের রাজপ্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলে তাহাতে জটিল অবস্থা নাকি আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইত।

* * *

আমাদের অভিমতে, যে ব্যক্তিই ভারতের বড়লাট হইয়া আসুন না কেন, লণ্ডনস্থ গোড়া-ঘরের জেদ ও স্বার্থান্ধতা বজায় রহিলে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবার আশা নাই। তথাকথিত ভাল বড়লাট বা তথা-কথিত মন্দ বড়লাট—সকলেই আসলে এক সুনির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার এক একটি প্রতীক বা প্রতিনিধি মাত্র। এই বিষয়ে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত: "কায়েমী স্বার্থ পূর্ব্বের ন্যায় বজায় থাকিলে সদাশয় ও সুযোগ্য বড়লাটের দ্বারাও কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই।" বর্ত্তমান বড়লাট থাকুন বা যান, নূতন আর এক বড়লাট আসুন বা না আসুন, তাহাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হইতেছে বৃটিশ মন্ত্রিসভার মূঢ় মতিগতির আমূল পরিবর্ত্তন। সেখানে এখনও কোন শুভ বুদ্ধির উদয়ের এতটুকু আভাষ পাওয়া যায় না। লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল বৃদ্ধি ঐ আত্মঘাতী বৃটিশ রষ্ট্রনীতিরই স্পষ্ট পরিচয়।

* * *

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ যে গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষায় পরিচালিত না হইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-সংরক্ষণেই পরিচালিত হইতেছে, মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের মনে সেরূপ শঙ্কা ও সংশয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় মার্কিন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এড্‌মিরাল দারলাঁর ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের রহস্য বুঝিতে গেলে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে এতটুকু দেরী হয় না। সম্প্রতি মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের সামরিক অভিযান সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "শান্তি স্থাপন সম্ভব কিনা এই যুদ্ধে জয়লাভের অনুসৃত উপায় দ্বারাই তাহা স্থির হইবে। কিন্তু আমাদের কোন কোন রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধার এই সত্যটাই বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি।" মিঃ উইল্কী এখনও 'মনে করি' এরূপ উক্তি করিতেছেন। আমাদের কাছে প্রথম হইতেই যুদ্ধ পরিচালনার স্বরূপ ও যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য জলের মত পরিষ্কার। পরাধীন ভারতের জনগণ মর্ম্মে মর্ম্মে জানে, এই যুদ্ধ কিসের জন্য—তাহারা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে, কাহাদের স্বার্থে এই বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্র।

* * *

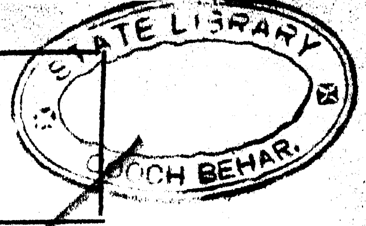
দারলাঁর সহিত আপোষ করিয়া মিত্রশক্তির নৈতিক শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া এবং মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য কি তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণার দাবী জানাইয়া মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কী অতঃপর বলেন, "শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের বিশেষ দায়িত্ব বা কর্ত্তব্যের কথা যাঁহারা আওড়াইতে থাকেন এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারার মধুর স্বপ্নে যাহারা মশগুল হইয়া আছেন, তাঁহারা হয় এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য জানেন না কিংবা জানিয়া শুনিয়াও সকল কথা অগ্রাহ্য করিতেছেন। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, চীন এবং সমগ্র সুদূর প্রাচ্যের জনগণ স্বাধীনতা বলিতে সুনিশ্চিতভাবে ঔপনিবেশিক শাসননীতির অবসানই বুঝিয়া থাকে। আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও ইহাই কিনা, সে বিষয়ে সম্প্রতি তাঁহাদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছে।" প্রশ্ন জাগিবে কি? বহু পূর্ব্বে প্রশ্ন জাগিয়া তাহার স্পষ্ট জবাবও মিলিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরী, লর্ড ক্র্যানবোর্ণ প্রমুখ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, চোখের উপর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে আর সেই দৃশ্য নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে দেখিতে থাকিবেন, তাঁহারা এত বড় নিরেট নির্ব্বোধ নহেন।

* * *

শুধু ইংলণ্ডেই নহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও—মিঃ উইল্কীর স্বদেশে—একাধিক ইংরেজ রাষ্ট্রধুরন্ধর বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আপ্রাণ প্রচারকার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মিঃ উইল্কীর উপরোক্ত ভাষণের দুই দিবস পরে গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ রাজদূত লর্ড হালিফ্যাক্স দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি মাঝে মাঝে এরূপ শুনিতে পান যে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ নাকি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে চায় না। মার্কিন অধি-বাসীদের এরূপ অশিষ্ট ও ভ্রমাত্মক মনোভাব লর্ড হালিফ্যাক্সের পক্ষে সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব। তাই সত্যনিষ্ঠ বৃটিশ রাজদূত বৃটিশবিরোধী মিথ্যা-প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় আমেরিকানদের নিকট প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, "আমার জাতির লোকেরা

(৫৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার

চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় বাঙ্গলায় এক জটিল খাদ্য-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষকেরা তাহাদের হাতের পাট বিক্রয় করিয়া মণকরা ৩।৪ টাকার বেশী পাইতেছে না। কিন্তু তাহাদিগকে অনেক স্থলেই ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হইতেছে। চাউলের যোগান কম বলিয়া কোন কোন স্থলে আবার এত বেশী দর দিয়াও উপযুক্ত পরিমাণ চাউল যোগাড় করা সম্ভবপর হইতেছে না। চাউল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ডাল, চিনি ও লবণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও কম বেশী পরিমাণে সেইরূপ অবস্থাই লক্ষিত হইতেছে। নিদারুণ খাদ্যাভাবে দেশে ইতিমধ্যেই অনাহার ও অর্দ্ধাহারের হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে এপ্রদেশের জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য খাদ্যসামগ্রীর অভাব এবং দুর্ম্মূল্যতার মূল কারণগুলি যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া একটি সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুযায়ী বর্ত্তমান সমস্যার যথাসম্ভব প্রতিকারে সচেষ্ট হওয়া। বাঙ্গলা দেশে কি সব কারণে চাউলের সমস্যা আজ এত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার আশু প্রতিকার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

যুদ্ধের জন্য খাদ্যাভাবের সমস্যা বেশী জটিল হইয়া উঠাতেই বর্ত্তমানে এসম্পর্কে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু আসলে কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় এই সমস্যার সূচনা লক্ষ্য করা যাইতেছিল। বাঙ্গলার লোকসংখ্যা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এপ্রদেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন সে অনুপাতে বাড়িতেছে না। এই মূলগত অসামঞ্জস্য হেতু দেশে ক্রমেই খাদ্যের অকুলান ঘটিতেছে। বাঙ্গলার লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কেবল এই প্রদেশের জন্য প্রতি বৎসর ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাউলের যোগান আবশ্যক বলা যাইতে পারে। (গত ২৪শে আগষ্টের আর্থিক জগতে "বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা" নামক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি)। কিন্তু এপ্রদেশে কোন বৎসরই এই পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইতেছে না। গত ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে গত ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গলায় গড়ে প্রতি বৎসর ২ কোটি ১৯ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল এবং উৎপন্ন ধান হইতে গড়ে প্রতি বৎসর ২২ কোটি ৭১ লক্ষ মণের মত চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলায় চাউলের উৎপাদন উপরোক্ত পরিমাণের তুলনায় আরও কমিয়া ১৬ কোটি ৩১ মণে দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় ধানের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐদিক দিক দিয়া অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও চাউলের দিক দিয়া বাঙ্গলার ঘাটতি পরিপূরিত হয় নাই। ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল এবং ঐ সালে ২৭ কোটি ৫৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল (সরকারী বরাদ্দ)। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের জন্য যে বৎসরে ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন তাহার কথা বিবেচনা করিলে ১৯৪১-৪২ সালেও এপ্রদেশে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ মণ চাউলের ঘাটতি হইয়াছিল বলা চলে।

সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের আউস ও আমন ধান সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার যে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে চাউলের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা ১৯৪১-৪২ সালের তুলনায়ও বেশী শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। গত বৎসরের ১ কোটি ৬৯ লক্ষ একর জমির স্থলে এবার ১ কোটী ৬১ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছে। আর তাহাতে স্বাভাবিক ফসলের অনুপাতে এবার মাত্র শতকরা ৭৮ ভাগ ফসল উৎপন্ন হওয়ার আশা আছে। অপরদিকে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বাঙ্গলায় এবার শতকরা মাত্র ৬৭ ভাগ আউস ধান জন্মিয়াছে বলিয়া সরকারী পূর্ব্বাভাষে বরাদ্দ করা হইয়াছে। স্বাভাবিক সময়েই যেস্থলে উৎপন্ন ধান চাউল দ্বারা বাঙ্গলার অভাব মিটে না, সেস্থলে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে পূর্ব্বেকার তুলনায় অনেক কম ধান উৎপন্ন হওয়াতে বাঙ্গলায় যে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

এতদিন বাহির হইতে, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে প্রয়োজন মত চাউল আমদানীর সুবিধা থাকায় বাঙ্গলার জনসাধারণ চাউলের দিক দিয়া এপ্রদেশের এই ঘাটতি তেমন মারাত্মক বলিয়া মনে করে নাই। কিন্তু জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রহ্মদেশের সহিত এদেশের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অসুবিধার ভিতর অন্য কোন প্রদেশ হইতে চাউল আনয়ন করা দুষ্কর হইয়া পড়ায় চাউলের দিক দিয়া পরনির্ভরতার পরিণাম আজ বাঙ্গলার জনসাধারণকে বিশেষভাবে ভোগ করিতে হইতেছে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় নানাভাবে চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দুর্ভোগ আরও নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইছে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য বর্ত্তমানে এপ্রদেশে বহু সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। এই সৈন্যদের জন্য বাঙ্গলা প্রদেশকে প্রয়োজনীয় চাউল ও অন্য খাদ্যসামগ্রী যোগাইতে হইতেছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে অন্যান্য প্রদেশে যে সব সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে (বা গড়িয়া তোলা হইতেছে) বাঙ্গলা হইতে তাহাদের জন্যও কতকাংশে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হইতেছে। অধিকন্তু ভারতের নিকটবর্ত্তী ইরাক, ইরাণ এবং মিশরস্থিত বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্যও এপ্রদেশ হইতে খাদ্যসামগ্রী চালান দেওয়া হইতেছে। সামরিক প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য স্থানের (সিংহল, কোচিন) অভাব পূরণের জন্যও ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে বাঙ্গলা হইতে বর্ত্তমানে বাহিরে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। কাজেই এইভাবে বর্ত্তমানে যোগানের তুলনায় চাউলের চাহিদা কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। আর সামরিক প্রয়োজন ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইয়া চাউলের মোট যোগানের মধ্যে যাহা অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহা নিয়াই এপ্রদেশকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

দুঃখের বিষয়, এই বাকী অংশের সমস্তটাও বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারে আসিতেছে না। চাউলের বাজারে একটা কাড়াকাড়ির ভাব সূচিত হওয়ায় চাউলের আড়ৎদার ও ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে বড় রকম দাও মারিবার চেষ্টায় আছে। সাধারণের প্রয়োজনে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যতে বেশী মুনাফার আশায়

(৫৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নারিকেল ও তাহার ব্যবহার

—এম. আর, ইজদানী

নারিকেল একটা উপাদেয় দ্রব্য। হিন্দু মুসলমান সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাকে খুব পছন্দ করেন। আধুনিক যুগে নারিকেলকে অনেক প্রকারেই ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার প্রত্যেকটী অংশই মানবের বিশেষ কাজে লাগে। নারিকেলের প্রথম কোথায় জন্মলাভ ঘটে, সেই সম্বন্ধে কেহই সঠিক কোন তত্ত্ব এই পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আনারস, গোল আলু, তামাক—ইত্যাদির মত নারিকেল যে বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আসে নাই, ইহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। কারণ হিন্দুদের অতি প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থে নারিকেলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকাল হইতেই হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর পূজায় বা অনুরূপ শুভকার্য্যাদিতে নারিকেল ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত আছে। সুতরাং সহজেই ধারণা করা যায় যে, নারিকেল কত হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এশিয়ার বুকে বিরাজ করিয়া আসিতেছে। ইহাতে নারিকেলেরও জন্মস্থান এশিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী স্থানগুলি বলিয়াই মনে হয়। নারিকেল সাগরের তীরবর্ত্তী প্রায় সকল স্থানেই জন্মে। যে স্থান নদী বা সাগরের লবণাক্ত জলে একবার বিধৌত হইয়া যায় সেখানেই নারিকেল জন্মে। লবণাক্ত জলই ইহার প্রধান খাদ্য।

বাংলা প্রদেশে প্রধানতঃ বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায়ই বেশী পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রাম জেলার সাগর উপকূল অঞ্চলেও নারিকেল দৃষ্ট হয়। ভারতেরও বিভিন্ন স্থানে নারিকেল জন্মে। যেমন বোম্বাই প্রদেশের কাথিয়াবাড়, মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার উপকূল ইত্যাদি। মহীশূর এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনান্বিত স্থানসমূহেও নারিকেল জন্মিতে দেখা যায়। ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থিত দ্বীপগুলিতেও নারিকেল জন্মে। কিন্তু সমগ্র ভারতে মালাবার উপকূলকে নারিকেল উৎপন্নের কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে পারে। আবার কোচিন নারিকেল তৈলের জন্য বিখ্যাত।

পূর্ব্বে নারিকেল শুধু এশিয়া মহাদেশের ভিতরই দৃষ্ট হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে অন্যান্য মহাদেশ—যেমন আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশেও ইহা জন্মে। সারা দুনিয়াতে যত নারিকেল উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ একমাত্র এশিয়াতে জন্মে। আর বাকী ৪৫ ভাগ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, নারিকেল এশিয়ার বাহিরেও অনেক স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তবে আফ্রিকা ও আমেরিকাতেই বহির্দ্দেশের তুলনায় উৎপাদনের হার খুব কম। শতকরা দুই কি আড়াই ভাগ মাত্র। নারিকেলের গাছ সকল দেশেই সমান বড় হয় না। ফলনের তারতম্য হয়। ভারতের সিংহল দ্বীপে যে নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহার গাছ উচ্চতায় মাত্র ১২।১৩ হাতের বেশী হয় না। অন্যান্য স্থানে গাছগুলি আরও উচ্চ হয়। নারিকেল এক জাতীয়ই। ইহার আর ভিন্ন ভিন্ন জাতি নাই। তবে উৎপত্তিস্থানের নামানুসারে যে নাম হয় সেইগুলি নারিকেলেরও জাতীয় নাম নহে। যেমন মালাবার, নিকোবর, ইত্যাদি। এইগুলি স্থানের তারতম্যানুসারে ছোট বড় হইতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ নারিকেলের চাষের জন্য কেহ কোন রকম বাগান তৈয়ারী করে না। ক্ষেতের আলিতে বাটীর সীমানায় গাছগুলি লাগান থাকিতে দেখা যায়। উৎপাদিকাশক্তির অনুকূলে ধরা যাইতে পারে যে আমাদের দেশে এক বিঘা জমিতে নারিকেলের চাষ করিলে অন্ততঃপক্ষে ৫০টী গাছ রোপন করা যাইতে পারে। তাহা হইতে বাৎসরিক ৩৭৫০টীর মত নারিকেল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উৎপাদনের হার বেশী। তথাকার এক বিঘা জমির পূর্ব্বোক্ত পরিমিত গাছ হইতে প্রায় ৪৫০০টী নারিকেল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন প্রধান ফসল পাট, ধান, সেইরূপ অনেক সমুদ্র উপকূলের অধিবাসিগণ নারিকেলকে তাহাদের প্রধান ফসলস্বরূপে চাষ করে। ইহা দ্বারা তাহারা প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করে।

নারিকেলের ব্যবহার অনেক প্রকারের। ইহা হইতে খাদ্যদ্রব্যই অনেক প্রকারের তৈয়ার হইয়া থাকে। ইহার ভেষজ গুণও আছে। যেমন—ডাবের জল অতিশয় স্নিগ্ধকর শীতল পানীয়। পিপাসার সময় অনেকে ডাবের জল ব্যবহার করেন। ইহাতে হিক্কা ও বমি প্রশমিত হয় বলিয়া কলেরার সময় ডাক্তারগণ রোগীকে ডাবের জলের ব্যবস্থা দেন। কোন কোন জ্বরে ও মূত্রগ্রন্থী সম্বন্ধীয় পীড়ায় ডাবের জল একটী শ্রেষ্ঠ পথ্য। তরুণ শাঁসও এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল। অজীর্ণ রোগের বেলায়ও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সর্দ্দিতে কিছু খারাপ করে। নারিকেলের শাঁসে শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ তৈলের অংশ থাকে। তাহা হইতে দুইটী উপায়ে তৈল বাহির করা যায়। প্রথম পন্থা, ঘানিতে পিষিয়া, দ্বিতীয় জলে ফেলিয়া জ্বাল দিয়া। ঘানিতে ফেলিয়া তৈল বাহির করাটাই সব চেয়ে সুবিধা। প্রতি ১০০ নারিকেলে প্রায় ৭।৮ সের তৈল পাওয়া যায়। কোচিনের নারিকেল তৈল আজকালকার বাজারে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য স্থানে প্রস্তুত তৈলের চেয়ে ইহার মূল্য বেশী হইলেও গুণের জন্য ইহার কাটতিও বেশী। নারিকেল তৈল রন্ধন ক্রিয়ায়ও ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে বোম্বাই প্রদেশে অনেকে রন্ধন ক্রিয়ায় ঐ তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাংলা দেশে একমাত্র কেশ তৈল হিসাবেই ইহার আদর দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় তৈল সাধারণতঃ মালাবার ও কোচিনেই নারিকেলের শাঁস হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নারিকেল বা শাঁস বিদেশে রপ্তানী হয়। শাঁস হইতে আবার কৃত্রিম দুগ্ধ, মাখন, গ্লিসারিণ সাবান ইত্যাদিও আজকাল তৈয়ারী হইতেছে। শাঁস হইতে তৈল বাহির করিলে পর ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট সার হয়। তাহাতে কিছু গঁদ মিশ্রিত করিলে পশ্বাদির খাদ্যও হয়। নারিকেলের শাঁস শুকাইয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই শুষ্ক শাঁস রপ্তানীর ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্থান হইতে বাৎসরিক প্রায় ২ লক্ষ টন শুষ্ক শাঁস বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহাতে ন্যূনপক্ষে প্রায় ১৩০ কোটী নারিকেলের প্রয়োজন পড়ে।

একটী ঝুনা নারিকেলকে ষোল আনা হিসাবে ধরিলে নিম্নলিখিত অনুপাত দৃষ্ট হয়। ছোবড়া ৫৮·২৮ ভাগ, খোল ১১·৫ ভাগ, শাঁস ১৮·৫৪ ভাগ ও জল ১১·৬৮ ভাগ। আমাদের দেশে প্রায় ৪০ কোটীর মত নারিকেল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নারিকেলের কোন অংশই বিফল যায় না। ছোবড়া হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দড়ি, কাছি, পাপোষ, মাদুর ইত্যাদি আরও অনেক দ্রব্যাদি তৈয়ার হয়। পল্লীতে নারিকেল খোল নির্ম্মিত একটী হুকার দাম একটী নারিকেলের মূল্যের চারগুণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বহির্দ্দেশে কোন কোন অঞ্চলে নারিকেলের খোল দ্বারা এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র তৈয়ার করা হয়। এই দেশ হইতে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের নারিকেলজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। আমাদের দেশের কাজে যত নারিকেল ব্যবহৃত হয়, সেইগুলির মোট মূল্যের প্রায় অষ্টমাংশ নারিকেলের খোল হইতে পাওয়া যায়। নারিকেল গাছের অন্যান্য অংশও মানুষের যথেষ্ট কাজেই লাগে :—গাছের কাণ্ডটী গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বারা ঘরের খুঁটী লাগাইলেও ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বে নষ্ট হয় না। অনেক স্থানে ছোট ছোট রাস্তায় ইহার কাণ্ডের চুঙ্গ্ দ্বারা সেতু তৈয়ার করিতেও দেখা যায়। কাণ্ড মধ্যস্থিত তন্তু দ্বারাও অনেক কাজ চলে। পত্রগুলিকে অনেকে ঘর ছাইবার কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে। কাণ্ডের রস হইতেও শর্করা সুরা ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। খোলগুলি দগ্ধ করিলে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা বাষ্প শোধক। এই জন্য গত মহাসমরের সময় প্রচুর পরিমাণে ইহার কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছিল।

নারিকেল গাছের প্রতি বিশেষ কোন যত্ন নিতে হয় না। তবে যদি কোন সময় গাছ পোকায় ধরে তাহা হইলে গাছের গোড়ায় কিছু মাটী খুড়িয়া পরে গো-মূত্রের সঙ্গে কিছু লবণ মিশাইয়া দিলে সেই দোষ নিবারিত হয়। ইহাই নারিকেল গাছের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বোম্বাই প্রদেশে উৎপন্ন নারিকেলে অধিক পরিমাণে Hydrogen gas থাকে। ইহা বাতাসের চেয়ে ১৪ গুণ হাল্কা। তাই একবার একটী নারিকেল বোটা হইতে কাটিয়া দেওয়ার পর তাহা মাটীর দিকে না আসিয়া শূন্যে উঠিতে উঠিতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল। এতদ্দৃষ্টে অন্যান্য কয়েকটী নারিকেল পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, Hydrogen gas এর আধিক্যের জন্যই নারিকেলটী নীচে না নামিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

(খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার)

অনেক স্থলে তাহারা তাহা মজুত করিয়া রাখিতেছে। এদিকে, গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপূর্ণ চাষী ও মহাজন সম্প্রদায়ও পূর্ব্বের তুলনায় এক্ষণে চাউল সম্বন্ধে বেশী রকম সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের বিপাকে রাতারাতি এই জিনিষটির অভাব ঘটিতে পারে আশঙ্কায় বর্ত্তমানে ধান চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যৎ দুর্দ্দিনের জন্য তাহারা তাহা আগলাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থার ফলে বাজারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য চাউলের উপযুক্তরূপ যোগান পাওয়া যাইতেছে না। চাউল যেটুকু মিলিতেছে তাহার জন্যও জনসাধারণকে অত্যধিক মূল্য দিতে হইতেছে।

চাউলের এই দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এক্ষণে তাহা বিবেচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রয়োজনের তুলনায় কম চাউল উৎপন্ন হওয়ায় কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এপ্রদেশে খাদ্য-সমস্যার সূচনা দেখা যাইতেছিল। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিক দিয়া চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সমস্যা আজ নিতান্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে বাহির হইতে চাউল আনয়নের সুবিধা একেবারেই নাই। এই অবস্থায় চাউল সমস্যার স্থায়ী প্রতিকার কিংবা সাময়িক প্রতিকার যেবিষয়েই আমরা মনোযোগ দিতে যাই না কেন, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে ধানের চাষ তথা চাউলের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে। এপ্রদেশে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে পাটের চাষ কমাইয়া বেশী জমিতে ধান চাষের পথ প্রশস্ত করা। প্রতি বৎসর চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গলার কৃষক এক দিকে উহার সমুচিৎ মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে; অপরদিকে পাটের জন্য ধান ও রবিশস্যের চাষ বাড়িতে না পারায় বাঙ্গলা প্রদেশে উহাদের ক্রমিক অভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে : এই শোচনীয় সমস্যার আশু সমাধানকল্পে বাঙ্গলা সরকারের উচিত আগামী বৎসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতেই একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে পাটের জমি দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়ার ফলে বাঙ্গলায় ঐ বৎসর ধানের জমি ৩০ লক্ষ একর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাঙ্গলা সরকার যদি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৩ সালে তাঁহারা কিছুতেই ১৯৪২ সালের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে (১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ) পাট চাষ হইতে দিবেন না এবং এ বিষয়ে তাঁহারা যদি সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করেন, তবে ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় ধানের জমি অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। আর সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে চাউলের উৎপাদনও অবশ্যই বাড়িবে। ১৯৪৩ সালে পাটের চাষ ১৯৪০ সালের তুলনায় দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া সম্পর্কে সরকারী স্থির সংকল্প প্রকাশ করা হইলে অচিরে পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কেও একটা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এইভাবে ধানের জমির আবাদ বাড়াইবার সঙ্গে বাঙ্গলা সরকারের অন্যতম কর্ত্তব্য হইতেছে জমিতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যথাসম্ভব যত্ন নেওয়া। এদেশে জমিতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তন করিয়া এবং ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ প্রচলন করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে। সেজন্য অচিরে ঐ সব দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ নিবদ্ধ করাও বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে সঙ্গত হইবে।

এই ভাবে আগামী বৎসরে বঙ্গলায় বেশী চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য বাঙ্গলা সরকারকে কতকগুলি সাময়িক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনেও যত্নপর হইতে হইবে। সামরিক প্রয়োজনে বর্ত্তমানে চাউলের যে অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে বর্ত্তমানের তুলনায় উহার চাপ কতকটা কমাইতে পারিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে গবর্ণমেণ্ট সুসঙ্কল্পিত ভাবে চেষ্টা করিলে আড়তদারদের কারসাজি বন্ধ করিয়া চাউলের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে ও উহার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেকটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা সরকারের উচিত লাইসেন্স প্রথার কড়াকড়ি করিয়া সহর ও ব্যবসা কেন্দ্রের যাবতীয় আড়তদার ও দোকানদারের মজুত চাউল সম্বন্ধে তথ্য তালিকা নেওয়া এবং যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী সরকারী নির্দ্দেশে তাহার ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। আড়তদারগণ যদি অহেতুকভাবে চাউল মজুত করিয়া রাখার সুবিধা না পায় এবং তাঁহারা যদি নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে জনসাধারণের নিকট চাউল বিক্রয়ে বাধ্য হয় তবে ব্ল্যাক মার্কেট বা চোরাবাজারের

(৫৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কুইনাইন সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি

সম্প্রতি কুইনাইন সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে :—বর্ত্তমানে দেশে কুইনাইনের যেরূপ অভাব ঘটিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও সরবরাহ যোগ্যতা ভেদে বণ্টন ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এই ভাবে বণ্টনের জন্য যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তদনুসারে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যানুপাতে সরবরাহযোগ্য কুইনাইনের পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক জেলায় হেলথ্ অফিসর অথবা সিভিল সার্জ্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন ডাক্তারখানায়, হাসপাতালে ও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দোকানে কুইনাইন বণ্টন করা হইবে। কলিকাতার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর কুইনাইন সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত পরিকল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে অবিলম্বে বণ্টনের জন্য ৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হইতেছে। খুচরা বণ্টনকারীদিগকে উহা ভাগাভাগি করিয়া দিবার জন্য উক্ত ৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট পাঠান হইতেছে।

পয়সার সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত

সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট প্রেরিত পত্রে পয়সার ওজন ও আকার ছোট করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কম করিয়া পয়সা তৈরী হইতেছে বলিয়া বাজারে পয়সার অভাব ঘটিতেছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এরূপ স্বীকারোক্তিতে চেম্বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখ বোম্বাইয়ে 'টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেল' (বস্ত্রসম্পর্কিত পরামর্শদাতা সমিতি) কর্ত্তৃক 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' (বিশেষ শ্রেণীর সস্তা কাপড়) প্রস্তুতের পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ভারত সরকার বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' এর ফরমায়েস দিয়াছেন। ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগেই পূর্ণোদ্যমে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রস্তুত ও উহার বিলি ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' সংক্রান্ত পরিকল্পনানুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রদেশে ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও সরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া প্রাদেশিক করপোরেশন (সঙ্ঘ) গঠিত হইবে। এই সকল করপোরেশন তাহাদের নিজেদের প্রদেশে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' এর বিলিব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন। বিভিন্ন জেলা প্রতিষ্ঠানও থাকিবে। একমাত্র এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপরই বিভিন্ন জেলায় উক্ত বস্ত্রের বিলি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার থাকিবে। যে সকল খুচরা ব্যবসায়ী উক্ত বস্ত্র বিক্রয় করিবে তাহারা অল্প পরিমাণে কমিশন পাইবে। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন করিয়া দালাল নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে উক্ত পরিকল্পনানুসারে উপযুক্তরূপে কার্য্য পরিচালিত হয়, এই দালাল সাধারণত: তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং খুচরা ব্যবসায়ী ও অনুরূপ ব্যক্তিদিগকে মাল দিবার ব্যাপারে তিনি আর্থিক দায়িত্বও গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটী প্রাদেশিক সরকার এইরূপ সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। যে সকল প্রাদেশিক সরকার সমগ্র ঝুঁকি লইতে অসমর্থ সেই সকল প্রদেশের জন্যই দালাল নিযুক্ত করা হইবে। মাল প্রেরণ প্রভৃতির ভাড়ার তারতম্য থাকিলেও বিভিন্ন প্রদেশে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' এর দর ভারতের সর্ব্বত্র একই হারে ধার্য্য করা হইবে। একবার যে মূল্য নির্দ্ধারিত করা হইবে প্রতি তিনমাস অন্তর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। প্রথমে তিন প্রকার 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' লইয়া কাজ আরম্ভ করার জন্য জামার কাপড়, ধুতী ও শাড়ী প্রস্তুত করা হইবে। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' এর মূল্য সাধারণ কাপড়ের দরের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ কম হইবে।

ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা

১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহের (উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশের হিসাব ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই) এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের গবাদি পশুর সংখ্যার যে হিসাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে সমগ্র বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহে ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৬টী গরু, ২ কোটি ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৯৩টী মহিষ, ১০ লক্ষ ৯৬৫ টী ঘোড়া, ৬ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৫৪টী মুরগী এবং ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩১৬টী শূকর ও শূকর ছানা ছিল। দেশীয় রাজ্যসমূহে গবাদি পশুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে নিম্নরূপ :—৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৮২ হাজার ৬০৮টী গরু, ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ২২টী মহিষ, ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৪৭৩টী ঘোড়া, ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৫৫টী মুরগী এবং ৮ লক্ষ ২১ হাজার ৮৯২টী শূকর ও শূকর ছানা।

সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সমস্যা

নয়াদিল্লীর এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কানাডা হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের উপযোগী যে কাগজ ভারতে আমদানী করা হইয়া থাকে, তাহার জন্য জাহাজে যথোপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা না থাকায় ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের এক প্রতিনিধি দল ভারত সরকারের নিকট অভিযোগ জানাইয়াছেন। এই অভিযোগের ফলে ভারত সরকার ভারতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানীর জন্য জাহাজে আবশ্যক পরিমাণ স্থান সঙ্কুলনের সুব্যবস্থা যাহাতে অবিলম্বে করা হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে ভারত-সচিবকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

সাইকেলের টায়ার টিউবের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন প্রকারের সাইকেলের টায়ার টিউবের যে দর ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকারের গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে, উহার অপেক্ষা অধিক মূল্যে সেই সাইজ (আকার) ও গ্রেডের (প্রকার) সাইকেলের টায়ার টিউব বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া একটি ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সরকারী ঘোষণায় প্রত্যেক সাইকেল টায়ার টিউব বিক্রেতাকে তাহার দোকানের সম্মুখে নির্দ্ধারিত মূল্যের তালিকা টানাইয়া রাখিতে বলা হইয়াছে।

সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রেডিওর ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার এই প্রদেশের ৪১টি বিভিন্ন সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য ১২ হাজার ৪৫০ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি রেডিও রিসিভার বা বেতার-গ্রাহক যন্ত্র ক্রয় করিবার এক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত অর্থ প্রতি বৎসর ২ হাজার ৯১০ টাকা হিসাবে কিস্তিতে দেওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর যে ১৪টি রেডিও সেট্ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ১৩ টি সেটই বিভিন্ন মাধ্যমিক স্কুলে বসান হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ভাষণ

গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাইএ ভারতীয় বণিক সমিতির (ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব কমার্স) প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এক দীর্ঘ বক্তৃতায় খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে বলেন যে, সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন প্রদেশের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন তাহা ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে সুসঙ্গত কার্য্যপন্থা অনুসরণের নিমিত্ত খাদ্য বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। বাণিজ্য-সচিব আশা করেন যে, জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিয়া খাদ্য-বিভাগ অধিকতর দক্ষতার সহিত ও আরও সন্তোষজনকভাবে খাদ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে পারিবে। চাষীরা যাহাতে আরও মুক্তহস্তে তাহাদের মজুতমাল হাত-ছাড়া করে, সেই উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক তিনি তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, সিংহলে খাদ্যশস্য রপ্তানী সম্পর্কে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল মাত্র ইরাক ও ইরাণে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন এবং সিংহলের নূতনতম প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই ভারতের খাদ্যশস্য রপ্তানী হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাসের মধ্যে মাত্র ৩৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সিংহলে প্রেরিত হইয়াছে।

আটা ও ময়দার পরিমাণের হিসাব দাখিলের নির্দ্দেশ

কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহে অবস্থিত (২৪ পরগণা সদর ও ব্যারাকপুর, হাওড়া জেলার সদর এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও সদর মহকুমা) ময়দা ও আটার কলগুলির প্রত্যেক মালিক, ম্যানেজার অথবা ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণকে এখন হইতে সপ্তাহের প্রথম দিবসে তাঁহার বা তাঁহাদের কলে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গম হইতে প্রস্তুত মোট পরিমাণের একটি সঠিক হিসাব কলিকাতার সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এইরূপ হিসাব দাখিলের প্রয়োজন হওয়ায় বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিতেছেন যে, উল্লিখিত অঞ্চলসমূহের মিলগুলির আটা ও ময়দার মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ মাল উৎপাদন সম্পর্কিত হিসাব দাখিলের তারিখ হইতে দশ দিনের জন্য মজুত রাখিতে এবং কলিকাতার সিভিল সাপ্লাই কণ্ট্রোলার কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিতে হইবে। চাকীওয়ালাদিগকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে উক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে।

ধান চাউল সরবরাহ সম্পর্কে উড়িষ্যা সরকারকে অনুরোধ

সম্প্রতি কলিকাতাস্থ মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের কমিটি উড়িষ্যা সরকারের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন যে, উড়িষ্যা হইতে বাহিরে ধান ও চাউল রপ্তানী সম্পর্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ রহিয়াছে, অনতিবিলম্বে তাহা হ্রাস করিয়া বাঙ্গলার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সর্ব্বহারা অধিবাসীদের সাহায্য করা হউক। উড়িষ্যা সরকারকে লিখিত উক্ত পত্রে কমিটি বলিয়াছেন যে, গত অক্টোবর মাসের সর্ব্বনাশকর বাত্যায় বাঙ্গলার ধান্য উৎপাদক ও ধান্যের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলসমূহের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং কমিটির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, অন্ততঃ বাঙ্গলার বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল সম্পর্কে উড়িষ্যা হইতে ধান-চাউল রপ্তানীর বিধিনিষেধ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর না হইলে উহা যথাসাধ্য হ্রাস করা হউক।

হোগলার চালা নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ

কলিকাতার হালসী বাগানের শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডের পরে বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী যে সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার পুলিশের অনুমতি ব্যতীত কলিকাতার সর্ব্বত্র ইমারতসমূহের উপরে বা আশেপাশে হোগলার চালা নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ করিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। অনুমতি লইতে হইলে আলো ও বসিবার আসনাদির ব্যবস্থা এবং বাহিরে যাইবার ও ভিতরে প্রবেশ করিবার দরজা ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশন এবিষয়ে আইনকানুন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটীর স্থির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট উক্ত নোটিশ জারী করিয়াছেন।

মাদ্রাজে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা

মাদ্রাজের মেয়রের নেতৃত্বে মাদ্রাজ কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের এক প্রতিনিধি দলকে মাদ্রাজের গবর্ণর এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, সহরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্ত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বকার সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আরও প্রকাশ যে, ফোর্ট সেণ্টজর্জ গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা মাদ্রাজ সরকার এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কমিশনার বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অনুমতিপত্র না লইয়া মাদ্রাজের কোনও ব্যক্তি সমুদ্রপথে ধান ও চাউল চালান দিতে পারিবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ নির্ম্মাণের পরিমাণ

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি মার্কিন নৌ-বিভাগের এক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে জানা যায় যে, গত নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাসমূহে মোট ৮৪টি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাদের মোট পরিমাণ হইবে ৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত টন। ইহা লইয়া চলতি বৎসরে মোট ৬৮ লক্ষ ৯০ হাজার টন পরিমিত ৬২৫ খানা জাহাজ নির্ম্মিত হইল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বর্ত্তমান বৎসরে মোট ৮০ লক্ষ টন জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন।

বাঙ্গলা হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ

গত ১১ই ডিসেম্বর বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ কে ফজলুল হক এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশে এক বৎসরের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি না থাকায় এই প্রদেশ হইতে চাউল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি অন্যত্র রপ্তানী করা হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, এই সম্পর্কে সরকারী তথ্যাদির উপর তাঁহার আস্থা নাই। তিনি এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের দৃঢ়মত ভারত সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

বাঙ্গলায় চিনির কলের সঙ্কট

প্রকাশ, নিখিল বঙ্গ চিনিরকল মালিক সঙ্ঘ (অল-ইণ্ডিয়া সুগার মিলস এসোসিয়েশন) গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে এক সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের চিনির কলসমূহের কাজ তাহারা বন্ধ করিয়া দিবেন। চিনির কলমালিকগণের মতে চিনির দর অত্যন্ত নিম্নহারে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে এবং তাহারা মনে করেন যে, চিনির কলগুলি চালু রাখিলে তাহাদের লোকসান হইবে। বাঙ্গলা দেশে বেশীর ভাগ চিনি বিহার এবং যুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে যানবাহনের অসুবিধার জন্য উক্তস্থানগুলি হইতে সরবরাহ কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে ৬টার বেশী উল্লেখযোগ্য চিনির কল নাই। এই সকল কলগুলি প্রয়োজনানুরূপ ইক্ষু পায় না। চিনি উৎপাদনের পড়তাও এখানে বেশী পড়ে। বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চিনির দর বর্দ্ধিত হারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় চিনির কলমালিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের বাঙ্গলার বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্য সরবরাহকারী ডিরেক্টরেটের অফিসে এক ঘরোয়া বৈঠক হয় এবং এই সভায় চিনির কলমালিকদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে আলোচনাও চলে। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারত সরকার আগামী মরশুমের জন্য চিনির দর বাঁধিয়া দেন। এই দরে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে লোকসান হইবার আশঙ্কায় বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকগণ ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। চিনির কলসমূহ কাজ বন্ধ করিলে বাঙ্গলায় বিশেষ ভাবে শর্করা সঙ্কট দেখা দিবে এবং ইক্ষুচাষীরাও তাহাদের ইক্ষু বিক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবে।

কলকারখানা নিয়ন্ত্রণের আদেশ

নয়াদিল্লীর গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, উক্ত ৫ই তারিখে প্রকাশিত কারখানা নিয়ন্ত্রণাদেশ অনুসারে যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ও এই উদ্দেশ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে যে কোন বে-সরকারী কারখানায় বিশেষ কয়েক প্রকার কাজ করিতে না দেওয়ার এবং এই সকল বিশেষ কাজ সম্পর্কিত সরকারী কাজ করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যে সকল সরকারী কলকারখানায় ইঞ্জিনীয়ারিং কাজ বা খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কারখানা ব্যতীত অন্য সকল কারখানার উপর এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে। যে সকল কারখানায় উক্ত বিশেষ শ্রেণীর কাজ হইতে পারে বলিয়া কন্ট্রোলারের বিশ্বাস করিবার হেতু আছে, সেই সকল কারখানায় কন্ট্রোলার প্রবেশ ও সকল কিছু পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

ভারতে প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার কাগজের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার হন্দর অর্থাৎ ৯৩ হাজার ৫৪৭ টন। উক্ত ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার হন্দরের মধ্যে সংবাদপত্রাদি মুদ্রণের অনুপযোগী সাদা ও ময়লা (unbleached) কাগজ ৭ লক্ষ ২৯ হাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা ৩৮.৯ ভাগ, সংবাদপত্রের অনুপযোগী রঙ্গীন কাগজ ৬৪ হাজার হন্দর, সাধারণ লিখনের উপযোগী কাগজ ও খাম ৩ লক্ষ ২৪ হাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা ১৭.৩ ভাগ, ম্যানিলা ৩৬ হাজার হন্দর, বাদামী ১ লক্ষ ৫৫ হাজার হন্দর, প্যাকিং কাগজ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা ১৭.৫ ভাগ। ইহা ছাড়া কিছু পরিমাণ পাল্প বোর্ড, ব্লটিং পেপার ও অন্যান্য বিবিধ কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে।

ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগ

গত ২রা ডিসেম্বর হইতে যে নূতন খাদ্য বিভাগের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হইয়াছে, সেই বিভাগ খাদ্যশস্যের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার খাদ্য বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করিবেন। নয়াদিল্লীতে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর ও পরবর্ত্তী কয়েকদিন এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঋণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম সরকারী ঋণ দশ হাজার কোটি ডলার অতিক্রম করিল।

নূতন ইরাণ-ইরাক রেলপথ

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, ইরাক হইতে ইরাণ পর্য্যন্ত এক নূতন রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতীয় লোকজন ও ভারতীয় রেলিং ষ্টক ও রেল দ্বারা উক্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ

বাঙ্গলা সরকার এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ কলিকাতা সহরে চাউলের অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :— গত জুলাই মাসে (১৯৪২) চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সরকারী আদেশ জারী করা হইয়াছিল, সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ অগৌণে প্রয়োগ করা হইবে বলিয়া ছোট ছোট চাউল আমদানীকারকদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় চাউলের যে আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ ঐরূপ শঙ্কার ভাব বলিয়া অনুমিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন যে, এই আশঙ্কা ভ্রমাত্মক এবং স্বীকার করিতেছেন যে, গত জুলাই মাসে চাউলের যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, আমদানীকারকরা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চল হইতে সেই নির্দ্দিষ্ট দরে চাউল কিনিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। প্রকৃত ব্যবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ব্যবসা চালাইতে বাধ্য করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে। মজুত চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া বাজারের অবস্থার যথাসাধ্য উন্নতিসাধন করাই খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণাদেশের আসল অভিপ্রায়। যে সব স্থানে চাউল উৎপন্ন হয় সেই স্থানের মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবসায়ী মহল যদি অবাধে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা সর্ব্বাধিক কার্য্যকরী পন্থায় উক্ত সরকারী নীতির সহায়ক হইতে পারেন। ২৪ পরগণার পশ্চিমস্থ অঞ্চলসমূহ হইতে যাহাতে কলিকাতার বাজারে তাড়াতাড়ি চাউল সরবরাহ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে চাউল বোঝাই নৌকাগুলিকে দ্রুতগতিতে কুলটি-শ্যামবাজার খাল দিয়া অবাধ যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাগজের নির্দ্ধারিত পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, অসংখ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আবেদন ও অভিযোগ প্রাপ্তির ফলে ভারত সরকার জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কাগজের নির্দ্ধারিত পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া দিবার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা যায়, সাধারণের জন্য কাগজের নির্দ্ধারিত পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে।

ঢাকায় কাগজ বিক্রয়ে কড়াকড়ি

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় কাগজ ব্যবসায়ীদিগের প্রতি এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, তাঁহারা একসঙ্গে কাহাকেও যেন এক রীমের বেশী পরিমাণ কাগজ বিক্রয় না করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুসারে ঢাকার কাগজ ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের স্ব স্ব মজুত কাগজের পরিমাণ সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিবরণ দাখিল করিয়াছেন।

ভারতীয় রপ্তানীকারক সমিতি

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব গত ৬ই ডিসেম্বর বোম্বাই-এ ভারতীয় রপ্তানীকারক সমিতির পরিচালন কমিটির এক বৈঠকে যোগদান করেন। কমিটির পক্ষ হইতে বাণিজ্য সচিবের নিকটে একটি স্মারকলিপি দাখিল করা হয়। পূর্ব্ব আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় বস্ত্র আমদানীর জন্য একচেটিয়া অধিকার দিয়া এই দেশে একটী কর্পোরেশন গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কমিটির স্মারকলিপিতে তাহার উল্লেখ করা হয়। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে যে অবাধ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা আছে তাহা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে কৃত্রিম বন্দোবস্তের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি অন্যায় আচরণ না করা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব আফ্রিকার গবর্ণমেণ্টের নিকটে উপযুক্তরূপে বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য কমিটী ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরসমূহ ও ঐ স্থানে জাহাজ চলাচলের সুবিধা সম্পর্কে যে আমেরিকান্ টেকনিক্যাল মিশন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছিল, কমিটী তাহার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন এবং উক্ত মিশনে ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীসমূহেরই হউক, কিংবা ভারতীয় রপ্তানীকারকদেরই হউক কোনও ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

কাগজ সমস্যায় শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা

ভারত সরকার এদেশস্থ কাগজের কারখানাসমূহের মোট কাগজ উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাদির জন্য সংরক্ষিত রাখার সিদ্ধান্ত করায় যে দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নিখিল ভারত শিক্ষক সমিতি ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের নিকট এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত শিক্ষক সমিতি কাগজের অভাবে ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের তথা সমগ্র দেশের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে শঙ্কিত হইয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবকে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিতে এবং, শিক্ষার স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সংশোধন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, কাগজের কলগুলিতে যে পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের জন্য এবং অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষাবিষয়ক ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সংরক্ষিত করা অত্যাবশ্যক।

ইউরোপের সর্ব্ববৃহৎ ইস্পাতের কারখানা

উরালের ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রে ম্যাগ্নিটোগরস্কে গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্লাষ্ট ফার্ণেসের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। কেবল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেই নহে, সমগ্র ইউরোপে কোথাও এত বড় ব্লাষ্ট ফার্ণেস নাই। এই ফার্ণেসে দ্রব্য ধারণের পরিমাপ ১৩৪০ ঘন মিটার।

(খাদ্য-সমস্যা ও বাঙ্গলার সরকার)

কারসাজি বন্ধ হইয়া সহর অঞ্চলে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা অনেকটা হ্রাস পাইবে। যদি আড়তদার ও দোকানদারদের মারফতে ক্রয় বিক্রয়ের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত করা কঠিন হয়, তবে বাজারের সমস্ত চাউল নিজেদের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত সরকারী দোকান ও ডিপোর সাহায্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

গ্রামাঞ্চলে চাউলের ক্রয় বিক্রয় ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্যও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য প্রত্যেক থানা বা ইউনিয়ন বোর্ড এলাকার জন্য একটি সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করা। গ্রামের যেসমস্ত ধনী মহাজন ও সঙ্গতিপন্ন চাষী সাধারণের প্রয়োজনীয় চাউল বিক্রয় না করিয়া বেশী পরিমাণে তাহা মজুত করিয়া রাখিতেছে, মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষ, থানা কর্ত্তৃপক্ষ কিংবা সরকারী নিয়ন্ত্রণ অফিসারগণ তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য করিতে পারেন। থানা ও ইউনিয়ন এলাকায় যদি উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়, তবে গৃহস্থদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাউল খরিদ করিয়া তাহা গুদামে মজুত করিয়া রাখা যাইতে পারে। পরে থানা ও ইউনিয়নের অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট সময়মত তাহা নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। যেসমস্ত অঞ্চলে চাউলের বেশী যোগান রহিয়াছে সে সমস্ত অঞ্চল হইতে চাউল চালান দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া এই ধরণের কার্য্যে সহায়তা করা যাইতে পারে।

তবে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক চেষ্টার উপরই এইসব বিধিব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি খাদ্য সমস্যার যথাসম্ভব প্রতিকার করিয়া এ প্রদেশবাসীর চরম দুর্দ্দিনে তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা বাস্তবিকই লাঘব করিতে চান তবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে সাধারণের বিশ্বাসভাজন কতিপয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া এ বিষয়ে একটি এডভাইসরী বোর্ড বা পরামর্শ সমিতি গঠন করা। খাদ্য সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপরে যে আভাষ দেওয়া হইয়াছে উপযুক্ত পরামর্শ সমিতি গঠিত হওয়ার পর উঁহারা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। সমিতির ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক নূতন কর্ম্মধারাও পরিকল্পিত হইতে পারে। সরকারী কর্ম্মচারীদের অজ্ঞতা (অনেক স্থলে অসাধুতাও বটে) ও শৈথিল্যের জন্য সদুদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণের ব্যবস্থা করিয়াও অনেকক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট তাহার সুফল পান না। চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য যে পরিকল্পনাই শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হউক না কেন, গবর্ণমেণ্ট ও উক্ত পরামর্শ সমিতির কর্ত্তব্য হইবে প্রকৃত কাজের লোকদের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত করা। থানা ও ইউনিয়ন বোর্ডের মারফতে কাজ আদায় করিতে হইলে সেদিক দিয়াও যাহাতে কোন অনাচার বা দুর্নীতি প্রশ্রয় না [illegible] সম্প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

[illegible]র ও মফঃস্বলে চাউলের বাজার ব্যাপক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া তজ্জন্য যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে আমরা তৎসম্পর্কে উপরে কোন নির্দ্দেশ দেই নাই। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট পাটচাষীদের সাহায্যার্থে সম্প্রতি যে এক কোটি টাকা ঋণদানের প্রস্তাব করিয়াছেন উহা এইভাবে খরচ না করিয়া চাউল সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য তাহা নিয়োজিত করিতে হইবে। (অনেক কৃষকই ইতিমধ্যে তাহাদের হাতের পাট কম দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই এত বিলম্বে পাট ধরিয়া রাখিবার জন্য কৃষকদিগকে ধার দিবার কোন সার্থকতা নাই।) তাহা ছাড়া চাউলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া আরও যে অর্থ আবশ্যক হইবে তাহার বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত পরামর্শ সমিতি সময়োচিত নির্দ্দেশ দিবেন। খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক চেষ্টা-যত্নের পরিচয় পাইলে এবং সাধারণের বিশ্বাসভাজন একটি কমিটি দ্বারা সমস্ত বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিলে দেশের অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গুদামজাত মালের জামিনে ও অন্যান্য প্রকারে উপযুক্ত অর্থ সরবরাহে আগ্রহান্বিত হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। কাজেই গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক সঙ্কল্প ও সুপরিকল্পিত প্রয়াসই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বাঙ্গলার মন্ত্রীরা সেবিষয়ে কতদূর উদ্যোগী হন তাহা দেখিবার বিষয়। এই ব্যাপারে তাঁহারা যদি আন্তরিকতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে অধিকতর ব্যাপক কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিতে পারিব।

বিশিষ্ট সাংবাদিকের পরলোক গমন

গত ১১ই ডিসেম্বর (শুক্রবার) "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক মিঃ বি বি রায় নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রেসিডেন্সী, স্কটিশ চার্চ্চ ও রিপণ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি "ইণ্ডিয়ান অবজারভার" নামে "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ঐ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। মিঃ বি বি রায়ের মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সাংবাদিকের অভাব ঘটিল।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

এইচ দত্ত এণ্ড সন্স

গত ৩রা ডিসেম্বর নূতন দিল্লীতে কলিকাতার সুপরিচিত ব্যবসায়ী ফার্ম মেসার্স এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্স এর একটি এজেন্সী আফিস খোলা হইয়াছে। এজেন্সি আফিসের উদ্বোধন উপলক্ষে যে সভার অনুষ্ঠান হয় স্যার আব্দুল হালিম গজনবী তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় মেসার্স এইচ্ দত্ত এণ্ড সন্সএর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ হেমেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবসায়িক কৃতকার্য্যতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর মিঃ দত্ত দুধ বিক্রয় করিয়া নিজেদের পরিবার পালন করেন। কিছুকাল শিক্ষাদীক্ষার কাজে রত থাকিয়া অতঃপর তিনি নিজের ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হন। প্রথমে তিনি একটি চা বাগিচার পরিচালনায় কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করেন। পরে ক্রমে ক্রমে নূতন শিল্প ব্যবসায় স্থাপন করিয়া তিনি এক্ষণে প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীরূপে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পরিচালনায় ও কর্তৃত্বে বর্ত্তমানে ষোলটী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি কাপড়ের কল, একটি ব্যাঙ্ক, একটি বীমা কোম্পানী এবং একটি দৈনিক পত্রিকা রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁহার সমস্ত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার মূলে তাঁহার পত্নীর সুমহান প্রেরণাই নিহিত রহিয়াছে। পত্নীর অনুপ্রেরণাতে তাঁহার তিনটি ছেলেও শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া বর্ত্তমানে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

মেসার্স এইচ দত্ত এণ্ড সন্সের নূতন এজেন্সী আফিসের উদ্বোধনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, স্যার বি এল মিত্র, স্যার এস এন রায়, মিঃ এম কে সেনগুপ্ত, মিঃ মেহল, মিঃ জে চক্রবর্ত্তী, মিঃ ডি সি দাস, মিঃ এস সি সেন ও মিঃ এম সি উইল।

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৭শে নবেম্বর বাঁকুড়ায় দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা খোলা হইয়াছে। জেলা ও দায়রা জজ মিঃ অন্নদাশঙ্কর রায় এই শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় দেশে ব্যাঙ্ক প্রসারের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে অত্যল্প সময়ে দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক যে সমুহ উন্নতি দেখাইয়াছে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতার ৮৬ বি ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ ইকনমিক্ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ঘাটাল শাখার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা মুন্সেফ মিঃ বি এল সরকার এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। মাননীয় সভাপতি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করেন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ এম দত্ত রায় ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ এস্ সরকার মহাশয় ঘাটাল শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ডাঃ চারুচন্দ্র মল্লিক মহাশয় সমবেত অতিথিবর্গের আদর আপ্যায়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন।

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মী ও কর্ম্মচারিগণ গত ৭ই ডিসেম্বর এক শোকসভায় সমবেত হইয়া স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ডাঃ সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় স্বর্গীয় মহাপুরুষের সহিত কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতঃ তিনি চেয়ারম্যান রূপে ও সহকারী সভাপতি রূপে কোম্পানীর উন্নতিকল্পে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার বসু এবং কর্ম্মচারীদিগের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ঘোষও স্বর্গীয় মহাপুরুষের মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, আবেগপূর্ণভাবে তাহার উল্লেখ করেন।

স্বর্গীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ঐদিন আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিস বন্ধ রাখা হয়।

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ঢাকায় ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের বোর্ড অব ডিরেক্টারের চেয়ারম্যান কুমার যদুনাথ রায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। এই উপলক্ষে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্র কুমার দাশ, অধ্যাপক প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ প্রমুখ বহু স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান প্রোডিউস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রজনীকান্ত পাল। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা।

রাজস্থান ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রসাদ পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—বণ্ড, ষ্টক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির কাজকারবার।

কে সি বংশল এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বংশল। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫৭, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স ও কমিশন এজেণ্টস্।

হাওড়া মোটর একসেসরিজ্ এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কিরণ চন্দ্র সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩।২, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—পেট্রোল, মোটর গাড়ী চালাইবার তেল, মোটর গাড়ীর বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাহ।

গাঙ্গুলী এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭।১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কমিশন্ এজেণ্টস্।

পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক ব্যবসা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেলাপুর কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **জিজিয়া ষ্টীম নেভিগেশান কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮/০ আনা। **সমস্তিপুর সেণ্ট্রাল সুগার কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **রায়েম সুগার কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **চম্পারণ সুগার কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **বোম্বে ষ্টীম নেভিগেশান কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **খরদহ্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ**—গত ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২।।০ আনা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব্ব সপ্তাহে আমরা যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত নূতন কিছু জানাইবার নাই। যথাপূর্ব্বং টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই বাজারের একমাত্র লক্ষণীয় বিষয়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় শতকরা ৷৷৹ আনা ও বোম্বাইএ শতকরা ।৹ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে বাজারে ঋণের চাহিদা দেখা যায় না। এক কথায় টাকার বাজারে একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে।

আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায় পূর্ব্বের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ তেজীর ভাব দেখা যায়। বাজারে এবার কিছু পরিমাণ ডলার বিলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, বিনিময় বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ দেখিয়া অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হইয়াছে বলা চলে না।

অবশ্য এই সপ্তাহের টাকার বাজার সম্পর্কে দুইটি নূতন পরিবর্ত্তনের খবর বলিবার আছে। আগামী সপ্তাহ হইতে ১০ কোটি টাকার স্থলে ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। বহু দিন পরে পুনরায় ইণ্টারমিডিয়েটে ট্রেজারী বিল বিক্রয় সুরু হইয়াছে। ইণ্টারমিডিয়েটের বিক্রয় হার ৯৯৸৹ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন ততদিন উক্ত বিলের বিক্রয় হইতে থাকিবে।

গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১৩ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৹ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটী টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৷৴৹ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ১৪ই ডিসেম্বর অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে এবং যে স্থানে ঐ তারিখে ছুটির দিবস সেখানে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়। গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে ৯৯৸৹ আনা দরে পূর্ব্ব-ঘোষিত সর্ত্তানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং আগামী ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ক্রয়বিক্রয় চলিতে থাকিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৭শে নবেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৩হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ২৮ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয়, ৪১ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩৭ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬৪ কোটি ৬৮লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫২৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫১৫/১৬ পে
টি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸৹

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা শৈথিল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। চট্টগ্রামে জাপানীদের বিমান হানার সংবাদে শেয়ার বাজারের উপর কতকটা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যাহা হউক শেয়ার বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা কেহই বিশেষ আশঙ্কার ভাব দেখাইতেছে না। সকলেই ভবিষ্যতে বাজারে কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় তজ্জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে।



কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। ৩॥• টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪৲ টাকা। মেয়াদী ঋণ পত্রসমূহের মধ্যে ২৸• আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯।• আনা, ৩৲ সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০৩৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫॥৴• আনা, ৪॥• সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ১৯৫২ সালের ইউ পি ঋণপত্র ৯৭৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলমালিকদের ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে বৈঠক বসিয়াছে তাহার ফলাফলের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দরে কতকটা নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে জাহাজে স্থান সঙ্কুলানের সুবিধা হওয়ায় পাট রপ্তানী করা সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় এবং পাটকলের শেয়ারের দরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর বিশেষ ভাবে নামিয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২৸• আনা এবং ২৪৸• আনা।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না।

চা-বাগান

চাবাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল। বানারহাট ৫৭৬৲ টাকা, বিশ্বনাথ ৩১৲ টাকা, হাতীকীরা ২৫৸৶• আনা, পাত্রখোলা ১০৪০৲টাকা, রায়গড় ১৪।• আনা. তেজপুর ১০॥৶• আনা এবং তুকভার ১৪৸• আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩।• আনা, ইণ্ডিয়া কপার করপোরেশন ২।• আনা, বি আই করপোরেশন ৬৶• আনা, বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৬॥• আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৯৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ৩০৸• আনা, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ ১০॥• আনা, এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ২৪।৶• আনা, ন্যাশনাল রোলিং মিলস ১১৸৶• আনা এবং সাদার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ৯৸৶• আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

২৸• সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ৯ই ডিসেম্বর—৯৯।• ৯৯॥৶•। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৪ঠা ডি:—১০২৸৶•; ৯ই—১০২৸৶•। ৩৲ সুদের দেশরক্ষা ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা ডিসে:—১০০॥৴•; ৭ই—১০০॥৶•; ৮ই—১০০॥৶•। ৩৲ সুদের দেশরক্ষা ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ৪ঠা ডিসে:—৯৫॥৶• ৯৫৸•; ৭ই—৯৫॥৴•; ৯ই—৯৫॥৴•। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা ডিসে:—৮০॥৶•; ৭ই—৮০।৶•; ৮ই—৮০৸•। ৩॥• সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা ডিসে:—৯৪৲ ৯৪৶•; ৭ই—৯৪৲ ৯৪৴•; ৮ই—৯৩৸৶• ৯৪।•; ৯ই—৯৪৲ ৯৪৴•। ৩॥• সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই ডিসে:—১০৩॥•। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৭ই ডিসে:—১১০।৴•; ৮ই—১১০।৴•। ৪॥• সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৮ই ডিসে:—১১৩৸৶•; ৯ই—১১৪৶•। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৪ঠা ডিসে:—১০৯৲ ১০৯৴•; ৯ই—১০৯৲ ১০৯৴•।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৭ই ডিসে:—৩০।৶• ৩০॥৶•; ৮ই—৩০৲ ৩০৸• বেঙ্গল ৪ঠা ডিসে:—৪০৪৲; ৭ই—৪০৫৲; ৯ই—৪০১৲। ভালগোড়া ৪ঠা ডিসে:—৬।• [৬।৴•; ৮ই—৬৶• ৬।৶•। বড়ধেমো ৪ঠা ডিসে:—৬॥•; ৮ই—৬।৴• ৬॥•। বরাকর ৪ঠা ডিসে:—১৪।৶• ১৪।৶•; ৭ই—১৪।•; ৮ই—১৪৶• ১৪।৶•। খেমোমেইন ৯ই ডিসে:—১৪৶•। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৪ঠা ডিসে:—১৮৸• ১৯৶•; ৭ই—১৮॥• ১৮॥৶•। ইকুইটেবল ৮ই ডিসে:—৩৬৲; (প্রেফ) ৪ঠা ডিসে:—১৪০৲; ৭ই—১৪২॥•; ৮ই—১৪৩৲। হুরিলাদি ৪ঠা ডিসে:—১৫৲; ৮ই—১৫৲; ৯ই—১৫৲। কাটরাস ঝরিয়া ৪ঠা ডিসে:—২৯।•; ৭ই—৩০৲; ৯ই—২৯৲। লাকুরকা ৪ঠা ডিসে:—১৩।৶• ১৩॥•; ৯ই—১৩।৶•। নিউবীরভূম ৪ঠা ডিসেম্বর—১৮৶• ১৮।•; ৭ই—১৭৸৶•; ৯ই—১৮৲। রাণীগঞ্জ ৪ঠা ডিসে:—২৮৲; ৯ই—২৮৲। সেন্ট্রা ৪ঠা ডিসে:—১৩॥৶• ১৪।•। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৭ই ডিসে:—২১৲; ৯ই—২০॥•। ভালচেড় ৪ঠা ডিসে:—২৸৶• ৩৶•; ৭ই—২৸• ২৸৶•; ৮ই—২৸৶•। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা ডিসে:—৩৩।৴•; ৮ই—৩২॥৴• ৩২৸৶•।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ৪ঠা ডিসে:—৯।৶• ৯॥•; ৭ই—৯৲ ৯।•; ৮ই—৮॥৶•; (প্রেফ) ৭ই ডিসে:—১১।• ১১।৶•। বেণারস কটন ৪ঠা ডিসে:—৯৸• ১০৲; ৭ই—৯।• ১০৴•; ৮ই—৯৲ ৯।•; ৯ই—৯।•। বেঙ্গল-নাগপুর কটন ৪ঠা ডিসে:—২৭৸•। কানপুর টেক্সটাইল ৪ঠা ডিসে:—১৬৶• ১৬॥•; ৭ই—১৬৶• ১৬।•; ৮ই—১৬৲ ১৬৶•। ডানবার ৭ই ডিসে:—২৮০৲; ৮ই—২৮০৲; ৯ই—২৭৬৲। কেশোরাম ৪ঠা ডিসে:—১৬।• ১৬॥৶•; ৭ই—১৬৶• ১৬॥•; ৮ই—১৬৲ ১৬৶•; ৯ই—১৫৸৶• ১৬৶•। মহালক্ষী কটন ৭ই ডিসে:—৩০।• ৩০॥•; ৮ই—৩০॥•; ৯ই—৩০৸•। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৪ঠা ডিসে:—৮।৶•; ৭ই—৮॥•; ৮ই—৮।•; ৯ই—৮৶• ৮।•; (প্রেফ) ৮ই ডিসে:—১১॥৶•।

পাটকল

আদমজী ৪ঠা ডিসে:—২৮৸৶•; ৭ই—২৭৸•; ৮ই—২৭।• ২৭৸৶•; ৯ই—২৭৸•। আগরপাড়া ৪ঠা ডিসে:—২৪॥• ২৪৸•; ৭ই—২৩।• ২৪।•; ৮ই—২৩।৴• ২৩॥•; ৯ই—২৩॥•। এলবিয়ন ৪ঠা ডিসে:—২১৩৲; ৮ই—২০৭৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ৪ঠা ডিসে:—৩৬৮৲; ৭ই—৩৬০৲ ৩৬৭৲; ৮ই—৩৫৯৲; ৯ই—৩৬১৲ ৩৬২৲। বালি ৪ঠা ডিসে:—২৬৬৲ ২৬৭৲; ৭ই—২৬৩৲ ২৬৬৲; ৮ই—২৬৭৲; ৯ই—২৬৫৲। বরানগর ৪ঠা ডিসে:—১১৪॥•;

৭ই—১১২৲ ১১৪॥০। বিরলা ৪ঠা ডিসেঃ—৩৬৸৵০ ; ৭ই—৩৬৷৵০ ; ৮ই—৩৬॥০ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১২৮৲। বজবজ ৯ই ডিসেঃ—৩৮০৲ ৩৮২৲। চাপদানী ৪ঠা ডিসেঃ—১৯৫৲ ; ৭ই—১৮৮৲ ১৯৩৲ ; ৮ই—১৯৩৲। ক্রেইগ ৪ঠা ডিসেঃ—২॥৶০ ; ৭ই—২॥০ ; ৮ই—২॥৴০ ২॥৵০ ; ৯ই—২॥৶০। ক্লাইভ ৭ই ডিসেঃ—২৪॥০ ; ৮ই—২৪৷৴০। ফোর্ট গ্লষ্টার ৪ঠা ডিসেঃ—৫৭৩৲ ৫৮৫৲ ; ৭ই—৫৬০৲ ৫৭৪৲ ; ৮ই—৫৬৩৲। ফোর্ট উইলিয়াম ৪ঠা ডিসেঃ—২৫৮৲ ; ৮ই—২৫৬৲ ; ৯ই—২৫৬৲। গ্যাঞ্জেস ৮ই ডিসেঃ—৩৬০৲ ৩৬৭৲ ; ৯ই—৩৬০৲। হাওড়া ৪ঠা ডিসেঃ—৫৬৸৵০ ; ৭ই—৫৫৸৵০ ৫৬॥০ ; ৮ই—৫৫॥৶০ ৫৬৲ ; ৯ই—৫৫॥০ ৫৫৸০। হুকুমচাঁদ ৪ঠা ডিসেঃ—১৯॥৴০ ১৯৸৵০ ; ৭ই—২০৲ ২০৸৵০ ; ৮ই—২০৵০ ২০৸০ ; ৯ই—২০॥০ ২১৵০। ইণ্ডিয়া ৪ঠা ডিসেঃ—৪৬৮৲ ৪৭১৲ ; ৭ই—৪৬৪৲ ৪৬৬৲ ; ৯ই—৪৫৭৲ ৪৬৬৲। কামারহাটী ৪ঠা ডিসেঃ—৫১৯৲ ; ৭ই—৫১৫৲ ; ৮ই—৫১৮৲ ৫২১৲ ; ৯ই—৫১৮৲। কাঁকনাড়া ৭ই ডিসেঃ—৪১৫৲ ৪১৬৲ ; ৮ই—৪০৯৲ ৪১০৲। কিনিসন ৭ই ডিসেঃ—৩৫০৲ ; ৮ই—৩০৬৲ ৩৪৮৲ ; ৯ই—৩৫০৲ ৩৫২৲। লরেন্স ৭ই ডিসেঃ—২৩৬৲ ২৪৪৲। ন্যাশনাল ৪ঠা ডিসেঃ—২৫৷০ ২৫৷৵০ ; ৮ই—২৪॥০ ২৫৶০ ; ৯ই—২৪৸০ ২৪৸৵০। নেলিমার্লা ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৷০ ১৫॥৵০ ; ৯ই—১৫॥৴০ ১৫৸০। নদীয়া ৪ঠা ডিসেঃ—৭৩৸০ ৭৪॥০ ; ৭ই—৭৩॥০ ৭৪৲ ; ৮ই—৭৩৲ ৭৪৲ ৯ই—৭৩৸০ ৭৪৲। ওরিয়েণ্ট ৪ঠা ডিসেঃ—২০০৲ ২০১৲ ; ৭ই—১৯১৲ ১৯৯৲ ; ৮ই—১৮৭৲ ১৯৪৲ ; ৯ই—১৯৬৲। প্রেসিডেন্সী ৪ঠা ডিসেঃ—৬৷৴০ ৬৷৵০ ; ৭ই—৬৶০ ; ৯ই—৬৴০। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৲ ; ৯ই—১৫৷০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৯ই ডিসেঃ—২২৫৲ ২২৮৲। ওয়েভার্লি ৪ঠা ডিসেঃ—৩॥৵০ ৩৸৵০ ; ৮ই—৩৷০ ; ৯ই—৩॥৶০ ৩৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ৭ই ডিসেঃ—১৬॥৴০ ১৭৷০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ৪ঠা ডিসেঃ—১৩৸৴০ ১৪৲ ; ৭ই—১৩৸৵০ ; ৮ই—১৪৲ ১৪৵০। বৃটিশ-ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কনষ্ট্রাকসন ৪ঠা ডিসেঃ—১৩॥০ ১৪৷০ ; ৭ই—১১৵০ ; ৮ই—১০৸৶০ ১১৷০ ; ৯ই—১১৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৮ই ডিসেঃ—৩৫৪৲ ; ৯ই—৩৫৬৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা ডিসেঃ—৩৪৵০ ৩৪৶০ ৩৪৷০ ৩৪৷৶০ ৩৪॥০ ৩৪॥৵০ ৩৪৸০ ; ৭ই—৩৩৷৴০ ৩৩৷৵০ ৩৩॥৴০ ৩৩॥৵০ ৩৩॥৶০ ৩৩৸০ ৩৩৸৴০ ৩৩৸৵০ ৩৩৸৶০ ; ৮ই—৩৩৷০ ৩৩৷৴০ ৩৩৷৵০ ৩৩৷৶০ ৩৩॥০ ; ৯ই—৩৩॥৵০ ৩৩৸০। কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ৪ঠা ডিসেঃ—৬৷০ ৬৷৶০ ; ৭ই—৬৷৵০ ৬॥৴০ ; ৯ই—৬॥৴০ ৬৸০ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১৬৬৲ ১৬৭৲ ; ৮ই—১৬৬৲ ১৬৮৲। ষ্টীল করপোরেশন ৪ঠা ডিসেঃ—২৫৶০ ২৫৷৵০ ২৫৷৶০ ২৫॥০ ২৫॥৴০ ২৫॥৵০ ২৫॥৶০ ২৫৸০ ; ৭ই—২৪৷৴০ ২৪৷৵০ ২৪৷৶০ ২৪॥০ ২৪৸০ ২৪৸৴০ ২৫৶০ ২৫৷০ ; ৮ই—২৪॥৵০ ২৪॥৶০ ২৪৸০ ২৪৸৴০ ২৪৸৵০ ২৪৸৶০ ; ৯ই—২৪৸৵০ ২৫৲ ২৫৵০ ২৫৷০ ; (প্রেফ) ৪ঠা ডিসেঃ—১১৫॥০ ; ৭ই—১১৬৲ ১১৬॥০ ১১৭॥০ ; ৮ই—১১৭॥০ ; ৯ই—১১৭॥০। ষ্টীল প্রডাক্টস ৭ই ডিসেঃ—৭৷০ ; ৯ই—৭৷০।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ৮ই ডিসেঃ—১৭৩৲ ১৭৩॥০ ; ৯ই—১৭২॥০ ১৭৩৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৪ঠা ডিসেঃ—১৭১৲ ১৭৩৲ ; ৭ই—১৭১৲ ; ৯ই—১৭০৲। ওরিয়েণ্ট পেপার ৮ই ডিসেঃ—২৫॥০ ; ৯ই—২৫৷৶০ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১০৯৲ ১০৯॥০ ; ৯ই—১০৯॥০। শ্রীগোপাল পেপার ৪ঠা ডিসেঃ—২০৷০ ; ৮ই—২০৲ ; (প্রেফ) ৯ই ডিসেঃ—১৩৯॥০। ষ্টার পেপার ৪ঠা ডিসেঃ—২০॥০ ২০॥৶০ ; ৮ই—২০৵০। টিটাগড় পেপার ৪ঠা ডিসেঃ—২২৸৵০ ২৩৵০ ; ৭ই—২২৷৵০ ২২৸০ ; ৮ই—২২॥০ ; ৯ই—২২৷৴০ ; (প্রেফ অর্ডি) ৭ই ডিসেঃ—৫৷৶০ ৫॥০ ; ৯ই—৫॥০।

চিনির কল

বলরামপুর ৭ই ডিসেঃ—১৩৲। বেলসাণ্ড ৪ঠা ডিসেঃ—৮৲ ৮৴০ ; ৮ই—৭৸৵০ ; ৯ই—৮৲। বুলাণ্ড ৪ঠা ডিসেঃ—৪৪৷৵০ ৪৪৸০ ; ৮ই—৪৪॥০ ; ৯ই—৪৪৲ ৪৪৸০। কেরু এণ্ড কোং ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৸৴০ ; ৭ই—১৫৷৵০ ১৬৲ ; ৮ই—১৫॥০ ; ৯ই—১৫॥০ ১৫॥৵০ ; (প্রেফ) ৭ই ডিসেঃ—১৫২৲ ; ৯ই—১৫৩৲ ১৫৪৲। দারভাঙ্গা সুগার ৪ঠা ডিসেঃ—১৯৲ ; ৮ই—১৮॥৴০ ১৮৸৵০ ; ৯ই—১৮॥৴০। ডায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারিজ ৭ই ডিসেঃ—১২৲ ; ৮ই—১১৸৵০ ১২৲। গোয়ালিয়র সুগার ৭ই ডিসেঃ—২০৫৲ ; ৮ই—২০৩॥০ ২০৪৲ ; ৯ই—২০২৲ ; (প্রেফ) ৪ঠা ডিসেঃ—১৫৩৲ ১৫৫৲ ; ৯ই—১৫৪৲ ১৫৭৲। নিউ সাভান ৭ই ডিসেঃ—১৪৲। প্রতাবপুর ৭ই ডিসেঃ—১৩৸০। রাজা ৮ই ডিসেঃ—৪৫৸০। সমস্তীপুর ৯ই ডিসেঃ—১৪৲। সাউথ বিহার (অর্ডি) ৪ঠা ডিসেঃ—২০৸৵০ ২১৲ ; ৮ই—২০৸০। শ্রীসীতারাম ৭ই ডিসেঃ—১৬৷০ ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ৪ঠা ডিসেঃ—১৪॥৵০ ১৫৲ ; ৭ই—১৫৲ ; ৮ই—১৪৸৵০ ১৫৵০ ; ৯ই—১৫৲ ১৫৷০।

ডিবেঞ্চার

৩৲ সুদের (১৯৭৬-৬৬) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৭ই ডিসেঃ—৯২৸৵০। ৩৲ সুদের (১৯৩৭-৬২) ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৭ই ডিসেঃ—৯২॥০। ৩৸০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রীজ ৮ই ডিসেঃ—৯৬৸০ ; ৯ই—৯৪৲। ৪৲ সুদের (১৯১৪-৭৪) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ডিসেঃ—১০২৷০। ৫৲ সুদের (১৯২৯-৫৭) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ৭ই ডিসেঃ—১১৪৲। ৫৲ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ডিসেঃ—১১১॥০। ৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৮) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৪ঠা ডিসেঃ—১১১॥০। ৫॥০ সুদের (১৯৩৭-৪৭) ডালমিয়া সিমেণ্ট ৯ই ডিসেঃ—১০৫৲। ৫॥০ সুদের (১৯১৫-৩০-৫০) ডালহৌসী প্রপার্টি ৯ই ডিসেঃ—১০১॥০। ৫॥০ সুদের (১৯২৯-৫৯) ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৭ই ডিসেঃ—১১৭৲। ৫॥০ সুদের (১৯৩৪-৪৪) বেলসাণ্ড সুগার ৯ই ডিসেঃ—১০১৲। ৫॥০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ৮ই ডিসেঃ—১০৪৷০। ৫॥০ সুদের (১৯৫৬-৮৬) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ৮ই ডিসেঃ—১১৬৸০।

ব্যাঙ্ক

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ডিসেঃ—১২৵০ ; ৮ই—১২৲ ১২৵০ ৯ই ১২৲ ১২৵০। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ডিসেঃ—৫৬॥০। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭ই ডিসেঃ—১০৪॥০ ; ৮ই—১০৪৲ ; ৯ই—১০৪৲ ১০৪॥০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। আলগা পাটের বাজারে ও পাকা বেল বিভাগে মিলমালিক পক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় ক্রয়ের দিকে আর আগ্রহ দেখাইতেছেন না বলিয়াই পাটের দর নামিয়া পড়িতেছে এরূপ অনুমিত হয়। পাটের দর যাহাতে আর না চড়িয়া যায় সেই বিষয়ে মিলমালিকগণ হুঁসিয়ার রহিয়াছেন। অথচ বিক্রেতা মহল পড়্তি দরেও মাল বেচিতে চাহিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, বাজারে মজুত পাট বেশী নাই এবং যানবাহন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মফঃস্বল হইতে পাটের বিশেষ সরবরাহ হইতে পারিতেছে না।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ সামান্য হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে জাত মিডল পাটের দর ছিল ১৬।৷০ আনা সেক্ষেত্রে আলোচ্য সপ্তাহে উহা নামিয়া ১৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও কাজকারবারের পরিমাণ অল্পই হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে। জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৷৵০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ১৮৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ১৭৷৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭।০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২৩৷০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২৩।৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ২৩৲ টাকা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২।৵০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব দেখা যায়। বোম্বাইএ ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের সহিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে কি স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহা না জানা পর্য্যন্ত কাপড়ের দর বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রচুর পরিমাণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের উৎপাদন হইতে থাকিলে অন্যান্য বস্ত্রের দর বর্ত্তমানের ন্যায় এত অধিক চড়া থাকিবে না বলিয়াই মনে হয়। এবার শীতবস্ত্রের ক্রয়বিক্রয় যৎসামান্য। কেন না, বাজারে মজুত শীতবস্ত্রের পরিমাণ খুব কম এবং ব্যবসায়ীরাও বিক্রয়ের জন্য বিশেষ ব্যগ্র নহেন। সুতরাং শীতবস্ত্রের দর হ্রাস পাইবার আপাততঃ কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে যাওয়ায় সোণার বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা নাই এবং সোণার কাজকারবারেও বিশেষ কেহ আগ্রহ দেখাইতেছে না। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা ৬৪৵০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৷৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৪।৵০ আনা। বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৪।⁄০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ১০৩।০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০২।০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ১০২৷০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডন ও নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল যথাক্রমে ২৩½ পেন্স এবং ৪৪¾ সেণ্ট।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

গত ৮ই ডিসেম্বর চায়ের ২৬ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—বাজার আরম্ভ হওয়ার দিকে চায়ের দরে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ভাল 'অরেঞ্জ পিকো' শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল এবং সাধারণ ও মাঝারি ধরণের ভাঙ্গা চায়ের দরও কমিয়াছিল পাউণ্ড প্রতি ⁄৬ পাই। 'অরেঞ্জ ফেনিং' শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে ⁄০ আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর তেজী ছিল। পরিষ্কার পাতা চায়ের দর স্থির ছিল কিন্তু ডাঁটা চায়ের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। সবুজ চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে।৵০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৬ পাই হইতে ⁄০ আনা পর্য্যন্ত।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ⁄০ আনা এবং আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৩৸৵০ আনা হইতে ৪৲ টাকা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৮।৵০ আনা হইতে ৮৷০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা রেড়ির খৈলের কাজ-কারবারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খৈল ক্রয় করিয়াছিল।

সরিষার খৈল—এসপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২৸৵০ আনা হইতে ৩৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা

প্রতি হন্দরপ্রতি বস্তা সরিষার তৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্ত অতিরিক্ত ।• আনা ধার্য্য করিয়া) ৬৷৷• আনা হইতে ৬৷৷৵• আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সরিষার তৈল ক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং সরিষার তৈলের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে সাধারণ কাজকারবার হয়; কিন্তু চামড়ার দরে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে। শুকনো-লবণাক্ত ছাগলের চামড়া ক্রয় করিবার জন্ত নিউইয়র্ক হইতে অনেক ফরমায়েস আসিয়াছিল। চীনা চর্ম্মকারেরা গরুর চামড়া ক্রয় করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বিভিন্ন প্রকারের চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৪৩ হাজার টুকরা ৬৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা; ঢাকা-দিনাজপুর ৮৪ হাজার ৫ শত টুকরা ৮০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ৩৮ হাজার ৭ শত টুকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ১ হাজার ৯ শত টুকরা ৯৷৷• আনা হইতে ১০৸• আনা, আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৪ হাজার ১ শত টুকরা ১২০৲ টাকা হইতে ১৯০৲ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে), আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৮ হাজার ২ শত টুকরা ৬৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা, আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৫ হাজার টুকরা ।৩ পাই হইতে ।৬ পাই এবং আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৫ শত টুকরা ।/৬ পাই হইতে ।৵৬ পাই।

আই এ, আই এস সি এবং ম্যাট্রিকুলেশনে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিভোগী ছাত্র

১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক গৃহীত আই এ এবং আই এস সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিভোগী যে সকল ছাত্রছাত্রীগণ ১৯৪২ সালের ১লা জুন হইতে দুই বৎসর কাল মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া পাইবেন এবং যে সকল ছাত্রছাত্রী উক্ত সময়ের জন্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিভোগী হিসাবে মাসিক ১৬৲ টাকা করিয়া পাইবেন তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

আই এ

(১) শ্রীহরগৌরীনারায়ণ গুপ্ত (কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ); (২) কল্যাণকুমার দত্ত (প্রেসিডেন্সী কলেজ); (৩) নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (মেদিনীপুর কলেজ); (৪) নারায়ণচন্দ্র সাহা (বঙ্গবাসী কলেজ); (৫) বিমলেন্দু ঘোষ (বরিশাল বি এম কলেজ); (৬) সত্যমাধব দত্ত চৌধুরী (কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ); (৭) রামকৃষ্ণ শর্ম্মা (কালিম্পং এস ইউ এম ইনষ্টিটিউশন)।

আই এস-সি

(১) শ্রীবিমলেন্দু ঘোষ (প্রেসিডেন্সী কলেজ); (২) অরুণকুমার চৌধুরী (সেন্ট পলস্ কলেজ); (৩) সুকুমার বিশ্বাস (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ); (৪) চিত্তপ্রসাদ দে (প্রেসিডেন্সী কলেজ); (৫) অসিতকুমার মিত্র (প্রেসিডেন্সী কলেজ)।

আই এ ও আই এস-সি (ছাত্রী)

(১) শ্রীনীলিমা মজুমদার (বেথুন কলেজ); (২) ইন্দিরা দত্ত (সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ)।

ম্যাট্রিকুলেশন

(১) শ্রীঅশেষপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা টাউন স্কুল), (২) অজিতকুমার দাশগুপ্ত (বালিগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল), (৩) শিবপ্রসাদ সমাদ্দার (বরিশাল জেলা স্কুল), (৪) সুনীল রায় চৌধুরী (বালীগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল), (৫) শান্তিব্রত ঘোষ (রংপুর জেলা স্কুল), (৬) কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য (বালীগঞ্জ জগবন্ধু ইনষ্টিটিউশন), (৭) ধনঞ্জয় নসিপুরী (কান্দী রাজ হাই স্কুল), (৮) বনমালী দাস (শ্যামবাজার এ ভি স্কুল), (৯) কান্তিভূষণ মুখোপাধ্যায় (নৈহাটী মহেন্দ্র হাই স্কুল) (১০) অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া মহীয়ারী কুণ্ডু চৌধুরী ইনষ্টিটিউশন), (১১) অশোককুমার রায় (বরিশাল জেলা স্কুল), (১২) অজিতকুমার বিশ্বাস (কৃষ্ণনগর সি এম এস সেণ্ট জনস হাই স্কুল), (১৩) সনৎকুমার চট্টরাজ (বর্দ্ধমান এথোরা এস সি ইনষ্টিটিউশন), (১৪) নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা সরস্বতী ইনষ্টিটিউশন)।

ছাত্রী

(১) শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী (ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী হাইস্কুল), (২) ইভা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা কমলা গার্লস হাইস্কুল), (৩) গীতি দত্ত (কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল), (৪) জয়া সেন (কলিকাতা দেশবন্ধু গার্লস হাইস্কুল)।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

থিবীর সর্ব্বত্র কোটি কোটি লোকের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা করিয়াছে, সেই মহান্ কার্য্যের জন্য আমি গর্ব্ব অনুভব করি। সেই বৃটিশ সাম্রাজ্য যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের তথা মনুষ্য জাতি শত্রুরই শুধু সুবিধা হইবে।"

* * *

ইংরেজরা নিজেদের সাম্রাজ্যের গুণকীর্ত্তনে ও সংরক্ষণে পঞ্চমুখ হইবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদ বজায় রাখিবার জন্য মার্কিন পুঁজিবাদও এখন প্রচারক ও সমর্থক হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দীর্ঘকাল পরপদানত, শোষিত, বঞ্চিত দেশগুলি সম্পর্কে মিঃ রুজভেল্ট টু শব্দও করিতেছেন না। তিনি বুদ্ধিমান। মৌনতা ভঙ্গ করিলেই স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি মার্কিন গবর্ণমেণ্টের আসল অভিপ্রায় আর গোপন রাখা চলিতেছে না। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে বিস্তর খানাপিনা ও দহরম-মহরম সারিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মিসেস্ রুজভেল্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরূপ সমালোচকদের উপর খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ থাকিবে কি থাকিবে না সে প্রশ্নের জবাব মিঃ উইকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সুযোগ্যা পত্নীর উক্তি হইতেই পাইতে পারেন।

* * *

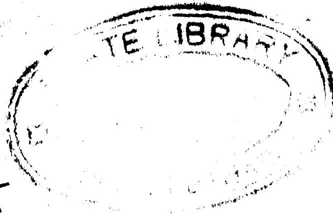
মার্কিনদের মধ্যে কিছু কিছু সমর্থক যোগাড় করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ভারত সম্পর্কে প্রবল জনমতের সম্মুখেও লর্ড হালিফ্যাক্স এরূপ নির্লজ্জ উক্তি করিতে পারিয়াছেন, "আমি জানি, এদেশের জনমত ভারত সম্পর্কে খুব উৎকণ্ঠিত। মাঝে মাঝে অনেকে এমন ভাবে কথা বলেন, যেন সমস্যাটা জলের মত সহজ; অর্থাৎ একটা পরাধীন জাতি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে, আর অপর এক জাতি তাহাকে পদানত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য যদি তাহাই হইত, তবে আর কোন সমস্যাই থাকিত না।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ স্পষ্টতঃ নিজের অনুকূলে জনমত গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। এদিকে বিভিন্ন পত্রিকা, বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অভিযোগ ও সমালোচনার মধ্য দিয়া আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট আভাষ পাইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রকৃত গণতন্ত্র বনাম ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে। ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমরা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে যে শাসননীতির পরিচয় পাইতেছি তাহাতে সাম্রাজ্যবাদ এখনও তাহার শক্ত শিকড় শুধু গাড়িয়াই বসিয়া নাই, পরন্তু যুদ্ধের পরেও যাহাতে সাম্রাজ্যবাদের অবাধ আধিপত্য সর্ব্বাংশে বজায় থাকে তাহার জন্য সকল দিক দিয়া আঁটঘাট বাঁধিবার চেষ্টা চলিতেছে।

ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ২৭ লক্ষ ৪৫ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে আলোচ্য বৎসরে কি পরিমাণ তিলের চাষ হইয়াছে তাহার একটী তুলনামূলক হিসাব ১৯৪১-৪২ সালের সহিত দেওয়া হইল। বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাসমূহ ১৯৪১-৪২ সালের তিল চাষের জমির পরিমাণের হিসাব রূপে ধরা হইয়াছে; মাদ্রাজ প্রদেশে ৪৯০,০০০ একর (৪৩৫,০০০ একর); বোম্বাই প্রদেশে ৫১৮,০০০ একর (৪৬০,০০০ একর); মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৪৯১,০০০ একর (৪৮১,০০০ একর); বাঙ্গলা ১২৫,০০০ একর (১৩১,০০০ একর); বিহার ১১৮,০০০ একর (১১৬,০০০ একর); উড়িষ্যা ৯১,০০০ একর (৮৬,০০০ একর); পাঞ্জাব ৮৯,০০০ একর (৮০,০০০ একর); আজমীড়-মারোয়াড়া ১০,০০০ একর (৩,০০০ একর); সিন্ধু ৮,০০০ একর (৭,০০০ একর); হায়দরাবাদ ৩২০,০০০ একর (২৬৯,০০০ একর); ভূপাল ৪৮,০০০ একর (৫৪,০০০ একর); কোয়েটা ৪৭,০০০ একর (৪৮,০০০ একর); বরোদা ৪০,০০০ একর (৩৭,০০০ একর)॥

ফোন—বড়বাজার, ৬৮৮২   কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট



আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ   কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২   ৩২শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

চাউল সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব

চাউলের দর ক্রমাগত বাড়িয়া দেশে এক জটিল খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য এপর্য্যন্ত কোনরূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। অর্ডিনান্স ও ইস্তাহার মারফতে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন। তাহাও চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের কোন কোন স্থলে চাউলের দর মণকরা ১৬।১৭ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, আর আড়ৎদার ও দোকানদারেরা প্রকাশ্য দিবালোকে বসিয়াই সেই দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে। আশা করা গিয়াছিল এই নিদারুণ ব্যর্থতার পর গবর্ণমেণ্ট নিজেদের দোষত্রুটি বুঝিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য অন্ততঃ এখন হইতে খাদ্যসমস্যা সমাধান সম্পর্কে একটা সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি (বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ কার্য্যনীতি কি হইতে পারে গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে আমরা তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি) অবলম্বনে সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপ্রদেশের চাউল সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি তাঁহারা যে বিবৃতি দিয়াছেন উহা পাঠ করিয়া তাঁহাদের সেরূপ কোন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং একদিকে বাঙ্গলায় চাউলের কাল্পনিক প্রাচুর্য্য দেখাইয়া ও অপরদিকে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য উহার মজুতকারীদিগকে দায়ী করিয়া তাঁহারা যেভাবে ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে আসল সমস্যা সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা খুবই সুস্পষ্ট। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, এবৎসর বাঙ্গলায় উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ যে গতবারের তুলনায় অনেক কম হইবে তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, গত ১৯৪১-৪২ সালে এপ্রদেশে প্রচুর চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপন্ন কৃষকেরা ও সহরের ধনী লোকেরা গতবারের সেই চাউল হইতে বিস্তর চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত অভাবের সময়ে (যেন অভাব এখনও দেখা দেয় নাই!) সেই জমানো চাউল অবশ্যই দেশের লোকের কাজে আসিবে। অতীতে অনেক অজন্মার বৎসরেও বাঙ্গলার কৃষকেরা খাইয়া বাঁচিয়াছে। এবার যখন দেশের ধনী শ্রেণীর হাতে বিস্তর পরিমাণ উদ্বৃত্ত চাউল রহিয়া গিয়াছে তখন বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে চাউল সমস্যা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত বা ভীত হইবার কি আছে?

এই ভাবে তিন তুড়ি দিয়া গবর্ণমেণ্ট যেভাবে চাউল সমস্যাটিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। দেশে চাউলের যোগান ও চাহিদা ভালরূপ বিশ্লেষণ না করিয়া মুখে মুখে চাউলের উদ্বৃত্ত দেখাইয়া সাধারণকে এই ভাবে ধাপ্পা দেওয়ার কি অর্থ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার দেখাইয়াছি যে, এপ্রদেশবাসীদের স্বাভাবিক চাহিদা মিটাইবার জন্যই প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় ন্যায্যতঃ ৩১ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। তাহার উপর বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে বিস্তর চাউল আবশ্যক হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্ট এপ্রদেশ হইতে বাহিরে চাউল প্রেরণ করিতে আরম্ভ করায় এক্ষণে চাউলের চাহিদা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ বাহির হইতে বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে চাউলের একেবারেই আমদানী হইতেছে না; এ প্রদেশে চাউলের উৎপাদন ও চাহিদা মিটাইবার [illegible]

১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় কিছু বেশী চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাও ২৭ কোটি মণের চেয়ে বেশী নয় বলিয়া সরকারী পূর্ব্বাভাষে বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ২৭ কোটি মণ চাউল দ্বারা এপ্রদেশের স্বাভাবিক চাহিদা ও তদুপরি যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইয়া কিভাবে বাঙ্গলার লোকদের হাতে বিস্তর চাউল উদ্বৃত্ত রহিয়া গেল তাহা আমরা কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একথা সত্য যে, দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বর্ত্তমানে ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু চাউল ধরিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই ভাবে জমানো চাউলের পরিমাণ এতই সামান্য যে, উহার উপর নির্ভর করিয়া এপ্রদেশের চাউলের অভাব মিটাইবার চেষ্টা নিতান্ত আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নহে।

চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়াতেই দেশে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিয়াছে। আড়ৎদার ও দোকানদারদের অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তির দরুণ সেই অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা কৃত্রিমভাবেও কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই চাউল সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে একদিকে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অপর দিকে চাউলের ব্যবসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের বর্ত্তমান বিবৃতিতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বনের আভাষ দেন নাই। অপরদিকে যেসব লাভখোর ব্যবসায়ী চাউল নিয়া জুয়াখেলা সুরু করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে নিছক কয়েকটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদেব কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। এদেশবাসীর বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে গবর্ণমেণ্টের এই শূন্যগর্ভ বিবৃতি তাঁহাদের চরম দায়িত্বহীনতাই প্রমাণিত করিতেছে।

যুদ্ধ ও ভারতের রাসায়নিক শিল্প

যুদ্ধের দরুণ ভারতে যে সকল শিল্পের সম্প্রসারণ হইয়াছে, রাসায়নিক শিল্প তাহাদের মধ্যে অন্যতম। রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুতকারী পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ত্তমানে তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং নূতন নূতন রাসায়নিক দ্রব্য এবং ঔষধপত্রাদিও উৎপাদন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের সুযোগে কয়েকটী নূতন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানও দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উন্নতিশীল দেশসমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, রাসায়নিক শিল্পের ব্যাপারে ভারতবর্ষ এখনও শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পের জন্য যে সকল খনিজ পদার্থ এবং উদ্ভিজ্জ সম্পদের প্রয়োজন ভারতে তাহার পর্য্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও এই দেশ সেই সকল মাল কাজে লাগাইবার সুযোগ সুবিধা খুব অল্পই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। ভারতে শিল্প প্রসারণের কোনরূপ ব্যাপক ও সুসংহত জাতীয় পরিকল্পনা না থাকায় ভারতের রাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ষকে বিদেশের প্রস্তুত রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্যাদি বেশী মূল্য দিয়া আমদানী করিতে হইতেছে। ভারতের রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পের এইরূপ পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সভায় সুযোগ্য সভাপতি মিঃ জে এন লাহিড়ী যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসায়নিক শিল্পে গন্ধকের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ১৯৪০ সালে বেলুচিস্তানে ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগ প্রায় ১০ হাজার টন পরিশোধিত গন্ধক পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ একটী পাহাড়ের সন্ধান পাইয়াছেন। অথচ এই গন্ধক উত্তোলন করিয়া অদ্যাবধি ইহাকে কোনরূপ ব্যবহারিক রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বরং মিঃ লাহিড়ীর মতে বিদেশে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ প্রেরণ করিবার জন্য এদেশে তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। ভারতে কয়েকটী রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সাজিমাটী (সোডা এস), কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার এবং কৃত্রিম এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার করিয়াছে বটে; কিন্তু অন্য অনেক অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের এখনও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তামা পরিশ্রুত করা, রঙ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য সালফিউরিক এসিডকে রূপান্তরিত করা, ক্ষারজাতীয় জিনিষ তৈয়ার করা, পারমাঙ্গানেট এবং ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা যদি ভারতবর্ষে সুরু না হয় তাহা হইলে কখনও এদেশে রাসায়নিক শিল্পের সম্যক প্রসার সাধিত হইবে না। ইহাছাড়া ঔষধপত্রাদি প্রস্তুত করার জন্যও ভারতের উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি কাজে লাগাইতে হইবে। ভারত সরকারের অধীনে যে শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে তাহার কর্ত্তব্য হইবে ভারতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য যথোচিত উৎসাহ দেওয়া। দেশের শিল্পপতিগণেরও এই সম্বন্ধে বিশেষ গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে। যাহাতে তাহাদের অর্থ ভারতে রাসায়নিক শিল্পের ক্রমোন্নতির জন্য নিয়োজিত হয় তজ্জন্য তাহাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। ভারত সরকারেরও একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে ভারতের কাঁচামাল রাসায়নিক শিল্পে লাগান যায় তজ্জন্য এদেশীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারকদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুযোগ সুবিধা দান করা।

বিজ্ঞপ্তি

বড়দিন উপলক্ষে "আথিক জগৎ" কার্য্যালয় আগামী ২৪শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১লা জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। আগামী ২৮শে ডিসেম্বর "আথিক জগৎ" প্রকাশিত হইবে না। "আর্থিক জগতের" পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৩, সোমবার প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার,—"আথিক জগৎ"

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রবর্ত্তনে মোহিনী মিলের উদ্যোগ

পরিধেয় বস্ত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা আজ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নির্দ্ধারিত মাপের সস্তা কাপড় (ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ) প্রচলন করা হইবে বলিয়া যে ভরসা দিয়াছিলেন তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হইল না। এদেশে জনকল্যাণমূলক কোন বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলে সরকারী বিচার বিশ্লেষণের মাত্রা এত বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু করা আর হইয়া উঠে না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রস্তাব নিয়া গবর্ণমেণ্ট যেভাবে ক্রমাগত টালবাহনা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে সরকারী চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে দেশে এই বস্তুটি প্রচলিত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। কাজেই বিপাকে পড়িয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে একটা আশু সুব্যবস্থার জন্য জনসাধারণ আজ দেশের কাপড়ের কলের মালিকদের সুবিবেচনার উপরই নির্ভর করিতেছে। দেশের দরিদ্র লোকদের একান্ত দুর্দ্দিনে তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া দেশীয় কাপড়ের কলের মালিকেরা যদি তাঁহাদের কতকাংশ তাঁত ঐ বাবদ নিয়োগ করেন, তবে অচিরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের উৎপাদন সুরু হইয়া দেশবাসীর দুঃখ লাঘবে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে। আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, বাঙ্গলার সুবিখ্যাত মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের পরিচালকগণ দেশের একান্ত দুর্দ্দিন লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানে এই ধরণের কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা এখন হইতে তাঁহাদের কতকাংশ তাঁত সাধারণের ব্যবহারোপযোগী নির্দ্ধারিত মাপের সস্তা কাপড় তৈয়ারে নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ঐ কোম্পানীর কলে ৯ গজ ৪৪ ইঞ্চি মাপের সস্তা ধুতি ও ১০ গজ ৪৩ ইঞ্চ মাপের সস্তা শাড়ী তৈয়ারের কাজ সুরু করা

হইয়াছে। এই বস্ত্রের জোড়া প্রতি দর নির্দ্ধারিত হইয়াছে ৩৷৷৹ টাকা ও ৪৲ টাকা। আমরা নিজেরা মোহিনী মিলের উৎপন্ন এই শ্রেণীর কাপড় স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এই কাপড় আমাদের নিকট সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী বলিয়াই মনে হইয়াছে। মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ যে কাপড় জোড়া প্রতি ৩৷৷৹ টাকা ও ৪ টাকা দরে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন বাজারে তাহার বর্ত্তমান দর ৬৷৷ টাকা ও ৮ টাকার কম নহে। বাজারের তুলনায় এত কম দরে বস্ত্র বিক্রয় করিতে গেলে আজিকার দিনে যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, দেশের জনসাধারণের জন্য সেরূপ স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত হইয়াই কোম্পানীর পরিচালকগণ উপরোক্ত শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ারে ব্রতী হইয়াছেন। মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের এই মহান দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার, অন্যান্য কাপড়ের কলের মালিকেরা যদি এখন হইতে এইভাবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের কাজে যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করেন, তবে বস্ত্র সম্পর্কে সাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা অনেকটা অপনোদিত হইবে সন্দেহ নাই।

সাধারণ রীতি অনুযায়ী পাইকার ও আড়তদারদের মারফতে বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিলে এই বস্ত্র সম্পর্কেও একটা লাভের ব্যবসা সুরু হইতে পারে। আর তাহাতে গরীবদের হাতে সস্তা দরে কাপড় পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যও মাটি হইয়া যাইতে পারে। সেজন্য মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের উৎপন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, বিভিন্ন এলাকায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করিবেন এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মারফতে নির্দ্ধারিত দরে তাহা জনসাধারণের হাতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। আগামী মাসের মধ্যভাগে তাঁহারা তাঁহাদের উৎপন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ চালান দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। বিভিন্ন এলাকার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দ্ধারিত কমিশনে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ের এজেন্সী গ্রহণের জন্য কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টদের আফিসে (কুষ্টিয়া—নদীয়া) আবেদন করিতে পারেন। বাঙ্গলায় বহু আকাঙ্ক্ষিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন সম্পর্কে মোহিনী মিলস্ লিমিটেডের এই সময়োচিত উদার প্রচেষ্টা আমরা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। সেজন্য কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতে বিভিন্ন ফসলের চাষ

ভারতের কৃষি সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, ঐ সালে বৃটিশ ভারতের মোট ৫১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২১ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করা হইয়াছে। যে সব জমিতে একবারের বেশী চাষ হইয়া থাকে তাহা আলাদাভাবে বরাদ্দ করিলে বৃটিশ ভারতে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর দাঁড়ায়। ১৯৩৯-৪০ সালে দেশে এইরূপ জমির পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ একর। সেই হিসাবে এক বৎসরে দেশে আবাদী জমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ একর পরিমাণে বাড়িয়াছে বলা চলে। উক্ত জমির মধ্যে এবার ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ হইয়াছে। বাকী ৫ কোটি একর জমিতে তুলা ও পাট প্রভৃতি শ্রেণীর ফসলের আবাদ হইয়াছে। মোট আবাদী জমির মধ্যে ধান শতকরা ২৮ ভাগ, যব ১৬ ভাগ, গম ১১ ভাগ, তিসি ৭ ভাগ, তুলা ৬ ভাগ ও ছোলা ৫ ভাগ জমি অধিকার করিয়াছিল। বাকী জমিতে শতকরা ২ ভাগ (মোট আবাদী জমির) হিসাবে বার্লি, ভুট্টা, ইক্ষু ও পাটের চাষ হইয়াছিল। বিভিন্ন ফসলের মধ্যে আলোচ্য বৎসরে ছোলা, বজ্রা, ইক্ষু, তুলা ও পাটের চাষ পূর্ব্বের তুলনায় ১০ লক্ষ একর হিসাবে বাড়িয়াছে। ছোলা ও বজ্রার চাষ বাড়িয়াছে পাঞ্জাবে, ইক্ষুর চাষ বাড়িয়াছে যুক্তপ্রদেশে, তুলার চাষ বাড়িয়াছে মধ্যপ্রদেশে ও মাদ্রাজে এবং পাটের চাষ বাড়িয়াছে বাঙ্গলায়। আলোচ্য বৎসরে যে সব ফসলের চাষের জমি হ্রাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে ধানের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ ভারতে এবার পূর্ব্ববারের তুলনায় ১০ লক্ষ একর কম জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে, আর সেই কমতি ঘটিয়াছে মুখ্যতঃ বাঙ্গলা প্রদেশে।

বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে ক্রমে ক্রমে নিদারুণ খাদ্যাভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় আমরা এদেশে প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের চাষ বাড়িবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে, কার্য্যতঃ সে আশা বিশেষ কিছুই ফলবতী হইতেছে না। ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে বৃটিশ ভারতে ধানের চাষ বাড়ে নাই। বরং তাহা ১০ লক্ষ একরের মত (প্রধানতঃ বাঙ্গলায়) হ্রাস পাইয়াছে। গমের চাষ বাড়ে নাই; তবে ভুট্টা বজ্রা ও অন্য ছোটখাট খাদ্য শস্যের চাষ কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু গম না বাড়িয়া এসমস্ত বাড়িবার তেমন কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি সম্প্রতি তাঁহার একটি পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, গমের বদলে এদেশে বজ্রা ও ভুট্টা প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি পাওয়া শুভলক্ষণ নহে। কেননা শারীরিক পুষ্টির দিক দিয়া খাদ্য শস্য হিসাবে গমের তুলনায় এসমস্তের মূল্য অনেক কম। কাজেই গমের পরিবর্ত্তে এসমস্তের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাওয়াতে তেমন লাভ নাই। বর্ত্তমান রিপোর্টে ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে তুলা ও পাটের চাষ বাড়িয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে ব্যথিত হইয়াছি। চাহিদাতিরিক্ত তুলা ও পাট উৎপন্ন করিয়া এদেশের কৃষকেরা অতীতে অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এসমস্তের রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়ায় এখন জলের দরেও পাট বিক্রয় কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া দেশের কৃষকদের চেতনা হইতেছে না এবং এদেশের সরকারী অভিভাবকেরা তুলা ও পাট চাষ সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত কোন সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতেছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয়।

শ্রীযুক্ত সোমের প্রশংসনীয় উদ্যম

বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় উৎপন্ন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উৎপন্ন ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বস্ত্র মিলাইয়া যে ৩০।৪০ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সূতা ব্যবহৃত হয় তাহা বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হস্তে ন্যস্ত না থাকার দরুণ এই প্রদেশের যে ক্ষতি হইতেছে তৎসম্পর্কে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রথমতঃ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত বস্ত্র ও সূতা বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হাতে না থাকার জন্য বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি দেশবাসীর যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ—এই বস্ত্র বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীদের যে ৩।৪ কোটি টাকা লাভ হইতেছে তাহার খুব কম অংশই বাঙ্গালীর হাতে পড়িতেছে। তৃতীয়তঃ—এই বিপুল ব্যবসায় পরহস্তগত থাকার দরুণ উহা বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা সমাধানেও তেমন কিছু সাহায্য করিতে পারিতেছে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফতে যদি এই ব্যবসা হস্তগত করার চেষ্টা আংশিকভাবেও সাফল্য লাভ করে, তাহা হইলে উপরোক্ত তিন দিক দিয়াই বাঙ্গলা দেশ সমূহ উপকৃত হইবে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সোমের নেতৃত্বে সম্প্রতি এই উদ্দেশ্য লইয়া ভারত মিলস্ এজেন্সী লিমিটেড (হেড আফিস—১৩নং পগেয়াপট্টি—বড়বাজার—কলিকাতা) নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বস্ত্র ব্যবসায়ে ক্ষীরোদ বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। বিগত ২৫ বৎসর কাল সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উহার ফলে এই ব্যবসায়ের সকল দিক সম্পর্কে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তি আর কেহ আছেন কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত সোমের পরিচালনায় ভারত মিলস্ এজেন্সী লিমিটেড উহার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হইবে এবং বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের উন্নতি বিধান, বাঙ্গলার ধনসম্পদ বাঙ্গলা দেশে সংরক্ষণ ও বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা সমাধানে উহা কার্য্যকরীভাবে সহায়তা করিবে। শ্রীযুক্ত সোমের এই প্রশংসনীয় উদ্যমের আমরা পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখ কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বারস্ অব কমার্সের সাম্বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে বড়লাট যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি মামুলী হিতোপদেশ ও পুরাতন আশ্বাস ব্যতীত আর কোনও নূতন বস্তু নাই। আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটের দিনে বিড়ম্বিত এক পরাধীন জাতির অদৃষ্ট লইয়া ইহাকে পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়? রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বড়লাটের সকল কথার মধ্যে একটি কথা আমাদের রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। ভারতের বড়লাট ভারতের জাতীয় অখণ্ডতার আদর্শের কথা বড় বেশি জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন। এতকাল বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি কখনো প্রকাশ্যে কখনও বা পরোক্ষে—কখন এই দলের সাহায্যে, কখনও বা আর একটি সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া, নানান সুকৌশলে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকেই বাধা দিয়া আসিয়াছে। সুতরাং ভূতের মুখে রামনামের মত ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতাদের এক সুযোগ্য প্রতিনিধির মুখে অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শ প্রচারে ভুক্তভোক্তা ভারতবাসীদের মনে আজ স্বতঃই সন্দেহ দেখা দিবে।

• • • •

বড়লাটের অভিভাষণ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার যে মন্তব্য জানাইয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বড়লাটের "অখণ্ড হিন্দুস্থান বুলি" (Akhand Hindusthan cry) সম্পর্কে রাজাজী বলিতেছেন, গত নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎকালে স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক অবস্থায় "Ulster phase" অর্থাৎ সাময়িক ভাবে দ্বিখণ্ডিত রাষ্ট্র-বিন্যাসের উপযোগিতার কথা তিনি শুধু স্বীকারই করেন নাই, ঐরূপ অনিবার্য্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি রাজাগোপালাচারিয়ার বিচক্ষণতার তারিফ করেন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ঐরূপ অপরিহার্য্য (রাজাজী ও বড়লাট উভয়েরই অভিমতে) প্রাথমিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া যখন মুসলিম লীগ ও অপরাপর সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টা অনেকখানি সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তখন এই সম্ভাবিত ঐক্য প্রচেষ্টাকে ব্যাহত ও বিনষ্ট করিবার জন্যই যেন বড়লাট তথা ভারত সরকার সহসা নূতন সুরে নূতন কথা সুরু করিয়াছেন বলিয়া রাজাজী দৃঢ় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, দেশের লোক এই নূতন ফাঁদে কিছুতেই পা দিবে না। ভারতের জাতীয় ঐক্য আমরা চাই। অখণ্ড ভারতই আমাদের স্বপ্ন ও সাধনা। কিন্তু চিরকাল যে সরকারী মহল এই ঐক্য-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাল চালিয়াছে, আজ সেই তরফের অখণ্ড ভারতের আদর্শ প্রচারকে লোকে শূন্যগর্ভ আশ্বাসবাণী বলিয়াই সন্দেহ করিবে।

• • •

ভারতের বর্ত্তমান শাসননীতি সম্পর্কে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ভারত যে আর কেবল গ্রেট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপারই নহে, যুদ্ধরত মিত্রপক্ষের নিজেদের স্বার্থেই এই সহজ সত্য ক্রমেই প্রকট হইয়া উঠিতেছে। বড়লাটের অভিভাষণকে প্রচার উদ্দেশ্যে খুব ভাল ভাবেই কাজে লাগান যাইতে পারে। অর্থাৎ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই রহিয়াছেন, কেবল অখণ্ড ভারতের ভিত্তি রচিত হইতে পারিতেছে না বলিয়াই যত কিছু বিলম্ব! যাহা হউক, বড়লাটের সকল আশ্বাসকে আমরা অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও এই প্রশ্ন ন্যায়তঃই করিতে পারি যে, কবে এবং কতদিনে ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্জ্জিত হইবে? এই বিষয়ে বড়লাটের অভিভাষণে কোনরূপ স্পষ্ট কথার বাষ্পটুকুও নাই। ধোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি কিস্তি মাৎ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু দেশের লোক ইহাতে ভুলিবে না। তাহারা এত সকালে ভুলিতে পারে না যে, কিছুদিন আগেই ভারত সচিব স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সকল দল ও সকল সম্প্রদায় এক মত ও এক পথের অনুগামী হইলেও বৃটিশ-রাজ বর্ত্তমানে অন্ততঃ যুদ্ধ-বিরতির পূর্ব্বে ভারতের হাতে অধিকতর শাসনভার ন্যস্ত করিতে পারেন না। বড়লাট ইহা জানেন। অখণ্ড ভারতের ফাঁকা আওয়াজ শুনাইতে গিয়া উহা বর্ত্তমানেই আমাদের করায়ত্ত হইবে কিনা সেই আসল প্রশ্নে তাই কি তিনি ফাঁকির আশ্রয় লইয়াছেন?

• • •

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য জেনারেল চিয়াংকাইশেক ও মাদাম চিয়াংকাইশেক ৫০ হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। চীন গবর্ণমেন্টের কলিকাতাস্থ কনসাল্-জেনারেল ডক্টর পাও-এর মারফৎ উক্ত অর্থ বাঙ্গলার গবর্ণরের সাহায্য তহবিলে প্রেরিত হইয়াছে। চিয়াং দম্পতির এই সাহায্য বাঙ্গলা দেশ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিবে। ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক বহুকালের। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া চীন যে কতখানি সমৃদ্ধ এবং চীনের নীতিগত ও শিল্পগত আদর্শের প্রভাবে ভারতও যে কিরূপ উপকৃত, সেই অতীত যোগাযোগের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগেও ভারত ও চীন জাতীয় দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী। ইউরোপের ও আমেরিকার ক্ষমতা-গর্ব্বিত পুঁজিবাদের অবাধ শোষণে ও শাসনে উভয়েই নিঃশেষিত ও জর্জ্জরিত। এই কারণেও এই দুইটি প্রাচীন ও সুসভ্য জাতির মধ্যে যেন এক নাড়ীর সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। চীনের বিপদে ভারতের কংগ্রেস মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিতে পারেন নাই—চীনে মেডিকাল মিশন, অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি পাঠাইয়া অতীতের সৈখ্যসূত্র বজায় রাখিয়াছেন। চীনের বিগত দুর্ভিক্ষে দরিদ্র বাঙ্গলা দেশও তাহার সাধ্যমত অর্থ প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর সাহায্যার্থে চীন রাষ্ট্রের কর্ণধার ও তদীয় পত্নীর এই সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেরণকে আমরা প্রত্যুপকার বলিয়া না ধরিয়া আত্মীয়তার স্বীকৃতি বলিয়াই মনে করিব। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এই ঐক্যবোধ আরও দৃঢ় হইবে সন্দেহ নাই।

• • •

(৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের ছয় মাস

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বাহিরের অনেক দেশের সহিত ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ১৯৪০-৪১ সালে পণ্য-বাণিজ্য খাতে ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। পরে ১৯৪১-৪২ সালে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত পণ্য আদান প্রদানের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে নূতন করিয়া একটা উন্নতি লক্ষিত হয়। কিন্তু জাপান মালয়, জাভা ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া লইয়া ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তাহার অভিযান চালাইতে আরম্ভ করায় এদিকে পুনরায় দেশের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার নমুনা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় বহির্ব্বাণিজ্যের বিবরণ সম্পর্কে বর্ত্তমানে অনেকেই বিশেষ উৎসুক আছেন। কাজেই চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি কি দাঁড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯৪১-৪২ সালের মার্চ্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। অপরদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম কয়েক মাসে আমদানী ও রপ্তানী সে তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। ঐ সালের এপ্রিল মাসে এদেশে বিদেশ হইতে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মালপত্র আসে, অন্যদিকে ঐ মাসে ভারত হইতে বাহিরে ১৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার মালপত্র প্রেরিত হয়। পরে আমদানী ও রপ্তানী ক্রমে আরও সঙ্কুচিত হইয়া জুন মাসে যথাক্রমে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হয়। জাপানী আক্রমণের প্রাবল্যে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের এই মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করিয়া দেশের লোক খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুখের বিষয়, জুলাই মাস হইতে আমদানী ও রপ্তানী পুনরায় কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ মাসে ভারত হইতে বিদেশে ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মালপত্র চালান হইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের মোট হিসাবে দেখা যায়, একদিকে ভারতে মোট ৫৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে, অপরদিকে ঐ মাসে ৯৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০০ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছিল এবং ভারত হইতে বিদেশে ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়াছিল। কাজেই দেখা যায়, ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের আয়তন এইভাবে খর্ব্ব হইয়া পড়া খুবই আশঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই।

সাধারণ সময়ে এদেশের আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পাইতে দেখিলে আমরা তাহা সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু এই যুদ্ধের সময়ে এদেশের নানারূপ সমস্যার কথা ভাবিয়া আমরা আমদানী হ্রাসের বর্ত্তমান গতি মোটেই শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করি না। বাহির হইতে এদেশে ক্রমেই বেশী পরিমাণ সৈন্য আমদানী হওয়ায় বর্ত্তমানে দেশের অভ্যন্তরে বস্ত্র ও খাদ্য সামগ্রীর টান পড়িয়াছে। তাহাছাড়া যুদ্ধের সুযোগে এদেশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির খুব প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ভারতের উৎপন্ন কাগজ এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া বর্ত্তমানে দেশে ঐ জিনিষটিরও খুব অভাব দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ে বাহির হইতে দেশে বেশী পরিমাণ বস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও কাগজ প্রভৃতির আমদানী হইলে তাহা এদেশবাসীর পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হইত। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে এই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী না বাড়িয়া ক্রমেই তাহা হ্রাস পাইতেছে।

১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার জিনিষ, ৪৮ লক্ষ টাকার চিনি, ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার কাগজ ও ১০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার তূলা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম ছয় মাসে ঐ সমস্তের আমদানী হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ১৮ লক্ষ টাকা, ১ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ও ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহাছাড়া আলোচ্য সময়ে পূর্ব্বের তুলনায় দেশে যন্ত্রপাতির আমদানী ৭১ লক্ষ টাকা, রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানী ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং সূতা ও বস্ত্রের আমদানী ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে কম হইয়াছে। ভারতে উৎকৃষ্ট লম্বা আঁশযুক্ত তূলা দুষ্প্রাপ্য হইলেও এদেশে সাধারণ শ্রেণীর তূলার অভাব নাই। সেই হিসাবে এদেশে তূলার আমদানী কমিয়া যাওয়াতে আমরা খুব শঙ্কিত হই নাই। কিন্তু দেশে বস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী, কাগজ ও যন্ত্রপাতির সত্যিকার অভাব সত্ত্বেও উহাদের আমদানী যেভাবে দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে তাহা বাস্তবিকই আশঙ্কার বিষয়। প্রধান পণ্যসামগ্রীর মধ্যে আলোচ্য ছয় মাসে ভারতে তৈলের দফায়ই শুধু আমদানীর পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখিয়াই যে উহার আমদানী বাড়ান হইয়াছে তাহা মনে হয় না। হয়ত সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কেরোসিনের আমদানী না বাড়িয়া সামরিক প্রয়োজনে তৈলের দফায় পেট্রোলের আমদানীই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচনা করিলে সেদিক দিয়াও বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক মনে হয় না। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রধান পণ্যসামগ্রীর মধ্যে ভারত হইতে বিদেশে চিনির রপ্তানী ৫৮ লক্ষ টাকা পরিমাণে এবং বস্ত্র ও সূতার রপ্তানী ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে তূলার রপ্তানী ৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী ৮৫ লক্ষ টাকা, চটের রপ্তানী ৭ কোটি টাকা এবং চামড়ার রপ্তানী ৩৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ভারতে বিস্তর তূলা ও পাট উৎপাদন হইয়া থাকে। এই দুইটি পণ্যের ভালরূপ কাটতির উপর এদেশের কৃষকদের আয় তথা ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই দুইটি পণ্যের রপ্তানী বাণিজ্য ক্রমেই বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ইহা দুঃখের বিষয়। অনুরূপ কারণে কাঁচা চামড়ার রপ্তানী হ্রাস পাওয়াও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। এদেশে জনসাধারণের আয় তথা তাহাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ বাড়াইতে হইলে অচিরে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নপর হওয়া গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

কাগজের দুর্ভিক্ষ

ভারতবর্ষে কাগজের সমস্যা ক্রমেই খুব জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। যুদ্ধের অবস্থা ঘোরালো হইয়া আসিবার সঙ্গে বর্তমানে বাহির হইতে কাগজের আমদানী একরূপ বন্ধ হইতে চলিয়াছে। অপরদিকে দেশের কাগজের কলসমূহে যে কাগজ তৈয়ার হইতেছে তাহা বর্তমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কলের মালিকেরা তাহাদের উৎপন্ন কাগজের জন্য চড়া দর হাঁকিতেছে। কাগজ ক্রেতাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়ীরা আবার তাহাদের নিকট হইতে মিলের দরের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী মূল্য আদায় করিয়া লইতেছে। ফলে যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতায় যে কাগজের পাউণ্ড প্রতি দর ছিল তিন আনা এক্ষণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি পাউণ্ড পাঁচ সিকারও উপর দাঁড়াইয়াছে। অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, এইরূপ বেশী দর দিয়াও এক্ষণে বাজার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কাগজ সংগ্রহ করা যাইতেছে না। এই ভাবে কাগজের অভাব ও দুর্মূল্যতা বাড়িয়া দেশে পুস্তক প্রকাশ, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানো আজ নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পুস্তক প্রচার ও লেখাপড়া পরিচালনার কাজ জাতীয় প্রগতির দিক হইতে নিতান্ত অপরিহার্য্য। সকল বিষয়ে শিক্ষিত জনমত গঠন করিবার জন্য সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পরিচালনার আবশ্যকতাও খুবই রহিয়াছে। সেকারণে কাগজের মত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের যাহাতে অকুলান ঘটিতে না পারে, সেজন্য প্রতি দেশের গবর্ণমেণ্টই কাগজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নিয়া থাকেন। দেশে কাগজ তৈয়ারের মাল মসলার অভাব থাকলে বাহির হইতে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানীর সুবিধা দিতেও তাঁহারা কসুর করে না। কিন্তু আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট এই উভয় দিক দিয়াই প্রথম হইতে নানারূপ উপেক্ষা ও অবহেলার ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন। মুখ্যতঃ বিদেশী বণিকদের চেষ্টায় ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত এদেশে কয়েকটি কাগজের কল গড়িয়া উঠে। কিন্তু এই কাগজের কলের সংখ্যা এত কম ও উহাদের উৎপাদনের পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, উহাতে কাগজের দিক দিয়া দেশের চাহিদা মিটাইবার বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে চলতি কাগজের কলের সংখ্যা ছিল ৯টি আর তাহাতে কাগজ উৎপন্ন হইত মাত্র ৪৮ হাজার টন। বিদেশ হইতে বেশী কাগজ আমদানীর সুবিধা থাকায় কাগজ শিল্পের দিক দিয়া দেশের এই পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা অনেকেরই নিকট তেমন মারাত্মক বলিয়া মনে হয় নাই। তবে বিদেশী কাগজ দিয়া এদেশের চাহিদা মিটাইতে যাওয়া যে ক্ষতিকর এবং কাগজের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ সম্পর্কে এইরূপ পরমুখাপেক্ষী থাকা যে দেশের পক্ষ সঙ্গত নহে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন। ফলে এই সময় হইতে তাঁহাদের দিক হইতে নূতন নূতন কাগজের কল গড়িয়া তোলা সম্পর্কে একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ডালমিয়া ও বিড়লা প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় এদেশে কয়েকটি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে। এদেশের কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠ কাগজের কলের বিদেশী মালিকগণ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই প্রচেষ্টা কখনও ভাল-চোখে দেখেন নাই। উহাদের প্রতিযোগিতায় নিজেদের লাভের ব্যবসা ক্ষুন্ন হইবে আশঙ্কায় তাঁহারা প্রথমে কাগজের অতিউৎপাদনের ধুয়া তুলিয়া উহাদিগকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। তৎপর নূতন কলগুলির উৎপন্ন কাগজ বাজারে উঠিলে তাঁহারা নিজেদের তৈয়ারী কাগজের দর কমাইয়া দিয়া নূতন কলওয়ালাদিগকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ স্বার্থপর প্রচার কার্য্য ও অবৈধ কর্ম্মনীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে কার্য্যতঃ দেশে কাগজ শিল্পের সন্তোষজনক প্রসার সম্ভবপর হয় নাই। তবে কাগজের কল কিছু বাড়িবার ফলে দেশে পূর্ব্বের তুলনায় কাগজের উৎপাদন কতকটা বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে মোট ৯টি কাগজের কলে ৪৮ হাজার ৫৩১ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে দেশে চলতি কাগজের কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১৫টি আর তাহাতে মোট ৮৭ হাজার ৬২০ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও কাগজের দিক দিয়া দেশের অভাব মিটে নাই। ফলে ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হইতে দেশে ১ লক্ষ ৫ হাজার টনের মত কাগজ আমদানী করিতে হইয়াছিল। এই আমদানীকৃত কাগজের মধ্যে পাঁজবোর্ড শ্রেণীর কাগজের পরিমাণ ছিল ১১ হাজার টন (অনুমিত)। কাজেই উহা বাদে ১৯৪০-৪১ সালে দেশীয় কলের উৎপাদন ও বাহিরের আমদানী কাগজ মিলাইয়া দেশে সাধারণ ব্যবহার্য্য কাগজের মোট যোগান দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৮১ হাজার টন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে উহার মধ্যে ২১ হাজার টন খরচ করিয়াছিলেন, আর বাকী ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন কাগজ নানা ভাবে সাধারণের ব্যবহারে আসিয়াছিল বলা চলে।

বর্তমানে দুইটি কারণে কাগজের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে এক বড় রকম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে এখন আর বিদেশ হইতে পূর্ব্বের মত বেশী পরিমাণ কাগজ আমদানী হইতেছে না। নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি প্রধান কাগজ উৎপাদনকারী দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় এই দুই দেশ হইতে কাগজ আসা পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেও কাগজের আমদানী বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে। অবশ্য এই দুই দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট কাগজের উপর জোর না দিয়া এই দুই দেশ হইতে বর্তমানে কেবল সমর সরঞ্জাম আনাইবার উপর জোর দিতেছেন বলিয়াই কাগজের আমদানী হ্রাস পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ কাগজের আমদানী কমিয়া আসিলেও ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেরা কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস করিতেছেন না বরং তাহা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে অনেক পুরাতন সরকারী দপ্তরের কার্য্যধারা প্রসারিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক নূতন দপ্তরও খোলা হইয়াছে। এই কারণে কাগজের ব্যবহারও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রকাশ, পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যেস্থলে বৎসরে ২১ হাজার টন কাগজ ব্যবহার করিতেন এক্ষণে তাঁহারা সেস্থলে বাৎসরিক ৫২ হাজার টন হিসাবে কাগজ ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহেও গবর্ণমেণ্ট ৬ হাজার টন পরিমিত

কাগজ প্রেরণ করিতেছেন। বাহির হইতে কাগজের আমদানী বিশেষ ভাবে হ্রাস পাওয়ার পর সরকারীভাবে কাগজের ব্যবহার এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়াতে দেশে স্বভাবতঃই আজ কাগজের বেশী রকম অভাব সূচিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট এদেশে কাগজ শিল্প গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে কখনও কোন আগ্রহ তৎপরতা দেখান নাই। এই দুর্দ্দিনে বাহির হইতে কাগজের আমদানী সম্পর্কেও তাঁহারা কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন না। কিন্তু এইরূপ ক্রটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও নিজেদের অভাব মিটাইবার জন্য নির্লজ্জের মত তাঁহারা দেশীয় কাগজের কলগুলির উপর আজ সরকারী কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন, কাগজের কলগুলিকে উহাদের উৎপন্ন কাগজের ৯০ ভাগ গবর্ণমেণ্টের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। ভারতের কাগজের কলগুলিতে যে কাগজ উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৫।৬ ভাগ কাগজই অব্যবহার্য্য শ্রেণীর। কাজেই ৯০ ভাগ কাগজ গবর্ণমেণ্টের জন্য নিদ্দিষ্ট রাখার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এখন হইতে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৪।৫ ভাগ দ্বারাই দেশের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। সাধারণের ব্যবহারের জন্য ইহার বেশী কাগজ দেওয়া হইবে না। গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত অর্ডার বহাল হওয়ার পর হইতেই দেশে কাগজের দর রাতারাতি বাড়িয়া উঠিতেছে। ব্যবসায়ীরা তাহাদের লাভের কারসাজি হইতে যে কাগজ মজুত করিয়া রাখিয়াছিলেন বর্ত্তমানে অত্যধিক দরে সেই সমস্ত কাগজ কিনিয়া লোকে তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এইরূপ মজুত কাগজ নিঃশেষ হইলে কয়েকগুণ বেশী মূল্য দিয়াও কেহ ব্যবহারোপযোগী কাগজ পাইবে কিনা সন্দেহ। কাজেই পুস্তকের ব্যবসা, সাময়িকপত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানোর পক্ষে দেশে ক্রমেই ঘোরতর দুর্দ্দিন দেখা যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট কাগজের দিক দিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয়তাটাকে বড় করিয়া দেখিয়া দেশের উৎপন্ন ৯০ ভাগ কাগজ নিজেরা গ্রহণ করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়াই আমরা মনে করি। উহার ফলে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অচিরে এই স্বার্থপর ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত। তাহাছাড়া কাগজের মত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের বর্ত্তমান অভাব ও দুর্মূল্যতার প্রতিকারের জন্য তাঁহাদের কর্ত্তব্য একদিকে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করা ও অপরদিকে ভারতে কাগজ শিল্পের উন্নতির যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করা। এদেশে কাগজের মণ্ড তৈয়ারের উপযোগী কাঁচামালের অপ্রাচুর্য্য নাই; কাগজ তৈয়ারীর যন্ত্রপাতিরই অভাব। গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা দিয়া দেশের শিল্প ব্যবসায়ীদিগকে কাগজ শিল্প সম্পর্কে উৎসাহিত করিতে পারেন। তাহাতে চলতি কাগজের কলগুলির কাজ সম্প্রসারিত হইয়া এবং অনেক নূতন কল স্থাপিত হইয়া দেশে কাগজের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে পারে। আশা করি বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কথা ভাবিয়া গবর্ণমেণ্ট সেরূপ সাহায্যে অগ্রসর হইতে ক্রটি করিবেন না।

অন্য অনেক শিল্পের মত বাঙ্গলার লোকেরা কাগজ শিল্পের দিক দিয়াও বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ রহিয়াছে। সরকারী উদাসীনতা এবং বিদেশী কাগজওয়ালাদের বিরুদ্ধ প্রচার-কার্য্যের ভিতরও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা নিজেদের অক্লান্ত চেষ্টায় এদেশে কিছু কিছু কাগজের কল গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার শিল্প ব্যবসায়ীদের দিক হইতে এপর্য্যন্ত সেরূপ কোন চেষ্টা দেখা যায় নাই। বাঙ্গলায় কাগজের বর্ত্তমান অভাব ও দুর্মূল্যতা দেখিয়া তাঁহাদের চেতনা হইবে এবং বাঙ্গলায় উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল গড়িয়া তোলা সম্পর্কে এখন হইতে তাঁহারা সচেষ্ট হইবেন ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাঙ্গলা দেশে শিক্ষা বিভাগের কার্য্যবিবরণী

বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাঙ্গলাদেশের শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধীয় যে বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৮৮০টী এবং এই সকল বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যয় দাঁড়াইয়াছিল মোট ১ কোটি ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৮ টাকা। ভারতীয় বালকদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৭৩০টী এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল (২ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৭২ জন বালিকা ধরিয়া) ২৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৯৮ জন। ভারতীয় বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮৫ লক্ষ ২০ হাজার ৯৬৮ টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৫৫৯টী এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার ৫১৭ জন। কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত বালকদের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৪৯টী। আলোচ্য বৎসরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৪৫১টী এবং ২ হাজার ২৭৩টী। ভারতীয় বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য এবৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৫১ টাকা। উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারী সাহায্য ছিল আলোচ্য বৎসরে ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৭৭ টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ও ঢাকা বোর্ডের হাই-স্কুল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার ১৩২ জন এবং ইহাদের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল ১৪ হাজার ২২২ জন। ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ এবং এম্ এস-সি ক্লাসের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৭২৫জন এবং ৩০৫ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫৪৮ জন। তন্মধ্যে কলা বিভাগের ছাত্রের সংখ্যা (৮৮ জন ছাত্রী ধরিয়া) ছিল ৯৭৩ জন। বাঙ্গলা দেশে আর্ট কলেজের সংখ্যা ছিল ৬২টী ; তন্মধ্যে ৫১টী পুরুষদের এবং ১১টী নারীদের জন্য। পুরুষদের আর্ট কলেজের মধ্যে ১১টী সরকারী পরিচালিত, ২২টী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ১৮টী সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী কলেজ। সরকারী কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৪ হাজার ৪৭৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ হাজার ৫০১ জন হইয়াছিল। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট ১ হাজার ৬১৪ জন ; তন্মধ্যে ১ হাজার ২০৫ জন হিন্দু, ৩৯১ জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতার তিনটী প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫০৪জন, ইহার মধ্যে ৪১ জন ছাত্রী। ইহা ছাড়া চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষাদানের যে ৯টী স্কুল আছে তাহা হইতে সর্ব্বশেষ পরীক্ষা দিবার জন্য ১ হাজার ১২৮ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। বেলগাছিয়া পশু চিকিৎসা কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা ছিল ২২৫ জন। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং ঢাকার আসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৯৩ জন এবং ৫৩৩ জন। বাঙ্গলা দেশের মোট ৬টী চিত্রাঙ্কন বিদ্যালয়ে ২৪৩ জন (১৪ জন ছাত্রীসহ) ছাত্র ছিল। বাঙ্গলা দেশে ব্যবসা বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের জন্য ২১টী, কৃষিবিদ্যাশিক্ষার জন্য ৩টি এবং রেশমকীট পালন শিক্ষার জন্য ১টী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া উচ্চ কারিগরী শিক্ষার জন্য আরও কয়েকটী বিদ্যালয় রহিয়াছে। ভারতীয় বালিকাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৬৮০টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ২৯ হাজার ২৪২ জন। ইহাদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৯০ জন মুসলমান এবং ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৯৬ জন হিন্দু। মহিলাদের ১১টী আর্ট কলেজে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৬৫ জন। এতদ্ব্যতীত পুরুষদের কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও ৭৮৮ জন অধ্যয়নরত ছাত্রী ছিল। ভারতীয় বালিকাদের জন্য ৯৪টী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল ; তন্মধ্যে ৬টি সরকারী পরিচালিত এবং ৮৩টী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। উচ্চ ইংরেজী বালিকাবিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ১৯১ জন। বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ১৭৫টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৪৪ জন। বালিকাদের জন্য মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৮৫টী। কারিগরী, শিল্প ও অন্যান্য বিষয়ক বালিকাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১০০টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭ হাজার ৬৬৯ জন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের শিক্ষার জন্য ৬৬টী প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৭৭৫ জন। বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মোট মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬৬৩ জন। ইহাদের মধ্যে ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৭৩ জন পুরুষ এবং অবশিষ্ট নারী। মোট ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৩.১ জন। অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫১৫ জন।

ভারতের খাদ্যসমস্যা

ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, গত ১৪ই এবং ১৫ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে ভারতের খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রায় সমস্ত প্রদেশ ও প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকায় যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাজারে অবাধে খাদ্যশস্য চালান দেওয়ার সম্বন্ধে যাহাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে কার্য্য পরিচালনা করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে সম্মেলন অনেকাংশে একমত হইয়াছেন ; সেনাবাহিনীর জন্য যে পরিমাণ ঘি প্রয়োজন, অসামরিক ব্যক্তিদিগের প্রয়োজনের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহা কিরূপে প্রকৃষ্ট উপায়ে সংগ্রহ করা যায়, তৎসম্পর্কেও সম্মেলনে আলোচনা হয়।

বাঙ্গলার শর্করা শিল্প

বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য পণ্যসরবরাহ বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ডি এল মজুমদার ভারত সরকারের শর্করা নিয়ামক মিঃ এন সি মেটার নিকট এক তারযোগে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিনি যেন একটী প্রতিনিধিমূলক বৈঠক অনতিবিলম্বে আহ্বান করিয়া বাঙ্গলা দেশের চিনির সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার ব্যবস্থা করেন এবং বাঙ্গলার চিনির কলমালিকদের সঙ্গে যাহাতে চিনির দর সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেন।

বৃটীশভারতে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে বৃটিশভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ (লবণ শুল্ক বাদ দিয়া) কেন্দ্রীয় সরকারের ২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা। পেট্রল, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর উৎপাদন কর বাবদ আলোচ্য মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৭ লক্ষ টাকা; ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা।

কাগজের মূল্য বৃদ্ধি

গত ১৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার একখানা ইস্তাহার প্রকাশিত করিয়া জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা কাগজের দর পাউণ্ড প্রতি /৬ পাই বৃদ্ধি করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই আদেশ বলে কাগজের কলসমূহ পাইকারী দরে বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজের মূল্য উক্ত বর্দ্ধিত হারে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবে।

যে সকল শ্রেণীর কাগজের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—(১) সাদা উডরিফ এম এফ লেখার ও ছাপাইবার উপযুক্ত কাগজ (১৪ পাউণ্ড) ডিমাই ও তাহার উপরের শ্রেণীর কাগজ—ইহার মধ্যে ক্রীমলেড ও একাউন্ট বুক এম এফ কাগজ প্রভৃতিও ধরা হইবে। কিন্তু নকল আর্ট পেপার সুপার ক্যালেণ্ডার, মানচিত্র ছাপাইবার কাগজ ও ব্লটীং পেপার ধরা হইবে না। মূল্য পাউণ্ড প্রতি ৷৹ আনা। (২) ব্রাউন, র‍্যাপিং ও কার্ত্তুজ পেপার (২২ × ২৯—৩০ পাউণ্ড ও তদূর্দ্ধ) পাউণ্ড প্রতি ।৵৫ পাই। অতিরিক্ত নির্দ্ধারিত মূল্য—রঙীন এম এফ প্রিন্টিং এর জন্ত ব্যবহৃত কাগজ ও পাল্পবোর্ড ১ আনা হিসাবে (খ) হালকা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কাগজ (১৪ পাউণ্ড এর কম—ডিমাই)—পাউণ্ড প্রতি /৯ আনা হিসাবে।

ইষ্ট আফ্রিকান ইমপোর্ট করপোরেশ

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ হোসেন ভাই লালজীর নেতৃত্বে একটী প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব এবং ভারত সরকারের বহির্ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছেন, পূর্ব্ব আফ্রিকায় উক্ত স্থানের ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থন লাভ করিয়া একটী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানটী ভারত হইতে ধোলাই এবং অধোলাই তুলার বস্ত্র, ড্রিল এবং খাকী কাপড় পূর্ব্ব আফ্রিকায় আমদানী করিবার জন্য জাহাজে স্থানের সঙ্কুলান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। প্রতিনিধিমণ্ডলের মতে এই প্রতিষ্ঠানটীর দ্বারা পূর্ব্ব আফ্রিকাস্থিত এক শ্রেণীর শেতাঙ্গ সম্প্রদায় তত্রস্থ ভারতীয়দের অর্থ-নৈতিক জীবনের বিপর্য্যয় আনয়ন করিতে পারে। অতএব তাঁহারা ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, ভারত সরকার এবং পূর্ব্ব আফ্রিকাস্থ সরকারের মধ্যে যে পর্য্যন্ত না এবিষয় সম্বন্ধে একটা মীমাংসা হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গঠন না করার জন্য যেন ভারত সরকার পূর্ব্ব আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সরকারকে অনুরোধ করেন।

বাঙ্গলায় খাদ্য সঙ্কট ও কলিকাতা করপোরেশন

গত ১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা করপোরেশনের এক অধিবেশনে বাঙ্গলা দেশে চাউল, আটা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের অভূতপূর্ব্ব মূল্যবৃদ্ধি এবং তন্নিমিত্ত কলিকাতার নাগরিক ও করদাতাগণের যে দারুণ দুর্গতি দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। কর্তৃপক্ষ বাঙ্গলা দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল বিদেশে চালান দিতে দেওয়ায় উক্ত কার্য্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয় ও ভবিষ্যতে বাঙ্গলা দেশ এবং কলিকাতা হইতে এইরূপ রপ্তানী বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানান হয়। অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির উচ্চমূল্য হ্রাস করিয়া অবিলম্বে ন্যায্য মূল্যে তাহা বিক্রয়ের এবং কয়লা সরবরাহের জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। উচিত মূল্যে খাদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য একটী বিশেষ পরিকল্পনা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে করপোরেশনের ছয়জন সদস্য লইয়া একটী বিশেষ কমিটী গঠিত হয়। ইহাছাড়া বর্ত্তমান পণ্যমূল্য সমস্যা নিরাকরণের জন্য প্রকৃষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বণিক সমিতির ও করপোরেশনের প্রতিনিধি লইয়া একটী কমিটি গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার জন্যও একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিত্রশক্তিবর্গকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে রৌপ্য ঋণদান

প্রকাশ, ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রচুর রৌপ্য মজুত আছে তাহা হইতে কিয়দংশ রূপা ঋণ বাবদ চাহিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইজারা ও ঋণদান আইনের বিধানানুযায়ী যে কোন মিত্রশক্তিকে এই সর্ত্তে রৌপ্য ঋণ হিসাবে প্রদান করিতে রাজী আছেন যে, ঋণ গ্রহণকারী দেশসমূহ যুদ্ধাবসানে সমপরিমাণ রূপা প্রত্যর্পণ করিবে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ও খাদ্যসমস্যা

বাঙ্গলা দেশে খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাবের দরুণ যে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারকল্পে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের নিকট এক পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইয়াছেন :—(১) বাঙ্গলা দেশের মোট মজুত ও মোট চাহিদার পরিমাণ নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে দুই মাসের জন্য এই প্রদেশ হইতে চাউল বাহিরে রপ্তানী বন্ধ করা হউক (২) কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার অথবা কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় করা নিয়ন্ত্রণ করা হউক (৩) মুনাফার লোভে মজুত করার উদ্দেশ্যে চাউল প্রভৃতি দ্রব্যাদি ক্রয় করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক (৪) মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রণালী হয় কঠোরভাবে অনুসৃত হউক নতুবা মূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ব্যবস্থাই উঠাইয়া দেওয়া হউক। আটা, ময়দা ও কয়লার অভাব সম্পর্কেও চেম্বার অব কমার্স কতকগুলি পরামর্শ দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় যাহাতে আটা ও ময়দার চালান আসিতে পারে তজ্জন্য ইহাদের দর বাড়াইয়া দিতে হইবে। কয়লা সরবরাহের জন্য চেম্বার অব কমার্স অধিক সংখ্যক ওয়াগনের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ

বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক ব্যক্তিদের জন্ত পণ্যসরবরাহ বিভাগ (ডাইরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইজ) কলিকাতায় চাউলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। সাধারণভাবে চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, দেশের সর্ব্বত্র বিভিন্ন লোক ও তাহাদের দল কর্ত্তৃক বেপরোয়াভাবে চাউল খরিদ করার জন্ত ইহার দর বিশেষ ভাবে চড়িয়াছে। ব্যবসায়ীদের কাহারও কাহারও মতে বর্ত্তমান অবস্থা সাময়িক এবং কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির গতি যদি সহসা বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধিকারীদের বিপদের সম্ভাবনা আছে।

খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী

গত ১২ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় 'ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী'র কমিটির এক সভায় খাদ্যদ্রব্যের অভাবের জন্ত যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ ভারত হইতে বিদেশে খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম ভারতে আমদানী করিতে আবেদন জানাইবার জন্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যাহাতে ভারতের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী নিষিদ্ধ করা হয় এবং বস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে যাহাতে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেন তাহা ভারত সরকারকে জানান হইবে বলিয়া সভায় একটি সিদ্ধান্ত করা হয়।

সূতীর কাপড়ের শীতবস্ত্র

বৈজ্ঞানিক প্রথায় নূতন নূতন উপায়ে গরম জামা কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্ত ভারত সরকারের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা বোর্ড এবং সদর সামরিক কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানে নানারূপ পরীক্ষামূলক গবেষণা চলিতেছে। সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সম্বন্ধে একটা নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার নবাবিষ্কৃত পন্থায় সাধারণ সূতীর কাপড় পশমের স্থায় গরম করা সম্ভব হইয়াছে। দুইরকম গাছের বীজ ভিজাইয়া উহাতে সূতীর কাপড় ডুবাইয়া লইলেই উহা পশমের ন্যায় গরম ও টেকসই হয়। এই গাছ দুইটিও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

কয়লার জন্য মালগাড়ীর ব্যবস্থার দাবী

বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের জন্ত পণ্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর যুদ্ধসংক্রান্ত যানবাহন বোর্ডের নিকট তারযোগে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় কয়লা সরবরাহের মালগাড়ীর নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কয়লা বণ্টনের কণ্ট্রোলার বাঙ্গলার প্রয়োজনের মাত্র এক তৃতীয়াংশ সংখ্যক মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। পরে কয়লাবাহী মালগাড়ীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দৈনিক যত সংখ্যক কয়লাবাহী মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্ত।

ভারতে নূতন শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতের পরিমাণ

১৯৪১ সালে ভারতের পেটেণ্ট অফিসে বিভিন্ন নবাবিষ্কৃত শিল্পজাত দ্রব্যাদি রেজেষ্ট্রী করার জন্ত ৭৫৫ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪০ সালে এইরূপ প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ৭৪১ খানা। এই সকল পেটেণ্টের জন্ত দরখাস্তের মধ্যে ২৭৭ খানা মাত্র ভারতবাসীদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। পেটেণ্টের জন্ত অবশিষ্ট দরখাস্তগুলি আসিয়াছে বিদেশীয়দের নিকট হইতে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ৮৬ খানা বোম্বাই প্রদেশ এবং ৭২ খানা বাঙ্গলা দেশ হইতে আসিয়াছে।

বিহার হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত

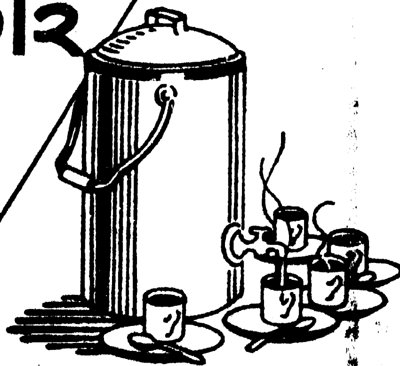
ভারতরক্ষা বিধান বলে বিহার সরকার বিহার সরকারের পণ্যমূল্য এবং পণ্যদ্রব্য সরবরাহ কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ বিহার প্রদেশের কোন জিলা হইতে রেলে, রাস্তায় বা নদীপথে অন্ত প্রদেশে যব, ভুট্টা, বার্লি এবং কলাই রপ্তানী করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।



আপ্রাণ প্রচেষ্টা

যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আজ সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ খেটে তবে কারখানার শ্রমিকরা এই বাড়্তি কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্লান্ত হয়ে পড়্বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবসাদে কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের নেই—কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই আবার তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশক্তি ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে। কাজের মাঝখানে আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তে চায়, তখন তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। দেখবেন তারা কত বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে।

যুদ্ধের বাড়্তি কাজের চাপ লাঘব করতে চাই চা



চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

IK 166 A

কানাডায় গম ও তিসির চাষ

১৯৪২ সালে কানাডায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং ৬০ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৮ হাজার বুসেল (১ কোটি ৬২ লক্ষ ৭৭ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১ সালে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ৩০ কোটি ২৬লক্ষ ২৯ হাজার বুসেল (৮১ লক্ষ ৬ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ১৯৪২ সালে কানাডায় ১৪ লক্ষ ৯২ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে এবং ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৯১ হাজার বুসেল (৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ ও ৬৪ লক্ষ ৭৩ হাজার বুসেল (১ লক্ষ ৬২ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল।

বিভিন্ন দেশে তূলা উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শত পাউণ্ডের ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৮ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ১ কোটী ১০ লক্ষ ৬১ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩ হাজার একর জমিতে তূলার চাষ হইবে এবং ৪ শত পাউণ্ডের ৮ লক্ষ ৬১ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের মরশুমে ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানে ৪ শত পাউণ্ডের ৩ লক্ষ ২০ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। উগাণ্ডায় ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাউণ্ডের ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪১-৪২ সালে পৃথিবীতে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১ হাজার টন চিনি (১ কোটি ৯৯ লক্ষ ২৪ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ৯৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টন বীট চিনি) উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টন (১ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার টন বীট চিনি)। ১৯৪১-৪২ সালে কিউবায় ৩৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পোর্টো রিকোতে ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টন, ডমিনিকান গণতন্ত্রে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টন, নেটালে ৪ লক্ষ ৪ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে ইয়োরোপে (রাশিয়া ধরিয়া) ৮১ লক্ষ ৬৭ হাজার টন বীট চিনি উৎপাদিত হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতে কৃষিকার্য্য

১৯৪০-৪১ সালে বৃটিশ ভারতে ৫১ কোটি ২০ লক্ষ একর চাষের জমির মধ্যে ২১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ হইয়াছিল। যে সকল জমিতে বৎসরে দুইবার চাষ হইয়াছে তাহা ধরিলে আলোচ্য বৎসরে ২৪ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাষ হইয়াছিল। এইরূপ জমির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ৩০ লক্ষ একর বেশী। ইহার মধ্যে ১৯ কোটী ৮০ লক্ষ একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ, এবং ৫ কোটী একর জমিতে অর্থকরী ফসলের চাষ হইয়াছে। সমগ্র চাষের জমির মধ্যে ধানের চাষ হইয়াছে শতকরা ২৮ ভাগে এবং গম শতকরা ১১ ভাগে, যব শতকরা ১৬ ভাগে, তৈলবীজ শতকরা ৭ ভাগে, তূলা শতকরা ৬ ভাগে, কলাই শতকরা ৫ ভাগে এবং বালি ভুট্টা, ইক্ষু ও পাট শতকরা ২ ভাগে। আলোচ্য বৎসরে ৫ কোটী ৬০ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৫ কোটী ৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য্য করা হইয়াছিল।

বাঙ্গলা সরকারের চাউল আমদানী

প্রকাশ, অবিলম্বে বাঙ্গলা দেশের চাউল সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের পণ্যসরবরাহ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ উড়িষ্যা হইতে সরকারী ভাবে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible]

ভারতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

ভারতে বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। এতদ্ব্যতীত ইহার দশগুণ লোক ম্যালেরিয়া রোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহার জন্য কম পক্ষে এদেশের বাৎসরিক গড়পড়তায় ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

অষ্ট্রেলিয়ার পশম ও ভেড়ার চামড়া বিক্রয়

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর অষ্ট্রেলিয়া হইতে বৃটেন ১৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪১ হাজার পাউণ্ডের পশম এবং ৩৭ লক্ষ ৪ হাজার পাউণ্ডের ভেড়ার চামড়া ক্রয় করিয়াছে।

যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়

গত নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরব্যয়ের দৈনিক হার দাঁড়াইয়াছে ২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ডলার। নবেম্বর মাসে মোট যুদ্ধের ব্যয় ৬১১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে অক্টোবর মাসের তুলনায় ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার অধিক।

বৃটেনে যুদ্ধের ব্যয়

বৃটেন বর্ত্তমানে দৈনিক ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড করিয়া যুদ্ধের জন্য ব্যয় করিতেছে।

কলিকাতায় সস্তায় আটা বিক্রয়

বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় কতকগুলি অনুমোদিত দোকানে প্রত্যহ বাঁধা দরে আটা ও ময়দা বিক্রয় হইবে। প্রত্যহ বিকাল ৫ টা হইতে ৬ টার মধ্যে উহা পাওয়া যাইবে। কাহাকেও আধ সেরের অধিক দেওয়া হইবে না। ঠোঙা সমেত আধসেরের দর হইবে ৵০ আনা।

কোম্পানীর কাগজে জীবনবীমা কোম্পানীর টাকা খাটানো

বোম্বাই হাইকোর্টে ১৯৩৯ সালের বীমা বিষয়ক আইনের ২৭ (১) ধারা অনুসারে নবভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের নামে ভারত সরকারের বীমাসংক্রান্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটী মামলা রুজু করিয়াছিলেন। মামলার বিষয়বস্তু ছিল যে উক্তধারা অনুসারে যে জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ জীবনবীমাকারীদের জন্য যে অর্থের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন তাহার শতকরা ৫৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজ অথবা সরকারী অনুমোদিত অন্যান্য সিকিউরিটীতে খাটাইতে হইবে। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং জাষ্টিস মিঃ কানিয়া বাদীর পক্ষে রায় দিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার

১৯৪১-৪২ সালে বোম্বাই প্রদেশে বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৩ হাজার ৩৫৩টী ; পূর্ব্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার ৭৫১টী। এই সকল বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রসংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৭০ জন ; পূর্ব্ব বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮১ জন।

কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের মাগ্গী ভাতা

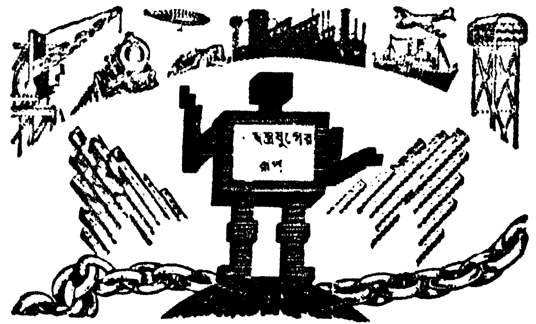
বাঙ্গলা সরকারের শ্রমিক কমিশনার যাহাতে কলিকাতা করপোরেশন ইহার যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ৩৫৲ টাকার কম বেতন পান তাহাদের জন্য ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ৪৲ টাকা এবং যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ৩৫৲ টাকার অধিক বেতন পান তাহাদের জন্য বর্ত্তমান মাস (ডিসেম্বর) হইতে ৯৲ টাকা দুর্ম্মূল্য ভাতা প্রদান করেন তজ্জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের জন্য সুলভ মূল্যে খাদ্যদ্রব্যের দোকান খুলিয়া যাহাতে তাহাদের কমপক্ষে মাসিক ২৲ টাকার সাহায্য হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে করপোরেশনের বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বৃটেনে চা-ব্যবহারের পরিমাণ

বৃটেনের অধিবাসীরা পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ চা পান করিয়া থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের লোকেরা পৃথিবীর চায়ের শতকরা ২৫ ভাগ ব্যবহার করে। ১৯৩৬-৩৭ সালে বৃটেনে ৪৫ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড। বৃটেনে মাথাপিছু চা খরচের পরিমাণ হইতেছে ৯॥০ পাউণ্ড।

ভারতীয় রেলপথের আর্থিক অবস্থা

১৯৪৩-৪৪ সালে রেলওয়ের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং রেলগাড়ীর ইঞ্জিন প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রশস্ত রেলপথে চলাচলের উপযোগী ১০০ খানা এবং সঙ্কীর্ণ রেলপথে যাতায়াতের জন্য ৯২ খানা অধিক ইঞ্জিন পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহার জন্য ৫ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ১৯৪১-৪২ সালে রেলওয়ের হিসাবে ২৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। উক্ত বৎসরে রেলওয়ের সংশোধিত হিসাবে ২৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ২০ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্বের খাতে প্রদান করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ৭ কোটী ৯১ লক্ষ টাকা রেলপথের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ তহবিলে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ৩০শে নবেম্বর যে আট মাস শেষ হইয়াছে সেই সময় রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৯২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ১০ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে ছয় মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে রেলপথসমূহের কার্য্য পরিচালনার জন্য ব্যয় হইয়াছে ৩১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় এইরূপ ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে [illegible] কোটী [illegible] লক্ষ টাকা বেশী।



কোম্পানী প্রসঙ্গ

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলাহাটায় হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শেওড়াফুলী শাখা অফিস ও গুদামের শুভ উদ্বোধন উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। স্যার হরিশঙ্কর পাল কে টি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের অস্থায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এম এন মুখার্জ্জি সমাগত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এক অভিভাষণ প্রদান করেন। রায় সাহেব এন্ এন্ চ্যাটার্জ্জি, অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিগুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ সেন, মিঃ এস্ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রবোধ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য আলোচনা করেন। স্যার হরিশঙ্কর পাল তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, পাট ও গোলআলুর চাষাবাদের ক্ষেত্রে শেওড়াফুলীর একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে এবং তিনি আশা করেন যে, শেওড়াফুলী ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহল হুগলী ব্যাঙ্কের কার্য্যপরিচালনায় সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়া উক্ত ব্যবসায়িক সুনাম আরও বর্দ্ধিত করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা ও শেওড়াফুলী অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য লোক উপস্থিত ছিলেন সভান্তে অতিথিগণকে চা-পানে ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। হুগলী ব্যাঙ্কের হেড অফিস ও শ্রীরামপুর শাখা অফিসের কর্ম্মচারিগণ সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন।

প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানীর সনদ বাতিল

১৯৩৮ সালের বীমা আইনের ৭০ ধারার ৪ উপধারার দ্বিতীয় বিধানের নিয়ম (ক) অনুসারে নিম্নলিখিত প্রোভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী কয়টির রেজিষ্ট্রেশন্ বা সনদ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব ইনসিওরেন্স নিম্নলিখিত তারিখ হইতে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। (১) দি পপুলার ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, জলপাইগুড়ি, বাঙ্গলা—১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। (২) দি সি ই এস্ সি এম্প্রয়িজ্ মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি, ২৫ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। (৩) দি পিপল্স্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, চাউপট্টী পোঃ, কাটোয়া, জিঃ বর্দ্ধমান, বাঙ্গলা—১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। উপরোক্ত তিনটি কোম্পানীই ১৯১২ সালের ৫নং আইন (Act V) অনুসারে রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছিল।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইণ্ডিয়ান প্রোডিউস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রজনীকান্ত পাল। রেজিষ্টার্ড আফিস—৩০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা।

রাজস্থান ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রসাদ পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ষ্টক, শেয়ার, বণ্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা।

কে সি বংশল এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি বংশল। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫৭, বড়তলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স ও কমিশন এজেণ্টস্।

হাওড়া মোটর একসেসরিজ্ এজেন্সী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কিরণ চন্দ্র সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩।১, ব্যাঙ্কো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পেট্রোল ও মোটর গাড়ী সংক্রান্ত সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ।

গাঙ্গুলী এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুলী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৭।১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কমিশন এজেণ্টস্।

পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়।

আর্য্য সিল্ক এণ্ড কটন মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি বি সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, সাদার্ণ এ্যাভেনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—রেশমের কারখানা।

ইণ্ডিয়ান কাটলারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য। রেজিষ্টার্ড অফিস—এ-৩, ক্লাইভ বিল্ডিংস্, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ছুরি কাঁচি ও অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের ব্যবসা।

ভারত টী ইষ্টেটস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ তুলসী চরণ বসু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চ-বাগান খরিদের ব্যবসা।

ইউনাইটেড্ ডিষ্টিলারী এণ্ড বন্ডেড্ ল্যাবরেটরী লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মদ চোলাইএর ব্যবসা।

কণ্টিনেণ্টাল মেশিনারী কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি চৌদক। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও বিবিধ সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত, ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাহ।

মরিনকো লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ গিলসেথ্। রেজিষ্টার্ড আফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চেন্টস্।

নিউ ইণ্ডিয়া ষ্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মণ্ডল লাল শেখসারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত, চালাই ইত্যাদির কাজকারবার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

রিলায়েন্স জুট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা। **হাওড়া মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭॥০ আনা। **ডালমিয়া সিমেণ্ট লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১।০ আনা। **ফোর্ট গ্লষ্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **ফোর্ট উইলিয়াম জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **মোরারজী গোকুলদাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **মারী ব্রুয়ারী কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **জে কে কটন ম্যানুফ্যাকচারর্স লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। **মেঘনা মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲। **নাজীরা কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **চাঁপদানী জুট কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা।

শণের চাষ

পানামা এবং কষ্টারিকায় ২০ হাজার একর জমিতে শণের চাষ করিবার জন্য আয়োজন চলিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে ১৬ হাজার একর জমিতে শণ চাষের ব্যবস্থা করা হইবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্ব্বের ন্যায় টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়। চলতি কাঁচা তুলা ক্রয়ের টাকায় যে চাহিদা দেখা গিয়াছিল তাহার পরিমাণ এতই কম যে, বাজারের একটানা স্বচ্ছলতার অবস্থা উহাতে এতটুকু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্ববৎ কলিকাতায় ৷৷০ আনা ও বোম্বাইএ ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত র'হিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজার সম্পর্কে একটী মাত্র নূতন কথা বলিবার আছে। তাহা এই যে, রূপার দর এবার নামিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্ব্বের ন্যায়। বাজারে এবার কিঞ্চিৎ পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে। বিনিময় বাজারের মন্দার ভাব শীঘ্রই কাটিবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না।

গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটী·৮৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৶৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটী টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৷৶০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ২২শে ডিসেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে এবং যে স্থানে ২৪শে তারিখে ছুটির দিন সেখানে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্যসর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ৯ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ১৪ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০আনা দরে তিনমাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট টেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয়, ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৬লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬০ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ও ৫ কোটী ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৬১/৬৪ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ-কারবারে কতকটা দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। লিবিয়ার রণাঙ্গন হইতে রোমেলের পশ্চাদপসরণের সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর কতকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শেয়ারের দরও কোন কোন স্থলে সর্ব্বোচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল। কিন্তু গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামের উপর জাপানী বিমান দুইবার হানা দেওয়ার সংবাদ শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় কতকটা নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু শেয়ার ক্রেতা বিক্রেতা কেহই বিশেষ আতঙ্কিত হয় নাই। ভবিষ্যতে শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব দেখা যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে মোটামুটী অপরিবর্ত্তিত অবস্থাই লক্ষিত হয়। ৩॥০ টাকা ও ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর যথাক্রমে ৯৪৲ টাকা ও ৮০॥০ আনায় স্থির রহিয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০/০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৸০ আনা। ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০।/০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫॥০ আনা। ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯৲ টাকা এবং ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৪৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের ইউ পি ঋণপত্র ৯৯।৶০ আনা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব ঋণপত্র ১০৪॥০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৪ সালের ইউ পি ঋণপত্র ১০৪॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। ইহার দর মোটামুটী অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই।

পাটকল

কয়েকটী প্রধান প্রধান পাটকলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় রহিয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৩।০ আনা এবং ২৪।০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ৩৪৲ টাকা ও ২৪৸০ আনায় উঠিয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয় নাই।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের কাজকারবারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১।৶০ আনা। বিশ্বনাথ ৩১৲ টাকা এবং তেজপুর ১০৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩৵০ আনা। ইণ্ডিয়া কপার করপোরেশন ২॥০ আনা। বি আই করপোরেশন ৬৲ টাকা। বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৪।০ আনা। বরারি কোক ২৭॥৵০ আনা। ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল ১২॥৵০ আনা এবং রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২৫॥/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৪ই ডিসেম্বর—১০২৸০ ১০২৸৵০; ১৫ই—১০২৸০ ১০৩৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১১ই ডিসেঃ—১০০॥৶; ১৪ই—১০০॥০ ১০০॥৶০; ১৫ই—১০০॥০ ১০০॥/০; ১৬ই—১০০/০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ডিসেঃ—৮০॥০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৪ই ডিসেঃ—৯৫॥০ ৯৫॥৶০; ১৫ই—৯৫॥/০ ৯৫॥৵০; ১৬ই—৯৫॥০ ৯৫॥৶০। ৩৲ সুদের ইউ পি ঋণ (১৯৫২) ১০ই ডিসেঃ—৯৯।৶০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই ডিসেঃ—৯৪৲ ৯৪৵০; ১১ই—৯৪৲; ১৪ই—৯৩৸৵০ ৯৪।০; ১৫ই—৯৩৸৵০ ৯৪৵০; ১৬ই—৯৪৲ ৯৪৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৪ই ডিসেঃ—১১০।০ ১১০।/০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১৪ই ডিসেঃ—১০৪॥০ ১০৪॥/০। ৪॥০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ১৪ই ডিসেঃ—১১৪৲। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৪ই ডিসেঃ—১০৮৸৶০ ১০৯/০; ১৬ই—১০৮৸৶০ ১০৯৲। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৪ই ডিসেঃ—১০৪॥০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১১ই ডিসেঃ—৩০৸০ ৩১৲; ১৪ই—৩১৲ ৩১।০; ১৬ই—৩১।০ ৩২৲। বেঙ্গল ১১ই ডিসেঃ—৪০০৲ ৪০৩৲; ১৫ই—৪০৫॥০ ৪০৭৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ১১ই ডিসেঃ—১৮৲; ১৫ই—১৮৵০। বরাকর ১৪ই ডিসেঃ—১৪৲; ১৫ই—১৪৲; ১৬ই—১৪/০। ধেমো মেইন ১৪ই ডিসেঃ—১৫॥০; ১৬ই—১৩।০। ইকুইটেবল ১০ই ডিসেঃ—৩৫।৵০ ৩৫॥০; ১৬ই—৩৫॥৵০ ৩৫৸৵০। কাটরাস ঝরিয়া ১১ই ডিসেঃ—২৯॥০ ২৯॥৵০; ১৫ই—২৯।৵০ ২৯৸০; ১৬ই—২৯৸/০। লাকুরকা ১০ই ডিসেঃ—১৪৲ ১৪৵০; ১৪ই—১৩৸০। পিওর শীতলপুর ১০ই ডিসেঃ—১৪৵০; ১৫ই—১৪৵০ ১৪।০; ১৬ই—১৪।৵০ ১৪॥৵০। রাণীগঞ্জ ১৪ই ডিসেঃ—২৬৸/০ ২৭৲; ১৫ই—২৭৲। তালচেড় ১০ই ডিসেঃ—২৸৶০ ৩৵০; ১৪ই—২৸৵০ ২৸৶০; ১৫ই—২৸৵০ ৩/০; ১৬ই—৩৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ১০ই ডিসেঃ—৮৸/০ ৯৵০; ১১ই—৯৲ ৯৵০; ১৪ই—৯/০ ৯৵০; ১৫ই—৮৸৶০ ৯৵০; ১৬ই—৮৸৵০ ৯৵০; (প্রেফ) ১৫ই—১১৵০ ১১।/০; ১৬ই—১১॥৵০। বেণারস কটন ১০ই ডিসেঃ—৯/০ ৯৵০; ১৪ই—৯৲ ৯৵০; ১৫ই—৯৶০; ১৬ই—৯/০। বঙ্গলক্ষ্মী ১৫ই ডিসেঃ—৭৫৲। কাণপুর টেক্সটাইলস ১০ই ডিসেঃ—১৬৵০ ১৬৶০; ১১ই—১৬/০; ১৫ই—১৫৸০; ১৬ই—১৫৸৵০। ডানবার ১০ই ডিসেঃ—২৭৮৲; ১১ই—২৭৭৲; ১৫ই—২৭৫৲। কেশোরাম ১০ই ডিসেঃ—১৫॥৶০ ১৫৸৵০; ১১ই—১৫॥৶০ ১৫৸০; ১৪ই—১৫৸০ ১৫৸/০; ১৫ই—১৫৸৵০ ১৬৲; ১৬ই—১৬/০; (প্রেফ) ১৫ই ডিসেঃ—১৪২৲ ১৪৩৲। মুইরের মিলস ১০ই ডিসেঃ—৩৫১৲; ১৫ই—৩৫৮৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—৮৶০ ৮।০; ১১ই—৮৶০ ৮।৵০; ১৮ই—৮৶০ ৮॥/০; ১৫ই—৮।/০ ৮।৵০; ১৬ই—৮।/০ ৮।৶০।

পাটকল

আদমজী ১১ই ডিসেঃ—২৭॥৵০; (প্রেফ) ১৬ই—১৪৮॥০। আগরপাড়া ১০ ডিসেঃ—২৩৸০; ১১ই—২৩।০ ২৩॥০। এলবিয়ন ১০ই ডিসেঃ—২০৯৲ ২০৯॥০; ১৪ই—২০৫৲; ১৫ই—২০৮৲; ১৬ই—২০৮৲। আলেক্জেণ্ড্রা ১৫ই ডিসেঃ—১৭৯৲। এলায়েন্স ১১ই ডিসেঃ—৩৪১৲; ১৪ই—৩৪৩৲; ১৬ই—৩৩৭॥০ ৩৪০॥০। এংলো-ইণ্ডিয়া ১১ই ডিসেঃ—৩৫৩৲ ৩৫৭৲;

১৪ই—৩৫১৲ ; ১৬ই—৩৫৪৲ । অকল্যাণ্ড ১১ই ডিসেঃ—১৮১৲ ১৮৪৲ । বালি ১০ই ডিসেঃ—২৬৮৲ ; ১১ই—২৫৯৲ ২৬৫৲ ; ১৪ই—২৬১৲ ২৬৬৲ ; ১৬ই—২৬৪৲ ২৬৫৲ । বরানগর ১৪ই ডিসেঃ—১১০৲ । বেলভেডিয়র ১০ই ডিসেঃ—৪২৫৲ ৪২৯৲ ; ১৪ই—৪২০৲ ; ১৫ই—৪২৫৲ ; ১৬ই—৪২৬৲ । বিরলা ১০ই ডিসেঃ—৩৭৲ ৩৭৷৷০ ; ১১ই—৩৭৲ ৩৭৷০ ; ১৫ই—৩৮৶০ ; (প্রেফ) ১১ই—১২৮৷৷০ ; ১৪ই—১২৯৲ । বজবজ ১০ই ডিসেঃ—৩৮৪৲ ; ১১ই—৩৭৫৲ ; ১৪ই—৩৭৩৲ ; ১৫ই—৩৮০৲ । ক্যালকাটা জুট ১১ই ডিসেঃ—২৬৷০ ২৭৷০ ; ১৫ই—২৭৷৷০ ; (প্রেফ) ১৪ই ডিসেঃ—১২৪৲ । চাঁপদানী ১৪ই ডিসেঃ—১৮৯৲ ; ১৫ই—১৯১৷৷০ । সেভিয়ট ১৫ই ডিসেঃ—১৯৩৲ ১৯৪৲ । ক্লাইভ ১১ই ডিসেঃ—২৪৲ ২৪৷০ ; ১৪ই—২৩৸০ । ক্রেইগ (প্রেফ) ১৬ই ডিসেঃ—৬০৷৷০ । ডালহৌসী ১৪ই ডিসেঃ—২৩০৲ ২৩৮৲ । ডেল্টা ১৫ই ডিসেঃ—৪৪২৲ ৪৪৫৲ । এম্পায়ার ১৫ই ডিসেঃ—২৯৶০ ২৯৷৷০ ; ১৬ই—২৯৷৷০ । ফোর্ট গ্লষ্টার ১১ই ডিসেঃ—৫৬৮৲ । গ্যাঞ্জেস ১৫ই ডিসেঃ—৩৫২৲ ৩৫৪৲ ; ১৬ই—৩৫৮৲ । গোন্দলপাড়া ১০ই ডিসেঃ—১২৫৫৲ । গৌরীপুর ১৫ই ডিসেঃ—৭১৪৲ ; ১৬ই—৭১৬৲ । হুগলী ১০ই ডিসেঃ—৭১৸০ ; ১৪ই—৭১৷৷০ ; (প্রেফ) ১১ই ডিসেঃ—২০৷০ । হাওড়া ১১ই ডিসেঃ—৫৫৲ ৫৫৷৴০ ; ১৪ই—৫৫৲ ৫৫৷৶০ । হুকুমচাঁদ ১০ই ডিসেঃ—২০৷৷০ ২১৴০ ; ১১ই—২০৷৷০ ২০৸৴০ ; ১৪ই—২০৸/০ ; ১৬ই—২০৷৴০ ২০৷৷/০ ; (প্রেফ) ১০ই ডিসেঃ—১৫৬৷৷০ ; ১১ই—১৫৬৲ ১৫৭৲ । ইণ্ডিয়া ১১ই ডিসেঃ—৪৩৯৷০ ; ১৪ই—৪৩৪৲ ৪৩৬৲ । কামারহাটী ১০ই ডিসেঃ—৫১২৲ ৫১৭৲ ; ১১ই—৫০৩৲ ৫১২৲ ; ১৪ই—৫০১৲ ৫০৩৲ ; ১৬ই—৫০৫৲ । কাকনাড়া ১১ই ডিসেঃ—৪০৩৲ ; ১৪ই—৪০৪৲ ৪০৫৲ ; ১৫ই—৪০৩৲ ; ১৬ই—৪০৯৲ । কেলভিন ১০ই ডিসেঃ—৪৪৮৲ ১১ই—৫৪৯৲ ; ১৫ই—৫৫১৲ খরদা ১০ই ডিসেঃ—৪২০৲ । কিনিসন ১০ই ডিসেঃ—৩৫০৲ ; ১৪ই—৩৪৫৲ ৩৪৮৲ ; ১৫ই—৩৪৪৲ ৩৪৫৷৷০ । লরেন্স ১৪ই ডিসেঃ—২৪৬৲ ২৪৭৲ ; ১৫ই—২৪৮৲ ২৫২৲ । নৈহাটী ১৫ই ডিসেঃ—২১৯৲ । ন্যাশনাল ১০ই ডিসেঃ—২৪৸০ ২৫৴০ ; ১১ই—২২৷৷৶০ ২৫৷৷০ ; ১৪ই—২৪৷/০ ২৪৸০ ; ১৫ই—২৪৸০ ২৪৸/০ । নেলিমার্লা ১০ই ডিসেঃ—১৫৷৷/০ ১৫৸০ ; ১১ই—১৫৴০ ; ১৫ই—১৫৲ । নর্থব্রুক ১৪ই ডিসেঃ—২৭৸৴০ ২৮৴০ । নদীয়া ১১ই ডিসেঃ—৭৩৸০ ৭৪৲ ; ১৪ই—৭১৷৷০ ৭৩৲ ; ১৬ই—৭৩৷০ । ওরিয়েণ্ট ১১ই ডিসেঃ—১৯১৲ ১৯৩৲ ; ১৪ই—১৯৩৲ ; ১৫ই—১৯৩৲ ; ১৬ই—১৯১৲ ১৯৪৲ । প্রেসিডেন্সী ১০ই ডিসেঃ—৬/০ ; ১১ই—৬/০ ; ১৪ই—৫৸৶০ ; ১৫ই—৫৸৶০ ৬৲ ; ১৬ই—৬/০ । রামেশ্বর ১৪ই ডিসেঃ—১১৴০ ; ১৫ই—১০৸৶০ ১১৲ । রিলায়েন্স ১০ই ডিসেঃ—৫৬৸০ ; ১৫ই—৫৬৴০ ; (প্রেফ) ১০ই—১৫৯৲ ১৬১৲ ; ১১ই—১৬০৷৷০ । স্বরূপা ১১ই ডিসেঃ—১২৷৷০ ; ১৪ই—১২৷০ ; ১৫ই—১২৸০ ; (প্রেফ) ১০ই ডিসেঃ—১৩৩৷৷০ । শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, ১১ই ডিসেঃ—১৪৸০ ; ১৫ই—১৫৲ ; ১৬ই—১৫৴০ । ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১০ই ডিসেঃ—২৩০৷৷০ ; ১১ই—২২৫৲ ; ১৪ই—২২৬৲ । ইউনিয়ন ১০ই ডিসেঃ—৩৩৮৲ ৩৪২৲ ; ১৪ই—৩২৭৷৷০ ৩৩১৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ১০ই ডিসেঃ—১৭৷৶০ ১৭৸০ ; ১১ই—১৭৷৷৴০ ; ১৪ই—১৭/০ ১৭৷০ ; ১৫ই—১৭৷৴০ ১৭৷৶০ ; ১৬ই—১৭৷৴০ ১৭৷৷/০ । বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১১ই ডিসেঃ—১৪৲ ; ১৪ই—১৪৲ । বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্‌ট্রিক কনষ্ট্রাকসন ১০ই ডিসেঃ—১১৲ ১১৴০ ; ১৫ই—১১৴০ । বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১১ই ডিসেঃ—৩৫৬৲ ; ১৪ই—৩৫২৲ ৩৫৩৲ ; ১৬ই—৩৫৪৲ ৩৫৫৲ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১০ই ডিসেঃ—৩৩৸/০ ৩৩৸৴০ ৩৩৸৶০ ; ১১ই—৩২৸৴০ ৩৩৷৶০ ৩৩৷৷০ ৩৩৷৷/০ ; ১৪ই—৩২৷০ ৩২৷৷০ ৩২৷৷৴০ ৩৩৲ ; ১৫ই—৩৩৲ ৩৩/০ ৩৩৴০ ৩৩৷০ ৩৩৷৶০ ; ১৬ই—৩৩৷৴০ ৩৩৷৷/০ ৩৩৷৷৴০ ৩৩৷৷৶০ ৩৩৸০ ৩৩৸/০ ৩৩৸৴০ ৩৪৲ । জেসপ এণ্ড কোং ১০ই ডিসেঃ—২০৷০ ২০৷৴০ ; ১৪ই—২০৷/০ ; ১৫ই—২০৷৴০ ২০৷৷০ । কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ই ডিসেঃ—৬৷৷৶০ ৬৸/০ ; ১১ই—৬৷৷/০ ৬৷৷৶০ ; ১৪ই—৬৷৶০ ; ১৫ই—৬৷৷০ ৬৷৷/০ ; ১৬ই—৬৷৷০ ৬৷৷৴০ ; (প্রেফ) ১৪ই ডিসেঃ—১৭০৲ ১৭২৲ ; ১৬ই—১৭২৲ । মার্সালস এণ্ড কোং ১০ই ডিসেঃ—২৫৷৴০ ২৫৸০ । ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১ই ডিসেঃ—১২৷৴০ ১২৷৷/০ ; ১৪ই—১২৷৷৴০ । ষ্টীল করপোরেশন ১০ই ডিসেঃ—২৫৷৴০ ২৫৷৷০ ২৫৷৷/০ ২৫৷৷৴০ ২৫৷৷৶০ ২৫৸০ ; ১১ই—২৫৴০ ২৫৷০ ২৫৷৴০ ; ১৪ই—২৪৷০ ২৪৷৶০ ২৪৷৷০ ২৪৷৷/০ ২৪৷৷৴০ ২৪৸০ ; ১৫ই—২৪৷৷৴০ ২৪৸০ ২৪৸৴০ ২৪৸৶০ ২৫৲ ২৫/০ ; ১৬ই—২৪৷৷০ ২৪৸৴০ ২৪৸৶০ ২৫৲ ২৫/০ ২৫৴০ ; (প্রেফ) ১০ই ডিসেঃ—১১৭৷৷০ ; ১৫ই—১১৭৲ ।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার (অর্ডি) ১৪ই ডিসেঃ—১৭৩৲ । ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৪ই ডিসেঃ—১৬৭৲ ১৬৮৲ ; ১৫ই—১৬৭৷৷০ । মহীশূর পেপার ১০ই ডিসেঃ—২১৲ ২১৴০ ; ১১ই—২০৷৷০ ২০৸০ । ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১১ই ডিসেঃ—২৪৷৷৴০ ; ১৪ই—২৪৸০ ; (প্রেফ) ১৪ই ডিসেঃ—১০৯৷৷০ ; ১৫ই—১০৯৲ ১১০৲ । শ্রীগোপাল পেপার ১০ই ডিসেঃ—২০৷০ ২০৷৴০ ; ১১ই—১৯৷৴০ ১৯৷৷০ ; ১৪ই—১৯৷০ ১৯৷৷০ ; ১৫ই—১৯৷৴০ ১৯৷৷৴০ । ষ্টার পেপার ১৫ই ডিসেঃ—১৯৷/০ ১৯৷৷০ । টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—২২৲

২২।৶০ ; ১১ই—২১৸৶০ ২২৲ ; ১৪ই—২১৸৵০ ২২।/০ ; ১৫ই—২২।/০ ; ১৬ই—২২।০ ।

চিনির কল

বলরামপুর ১১ই ডিসেঃ—১৩৲ ১৩৸০ ; ১৪ই—১২৸০ । বেলসাণ্ড ১০ই ডিসেঃ—৭৸০ ৭৸৶০ ; ১১ই—৭৸৶০ ; ১৪ই—৮৲ । বুলাণ্ড ১৬ই ডিসেঃ—৪৩৷৶০ । কেরু এণ্ড কোং ১০ই ডিসেঃ—১৫৶০ ১৫।৶০ ; ১৫ই—১৪৸৶০ ; ১৬ই—১৪৸/০ ১৬৲ । কাণপুর ১৪ই ডিসেঃ—৩০৲ ৩০।০ ; ১৫ই—৩০।/০ । চম্পারণ ১০ই ডিসেঃ—২৬৲ ২৬৶০ ; ১১ই—২৪৷৶০ ; ১৬ই—২৫৲ । দারভাঙ্গা সুগার ১০ই ডিসেঃ—১৮৸০ । ডায়ার মিয়াকিন ক্রুয়ারিজ ১৬ই ডিসেঃ—১১৸০ । গোয়ালিয়র সুগার ১৪ই ডিসেঃ—২০৬৲ । মারীক্রয়ারী ১৪ই ডিসেঃ—২০৲ । নিউ সাভান ১৫ই ডিসেঃ—১৩৷০ । রামনগর কেন এণ্ড সুগার ১১ই ডিসেঃ—১১/০ । রাজা ১৬ই ডিসেঃ—৪২৲ । ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ১০ই ডিসেঃ—১৫।৶০ ১৫।৵০ ; ১১ই—১৫।৶০ ১৫৸০ ; ১৪ই—১৫।৵০ ১৫৷৶০ ; ১৬ই—১৫।/০ ১৫৸০ ।

চা-বাগান

বানারহাট (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—৫৭৮৲ ; ১১ই—৫৭৫৲ ৫৭৭৲ ; ১৪ই—৫৮২৷০ ; ১৫ই—৫৯০৲ । চুনাভূতি ১৪ই ডিসেঃ—৫০০৲ ; ১৫ই—৫৩২৲ । হাতীকীরা ১০ই ডিসেঃ—২৫৸৶০ ২৬৲ ; ১১ই—২৬৲ ; ১৪ই—২৬৲ ২৬।০ । পাত্রখোলা (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—১০৪০৲ ; ১১ই—১০৪০৲ ; ১৫ই—১০৫০৲ । রাজগড় ১০ই ডিসেঃ—১৪।০ ; ১১ই—১৪।০ ১৪৷০ ; ১৪ই—১৪।০ ১৪।৶০ ; ১৫ই—১৪৷০ । তেজপুর (অর্ডি) ১০ই ডিসেঃ—১০৷৶০ ১০৸০ ; ১১ই—১০৷/০ ; ১৪ই—১০৷/০ ১০৸০ ; ১৫ই—১০৸০ ; ১৬ই—১০৷০ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। চটকলগুলি পাট ক্রয় করা বন্ধ রাখার জন্যই পাটের দর এইরূপ নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যাদির দর হ্রাস পাওয়ার জন্য কাঁচা পাটের দর কমিয়া গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বাজারে পাট আমদানী হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকায় পাটকলসমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহাতে পাটের দর অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য পাট কেনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়াছেন। মফঃস্বলে পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় কলিকাতায় পাটব্যবসায়ীরা মফঃস্বল হইতে পাট ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছে এবং এই কারণেও পাটের দর কতকটা পড়িয়া গিয়াছে। অনেকস্থলে কম দরে পাটকলগুলি পাট ক্রয় করিতেছে এবং গত মঙ্গলবার পাটের ভাল কাজকারবারও হইয়াছে।

এসপ্তাহে আলগা পাটের বাজারেও কাজকারবারে শৈথিল্যের ভাব লক্ষিত হয়। জাত মিডল পাট মণপ্রতি ১৩৷০ আনায় নামিয়াছে ; পূর্ব্ব সপ্তাহে ইহার দর ছিল মণপ্রতি ১৫৲ টাকা। পাকা বেল বিভাগের বেচাকেনায়ও মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের কাজকারবারে কোনরূপ স্থিরতা ছিল না। ইহাদের দর খুব পড়িয়া গিয়াছিল। বিদেশ হইতে থলে ও চট ক্রয় বন্ধ হওয়ায় জন্যই ইহাদের দরে এইরূপ নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। ৯ নং পোর্টার নগদ ১৮৷০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৮৷০আনা, এপ্রিল-জুন ১৮৲ টাকা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ১১ নং পোর্টারের নগদ দর ছিল ২৩৸০ আনা এবং জানুয়ারী-মার্চ্চ ২৩৷০ আনা, এপ্রিল-জুন ২৩৲ টাকা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৷০ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের তুলার বাজারে কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং তুলার চাষ কম হইবে এইরূপ সংবাদের জন্যই তুলার দর কতকটা বাড়িয়াছে।

কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রণ করা হইবেনা এইরূপ সংবাদে কলিকাতার বস্ত্রের বাজারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' বাজারে বাহির হইলেও সাধারণ কাপড়ের চাহিদা কোন অংশেই কমিবে না বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলে একটা ধারণা হইয়াছে। যদিও কাজকারবারের পরিমাণ অল্প তবুও বস্ত্রব্যবসায়ীরা খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে। পশ্চিম ভারত হইতে বস্ত্রের কোনরূপ সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিই বেশীরভাগ বস্ত্রের যোগান দিতেছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে সোণার দরে কতকটা ঊর্দ্ধগতি লক্ষিত হয়। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৫৲ টাকা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৷০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬২৸/০ আনা এবং বড়ালবার প্রতি ভরি ৬২৸০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৭৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

বোম্বাইয়ে রূপার বাজার তেজী ছিল। প্রতি একশত তোলা রেডিরূপা ১০৪৷০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপার দর ছিল যথাক্রমে ৯৪৸০ আনা এবং ৯৫৲ টাকা। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট্ রূপার দর হইতেছে ২৩½ পেন্স।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

গত ১৫ই ডিসেম্বর চায়ের ২৭ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এবিভাগে চায়ের কিছু চাহিদা থাকিলেও চায়ের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। 'টিপি' এবং পাতা চা পাউণ্ড প্রতি /৬ পাই পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। মাঝারি এবং সাধারণ শ্রেণীর ভাঙ্গা চায়েরদর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হ্রাস পাইয়াছিল। 'অরেঞ্জ পিকো' শ্রেণীর চায়ের মূল্য পাউণ্ড প্রতি /০আনা পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। কয়েক শ্রেণীর

দার্জ্জিলিং চায়ের দরে উর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছিল। গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৯ পাই পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই।

চিনির বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

বর্ত্তমানে কলিকাতায় কোন কোন স্থলে চিনির মণ ২৩৷৹ আনা হইতে ২৪৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। কোন কোন চিনির কল নিয়ন্ত্রিত মূল্য হইতে চিনির দর মণ প্রতি ৫৲টাকা হইতে ৬৲টাকা উর্দ্ধে হাঁকিতেছে। ভারত সরকার ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৪৩সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য বাঙ্গলা দেশ ও আসাম প্রদেশের জন্য যথাক্রমে ৩৯ হাজার টন এবং ২ হাজার ৫ শত টন চিনি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন চিনির কলসমূহকে চিনি চালান দেওয়ার জন্য যে সকল অনুমতি পত্র নবেম্বর মাসের জন্য দেওয়া হইয়াছিল তাহা ডিসেম্বর মাসে চলিবে না বলিয়া জানান হইয়াছে এবং বাঙ্গলা সরকার চিনির কলসমূহকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, অনুমতি পত্র ব্যতীত কোন চিনির কল চিনি বিক্রয় অথবা চালান দিতে পারিবে না। প্রকাশ, ভারত সরকার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে চিনির নির্দ্ধারিত দরের হার আর বাড়ান হইবে না।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে বাজার দরের তালিকা ও গবাদি পশুর দরের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। বাঙ্গলা সরকারের বাজার বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, এই দর সরকারী তরফ হইতে প্রকাশিত হইলেও যে সকল ব্যবসায়ীরা এই দরে কৃষিজাত পণ্যাদি বিক্রয় করিতেছে তাহারা এইজন্য কোনরূপ আইনে দণ্ডনীয় নয়, ইহা বুঝাইবে না।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর—আটা (চান্দৌসী) প্রতিমণ ১৮৲ ; ময়দা প্রতি মণ—২০৲ ; বাকতুলসী ধান (পুরাতন) প্রতি মণ—১২৲ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ—১০৵৹ ; মোটা ধান প্রতি মণ— ৮৷৹ ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ—২০৲ ; পাটনাই চাউল প্রতি মণ—১৪৷৹ ; মোটা চাউল প্রতি মণ—১২৷৹ আনা হইতে ১৩৷৹ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ—২৭৲ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৯০৲ হইতে ১০৬৲ টাকা ; আগমার্ক ঘি প্রতি মণ—১০২৲ ; ১নং চিনি প্রতি মণ—২৮৲ ; ২নং চিনি প্রতি মণ—২৬৲ ; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৪ সের ; মহিষের দুগ্ধ প্রতি টাকায়—৩ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি—(ক) শ্রেণী ১৷৹, (খ) শ্রেণী—১৲, (গ) শ্রেণী—৸৴৹, (ঘ) শ্রেণী—৸৵৹, সাধারণ শ্রেণী—৸৴৹ হাঁসের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) প্রতি কুড়ি—৸৵৹; বিহারের আলু প্রতি মণ—৬৷৵৹ আনা ; ফরোকাবাদের আলু প্রতি মণ—৯৲ ; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—২৫৲ হইতে ২৮৲ টাকা ; রোহিত মাছ প্রতি মণ—৩০৲ হইতে ৩৫৲ ; চিংড়ী মাছ প্রতি মণ—২২৲ হইতে ২৫৲ ; সবরী কলা প্রতি ডজন—।৵৹ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৵৹ ; কাশ্মীরী আপেল প্রতি টাকায়—৬টী ; দার্জ্জিলিং কমলা লেবু প্রতি টাকায় ২৫টী ; আসামের কমলা লেবু প্রতি টাকায়—২৮টী ; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি—১৫৲।

গবাদি পশুর দর—দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১৩৫৲ ; দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী—১০৫৲ ; দিন ১২ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদীমহিষ—১৭৫৲ ; দিন ১০ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ—১৫০৲।

[আমরা বাঙ্গলা সরকারের বাজার বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত কলিকাতার কৃষি পণ্যাদীর বাজার দর গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ৩১শ সংখ্যার 'আর্থিক জগৎ' এ সন্নিবেশিত করি নাই। 'সরকারী মার্কেটিং বিভাগের কীর্ত্তি' শীর্ষক নিবন্ধে আমরা ঐ সংখ্যার 'আর্থিক জগৎ' এ সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছি তাহা দ্রষ্টব্য।]

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার তেজী ছিল এবং চামড়ার কাজকারবারের পরিমাণ ছিল সন্তোষজনক। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭ শত টুক্‌রা ৬৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত টুক্‌রা ৮০৲ টাকা হইতে ৯২০৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ৩৫ হাজার ৬ শত টুক্‌রা ৭৫৲ টাকা হইতে ৯২৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ হাজার ২ শত টুক্‌রা ৯০৲ টাকা হইতে ৯০৷৹ আনা। দার্জ্জিলিং ৩ শত টুক্‌রা ৯৸৹ আনা। আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৪ হাজার ৬ শত টুক্‌রা ৯২০৲ টাকা হইতে ১৯০৲ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে)। আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৯৮ হাজার ৩ শত টুক্‌রা ৯৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা, আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৩ শত টুক্‌রা ।/৩ পাই হইতে ।৵৬ পাই এবং রাঁচি সাধারণ মহিষের চামড়া ৫ শত টুক্‌রা ৯৲ টাকা।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৪৲ টাকা হইতে ৪/৹ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।৹ আনা সহ) ৮৸৹ আনা হইতে ৮৸৵৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। বাজারে খৈলের আমদানীর পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারে সমস্ত রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছিল।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজারে তেজীরভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ৩৲ টাকা হইতে ৩/৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা প্রতি দুমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তাপ্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।৹ আনা সহ) ৬৸৹ আনা হইতে ৬৸৵৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা প্রচুর পরিমাণে সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ রুজভেল্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে মিঃ উইলিয়াম ফিলিপস্ শীঘ্রই নয়া দিল্লীতে মার্কিন মিশনের ভার গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোন কোন রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে যথেষ্ট আশার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আমরা কিন্তু এখনও ভরসার কোন স্পষ্ট লক্ষণ খুঁজিয়া পাই না। মিঃ ফিলিপস্ যে ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের দায়িত্ব লইয়া আসিবেন না, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতেই তাহা প্রকাশ : "মিঃ ফিলিপস্ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বিশেষ প্রস্তাব বা পরিকল্পনা লইয়া ভারতে যাইতেছেন না।" প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এখনও ভারতের শোচনীয় অবস্থাকে গ্রেট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেছেন এবং বাহির হইতে আশু হস্তক্ষেপের অপরিহার্য্য প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেছেন, না। ইংলণ্ড প্রত্যাগত মিসেস্ রুজভেল্টের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রশস্তিতে আমাদের এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়।

* *

তথাপি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিরূপে মিঃ ফিলিপস্-এর ভারতে অবস্থানকে আপাততঃ আমরা মন্দের ভাল হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। মিঃ ফিলিপস্ যোগ্য ব্যক্তি। ভারত সম্পর্কে তিনি বহু বিষয়ে অনেকানেক বিশিষ্ট আমেরিকানের অপেক্ষা অধিকতর ওয়াকিবহাল বলিয়া প্রকাশ। সংবাদপত্র মারফৎ মিঃ ফিলিপস্-এর ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপের যে একটু আভাষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে কেবল নয়াদিল্লীতে বসিয়া সরকারী মহলের সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যেই তাঁহার কাজ নিবদ্ধ থাকিবে না তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিবেন। বহু বিশিষ্ট ভারতীয় ও প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারত সম্পর্কে তিনি প্রকৃত তথ্যই সংগ্রহ করিবেন। আমরাও ইহাই চাহি। সম্প্রতি ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট নাগরিকরা যতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, ভারত সম্পর্কে ঐ দেশে মিথ্যা প্রচারের মাত্রাও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের ব্যাপারে আপাততঃ মিঃ ফিলিপস্ কোন কাজে যদি নাও লাগেন, তথাপি প্রকৃত সত্য জানাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থান্ধ পক্ষের অপপ্রচারের অপচেষ্টাকে তিনি ব্যাহত করিতে পারিলে ভারত ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র মিত্রপক্ষেরই উপকার করা হইবে। কেন না, ভারতের সমস্যা আর শুধু ইঙ্গ-ভারত সমস্যাই নহে। সমগ্র মিত্র পক্ষের ইষ্টানিষ্টের প্রশ্ন উহার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রত্যক্ষ সত্য প্রকট হইয়া উঠিতেছে। মিঃ ফিলিপস্-এর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বা যুদ্ধোত্তর জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থাকিলে, আশা করি তিনি স্বার্থান্ধ মহলের প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন।

* * *

এসোসিয়েটেড প্রেসের গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বোম্বাই প্রেস এডভাইসরী বোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংবাদপত্র সম্পাদকদের এক জরুরী সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমেদাবাদ ও বোম্বাই-এর ৩৫ খানি সংবাদপত্রের প্রকাশ এক দিনের জন্য বন্ধ রাখিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বোম্বে ক্রোনিকল্, বোম্বে সেণ্টি-নাল, ফ্রী প্রেস জার্ণাল, ইনক্লাব, খিলাফত, লোকমান্য, নবশক্তি, বিশ্ব-মিত্র, প্রভাত প্রমুখ ৩৫ খানি সংবাদপত্রের সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার কারণ কি? সংবাদপত্রে প্রকাশিত বোম্বাইএর প্রেস এডভাইসরী কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত পত্রিকা-গুলির প্রকাশ বন্ধের খবরটাই শুধু জানান হইয়াছে। আমরা এখানে কর্ত্তিত সংবাদ পাইয়াছি কিনা জানি না। যাহা হউক, আসল কারণ জানিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

* *

অধ্যাপক ভাঁসলীর দীর্ঘদিন অনশনের সংবাদে সমগ্র দেশে উদ্বেগের সৃষ্টি হইবে। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ভাঁসলীর প্রায়োপবেশনের ৩৮ দিবস উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইলে অনতিবিলম্বে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ আবশ্যক। এই সম্পর্কে কলিকাতার চেম্বার অব কমার্সের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম এল শাহ ভারত সরকারের বহির্ভারতীয় বিভাগের ভারতপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ আনের নিকট তারযোগে যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, রাজনৈতিক আন্দো-লনের সময় মধ্য প্রদেশের চিমুর ও অস্থি অঞ্চলে সরকারী কর্ম্মচারীদের মাত্রাহীন কার্য্যকলাপের তদন্তের জন্য মিঃ আনের মারফৎ ভারত সরকারকে বার বার আবেদন-নিবেদন জানাইয়া নিরাশ হইয়া নিরুপায় ভাঁসালি বহির্ভারতীয় সচিবের বাসভবনের সম্মুখে অনশন আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত ভাঁসলিকে পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার করিয়া সেবাগ্রামে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নাই। চিমুরের জনগণের উপর কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর অন্যায় আচরণের সরকারী তদন্ত আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবার পণ করিয়াছেন। এদিকে আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টও অটল ও অনমনীয়।

* * *

অধ্যাপক ভাঁসলি একজন সাধু প্রকৃতির সুপণ্ডিত লোক। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রিয় অনুগামী ও সেবাগ্রামবাসী। রাজনীতির সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। সমাজসেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আদর্শ। মানবতা-বোধের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভারত সরকারের নিকট তদন্তের দাবী জানাইয়াছিলেন। ঘটনাস্থলে যাইয়া ভারত সরকারের কোন উর্দ্ধ রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা তদন্ত কার্য্যে এত আপত্তির কারণ কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। উহাতে জনসাধারণের নিকট সরকারের সুনাম বরং বৃদ্ধি পাইবে। অভিযোগ মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে দেশের লোক প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিবে এবং অপরাধ সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইলে ও অপরাধী দণ্ডযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তদনুরূপ কার্য্য করা যে-কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টেরই আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহা না করিয়া অধ্যাপক ভাঁসলির অনশনের ৩৮ দিন পরেও গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে নির্ব্বিকার রহিয়াছেন। অভিযোগের প্রতিকারে অনশন ব্রত অবলম্বন এই নূতন নহে। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেশের জনপ্রিয় নেতৃগণও অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত ভাঁসলির ন্যায়সঙ্গত দাবীর সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ভাঁসলির অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া প্রকাশ। তিনি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে সমগ্র দেশে উহার ফলে এক অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে। আশা করি মিঃ আনে তথা ভারত সরকার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে কালবিলম্ব করিবেন না।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ৪ঠা জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৩শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিমান আক্রমণের পর

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পাঁচবার বিমান হানা সংঘটিত হইয়াছে। জাপানী বিমানপোতসমূহ আসামের কয়েকটি সহরে ও চট্টগ্রামে সম্প্রতি ঘন ঘন বোমা ফেলিতে আরম্ভ করায় কলিকাতার উপর তাহাদের অভিযান আসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছিল। কাজেই এই বিমান হানাতে আমরা মোটেই বিস্মিত হই নাই। তবে এই ব্যাপারে যে জিনিষটা আমাদিগকে বাস্তবিকই স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা এই যে কলিকাতার উপর বিমান আক্রমণ একরূপ অবধারিত জানিয়াও গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে সকল দিক দিয়া উপযুক্তরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা এই স্থলে বিশেষ করিয়া বিমান-হানাজনিত নাগরিক বিশৃঙ্খলার কথাই বলিতেছি। বিমান-হানা আরম্ভ হইলে যে সহরের কিছু সংখ্যক লোক বাহিরে চলিয়া যাওয়ার জন্য রেল ষ্টেশনে ভিড় করিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ আশা দিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইয়া প্রতি দিন যাহাতে কয়েক লক্ষ লোক সহর ত্যাগ করিবার সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু বিমান হানার প্রথম কয়দিন শিশু ও মহিলা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর রেলযাত্রী যে দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছে, তাহাতে যানবাহনের সুবন্দোবস্ত সম্পর্কে তথাকথিত সরকারী ভরসা নিতান্ত ভুয়া বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিমান-হানা সুরু হওয়ার পর প্রথম কয়দিন কলিকাতা সহরের হাটে বাজারে চাউল, ডাল, আটা ও দুধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রীর একান্ত অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। বহু দোকান পাট বন্ধ রহিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী অনেকগুণ বেশী মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়াছে। বিমান-হানার ফলে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে সহরের আবর্জ্জনা নিয়া। করর্পোরেশনের ধাঙ্গরেরা কাজ বন্ধ করাতে রাস্তায় স্তূপিকৃত জঞ্জাল জমিয়া নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। বিমান-হানা ঘটিলে খাদ্য সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি essential service সম্পর্কে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে পারে মনে করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই বিশেষভাবে সজাগ হইবেন বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল। কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বর এবং ব্যয় বাহুল্য সত্ত্বেও কোন বিষয়েই সুপরিকল্পিতভাবে কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই, ইহা দুঃখের বিষয়।

জীবন বীমা কোম্পানীর দাদন সমস্যা

ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারায় প্রত্যেক জীবন বীমা কোম্পানীকে উহার তহবিলের অন্যূন শতকরা ২৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজে এবং শতকরা ৩০ ভাগ (শতকরা মোট ৫৫ ভাগ) ভারতীয় কোম্পানীর কাগজ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের গ্যারাণ্টিকৃত সিকিউরিটি অথবা অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করার বিধান দেওয়া হইয়াছে। এই বিধানটি বলবৎ হওয়ার পর হইতে উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিয়া নানারূপ বিতর্কের সূচনা হইয়াছে। ভরতীয় বীমা ব্যবসায়ীদের ও এদেশের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, নূতন বীমা আইনের ৭নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে ২ লক্ষ টাকা জমা প্রদানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেই জমার টাকাও সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন বলিয়া

ধরা হইবে। অধিকন্তু বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রদত্ত পলিসির বন্ধকে বীমাকারীদিগকে যে ঋণ প্রদান করিয়া থাকে তাহাও অনুমোদিত সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই ভাবে প্রাথমিক জমা ও পলিসির জামিনে প্রদত্ত ঋণ উপরোক্ত ২৭নং ধারায় নির্দ্ধারিত দাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া শতকরা ৫৫ ভাগ হওয়ার পক্ষে যাহা বাকী থাকিবে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল হইতে তাহাই শুধু সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু দেশের বীমা ব্যবসায়ীদের ও দেশের ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেই ২৭নং ধারার এই তাৎপর্য্য ধরিয়া লইলেও সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহা মানিয়া লন নাই। তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, প্রাথমিক জমা ও পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত ঋণ বাদ দিয়া বীমা তহবিলের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার মধ্যে শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে হইবে। দীর্ঘ বাদানুবাদের পর বীমা আইনের ২৭নং ধারার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্পর্কে আইনগত নির্দ্দেশ পাওয়ার জন্য সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্সের নামে বোম্বাইয়ের নবভারত কোম্পানীর বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বীমা আইনের ২৭নং ধারা সম্পর্কে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ ইন্সিওরেন্সের ব্যাখা ও দাবী সমর্থন করিয়া সম্প্রতি তাঁহাদের রায় প্রদান করিয়াছেন। এই রায় অনুযায়ী প্রাথমিক জমা ও পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত ঋণ সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটির ভিতর অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে এখন হইতে বীমা কোম্পানীসমূহের দিক হইতে কোন আইনানুগ দাবী থাকিবে না।

এদেশের বীমা ব্যবসায়ীরা বোম্বাই হাইকোর্টের উপরোক্ত নির্দ্দেশ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দুই লক্ষ টাকা করিয়া প্রাথমিক জমা প্রদান করিবার পর দেশের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ যদি তাহাদের বীমা তহবিলের মধ্যে আরও ৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটিতে ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য হয় তবে নানাদিক দিয়া উহাদের অসুবিধা খুবই বাড়িয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের সুদের হার কম বলিয়া ঐ শ্রেণীর সিকিউরিটিতে টাকা দাদন করিয়া কোম্পানীসমূহের বিশেষ কিছু লাভ হয় না। অনুমোদিত সিকিউরিটি অর্থে বর্ত্তমানে যেসব শ্রেণীর সিকিউরিটিকে ধরা হয় তাহাতেও বীমা কোম্পানীসমূহের লাভের সুযোগ অনেকটা সীমাবদ্ধ বলা চলে। কাজেই এই প্রকার ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে গেলে বীমা কোম্পানীসমূহের দাদন তাহাদের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধির পক্ষে তেমন কিছু সহায়ক হইবে না। দেশের বীমা-কারীরাও তাহাদের লগ্নিকৃত টাকার ভালরূপ প্রতিদান না পাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কাজেই দেশের বীমা ব্যবসায়ী ও দেশের বীমা-কারীদের বিহিত স্বার্থের কথা স্মরণ করিয়া বীমা আইনের ২৭ নং ধারা সম্পর্কে একটা সমুচিত পরিবর্ত্তন সাধন করা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট বীমা আইনের একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া প্রথমতঃ বীমা কোম্পানীসমূহের দেয় প্রাথমিক জমাকে সরকারী সিকিউরিটির শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা ৪০ ভাগ নির্দ্ধারিত করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ অনুমোদিত সিকিউরিটির ভিতর হেড অফিসের বাড়ী ও শিল্প কোম্পানীসমূহের কতিপয় ধরণের সিকিউরিটি অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও অবশ্যই হইতে পারে। এদেশের বীমা কোম্পানী ও এদেশের বীমাকারীদের বিহিত স্বার্থ বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রকার কার্য্যনীতি অবলম্বন সম্পর্কে সত্বর অবহিত হউন—ইহাই আমাদের দাবী।

যানবাহন সমস্যা ও বাণিজ্যসচিব

উপযুক্ত সংখ্যক যানবাহনের অভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একদিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের সহিত এদেশের বহির্ব্বাণিজ্যও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি এলাহাবাদে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার দেশের এই যানবাহন সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এদেশে কাগজের অভাব মিটাইবার জন্য সাংবাদিকেরা ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাগজ আমদানীর কথা উত্থাপন করায় বাণিজ্য সচিব মহোদয় তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, "জাহাজের অভাবে বর্ত্তমানে বাহির হইতে উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্যাদি আমদানী করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। গবর্ণমেণ্টকে দোষ না দিয়া এই বাস্তব অসুবিধার কথা আজ দেশের লোককে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। লোকে চাহিলেও আমি দশ দিনে জাহাজ তৈয়ার করিয়া ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করিতে পারি না। উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ না থাকিলে কোন জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও বাহির হইতে দ্রব্যাদি আনয়নের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। জনসাধারণকে আজ এই অসহায় অবস্থা যথাযথ উপলব্ধি করিতে হইবে এবং বর্ত্তমান সমস্যার প্রতিকার চাহিলে তজ্জন্য উপযুক্ত কার্য্যকরী পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।" বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের এইসব উক্তি দেশের লোক সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বাণিজ্য সচিব তথা গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে দশ দিনে নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া বাহির হইতে দ্রব্যাদি আমদানীর সুব্যবস্থা করিতে পারেন না বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে জাহাজ তৈয়ারের সুব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পারিতেন। আর সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে এই যুদ্ধের সময়ে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের কাজে এদেশের তৈয়ারী জাহাজ অবশ্যই কিছু পরিমাণে নিয়োগ করা যাইত। কিন্তু অন্যান্য দেশে এই ধরণের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইলেও এদেশে সেরূপ দূরদৃষ্টির সহিত উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বের ব্যবস্থা একেবারেই নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেরা উদ্যোগী হইয়া দেশের প্রয়োজনে জাহাজ-শিল্প গঠন করা দূরে থাকুক, দেশবাসীর দিক হইতে জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য এতদিন যেসব চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী জাহাজ রপ্তানীকারকদের সুবিধার্থে উঁহারা তাহারও প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন। এই প্রকার অনুদার সরকারী কার্য্যনীতির ফলে দেশে আজ পর্য্যন্ত জাহাজ তৈয়ারের কার্য্যকরী ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। সেই ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যানবাহনের নিদারুণ অসুবিধার ভিতর দেশের লোককে অসহনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে। অবশ্য সেসব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য বর্ত্তমান বাণিজ্য সচিব মহোদয় দায়ী নহেন। কিন্তু ভবিষ্যতে সরকারী চেষ্টায় এদেশে জাহাজ-শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনিই বা প্রকৃত ভরসা দিতে পারিতেছেন কোথায়? যানবাহনের অসুবিধা দূরীকরণ সম্পর্কে তিনি জন-সাধারণকে গবর্ণমেণ্টের নিকট কার্য্যকরী পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সেরূপ পরিকল্পনা উপস্থিত করিলে যে তাহা যথাযথ বিবেচিত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতে ভিজাগাপট্টমে জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া সিন্ধিয়া কোম্পানীর

পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিছক তৎসম্পর্কে অনুমতি লাভ করিতেই কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শেঠ বাঁলচাদ হীরাচাঁদ প্রমুখ ব্যবসায়ীরা ভারতে মোটর কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া গত ৬।৭ বৎসরের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা তাহা ত অনুমোদন করাইয়া লইতেই সমর্থ হইলেন না! সকল দিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের এইসব অনুদার কার্য্যনীতি পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করিয়া কেবল শূন্যগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা নূতন বাণিজ্যসচিব মহোদয় কি ভাবে দেশের সমস্যা সমাধান করিবেন তাহা আমরা বুঝি না।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে—চীন ও ভারত

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম চড়িয়া উঠিয়া সকল দেশেই একটা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে এই সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে অন্য কোন দেশে তাহা সেরূপ জটিল আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া পণ্যের দর নিয়ন্ত্রিত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী চীনদেশেও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অনুরূপ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই জরুরী ব্যাপারে প্রথম হইতে এমন একটা শৈথিল্যের ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন, যাহার ফলে এদেশে পণ্যের দর নিয়ন্ত্রিত না থাকিয়া ধাপে ধাপে কেবলই চড়িয়া উঠিতেছে: ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত সুসভ্য ও উন্নতিশীল দেশের সহিত তুলনা করিয়া আমরা এদেশের গবর্ণমেণ্টের সেই মারাত্মক শৈথিল্য বিচার করিতে যাইব না। যে চীন দেশকে পাশ্চাত্যের লোকেরা সর্ব্বপ্রকারে অনুন্নত বলিয়াই আখ্যাত করিয়া থাকে সেই চীন দেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত তুলনায় এদেশের বৃটিশ আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট যে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া কি পরিমাণ পশ্চাদপদ রহিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে তাহাই শুধু উল্লেখ করিব।

চীন দেশের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি 'ইকনমিক কাউন্সিল' গঠন করেন। পণ্যের যোগান এবং সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা বিবেচনা করিয়া দেশে সুপরিকল্পিতভাবে উহার দর নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার এই কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হয়। পরে ১৯৪২ সালের মে মাসে অর্থনৈতিক বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে 'কমোডিটি এডমিনিষ্ট্রেশন' নামক একটি বিভাগ স্থাপন করিয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল দিক দিয়া সুকঠোর কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। এই বিভাগের কার্য্যধারা পরিচালনার জন্য চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ৪৫ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন করিয়াছেন। দেশে খাদ্যদ্রব্য ও অন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের যোগান বাড়াইবার জন্য এই বিভাগ একদিকে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে জোর দিতেছেন; অপর দিকে দেশের ধনী লোকেরা ও স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা যাহাতে প্রয়োজনীয় মালপত্র মজুত করিয়া কৃত্রিমভাবে উহার অভাব সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য সুকঠোরভাবে তাহাদিগকে দমন করিয়া আসিতেছেন। দেশের উৎপন্ন নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সে সমস্ত নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া উক্ত সরকারী বিভাগ লোকের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা সরবরাহ করিতেছেন। অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র মজুত করিয়া রাখা সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন এলাকায় উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উক্ত বিভাগ দেশের কাপড়ের কলসমূহে নিয়মিতভাবে তুলা ও সূতা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে চীন দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার একটা সুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ জিনিষপত্রের যোগান সম্পর্কে কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া ইস্তাহার ও অর্ডিনান্স মারফতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন। সে চেষ্টা বহুকাল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সেই অসাফল্যের অজুহাত হিসাবে সরকারী বড়কর্ত্তারা বলিয়া বেড়াইতে-ছেন—এদেশের সর্ব্বপ্রকার অনুন্নত অবস্থার ভিতর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়া চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের কৃতকার্য্যতা তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

যুদ্ধশেষে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন

যুদ্ধের শেষে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট এখন হইতেই বিশেষ ভাবে অবহিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর অর্থ-নৈতিক সমস্যার কথা বিবেচনার জন্য অন্যান্য দেশের অনুকরণে কয়েকটি কমিটি বসাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এইসব কমিটির কার্য্যধারা সম্পর্কে আজও কোন তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। কোন বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে বলিয়াও শুনা যায় নাই। যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষে ব্যাপক আকারে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তাহার মধ্যে বেকার সমস্যাই সর্ব্বপ্রধান। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা অত্যন্ত জটিল ছিল। সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের জন্য বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এদেশে অনেকগুলি নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বেকার অনেক সরকারী কারখানা সম্প্রসারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের জন্য অনেক বেসরকারী কারখানার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং নূতন অনেক কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী কারখানায় সহস্র সহস্র ভারতবাসীর কর্ম্মের সংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে এই সমস্ত কারখানার মধ্যে বহু কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে। ফলে বহু লোক বেকার হইবে। কলকারখানা ছাড়া দেশের সৈন্য বাহিনীতেও বর্ত্তমানে বহু লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে তাহাদের মধ্যেও অনেক লোকের চাকুরী যাইবে। কাজেই এইভাবে দেশে নূতন করিয়া একটা জটিল বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইবে। সেই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এখন হইতে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ কোন পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে না। দেশের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার প্রতিকারের একটা উপায় হইতেছে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া ব্যাপক জাতি গঠনমূলক কার্য্য সুরু করা। ভবিষ্যৎ বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য দেশ ঐরূপ কার্য্যধারা অবলম্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে। যুদ্ধের পরে অষ্ট্রেলিয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া যাহাতে বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী লোককে চাষাবাদের কাজে নিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে ঐ দেশের গবর্ণমেণ্ট একটি ব্যাপক কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে দেশের জন-সাধারণের জন্য ২ লক্ষ নূতন বাড়ীঘর তৈয়ার সম্পর্কেও অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই ধরণের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহারা যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমাধানে সফলকাম হইবেন বলিয়া ন্যায্যতঃই আশা করিতেছেন। ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কার্য্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সে বিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হইলে যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার একটা সমুচিত প্রতিকার হইতে পারে। মুখে মুখে অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প আওড়াইলেও এদেশের গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত সেরূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণের আগ্রহ দেখাইতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে এই পর্য্যন্ত পাঁচ বার জাপানী বিমানের নৈশ আক্রমণ হইয়া গেল। আট শত মাইল দূর হইতে যথাসময়ে বড়লাট "সাবাস্ কলিকাতা" বলিয়া এক অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন। উপর্য্যুপরি বিমান হানা সত্ত্বেও কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের স্নায়বিক দৃঢ়তা যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, তাহা দুইশত বৎসরের পরপদানত দেশের নিরস্ত্র জনসাধারণের পক্ষে অপরিসীম মনোবলেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী মহলের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই সঙ্কট কালে সৎসাহস বা সদ্দৃষ্টান্ত দেখান নাই বলিয়া গুজব শোনা যায়। গুজব অবশ্য গুজবই—মিথ্যাও হইতে পারে, সময় সময় সত্যও যে না হয় এমনও নয়। সহযোগী ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "There has been some adverse talk about absenteeism in high places—we are not sure with what justification, but of the absences there is no doubt. This, in our opinion, is not a proper time for either Indian Minister or British Secretariat official to continue seasonal holidays at a distance or keep engagements outside the city." অর্থাৎ কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অনুপস্থিত থাকায় বিরূপ সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ অনুপস্থিতির সমর্থনে কি বলিবার আছে তাহা আমরা জানি না। আমরা শুধু ইহাই জানি যে, কেহ কেহ এখন কলিকাতায় নাই। আমাদের অভিমতে, ভারতীয় মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারী কাহারও পক্ষেই বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে কিংবা অন্যবিধ কার্য্যব্যপদেশে এই সময়ে কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করা উচিত নহে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার অনুমান ও অভিযোগ সত্য হইলে তাহা চূড়ান্ত লজ্জার ও নিন্দার কথা!

* * * *

কলিকাতায় বোমা বর্ষণের ফলে জনসাধারণ আতঙ্কে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই একথাও যেমন সত্য, আবার জনসাধারণের মধ্যে কোন প্রকার আতঙ্ক দেখা যায় না, ইহাও তেমনি মিথ্যা কথা। প্রতিক্রিয়ায় অভিভূত হয় নাই সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজই। কিন্তু কুলি, মজুর, ধাঙ্গড়, মেথর, মুচি, ঝি-চাকর, গাড়োয়ান, দোকানদার, ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে দারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিতান্ত অন্ধ ও কালা ছাড়া আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই আতঙ্কিত জনসমাজই নাগরিক জীবনের ভিত্তি। বিমান হানার পর দিবস হইতে দিন কয়েক নিরবচ্ছিন্নভাবে দলে দলে কুলি মজুর শ্রেণী সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকারের বে-সামরিক আত্মরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জে পি শ্রীবাস্তব এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া এক অতিরঞ্জিত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, "রাস্তা ও রেলপথযোগে কলিকাতার লোকজন সহর শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এই প্রকার সংবাদের মূলে বিন্দুমাত্র সত্যতা নাই। গতকল্য অপরাহ্নে (২৫শে ডিসেম্বর) কলিকাতার অধিবাসীরা যথারীতি তাহাদের কাজকর্ম্মে মনোযোগ দিয়াছে এবং সহরের রাস্তাঘাট জনতার ভীড়ে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের মনে একমাত্র খৃষ্টমাস আনন্দোৎসব ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

* * *

স্যার শ্রীবাস্তবের উপরোক্ত অবাস্তব বিবৃতিকে "ষ্টেটস্‌ম্যান" bunkum বা শূন্যগর্ভ উক্তি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই কলিকাতা সম্পর্কে এরূপ অর্দ্ধসত্য বা বিকৃত সত্য বলিতে পারেন না। জনসাধারণ যাহাতে আতঙ্কগ্রস্ত না হইয়া পড়ে তাহা সকলেরই কাম্য। কিন্তু সত্য গোপন করিয়া এবম্বিধ বুদ্ধিহীন প্রচারকার্য্যের দ্বারা উল্টা ফল ফলিবারই সম্ভাবনা বেশী। ইহাতে পরিণামে গবর্ণমেণ্টেরই ক্ষতি হয়। স্যার শ্রীবাস্তব তথা ভারত সরকার এই জাতীয় সরকারী কর্ত্তব্যের অনিষ্টকারিতার কথা একবার তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন কি?

* * *

কালনেমীর লঙ্কা ভাগের ন্যায় একদিকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগবাঁটোয়ারা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, অন্য দিকে ঐ সব সাম্রাজ্যভোগী রাষ্ট্রের জনগণের মুখপাত্র হিসাবে বহু বিশিষ্ট মনীষী ও রাজনীতিবিদ সকল দেশের সকল লোকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা বাতুলের স্বপ্ন বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি এই সম্পর্কে স্পষ্টাক্ষরে একটা কথাও বলেন নাই। ভারতবর্ষের প্রশ্ন উঠিলেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট প্রমুখ মার্কিন সরকারী মুখপাত্রগণ বড় বড় কথার ফাঁকে আসল কথাই এড়াইয়া চলিতে চাহেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্রপতি মিঃ হেনরী এ ওয়ালেস যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি স্থাপন ও পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন, উহার কোথাও এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্ভাগা দেশগুলির নামগন্ধও নাই। আটলাণ্টিক সনদ যে ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে মিঃ চার্চিল বহু পূর্ব্বে সে-কথা জানাইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট একটিবার উহার মৃদু প্রতিবাদও জানান নাই। ভারত যে একটি নেশন নহে এমন উক্তির বিরুদ্ধেও তথাকথিত শান্তিকামীরা আজ পর্য্যন্ত উচ্চবাচ্য করেন নাই। সুতরাং মিঃ ওয়ালেসের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকে আমরা বাগাড়ম্বর বলিয়াই মনে করিব।

* * *

মিঃ ওয়ালেসের অভিমত এই যে, মানব সমাজ এমন ভাবে সুগঠিত করিতে হইবে যাহাতে কোন হিটলার কিংবা কোন দেশের কোনও ক্ষমতালোলুপ যুদ্ধকামীর দল ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত ভারসাম্য আর নষ্ট করিতে না পারে। আমরাও ইহাই চাহি। প্রকৃত শান্তিকামীদেরও ইহাই লক্ষ্য। কিন্তু এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ফ্যাসিজম একটা স্বয়ম্ভু মতবাদ বা একটা ভুইফোঁড় তত্ত্বকথা নয়। হিটলারকে জন্ম দিয়েছে ভার্সাই চুক্তি। বিজয়ী ইঙ্গ-ফরাসী পুঁজিবাদীদের অপরিমেয় প্রতিহিংসা ও অপরিসীম স্বার্থান্ধতার কার্য্যকারণের স্বাভাবিক পথ ধরিয়াই নাৎসীবাদের অনিবার্য্য আবির্ভাব। লীগ অব নেশন বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ মূলতঃ ও কার্য্যতঃ পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জ্জাতিক

(৬১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অর্থ-নৈতিক সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব

যুদ্ধকালীন অবস্থার চাপে ভারতবর্ষে খাদ্য সমস্যা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আজ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের পরে সামরিক প্রচেষ্টার তোড়জোর বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দেশে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা ও বেকার সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিবার সম্ভাবনা আছে। এত সব সমস্যা সম্মুখে লইয়া দেশের লোকের দুশ্চিন্তা ও দুঃখকষ্টের আর সীমা নাই। এই সময়ে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি লাহোর ও এলাহাবাদে কয়েকটি বক্তৃতায় ভারতের উপরোক্ত সমস্যাগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

এদেশে খাদ্যদ্রব্য ও অন্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িবার মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তাঁহাদের খরচপত্র খুব বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। সরকারী ব্যয় বহর বাড়িবার সঙ্গে নানাদিক দিয়া দেশবাসীর হাতে টাকার আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ চলতি নোট ও টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রের যোগান বৃদ্ধি না পাইয়া তাহা বরং হ্রাসই পাইতেছে। জিনিষ পত্রের কম যোগানের ভিতরও সর্ব্বসাধারণ ঐ সমস্ত ক্রয়ে তাহাদের বর্দ্ধিত আয় নিয়োগ করিতেছে। ফলে পণ্যদ্রব্যের দর অত্যধিক চড়িয়া উঠিয়া দেশে স্বভাবতঃই এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের আড়ৎদার ও দোকানদারেরা জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় উহার অতিরিক্ত চাহিদা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎ মুনাফার লোভে বিভিন্ন প্রকার মাল মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধনী এবং বিত্তশালী লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যও পণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। ফলে দেশে পণ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা কৃত্রিম-ভাবেও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত সরকার অতঃপর মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পণ্যের দর দাবাইয়া রাখিয়া জনসাধারণকে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের সুযোগ দেওয়ার জন্য সকল দেশেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য দেশে এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেকটা সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কার্য্যনীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অমনোযোগী নহেন। খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে ও সাধারণভাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁহারা ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিধিব্যবস্থা অবলম্বনও করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ততটা সাফল্যলাভ ঘটে নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনিবার সুযোগ দিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একদিকে দেশের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা প্রয়োজন এবং অপরদিকে জিনিষ-পত্রের যোগান অনুযায়ী লোকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সঙ্গত। লোকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে তাহারা যাহাতে নির্দ্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশী দ্রব্য কিনিতে না পারে তজ্জন্য 'রেসনিং' প্রথা বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু এদেশে ঐরূপ সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের নানারূপ অসুবিধা রহিয়াছে। ইংলণ্ডে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের ভিতর একটা পরিপূর্ণ সহযোগিতার ভাব বর্ত্তমান। উহাতে গবর্ণমেণ্ট দেশের উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রী নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী সাধারণের ভিতর নির্দ্ধারিত পরিমাণে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ সুবিন্যস্ত কর্ম্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। লোকের বর্দ্ধিত আয় যাহাতে সমস্তই পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত না হইতে পারে সেজন্য এদেশে দেশরক্ষা ঋণ ও ডিফেন্স সার্টিফিকেট প্রভৃতির অধিক প্রচলন আবশ্যক। কিন্তু সেবিষয়ে দেশের লোক আজও গবর্ণমেণ্টের সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছে না। এদেশের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র এবং এদেশের রাজনৈতিক অবস্থাও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুপরিকল্পিত ব্যাপক কার্য্যধারা অনুসরণের পক্ষে সর্ব্বথা পরিপোষক নহে। কাজেই ভারতবর্ষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিতর কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে। এই সব ক্রটিবিচ্যুতি যথাসম্ভব দূর করিয়া পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ ও উহাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিভাবে পরিপূর্ণ সুব্যবস্থা করা যায় ভারত গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন।

এদেশের খাদ্য-সমস্যা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার মূল কারণ সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় যে সব মন্তব্য করিয়াছেন তাহা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত সন্দেহ নাই। কিন্তু এইসব সমস্যা সমাধানের অক্ষমতা সম্পর্কে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে সব অজুহাত দেখাইয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা অনেক পরিমাণে অসার ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের ভিতর যে একটা সহযোগিতার ভাব থাকা আবশ্যক, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইংলণ্ডের মত এদেশে যে সেরূপ সহযোগিতা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না, সে জন্য গবর্ণমেণ্টই কি দায়ী নহেন? এদেশের রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া লইয়া লোকের সাহচর্য্য ও সহযোগিতার ভিতর যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার কথা প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। দেশে খাদ্যসমস্যা ও পণ্যমূল্য সমস্যা যেস্থলে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে সেস্থলে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের সহিত আলাপ ও পরামর্শ করিয়া এই সব সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ঐকান্তিক আগ্রহ দেখাইতে পারিতেন এবং দেশের ও দশের দাবী মানিয়া লইয়া সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা অনু-সরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের দিক হইতে সেরূপ কোন উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। এই অবস্থায় দেশের জনসাধারণের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের সহিত সকল বিষয়ে সহযোগিতার কোন উপায় আছে কি? তাহা ছাড়া লোকের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীতই গবর্ণমেণ্ট যেখানে তাঁহাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য অনেক কাজ যথারীতি সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন সেখানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বেলায় এই অসুবিধাটাই বা তাঁহারা এত বড় করিয়া দেখিতেছেন কেন? এদেশের

(৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একটি ছোটখাটো শিল্পের কথা

অধ্যাপক—শ্রীবরদা দত্ত রায়।

খবরের কাগজে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখা যায়, "ঘরে বসিয়া দৈনিক ৩৲ টাকা উপার্জ্জন করুন।" বিজ্ঞাপন-তত্ত্ব আমাদের দেশে কলা হিসাবে উন্নতি না করিলেও এবং অনেক বিজ্ঞাপনে সাধারণকে প্রতারণা করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও এই বেকারের দেশে ঐ জাতীয় বিজ্ঞাপন এমন কি শিরোনামাটি পর্য্যন্ত যে মনোরঞ্জক, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন একটি বিজ্ঞাপনের শিরোনামা দেখিয়া বিজ্ঞাপনটী যখন অল্প অল্প করিয়া পড়া গেল, তখন দেখা গেল যে বিজ্ঞাপনদাতা বেকার সাধারণকে ছোটখাটো গেঞ্জী ও মোজা বুনিবার কল কিনিয়া কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিতেছেন, এবং উহাতে গেঞ্জী ও মোজা বুনিয়া দৈনিক ৩ (তিন) টাকার মত উপার্জ্জন করিবার আশ্বাস দিতেছেন। জীবিকা অর্জ্জনের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। জনসাধারণ মোজা ব্যবহার কালভাদ্রে করিয়া থাকে। এক কথায় মোজা বাবুদের,—কিন্তু গেঞ্জী আপামর-জনসাধারণের। বিশেষতঃ এই শীতকালে নিতান্ত গরীব দুঃখী, যাহাদের শীতনিবারণের কোন উপায় নাই, তাহারাও একখানি গেঞ্জী কিনিয়া গায় দেয়। পাড়াগাঁয়ে যাহারা শীতের চাদর কিনিয়া গায়ে দিতে পারে না, তাহাদিগকেও শীতকালে তাহাদের গামছা পরা অর্দ্ধনগ্ন দেহে একখানি গেঞ্জী দিতে দেখা যায়। এক হিসাবে এই গেঞ্জী ইদানীং শীতাতপ নিবারণে জনসাধারণের একমাত্র আচ্ছাদন। সেকালের ফতুয়া আস্তে আস্তে বাতিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে গেঞ্জী আসিয়া দেখা দিয়াছে।

অথচ অনেকেই হয়ত জানেন না যে, এই গেঞ্জী ও মোজা শিল্পে বাংলা দেশই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যোগ দেখাইয়াছিল। ইংরাজী ১৮৯৩ সালে খিদিরপুর অঞ্চলে ৺অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কর্ম্মী সর্ব্বপ্রথমে এক গেঞ্জীর কল প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নদাপ্রসাদ স্বর্গীয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু উক্ত শিল্পের লাভালাভ ও সুযোগ সুবিধার যে খতিয়ান সর্ব্বসাধারণের চক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার ফল ফলিতে থাকে। ঐ সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের নানা স্থানে প্রায় ১২৫টী শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৪৫০০ (সাড়ে চারি হাজার) লোক কাজ করিয়া অন্ন-সংস্থান করে। এই সব কারিগরদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই বাঙ্গালী। যদিও গেঞ্জী-শিল্পের কোন বিশ্বাসযোগ্য হিসাবপত্র নাই এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কুটীর শিল্পের মত বলিয়া তাহাদের আয়-ব্যয়, আমদানী-রপ্তানী, উৎপন্ন ও বিক্রয়ের হিসাব তেমন পরিষ্কার ও প্রামাণিক ভাবে পাওয়া যায় না, তথাপি যতটুক জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রায় ৩৪ (চৌত্রিশ) লক্ষ টাকা এই শিল্প ব্যবসায়ে খাটিতেছে। আজকালও বাংলা দেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকার গেঞ্জীর সূতা মাত্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই চল্লিশ লক্ষ টাকার সূতা দিয়া বাংলা দেশ প্রতি বৎসর যে গেঞ্জী উৎপন্ন করে তাহার আনুমানিক দাম প্রায় ৬০ (ষাট্) লক্ষ টাকা। ১৯৩২ সাল হইতে প্রাদেশিক সরকার গেঞ্জী-শিল্পকে সংরক্ষণ নীতির আওতায় আনিয়াছেন। উক্ত সংরক্ষণ নীতির ফলে গেঞ্জী-শিল্প বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে জাপান শত্রুপক্ষ বলিয়া এবং অন্যান্য দেশও যুদ্ধরত বলিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু বৈদেশিক শনির দৃষ্টির হাত হইতে মুক্ত হইলেও আমাদের মধ্যে গৃহ-বিবাদ, প্রতিযোগিতা, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অবধি নাই। বাজার প্রচলিত গেঞ্জীর মধ্যে এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহাতে ৩৪" ইঞ্চির মার্কা থাকিলেও আসলে তাহা হয়ত ৩০ (ত্রিশ) কিংবা ২৮ (আটাশ) ইঞ্চি। এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহাতে হয়ত কোন নামজাদা কোম্পানীর ছাপ আছে, কিন্তু আসলে তাহা বাজে গেঞ্জী। আবার এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহার কোন মার্কাই নাই। এভাবে দরের মধ্যেও এমন প্রতিযোগিতা আছে যে, সকলের প্রতিযোগিতার চাপে আসলের কোন লাভই থাকে না। এ ভাবে এই প্রতিযোগিতার নামে যে লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা শুধু হোসিয়ারী শিল্পের লজ্জা নহে, ইহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরও লজ্জার বিষয়। ইহার কর্ম্মপদ্ধতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের যে দিক্‌টা উদ্ভাসিত হইয়া পড়িতেছে, তাহা এতই নিম্নশ্রেণীর যে ইহাকে শোষণের অপবাদ কিংবা দস্যুতার গৌরব দিয়া স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ জাতির কর্ম্মধারার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ইহা পরাধীন জাতির নীচ গোলামী মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক মাত্র। কারণ এখনও এ দেশে ভাল পশমী গেঞ্জী, সোয়েটার ইত্যাদি তৈয়ার হয় না, আর সামান্য পরিমাণ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও এত সামান্য যে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। সূতি গেঞ্জী ও মোজা এবং ঐ জাতীয় বহু জিনিষ এদেশে তৈয়ার হয় এবং এখনও হইতেছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে বিদেশ হইতে আমদানী হয় না, তাহাও নহে। সূতি হোসিয়ারী দ্রব্য ১৯৩৬-৩৭ সালে আমদানী হইয়াছে প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার, ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সাড়ে সতর লক্ষ টাকার। এই ভাবে পশমী হোসিয়ারীও প্রতি বৎসর ১২।১৩ লক্ষ টাকার আমদানী করিতে হয়। তন্মধ্যে সব চাইতে বড় ভাগ ছিল জাপানের এবং তারপরই ছিল ইংলণ্ডের। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের ঘনঘটায় পূর্ব্বেকার পরিস্থিতির ওলটপালট হইয়া গিয়াছে এবং হোসিয়ারী শিল্প আজ যন্ত্রপাতি, কলকজা এবং সূতার অভাবে যে একটুখানি ম্রিয়মান হইয়া পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হাটে, একটুখানি চেষ্টা করিলে কি হোসিয়ারী শিল্প স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে না?

গবর্ণমেন্ট হোসিয়ারী শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলে এই শিল্প নানারূপ অসুবিধা কাটাইয়া উঠিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা কোথায়? এ দেশে হোসিয়ারীর যন্ত্রপাতি তৈয়ার হয় না, এ দেশের স্বপ্ন-বিলাসী তরুণ এই সমস্ত অতি-আবশ্যকীয় শিল্পাদি শিক্ষা করিবার কোন সুযোগ পায় না। এই দেশীয় সরকার ইহা করিলে এই জাতীয় শিল্পে একদল তরুণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন এবং ক্ষুদ্র জাপান যদি সরকারের অনুকম্পার ছত্রছায়াতলে বসিয়া প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার)

হোসিয়ারী কারখানাতে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারে ও প্রতি বৎসর গড়ে দশ কোটী কাটার মাল উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ কেন উপযুক্ত সংখ্যক হোসিয়ারী কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া হাজার হাজার বেকারের অন্ন সংস্থান করিতে পারিবে না? অপর পক্ষে যাঁহারা বসিয়া আছেন এবং সকালে সন্ধ্যায় যুদ্ধের খবর ও গুজব লইয়া গবেষণা করেন এবং যুদ্ধের অজুহাতে কোন কাজে হাত দিতে পারেন না বলিয়া স্থান বিশেষে আপশোষ জানাইয়া সহানুভূতি লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কুটীর-শিল্প হিসাবেও গেঞ্জী মোজার কল বসাইয়া এই প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন না কি? রাতারাতি বড় লোক হওয়ার কোন সুবিধা না থাকিতে পারে, কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিলে এই শিল্পের ভিতর দিয়া অনেক লোকের অন্ন-বস্ত্রের অভাব অবশ্যই দূর হইতে পারে।

(অর্থ-নৈতিক সমস্যা ও সরকারী দায়িত্ব)

ধনী লোকেরা খাদ্য সামগ্রী ও অন্য অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া মজুত করিয়া রাখিতেছে। আড়ৎদার ও দোকানদারেরা মুনাফার আশায় পণ্যদ্রব্য ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিমভাবে উহাদের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধি করিতেছে। ভারতরক্ষা আইনের বিরাট ক্ষমতা লইয়া যাঁহারা দাপটের সহিত দেশশাসন করিতেছেন মুষ্টিমেয় মজুতকারী ও মুনাফাকারীদের দমন করিয়া নির্দ্ধারিত মূল্যে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে এত কি কঠিন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, এদেশের গবর্ণমেণ্ট 'ব্ল্যাক মার্কেট' বা চোরা বাজারের বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নানা কারণে তেমন জোর দিতে পারিতেছেন না। প্রাদেশিক সরকারসমূহ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যদি এবিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে দেশে যথেষ্ট গোলযোগের সূচনা হইবে। চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট চোরা বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুকঠোর বিধান অবলম্বনে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। সেখানে অন্যায়ভাবে জিনিষপত্র মজুত করিয়া রাখার জন্য একজন মেয়রকে নাকি গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, এদেশের গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে লোকে তাহা পছন্দ করিবে না। আমরা শ্রীযুক্ত সরকারের এই কথার কোন যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইতেছি না। মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ধনী ও লাভখোর ব্যবসায়ীর জন্য এদেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা হেতু সমভাবে দুর্দ্দশা ভোগ করিবে ইহা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। জনসাধারণের হিতার্থে আড়ৎদার ও দোকানদারদের লাভের ব্যবসা সুকঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট ইতিমধ্যে বহু আবেদন নিবেদনও জানান হইয়াছে। ইহার পরও যদি দেশের জনসাধারণ পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুকঠোর কার্য্যনীতি অবলম্বন করা পছন্দ করে না বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তবে আমরা বলিব হয় এদেশে পণ্যের মূল্য পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গবর্ণমেণ্টের অভীপ্সিত নহে, না হয় দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি করিয়া তাঁহারা ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিরাগভাজন হইতে ভয় করেন। মুখে মুখে জনসাধারণের প্রতি দরদ জানাইয়া ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহ সর্ব্ব ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত কেবল নিজেদের স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। এই জন্যই দেখিতে পাই, বিভিন্ন প্রদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি বাহ্যিক আড়ম্বর চালাইয়া তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজন মত (ও সরকারী অফিসারদের প্রয়োজন মত) নির্দ্ধারিত মূল্যে জিনিষপত্র ক্রয়েরই শুধু একটা সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ নির্দ্ধারিত মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ জিনিষ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। ভণ্ডামি ও হৃদয়হীনতা যেখানে এতদূর গিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে সরকারী চেষ্টায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হওয়ার আশা কোথায়?

যুদ্ধের পরে এদেশে যে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা দেখা দিবে, বাণিজ্য সচিবমহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশের বহু লোক সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কাজ বাড়িয়া, পুরাতন কারখানাসমূহ সম্প্রসারিত হইয়া এবং কতকগুলি নূতন শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়া অনেক লোকের কর্ম্মসংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে একদিকে বহু সৈন্যকে কর্ম্মহীন হইতে হইবে, অপরদিকে গবর্ণমেণ্ট জিনিষপত্র ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করার সঙ্গে কলকারখানার কাজ কমিয়াও বহু লোকের চাকুরী যাইবে। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতে বেশী মালপত্র ক্রয় করিবেন না বলিয়াই যে কেবল দেশের অনেক কলকারখানার কাজ হ্রাস পাইবে তাহা নহে; যুদ্ধের পরে ভারতের হাটে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার ফলেও বহু কলকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এইভাবে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা ও অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সমস্যা জটিল হইয়া দাঁড়াইবে। যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা সমাধান করিতে হইলে দেশে লোকের কর্ম্ম সংস্থানের নূতন সুযোগ-সুবিধা দেখিতে হইবে। দেশের নূতন শিল্প কারখানাসমূহকে ভবিষ্যতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তজ্জন্য এখন হইতে উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সরকার এদেশের যুদ্ধোত্তর অর্থ-নৈতিক সমস্যাটিকে যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের নিকট খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে সেই সমস্যার সমাধান করা যাইবে এবং গবর্ণমেণ্টই বা সে সম্পর্কে কি কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিবেন, তাঁহার বক্তৃতায় সে-সব বিষয়ে কোন কার্য্যকরী নির্দ্দেশ না পাইয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। এদেশের বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোনদিন কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কিংবা ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাজ (পাব্লিক ওয়ার্কস) সুরু করিয়া তাঁহারা যে বেকারের কর্ম্ম সংস্থানে যত্নবান হইবেন সে সম্ভাবনা কোথায়? বাণিজ্য সচিব মহোদয় এ বিষয়ে একটা ভরসা দিতে পারিলে লোকে তাঁহার আন্তরিকতা ও কার্য্যক্ষমতার পরিচয় পাইত। কিন্তু সে ভরসা তিনি দিতে পারেন নাই। যুদ্ধের পরে নবোদ্যমে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার পর এদেশের শিল্প কারখানাগুলিকে, বিশেষ করিয়া নূতন শিল্প কারখানাগুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে বাণিজ্য সচিবের বক্তৃতায় সে বিষয়েও কোন সরকারী বিধি-ব্যবস্থার আভাষ পাওয়া যায় নাই। ইংলণ্ডের লোকেরা যুদ্ধের পরে তাঁহাদের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কি ভাবে এখন হইতেই সুসঙ্কল্পিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্কল্পের ফলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভবিষ্যতে এদেশে বিলাতী শিল্প দ্রব্যের আমদানী বাড়িয়া ভারতীয় শিল্পগুলি কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে—উচ্ছ্বসিত ভাষায় তিনি তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের মত দূরদৃষ্টি নিয়া সরকারী সাহায্যে যুদ্ধের পর এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য বিস্তারের কোন পরিকল্পনা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশের পুরাতন ও নূতন শিল্প কারখানাসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য ভবিষ্যতে কোন ব্যাপক সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই। কাজেই উপরোক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা একদিকে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি এবং অপর দিকে বাণিজ্যসচিব হিসাবে শ্রীযুক্ত সরকারের ব্যর্থতার পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হইয়াছি। উচ্চপদের মোহে ও অর্থের লোভে শ্রীযুক্ত সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদে আসন গ্রহণ করিতে যান নাই; দেশের ও দশের স্বার্থ সাধনের সঙ্কল্প নিয়াই তিনি বাণিজ্যসচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার আমলে দেশের স্বার্থ বুঝিয়া উপযুক্ত অর্থনৈতিক কার্য্যনীতি অবলম্বনের সুবিধা বিশেষ নাই তাহা জানি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার দুর্ব্বার কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিয়া দেশের স্বার্থরক্ষাকল্পে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার প্রমুখ ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্যসচিবদের বহুপ্রকার অপকর্ম্মের সময়োচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে—ইহাই আমরা আশা করিতেছি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতা সহরে খাদ্য সরবরাহ

গত ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর বাঙ্গলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টারের অফিসে কলিকাতা সহরে চাউল সরবরাহ সমস্যা আলোচনার জন্য চাউল বিক্রেতা ও চাউল ব্যবসায়ীদের বৈঠক হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে যাহারা অপরিহার্য্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে ও জনসাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত ২১টী বাজারে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বৈঠকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। চাউল এবং ধানের মূল্য সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছে।

কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত সঙ্কেত ধ্বনির পর কলিকাতা অঞ্চলের চাউল, গম, আটা, ডাল, সরিষার তেল, লবণ, কোক কয়লা, দিয়াশলাই এবং অপর কয়েকটী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান, গুদাম প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খোলা না হইলে কলিকাতা অঞ্চলের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সমস্ত ইন্সপেক্টর ও সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নপদস্থ নহেন এরূপ সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারী এবং কলিকাতা করপোরেশনের বাজারসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ ঐসকল দোকান এবং গুদামসমূহ তালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন এবং দোকানসমূহের জিনিষপত্র দখলে আনিতে ও ঐগুলি সম্পর্কে নিজেদের বিবেচনা মত বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবেন। গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে চাল, ডাল, এবং চিনির যে সকল গুদাম তালাবদ্ধ করা হইয়াছে, ঐসকল গুদামের মাল সম্পর্কে বাঙ্গলার অসামরিক বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত বিলি, বিক্রয় বা স্থানান্তরিত করা চলিবে না। ইহা ছাড়া অসামরিক বিভাগের কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চল হইতে উহার বাহিরে চিনি চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কোন চাল, ডাল, সরিষার তৈল, আটা এবং ময়দার চালান উহাদের মালিকের নিকট বিলি না হইয়া থাকিলে অথবা উক্ত তারিখের পর কলিকাতা বা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত কোন রেলওয়ে বা ষ্টীমার ষ্টেশনে উল্লিখিত দ্রব্যাদির চালান পৌঁছিলে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত উহা মালিককে দেওয়া চলিবে না। কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলের প্রত্যেক আটা বা ময়দার কলের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন সকালে পূর্ব্বদিনের প্রস্তুত গমজাত দ্রব্যের মোট সঠিক হিসাব কলিকাতার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারকে জানাইতে হইবে। কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলের আটা বা ময়দার কলের মালিক, ম্যানেজার বা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কণ্ট্রোলারের যথারীতি লিখিত অনুমতিপত্র ব্যতীত কাহারও নিকট গমজাতদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবে না। কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলের কোন রেলওয়ে বা ষ্টীমার ষ্টেশনে কোন মাল চালান দেওয়া হইয়া থাকিলে কণ্ট্রোলারের লিখিত অনুমতিপত্র ব্যতীত ঐ মাল ফেরৎ পাঠান বা অন্য কোন স্থানে প্রেরণ করা চলিবে না।

কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা

জরুরী অবস্থায় অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য (চাউল, ডাল, সরিষার তেল, লবণ প্রভৃতি) বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত ২১টী বাজার নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ মার্কেট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ল্যান্সডাউন মার্কেট, লেক মার্কেট, ইণ্টালী মার্কেট, গড়িয়াহাটা মার্কেট, স্যার চার্লস এলেন মার্কেট, পার্ক সার্কাস মার্কেট, শ্যামবাজার মার্কেট, হাতীবাগান মার্কেট, শোভাবাজার মার্কেট, জগুবাবুর মার্কেট, অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট, বৈঠকখানা মার্কেট, বৌবাজার মার্কেট, মল্লিকবাজার মার্কেট, পদ্মপুকুর মার্কেট, সরকার বাজার মার্কেট, কাশীপুর মার্কেট, নতুন বাজার মার্কেট ও স্যার গুরুদাস মার্কেট।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী সমস্যা

গত ২৫শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে সাংবাদিক সঙ্ঘের এক বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ভারতে বিদেশ হইতে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আনাইবার প্রয়োজনের জন্য সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ অপেক্ষা ইহাকেই জাহাজে প্রাথমিক সুবিধা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ যাহাতে সংবাদপত্রের আয়তন এবং প্রচার সংখ্যা হ্রাস করা যায় তৎপ্রতি অবহিত হইয়া উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কানাডা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর কাগজ মজুত থাকিলেও জাহাজের অভাবে তাহা এদেশে আমদানী করা সহজসাধ্য হইতেছে না। কাগজ অন্যায়ভাবে মজুত করিবার জন্য যে সকল চোরাবাজারের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে, তাহা বন্ধ করিবার পক্ষে জনমত গঠিত হইলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ নানা কারণে চোরাবাজার দূর করিবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। তবে তিনি মনে করেন যে, এদেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ গোপনে মজুত করিয়া রাখার মত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা খুব বেশী নাই। তিনি আশা করেন আগামী মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসের পরে বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী করার হয়ত সুবিধা হইবে।

ভারতে মিশরের তুলা

মিশর হইতে ভারতবর্ষে ১৫ হাজার গাঁইট তুলা আমদানীর জন্য এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। নূতন বৎসরে মিশর হইতে ভারতে আরও তুলা আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সংবাদপত্রের কাগজ সঙ্কট

প্রকাশ, সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ দুর্ঘট হওয়ায় ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ১৯৪২ সালের শেষ ছয় মাসের জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির নিমিত্ত ৯ হাজার ৪ শত টন কাগজ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মাত্র ১ হাজার টনের মত কাগজ বিদেশ হইতে আসিয়াছে। বিদেশ হইতে কাগজ আমদানী করার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের অভাবে। যদি ভারত সরকার সংবাদপত্র ছাপাইবার কাগজ বিদেশ হইতে আনাইবার অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তাহা হইলে অনেক পত্রিকাকে কাগজ অভাবে প্রকাশ বন্ধ করিতে হইবে।

করপোরেশনের নিম্নতম কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু কলিকাতা করপোরেশনের নিম্নতম কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা প্রদানের জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে কলিকাতা করপোরেশনকে ৪ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। করপোরেশনের যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ১৫০৲ টাকা বা তাহার কম বেতন পায় তাহারা বাঙ্গলা সরকারের শ্রম বিভাগের কমিশনারের নির্দ্দেশ মত মাগ্‌গী ভাতা পাইবেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় ব্যবস্থা

প্রকাশ, দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহ ও বিতরণ করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে একটা ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঞ্জাব সরকার রোহটাক, আম্বালা, জলন্ধর, অমৃতসর, লাহোর, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, ক্যাম্বেলপুর, মুলতান ও লায়ালপুরে দালাল ও ঠিকাদার মারফৎ ন্যায্য দরে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উক্ত সরকার মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়াছেন যে, তাহারা যেন 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ'কে নগর শুল্ক প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দেন।

ইজারা ও ঋণদান আইন এবং ভারতবর্ষ

বর্ত্তমানে ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের মারফৎ ইজারা ও ঋণদান ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাজকারবার চালাইয়া থাকেন। ইহার পরিবর্ত্তে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সরকারের মধ্যে সরাসরি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির জন্য আলাপ আলোচনা চলিতেছে। পরিকল্পিত চুক্তির ফলে ভারতের অবস্থা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মত হইবে। এই দুইটী দেশ ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইজারা ও ঋণদান সম্বন্ধে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সরাসরি চুক্তির ফলে ভারতের এই সম্পর্কে হিসাব নিকাশের সুবিধা হইবে এবং ভারত তাহার নিজ অধিকার বলে শান্তি সম্মেলনে ইজারা ও ঋণদান ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা চালাইবে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এইরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শীঘ্রই ভারত তাহার বাহিরের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিতে পারিবে এবং ইহা ছাড়া লণ্ডনে প্রচুর পরিমাণ ষ্টার্লিং মজুত রাখিতে সক্ষম হইবে।

পাটের ভবিষ্যৎ

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর ডিসেম্বর মাসের প্রচারপত্রে প্রকাশ যে, ১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৮৮ লক্ষ গাঁইট পাট ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ পাট ব্যবহারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ও ১১৩ লক্ষ গাঁইট। ১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪২ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ভারত হইতে মোট ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৪ শত টন পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ পাট ও পাটজাত জিনিষপত্রাদি রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১০ লক্ষ ৬১ হাজার ৪ শত এবং ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭ শত টন।

ভারতে বিদেশ হইতে গম আমদানী

ভারতীয় বণিক সমিতি বড়লাটের নিকট একটী তার প্রেরণ করিয়া অবিলম্বে অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা অন্য কোন দেশ হইতে ভারতে গম আমদানীর ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যাহাতে প্রথম কিস্তিতে অন্ততঃ ৪ লক্ষ টন গম আমদানীর বন্দোবস্ত করা হয় তজ্জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য

গত ২৯শে ডিসেম্বর 'বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স' এর কমিটি কাবুলস্থিত বৃটিশ দূতাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধি খান বাহাদুর মীরজা মমতাজ খানের সঙ্গে আফগানিস্তানের সহিত ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারত হইতে আফগানিস্তানে সবুজ চা, ঔষধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, সাবান এবং রেশম প্রভৃতির রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা হয়। ভারত হইতে এবং বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশ হইতে আফগানিস্তানে মালপত্রাদি প্রেরণ করিবার ভাড়ার হার যাহাতে হ্রাস করা হয় তৎসম্বন্ধে কমিটী মত প্রকাশ করেন। খান বাহাদুর বলেন যে, রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যানবাহনের মাশুল কমাইবার যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করেন এবং যাহাতে ভারতীয় রপ্তানীকারকদের স্বার্থ বজায় থাকে তৎপ্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

মিত্রশক্তিবর্গের জন্য উত্তর আফ্রিকার কাঁচামাল

প্রকাশ, ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় যে সকল দস্তা, সীসা, কোবাল্ট (গুহ্যক ধাতুবিশেষ), ম্যানগেনিজ পাওয়া যাইবে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রয়োজনের জন্য দেওয়া হইবে। ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া বৃটেনকে লোহা, পাইরাইট, ফস্‌ফেটের পাহাড়, দস্তা, সীসা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানগেনিজ, কোবাল্ট প্রভৃতি দেওয়া হইবে। উত্তর আফ্রিকার খনিজ সম্পদের মধ্যে ফসফেটের পাহাড় এবং লৌহই প্রধান। বৎসরে গড়পড়তায় উত্তর আফ্রিকায় ৪০ লক্ষ টন অপরিশোধিত ফসফেট এবং ৩০ লক্ষ টন লৌহ পাওয়া যায়।

ভারতে ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

সমগ্র ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধান চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে ৭ কোটি ১৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) ৭ কোটী ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে) ধান চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ অধিক। স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের কোন কোন অংশে ফসলের ক্ষতি হইয়াছে; তথাপি মোটামুটি ফসলের অবস্থা ভাল বলিয়াই মনে হয়।

ভারতে কঙ্গোর অর্থ নৈতিক মিশন

প্রকাশ, আফ্রিকাস্থ বেলজিয়াম কঙ্গোর একটী সরকারী অর্থ-নৈতিক প্রতিনিধি দল ভারতে আসিবেন। যাহাতে ভারত হইতে বস্ত্র এবং পাট ছাড়াও কঙ্গোতে অন্যান্য ভারতীয় জিনিষপত্রাদি রপ্তানী হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন। কঙ্গো হইতে ইহার পরিবর্ত্তে ভারতে কাঁচা মাল প্রেরিত হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন

১৯৪২ সালে বোম্বাই প্রদেশে (দেশীয় রাজ্যসহ) ২ কোটী ২৯ লক্ষ ৬৯ হাজার হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৮ সের) চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ চাউল উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪১.৪ ভাগ বেশী। ১৯৪২-৪৩ সালে গুজরাটের জেলাসমূহে ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫০ হন্দর চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪১-৪২ সালে গুজরাটে ১৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮ শত হন্দর উৎপন্ন হইয়াছিল।

বিহার হইতে চিনি, চাউল, গম প্রভৃতি রপ্তানী নিষিদ্ধ

বিহার সরকার এক আদেশ জারী করিয়া অনুমতি ব্যতিরেকে বিহার প্রদেশের বাহিরে ধান, চাউল, গম এবং ছোলা রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পণ্যমূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান নিয়ামকের আদেশ ব্যতীত উক্ত প্রদেশের এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চিনি চালান দেওয়াও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

কোলার স্বর্ণ খনির উৎপাদন

১৯৪২ সালের নবেম্বর মাসে কোলার স্বর্ণ খনিতে ১৭ হাজার ৩৯১ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছে।

দিল্লীতে গম আমদানীর ব্যবস্থা

প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে পাঞ্জাব হইতে দিল্লীতে ১০ হাজার বস্তা গম আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দিল্লী এলাকায় গম বিতরণের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। বাজার হইতে গম যাহাতে অপসারিত না হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

ঝান্সীতে খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

গম সরবরাহের নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ঝান্সীতে প্রত্যেক পরিবারকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য অনুমতিপত্র নিতে হইবে। প্রত্যেকের আহারের জন্য দৈনিক দেড় পোয়া গম ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইবে। অল্প বেতনের কর্ম্মচারীরা তাহাদের পরিবারের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক তিন ছটাক হিসাবে গম কিনিতে পারিবে।

মাদ্রাজ হইতে আলু রপ্তানী নিষিদ্ধ

মাদ্রাজ সরকার মাদ্রাজের বে-সামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ কমিশনারের আদেশ ব্যতিরেকে মাদ্রাজের যে সমস্ত এলাকায় আলু জন্মে সে সমস্ত স্থান হইতে অন্যত্র আলু চালান দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য একটী আদেশ জারী করিয়াছেন।

চাউল এবং ডাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নিয়ামক জানাইয়াছেন যে, গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা করপোরেশন কর্ত্তৃক পরিচালিত ৮টী বাজারে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল এবং ডাল বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ হইতে এক ব্যক্তির নিকট মাত্র ৫ সের চাউল এবং ১ সের ডাল এইরূপ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। শীঘ্রই এইরূপ পরিকল্পনানুযায়ী আরও ১৩টী বাজার খোলার বন্দোবস্ত করা হইবে।

সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার ব্যবস্থা

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাঞ্জাব সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার একটী সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাব এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে উক্ত বিভাগ পাঞ্জাবে গম ক্রয় করিবে। যে সকল এলাকায় ঘাটতি পড়িবে সেই সকল স্থানের এবং সৈন্য বিভাগের জন্য ভারত সরকার গম খরিদ করিতেছেন।

সংবাদপত্রের হরতাল

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মিঃ কে শ্রীনিবাসন জানাইয়াছেন যে, আগামী ৬ই জানুয়ারী ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র-সমূহ তাহাদের প্রকাশ বন্ধ রাখিবে।

ভারত সরকারের কৃষিপণ্য বিভাগীয় পরামর্শদাতা

ভারত সরকার মিঃ বেভিনকে ইহার কৃষিপণ্য বিভাগীয় পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ মিঃ বেভিনকে এই পদের জন্য বিশেষভাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। আশা করা যায় মিঃ বেভিন ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিবেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় চিকিৎসার উন্নতি

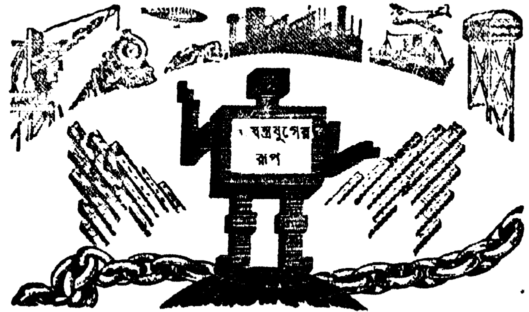
১৯১৩ সালে রাশিয়ায় রোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালসমূহে মাত্র ১ লক্ষ ৩৮ হাজার খানা বিছানার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৭ সালে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ৪৩ হাজারখানা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রতি ৩১৩ জন লোক পিছু হাসপাতালে ১খানা করিয়া রোগীদের বিছানার ব্যবস্থা আছে। বৃটিশ ভারতে ১৯১৪ সালে হাসপাতালে বিছানার সংখ্যা ছিল ৪৮ হাজার ৪৩৫খানা; ১৯৩৪ সালে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র ৭২ হাজার ২৭১খানায় দাঁড়াইয়াছে। বৃটিশ ভারতে ৩ হাজার ৮১০ জন প্রতি ১খানা করিয়া রোগীর বিছানার বন্দোবস্ত আছে। ১৯৩১ সালে রাশিয়ায় লোক-মৃত্যুর হার ছিল হাজারে ২৮'৩ জন; ১৯১৪ সালে ভারতে প্রতি হাজারে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩০ জন। ১৯২৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় লোক-মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়া প্রতি হাজারে ২০'৯ জন দাঁড়াইয়াছে; পক্ষান্তরে উক্ত বৎসরে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা হইতেছে প্রতি হাজারে ২৬'৭ জন। ১৯১৩ সালে মস্কোতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৭০ জন; ১৯২৮-২৯ সালে ইহার হার দাঁড়াইয়াছে প্রতি হাজারে ১২০ জন। ১৯১৪ এবং ১৯৩৪ সালে ভারতে বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে যথাক্রমে ৩'২ এবং ৩ জন; পক্ষান্তরে ঐসময়ে রাশিয়ায় বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা হাজার জন প্রতি হইতেছে যথাক্রমে ৪'৭ এবং ০'৩৭ জন। সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৯১৩, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯ সালে চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ হাজার ৮ শত, ৯৭ হাজার এবং ১ লক্ষ ১০ হাজার জন। ১৯৪১ সালে ভারতে রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যা হইতেছে মাত্র ৪২ হাজার জন এবং শুশ্রূষাকারিণীর সংখ্যা ৩ হাজার ৬৯৭ জন।

পরলোকে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার

গত ৩০শে ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ, আইনজ্ঞ ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল উড়িষ্যার সম্বলপুর রাজ্যের আইন পরামর্শদাতা ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।

ইংলণ্ডে ভারতের পাওনা

প্রকাশ, ইংলণ্ডে ভারতের যে পাওনা হইয়াছে তাহার মধ্যে গত এক বৎসরে ৭ কোটী ষ্টার্লিং পরিশোধ হইলেও এক্ষণে এইরূপ পাওনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৪ কোটী ষ্টার্লিং। এইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে গত বৎসরের পাওনার চেয়ে ১৪ কোটী ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং বেশী।



কলিকাতায় চাউল ও তেলের দর নিয়ন্ত্রণ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার ২১টি নির্ব্বাচিত বাজারে পুরাতন চাউল নিম্নলিখিত দরে ঠোঙ্গা ছাড়া বিক্রয় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে :—মোটা চাউল—/৫ সের ১।৬ পাই, /১ সের ।৩ পাই ; মাঝারি চাউল—/৫ সের ১।৶৬ পাই, /১ সের ।৬ পাই ; সরু চাউল—/৫ ১৷৶৬ পাই, /১ সের ।/৩ পাই। ইহা ছাড়া সরিষার তেলের দর নিম্নহারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে :—কলের তেল ১নং—পাইকারী দর প্রতি মণ—২৭৲ টাকা ; খুচরা প্রতি সের ৸৹ আনা ; কলের তেল ২নং পাইকারী দর প্রতি মণ—২৪।৹ আনা ; খুচরা প্রতি সের—৷৶৬ পাই।

গুড়ের ফাটকা বন্ধ

বাঙ্গলা সরকার গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে গুড়ের ফাটকা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই আদেশ বলবৎ হইবার পুর্ব্বে এই সম্পর্কে যে সমস্ত ফাটকা হইয়া এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই তাহাও এতদ্দ্বারা বাতিল হইয়া যাইবে। এই আদেশ অনুসারে ফাটকা বাজীর জন্ম কোন গৃহও ব্যবহার করা চলিবে না।

বাঙ্গলায় খাদ্যসঙ্কট দূর করার ব্যবস্থা

খাদ্য সমস্যা ও উহার সমাধান সম্পর্কে পন্থা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার এক অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। কমিটী বাঙ্গলা সরকারের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করিয়াছেন :—(১) বঙ্গদেশের প্রত্যেক থানা, মহকুমা ও জেলায় এবং কলিকাতার প্রত্যেকটী ওয়ার্ডে সকল দল ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া জনগণের কমিটী গঠন করিতে হইবে এবং প্রদেশেও অনুরূপ এক কমিটী গঠন করিতে হইবে। (২) খাদ্যদ্রব্য, কেরোসিন, কাপড় এবং জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার অবশ্যই ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) এই সকল দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে। (৪) মাল মজুত করা বন্ধ করিতে হইবে। (৫) গোপনে মাল বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। (৬) অধিকতর খাদ্যদ্রব্যাদি উৎপাদনে মনোযোগী হইতে হইবে। কমিটির মতে গবর্ণমেন্টের নিম্নলিখিত নীতি গ্রহণ করা উচিত—(ক) যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ (খ) কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা গোপনে বিক্রয় নিবারণ এবং প্রয়োজন হইলে নিম্নমূল্যের হার সংশোধন (গ) ফাটকা নিবারণ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দ্বারা মাল মজুদ করা নিবারণ (ঘ) বাঙ্গলার বাহিরে চাউল রপ্তানী বন্ধ এবং যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় ঐ সকল প্রদেশ হইতে সামরিক প্রয়োজন মেটান (ঙ) বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ।

ভারতে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ

প্রকাশ, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে পূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন তুলা সহ ৮৪ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরে ৪২ লক্ষ বেল তুলা কলের জন্য ব্যবহৃত হইলেও এবং ভারতের প্রয়োজনে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানীর জন্ম যথাক্রমে ৫০ হাজার বেল এবং ৪ লক্ষ বেল তুলা লাগিলেও, ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার বেল তুলা উদ্বৃত্ত থাকিবে।

বিহারে ইক্ষুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বিহার সরকার গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের ইক্ষু মাড়ানির অবশিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ইক্ষু ক্রয়ের সর্ব্বনিম্ন দর মণ প্রতি ৷৶৹ আনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিহার চিনি কারখানা নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত সেস উক্ত নির্দ্দিষ্ট দরের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

চা ফসল নিয়ন্ত্রণ

চা ফসল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির মেয়াদ ১০ বৎসর পরে আগামী মার্চ্চ মাসের শেষ দিকে উত্তীর্ণ হইবে। ঐ চুক্তি পুনরায় বলবৎ করার জন্ম আলোচনা চলিতেছে।

কানাডায় কাগজ উৎপাদন।

১৯৪০ সালে কানাডায় কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈয়ার করিবার কল ছিল ১০৩টী। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ কল কুইবেক এবং অন্টারিও

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

স্বার্থ-সংরক্ষণের এক পরিচালকমণ্ডলী বৈ আর কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা (ফোর্টিন পয়েণ্ট) সেখানে স্থান পাইবে কেমন করিয়া? মিঃ ওয়ালেস যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম (economic warfare) থামাইয়া পারস্পরিক অর্থ-নৈতিক সহযোগিতার আদর্শ আওড়াইয়াছেন। কিন্তু যতদিন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান না ঘটিবে এবং এক জাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির শাসন ও শোষণ অব্যাহত থাকিবে, ততকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম এবং উহারই অবধারিত পরিণাম স্বরূপ আত্মঘাতী মহাযুদ্ধ বন্ধ করা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নহে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আর কোন দেশে আর একজন হিটলার বা আর কোন নামে আর কোন মতবাদ যাহাতে বিশ্বব্যাপী বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিতে না পারে তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে সাম্রাজ্যবাদের সুখস্বপ্ন ত্যাগ করিতে হইবে—প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্মগত অধিকার দিতে হইবে। নতুবা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তথাকথিত শান্তির সময়টা পরবর্ত্তী মহাযুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন পর্ব্ব হইয়াই রহিবে। এই আসল সমস্যা সম্পর্কে মিঃ ওয়ালেস আদৌ স্পষ্ট নন। এখানেই আমাদের যত আপত্তি, যতকিছু সংশয় ও সন্দেহ। মিঃ ওয়ালেসের পরিকল্পনাও চার্চ্চিল-ইডেন-আমেরী কোম্পানীর ন্যায় কালনেমীর লঙ্কাভাগের ছদ্মবেশী এক সুমার্জ্জিত সংস্করণ নয় তো?

কোম্পানী প্রসঙ্গ

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে নানা কারণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে বিস্তর অসুবিধার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার ফলে যুদ্ধ এখন ভারতের প্রত্যন্ত দেশে উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত জাতীয় দুর্য্যোগ ও আন্তর্জ্জাতিক দুর্দ্দিন সত্ত্বেও বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্কের উপর দেশবাসীর আস্থাই সূচিত হইতেছে।

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে ৪০ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ৪০ হাজার টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৪৭ টাকা। সর্ব্ববিধ ব্যয় বাদে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে মোট ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা। এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে আয়করবিমুক্ত লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থা বিবেচনায় অর্থাৎ আমানতকারীদের দাবী তৎপরতার সহিত মিটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের নগদ টাকার ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক রাখা হইয়াছে। মোট আমানতের শতকরা ২২ ভাগ অর্থ হাতে ও ব্যাঙ্কে এবং শতকরা ২৮ ভাগ কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি নিরাপদজনক ব্যবস্থায় ন্যস্ত রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রচুর অর্থ নিরাপত্তামূলক দাদনে বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কের আর্থিক ভিত্তি যে খুব সন্তোষজনক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মূলধন, চলতি ও স্থায়ী আমানত জমা প্রভৃতি লইয়া ব্যাঙ্কের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে ১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৩৮ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩৫ লক্ষ টাকা; কোম্পানীর কাগজে ৪২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা; পোর্ট ট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে ৩ লক্ষ টাকা; ঋণদান প্রভৃতিতে ৭৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা; জমি ও ইমারতে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ইত্যাদি।

উপরোক্ত কার্য্যবিবরণী হইতে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উন্নতির ও উহার পরিচালকমণ্ডলীর কর্ম্মদক্ষতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে উহার উপর দেশবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান আস্থা কামনা করি।

নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী

আমরা সুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসার্স জি এস এম্পোরিয়াম লিমিটেড (আফিস ৪৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা) ও কাজল কালি প্রস্তুতকারক সুপরিচিত ক্যামিকেল এসোসিয়েসন (কলিকাতা) লিমিটেডের (আফিস—৫৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা) নিকট হইতে নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

কানপুর টেক্সটাইল লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **এলগিন মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৷০ আনা **নিউ ভিক্টোরিয়া মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **বুলন্দ সুগার কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২২৷৷০ আনা। **রাজা সুগার কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২২৷৷০ আনা। **মেকেঞ্জিস্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

মহারাজগঞ্জ সুগার মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মগুললাল সেকসারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। চিনির ব্যবসা।

জয়পুরিয়া প্রোপার্টিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাংতুরাম জয়পুরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

কৃষ্ণ উড ওয়ার্কস লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। রেজিষ্টার্ড আফিস—৫০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা।

রূপশ্রী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২০এ. রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাক। ব্যবসা ছায়াচিত্র প্রস্তুত ও প্রদর্শন।

এইচ দত্ত এণ্ড সন্স (এজেন্সিজ) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—এজেন্সি।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড সায়েন্টিফিক মেশিনারিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি সি মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৩, আশু বসু লেন, হাওড়া, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য বিবিধ শিল্পসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের কাজকারবার।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২রা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকায় গত ২৮শে তারিখে "আর্থিক জগতের" কোন সংখ্যা বাহির হয় নাই। সুতরাং এবার আমাদিগকে সংক্ষেপে বিগত দুই সপ্তাহ কালের টাকা ও বিনিময় বাজারের হালচালের আলোচনা করিতে হইবে।

টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব্ববৎ নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। বাজারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা মহানগরীর উপর উপর্য্যুপরি তিন দিবস ও আরও দুই দিন বিমান হানা হওয়া সত্ত্বেও টাকার বাজারে তেমন আতঙ্কের ভাব লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কগুলি হইতে আমানত জমা তুলিয়া লইবার অস্বাভাবিক ভীড় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতায় শতকরা ॥০ আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। গত সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ ২ কোটি টাকারও কম দাঁড়াইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পূর্ব্বের মতই মন্দার ভাব দেখা যায়। সামান্য পরিমাণ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইয়াছে মাত্র।

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৵৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের টেণ্ডারসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ১ কোটী ৯৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ৫ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৮ই জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে আগামী ৪ঠা জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বিঘোষিত সর্ত্তানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল শতকরা ৯৯৷৵০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতে থাকিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{২৯}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার জন্য স্থানীয় শেয়ার বাজারে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ বিমান হানা স্বভাবতঃই শেয়ার বাজারের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং শেয়ারের দরেও মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শেয়ার বিক্রয়ের জন্য কোনরূপ অস্বাভাবিক তাড়াহুড়া লক্ষিত হয় নাই। প্রথম দিনের বিমানহানা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু কয়েকদিন উপর্য্যুপরি বিমানহানার জন্য বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিয়াছিল। বৃটিশ বাহিনীর

ব্রহ্মদেশের ভিতরে অভিযানের সংবাদ বাজারে কতকটা আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৪৸০ আনা এবং ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে ইহাদের দর যথাক্রমে ৩০।/০ আনা এবং ২১।০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। ৪ঠা জানুয়ারী শেয়ার বাজার খুলিবে এবং ঐ দিন বাজারে শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে মন্দার লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে শেয়ার বাজারের কাজকারবার একটা অচল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে শেয়ার বেচাকেনায় যে সকল চুক্তি হইয়াছিল তাহার মধ্যেই কাজকারবার সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। চা-বাগানের শেয়ারের কিছু কিছু বেচাকেনা হইয়াছিল। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানী কাগজ ৯৩৶০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছিল। অন্যান্য বিভাগে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। কাপড়ের কল এবং চিনির কলের শেয়ারের সামান্য চাহিদা ছিল। কলিকাতায় কয়েকবার বিমান হানার জন্য কতক লোক কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। অতএব কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ শৈথিল্যের ভাব দেখা যাইবে বলিয়াই সকলে আশঙ্কা করিতেছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময়ে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৭ই ডিসেম্বর—১০২৸৶০ ; ১৮ই—১০২৸০ ; ২২শে—১০২৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই ডিসেঃ—১০০৷৷/০ ১০০৸০ ; ২২শে—১০০।৶০ ১০০।৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই ডিসেঃ—৮০৸০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ই ডিসেঃ—৯৯৸৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২২শে ডিসেঃ—৯৫।৶০ ৯৫৷৷/০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই ডিসেঃ—৯৪/০ ৯৪৶০ ; ১৮ই—৯৪৲ ৯৪৷৷০ ; ২২শে—৯৪৲ ৯৪।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৮ই ডিসেঃ—১০৮৸৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২২শে ডিসেঃ—১১০৶০ ১১০।০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২২শে ডিসেঃ—১০৮৸৶০। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই ডিসেঃ—১০৪।০ ; ১৮ই—১০৮৸৶০।

ব্যাঙ্ক

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ২২শে ডিসেঃ—১২৶০। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ১৭ই ডিসেঃ—৫৬।০। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ই ডিসেঃ—১০৩৲ ১০৪৲ ; ১৮ই—১০৩৷৷০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১৭ই ডিসেঃ—৩১৶০ ৩২।০ ; ১৮ই—৩১৸৶০। বেঙ্গল ১৭ই ডিসেঃ—৪০১৲ ; ১৮ই—৪০০৲ ; ২১শে—৩৯৯৲। ভালগোড়া ১৭ই ডিসেঃ—৫৸৵০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮ই ডিসেঃ—১৭।/০। বরাকর ১৭ই ডিসেঃ—১৪৲ ; ১৮ই—১৪৲। ধেমো মেইন ১৮ই ডিসেঃ—১৩/০ ১৩।০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২২শে ডিসেঃ—১৭৸০। ইকুইটেবল ১৭ই ডিসেঃ—৩৪৸০ ; ১৮ই—৩৫৲ ৩৫৸০। ঘুষিক এণ্ড মুল্লিয়া ১৮ই ডিসেঃ—৫৸০ ; ২২শে—৫৷৷৶০। লাকুরকা ১৮ই ডিসেঃ—১৪৷৷০। মুণ্ডলপুর ১৮ই ডিসেঃ—১০।০। নিউবীরভূম ২২শে ডিসেঃ—১৬৷৷৶০ ১৭৲ ; (প্রেফ) ২২শে ডিসেঃ—১৬।০। নর্ম্মদামুদা ২১শে ডিসেঃ—৫৶০ ৫৸৶০। পরাসিয়া ১৮ই ডিসেঃ—১৷৷০ ১৷৷৶০ ; ২২শে—১৷৷০ ১৷৷৶০। পেঞ্চভেলী ১৮ই ডিসেঃ—৩৬৲। রেওয়া ১৮ই ডিসেঃ—২৯৷৷০ ৩০।০। সামলা ১৭ই ডিসেঃ—২৶০ ২৸৶০। শিবপুর ১৮ই ডিসেঃ—২৩।০ ; ২২শে—২২৲। সিঙ্গারান (এ) ১৮ই ডিসেঃ—৩৵০ ৩।০। সাউথ করণপুরা ২২শে ডিসেঃ—৪৷৷০। তালচের ১৭ই ডিসেঃ—২৸৵০ ৩৲ ; ১৮ই—২৸৶০ ২৸৵০ ; ২২শে—২৷৷৵০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ১৮ই ডিসেম্বর—৯/০ ; ২১শে—৮৸০ ; (প্রেফ) ১৭ই—১১৲ ১১৷৷৶০ ; ১৮ই—১১৷৷৶০ ১১৸০ ; ২১শে—১১।০ ১১।৶০ ; ২২শে—১১।০। বেণারস কটন ১৭ই ডিসেঃ—৯৲ ৯/০ ; ১৮ই—৯।০ ৯।৶০। বঙ্গলক্ষ্মী ১৭ই ডিসেঃ—৭৬৲ ; ১৮ই—৭৫৲। বেঙ্গল নাগপুর কটন ১৭ই ডিঃ—২৬৸৶০ ; ১৮ই—২৭।০ ; ২২শে—২৬৲। কাণপুর টেক্সটাইলস ১৭ই ডিসেঃ—১৫৷৷৵০ ১৫৸০ ; ১৮ই—১৫৷৷৶০ ১৫৶০ ; ২১শে—১৫।৶০। ডানবার ২১শে ডিসেঃ—২৭০৲ ; ২২শে—২৬৭৲। এলগিন মিলস ১৮ই ডিসেঃ—৪৫।৶০ ; ২২শে—৪১৲। কেশোরাম ১৭ই ডিসেঃ—১৫৸৵০ ১৬/০ ; ১৮ই—১৬/০ ১৬।/০ ; ২১শে—১৬৲ ১৬৵০ ; ২২শে—১৪৸০ ১৫।৶০। মহালক্ষ্মী কটন ১৮ই ডিসেঃ—৩০৷৷০ ; ২২শে—২৯৷৷০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই ডিসেঃ—৮।০ ৮।/০ ; ১৮ই—৭৸৵০ ৮৵০ ; ২১শে—৮৲ ; (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১১৷৷৵০ ১১৸৵০।

ইলেকৃট্রীক

বেণারস ইলেকট্রীক ১৮ই ডিসেম্বর—১৫৸০ ১৫৸৶০। জব্বলপুর ইলেকট্রীক ১৮ই ডিঃ—১৬৷৷/০। আপার যমুনা ইলেকট্রীক ২২শে ডিঃ—১২।০ ১২।৶০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১৭ই ডিসেঃ—২৸৵০ ; ১৮ই—২৸৵০ ; ২১শে—৩/০ ৩।০ ; ২২শে—৩৲ ৩৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৭ই ডিসেঃ—২।০ ২।/০ ; ১৮ই—২।০ ২।/০ ; ২১শে—২।০ ; ২২শে—২৶০ ২৵০। রোডেসিয়া কপার ১৭ই ডিসেঃ—১।/০ ; ১৮ই—১।০।

সিমেণ্ট

আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৭ই ডিসেম্বর—১২।৶০ ১২৷৷/০ ; ২২শে—১২৷৷০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৮ই ডিসেম্বর—১৫৸০ ১৫৶০ (ডেফার্ড) ১৮ই ডিসেম্বর—৪।০ ; ২১শে—৪।০ ৪।/০।

পাটকল

আদমজী ১৭ই ডিসেম্বর—২৭৶০। আগরপাড়া ১৭ই ডিসেম্বর—২৩।৵০ ; ১৮ই—২৩।৶০ ২৩৷৷০ ; ২২শে—২৩৷৷/০। এলবিয়ন ১৭ই ডিসেম্বর—২০৬৲ ; ২১শে—১৯২৲ ১৯৯৲। এংলো ইণ্ডিয়া ১৭ই ডিসেম্বর—৩৪৯৲ ৩৫২৲ ; ১৮ই—৩৩৯৲ (প্রেফ) ২১শে ডিসেম্বর—১৬৩৲। অকল্যাণ্ড ১৮ই ডিসেম্বর—১৭৯৲। বালি ১৮ই ডিসেম্বর—২৬৪৲ ২৬৫৲ ; ২২শে—২৫১৲ ২৫৫৲। বরানগর ২১শে ডিসেম্বর—১০২৲। বেলভেডিয়ার ১৮ই ডিসেম্বর—৪১৫৲। বিরলা ১৭ই ডিসেম্বর—৩৮৷৷০। বজবজ ১৭ই ডিসেম্বর—৩৭৫৲ ; ২২শে—

৩৫৮৲। কেলিভিনিয়ান ২২শে ডিসেঃ—৩৬৫৲। চাঁপদানী ১৭ই ডিসেঃ—১৯০৲; ১৮ই—১৮৩৲। সেভিয়ট ২২শে ডিসেঃ—১৮০৲; (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৫৮৲। ডালহৌসী ১৭ই ডিসেঃ—২২৯৲ ২৩১৲; ১৮ই—২৩০৲; (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১৬৪৲। এম্পায়ার (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১৫০৲। ফোর্ট উইলিয়ম ২১শে ডিসেঃ—২৪০৲। গ্যাঞ্জেস ২২শে ডিসেঃ—৩৩৫৲। গোন্দলপাড়া ১৭ই ডিসেঃ—১২৬০৲ ১২৬৫৲। গৌরীপুরী ২১শে ডিসেঃ—৭০০৲ ৭০৩৲। হুগলী ১৮ই ডিসেঃ—৭১৲; (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—২০৴০। হাওড়া ২২শে ডিসেঃ—৫৩৸০; ('এ' প্রেফ) ২১শে ডিসেঃ—১৫১৲ ১৫১॥০। হুকুমচাঁদ ১৭ই ডিসেঃ—২০।০ ২০৸/০; ১৮ই—২০৵০ ২০।৵০; ২১শে—১৯৸০; ২২শে—১৯।৵০; (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৫৯৲। ইণ্ডিয়া ১৭ই ডিসেঃ—৪৩০৲; ১৮ই—৪৩০৲ ৪৩৩৲; ২১শে—৪২০৲ ৪২৮৲; ২২শে—৪১৫৲ ৪২১৲। কামারহাটী ২১শে ডিসেঃ—৪৯০৲ ৪৯৫৲। কাকনাড়া ১৭ই ডিসেঃ—৩৩৬৲ ৪০০৲; ১৮ই—৪০০৲ ৪০২৲। কেলভিন ১৭ই ডিসেঃ—৫৫৫৲; ২২শে—৫৪২৲। কিনিসন ১৮ই ডিসেঃ—৩৩৮৲ ৩৪১৲; ২১শে—৩৩৩৲; ২২শে—৩২৭৲। লরেন্স ১৮ই ডিসেঃ—২৩৬৲। লোথিয়ান ২২শে ডিসেঃ—২৩৫৲। মেঘনা ১৮ই ডিসেঃ—৬৩৲। নস্করপাড়া ২২শে ডিসেঃ—১৮৸০। ন্যাশনাল ২১শে ডিসেঃ—২৪৲ ২৪৵০; ২২শে—২২॥৵০ ২৩॥০; (প্রেফ) ২২শে ডিসেঃ—১৬৬৲। নেলিমার্লা ১৮ই ডিসেঃ—১৫।০; ২২শে—১৪।০। নর্থব্রুক (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৪২৲। নদীয়া ১৭ই ডিসেঃ—৭১॥০ ৭৩৲; ১৮ই—৭১৲ ৭৩৲; ২১শে—৭১৲। ওরিয়েণ্ট ২২শে ডিসেঃ—১৭৯৲। প্রেসিডেন্সী ১৭ই ডিসেঃ—৫৸৵০ ৬৲; ১৮ই—৫৸৵০ ৫৸৶০; ২২শে—৫॥০। রিলায়েন্স ১৮ই ডিসেঃ—৫৬৲ ৫৬॥৵০; ২১শে—৫৪॥০। সুরা (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৩৪৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১৭ই ডিসেঃ—১৪॥০; ১৮ই—১৪॥০; ২২শে—১৪৲; (কণ্টি) ১৭ই ডিসেঃ—১৭।৵০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১শে ডিসেঃ—২২২৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাটলার (অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ—১৪৵০; ২২শে—১৩৸০। ভারতীয় ইলেকট্রিক ষ্টীল ১৭ই ডিসেঃ—১৭।৵০; ২১শে—১৬৸০; ২২শে—১৩৸০। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেকট্রিক কনষ্ট্রাকসন ১৮ই ডিসেঃ—১১/০ ১১৵০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২১শে ডিসেঃ—৩৩৮৲; ২২শে—৩৩৮৲ ৩৪০৲; (৭৲ সুদের প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১৬১॥০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই ডিসেঃ—৩২৸০ ৩২৸/০ ৩২৸৶০ ৩৩৲ ৩৩/০ ৩৩৵০ ৩৩৶০ ৩৩।০ ৩৩।/০ ৩৩।৵০; ১৮ই—৩২৲ ৩২৵০ ৩২॥৵০ ৩২৸০ ৩৩৲ ৩৩/০; ২১শে—৩২।৶০ ৩২॥০ ৩২॥/০ ৩২৸০ ৩২৸৵০ ৩২৸৶০ ৩৩৲; ২২শে—৩০।৵০ ৩০॥০ ৩০৸০ ৩০৸/০ ৩০৸৵০ ৩১/০ ৩১৵০ ৩১৶০ ৩১।০ ৩১।/০ ৩১।৵০ ৩১।৶০ ৩১॥০ ৩১॥৵০ ৩১৸০। জেসপ এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ—২০॥০; ২১শে—১৯৸০; ২২শে—১৯।৵০। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ—৬।৶০ ৬॥০; ১৮ই—৬।০ ৬।৵০; ২১শে—৫৸০ ৬/০; ২২শে—৫৸০; (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১৭৩৲; ২২শে—১৭৩॥০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই ডিসেঃ—১২।৵০ ১২॥০; ১৮ই—১২।০ ১২।৵০; ২২শে—১২৲ ১২/০। ষ্টীল করপোরেশন ১৭ই ডিসেঃ—২৩৸/০ ২৪৲ ২৪/০ ২৪।৶০ ২৪॥০ ২৪॥৶০; ১৮ই—২৪৲ ২৪৶০ ২৪।০ ২৪।/০; ২১শে—২৩।৵০ ২৩।৶০ ২৩॥০ ২৩॥/০ ২৩॥৵০ ২৩৸০ ২৩৸/০ ২৩৸৵০ ২৩৸৶০; ২২শে—২১।৵০ ২১॥০ ২১॥/০ ২১॥৵০ ২১॥৶০ ২১৸০ ২১৸/০ ২২৲ ২২/০ ২২।/০ ২২।৵০ ২২।৶০ ২২॥০ ২২৸০; (প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ—১১৮৲। ষ্টীল প্রডাক্টস ১৭ই ডিসেঃ—৭।৵০ ৭॥/০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৮ই ডিসেঃ—১৬৩৲ ১৬৫৲; ২২শে—১৫৭৲। মহীশূর পেপার ১৮ই ডিসেঃ—২০৲ ২০।০; ২২শে—১৯৸০। ওরিয়েণ্ট পেপার ১৭ই ডিসেঃ—২৫।০ ২৫॥৵০; ১৮ই—২৫৵০ ২৫৶০। শ্রীগোপাল পেপার ১৭ই ডিসেঃ—১৯।০; ১৮ই—১৯।০ ১৯॥০। ষ্টার পেপার ১৮ই ডিসেঃ—১৯।০ ১৯॥০; ২১শে—১৯।০। টিটাগড় পেপার ১৭ই ডিসেঃ—২২॥৵০ ২২৸০; ১৮ই—২২৸৵০ ২২৸৶০; ২১শে—২২।/০ ২২॥৵০; ২২শে—২১॥০ ২২।৵০; (প্রেফ অর্ডি) ১৭ই ডিসেঃ—৫॥/০।

চিনির কল

বলরামপুর ২১শে ডিসেঃ—১২।০। বুলাণ্ড ১৭ই ডিসেঃ—৪১৲ ৪১॥০; ২১শে—৪১॥০। কেরু এণ্ড কোং ১৭ই ডিসেঃ—১৪৸০ ১৪৸/০; ১৮ই—১৪৸০ ১৪৸/০; ২২শে—১৪॥৵০; (প্রেফ) ১৭ই ডিসেঃ—১৫৪৲। কাণপুর ১৮ই ডিসেঃ—৩০/০। চম্পারণ ১৭ই ডিসেঃ—২৪৸০; ১৮ই—২৪৸০ ২৫৲; ২১শে—২৪॥০ ২৪॥৶০; ২২শে—২৪।৵০ ২৪॥০। দারভাঙ্গা ২২শে ডিসেঃ—১৮।৵০। গোয়ালিয়র সুগার ১৭ই ডিসেঃ—২০০৲; ১৮ই—১৯৫৲। রাজা ১৮ই ডিসেঃ—৩৯।০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ১৭ই ডিসেঃ—১৫৸০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকায় ২১শে ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি আমরা পাটের বাজারের হালচাল সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইতিমধ্যে পাটের বাজারে এমন কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই যাহাতে সবিস্তারে কিছু বলিবার আছে। পাটের বাজারে পূর্ব্ববৎ একটানা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। শীঘ্র যে অবস্থার কোন সন্তোষজনক পরিবর্ত্তন হইবে সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা মনে হয় না। অধিকন্তু ৭॥০ কোটি বালুর বস্তার অর্ডার বাতিল করিয়া দেওয়ায় বাজারে দারুণ নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈদেশিক চাহিদাও নৈরাশ্যজনক। কলিকাতায় বিমান হানার ফলে কোন কোন বিক্রেতা চড়া দামে মাল বেচিবার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রেতার অভাবে তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে যে কাজকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্য। ১১নং পোর্টার চটের দর ২৩৸৵ আনা হইয়া হ্রাস পাইয়া ২১৸ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সপ্তাহের শেষভাগে কিছুটা চড়তির ভাব দেখা গেলেও পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিবার মত ভরসা দেখা যায় না। পাকা বেল বিভাগে কোনরূপ তৎপরতার ভাব লক্ষিত হয় নাই। কাঁচা বেল বিভাগে পাটের দরে একটা ক্রমাবনতি লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ অতি সামান্য। মফঃস্বলের বাজার

হইতে এতাবৎ যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, কলিকাতার বাজারে মন্দার ভাব থাকার ফলেই হউক কিংবা অন্যান্য কারণেই হউক মফঃস্বলের বাজারেও পাটের দরে অবনতি ঘটিয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ, ইউরোপীয় ক্রেতারা পাট ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় বাজারের অবস্থা কিছুটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে অপরিবর্ত্তনের ভাব লক্ষিত হয়। সরবরাহ নাই বলিলেই হয়। সুতরাং কাজকারবারের পরিমাণ সামান্য। কাপড়ের দর কোথাও হ্রাস পাইবার লক্ষণ দেখা যায় না। মিল মালিকগণের অনমনীয় মনোভাবের ফলে বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতের সর্ত্তে কাজকারবারে অগ্রসর হইতে আদৌ উৎসাহিত হন নাই; এরূপ পরিস্থিতিতে কলিকাতায় পর পর জাপানী বিমানহানা হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বড়দিনের বাজারে কাপড়ের দর হ্রাস পায় নাই। বহু বিঘোষিত ও বহু প্রত্যাশিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এখনও বিক্রয়ার্থ বাজারে দেখা দেয় নাই। শীত বস্ত্রের বিভাগে পূর্ব্ববৎ মন্দার ভাব দেখা যায়। শীত বস্ত্রের মজুত ও সরবরাহ এবার এতই কম এবং দর এতই বেশী যে ক্রেতামহল সাধারণতঃ দরদস্তুর করিতেও সাহসী হইতেছে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে সোণা ও রূপার দর ছিল নিম্নরূপ :—

বোম্বাই—প্রতি ভরি রেডি সোণা—৬৫।৶০ আনা।

কলিকাতা—প্রতি ভরি পাকা সোণা—৬৪।৶০ আনা। বড়াল বার প্রতি ভরি—৬৪।/০ আনা, প্রতিটী গিনি—৪৭৶০ আনা।

লণ্ডন—প্রতি আউন্স পাকা সোণা—৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং।

রূপা

বোম্বাই—প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা—১০২৷৷০ আনা।

কলিকাতা—প্রতি একশত তোলা রূপা—৯৬৷৷০ আনা। খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা—৯৬৸০ আনা।

লণ্ডন—প্রতি আউন্স স্পট রূপা—২৩½ পেন্স।

নিউ ইয়র্ক—প্রতি আউন্স স্পট রূপা—৪৪¾ সেণ্ট।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

রেড়ির খৈল—গত সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে স্থিরভাব লক্ষিত হইয়াছিল। কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৪৲ টাকা হইতে ৪/০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনাসহ) ৮৸০ আনা হইতে ৮৸৶০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা রেড়ির খৈল কিনিবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছিল।

সরিষার খৈল—পূর্ব্ব সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার স্থির ছিল। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ৩৲ টাকা হইতে ৩/০ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপর পক্ষে সরিষার খৈল ব্যবসায়ীরা প্রতি দুইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা ধার্য্য করিয়া) ৬৸০ আনা হইতে ৬৸৶০ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। সরিষার খৈলের বাজারে কাজকারবারে কতকটা অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; কিন্তু সরিষার খৈলের আমদানী সীমাবদ্ধ থাকার জন্য ইহার দরে দৃঢ়তার ভাব দেখা গিয়াছিল।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার কৃষিজাত দ্রব্যাদির দরের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কৃষিজাত দ্রব্যাদির দর—গম (চান্দৌসী) প্রতিমণ—১৮৲; আটা প্রতি মণ—২০৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা; বাকতুলসী ধান (পুরাতন) প্রতি মণ—৯৷৷০ আনা; পাটনাই ধান (নূতন) প্রতি মণ—৬৷৷০ আনা হইতে ৭৲ টাকা; মোটা ধান (নূতন) প্রতি মণ—৪৷৷০ আনা হইতে ৫৲ টাকা; বাকতুলসী চাউল (সরু পুরাতন) প্রতি মণ—১৪৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা; পাটনাই চাউল প্রতি মণ—১২৲ টাকা হইতে ১৩৲ টাকা; মোটা চাউল প্রতি মণ—১১৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ—২৮৲; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৯২৲ হইতে ১০৬৲ টাকা; 'আগমার্ক' ঘি প্রতিমণ—১০৪৲; ১নং চিনি প্রতি মণ—১৪৲; ২নং চিনি প্রতি মণ—২১৲; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি—(ক) শ্রেণী ২৲, (খ) শ্রেণী—১।০ আনা, (গ) শ্রেণী—১৲, (ঘ) শ্রেণী ৸৶০; হাঁসের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) প্রতি কুড়ি—৸/০ আনা; বিহারের আলু প্রতি মণ—৮৲; ফরোক্কাবাদের আলু প্রতি মণ—১২৲; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকা; রোহিত মাছ প্রতিমণ—৩০৲ হইতে ৩৫৲; চিংড়ী মাছ প্রতি মণ—২৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা; সবরী কলা প্রতি ডজন—।/০ আনা হইতে।৶০; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৬ পাই হইতে ।/৬ পাই; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি ১৫৲ টাকা।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী

গত সপ্তাহে কলিকাতার চামড়ার বাজার মুসলমানদের ঈদপর্ব্ব উপলক্ষে চারদিন বন্ধ ছিল। চামড়ার কাজকারবার সন্তোষজনক ছিল এবং ইহার দর অনেকটা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৬১ হাজার টুকুরা ৬৫৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা; ঢাকা-দিনাজপুর ৬২ হাজার ২ শত টুকরা ৮০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা এবং আর্দ্র লবণাক্ত ১৪ হাজার টুকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—রাঁচি আর্সেনিক শুকনো ১ শত টুকরা ১২৷৷০ আনা, দারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৭ শত টুকরা ১০৲ টাকা হইতে ১০৷৷৶০ আনা, আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৩ হাজার ৩ শত টুকরা ১২৫৲ টাকা হইতে ১৯০৲ টাকা প্রতি কুড়ি হিসাবে, আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ২ হাজার ৪ শত টুকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা; আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ১ হাজার ৯ শত টুকরা ।০ আনা হইতে ।৩ পাই এবং আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৩ শত টুকরা ।/৩ পাই হইতে ।৶০ আনা।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বড়বাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১১ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৪শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের একান্ত আবশ্যকতা

পাট বুনিবার নূতন মরশুম নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। কিন্তু পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের দিক হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার পূর্ব্ব হইতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি করিবেন, ইহাই লোকে আশা করিতেছে। কিন্তু সেরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন দূরের কথা, এবৎসর (১৯৪৩ সাল) পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কৃষিমন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের আহ্বানে সম্প্রতি এ সম্পর্কে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ একটি বৈঠক হইয়াছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক প্রমুখ ব্যক্তিগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বৈঠক সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আসল ব্যাপার সম্পর্কে কোন কিছু কার্য্যনীতি স্থির হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না। আমরা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের এইরূপ টালবাহানার কোন অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার দেখাইয়াছি যে, গত বৎসর এদেশে যেরূপ বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং এবৎসর এদেশে ও বিদেশে পাটের কাটতি সম্পর্কে যেরূপ অসুবিধা দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার পাটের চাষ গতবারের তুলনায় বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। পাটকল-গুলির কাজের সময় যে ভাবে হ্রাস করা হইয়াছে তাহাতে সারা বৎসর রীতিমতভাবে কাজ হইলেও ঐ সমস্তের প্রয়োজনে ৭০ লক্ষ বেলের বেশী পাট ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে পাটকলগুলিতে ঐ পরিমাণ পাট কাটতি হওয়াও অসম্ভব। কলিকাতায় বিমান আক্রমণ সুরু হওয়ার সঙ্গে চটকলের মজুরেরা কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভবিষ্যতে আক্রমণের প্রাবল্য বাড়িলে মজুরের অভাবে পাটকলের কাজ পরিচালনা খুবই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই পাটকলসমূহে বৎসরে ৭০ লক্ষ বেল পাট কাটতি হওয়া দূরের কথা, তাহাতে যে ৫০ লক্ষ বেল পাট ব্যবহৃত হইবে তাহারও ভরসা নাই। জাহাজের অভাবে বাহিরে পাটের রপ্তানী ইতিমধ্যে বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এখন আর বৎসরে ১০ লক্ষ বেলের বেশী পাট বাহিরে রপ্তানী করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ অবস্থায় চটকলের প্রয়োজন ও বাহিরে সম্ভবপর রপ্তানী মিলাইয়া এখন সারা বৎসরে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতির সুবিধা নাই বলা চলে। ১৯৪২ সালের উৎপন্ন ৯০ লক্ষ বেল ও ১৯৪১-৪২ সালের উদ্বৃত্ত ৪০ লক্ষ বেল পাট লইয়া ১৯৪২-৪৩ সালে বাজারে পাটের মোট যোগান দাঁড়াইয়াছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ বেল। বর্ত্তমানে পাটের কাটতি যেভাবে সকল দিক দিয়াই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে ১৯৪৩-৪৪ সালে ঐ পাটের মধ্যে যে বিস্তর পাট উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাঙ্গলার কৃষক-দিগকে জলের দরে পাট বিকাইতে হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় যোগান কম বলিয়া এখনও বাজারে পাটের দর বাড়িতেছে না। এইরূপ অবস্থায় চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় গত বৎসরের

মত বেশী পাট চাষ করিবার সুবিধা দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। ১৯৪২ সালে ২৭ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করার ফলে বাঙ্গলায় ৮০ লক্ষ বেল (অন্যান্য প্রদেশ মিলাইয়া মোট ৯০ লক্ষ বেল) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। বাজারে এবার যেরূপ বেশী পাট উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা আছে এবং আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে পাটের চাহিদা যেরূপ কম হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে তাহাতে আমাদের মতে চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় নূতন পাটের চাষ গতবারের তুলনায় কমপক্ষে অর্দ্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। কেবল পাটের বেশী মূল্য পাওয়ার জন্যই নহে অন্য আর একটি কারণেও এবার বাঙ্গলায় পাটের জমি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় যোগান কম পড়ায় দেশে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিয়াছে। চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের চাষ অর্দ্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহার ফলে ধানের জমি বাড়িয়া দেশে বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে। ফলে খাদ্য সমস্যার কতকটা প্রতিকার হইবে। কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই আমরা বাঙ্গলা সরকারকে অবিলম্বে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুসঙ্গত কার্য্যনীতি অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিতেছি।

খুচরা মুদ্রার দুর্ভিক্ষ

ইদানীং সিকি, দুয়ানী, একআনী প্রভৃতি খুচরা মুদ্রার অভাবে জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লইয়া সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা হইতেছে। কিন্তু অবস্থার কোন প্রতিকার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে নোট, এক টাকার নোট ও রৌপ্য মুদ্রা মিলিয়া দেশে মুদ্রার প্রচলন দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু এবং পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে একসঙ্গে অধিক পরিমাণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা অসম্ভব হইয়া উঠায় দেশে খুচরা মুদ্রার প্রয়োজন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই চাহিদা মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত আড়াই বৎসর কালের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি টাকার খুচরা মুদ্রা বাজারে ছাড়িয়াছেন। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় উহা প্রায় আড়াইগুণ বেশী। কিন্তু গবর্ণমেণ্টও বর্ত্তমানে খুচরা মুদ্রার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইতেছেন না। প্রকাশ যে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রোঞ্জ ও তাম্রের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনানুরূপ খুচরা মুদ্রা দিতে সমর্থ হইতেছেন না।

সাধারণতঃ বাজারে কোন জিনিষের অভাব ঘটিলেই জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া উহা এরূপভাবে মজুদ করিতে আরম্ভ করে যাহার ফলে উক্ত জিনিষের অভাব আরও মারাত্মক হইয়া উঠে। খুচরা মুদ্রার ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে ইচ্ছামত টাকা, নোট ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হইত। কাজেই ঘরে অধিক পরিমাণ খুচরা মুদ্রা জমাইয়া রাখার কেহ প্রয়োজনবোধ করিত না। কিন্তু বর্ত্তমানে উহার অভাব দেখিয়া যাহার হাতে খুচরা মুদ্রা পড়িতেছে সে কিছুতেই পারতপক্ষে উহা খরচ করিতেছে না। উহার ফলে বাজারে খুচরা মুদ্রার অভাব দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এদেশে এমন এক সময় গিয়াছে যখন বাজারে রৌপ্য মুদ্রার চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটিয়াছিল। এ সময়ে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তিদের ক্রমাগত পরাজয় ঘটাতে নোটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং রৌপ্যমুদ্রা ঘরে থাকিলে অন্ততঃ উহা গালাইয়া রূপার দরে বিক্রয় করিলে কিছু পাওয়া যাইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বহু লোক রৌপ্যমুদ্রা মজুদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এক টাকার নোট বাহির করিয়া এই সমস্যার অনেকটা সমাধান করেন। আর এক সময়ে দেশে তামার পয়সার চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটে। উহার কারণ এই যে ঐ সময়ে বাজারে তামার দর এত চড়িয়া গিয়াছিল যাহার ফলে এক টাকার তামার পয়সা গালাইয়া তাহা তামার দরে বিক্রয় করিয়া এক টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যাইত। পয়সার এই সমস্যার এখনও কোন সমাধান হয় নাই। কিন্তু খুচরা মুদ্রার বর্ত্তমানে যে অভাব ঘটিয়াছে তাহার সহিত রৌপ্যমুদ্রা বা তাম্রমুদ্রার অভাবের মূলীভূত কারণের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রোঞ্জ ও সীসা নির্ম্মিত একআনী দুয়ানী বা সিকি মজুত করিলে ভবিষ্যতে উহা হইতে লাভ হইবে—এরূপ মনে করিবার মত নির্ব্বুদ্ধিতা জনসাধারণের আছে, উহা আমরা বিশ্বাস করি না। খুচরা মুদ্রার অভাব হেতু পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে না, এই ভয়ে জনসাধারণ উহা প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে মজুদ করিয়া রাখিতেছে এবং এজন্যই বাজারে উহার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে।

একমাত্র গবর্ণমেণ্টেই এই অবস্থার প্রতিকার করিতে সমর্থ। যদি ব্রোঞ্জের একান্তই অভাব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন মিশ্রধাতু দ্বারা সিকি দুয়ানী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা বাজারে ছাড়িতে পারেন। এই ভাবে কিছুদিন প্রয়োজনানুরূপভাবে বাজারে খুচরা মুদ্রা ছাড়িলে জনসাধারণের ভয় বিদূরিত হইবে এবং যাহার হাতে যত খুচরা মুদ্রা জমিয়া আছে তাহা পুনরায় বাজারে প্রচলিত হইয়া উহার স্বচ্ছলতা ঘটিবে। সুতরাং ব্রোঞ্জ ও তামার পরিবর্ত্তে অন্য কোন সহজলভ্য মিশ্রধাতু দ্বারা অবিলম্বে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সিকি, দুয়ানী, একআনী, পয়সা ইত্যাদি বাজারে বাহির করিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমানে খুচরা মুদ্রার অভাবে কেবল যে দরিদ্র জনসাধারণেরই অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ নহে, উহার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। উহার ফলে গবর্ণমেণ্টেরও কম ক্ষতি হইতেছে না।

বস্ত্র-সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার

সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান হ্রাস পাইয়া দেশে যে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া সম্প্রতি তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত চেম্বার বলিতেছেন, ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে এদেশে সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে ঐ সাল হইতে বাহিরেও বেশী পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে। ফলে দেশে সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্রের যোগান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানীজনিত স্বাভাবিক চাহিদা ও সাধারণ সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতে কাপড়ের মোট যোগানের মধ্যে ৪০৩ কোটি ৪৪ লক্ষ গজ দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে একদিকে সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া ও অপরদিকে উহার রপ্তানী বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের লোকের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান কমিয়া ৩৯৩ কোটি ২২ লক্ষ গজ হয়। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা আরও হ্রাস পাইয়া ৩৫০ কোটি ১৯ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। ১৯৪১-৪২ সালে তাহা ২৬৮ কোটি ৯৩ লক্ষ গজে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তবে ফেডারেশন অব চেম্বার দেখাইয়াছেন যে, সামরিক প্রয়োজন ও রপ্তানী ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গেই যে সকল শ্রেণীর ব্যবহার্য্য বস্ত্রের যোগান সমভাবে কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে।

এদেশের দরিদ্র লোকেরা সচরাচর যেসব শ্রেণীর কাপড় ব্যবহার করে, বিশেষ করিয়া দেশে সেই সব শ্রেণীর বস্ত্রেরই অভাব ঘটিতেছে। কেননা সামরিক কারণে যে বস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে মুখ্যতঃ তাহা সাধারণ শ্রেণীরই বস্ত্র। এই অবস্থায় আজ দেশে দরিদ্র জনসাধারণের পরিধেয় বস্ত্র যে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্র কি? বর্ত্তমানের এই বস্ত্র সঙ্কটের প্রতিকারের নিমিত্ত ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার্স অব্ কমার্স প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে সামরিক প্রয়োজনে সাধারণ শ্রেণীর বস্ত্রের ব্যবহার যথাসম্ভব সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এদেশ হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ এদেশের কাপড়ের কলে ও এদেশের তাঁত-সমূহে যাহাতে সরেস শ্রেণীর বস্ত্রের বদলে এখন হইতে বেশী পরিমাণে সাধারণের ব্যবহার্য্য ধুতি প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন। এই সব নির্দ্দেশ আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়া মনে করি। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের চূড়ান্ত দুঃখ দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া অচিরে ঐসব নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হইলে আমরা সুখী হইব।

সংখ্যাতথ্য সম্মেলন

বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় সংখ্যাতথ্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতায় ঐ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তিনি বলিয়াছেন—আধুনিক জগতে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে যাবতীয় পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হইতেছে সংখ্যাবিবরণ। সেজন্য পাশ্চাত্যের সমস্ত উন্নতিশীল দেশসমূহেই নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বেশী রকম জোর দেওয়া হইতেছে। সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহের পদ্ধতিও সেখানে খুব উন্নত। কিন্তু ভারতবর্ষে সে ধরণের প্রচেষ্টা আজও বিশেষ কিছু হইতেছে না। এদেশের লোকের সমাজ জীবন ও অর্থ-নৈতিক জীবন সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদির যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এদেশের ধনসম্পদ, এদেশবাসীর জাতীয় আয়ের পরিমাণ, এদেশে জনপিছু ট্যাক্সের হার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য বরাদ্দ প্রস্তুত হয় নাই। কৃষিপণ্য ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা না থাকায় এদেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অনেক সময়ই খুব কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতের অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় অর্থ-নৈতিক তথ্যাদির অভাব আরও বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রয়েল এগ্রিকালচারেল কমিশন, বেঙ্গল জুট এনকোয়ারি কমিটি, পেডী এনকোয়ারি কমিটি ও ল্যাণ্ড রেভিনিউ কমিশন সমস্তই এই অভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে মন্তব্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এদেশে নানা বিষয়ে সংখ্যা-তথ্য সংগ্রহের যেটুকু ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহের জন্য মুখ্যতঃ সরকারী রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন। রাজস্ব বিভাগের মারফতে পল্লী অঞ্চলের যে বিবরণ সংগৃহীত হয় গ্রাম্য চৌকিদার ও গ্রাম্য তহশীলদারগণই তাহার প্রধান বাহন। ফলে এই সমস্ত বিবরণে বাস্তব সত্যের বদলে কল্পনার আতিশয্যই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে।

এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যাবিবরণের অভাব ও অব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব হিসাবে তিনি এবিষয়ে কোন সুসঙ্কল্পিত সরকারী কার্য্যনীতি অবলম্বনের আভাষ দিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকারের বক্তৃতায় সেরূপ কোন আভাষ একেবারেই নাই। গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের মত জরুরী ব্যাপারে এই বিরাট দেশের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি আশা করা যায় না। দেশের অর্থ-নৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন কোন দিক দিয়া এবিষয়ে কিছু কিছু উদ্যোগ অবশ্যই দেখাইতে পারেন। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া একটা সুসঙ্গত কার্য্যনীতি অব-লম্বনের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও আগ্রহ-তৎপরতা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে সেই দরকারী কথাটা আমরা বাণিজ্য সচিব মহোদয়কে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

অক্টোবর মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত অক্টোবর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমদানী ও রপ্তানী—এই উভয়বিধ বাণিজ্যে স্পষ্ট অবনতির ভাব লক্ষিত হয়। গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসের ১৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। অবশ্য গত বৎসরের সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনামূলক হিসাব করিতে গেলে ইতিমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করার পর এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত ভারতের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত নিরাপত্তার অভাবে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য বেশ কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে ঐ অবনতির ভাব কাটাইয়া উঠিয়া উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার পণ্য আসিয়াছে। তৎপরবর্ত্তী মাসের অর্থাৎ গত অক্টোবরের আমদানীর পরিমাণ আলোচ্য বিবরণ দৃষ্টে হ্রাস পাইয়াছে দেখা যায়। যুদ্ধকালীন বর্ত্তমান অবস্থায় এই আমদানী হ্রাসকে দেশের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া ধরা যায় না। স্বাভাবিক সময়েও কোন এক শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও অনুন্নত দেশের আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর তুলনায় বৃদ্ধি পাইলেই তাহাতে শঙ্কিত হইবার কারণ নাই, যদি ঐ আমদানীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ capital goods বা ক্ষুদ্রবৃহৎ কারখানা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের সুযোগে এদেশে শিল্পোন্নতির যে সুযোগ সুবিধা দেখা দিয়াছে তাহার জন্য বিদেশ হইতে নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আনাইবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতে বর্ত্তমান সময়ে বহু বিদেশী সৈন্য স্থায়ীভাবে থাকায় বাহির হইতে বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্যাদির আমদানী বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অথচ আলোচ্য সেপ্টেম্বর মাসে আমদানীর খাতে ডাল, আটা, চিনি তেল প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনের পণ্যাদির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের পরিমাণ গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে যেক্ষেত্রে ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ও ৩২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, সেক্ষেত্রে আলোচ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে উহাদের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৭৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা গেল আমদানীর কথা। রপ্তানীর দিকেও গত অক্টোবর মাসের প্রকাশিত বিবরণ নৈরাশ্যজনক। গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য অক্টোবর মাসের রপ্তানীর মোট পরি-মাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এক মাস কাল যাইতে না যাইতেই রপ্তানীর পরিমাণ ৪ কোটি টাকারও বেশী হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী—কিঞ্চিদধিক ২৬৷৷ কোটি টাকা। উপরোক্ত তুলনামূলক আলোচনা হইতে ভারতীয় বহির্ব্বাণ্যের যে অবস্থা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে নিতান্তই নৈরাশ্যজনক।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আনকারার এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তুর্কী সাংবাদিক মহলের এক প্রতিনিধি দল এবং তুর্কী পার্লামেন্টের জন কয়েক ডেপুটি শীঘ্রই ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তাঁহারা ভারতে পৌঁছিয়া দিল্লী, লাহোর, পেশোয়ার, আলীগড়, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও একাধিক দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ করিবেন। কি উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিনিধি দল এদেশে আসিতেছেন তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার কথা বিবেচনা করিয়া জনসাধারণের মনে সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নহে। মিঃ জিন্না ও তাঁহার অনুপন্থী দলের প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার দাবীকে পরোক্ষভাবে দাবাইয়া রাখিবার কোন অভিসন্ধি ইহার পিছনে নাই তো? বৃটিশ কূটনীতির সহিত সুদীর্ঘকালের তিক্ত পরিচয় থাকায় আমাদের এরূপ সন্দেহের মূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রকৃত তথ্যাবলী সংগ্রহ করাই যদি উক্ত প্রতিনিধি দলের আসল উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে তাহাদের ভারত ভ্রমণ এখন অকারণ পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হইবে। কেননা, নিরপেক্ষ ও সত্যজিজ্ঞাসু বিদেশীদের ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও উহার কার্য্যকারণের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁহারা সঠিক তথ্য জানাইতে সক্ষম তাঁহারা—জাতির মুখপাত্র স্বরূপ সেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—আজ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধকণ্ঠ। সরকারী প্রচার ও প্রভুভক্ত বে-সরকারী মহলের প্রশস্তির চশমা চোখে আঁটিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া ভারতের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী বিদেশীদের পক্ষেও সম্ভব নহে।

* * *

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ না থাকিয়া যাহাতে সকল জাতি একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, মানুষের সেই মহান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ যুদ্ধ করিতেছে। শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই নহে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যে এই ভ্রাতৃত্ববোধকে বাস্তব রূপ দিতে হইবে। সাধু! মিঃ রুজভেল্ট শ্রুতিসুখকর আদর্শের কথা প্রচার করিয়াছেন। "সকল জাতি" কথাটা লইয়াই যত গোলযোগ। আটলান্টিক চার্টার হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশীদার করিবেন না বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়া দিয়াছেন। মার্কিন জনমত যতই চঞ্চল হইয়া উঠুক না কেন, মার্কিন গবর্ণমেন্টও এতাবৎ ভারত ও অন্যান্য পর-পদানত দেশগুলি সম্পর্কে কোন পরিষ্কার কথা বলেন নাই। উভয় দেশের সরকারী ও বেসরকারী রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের বক্তৃতা ও বিবৃতি পড়িয়া আমাদের মনে হয়, ইউরোপের নাৎসী কবলিত শ্বেতকায় জাতিগুলি সম্পর্কেই তাহাদের যতকিছু চিন্তাভাবনা, যত সব আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। মিঃ রুজভেল্ট এখনও ভারত সমস্যাকে যেমন গ্রেট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তেমনি তাঁহার যুদ্ধোত্তর সুখস্বপ্নের মধ্যেও তিনি হয়ত এক পরিবারের বিভিন্ন লোক বুঝাইতে ভারত ও ভারতের ন্যায় কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত দেশগুলিকে ধরেন নাই—সুবিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকারী গ্রেট বৃটেন হয়ত একাই ঐ বিশ্ব-পরিবারের অন্যতম "একজন"। মিঃ রুজভেল্ট প্রমুখ তথাকথিত শান্তিকামীরা যতদিন পর্য্যন্ত পরাধীন জাতিসমূহ সম্পর্কে অতি-স্পষ্ট ভাষায় আসল অভিপ্রায় খুলিয়া না বলিতেছেন, ততদিন তাঁহাদের বড় বড় আদর্শের বুলিকে অন্ততঃ এশিয়া ও আফ্রিকা কানেও তুলিবে না। স্বদেশের ও মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির এবং তাহাদের শাসনাধীন দেশ-সমূহের জনবল ও ধনবল যাহাতে সর্ব্বগ্রাসী মহাযুদ্ধে আরও বেশী নিয়োজিত হইতে পারে তাহারই উদ্দেশ্যে কি মিঃ রুজভেল্ট সুকৌশল প্রচারকার্য্য করিতেছেন? এমন সন্দেহ ও অনুমান অহেতুক প্রতিপন্ন হইবার মত আজ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ মিলিয়াছে কি?

* * *

'ভারতবন্ধু' ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ আবার ভারতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। প্রাক্তন লর্ড প্রিভি সিলের পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির ন্যায় "নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এ" প্রকাশিত "ভারত ও বৃটেন" শীর্ষক লেখাটিও আদ্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও বিকৃত সত্যে পরিপূর্ণ। ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার জন্য সকল দোষ এবারেও তিনি কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপাইয়াছেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে অহিংসা মতবাদের অসারতার আলোচনা ছলে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে অশিষ্ট উক্তি করিতেও ছাড়েন নাই। যুদ্ধ মিটিবার পূর্ব্বে ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত শাসনভার অর্পিত হইলে তার ফলে ভারতে দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি হইয়া সব কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত, এই জাতীয় আতঙ্কের চিত্র আঁকিয়া ক্রিপস্ সাহেব সন্দিগ্ধ আমেরিকা-বাসীদের আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধের কতকাল পরে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে সুচতুর ক্রিপস্ "earliest moment possible" অর্থাৎ "যথাসম্ভব সুযোগ মত" ইত্যাকার অস্পষ্ট কথা বলিয়াই ধোকা দিতে চাহিয়াছেন। এই "earliest moment possible" এক যুগও হইতে পারে, স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদের নিকট এক শতাব্দী হইতেও বা বাধা কোথায়! যাহা হউক, নিজের দেশেই ক্রিপস্-এর বক্তৃতা ও বিবৃতির এখন আর বিশেষ মূল্য নাই—সমর মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত, ক্ষীণপ্রভ, মর্য্যাদাভ্রষ্ট স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের মতামতকে বহির্জ্জগতও আর সেই দাম দিবে না। সমাজতান্ত্রিক ও ভারতহিতৈষী বলিয়া প্রখ্যাত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড আজ সাম্রাজ্যবাদের এমনই অনুচর হইয়াছেন যে, বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের গুণকীর্ত্তনে তিনি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই যে শাসনকার্য্য চালাইতেছেন এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বলিতেও এতটুকু লজ্জাবোধ করেন নাই। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের স্বদেশেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মিলটনের "প্যারাডাইস্ লষ্ট"-এর কথায় আমরা শুধু বলিতে পারি: "কোন্ উত্তুঙ্গ শিখর হইতে কি অতলস্পর্শী গহ্বরে তোমার অধঃপতন ঘটিয়াছে!"

মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধের সুরু হইতে ভারতবর্ষে চলতি নোট ও টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু লোকের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের যোগান মোটেই বৃদ্ধি পাইতেছে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়ে—গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা। তাহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া গত ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫৫০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৭৫ কোটি টাকা (রৌপ্য টাকা) মজুত ছিল। গত ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহা কমিয়া ১২ কোটি টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অর্থাৎ উপরোক্ত সময়ে পূর্ব্বেকার মজুত টাকার মধ্যেও ৬৩ কোটি টাকা দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে। কাজেই স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যুদ্ধের সুরু হইতে গত ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট ও টাকা মিলাইয়া দেশে অতিরিক্ত ৪৪১ কোটি টাকা প্রচলন করিয়াছেন। উপরে নোট বৃদ্ধির যে পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে এক টাকার নোট ধরা হয় নাই। যুদ্ধের সুরু হইতে গবর্ণমেণ্ট দেশে এই শ্রেণীর নোটও প্রচুর পরিমাণে ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার সহিত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত এক টাকার সেই নোট যোগ করিলে দেশে টাকার প্রচলন যে উপরোক্ত ৪৪১ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের সময়ে দেশে এই ভাবে বহু অতিরিক্ত টাকা লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে। এই অতিরিক্ত টাকা মুখ্যতঃ আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে। কিন্তু দেশে টাকার তুলনায় জিনিষপত্রের যোগান বাড়িতেছে না। আমদানী বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অসুবিধা ঘটায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বরং পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাসই পাইতেছে। এদিকে দেশের আড়তদার ও দোকানদারেরা ভবিষ্যৎ মুনাফার আশায় হাতের মাল কতকাংশে মজুত করিয়া রাখিতেছে। ধনী এবং বিত্তশালী লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যও পণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখার ঝোঁক দেখাইতেছে। এই সমস্ত কারণে দেশে চাহিদার অনুপাতে জিনিষপত্রের যোগান কম হইয়া উহাদের দাম ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে।

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রসারণ ও অপরদিকে জিনিষপত্রের যোগানের খর্ব্বতা ঘটিয়া আজ দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে অর্থনৈতিক ভাষায় তাহাকে বলা হয় "ইনফ্লেসন"। এই ইনফ্লেসন ও তজ্জনিত দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে দেশকে রক্ষা করার কি উপায় হইতে পারে এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত মুদ্রাপ্রসারণ ও অর্থ প্রসারণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির জন্য বর্ত্তমানে সকল যুদ্ধরত দেশেই মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়াছে। অনুরূপ কারণে ভারতেও মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশরক্ষা সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে দৈনিক ৩০ লক্ষ টাকার মত ব্যয় করিতেছেন। অপরদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়াও তাঁহারা এদেশে নানা শ্রেণীর খরচপত্র নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই ধরণের অতিরিক্ত সরকারী ব্যয়বহর হেতু দেশে সাময়িকভাবে মুদ্রার প্রচলন খুবই বাড়িয়া যাইতেছে। যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন মুদ্রা প্রসারের এই গতি বন্ধ হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। অন্ততঃ এদেশের গবর্ণমেণ্ট যে সে সম্পর্কে যথাসম্ভব কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে রাজী হইবেন না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দেশে মুদ্রা প্রসার ও অর্থ প্রসারের গতি যদি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে তবে 'ইনফ্লেসন'জনিত দুঃখ-দুর্দ্দশা লাঘবের দুইটি উপায়ই শুধু আমরা ধারণা করিতে পারি। প্রথম উপায়—যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ সাধারণ দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে উহা যাহাতে মুলতবী থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে অর্থের প্রসার ও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে দেশে ব্যবহার-যোগ্য জিনিষপত্রের উৎপাদন বাড়াইবার বন্দোবস্ত করা।

যুদ্ধের সময়ে দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ যাহাতে পণ্যের বাজারে অত্যধিক কাড়াকাড়ি সৃষ্টি না করিতে পারে তজ্জন্য সকল দেশেই ব্যাপকভাবে দেশরক্ষা ঋণ তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে লোকে এই শ্রেণীর ঋণে প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিতেছে। ফলে সেই সব দেশে লোকের বর্দ্ধিত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া অনেক পরিমাণে তাহা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ পন্থা আজও বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া উঠিতেছে না। এদেশের গবর্ণমেণ্ট যে নানাশ্রেণীর ঋণ প্রচলনে সচেষ্ট হন নাই, তাহা নহে। বিভিন্ন কালের মিয়াদে এদেশে কয়েক প্রকার দেশরক্ষা ঋণ ও বণ্ড প্রচলন করিবার চেষ্টা ইতিমধ্যে যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু দেশের লোক সেই সব ঋণ সম্পর্কে বিশেষ কোন আগ্রহের ভাব দেখাইতেছে না, ইহাই হইতেছে আসল অসুবিধা। যুদ্ধ প্রচেষ্টার ব্যাপারে এদেশে শাসক ও শাসিতের ভিতর আবশ্যকীয় যোগাযোগের অভাবই ইহার কারণ। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় জনসাধারণ বর্ত্তমান যুদ্ধকে তাহাদের নিজেদের যুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতেছে। সেজন্য সামরিক ঋণ ও বণ্ড ক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা সম্পর্কে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহপূর্ণ সহযোগিতার কোন ক্রটি নাই। কিন্তু এদেশে শাসক ও শাসিতের ভিতর পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার তেমন কোন বন্ধন মোটেই লক্ষিত হয় না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া লোকের ঐকান্তিক সমর্থন ও সাহচার্য্যের ভিতর যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার কথা প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার দাবী দাওয়া উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনেকটা 'ডিক্টেটরী' নীতিতে দেশের শাসন ব্যবস্থা ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালনা করিয়া চলিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে দেশের জনমতের প্রতীক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সব কারণে সামরিক ঋণ ক্রয় করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা সম্পর্কে এদেশে জনসাধারণের ভিতর তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। ভারতের জাতীয় দাবী দাওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট একটা উদার মনোভাব অবলম্বন করিলে এদিক দিয়া

(৬২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙ্গলাদেশে কাঁচামালের যোগান

শ্রীতারানাথ রায় চৌধুরী

বাঙ্গলা দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে শস্যরাজিতে পূর্ণ শ্যামলা ভূমি যেমন আছে, তেমনি নানা বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বনভূমিও আছে। উদ্যানে নানা প্রকার ফলবান্ বৃক্ষ রহিয়াছে। বনজ, কৃষিজ এবং নদীজাত দ্রব্য এখানে প্রচুর। এখানকার জনসাধারণ একটু বিবেচনার সহিত চলিলেই প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সুখে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। ঐধরণের জিনিষ ছাড়া এখানে বিভিন্ন ধাতু দ্রব্যও প্রচুর আছে। সমগ্র বঙ্গদেশের পরিমাণ ৮০ হাজার বর্গ মাইল। প্রায় ২৮ মিলিয়ান্ একর জমিতে অর্থাৎ ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বিঘা জমিতে নানাবিধ ফসলের চাষ হয়।

ধান প্রধান্ উৎপন্ন শস্য। ধানের পরেই পাট, সরিষা অন্যতম প্রধান শস্য। ৭৪০০০০ একর জমিতে সরিষার চাষ হয়। সর্ব্বপ্রকার ডাল ও তৈলবীজ বঙ্গদেশে জন্মে। কোন্ কোন্ দ্রব্য কোন্ কোন্ জিলায় উৎপন্ন হয় নিম্নে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল :—

ধান—বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, মেদেনীপুর, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বর্দ্ধমান, চব্বিশপরগণা এবং বঙ্গের প্রত্যেক জিলাতেই ধান্য উৎপন্ন হয়, তবে কমবেশী। গম—মালদহ নদীয়া, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রচুর, ইহা ব্যতীত বাকুড়া বীরভূম এবং পাবনা জিলাতে গমের চাষ হয়। যব—মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মালদহ, ফরিদপুর, ময়মননিংহ জিলাতে প্রচুর জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জিলাতেও জন্মে। দার্জ্জিলিং পাহাড়েও গম এবং যবের চাষ হয়। ছোলা—মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী এবং ত্রিপুরা জিলাতে ছোলার চাষ হয়। তিষি—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর। তিল—ময়মনসিংহ, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীতে বেশী। সরিষা—ময়মনসিংহ, পাবনা, রঙ্গপুর, রাজসাহী, ঢাকা, বগুড়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, অন্যান্য জিলায় অল্প পরিমাণ জন্মে। নারিকেল—বরিশাল, নোয়াখালী, খুলনা, ২৪ পরগণা এবং হাওড়া ও মেদনীপুর। সমুদ্রতীরবর্ত্তী জিলাতে নারিকেল বেশী জন্মে। সমুদ্র হইতে ১২০ মাইলের মধ্যে নারিকেল বেশী জন্মে। পাট—সকল জিলায়, ঠিক ধানের মতনই। ইক্ষু—ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, হাওড়া ও বীরভূম এবং বর্দ্ধমান জিলাতেও ইক্ষুর চাষ হয়। তামাক—রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ। বাঁশ প্রত্যেক জিলাতেই জন্মে। তন্মধ্যে ত্রিপুরা পর্ব্বত ও গারোপাহাড়ে নানাবিধ বাঁশ জন্মে। ত্রিপুরা পর্ব্বতে নানা প্রকারের মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, এবং ঐ সকল কাষ্ঠ নানা দেশে চালান যায়। বর্দ্ধমান, বাকুড়া প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানগুলিতেও শাল বৃক্ষাদি জন্মে। বাঙ্গলায় বর্দ্ধমান্ জিলাই কয়লার জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

ত্রিপুরা পর্ব্বত, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং গারো পর্ব্বতে প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ তূলার আঁশ সাধারণতঃ লম্বা নহে ; কাজেই এখন লম্বা আঁশযুক্ত তূলার চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ আশা করেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই মিশর দেশীয় তূলার ন্যায় লম্বা আঁশযুক্ত তূলা বঙ্গদেশে প্রচুর উৎপন্ন হইবে। অল্প দিনের ভিতরে বাঙ্গলায় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তূলা চাষের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছে।

সূত্রজাতীয় পণ্যের মধ্যে পাট সর্ব্বপ্রধান। বঙ্গদেশ ও নিকটবর্ত্তী ২।৩ টি প্রদেশ ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় কোথায়ও পাট উৎপন্ন হয় না। পশ্চিম বঙ্গ হইতে পূর্ব্ব বঙ্গেই অধিক পাট উৎপন্ন হয় ; তন্মধ্যে বরিশাল, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও ঢাকার পাট উৎকৃষ্ট। পাট বাঙ্গলায় কেবল চাষী নহে, গৃহস্থ মাত্রেরই অর্থ উপায়ের প্রধান সহায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই পাট চালান যায়। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বাজার ডাণ্ডিই পাট বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র। পাট হইতে অন্যান্য নানা প্রকারের জিনিষও তৈরী হয় ; যথা, দড়ি, সতরঞ্চ, চট্, গালিচা। ইহা ব্যতীত জার্ম্মানীতে পাট হইতে বস্ত্রও তৈরী হয়। পাটের চাহিদা যেমন, তেমনি পাটের উৎপাদনও খুব বেশী। ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সাড়ে পঁচিশ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। হুগলী নদীর তীরেই ৯৫টি পাটকল রহিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশ লোহার জন্য বিখ্যাত। পশ্চিম বঙ্গে লোহা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সিংহভূম, মানভূম ও ধলভূম প্রভৃতি জেলা বাঙ্গলার অন্তর্গতই ছিল। ঐ সকল জেলার পার্ব্বত্য অঞ্চলে লোহার খনি রহিয়াছে। ডালটনগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনাবিষ্কৃত বহু লৌহ ও প্রস্তরের পর্ব্বত রহিয়াছে। এখানকার লোহাতে উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরী হয়। বঙ্গদেশে আসানসোলের এলাকায় কুলটী নামক স্থানে এখনও ছুইটী কারখানা হইতে লোহা ও ইস্পাত তৈয়ারের কাজ হইতেছে। কুলটীর লৌহ কারখানায় কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১১,৫৭৪ জন। এখানে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানীর বিরাট কারখানা রহিয়াছে। হীরাপুর—আসান্সোল হইতে তিন মাইল দূরে। বর্ত্তমান সময়ে ইণ্ডিয়ান্ আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর কারখানা এখানে অবস্থিত। ইহার কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫৭৪০ জন। হীরাপুরের বর্ত্তমান্ নাম বার্ণপুর। বার্ণ কোম্পানীর নামে ইহার নাম বার্ণপুর রাখা হইয়াছে।

কাগজ তৈরীর পক্ষেও বঙ্গদেশে কাঁচামালের অভাব নাই। বাঁশ এবং ঘাস কাগজ উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল। অথচ এই দুইটীই এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। ত্রিপুরা পর্ব্বত ও চট্টগ্রামের পর্ব্বতারণ্যে বাঁশের এবং ঘাসের অভাব নাই। গারো পাহাড়েও এই জাতীয় উপাদানের ক্ষেত্র আছে, এ ছাড়া বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্তে বিহারের উপকণ্ঠে হাজারীবাগ ও রাঁচী জেলা হইতে প্রচুর কাগজের উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। বঙ্গদেশে উলুখড় নামক একপ্রকার ঘাস পাওয়া যায় এবং ধানের খড় হইতেও কাগজের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বহু লতাগুল্ম হইতেই কাগজের উৎপাদন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে যে পরিমাণ কাগজের চাহিদা, এবং প্রেস ও সংবাদপত্রের মালিকগণ বৎসরে যে পরিমাণ কাগজ বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা যদি উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল স্থাপনে যত্নবান হইতেন তবে আমাদিগকে কাগজের জন্য পৃথিবীর অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। আজ কাগজের হাটে কান্নাকাটি পড়িয়াছে। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মুখপানে তীর্থের কাকের ন্যায় সংবাদপত্রসেবিগণকে ও কাগজ ব্যবহারকারীদিগকে চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। ১৯০৬ সালে প্রথমে "সঞ্জীবনী" পত্রিকায়

কাগজের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহার পরে বহু সংবাদপত্রে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কাগজের উপাদানের কথা আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের ধনীদের উহাতে চৈতন্য হয় নাই। আমাদের মত "সম্পদ" যদি জার্ম্মানীর বা জাপানের থাকিত তাহা হইলে উহাদের সমৃদ্ধি যে কতগুণ বাড়িয়া যাইত, তার ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর কোটী মণ লবণ আমদানী হয়। অথচ এক সময়ে বঙ্গদেশই পৃথিবীর বহু দেশকে লবণ যোগাইয়াছে। বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরে লবণ তৈয়ারের অফুরন্ত সুযোগ রহিয়াছে। একটু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলেই এই লবণ বাঙ্গলায় প্রস্তুত হইতে পারে. এবং বিদেশ হইতে লবণ আমদানীর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কতিপয় উৎসাহী বাঙ্গালী কর্ম্মী লবণ প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া আসিলেও বাঙ্গালী জনসাধারণ তাহাদিগকে তেমন সমর্থন করিতেছে না। আজ বিশ্ব-ব্যাপী যুদ্ধের দিনে বাঙ্গলা দেশে লবণের অভাব ঘটাতে এখন বাঙ্গালী লবণ শিল্পের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন না। মেদিনীপুর জিলার কাঁথির সমুদ্রতীরবর্ত্তী লবণাক্ত জমিগুলি (সহস্র সহস্র একর জমি) তথাকার লবণ কোম্পানীগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া এবং লবণ কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ লবণ প্রস্তুত-কারকগণকে প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রথম লবণ তৈয়ারীর ব্যাপারে সাহায্য করা উচিত।

ব্যাঙ্কে বাঙ্গালী ধনীদের টাকায় ছাতা ধরে অথচ তাহারা উক্ত টাকা ব্যবসায়ে খাটাইবে না। টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার মূলে সকলেই জানেন প্রথম উদ্যম বাঙ্গালীর, কিন্তু বাঙ্গালী কৃপণেরা অর্থ দেয় নাই। বোম্বের ধনিগণ মুক্তহস্তে অর্থ দিয়া আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐ লৌহ কার-খানা স্থাপন করিয়াছে। পাটের কল স্থাপন করিয়া বাঙ্গলার বাহিরের লোক কিরূপে বিত্তশালী হইতেছে তাহা স্বচক্ষেই সকলে দেখিতে পাইতেছেন। দালালী করা বা কমিশন এজেণ্ট হওয়ায় আমাদের যেমন মন বসে না তেমনই মিলের মালিক হইয়া অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়ানোর দিকেও আমাদের লক্ষ্য নাই। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এবং কর্ম্ম শেষে পেনসন ভোগ করা বাঙ্গালীকে আরও কর্ম্মহীন করিয়াছে। ঝরিয়াতেও এমন কতিপয় কচ্ছ দেশবাসী ভদ্রলোককে দেখিয়াছি। তাঁহারা কয়লার খনিতে সামান্য কাজ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে আজ বহু খনির মালিক হইয়াছেন। অথচ যে সকল বাঙ্গালী প্রথমে কয়লার ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছিলেন, আজ তাঁদের বংশধরগণ বিলাসী বাবু ও নিঃসম্বল। সব "তাল গাছ শূন্য তালপুকুর"। দেশের ও দশের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গালীকে আজ ব্যবসামুখী হইতে হইবে। দেশের কাঁচামাল নিয়া উপরোক্ত শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

(মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া।)

সহজেই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। এদেশের লোক এই দুর্দ্দিনে তাঁহাদের সেই শুভ-বুদ্ধিরই প্রতীক্ষা করিতেছে।

সামরিক ঋণ সম্বন্ধে এদেশবাসীর আগ্রহের অভাব লক্ষিত হওয়ার অন্য কারণ এই যে, ঐসব ঋণের সুদের হার খুব কম। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বার্ষিক তিন টাকা সুদের পরিবর্ত্তে এদেশে ৫।৬ টাকা সুদের ঋণপত্র বাহির করেন তবে দেশের সঞ্চয়ী লোকেরা এই সব ঋণপত্র সম্পর্কে আগ্রহশীল না হইয়া পারিবে না। এই ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টকে একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করিতে হইবে, আর সেই অতিরিক্ত দায়িত্বটা শেষ পর্য্যন্ত দেশের ট্যাক্সদাতাদিগকেই মিটাইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে লোকের বর্ত্তমান ক্রয়-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রাখিবার ব্যবস্থা হইয়া দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা সুবিধাও হইবে। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে সেই সুবিধার কথা মোটেই উপেক্ষণীয় নহে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় লোকের বর্দ্ধিত আয়কে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত হইতে না দেওয়ার একটি উপায় হইতেছে নানা দিক দিয়া 'ডেফার্ড পেমেণ্ট' নীতির প্রচলন। এদেশে নানাশ্রেণীর সরকারী কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া যেসব নূতন অফিসর পাঁচ শত টাকার বেশী মাহিয়ানা পাইতেছে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের অতিরিক্ত পাওনা বর্ত্তমানে পরিশোধ না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা মুলতবী করিয়া রাখিতে পারেন। অর্থাৎ বর্ত্তমানে তাঁহারা মাসে কেবল পাঁচ শত টাকা করিয়া পাইবেন। উহা ছাড়া তাঁহাদের যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার কথা তাহা বর্ত্তমানে না দিয়া যুদ্ধের পরে তাঁহাদিগকে মিটাইয়া দেওয়া হইবে। ৫০০ টাকার উর্দ্ধ বেতনের পুরাতন অফিসরদের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত পাওনা সম্পর্কেও এই 'ডেফার্ড পেমেণ্টের' ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই 'ডেফার্ড পেমেণ্টের' নীতি দেশের শিল্পব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে। অন্যান্য দেশে শিল্পকারখানার যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভ সমস্তই গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিয়া লইতেছেন। অতিরিক্ত মুনাফা সম্বন্ধে এদেশে আজও সেরূপ সুকঠোর নীতি অবলম্বিত হয় নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত মুনাফা কর বলবৎ করিয়া বর্ত্তমানে শিল্প কারখানার শতকরা ৬৬৷৷ ভাগ লাভই শুধু নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন। এদেশে শিল্পকারখানার অবস্থা তেমন উন্নত নহে। কজেই যুদ্ধকালীন সমস্ত লাভ হইতে উহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত করা ঠিক নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। তবে শিল্প ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের সেই অতিরিক্ত লাভ নিয়োগ করিয়া যুদ্ধের সময়ে যাহাতে পণ্যের বাজার চড়াইয়া দেওয়ার সুবিধা না পায় তজ্জন্য তাহাদের এই আয় ভবিষ্যতের জন্য ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা মন্দ নহে। সেজন্য শিল্প কারখানার যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৬৬৷৷ ভাগ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিবার সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট বাকী শতকরা ৩৩৷৷ ভাগ লাভ নিজেদের কাছে বর্ত্তমানের মত মজুত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। যুদ্ধ শেষে এইভাবে সঞ্চিত সমস্ত টাকা শিল্পকারখানার মালিক-দিগকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। নানাদিক দিয়া এইভাবে যথাসম্ভব 'ডেফার্ড পেমেণ্টের' ব্যবস্থা হইলে একদিকে লোকের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত আয় বর্ত্তমানে খরচ না হইয়া ভবিষ্যতে তাহাদের শক্তি ও সম্বল বৃদ্ধির কারণ হইবে। অপরদিকে উহা দ্বারা পণ্যদ্রব্যের বর্ত্তমান চড়তি বাজার অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভবপর হইবে।

অর্থ প্রসারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভিতর পণ্যদ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইলে এদেশে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন যে বাড়ান প্রয়োজন সেবিষয়ে আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন ও বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া সেবিষয়ে কিছু কিছু সরকারী প্রচেষ্টা বর্ত্তমানে লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত এই সব চেষ্টা চালাইবার ব্যবস্থা হইলে দেশে আবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন বর্ত্তমানের তুলনায় অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতে পারে। কতিপয় আবশ্যকীয় নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে

(৬৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ

গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইএ বস্ত্রশিল্পের প্রতিনিধিগণের সহিত ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সস্তা কাপড় উৎপাদন ও উহার বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি খসড়া রচিত হইয়াছে। উক্ত খসড়ার অনুলিপি বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট বিচার-বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে মতামত সংগৃহীত হইবার পর আগামী ৩১শে জানুয়ারী তারিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বোম্বাইএ পুনরায় এক আলোচনা বৈঠক বসিবে। প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বোর্ড নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে যে কোন কাপড়ের কলকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত করিবার ও অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদিগের নিকট নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তাবলী অনুসারে ঐ বস্ত্র বিক্রয়ে বাধ্য করিবার ক্ষমতা উক্ত বোর্ডকে দেওয়া হইবে।

ভারত সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার ভারতের কাগজের কলসমূহে উৎপাদিত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের ব্যবহারের জন্য নিয়ন্ত্রণ করার ফলে যে দারুণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে একটা প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল ভারত সরকার যাহাতে কাগজ খরচ কম করেন ও সম্প্রতি ভারত হইতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে কাগজ রপ্তানীর ফলে যে ঘাটতি পড়িয়াছে তাহা পূরণের জন্য বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করেন, তজ্জন্য বাণিজ্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। ভারতের কাগজের কলগুলিকে আরও অধিক পরিমাণে মুদ্রণ ও লিখিবার উপযোগী কাগজ প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা এবং হস্তনির্ম্মিত কাগজ উৎপাদনের ব্যাপক বন্দোবস্ত করার জন্যও প্রতিনিধিদল বলেন। ভারত সরকারকে ভারতের কলসমূহে উৎপন্ন শতকরা ৩০ ভাগ গ্রহণ করিতে এবং বেসামরিক অধিবাসীদের জন্য অবশিষ্টাংশ বণ্টন করিতেও প্রতিনিধিদল অনুরোধ জানান।

ভারতের খনিজ সম্পদ

ভারত সরকারের অধীনে ভূতত্ত্ববিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং জিওলজিষ্ট ডাঃ জে এ ডান গত ৩রা জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব এবং ভূগোল শাখার অধিবেশনে ইহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, আর্থিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদিও ভারতবর্ষ খনিজ সম্পদে আমেরিকার সমতুল্য নহে, তথাপি ভারত খনিজ সম্পদে নগণ্য নহে। দুইটী খনিজ পদার্থে ভারত পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। উহা অভ্র এবং 'ইলমেনাইট'। রাশিয়া ব্যতীত ভারতের মত এত প্রচুর ম্যানগেনিজ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ উৎপাদনেও ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতে শুধু টিন, নিকেল এবং 'মেলিবেনাম' পাওয়া যায় না। ডাঃ ডানের মতে ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে বিহার প্রদেশেই ভারতের শতকরা ৪০ ভাগ খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এদেশে খনিজপদার্থের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। অভ্র, ম্যানগেনিজ, ইলমেনাইট এবং মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারিক প্রসারের সম্ভাবনা থাকিলেও, এইগুলি প্রায় কাঁচামাল হিসাবে বরাবর বিদেশে রপ্তানী হইয়া আসিতেছে। ৪৩ প্রকার বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের যান্ত্রিক উন্নতির সাথে ইহাদের প্রস্তুত প্রণালীরও উন্নতি হইবে। তিনি একটা খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত গবেষণাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন।

ভারত হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী

প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স' এর এক সভায় বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে খাদ্যশস্যের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা চলিতে থাকিলে ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসের পর ভারত হইতে খাদ্যদ্রব্য আর বিদেশে রপ্তানী করা হইবে না। বর্ত্তমানে ভারত হইতে মাত্র সিংহলে ও মধ্যপ্রাচ্যে চাউল প্রেরিত হইতেছে। পূর্ব্ব ভারত হইতে সিংহলে ৩৮ হাজার টন চাউল প্রেরণের কথা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১২ হাজার টন করা হইয়াছে। সিংহলে মাদ্রাজ হইতে চাউল প্রেরণ করা হইতেছে। চেম্বারের পক্ষ হইতে ভারত হইতে খাদ্যশস্য সম্পূর্ণরূপে বিদেশে চালান দেওয়া বন্ধ করা, উদ্বৃত্ত প্রদেশ হইতে খাদ্যশস্য যে সকল প্রদেশে উহার অভাব আছে সেস্থানে চালান করা নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা রহিত করা এবং অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য যানবাহনের সুব্যবস্থা করার সম্বন্ধে বাণিজ্য-সচিবকে অনুরোধ জানান হয়।

কলিকাতায় কয়লা-সমস্যা

কলিকাতার মারোয়াড়ী বণিক সমিতি বাঙ্গলা সরকার ও কলিকাতা করপোরেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতার প্রত্যেক বাজারে করপোরেশনের কিম্বা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিজেদের তত্ত্বাবধানে একটী এজেন্সী মারফৎ একটী করিয়া কয়লার ডিপো খোলা উচিত। কমিটীর মতে বাঙ্গলা সরকারের রেলওয়ের সহিত মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করা উচিত এবং কয়লা উৎপাদনের মূল এলাকার মূল্য ও যানবাহনের ব্যয় অনুযায়ী কয়লার ন্যায়সঙ্গত দর নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

চীনে শিল্পোন্নতি

১৯৪১ সাল হইতে চীনে শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ২ লক্ষ গ্যালন সুরাসার উৎপাদিত হইয়াছে। ময়দার উৎপাদন ১৯৪০ সালের ৩২ লক্ষ ৩৯ হাজার থলে হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালে ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার থলেতে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে পূর্ব্বের তুলনায় সাবান, দিয়াশালাই এবং চামড়ার উৎপাদন বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সালে ৮৭টী খনি এবং ধাতুসংক্রান্ত কারখানা, ৩৭৭টী কলকব্জা তৈয়ার করিবার কারখানা, ৪৪টী বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতের কারখানা এবং ৩৪টী রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রেজীষ্টীকৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ২৪টী কাপড়ের কলও ১৯৪১ সালে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিকাতায় সর্ব্বসাধারণের জন্য ভোজনাগার

ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গত ৬ই জানুয়ারী ২নং ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট কলিকাতায় প্রথম সর্ব্বজনীন ভোজনাগারের উদ্বোধন করেন। কলিকাতা সাহায্য সমিতির সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে, সম্প্রতি এই সব ভোজনাগারে নিরামিষ আহার সরবরাহ করা হইবে। স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেলে চায়ের ব্যবস্থাও পরে করা হইবে। বাঙ্গলা সরকার এই ভোজনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য ও বিভিন্ন স্থানে আহার্য্য দ্রব্য সরবরাহ করিবার সুবিধার নিমিত্ত এই ভোজনাগারের কর্ত্তৃপক্ষকে একখানা লরী দিয়াছেন। ২নং ডালহৌসী স্কোয়ারের যে গৃহের ত্রিতলে এই ভোজনাগারটী স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী নামমাত্র এক টাকায় ভাড়া দিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাজেট

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাজেটে ৭ হাজার ৮ শত কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে যে নূতন আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরে যুদ্ধব্যয় বাবদ ১০ হাজার কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বৎসর জনসাধারণের মোট ১৩ হাজার ৫ শত কোটী ডলার আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বিভিন্ন দফায় কর প্রদানের পর তাহাদের হাতে ১১ হাজার ৭ শত কোটী ডলার অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান বাজার দর অনুসারে জনসাধারণকে ৬ হাজার কোটী ডলার মূল্যের অধিক মাল সরবরাহ করা যাইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নূতন কর স্থাপনের ও বাজেট বরাদ্দের ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং মাসিক ২ হাজার ৫ শত ডলারের অধিক উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হইবে।

লবণের দর

বাঙ্গলা সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, উক্ত সরকার কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত কলিকাতার কোন কোন বাজারে নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা লবণের দর খরিদ্দারের নিকট হইতে বেশী দাবী করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের মতে লবণের এইরূপ বর্দ্ধিত মূল্য দাবী করিবার কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। বর্ত্তমানে যে লবণ মজুত আছে তাহা পর্য্যাপ্ত এবং লবণ যাহাতে প্রয়োজন মত যথাযথ ভাবে পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব কেহ লবণের নিয়ন্ত্রিত দর সের প্রতি ৵৯ পাই এর বেশী দাবী করিলে তাহাকে আইনানুসারে অভিযুক্ত করা হইবে। লবণবিক্রেতারা যদি নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে লবণের অধিক দর দাবী করে বা নিয়ন্ত্রিত দরে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ বিক্রয় করিতে না চাহে, তাহা হইলে এই সকল লোকদের সম্বন্ধে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ইনস্পেক্টর অথবা পুলিশকে জানাইলে উক্ত লবণ বিক্রেতাদের অভিযুক্ত করা হইবে।

চিনির মূল্য বৃদ্ধি

ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে চিনির দর পূর্ব্ব নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চেয়ে মণপ্রতি ২।৵০ আনা করিয়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই ঘোষণানুযায়ী ডি ২৪ শ্রেণীর চিনির দর হইবে (কলের বাহিরে) প্রতি মণ ১৪৲ টাকা।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ও মাদ্রাজ সরকার

প্রকাশ, ভারত সরকার উত্তর ভারতের কাপড়ের কলসমূহ হইতে অল্পমূল্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, মাদ্রাজ সরকার উহার সহিত সহযোগিতা করিবেন না। মাদ্রাজ সরকারের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ পরিকল্পনা তাঁতীদের পক্ষে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামিল হইবে। মাদ্রাজ সরকার তাঁতীদের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' প্রস্তুত করাইবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে কয়েকটী কল সূতা সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ হইতে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

মধ্যপ্রাদেশিক ও বেরার সরকার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ছোলা, মসুর ও অন্যান্য জাতীয় ডাল উক্ত প্রদেশের বাহিরে চালান দিতে হইলে প্রাদেশিক মূল্য নিয়ামক ও খাদ্য সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হইবে।

ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা পরিষদ

আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা পরিষদের পরামর্শদাতা বোর্ডের এক অধিবেশন নয়াদিল্লীতে হইবে।

বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের অভাব অভিযোগ

গত ৪ঠা জানুয়ারী সোমবার, আর্যস্থান ইনসিওরেন্স বিল্ডিংএ 'ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউট'-এর উদ্যোগে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের এক প্রতিনিধিদল শ্রীযুক্ত এস সি রায়ের নেতৃত্বে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি-বর্গের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত এস সি রায় বাণিজ্য-সচিবের নিকট বীমাকোম্পানী-সমূহের নানাবিধ অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করেন এবং বীমা আইনের ২৭নং ধারার সংশোধন করিতে অনুরোধ জানান। উক্ত ধারানুযায়ী বীমা-কোম্পানীগুলিকে প্রভূত অর্থ কোম্পানীর কাগজসমূহে জমা রাখিতে হয়। ইহাতে বীমাকোম্পানীগুলির স্বার্থ ও আয়ের অনেকাংশে হানি হয়। ফলে কোম্পানীগুলি বীমাকারীদিগকে 'বোনাস' এবং অংশীদারদিগকে 'ডিভিডেণ্ড' দিতে পারে না। দেশীয় রাজ্যের এ সম্পর্কিত সুবিধা অসুবিধার বিষয়ও তিনি উল্লেখ করেন। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে বীমা কোম্পানীর কার্য্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার জন্য যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহার প্রতিকার করার জন্য তিনি বাণিজ্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। বীমা কোম্পানীর আয় নির্দ্ধারণ করিয়া আয়কর ধার্য্যের যে ব্যবস্থা আছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বীমা কোম্পানীসমূহের অসুবিধা লাঘব করিবার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান। প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, যুদ্ধের জন্য যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুপরিচালিত বীমা কোম্পানীগুলির উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তিনি আরও বলেন যে, বীমাকোম্পানী সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা বিশেষ সতর্কতা ও সহানুভূতির মনোভাব লইয়া বিবেচনা করা হইবে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে বোম্বাইয়ে 'ইনসিওরেন্স এডভাইসরী কমিটী'র বৈঠকে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর এ সম্পর্কে কার্য্যক্রম স্থির করা হইবে। যুদ্ধজনিত ক্ষতি সম্পর্কিত বীমা পরিকল্পনা সত্বর প্রবর্ত্তনের সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না বলিয়া জানান। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিনিধিদলে ছিলেন:—খাঁ বাহাদুর এম এ মোমিন, সি আই ই; শ্রীযুক্ত জে সি দাস; শ্রীযুক্ত এইচ কে সেন; শ্রীযুক্ত এস পি বসু; শ্রীযুক্ত এ পাল; শ্রীযুক্ত জে সি ঘোষ দস্তিদার; শ্রীযুক্ত এন এন দত্ত; শ্রীযুক্ত এস বাগচী; শ্রীযুক্ত কে সি ব্যানার্জ্জি; শ্রীযুক্ত পি আর গুপ্ত; শ্রীযুক্ত এস এন রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত পি কে বসু।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

১৯০১-১১ সালের মধ্যে রাশিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৪৪টী; ১৯৩৬ সালে ইহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া হাজারে ১১৪টী হইয়াছে। ভারতে শিশুমৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি হাজারে ১৬৭টী। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ায় প্রসূতিদের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার বিছানার বন্দোবস্ত ছিল। রাশিয়ায় বৎসরে গড়পড়তায় ৬০ লক্ষ শিশুর জন্ম হয়। জারের আমলে রাশিয়ায় প্রসূতিদের জন্য মাত্র ৭ হাজার বিছানার ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমানে রাশিয়ায় ৪ হাজার ৩৮৪টী মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ায় ৪০ লক্ষ শিশুকে শিশুপালনাগারে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। জারের আমলের রাশিয়ায় যেস্থলে শিশুদের জন্য মাত্র ২ শত অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল, ১৯৩৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় সেস্থলে অবৈতনিক শিশু শিক্ষাগারের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ৫ শতটী। ১৯৩৮ সালে প্রায় ২০ লক্ষ শিশুকে রাশিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভর্ত্তি করা হইয়াছিল।

করপোরেশনের কর্ম্মচারিগণকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ

কলিকাতা করপোরেশন উহার অধীনস্থ ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য বাঙ্গলা সরকারের নিকট একটা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। এইরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার জন হইবে। তাহাদের জন্য প্রতি মাসে আনুমানিক নিম্নরূপ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইবে:—২৫ হাজার ৫ শত মণ চাউল; ৬ হাজার ৩ শত ৭৫ মণ ডাল; ৩ হাজার ১ শত ৮৭ মণ লবণ; ৩ হাজার ১ শত ৮৭ মণ সরিষার তৈল; ৪ হাজার ৫ শত টিন কেরোসিন তেল এবং ৫১ হাজার মণ কয়লা।

বৃটিশ সরকারের আয়-ব্যয়

১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ৯ মাস শেষ হইয়াছে সেই সময়ে বৃটিশ **সরকারের রাজস্ব** বাবদ আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭৬ কোটী **৬৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৯৭** পাউণ্ড। এইরূপ রাজস্বের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব্ব বৎসরের **চেয়ে ৫৪ কোটী ৫০ লক্ষ** ৩০ হাজার ৪১ পাউণ্ড বেশী। আলোচ্য সময়ে **বৃটিশ সরকারের** ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৪০৫ কোটী ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার **৭৮৫ পাউণ্ড।** এই সময়ে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে ২২৮ **কোটী ৮৮ লক্ষ** ৮৩ হাজার ১৮৮ পাউণ্ড।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক বিল

প্রকাশ, ভারতের বড়লাট বঙ্গীয় চাষী-খাতক (দ্বিতীয় সংশোধন—১৯৪২) বিলে সম্মতি দান করিয়াছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বেতার যন্ত্রের ব্যবহার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮৩ খানি বাড়ীতে বেতারযন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ বেতার যন্ত্রসম্বলিত গৃহের সংখ্যা হইবে প্রায় ২ কোটী ৯০ লক্ষ। নিউইয়র্কে বেতারবার্ত্তা প্রেরণের কেন্দ্রীয় এলাকায় শতকরা ৯৫টী বাড়ীতে বেতার যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে কাগজ আমদানী ও ব্যবহার

১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে বিদেশ হইতে ৫৫ হাজার ১৬৮ টন কাগজ আমদানী হইয়াছে এবং ভারতে ৫৯ হাজার ৬৯৮ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে সুলভ মূল্যের মুদ্রণের কাগজ আমদানী হইয়াছে ৩২ হাজার ৫৯১ টন এবং ৪৭ হাজার ৩৮৩ টন পুরাতন সংবাদপত্রও ভারতে আসিয়াছে। ১৯৩৯ সালে ভারতে আমদানীকৃত এবং উৎপাদিত মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৪০ টন কাগজের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যবহারে ২৫ হাজার টন কাগজ লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৪০ পাউণ্ড কাগজ জনসাধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে বিদেশ হইতে প্রায় ৬০ হাজার টন কাগজ আসিয়াছে এবং ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ৪০ হাজার টন। এই সকল কাগজের অধিকাংশই হইতেছে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ। ভারতে মাত্র ৯৬ হাজার টনের মত কাগজ বৎসরে উৎপন্ন হইতেছে। যদি ইহার শতকরা ১০ ভাগ এবং ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সম্পূর্ণ ৪০ হাজার টন কাগজও জনসাধারণের এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগান হয়, তাহা হইলেও এবৎসর জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ১ লক্ষ ২০ হাজার ২৪০ টন কাগজের ঘাটতি পড়িবে।

আগামী মরশুমে পাটের জমির পরিমাণ

গত ২রা জানুয়ারী বাঙ্গলার কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরে কর্ত্তৃক আহূত কলিকাতায় এক বৈঠকে আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইবে তদ্‌সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। ঐ বৈঠকে পরীক্ষামূলক কয়েকটী সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন—ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক, পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ শামসুদ্দিন আহম্মদ, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল, জি, পিনেল ও উক্ত বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ডি, এল, মজুমদার।

ভারতে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী

গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর গৃহে বিভিন্ন বণিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভায় ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, বিদেশ হইতে যাহাতে ভারতে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা যায় তজ্জন্য অধিকতর জাহাজের ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকার ভারত সচিবের নিকট দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, সরকার কর্ত্তৃক অবলম্বিত নিয়ন্ত্রণ প্রণালী আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করিলেও এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকিলে অধিকতর গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইত। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যতদূর সম্ভব উদ্বৃত্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করিবেন। শ্রীযুক্ত সরকার ইহাও জানান যে, বর্ত্তমানে জাহাজের অভাব বশতঃ ব্রাজিল হইতে চাউল এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে গম ভারতে আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না।

মাদ্রাজে পশু পালন ব্যবস্থা

কিছুদিন যাবৎ মাদ্রাজ সরকার উক্ত প্রদেশের গবাদি পশু প্রভৃতির অবস্থা উন্নয়নের জন্য একটী তহবিল গঠন করিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার মাদ্রাজ প্রদেশে পশু পালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য উক্ত সরকারের অধীনস্থ পল্লী সংগঠন দাতব্য তহবিল হইতে ৫০ হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ সরকার পশু উন্নয়ন তহবিলে ২২ হাজার টাকা দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রজনন বৃষ ক্রয় করিয়া কৃষকদিগকে বিলি করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ

১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত বৃটেনের নিকট ভারত সরকারের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে ইহার অধিকাংশ ঋণই পরিশোধ করা হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ১০ কোটি পাউণ্ডের বেশী হইবে না। ইহার মধ্যে রেলপথের মূলধনও আছে। এই সকল রেলপথের মূলধন বাবদ যে ষ্টার্লিং ঋণ করা হইয়াছে তাহাও পরিশোধ করা হইবে বলিয়া নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে যে সকল বৃটেনের মূলধন ভারতে খাটান হইয়াছে তাহার পরিমাণ ২৪ কোটি পাউণ্ডের অধিক হইবে। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ মূলধন বৃটিশ পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও জাহাজের ব্যবসায়ে খাটান হইয়াছে। কলিকাতার পাট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বৃটেনের প্রায় ২ কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়োজিত আছে। ইহা ছাড়া ভারতের চা-বাগানসমূহেও বৃটেনের প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড মূলধন খাটিতেছে।

কেন্দ্রীয় যুদ্ধ-বীমা দাবী কমিটী

প্রকাশ, যুদ্ধবীমা সম্পর্কিত দাবীদাওয়া মিটাইবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক কমিটি ছাড়াও একটী কেন্দ্রীয় যুদ্ধবীমা দাবীপূরণ কমিটি গঠন করিয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, রমণ, অর্থ বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ এস, সি, টার্ণার ও আইন বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ এস, এ, লাল উক্ত কমিটীর সভ্য হইয়াছেন।

স্যার এস এস ভাটনগরের নূতন সম্মান

স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ইংলণ্ডের 'সোসাইটী অব কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীর (রাসায়নিক শিল্পসঙ্ঘ) সদস্য হইবার সম্মান লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে মাত্র ১১ জন জীবিত বিশিষ্ট রসায়নতত্ত্ববিদ্ এই সঙ্ঘের সদস্য হইবার সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র একজন ইংরাজ ও অপর ব্যক্তি কানাডার অধিবাসী। স্যার ভাটনগরের এই সম্মানলাভ ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

ভারতের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে রেলওয়ের স্থান

ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে বি এণ্ড এ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এল পি মিশ্র এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে অর্থ-নৈতিক সম্পদের দিক হইতে কৃষির পরেই রেলপথের স্থান। ভারতের এই সর্ব্ববৃহৎ শিল্পে (কৃষির পরে) ৮৫০ কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে এবং ৭৫ লক্ষ লোক কাজ করিতেছে। ভারতে এতাবৎ মোট ৪১ হাজার মাইল রেলপথ খোলা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রবার

চিকাগোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দুইজন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে সয়াবীন হইতে স্পঞ্জের ন্যায় এক প্রকার কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতেছে। অবশ্য এই রবার দিয়া মোটরগাড়ী প্রভৃতির টায়ার প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। তবে অন্যান্য প্রয়োজনে এই কৃত্রিম রবার কাজে লাগান যাইবে।

ভারতে সরিষা ও তিসি চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে সরিষা ও তিসি চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে ৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে সরিষা ও ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে সরিষা ও তিসি চাষের পূর্ব্বাভাষে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমি ও ২৭ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে সরিষা ও তিসির চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল।

ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বৃটিশ কোষাগার প্রদত্ত মূলধন দ্বারা 'ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন' পরিচালিত হইতেছে। বৃটিশ শিল্প ব্যবসায়ের দুইজন নেতা মিঃ র‍্যাণ্ডাল ডাডার্ল ক্যাম্পেল এবং মিঃ আর্ণেষ্ট হ্যারি লেভার এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ষ্টার্লিং ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরের প্রশ্ন

লণ্ডনে ভারতের যে প্রভূত ষ্টার্লিং মজুত আছে জনহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিয়া দেশের মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার সমস্যা সম্বন্ধে কোন কোন মহলে আলোচনা চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোম্পানী পরিচালিত সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে, মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে এবং বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ভারত সরকার কিনিয়া লইলে ৯০ লক্ষ ষ্টার্লিং প্রয়োজন হইবে। ইহা ছাড়া ভারতে বৃটিশ কোম্পানীসমূহের যে মূলধন নিয়োজিত আছে, তাহা টাকায় পরিবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধন নিয়োগকারীদিগকে উহা ভারতেই খাটাইতে বাধ্য করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রাধিক্য হইলে তাহার প্রতিকার করা যাইবে। ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতে সকল প্রকার নোটের পরিমাণ ছিল ২১৭ কোটী ১৭ লক্ষ টাকার। ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বৃটিশ সরকারের যে ব্যয় করিতে হইবে তজ্জন্য লণ্ডনে ভারত সরকারের পক্ষে যে ষ্টার্লিং মজুত আছে, তাহারই অনুপাতে ঐ টাকা রাখা হইয়াছে। ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ এর পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে মিঃ ফজলুল হক্

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক্ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বঙ্গীয় ভূমিরাজস্ব কমিশন (ফ্লাউড কমিশন) বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করা সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার একটী বৈকল্পিক পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। মিঃ হকের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :—(১) কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন উঠাইয়া দেওয়া এবং উহা বাতিল করা। (২) বিশেষ আইন দ্বারা সমস্ত জমি, জলাশয়, বন ও খনি সরকারী আওতায় নেওয়া। (৩) কৃষাণ হিসাবে জমির দখলকারীদের এবং জল, বন ও খনির মালিকদের দখলিস্বত্ব অক্ষুন্ন রাখা। (৪) কৃষিজমি সম্পর্কে প্রকৃত চাষীকে সরাসরীভাবে সরকারকে মোট উৎপন্ন শস্তের এক ষষ্ঠাংশ দিতে হইবে; জল কর, বন কর এবং খনি কর সম্পর্কে উহাদের মালিকগণকে সরকারকে নির্দ্ধারিত অংশ দিতে হইবে। (৫) ভূমি, জল, বন ও খনি সম্বন্ধীয় সমস্ত কর উঠাইয়া দেওয়া হইবে। পথকর, বনকর, চৌকিদারী ও শিক্ষা কর প্রভৃতি রদ করা হইবে। (৬) রাজস্ব আদায়ীকারীদিগকে নিম্নরূপ পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে :—(ক) যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরে রাজস্ব আদায়কারীদের যে আয় ছিল তাহার শতকরা ৫০ ভাগ। তাহাদের রাজস্ব, খাজনা, ট্যাক্স অথবা সেস দিতে হইবে না। (খ) মালিকানা বাদে রাজস্ব আদায়কারীদের সমস্ত আয় সরকারকে দিতে হইবে। (গ) বর্ত্তমানে যে সকল সম্পত্তি বা জমি কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ আছে, ঐ সকল সম্পত্তির যে মালিকানা দেওয়া হইবে, তাহা বর্ত্তমানে যে ভাতা দেওয়া হয় তাহার বেশী হইবে না। (ঘ) দায়গ্রস্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে সরকার নিজ বিবেচনামত মালিকানার পরিমাণ কমাইতে পারিবেন। (৭) প্রকৃত চাষীদের কেহই ৫০ বিঘার অধিক জমি পাইবে না। (৮) যাহাদের ভূমিতে আয় নাই কিন্তু অন্যভাবে আয় হয় তাহাদের আয়ের একটা নির্দ্দিষ্টাংশ সরকার গ্রহণ করিবেন। এই প্রকারের আয় প্রদেশকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৯) বাঙ্গলা দেশ হইতে যে বাণিজ্যশুল্ক আদায় হয় তাহা বাঙ্গলা সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১০) খাসজমি ও বর্গা পত্তন করা জমি সরকারের সম্পত্তি হইবে; সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ভাবে ঐ সমস্ত জমির বিলি ব্যবস্থা করা হইবে।

বোম্বাইয়ে বাড়ীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ

বোম্বাইয়ের লাট খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত প্রদেশের বাড়ীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ এবং সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী আইন প্রণয়ন করিয়াছেন।

আর্জ্জেনটাইনে ভারত হইতে পাট আমদানী

প্রকাশ, ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানীর জন্য আর্জ্জেনটাইন সরকার ওয়াশিংটনের 'শিপিং কন্ট্রোল' বিভাগের অনুমতি চাহিয়াছেন। ১৯৪৩ সালে কৃষিকার্য্যাদির জন্য আর্জ্জেনটাইনে ১২ কোটী চটের থলের প্রয়োজন হইবে।

বোম্বাইয়ে ময়দার অভাব

ময়দার অভাবে রুটীওয়ালাদের ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় তাহাদের প্রতিকারকল্পে বোম্বাই সরকার 'হোটেল ও রেস্তঁরা 'এসোসিয়েসন'কে প্রত্যহ ২ শত বস্তা ময়দা প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাব সরকার প্রায় ৩০ হাজার টন বজরা বোম্বাই প্রদেশে চালান দিতে সম্মত হইয়াছেন।

ভারতে অষ্ট্রেলিয়ার গম

জানা গিয়াছে যে, ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ কোন বন্দরে সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২ খানি গমবাহী ষ্টিমার আসিয়া পৌছিয়াছে। এই ষ্টিমার দুইখানি নাকি ১৫ হাজার টন গম খালাস করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দুইখানি গমবাহী ষ্টিমার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতের কোন বন্দরে আসিয়াছে।

কলিকাতায় মোটরবাসের জন্য অতিরিক্ত পেট্রল

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকারের জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে যে সকল মোটর বাস চলাচল করে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সেই সকল বাসকে অবিলম্বে অতিরিক্ত পেট্রল দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া)

এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় নূতন নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার একটা সুযোগ আসিয়াছে। আমরা এবিষয়ে বিশেষ করিয়া লবণের কারখানা, গব্যশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল স্থাপনের কথা উল্লেখ করিতে পারি। কি লবণ, কি গব্যশিল্প, কি বস্ত্র কোন দিক দিয়াই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নহে। এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় সেই মূলগত গলদ বহুল পরিমাণে আজ ধরা পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে ঐ সমস্ত দিক দিয়া খুবই শোচনীয় তাহা আমরা মর্ম্মান্তিকভাবে উপলব্ধি করিতেছি। বর্ত্তমানে যখন দেশের লোকের হাতে নানাদিক দিয়া অতিরিক্ত অর্থাগমের নমুনা দেখা যাইতেছে তখন দেশের শিল্পোদ্যোগীদের কর্ত্তব্য নূতন নূতন যৌথ কোম্পানী গড়িয়া তুলিয়া ব্যাপক আকারে ঐ সব দ্রব্যাদি প্রস্তুতে যত্নবান হওয়া। অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসভাজন লোকেরা এবিষয়ে ব্রতী হইলে এই অর্থপ্রসারণের দিনে কম আয়াসে কলকারখানা স্থাপনের উপযোগী শেয়ার মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন (বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের গবর্ণমেণ্টও এবিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারেন) বলিয়াই মনে হয়। উহাতে লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ নিয়োগের একটা সুব্যবস্থা হইবে। দেশে বহুবিধ আবশ্যকীয় জিনিষের উৎপাদনও স্থায়ীভাবে বাড়ানোর সুবিধা হইবে। ঐসব দিকে অচিরে দেশের শিল্পব্যবসায়ী ও দেশের গভর্ণমেণ্টের সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ

সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সিটাডেল ব্যাঙ্ক মহাযুদ্ধের বাজারে গত ১৯৪০ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের সময় নানা কারণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে বিবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বিশেষতঃ গত বৎসর যুদ্ধ ভারতের প্রান্তদেশে উপনীত হওয়ায় এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল। এই সব জাতীয় দুর্য্যোগ ও আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কট এবং তজ্জনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া কাজ করিয়াও সিটাডেল ব্যাঙ্কের ন্যায় একটি নূতন প্রতিষ্ঠান ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা আশা ও আনন্দের কথা।

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে সিটাডেল ব্যাঙ্কের হাতে আদায়ীকৃত, আমানত ও চলতি জমা প্রভৃতি লইয়া মোট দায় দেখান হইয়াছে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৩১ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ :—হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩৭ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ২০ হাজার টাকা, অনাদায়ী বিল ৫৮ হাজার টাকা, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে জমা ৫৮ হাজার টাকা, আসবাবপত্রে ৯ হাজার টাকা ইত্যাদি।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সেণ্ট্রাল প্রভিন্সেস্ রেলওয়েজ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৷৷০ আনা। **বেলাপুর কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **কেশর সুগার ওয়ার্কস্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৯৷৵০ আনা। **আমেদপুর কাটোয়া রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৷৴১০ পাই। **বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। **বেঙ্গল কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **মহীশূর পেপার মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **মেকেঞ্জি লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। **এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা।

বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ব্রকুল্ ব্যাঙ্ক লিঃ—প্রোমোটার মিঃ হিউ ক্লাফ্ ওয়াটার্স। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। জাহাজের ব্যবসা।

সেখবতী ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বলদেব দাস সারাওজী। রেজিষ্টার্ড অফিস—২১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—শেয়ার স্টক বিক্রেতার ইত্যাদির কাজকারবার।

বেঙ্গল ষ্টার্চ্চ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ঘনশ্যাম দাস ভগৎ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫, শিবঠাকুর লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—চর্ব্বি জাতীয় দ্রব্যাদির কাজকারবার।

এইচ্ ম্যানরি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এফ্ ই হিলম্যান। রেজিষ্টার্ড অফিস—ডি ৬, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড কণ্ট্রাক্টর্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বিমলকান্তি ধর। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। ব্যবসা—ইঞ্জিনীয়ারিং ও কণ্ট্রাক্টরী।

ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ তুলসীচরণ ব্যানার্জ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং।

নরিন্‌কো লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এইচ্ গিলুসেথ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

নিউ ইণ্ডিয়া ষ্টীল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মদনলাল সেখশারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত ও উহাদের কাজকারবার।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পুরাতন বৎসরের স্থায় নূতন বৎসরও বাজারে প্রচুর টাকার স্বচ্ছলতা লইয়া আরম্ভ হইল। টাকার চাহিদা পূর্ব্বের মতই যৎসামান্য। নূতন তুলার ফসল কিনিবার মরশুম সুরু হওয়ায় পাঞ্জাব হইতে কিছু অর্থের চাহিদা এবার দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু উহার পরিমাণ খুবই কম। নববর্ষের প্রথম সপ্তাহেও পূর্ব্বের স্থায় বাজারে একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে। টাকার বাজার সম্পর্কে ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বিনিময় বাজার সম্পর্কেও নববর্ষের প্রারম্ভে নূতন কিছু বলিবার নাই। বাজারে কাজকারবার সামান্যই হইয়াছে। বড়দিনের ছুটির পরে ব্যাঙ্কসমূহ খুলিবার পর যৎকিঞ্চিৎ রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে মাত্র।

গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মাত্র ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৴৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে। নিম্নতর মূল্যের আবেদন সব অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটী ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৷১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ১২ই জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং ১১ই জানুয়ারী তারিখে অন্যান্য কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এবং যে স্থলে ঐ তারিখ ছুটির দিন সেখানে ১৪ই জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের স্থায়।

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। গত ৬ই জানুয়ারী হইতে আগামী ১১ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বিঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে তিন মাসের ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৭০ কোটি ৩৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৫৮ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৪ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি ৮৭ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ৫২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

ষ্টেলিং হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{৩}{১৬}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে দীর্ঘ ছুটীর পর কলিকাতার শেয়ার বাজার খুলিয়াছে; কিন্তু ইহার কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক কলিকাতায় কয়েকবার জাপানী বিমানহানার পরও যে শেয়ার বাজারের কাজকারবার কতকটা আরম্ভ হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ। প্রকাশ, শেয়ার বাজার বন্ধের সময় কোন কোন স্থলে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের যথাক্রমে ২৮৷৷০ আনা এবং ২০৷০ আনায় বেসরকারী ভাবে বেচাকেনা হইয়াছে। কেহই শেয়ার বিক্রয় করিবার জন্য অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখায় নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। গত কয়েকদিনের মধ্যে শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কেহই শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য কোনরূপ অর্ডার দেয় নাই। সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিছুদিন কলিকাতায় কোনরূপ জাপানী বিমানের আক্রমণ না হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার বাজারে কোনরূপ আশার লক্ষণ দেখা যায় নাই। যতটা মনে হয় তাহাতে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্ত্তমানের স্থায় মন্দা আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারে বিশেষ কোন মন্দার ভাব লক্ষিত হয় নাই। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪৲ টাকা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স ঋণ ১০০৴০ আনা, ৩৷৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩৷৷৶০ আনা। ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৷৴০। ৪৷৷০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০

সালের কাগজ ১১৩৸৴০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮৸০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের দর অপরিবর্ত্তিত ছিল। এমালগেমেটেড ৩০৷৷০ আনা। বেঙ্গল ৪০০৲ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এলবিয়ন ১৮৩৲ টাকা। এলায়েন্স ৩১৩৲ টাকা। বালি ২৫২৲ টাকা এবং বজবজ ৩৪০৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে বাজার খোলার দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ছিল ৩০৶০ আনা কিন্তু সপ্তাহের শেষভাগে ইহার দর ২৯৷৷৴০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছে। ষ্টীল করপোরেশনের দর ছিল সপ্তাহের প্রথমভাগে ২২৷০ আনা; কিন্তু পরে ইহার দর ২১৷৷০ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের দর কতকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। কাণপুর ২৯৷০ আনা, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ১৪৷৷৶০ আনা এবং চম্পারণ ২৩৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৬ই জানুয়ারী—১০০৴০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা জা:—৯৩৸৶০ ৯৪৶০; ৫ই—৯৩৸৴০ ৯৪৶০; ৬ই—৯৩৸৶০ ৯৪৲; ৭ই—৯৩৸৵০। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই জা:—১০৩৷৷৵০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৬ই জা:—১১০৷৴০। ৪৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৫৫-৬০) ৬ই জা:—১১৩৸৵০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৫ই জা:—১০৮৸০; ৭ই—১০৮৲।

ব্যাঙ্ক

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ৫ই জানুয়ারী—১২৴০ ১২৵০; ৬ই—১২৲। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৪ঠা জা:—১৬৩০৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা জা:—১০২৲ ১০৩৲; ৫ই—১০২৷৷০ ১০৪৲; ৬ই—১০৩৷৷০; ৭ই—১০৩৷৷০ ১০৪৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৫ই জা:—৩০৷৷০। বেঙ্গল ৫ই জা:—৪০০৲; ৬ই—৪০০৲ ৪০২৲; ৭ই—৪০০৲। হরিলাদি ৫ই জা:—১৫৷৶০ ১৫৷৷৴০; ৬ই—১৫৶০ ১৫৷০; ৭ই—১৫৷০ ১৫৷৴০। কাটরাস ঝরিয়া ৫ই জা:—২৮৸৶০। নিউবীরভূম ৫ই জা:—১৬৸০; ৭ই—১৬৷৷৶০। পেঞ্চভেলী ৪ঠা জা:—৩৪৸৶০। সিঙ্গারাম (এ) ৫ই জা:—৩৷৷০ ৩৷৷৶০। তালচেড় ৬ই জা:—২৷৷৵০; ৭ই—২৷৷৴০ ২৷৷৶০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা জা:—৩১৸৶০। বোকারো এণ্ড রামগড় ৭ই জা:—১৬৷৶০। বরাকর ৭ই জা:—১৩৷৶০। ঘুষিক এণ্ড মুশ্লিয়া ৭ই জা:—৫৷৷৶০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ৪ঠা জানুয়ারী—৮৶০; ৫ই—৮৷৵০ ৮৷৷০; ৬ই—৮৷৷৴০ ৮৸৶০। বেণারস ৪ঠা জা:—৮৵০। বাউরিয়া ৫ই জা:—৪৭০৲; ৬ই—৪৫৫৲। কাণপুর টেক্সটাইল ৪ঠা জা:—১৪৵০ ১৪৷০; ৫ই—১৪৷৷৶০ ১৫৲; ৬ই—১৪৸০; ৭ই—১৪৷৷০। কেশোরাম ৪ঠা জা:—১৫৲ ১৫৴০; ৫ই—১৫৷৴০ ১৫৷৷০; ৬ই—১৫৶০ ১৫৷৴০; ৭ই—১৫৵০। মুইয়ের মিলস ৪ঠা জা:—৩৩৪৲; (প্রেফ) ৬ই জা:—৮১৲। নিউ ভিক্টোরিয়া ৬ই জা:—৭৷৷৶০ ৭৸০; ৭ই—৭৷৷৶০ ৭৸০; (প্রেফ) ৫ই জা:—১০৸০।

ইলেকট্রীক

রাওয়ালপিণ্ডি ৬ই জা:—২৭৷৷০ ২৮৲।

পাটকল

এলবিয়ন ৬ই জা:—১৮৩৲ ১৮৫৲। এলায়েন্স ৬ই জা:—৩১৩৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ৪ঠা জা:—৩২৭৲। বালি ৪ঠা জা:—২৫২৲ ২৫৫৲; ৫ই—২৫৬৲; ৬ই—২৫২৲ ২৫৫৲; ৭ই—২৫১৷৷০ ২৫৪৲। বরানগর ৬ই জা:—১০০৲। বেলভেডিয়র ৪ঠা জা:—৩৮২৲; ৭ই—৩৯০৲। বিরলা ৭ই জা:—৩৬৷৴০। বজবজ ৪ঠা জানুয়ারী—৩৪৫৲; ৬ই—৩৪০৲; (প্রেফ) ৭ই জা:—১৬১৲। কেলিডনিয়ান ৫ই জা:—২৭৷৷০। চিতভলসা ৬ই জা:—১৬৷০; ৭ই—১৬৶০। ডালহৌসী ৪ঠা জা:—২১২৲। এম্পায়ার ৪ঠা জা:—২৬৷৷০; ৬ই—২৬৷০। গৌরীপুর ৪ঠা জা:—৬৮৪৲; ৬ই—৬৭৯৲। হাওড়া ৪ঠা জা:—৫৩৷৷০ ৫৩৸৶০। হুকুমচাঁদ ৪ঠা জা:—১৮৶০ ১৮৷০; ৬ই—১৮৶০ ১৮৷৷০; ৭ই—১৮৷০ ১৮৷৶০। ইণ্ডিয়া ৪ঠা জা:—৪০৮৲ ৪১৩৲; ৫ই—৪০৯৲ ৪১৩৲; ৬ই—৪১২৲; ৭ই—৪১০৲ ৪১৩৲। কামারহাটী ৪ঠা জানুয়ারী—৪৭৬৲ ৪৮০৲; ৬ই—৪৭৪৲ ৪৭৬৲। কাকনাড়া ৫ই জা:—৩৮০৲ ৩৮২৲; ৬ই—৩৮১৲ ৩৮২৲। কিনিসন ৪ঠা জা:—৩১৭৲; ৫ই—৩২২৲; ৭ই—৩১৩৲; (প্রেফ) ৭ই জা:—১৬৩৲। নৈহাটী ৬ই জা:—২১০৲। ন্যাশনাল ৬ই জা:—২২৲; ৭ই—২১৸০ ২২৲; (প্রেফ) ৪ঠা জা:—১৬২৲। নিউ সেণ্ট্রাল ৪ঠা জা:—৩১০৲। নদীয়া ৪ঠা জা:—৭০৲; ৭ই—৬৮৲। রামেশ্বর ৪ঠা জা:—৯৸০। রিলায়েন্স ৪ঠা জা:—৫৩৷৶০; (প্রেফ) ৭ই জা:—১৬৩৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ৪ঠা জা:—১৫৲; ৭ই—১৪৷৷৶০। আগরপাড়া ৭ই জা:—২২৲ ২২৸০। কেলভিন ৭ই জা:—৫১৩৲। ল্যান্সডাউন ৭ই জা:—১৩০৲। নস্করপাড়া ৭ই জা:—১৮৷০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৭ই জা:—১৯৭৲। ইউনিয়ন ৭ই জা:—২৯৭৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৪ঠা জা:—৩৶০ ৩৵০; ৫ই—৩৲ ৩৷০; ৬ই—৩৵০; ৭ই—৩৴০ ৩৵০। ইণ্ডিয়ান কপার ৪ঠা জা:—২৶০ ২৵০; ৫ই—২৲ ২৵০; ৬ই—২৶০; ৭ই—২৲ ২৵০। রোডেসিয়া কপার ৭ই জা:—১৵০ ১৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয় ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ৪ঠা জাঃ—১৬৲। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৪ঠা জাঃ—১১৯০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা জাঃ—৩০॥০ ৩০॥৵০ ৩০॥৶০ ৩০৸০ ৩০৸৶০ ; ৫ই—৩০/০ ৩০৵০ ৩০॥০ ৩০॥৵০ ; ৬ই—২৯॥৶০ ২৯৸০ ২৯৸৵০ ২৯৸৶০ ৩০৲ ৩০/০ ; ৭ই—২৯॥৵০ ২৯৸০ ২৯৸/০ ২৯৸৵০ ৩০৲। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাষ্টীং ৬ই জাঃ—৮৸৵০ ৮৸৶০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস (ডেফার্ড) ৪ঠা জাঃ—৩৩।০। কুমারধুবী ৪ঠা জাঃ—৫॥/০ ; ৫ই—৫।৶০। সারণ ৬ই জাঃ—৬॥৵০। ষ্টীল করপোরেশন ৪ঠা জাঃ—২২।/০ ২২।৵০ ২২।৶০ ২২॥০ ২২॥৵০ ২২॥৶০ ; ৫ই—২২৲ ২২।৵০ ২২।৶০ ; ৬ই—২১।৵০ ২১৸৶০ ২২/০ ২২৶০ ; ৭ই—২১॥০ ২১॥/০ ২১॥৵০ ; (প্রেফ) ৭ই—১১৭৲। মার্সালস ৭ই জাঃ—৩৵০ ৩৶০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৭ই জাঃ—১১॥০।

কাগজের কল

বেঙ্গল (অর্ডি) ৫ই জাঃ—১৬৩৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৫ই জাঃ—১৫৭৲ ; ৬ই—১৫৪৲। ওরিয়েণ্ট (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—২৪৸০ ; ৫ই—২৪৸০। টিটাগড় (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—২১।০ ২১॥০ ; ৫ই—২১৸/০ ২১৸৵০ ; ৬ই—২১৸০ ; ৭ই—২১৵০ ২১৸০ ; (সেকেণ্ড প্রেফ) ৬ই—১১২৲।

চিনির কল

নিউ সাভান ৭ই জাঃ—১৩/০। বেলস্থাণ্ড ৪ঠা জাঃ—৭।৵০ ৭॥৵০ ; ৭ই—৭।৶০। কাণপুর ৬ই জাঃ—২৯।০ ২৯৸০ ; ৭ই—২৯৲ ২৯।০। চম্পারণ ৪ঠা জাঃ—২৩॥০ ; ৭ই—২৪৲। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (প্রেফ) ৫ই জাঃ—১৩৮৲ ১৩৯৲। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস সুগার ৫ই জাঃ—১৪৸/০ ১৪৸৵০ ; ৬ই—১৪॥৵০ ; ৭ই—১৪॥০। কেরু এণ্ড কোং—৭ই জাঃ—১৪৲।

চা-বাগান

বোকাহাট ৪ঠা জাঃ—১০৲ ; ৫ই—১০৲ ; ৬ই—১০৲। নিউ সমনবাগ ৬ই জাঃ—৩১৸০। পুসিম্বিং (প্রেফ) ৬ই জাঃ—১২৯৲। রাজনগর ৬ই জাঃ—১০॥০। রুত্তেমা ৬ই জাঃ—১২॥৵০ ১২৸০। সরুগাঁও ৫ই জাঃ—১৭।০। সিংটম ৫ই জাঃ—২০৯৲। মারফুলানি (প্রেফ অর্ডি) ৭ই জাঃ—১৩৸০। তেজপুর (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—১০।০। হাতীক্ষীরা ৭ই জাঃ—২৫৵০।

বিবিধ

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ৪ঠা জাঃ—২৩।৶০ ২৩৸০ ; ৫ই—২৩।/০ ২৩॥০ ; (প্রেফ) ৪ঠা জাঃ—১১৮৲। এলুমিনিয়াম করপোরেশন ৫ই জাঃ—১৫৵০ ; (প্রেফ) ৭ই—১০৫৲। আসাম সজ ৪ঠা জাঃ—৩৸০ ; ৫ই—৪৲ ; ৬ই—৩৸৵০। এসোসিয়েটেড হোটেলস (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—৬৸০। বৃটিশ বার্ম্মা পেট্রল ৪ঠা জাঃ—২৶০ ; ৫ই—২।৵০ ২॥০। বৃটিশ সিলোন করপোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—১২৸০ ১৩।/০। ক্যালকাটা সিল্ক (অর্ডি) ৫ই জাঃ—৯।০। ডালমিয়া সিমেন্ট (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—১৫৸৶০ ; ৬ই—১৫৸০। হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) ৫ই জাঃ—১০৸৵০। মোরাদাবাদ ওয়াটার সাপ্লাই ৪ঠা জাঃ—৪।৵০। ন্যাশনাল ইনস্থলেটেড কেবল (প্রেফ) ৫ই জাঃ—১০৫৲। বোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ—২৪।০। টাইড ওয়াটার অয়েল ৪ঠা জাঃ—১৪।০। বৃটানিয়া বিস্কুটস ৭ই জাঃ—১৩৸০। ডানলপ রাবার (সেকেণ্ড প্রেফ) ৭ই জাঃ—১০৭৲। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ৭ই জাঃ—১৸৶০ ২৲ ; (প্রেফ অর্ডি) ৭ই জাঃ—২৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের চটকলসমূহের বহু মজুর বিমান আক্রমণের সংবাদে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ; এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত ভাব পোষণ করিতে না পারায় মিলমালিক পক্ষ বর্ত্তমানে পাট ক্রয় স্থগিত রাখিয়াছেন। কাজকারবার যাহা কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য। বিক্রেতা মহল তাড়াতাড়ি মাল হাতছাড়া করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠায় পাটের দর স্বভাবতই নামিয়া পড়িয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাঙ্গলা সরকারের উদ্যোগে আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইবে তৎসম্পর্কে এক আলোচনা বৈঠক বসিয়াছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবও উক্ত বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রকাশ, এই বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

আলগা পাটের বাজারে বরাবর মন্দার ভাবই ছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ব্যবসায়ী মহল ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা দেখিয়া কাজকারবারে মনোযোগ দিবার জন্য প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান জাত মিড্‌ল ও বটোমের দর হ্রাস পাইয়া উহারা যথাক্রমে ১২।০ আনা ও ১০।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। অবশ্য সপ্তাহের শেষভাগে জাত মিডলের দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া ১২৸০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে মন্দার ভাব চলিতেছে। কুলি ও মজুরের অভাব ঘটায় বাজারে একটা অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

থলে ও চটের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষভাবে মন্দা ছিল। বাজারে মিলমালিকগণের দেখা পাওয়া যায় নাই। বিমান হানার ফলে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে স্বাভাবিকভাবে পাটের এবং থলে ও চটের বাজার চলিতে পারিবে না বলিয়া অনেকে শঙ্কা প্রকাশ

করিতেছিলেন। অবশ্য এরূপ আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সপ্তাহের শেষ ভাগে বাজারে চড়তির ভাব ফিরিয়া আসে। ৯নং পোর্টার নগদ ১৫॥০ আনায় হ্রাস পাইয়াছিল; উহা পুনরায় ১৭৶০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৯নং পোর্টার জানুয়ারী-মার্চ্চ ১৭৶০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৶০ আনা, ও জুলাই সেপ্টেম্বর ১৬৮০ আনা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২২৶০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ্চ ২২।০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২।০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৯ই জানুয়ারী

বোম্বাইএর তুলার বাজারে তুলার দরে ঘনঘন উঠানামা হইতে দেখা গিয়াছে। তুলার দরে কোনপ্রকার স্থিরতা নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজার কিঞ্চিৎ ভাল থাকায় মিলওয়ালরা তুলা ক্রয়ের জন্য উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে আর কোনপ্রকার কর্ম্মতৎপরতার ভাব কোথাও লক্ষিত হয় নাই। সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের তুলাচাষের যে তৃতীয় পূর্ব্বাভাষ বাহির হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের (১৯৪১-৪২) তৃতীয় পূর্ব্বাভাষের তুলনায় এবার শতকরা ১৮ ভাগ জমি কম এবং উৎপাদনের পরিমাণও গত বারের তুলনায় শতকরা ১৯ ভাগ হ্রাস পাইবে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ছোটখাট ব্যবসায়ীরা মাল বিক্রয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাহাদের গুদাম বন্ধ করিয়া কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় ও বন্টনের সুব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। দরিদ্র জনসাধারণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যাহাতে এই নির্দ্ধারিত মূল্যের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র পাইয়া উপকৃত হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থাই করা হইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এখনও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তোড়জোর ও গবেষণা চলিতেছে। আসলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এখন পর্য্যন্ত বাজারে বাহির হইতেছে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে সোণার দরে কতকটা তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রেতা এবং ঝুঁকিদারেরা সোণা ক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণা এবং প্রতিটী গিণির দর যথাক্রমে ৬৭৸০ আনা এবং ৪৯।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু ইহাদের দর যথাক্রমে ৬৫॥৶০ আনা এবং ৪৮॥০ আনায় পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৬৲ টাকা, বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৫৸৶০ আনা এবং প্রতিটী গিণি ৪৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণা ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজারও তেজী ছিল। কিন্তু ইহার দর বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। রূপার কাজকারবারের পরিমাণ ছিল সামান্য। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৯২॥০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৫৸০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৬৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউ ইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল যথাক্রমে ২৩¼ পেন্স এবং ৪৪¾ সেণ্ট।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

গত ৫ই জানুয়ারী চায়ের ২৯নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগের বেচাকেনায় কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। কলিকাতায় বিমান হানার জন্য যেরূপ অনিশ্চয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে এবং চায়ের বাজারে একটা আশার সঞ্চার হইয়াছে। বাজারের প্রথম দিকে চায়ের দরে মন্দা দেখা গিয়াছিল কিন্তু পরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৴০ আনা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সাধারণ শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৴০ আনা হ্রাস পাইয়াছিল। গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ।৶০ আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল এবং মাঝারি ধরণের গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৯ পাই হইতে নামিয়া ৬ পাইতে দাঁড়াইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ৪৲ টাকা হইতে ৪৶০ দরে বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল ৮৸৶০ আনা হইতে ৯৲ টাকা দরে (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ৩৵০ আনা হইতে ৩৶০ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈল বিক্রেতারা প্রতি দুইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা ধার্য্য করিয়া) ৬৸৶০ আনা হইতে ৭৲ টাকা দরে বিক্রয় করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারের সমস্ত সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছিল।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী

কলিকাতায় কয়েকবার বিমান হানার জন্য চামড়ার বাজারে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৮০ হাজার টুকরা ৬২৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ১ হাজার টুকরা ৫৫৲ টাকা।

গরু ও মহিষের চামড়া—আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৫ হাজার টুকরা ৫৸০ আনা হইতে ৬।০ আনা, আর্দ্র-লবণাক্ত সাধারণ ৩ হাজার টুকরা ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে) এবং আর্দ্র-লবণাক্ত মহিষের চামড়া ৩ শত টুকরা ৵৯ পাই হিসাবে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২
কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা
সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ২৫শে জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের ভবিষ্যৎ

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে জনসাধারণের পরিধেয় বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াতে গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে এরূপ প্রস্তাব হয় যে ভারতের বিভিন্ন কাপড়ের কলে দরিদ্র ব্যক্তিদের ব্যবহারোপযোগী সস্তা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত করা হইবে। কিন্তু এদেশে যাহারা শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন তাঁহারা এতই অযোগ্য ও অপদার্থ যে উহাদের দ্বারা জনকল্যাণমূলক কোন কাজই সময় মত নির্ব্বাহিত হয় না। কাজেই আজ পর্য্যন্ত বাজারে এই ধরণের বস্ত্র বাহির হয় নাই। সম্প্রতি শুনা গিয়াছিল যে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এই বিষয়ে একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন এবং জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলওয়ালাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বাজারে যাহাতে এক কোটী গজ করিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় হইতে পারে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পুনরায় উক্ত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে, ২।০ আনা দরে কোরা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের যে জোড়া বাজারে বিক্রয় করা হইবে মধ্য-ব্যবসায়ীগণ তাহা ক্রয় করিয়া ধোলাই করতঃ অনায়াসে ৭ টাকা দরে বিক্রয় করিতে পারিবে। গবর্ণমেন্ট নাকি এই সমস্যার কোন প্রতিকার বাহির করিতে পারিতেছেন না। কাজেই জনসাধারণকে যদি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের জন্য অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে আরও বহুদিন চাহিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে উহাতে বিস্ময়ের কিছু হইবে না।

এই সম্পর্কে কলিকাতাস্থ একখানা শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কাগজ মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাপড়ের কলওয়ালারা যদি জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া মোটা ধরণের সস্তা কাপড় বাহির করতঃ তাহা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করেন তবে বস্ত্র সমস্যার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। উক্ত কাগজ একথা জানেন না যে বাঙ্গলার গৌরবস্থল মোহিনী মিলের পরিচালকগণ সস্তা দরে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের মারফতে মিলের দরে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ক্রয়বিক্রয়ের কতকগুলি বিধিনিষেধ জারী হওয়াতে এবং মিলে উৎপন্ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ গবর্ণমেন্টকে সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক হওয়াতে মোহিনী মিল এই সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এখানেও দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেন্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্য্যকলাপের ফলে বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রবর্ত্তনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়াছে।

"ক্যাপিটালের" অভিনব আবিষ্কার

খুচরা মুদ্রার দুর্ভিক্ষ লইয়া সংবাদপত্র ও অন্যান্য মহলে জোর আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। সিকি, দু'আনী, একআনী প্রভৃতি খুচরার অভাবে জনসাধারণের যে কি চূড়ান্ত দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। খুচরা মুদ্রার এরূপ আকস্মিক দুষ্প্রাপ্যতার কারণ লইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পয়সা মজুত করিবার প্রচেষ্টা বে-আইনী হইলেও, বর্ত্তমানে তামার বাজারের চড়তির ভাব বিবেচনা করিলে কোন কোন লোকের পক্ষে উহা একেবারে অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি নহে। লাভ ও লোভের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি সর্ব্বসময় আশা করা যায় না। কিন্তু সিকি, দু'আনী প্রভৃতি খুচরা মুদ্রার দুর্ভিক্ষ সত্যই সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিকেও হার মানাইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, যুদ্ধ-পূর্ব্ব স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বর্ত্তমানে খুচরা মুদ্রার পরিমাণ আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্যমূল্য অসম্ভব বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এক সঙ্গে অধিক জিনিষ ক্রয় করা সম্ভবপর নহে বলিয়া এবং আরও অন্যান্য কারণে খুচরা মুদ্রার ব্যবহার এই দারুণ দুর্মূল্যের বাজারে এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের খুচরা মুদ্রার প্রচলন ও পরিমাণ বৃদ্ধি এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়াই আমাদের অনুমান। অবশ্য আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বোধের ন্যায় খুচরা মুদ্রা মজুত করার দিকে অসম্ভব ঝোঁকও অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। "ক্যাপিটাল" পত্রিকার ছদ্মনামী লেখক "ডিচার" এই সম্পর্কে এক অভিনব কারণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের "ক্যাপিটালে" উক্ত লেখক বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত ও বিপন্ন করিবার জন্য রাজনৈতিক কারণেও খুচরা মুদ্রা মজুত করা হইতেছে। "ডিচার"-এর এই অদ্ভুত ও অশিষ্ট ইঙ্গিতের লক্ষ্য কাহারা তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান জনসাধারণ খুচরা মুদ্রা মজুত করিয়া এরূপ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে কেবল এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া "ডিচার" আরও অগ্রসর হইয়া নিশ্চিন্তে বলিতে পারেন যে, দেশে যে চাউল, তেল, নুন, কয়লা, কেরোসিন, কাপড় প্রভৃতি জীবনধারণের একান্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি একাধারে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাও রাজনৈতিক 'মতলববাজদেরই' কারসাজির ফল। আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণের অদূরদর্শিতার এবং ততোধিক আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের অক্ষমতার ফলে যে অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার সকল দায় রাজনৈতিক মহলের স্কন্ধে চাপাইয়া আবোলতাবোল লিখিলে আর যাহাই হউক বা না হউক, আসল সমস্যার কোন কূলকিনারাই হইবে না।

ফেডারেশনের প্রস্তাব

বস্ত্র সমস্যার প্রতিকার কল্পে ভারতবাসীর পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি-সভা দি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি গবর্ণমেণ্ট সকাশে ৫টী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি এই—(১) যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোকের ব্যবহারের উপযোগী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র দেশের ভিতরে মজুদ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক, (২) যেখানে যেখানে সম্ভব সামরিক বিভাগে কার্পাস বস্ত্রের পরিবর্ত্তে পাটজাত চট থলে ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হউক, (৩) ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ও তাঁতসমূহে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক, (৪) কাপড়ের কলগুলিতে সৌখীন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে দরিদ্রের ব্যবহার্য্য বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য অধিকতর জোর দেওয়া হউক, (৫) দেশের ভিতরে "কম বস্ত্র ব্যবহার কর" বলিয়া একটা আন্দোলন করা হউক।

ফেডারেশনের উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ একমত এবং এই দিক দিয়া ভারতের বস্ত্র সমস্যার অনেকদূর সমাধান হইতে পারে বলিয়া অমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু ভারতের বাহিরে বর্ত্তমানে সৈন্যদলের জন্য শয্যাদ্রব্য, পরিচ্ছদ, তাঁবুর কাপড়, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি হিসাবে যে বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে তাহার প্রয়োজন দিন দিন বাড়িবে বই কমিবে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। বর্ত্তমানে তাঁবু, গ্যাস প্রতিরোধ ইত্যাদি বহু প্রয়োজনে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই সব কাজ অনায়াসে মিহি ধরণের চট দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট যদি সামরিক বিভাগে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার কমাইয়া তৎস্থলে পাটজাত বস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন তবে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির অনেক তাঁত ও টাকু গবর্ণমেণ্টের কাজ হইতে মুক্ত হইয়া সাধারণের প্রয়োজনীয় কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। চটকলগুলির যে সমস্ত টাকু ও তাঁত অচল হইয়া আছে তাহা চালু হইবে, পাটের মূল্য বাড়িবে এবং চটকলে অধিকতর সংখ্যক মজুর কাজ পাইবে। ভারতীয় বস্ত্র সমস্যার সমাধানকল্পে উহা একটী খুব যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব সন্দেহ নাই। তৃতীয় প্রস্তাবে ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির যে কথা বলা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহাতে কার্য্যকরীভাবে খুবই সাহায্য করিতে পারেন। আমরা যুদ্ধের সূত্রপাতেই গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়াছিলাম। কিন্তু এই দিক দিয়া তাঁহারা উহার কিছুই করেন নাই। ফেডারেশনের প্রস্তাবে যদি এই দিকে গবর্ণমেণ্টের নজর পড়ে তাহা হইলে আমরা সুখী হইব। ফেডারেশনের চতুর্থ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কিছু অসুবিধা হইবে—কিন্তু গরীব মহা উপকৃত হইবে। কোন বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একমাত্র পঞ্চম প্রস্তাবটী পড়িয়া আমরা ফেডারেশনের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। যে দেশে শতকরা ৮০ জন ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ সময় নেংটী পড়িয়া থাকে, যে দেশে প্রতি ব্যক্তি সারা বৎসরে পরিচ্ছদ, শয্যা ইত্যাদি সমস্ত মিলাইয়া গড়পড়তায় ১৬ গজের বেশী কাপড় ব্যবহার করে না সেই দেশে "কাপড়ের ব্যবহার কমাও" বলিয়া আন্দোলন করা একটা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার হইবে এবং জনসাধারণ উহাকে তাহাদের দুর্ভাগ্য লইয়া পরিহাস ছাড়া আর কিছু মনে করিবে না। সত্য সত্যই ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মুখ দিয়া এরূপ প্রস্তাব বাহির হওয়াতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি।

বাঙ্গলায় চাউলের যোগান

অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাটচাষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নীতি ও কর্ম্মপন্থা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু চলতি বৎসরে পাটের জমি না কমাইলে বাঙ্গলায় চালের জোগানের উপর যে কি প্রকার অনিষ্টকর প্রভাব পড়িবে তাহা স্থানাভাববশতঃ উক্ত প্রবন্ধে বলা হয় নাই। এই বিষয়টী আমরা সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতে ধান্যের চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই পূর্ব্বাভাষে দেখা যায় যে গত ১৯৪১ সালে পাটের চাষ কমাইয়া ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ করার দরুণ বাঙ্গলায় ২২ লক্ষ ৭ হাজার টন আউস ধানের চাষ এবং ৬৭ লক্ষ টন আমন চাউল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৪২ সালে পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হওয়াতে এই বৎসরে ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টন আউস চাউল এবং ৫৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন আমন ধানের চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ পাটের চাষ পাঁচ আনা পরিমাণ জমিতে বৃদ্ধি পাওয়াতে গত বৎসর বাঙ্গলায় ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টন কম চাউল উৎপন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গলায় বৎসর বৎসর যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহার উপর ১০ লক্ষ টন চাউল হইলেই বাঙ্গালা-দেশ উহার প্রধান খাদ্য চা'লের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের চাষ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ সীমাবদ্ধ রাখিলে চাউলের ব্যাপারে বাঙ্গলা কেবল স্বাবলম্বী হয় না—উহার কিছু চাউল উদ্বৃত্ত হয়। দুঃখের বিষয় যে এরূপ অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণ চাউল অভাবে অনশনে

অর্দ্ধানশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। উহাকে অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায়!

যুদ্ধোত্তর কালের বেকার সমস্যা

বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধরত প্রত্যেকটী দেশেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক প্রয়োজনে অগণিত নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে। ভারতবর্ষেও উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এদেশে একমাত্র সৈন্য হিসাবেই ১২।১৩ লক্ষ নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধজনিত বিবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত অগণিত নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতেও বহু লোক চাকুরী পাইয়াছে। সৈন্যদের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য দেশে অবস্থিত পুরাতন কলকারখানার কাজ এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং এত নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে যাহার ফলে মজুর, কারিগর, কেরাণী ইত্যাদি হিসাবেও কয়েক লক্ষ লোক কাজ পাইয়াছে। আমাদের ধারণা যে বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যত নূতন লোক চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষের কম হইবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এইভাবে নব নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী। প্রকাশ যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সামরিক কার্য্যে ৩।। কোটী লোক নিযুক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল দেশে যে লক্ষ লক্ষ নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে যুদ্ধাবসানে উহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেকার হইবে। তখন এই সমস্ত লোক লইয়া কি করা হইবে—কি ভাবে উহাদিগকে জীবিকাসংস্থানের পথ করিয়া দেওয়া হইবে তাহা লইয়া বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই চিন্তাভাবনা করিতেছেন। কারণ সকল দেশের গবর্ণমেণ্টই একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন যে, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে এবং সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত ও তাহা যথাস্থানে প্রেরণের জন্য গলদঘর্ম্ম পরিশ্রম করিতেছে যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যদি বেকার হয় এবং গৃহে ফিরিয়া নিজের আত্মীয় পরিজনকে ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা কোন গবর্ণমেণ্টকেই শান্তির সহিত দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে দিবে না। কাজেই যুদ্ধোত্তর কালে অর্থনীতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সকল দেশে বিশেষ ভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এই পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দিক হইতে কোন সাড়াশব্দই পাওয়া যাইতেছে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে ভারত সরকারের অধীনে দেশের কতিপয় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীকে লইয়া একটী অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কমিটী গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কমিটী আজ পর্য্যন্ত কি কাজ করিয়াছেন, যুদ্ধের পরে দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম সংস্থানের জন্য উহার মতামত কি, গবর্ণমেণ্ট এইসব মতামত সম্বন্ধে কি প্রকার মনোভাব পোষণ করেন—ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিয়াছে। ফলে বর্ত্তমানে দেশের যে অগণিত লোক নানা প্রকার বিপদ ঘাড়ে লইয়া গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, এ আর পি, সৈন্য বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ইত্যাদিতে কাজ করিতেছে তাহাদের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বর্ত্তমান থাকা এবং এজন্য উহাদের কর্ম্মক্ষমতার হ্রাস পাওয়া কিছুতেই বিচিত্র নহে।

আমাদের মনে হয় যে এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের দিক হইতে অবিলম্বে একটী সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ও কর্ম্মপন্থার কথা ঘোষণা করিয়া সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক ভাবে নিযুক্ত সমস্ত দেশবাসীকে আশ্বস্ত করা আবশ্যক। যুদ্ধোত্তরকালে দেশের সংরক্ষণনীতি দেশবাসীর স্বার্থের অনুকূলভাবে যদি পরিচালিত হয় তাহা হইলে এদেশে অগণিত নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইবে এবং এই সব কলকারখানাতে বর্ত্তমানে যুদ্ধোদ্যমে নিযুক্ত কয়েক লক্ষ লোকের চাকুরী হইবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, সেচকার্য্য, রেলের প্রসার ইত্যাদি কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলেও উহাতে যুদ্ধোদ্যম হইতে অবসরপ্রাপ্ত কয়েক লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে। এদেশে জাতিগঠনমূলক কাজের এরূপ বিরাট সুযোগ পড়িয়া রহিয়াছে যাহা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে ২৫ লক্ষ কেন এক কোটী লোকের অনায়াসে চাকুরীর সংস্থান হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অর্থাভাবের দোহাই দিয়া চিরদিন এই সব কাজে অবহেলা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেশের মধ্যে যাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের একথা জানিবার অধিকার আছে যে, যে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য ৫।৭ শত কোটী টাকা খরচ করিতে দ্বিধা করেন নাই সেই গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর কালে জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য একশত কি দেড় শত কোটী টাকা বিনিয়োগ করিয়া বর্ত্তমানে যুদ্ধরত ২৫ লক্ষ লোককে অনশন হইতে রক্ষা করিবেন কি না?

রোগীর পথ্য ও বার্লি সমস্যা

আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মদক্ষতার গুণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একান্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি নির্দ্ধারিত মূল্যে কেবল সরকারী বিবৃতি-বিজ্ঞপ্তির মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। কেবল চাউল, ডাল, আটা, তেল, নুন, কয়লা কেরোসিন প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজনের প্রাথমিক বস্তুই একাধারে দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে নাই, অসুখে পড়িলে কুইনিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ভেষজ দ্রব্য ও সাবু-বার্লি প্রভৃতি রোগীর পথ্য সংগ্রহ করাও আজ দারুণ সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বার্লির কথাই ধরা যাউক। জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকৃত হওয়ার পর ঐসব স্থান হইতে চাউল, চিনি, রবার, কুইনিন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সাবুর আমদানীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এখন অসুখে পড়িলে পথ্যের ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভরসা এখন বার্লি। সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত পরিহাসের বাজারে এই বার্লির দরও আগুন। অথচ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়োচিত হস্তক্ষেপ ও যথাযথ মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বার্লি সমস্যা লইয়া এতখানি বিব্রত হইতে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এখানে লিলি বিস্কুট কোম্পানীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত কোম্পানীর কারখানা হইতে বর্ত্তমানে যে-ক্ষেত্রে উহাদের প্রস্তুত সুবিখ্যাত "লিলি বার্লির" এক পাউণ্ড টিন ও আধ পাউণ্ড টিনের এক ডজন ও অর্দ্ধ ডজন যথাক্রমে ৯৲ টাকা ও ৫।০ আনায় পাওয়া যাইতেছে, সেক্ষেত্রে বাজারে অর্দ্ধ পাউণ্ড লিলি বার্লির টিন ৮০ আনা হইতে ৮৵০ আনা এবং এক পাউণ্ড টিন ১৶০ আনা হইতে ১।০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। বাজারের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের কঠোর ও সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যপরিচালনার অভাব ও অক্ষমতাই প্রধানত দায়ী। আশা করি গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে অগৌণে অবহিত হইবেন। নতুবা দেশের এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে অসুখে পড়িয়া বার্লির ন্যায় সাধারণ একটা পথ্যের অভাবেই কত লোক যে অকালে প্রাণ হারাইবে তাহার ইয়ত্তা কি?

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধশেষ হইবার আগেই সাম্রাজ্য রক্ষায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। আজকাল সংবাদপত্রে প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন বৃটিশ ধুরন্ধরের যুদ্ধোত্তর স্বপ্ন-বিলাস পাঠ করিয়া হাসিও পায়, করুণারও উদ্রেক হয়। ঐসব আগাম পরিকল্পনায় একাধারে দুশ্চিন্তাও দুরভিসন্ধি প্রকট হইয়া পড়িতেছে। মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরি, মিঃ ইডেন, মিঃ মরিসন, মিঃ এটিলি, লর্ড হালিফ্যাক্স ও আরও বহু জনের সতর্ক ও সদম্ভ ভাষণের পর সম্প্রতি উপনিবেশ-সমূহের সচিব মিঃ ষ্ট্যানলিও মুখ খুলিয়াছেন। সেই একই কথা, একই সুর, একই মতলবের ছদ্মরূপ! তবে মিঃ ষ্ট্যানলির বক্তৃতায় এবার একটা নূতন প্রস্তাব ও তৎসম্পর্কে ঘোর আপত্তির আভাস পাওয়া গেল। একাধিক তথাকথিত উদারনৈতিক ব্যক্তি যুদ্ধের পরে অনগ্রসর উপনিবেশসমূহকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার ভার একটা আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের হাতে ছাড়িয়া দিবার পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মিঃ ষ্ট্যানলি উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম্ম এই যে, ভাগের মা গঙ্গা পান না; দশটি শক্তি মিলিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে যাওয়ার অর্থই হইতেছে, কেহই তেমন দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না; ফলে, এইসব দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে; ঐ নাবালক দেশগুলির পক্ষে উহার অপেক্ষা গ্রেট বৃটেনের কর্ত্তৃত্বে ধীরে ধীরে সাবালক হইয়া উঠিবার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাই উচিত। প্রস্তাবও যেমনি অভিনব, উহার আপত্তিও তেমনি চমৎকার! আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের স্বরূপ কি হইবে অর্থাৎ কিরূপ হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই। উহা যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ন্যায় একটা আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র-বোর্ডের অপেক্ষা খারাপ ছাড়া ভাল কিছু হইতে পারে না তাহা প্রস্তাবের ভাষা ও আপত্তির ধরণধারণ দেখিয়াই বুঝা যায়। কিন্তু একচেটিয়া বৃটেন পুঁজিবাদীদের ঐ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় গররাজী। মিঃ চার্চ্চিল হইতে মিঃ ষ্ট্যানলি পর্য্যন্ত সকলেই (কেহ স্পষ্ট করিয়া কেহ বা একটু রাখিয়া-ঢাকিয়া) আসল কথাটা জানাইয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধের পরে গোটা সাম্রাজ্য যেমন ছিল তেমনি রাখিবেন—সূচ্যগ্র ভূমিও হাত ছাড়া করিতে দিবেন না।

যুদ্ধ মিটিতে এখনও অনেক দেরী বলিয়াই আমাদের ধারণা। কোথাকার কত জল কোথায় যে কতখানি গড়াইবে তাহা আগে কে জানে? কালনেমীর লঙ্কা ভাগ যতই চলিতে থাকুক, মিত্রশক্তিবর্গ জয়লাভ করিলেও সারা দুনিয়া স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের ছক-কাটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকিবে এমন দুঃসাহসিক ভবিষ্যদ্বাণী আজ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করিতে পারেন না। অবশ্য বৃটিশ রাষ্ট্রবিদদের কথা আলাদা!

* * *

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের উপর সরকারের অপার করুণার কথা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং এদেশে সংবাদপত্রের উপর গবর্ণমেন্টের আচরণ সম্পর্কে আমরা ক্ষুব্ধ হইলেও বিস্মিত হই না। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ সহরে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকার্য্য পরামর্শদাতা বোর্ডের (এডভাইসরি বোর্ড) প্রথম অধিবেশনে যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর ভারতের সংবাদপত্র সম্পর্কে যে অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সত্যই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উক্ত লাটসাহেব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ না পড়িবার জন্য ছাত্র সম্প্রদায়কে সতর্ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সাংবাদিকগণের অপরাধ নাকি এই যে, তাঁহারা অল্প সময়ের নোটিশে তাঁহাদের প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি লিখিয়া থাকেন। দীর্ঘকাল সময় লইয়া বহু বিশেষজ্ঞ মস্তিষ্কের বকযন্ত্রে চোলাই হইয়া সরকারী প্রচার-পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদির যে সব নমুনা আমরা পাই তাহার কথা এখানে না-ই বা তুলিলাম। তবে এই-টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের "অল্প সময়ের নোটিশে লেখা" কঠোর মন্তব্য ও ভ্রান্তি প্রদর্শনের ফলে গবর্ণমেন্টকে বহুবার বিব্রত হইতে হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সাংবাদিকগণ সুদীর্ঘকাল মনন-শীলতার চর্চ্চা করিয়াই স্বল্প সময়ের নোটিশে সুচিন্তিত মতামত লিখিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন এবং এরূপ স্বল্প সময়ের নোটিশে সকল দেশের সকল সাংবাদিককেই লিখিতে হয়—তাঁহার নিজের অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকদেরও। যুক্তপ্রদেশ গবর্ণরের ভরসা এই যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড বা অন্য কোন স্বাধীন দেশ নহে—তাই তিনি ছাত্রসমাজকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সুচিন্তিত মতামত ও সুস্পষ্ট পথ-নির্দ্দেশের সহিত পরিচয় না রাখিবার উপদেশ ছড়াইয়া চূড়ান্ত ধৃষ্টতার পরিচয় দিতে দুঃসাহসী হইয়াছেন।

* * *

বাঁশের অপেক্ষাও কঞ্চি দড়। সংবাদপত্রের উপর ডাঃ আম্বেদকারের উক্তি শিষ্টতা ও শালীনতার শেষ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি পুনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সাবান প্রস্তুতকারকদেরও যতটুকু নৈতিক সাহস ও আদর্শ থাকে এদেশের সাংবাদিকদের সেইটুকুও নাই। তপশিলভুক্ত জাতির তথাকথিত মুখপাত্র ও বিদেশী প্রভু মনোনীত এই প্রতিনিধিটি অতঃপর ভারতের সাংবাদিকগণকে "ঢাকবাহী বালকের" সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা জ্ঞানপাপীর মত জানিয়া-শুনিয়াই অপরের উদ্দেশ্যের জয়-ঢাক পিটাইয়া থাকেন। কামলার রোগীর নিকট সব কিছুই হরিদ্রাভ মনে হয়। প্রভুপদ লেহন করিয়া "his master's voice" বা কর্ত্তার শেখান কথা আওড়ানই যাঁহার রাজনৈতিক দক্ষতার একমাত্র পরিচয়, তাঁহার নিকট জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের নির্ভীক উক্তি ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রতিদানে সরকারী নির্য্যাতনের মসীলিপ্ত ইতিহাস বিস্মৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

* * * *

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সারা ভারতে খুঁজিয়া-বাছিয়া ডাঃ আম্বেদকরের ন্যায় আর কোন যোগ্য ব্যক্তি পান নাই, কেন-না তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য ডাঃ আম্বেদকার অদ্যাবধি জীবনে "মলমূত্র ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন ত্যাগই" করেন নাই। বরং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও হরিজন সেবক-সঙ্ঘ তপশিলভুক্ত জাতির কল্যাণসাধনে প্রাণপাত করিয়াছে ও করিতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপর কটাক্ষপাত করা ডাঃ আম্বেদকারেরই শোভা পায়! রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষে উপরোক্ত বক্তৃতায় ডাঃ আম্বেদকার আরও বলিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি বীর পূজায় মশগুল—সেই পূজার প্রচারকার্য্যে তাঁহারা দেশের স্বার্থ নষ্ট করেন। "বীর পূজার" ইঙ্গিত করিয়া ডাঃ আম্বেদকার যে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক গান্ধীজী ও অন্যান্য জনপ্রিয় জাতীয়তা-বাদী নেতৃগণকে বুঝাইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের দেশপ্রেমিক সাংবাদিক মহল "বীর পূজায়" ব্যাপৃত এই কথা স্বীকার করিলেও লজ্জার কোন কারণ নাই। তাঁহারা জাতির মুক্তি-সংগ্রামের প্রকৃত বীরদের পূজা করিয়া দেশের ও দশেরই পূজা করিতেছেন—মিঃ চার্চ্চিলের "দেশভক্ত ও জ্ঞানবৃদ্ধ" এগারজন ভারতীয়ের অন্যতম ব্যক্তিটির ন্যায় শ্বেতাঙ্গ পূজায় দেহ-মন সমর্পণ ও ন্যায়নীতিবোধ বিসর্জ্জন করিয়া দেন নাই। ভারতের সাংবাদিকগণের ইহাই গর্ব্ব—এখানেই শ্রেষ্ঠত্ব।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন

গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে গত ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থিরীকৃত হইয়াছে। উহার পরে বড়লাটের শাসন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং একটী বক্তৃতায় এসোসিয়েটেড প্রেসের উপরোক্ত সংবাদ সমর্থন করেন। বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক উক্ত সংবাদ সরকারী ভাবে সমর্থিত না হইলেও উহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। উহার ফলে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে পাটচাষ সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেস কর্ত্তৃক প্রচারিত সংবাদ সত্য এবং এজন্য আমরা গত সপ্তাহে বাঙ্গলা সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম।

কিন্তু গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের "ক্যাপিটাল" পত্রে এই সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমাদের চক্ষুস্থির হইয়াছে। উক্ত পত্র লিখিতেছেন—"গত সপ্তাহে একটী সংবাদ সরবরাহক কোম্পানী এরূপ জানাইয়াছেন যে বাঙ্গালা সরকার ১৯৪৩ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে পরে জানিতে পারা গিয়াছে যে উক্ত সংবাদ পাকা নহে এবং এবৎসরে পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। প্রকাশ যে ১৯৪৩-৪৪ সালে ইংলণ্ডের কি পরিমাণ পাট ও পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তৎসম্বন্ধে একটা বরাদ্দ দিবার জন্য ভারত সচিবকে অনুরোধ করা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই বরাদ্দ না জানা যাইবে ততদিন এবার বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইবে না।"

"ক্যাপিটাল" পত্রের এই সব মন্তব্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া আমরা অত্যধিক শঙ্কিত হইলাম। পাঠকবর্গের একথা স্মরণ আছে যে বাঙ্গলায় গত ১৯৪১ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪২ সালে যাহাতে ১৯৪১ সালের তুলনায় অধিক জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া না হয়—এমন কি এই বৎসরে যাহাতে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের তুলনাতেও কমাইয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য গত বৎসর দেশে তুমুল আন্দোলন উঠে। কিন্তু পাটের চাষ কমাইলে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় থলে চট ইত্যাদি সরবরাহ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া চটকলওয়ালারা বিষম সোরগোল তুলে; ফলে ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে এই ব্যাপারে চাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং বাঙ্গলা সরকার দেশের জনমত ও পাটচাষীর অভিমত উপেক্ষা করিয়া এবং অধিক জমিতে পাটের চাষ হইলে দেশে অন্নাভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে উহা জানিয়া শুনিয়া ১৯৪২ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনা (১৯৪১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ) বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। উক্ত কার্য্যের স্বপক্ষে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্ম্মে পাটচাষীকে আশ্বাস দেন যে বাঙ্গলায় যদি ১৯৪০ সালের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলেও উহার [illegible] অংশ আমেরিকার [illegible] ক্রয় করিয়া নিবে বলিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অধিকন্তু ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে যদি কোন কারণে বাঙ্গলায় পাটের দর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে ভারত সরকার তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন। সুতরাং পাটচাষীর কোন ভয়ের কারণ নাই। প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে নির্ব্বোধ কৃষক সান্ত্বনা লাভ করিল, কিন্তু দেশে যাহাদিগকে বৎসরের অধিকাংশ সময় চা'ল কিনিয়া খাইতে হয় তাহারা প্রমাদ গণিল। অল্পদিন পরেই যুদ্ধের জটীল অবস্থার দরুণ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। আবার ভারত সরকারের দ্বারে ধর্ণা দেওয়া হইল। অবশেষে স্থির হইল যে পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনা না হইয়া আট আনা করা হইবে। কিন্তু এই ঘোষণার পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় পাট চাষ সুরু হইয়া গিয়াছে। ফলে ১৯৪২ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় প্রায় দশ আনা জমিতেই পাটের চাষ হইল এবং যে স্থলে গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় ৪২ লক্ষ ৫১ হাজার ১৪৫ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল সেই স্থলে ১৯৪২ সালে পাট উৎপন্ন হইল ৮০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮১৫ বেল।

কিছুদিনের মধ্যেই উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইল। বাঙ্গলায় একদিকে চালের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, অন্যদিকে পাটের দর হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল এবং গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গলায় পাটের দর সর্ব্বনিম্ন কোঠায় পৌঁছিল। প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক প্রমাদ গণিলেন। প্রথমে বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে এই মর্ম্মে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইল যে পাটচাষীর নিকট হইতে সমস্ত পাট একটা নির্দ্দিষ্ট দরে কিনিয়া লইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের নিকট ১০ হইতে ১২ কোটী টাকা ঋণ চাহিয়াছেন। এই সময়ে যদিও "নির্দ্দিষ্ট দরের" তাৎপর্য্য কি তাহা জানান হইল না তথাপি কৃষক এই সংবাদে কতকটা আশ্বস্ত হইল। কিন্তু উহার কিছুদিন পরেই প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে দুঃস্থ পাটচাষী যাহাতে সুদিনের অপেক্ষায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার তাহাদিগকে কৃষিঋণ প্রদান করিবেন। উহার অনেক পূর্ব্বেই অভাবগ্রস্ত পাটচাষী নিতান্ত স্বল্পমূল্যে ফড়িয়া ও আড়তদারদের নিকট প্রায় সাকুল্য পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণায় কৃষকের কোন লাভই হইল না এবং ১৯৪২ সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসনের এই প্রকার শোচনীয় ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল।

গত বৎসরের এই প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এবারও দেশবাসী সমস্বরে এই দাবী জানাইতেছে যে, গত বৎসরের তুলনায় এবার অর্দ্ধেক—অর্থাৎ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের ব্যবস্থা করা হউক। বাঙ্গলায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স পর্য্যন্ত এই অভিমত সমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী পেশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারও এই দাবীর সহিত একমত বলিয়া মনে হইতেছে। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারও

(৬৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জ্বালানী তৈল সমস্যা

(শ্রীরজনী বন্দ্যোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে অপরিহার্য্য যে সকল জিনিষের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে জ্বালানী তৈল এবং বিশেষতঃ কেরোসিন তৈল অন্যতম। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই কেরোসিন তৈলের মূল্য এদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ইহার দর এমনভাবে চড়িয়াছে যে অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই চড়া দরেও কেরোসিন তৈল ক্রয় করা কঠিন, কেননা এই নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈল এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার ফলে জনসাধারণের যে কিরূপ অসুবিধা হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই আজ কেরোসিন তৈলের সমস্যা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমস্যার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। কেরোসিন তৈলের পরিবর্ত্তে কোন সুলভ মূল্যের জ্বালানী তৈল ব্যবহার করা সম্ভব কিনা এবং তাহাও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যায় কিনা তাহা সকলেরই একটা বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের শতকরা ৯০ জনের অধিক লোক পল্লী অঞ্চলে বাস করে। ইহাদের রাত্রে আলো জ্বালাইবার একমাত্র প্রধান উপাদান কেরোসিন তৈল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বর্ত্তমানে কেরোসিন সংগ্রহ করা যে কিরূপ কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। ভারতের বড় বড় নগরে এবং অনেক ছোট ছোট সহরে যদিও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে তবু সেখানকার অনেকেই এই আলোর সুবিধা হইতে বঞ্চিত, কেননা অনেকেই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিতে প্রাথমিক যে ব্যয় পড়ে তাহা একসঙ্গে সঙ্কুলান করিতে পারেন না, এবং ভারতের কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ নগরী বাদ দিলে অন্যত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করার শক্তিও সীমাবদ্ধ। বড় বড় নগরগুলির অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৪০ জন লোক কেরোসিন তৈল আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব ভারতের জনসাধারণের জ্বালানী তৈল হিসাবে কেরোসিন যে অপরিহার্য্য তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। এখন এই কেরোসিন তৈলের অভাব কিভাবে পূরণ করা যায় তাহাই হইতেছে প্রকৃত সমস্যা।

ভারতবর্ষ খনিজতৈল সম্পদে মোটেই আত্মনির্ভরশীল নহে। ভারতে যে পরিমাণ খনিজ তৈল বৎসরে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা এদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। ভারতে ব্যবহার্য্য বেশীর ভাগ খনিজ তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় এবং ইহার মধ্যে অধিকাংশ কেরোসিন তৈল ব্রহ্মদেশ হইতেই এখানে আসিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশ, আসাম এবং পাঞ্জাবে যে তৈলখনি আছে তাহা হইতেই প্রধানতঃ ভারতের কেরোসিনের চাহিদা মিটানো হইয়া থাকে। একটি হিসাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, এই সকল স্থানের খনিসমূহে ১৯৩৬-৩৭ সালে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ ৮ হাজার গ্যালন কেরোসিন তৈল উৎপাদিত হইয়াছিল। এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে এই সকল খনিসমূহের উৎপন্ন কেরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ২০ লক্ষ ৪ হাজার গ্যালন। ইহা ছাড়া ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ গ্যালন কেরোসিন তৈল আসিয়াছিল; ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীকৃত কোরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন। এতদ্ব্যতীত 'বেরিং'এ যে তৈলখনি আছে তাহা হইতে ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন খনিজ তৈল আসিয়াছিল; ১৯৩৬-৩৭ সালে এইরূপ খনিজ তৈল আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৭০ লক্ষ গ্যালন। বেরিং হইতে যে খনিজ তৈল ভারতে আসিয়াছে তাহার কতকাংশ কেরোসিন তৈল। উপরের তথ্যতালিকা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতকে খনিজ তৈল সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় এবং বিদেশ হইতে ভারতে খনিজ তৈল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধিই পাইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার কিছুকাল পরে এদেশে খনিজ তৈল আমদানী করা জাহাজের অভাবে অনেকটা কষ্টসাধ্য হইয়াছে এবং বিশেষতঃ মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি সাময়িকভাবে বৃটিশের হস্তচ্যুত হওয়ায় ভারতে খনিজ তৈলের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। বৎসরে গড়পড়তায় ব্রহ্মদেশে ১০ লক্ষ টন খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৯৩৮ সালে ব্রহ্মদেশে খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ টন। ব্রহ্মদেশ হইতে খনিজ তৈল আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতের প্রধান তৈলখনি ডিগবয়ই এদেশের খনিজ তৈলের কতকটা অভাব মিটাইয়া থাকে। কিন্তু এই ডিগবয়ের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে গড়পড়তা ২ লক্ষ ৮০ হাজার টনের বেশী নহে, কিন্তু এই সামান্য পরিমাণ তৈল দ্বারা ভারতের প্রয়োজনের অতি নগণ্য অংশও যে পূরণ করা যায় না তাহা সহজেই অনুমেয়।

খনি হইতে যে অপরিশ্রুত তৈল উত্তোলন করা হয় তাহা হইতেই পেট্রল এবং কেরোসিন তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। অপরিশোধিত তৈল শোধনাগারে স্তর ও শ্রেণীভেদে তিনটি পর্য্যায়ে পরিশ্রুত করা হয়। প্রথমতঃ বিমানপোত চালনের জন্য খুব হালকা পরিশোধিত পেট্রোল, (Aviation gas or blue petrol) দ্বিতীয়তঃ মোটরযান প্রভৃতি চালাইবার জন্য 'মোটর স্পিরিট' (পেট্রল) এবং তৃতীয়তঃ কেরোসিন তৈল। এই তিন প্রকার তৈলই বিভিন্ন পর্য্যায়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ভারতে পেট্রল এবং কেরোসিন তৈলের ব্যবহার বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। সামরিক কার্য্যাবলীর জন্য খনিজ তৈল একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই জনসাধারণের জন্য এই তৈল ব্যবহারের পরিমাণ সুনির্দ্দিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

১৯৪১ সালে পৃথিবীর অপরিশ্রুত তৈল উৎপাদনের হিসাব হইতে দেখা যায় মিত্রশক্তিপক্ষের তৈল সম্পদ অফুরন্ত। আলোচ্য বৎসরে মিত্রশক্তিবর্গের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে প্রায় আনুমানিক ১৮২ কোটি ব্যারেল (৪২ গ্যালনে এক ব্যারেল)। ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই শতকরা ৭০ ভাগ তৈল সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯৪১ সালে সেই তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে মাত্র ১২ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল। নিম্নে মিত্রশক্তি ও চক্রশক্তিসমূহের দেশগুলিতে আনুমানিক কি পরিমাণ অপরিশ্রুত খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটা তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :—

মিত্রশক্তিবর্গের দেশসমূহ—মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ১৪০ কোটি ৪০ লক্ষ ব্যারেল, সোভিয়েট রাশিয়া ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ ব্যারেল, ইরাণ ৬ কোটি ৪০ লক্ষ ব্যারেল, মেক্সিকো ৪ কোটি ৩০ লক্ষ ব্যারেল, ত্রিনিদাদ

কোটি ১০ লক্ষ ব্যারেল, ইরাক ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল এবং নাডা ১ কোটি ব্যারেল। ইহার তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের দেশতে আনুমানিক নিম্নলিখিত পরিমাণে অপরিশ্রুত খনিজ তৈল পাদিত হইয়াছে :—

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ব্যারেল, রুমানিয়া ৩ টি ৮০ লক্ষ ব্যারেল, ব্রহ্মদেশ ৭০ লক্ষ ব্যারেল, সারভিয়াক ৬০ ব্যারেল, জার্ম্মেনি ৫০ লক্ষ ব্যারেল, এবং পোলাণ্ড ৩০ লক্ষ রেল। ইহাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে ১৯৪১ সালে নিম্নখিত পরিমাণ তৈল উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে :—

ভেনেজুলিয়া ২ লক্ষ ২৩ হাজার ব্যারেল, কলম্বিয়া ২ কোটি ৪০ ব্যারেল, পেরু ১ কোটি দশ লক্ষ ব্যারেল, আর্জ্জেন্টাইনা ২ কোটি লক্ষ ব্যারেল; এবং ইউকাডোর ও বলিভিয়ায় একত্রে ১১ লক্ষ হাজার ৫ শত ব্যারেল। এই দেশগুলির খনিজ তৈলের কতকাংশ পক্ষ তাহাদের প্রয়োজনের জন্য পাইতে পারে। অতএব দেখা যায় জাহাজাদির সুব্যবস্থা হইলে মিত্রপক্ষের দেশসমূহ হইতে ভারতের য়াজনে প্রচুর পরিমাণে তৈল আমদানী করা যাইতে পারে। ১৯৪১ ল যে পরিমাণ অপরিশ্রুত খনিজ তৈল পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে হার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৮ ভাগ বেশী।

কিন্তু পৃথিবীতে খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণও বিশেষভাবে পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে পৃথিবীতে ২০৬ কোটি ব্যারেল তৈল হইয়াছে এবং এইরূপ খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে ৪০ সালের তুলনায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ব্যারেল বেশী। মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৪১ সালে ১৪৯ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল জ তৈল নানাবিধ কাজে লাগান হইয়াছে। এইরূপ তৈল খরচের মাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ব্যারেল শী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশসমূহে বে-সামরিক লোকদের য়াজনের জন্য ১৯৪১ সালে ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪১ হাজার ব্যারেল জ তৈল লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সামরিক প্রয়োনই খনিজ তৈল খরচ হইতেছে অত্যন্ত বেশী। ১৯৪১ সালে মার্কিন রাষ্ট্র বাদে অন্যান্য দেশসমূহে সামরিক কার্য্যের জন্য ৩৯ কোটি লক্ষ ৯৭ হাজার ব্যারেল তৈল খরচ হইয়াছে। ১৯৪০ সালে এইরূপ ল খরচের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ব্যারেল। দ্ধর প্রয়োজনের জন্য খনিজ তৈলের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে ং সেই অনুপাতে বে-সামরিক জনগণের প্রয়োজনীয় তৈলের মাত্রা মশঃই হ্রাস করা হইতেছে। ফলে খনিজ তৈলের অভাব তীব্রভাবে ভূত হইতেছে। ভারতে যে শীঘ্রই এইরূপ তৈলের অভাব পূরণ রবার কোন ব্যবস্থা হইবে তাহা আশা করা যায় না।

যুদ্ধ যতই দীর্ঘদিন চলিতে থাকিবে ততই জ্বালানী তৈলের অভাব সাধারণ বেশী করিয়া অনুভব করিবে। কেন না, সামরিক য়াজনকেই প্রাথমিক সুবিধা দেওয়া হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে রতের প্রয়োজনীয় জ্বালানী তৈলের অভাব কিভাবে (সম্পূর্ণরূপে হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে) মিটান যাইতে পারে। কেরোসিন লের ক্রমবর্দ্ধমান অভাব দেখা দেওয়ার আরম্ভ হইতেই দেশে রেড়ির বাড়াইবার জন্য কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে। রেড়ীর তৈল রোসিনের পরিবর্ত্তে জ্বালানী তৈলের কাজ কতকটা চালাইতে রে। কিন্তু ভারতে রেড়ির চাষ হঠাৎ বৃদ্ধি করাও সহজসাধ্য ব্যাপার এবং রেড়ির তৈলের দরও কেরোসিন তৈলের তুলনায় অত্যন্ত শী। ইহা ভারতের মত দরিদ্র দেশে অনেকের পক্ষেই ব্যবহার করা বপর নয়। তাহা ছাড়া রেড়ির তৈলের আলো ততটা প্রখর ও উজ্জল নহে এবং রেড়ির তৈলের বাতি লইয়া কেরোসিন তৈলের বাতির ন্যায় প্রয়োজনমত রাত্রে চলাফেরা করা যায় না। এতদ্ব্যতীত ভারতে যে পরিমাণ রেড়ির চাষ হয় তাহার তৈলে অতি অল্প সংখ্যক লোকের চাহিদাই মাত্র মিটিতে পারে। ১৯৪০-৪১ সালের যে নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে ভারতে মাত্র ১ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে রেড়ির তৈলবীজের চাষ হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ৫ হাজার টন রেড়ির তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গলাদেশে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য রেড়ির তৈলবীজের চাষ হয় নাই। প্রতিমণ রেড়ীর তৈলবীজ হইতে ১৩।১৪ সেরের বেশী তৈল পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই ভারতে উৎপন্ন রেড়ীর তৈলবীজ এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে কোন প্রকারেই পর্য্যাপ্ত নহে।

বাঙ্গলাদেশে সাধারণতঃ কৃষক-সম্প্রদায় এবং পল্লীর অনেক গৃহস্থ 'ভেরেণ্ডা' গাছ নিজেদের বাড়ীতে জন্মাইয়া থাকে। ইহাই রেড়ির-তৈল-বীজের গাছ। ইহাছাড়া বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে ঝোপ-জঙ্গলে অগণিত 'এরণ্ড' বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার ফল হইতেও তৈল নিষ্কাসন করিয়া আলোর জন্য ব্যবহার করা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে 'রয়না' গাছের ফল হইতে এখনও কেহ কেহ জ্বালানী তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা সরকারের পল্লীসংস্কার বিভাগ হইতে চাষীদের রেড়ির চাষ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। শুধু প্রচার কার্য্যে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলা সরকার যদি একটি ব্যাপক ও কার্য্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বে এবিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলেই রেড়ির তৈল উৎপাদনের সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। ইহাছাড়া ভারত সরকার যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ হইতে জ্বালানী তৈল,—বিশেষতঃ কেরোসিন তৈল, ভারতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতে পারেন তজ্জন্য তাহাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহা না হইলে জ্বালানী তৈল অভাবে ভারতকে অন্ধকারেই থাকিতে হইবে।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

কলিকাতায় কয়লার দর নিয়ন্ত্রণ

বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কয়লা সরবরাহ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইবে। কলিকাতায় কয়লা সরবরাহের জন্য প্রায় ১ হাজার ১ শত মালগাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান মাসে ঐ সমস্ত মালগাড়ী কয়লাব্যবসায়ীগণের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ কয়লা সরবরাহের জন্য কয়লার খনিগুলির সহিত চুক্তি করিতে বিলম্ব করিতেছে। তাহারা অবিলম্বে কয়লা সরবরাহের জন্য যদি চুক্তি না করে তাহা হইলে বর্ত্তমানে তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট মালগাড়ীর ব্যবস্থা নাকোচ করিয়া দেওয়া হইবে। কলিকাতায় এক্ষণে ডিপো হইতে প্রতি মণ কয়লার পাইকারী দর ১৸০ আনা এবং খুচরা দর মণ প্রতি ১৶০ আনা করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্য বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, খাদ্যশস্য বৃদ্ধি করিবার ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার জন্য ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে রাজী আছেন। খারিব শস্যের (ধান ও জোয়ার) চাষের জমির পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় আরও ৭৬ লক্ষ একর বাড়ান হইবে। পাঁচটী প্রদেশে ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক জমিতে খারিব শস্যের চাষ হইতেছে। বর্ত্তমানে তুলা চাষের জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ একরেরও অধিক হ্রাস করা হইয়াছে। চাষীদিগকে দাদন, জমির সার ও ভাল বীজ খরিদ করিবার জন্য অগ্রিম কৃষি ঋণ দিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে টাকা ধার দিবেন। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে বিশদ বিবরণ সহ প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ জানাইয়া প্রস্তাব প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

খাদ্য সমস্যায় বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ

গবর্ণমেণ্ট খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং-এর আহ্বানে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের অভিমতে, "অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন" আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে অগৌনে চাষীদের পতিত ও অলাভজনক জমি চাষের জন্য অন্ততঃ দুই কোটি টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। যে সব প্রদেশে অধিক খাদ্য উৎপন্ন হয় তথাকার উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য ঘাটতি প্রদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিতে হইবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় কানাডা ও আফ্রিকা হইতে গম, যব ইত্যাদি যথাসম্ভব আমদানীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দেশে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য "রেশনকার্ড" প্রবর্ত্তন ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সিংহলে ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদা

জানা গিয়াছে যে, সিংহল সরকারের প্রতিনিধি স্যার ব্যারণ জয়তিলক সিংহলে রবার চাষের উদ্দেশ্যে ২০ হাজার ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ হ্রাস

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, উত্তর আমেরিকা হইতে আগত জাহাজে স্থানাভাবহেতু এবং অব্যবহৃত লাইসেন্সের দরুণ প্রচুর পরিমাণ সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ জাহাজে আনিবার জন্য ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী-জুন সময়ের নূতন বরাদ্দের কাগজ খুব অল্প পরিমাণে মঞ্জুর করা হইবে। এইরূপ বরাদ্দের হার ১৯৪২ সালের জুলাই-ডিসেম্বর কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র হইবে। নূতন বরাদ্দে বর্ত্তমান হারের হিসাবে ৩ মাসের মাত্র প্রয়োজন মিটান চলিবে।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা

প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার (মালপত্র সংক্রান্ত) প্রিমিয়াম বাবদ গবর্ণমেণ্ট ৩৯৭১১৯৩৩৷৷৶৪ পাই পাইয়াছেন এবং এইরূপ বীমার দাবী মিটানো বাবদ ৭১৩৮৮৩৬৫ পাই প্রদান করিয়াছেন।

মিছ্‌রির উৎপাদন বন্ধের প্রস্তাব

সমগ্র বৃটিশ ভারতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত মিছ্‌রি উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভারতের সুগার কণ্ট্রোলার বা চিনির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী শীঘ্রই একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। প্রকাশ, পরিশ্রুত চিনি দিয়া মিছ্‌রি তৈরী করা হইতেছে। ফলে উহা বাজারে চিনির অভাবের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে বিধায় গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিষেধাজ্ঞার আশ্রয় লইয়াছেন। আশা করা হইতেছে, বৃটিশ ভারতের ন্যায় দেশীয় রাজ্যসমূহও চিনির সাহায্যে মিছ্‌রি তৈরী বন্ধ করিবার জন্য মিছ্‌রি উৎপাদন সম্পর্কে অনুরূপ কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন করিবেন।

ভারতে ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধের পরিমাণ

প্রকাশ, ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার বেশীর ভাগ ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ হইবে মাত্র ৮ কোটী পাউণ্ড। ইহার মধ্যে ৪ কোটী ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড যাহাদের নিকট হইতে ঋণ করা হইয়াছে তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ভারতে গম রপ্তানী

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ২ লক্ষ টন (প্রায় ৫৪ লক্ষ ৫০ হাজার মণ) গম ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছেন। ঐ গম হইতে সিন্ধু প্রদেশকে ২৫ হাজার টন (প্রায় ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ২ শত ৫০ মণ) গম দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য সচিব মিঃ ডব্লিউ জে স্কুলী বলিয়াছেন, "বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি জাহাজের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া হইতে অবিলম্বে ১০ কোটি বুসেল (১ বুসেল=প্রায় ৯।৹ সের) গম ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইবে।"

ভারতের খাদ্যসঙ্কট

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, স্যার জন মেনার্ড জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, দেশের সমুদয় খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহা ন্যায়সঙ্গত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত না রাখিয়া খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিজের হাতেই রাখিতে হইবে।

দুই টাকার নোট ও নূতন পয়সা

বেসরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমেই দুই টাকার নোটের সঙ্গে নূতন এক পয়সাও বাজারে বাহির হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে যেস্থলে মাসে ১ কোটী ৬০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা বাজারে বাহির হইত, বর্ত্তমানে সেই স্থলে মাসে প্রায় ৮ কোটী খুচরা মুদ্রা বাজারে ছাড়া হইতেছে। বর্ত্তমানে আরও অতিরিক্ত ১ কোটী ৯০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে। ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সাকুল্যে ১১ কোটী খুচরা মুদ্রা কয়েক মাসের মধ্যেই বাজারে ছাড়া হইবে।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ভারত সরকার যে নূতন পয়সা বাহির করিবেন সেই মুদ্রার মধ্যভাগে একটী গোলাকার ছিদ্র থাকিবে। এইগুলির ওজন বর্ত্তমান ৭৫ গ্রেণের পরিবর্ত্তে মাত্র ৩০ গ্রেণ হইবে। ইহার ধাতব উপকরণের মূল্য মুদ্রামূল্য অপেক্ষা কম হইবে। এইগুলি দেখিতে গোলাকার হইবে এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির ২৫ ভাগের ২১ ভাগ মাত্র হইবে।

ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বভাবে ৭ কোটী ১৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরের এইরূপ ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বভাবে (সংশোধিত) ৭ কোটী ১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের আনুমানিক জমির আয়তন পূর্ব্ব বৎসরের শতকরা ২ ভাগ বেশী। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে কি পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	জমির আয়তন (একর)	চাউল উৎপন্নের পরিমাণ (টনহিসাবে)
বাঙ্গলা	২২৬৮৮০০০	৭০৭৪০০০
মাদ্রাজ	৯১৪৯০০০	
বিহার	৯২৬৩০০০	৩২৪৮০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৭৬১৭০০০	২৩৭৮০০০
যুক্তপ্রদেশ	৭০৭৮০০০	
আসাম	৪৯২৭০০০	১৬৫৩০০০
বোম্বাই	২৬১৬০০০	১১৪৮০০০
সিন্ধু	১৩২২০০০	
পাঞ্জাব	১০২৮০০০	
হায়দ্রাবাদ	৭৯০০০০	
বরোদা	২২০০০০	
ভূপাল	৩৪০০০	
	৭১৭৪১০০০	

অধিক খাদ্যশস্য বৃদ্ধির আয়োজন

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা ও ভূমিসংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার যোগেন্দ্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, খাদ্যশস্য বাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে একটা আনুমানিক হিসাব করা হইয়াছিল। ঐ হিসাব মতে খারিব শস্যের (ধান ও জোয়ার) আবাদী জমির পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় আরও ৭৬ লক্ষ একর বৃদ্ধি করা হইবে। এ পর্য্যন্ত পাঁচটি প্রদেশ হইতে যে সমস্ত হিসাব পাওয়া গিয়াছে তদৃষ্টে জানা যায়, ঐ কয়টি প্রদেশে ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক জমিতে খারিব শস্যের (ধান ও জোয়ার) চাষাবাদ হইতেছে। ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া স্যার যোগেন্দ্র সিং বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে তুলা চাষের পূর্ব্বাভাষে দেখা যায় যে, বিভিন্ন এলাকায় ৪০ লক্ষাধিক একর জমিতে তুলার চাষ হ্রাস করা হইয়াছে। আশা করা যায়, ঐ সব জমিতে এখন খাদ্য শস্যের চাষ হইতেছে। তিনি আরও বলেন যে, খাদ্য শস্যের আবাদ বাড়াইবার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিবেন।

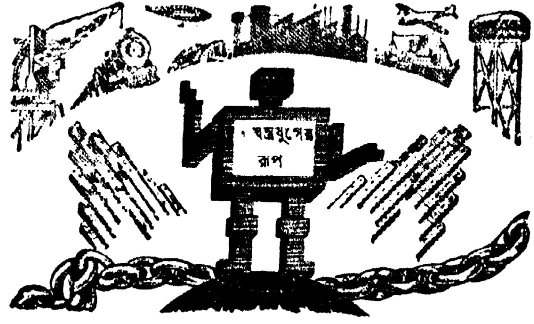
কেন্দ্রীয় পাট কমিটী

মিঃ আই জি কেনেডি ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ পি এম খেয়ারগাট আই সি এস কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর বিভিন্ন সাব-কমিটীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—স্থানীয় সাব-কমিটী—মিঃ এস এন বিশ্বাস, মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী এবং মিঃ এম পি বিরলা ; কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণা সাব-কমিটী—মিঃ এ এম এ জামান, মিঃ এ এল মণ্ডল এবং মিঃ এস এন বিশ্বাস ; পাটের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাব-কমিটী—মিঃ এ এম এ এইচ ইস্পাহানী, মিঃ এম পি বিরলা এবং মিঃ সি এল বাজেরিয়া ; বাজার সাব-কমিটী—মিঃ এ এল মণ্ডল, মিঃ এস এন বিশ্বাস এবং মিঃ এ এম এ জামান ; অর্থনৈতিক গবেষণা ও প্রচার সাব-কমিটী—মিঃ এম এ এইচ ইস্পাহানী, মিঃ এম পি বিরলা এবং মিঃ এস এন বিশ্বাস।

তুলাচাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাগ

ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের তুলাচাষের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষে ১ কোটী ৪২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ২ কোটী ২২ লক্ষ ৭০ হাজার একর (সংশোধিত) জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে আলোচ্য বৎসরের তৃতীয় পূর্ব্বাভাষে কি পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং কত তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল।

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য	জমির আয়তন (একর)	তুলা উৎপন্নের পরিমাণ (৪ শত পাউণ্ডের বেল হিসাবে)
বোম্বাই	৩,৭০৪০০০	৭০০০০০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩,১৬৭০০০	৬৪৮০০০
পাঞ্জাব	৩০৫৬০০০	১,৩৩৪,০০০
মাদ্রাজ	১৯৩১০০০	৭৬৮০০০
সিন্ধু	৭৬৮০০০	২৮২০০০
যুক্তপ্রদেশ	৩২০০০০	১৩৪০০০
বাঙ্গলা	১০৭০০০	৩২০০০
বিহার	৪১১০০	৮০০০
আসাম	৩১০০০	১০০০
আজমীর মারোয়াড়া	১২০০০	৩০০০
উত্তর-পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ	১৬০০০	৩০০০
উড়িষ্যা	৯০০০	১০০০
হায়দরাবাদ	২৭৭৬০০০	৪৭৬০০০
দিল্লী	১০০০	
মধ্য ভারত	৮৯৬০০০	১৫২০০০
বরোদা	৬৩৪০০০	১০৩০০০
গোয়ালিয়র	৪১৩০০০	৭০০০০
রাজপুতনা	২৮৩০০০	৭১০০০
মহীশূর	৯১০০০	১৩০০০
	[illegible]	[illegible]



বাঙ্গলার ধান চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা

প্রকাশ, ভারত সরকারের যুদ্ধ সম্পর্কিত যানবাহন বিভাগ রেল গাড়ী ব্যতীত অন্ত কয়েক ধরণের যানবাহন প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি যে সকল জেলায় ধান চাউল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই সকল জেলার নদীপথে ঐসকল যানবাহন যাতায়াত করিবে। ঐসকল জেলার উদ্বৃত্ত ধান চাউল অন্তান্ত স্থানে সমপরিমাণে সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

সরকারী রেলপথের আয়

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২ কোটি ১৫১ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ৬৫ লক্ষ টাকা বেশী।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়ের সংখ্যা

মালয় রিসার্চ্চ ব্যুরো কর্ত্তৃক একটি সংশোধিত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, সিঙ্গাপুর ও জাভার পতনের প্রাক্কালে মালয়, বোর্ণিও ও অন্তান্ত পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ১২ শত ভারতবাসী ছিল।

(পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন)

যে বর্ত্তমান বৎসরে ১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের পক্ষপাতী নহেন তাহাও আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। কিন্তু হইলে কি হয়। বাঙ্গলার ৬ কোটী লোককে অনাহারে মরিয়াও যদি স্বল্পসংখ্যক চটকলওয়ালার ভোগবিলাস বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলেও তাহাদিগকে তাহা করিতে হইবে। গত বৎসর ভারত সরকার উঁহার বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রকে সামনে রাখিয়া বাঙ্গলায় অধিকতর জমিতে পাটচাষের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবারকার বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার সম্ভবতঃ এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। কাজেই যেমন জজকোর্টের উপর হাইকোর্ট—সেইরূপ ভারত সরকারের উপর ভারত সচিবকে পাটচাষের ব্যাপারে মুরুব্বী ধরা হইয়াছে। এমেরী সাহেব যখন এই ব্যাপারে হাত দিয়াছেন তখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এবারও বাঙ্গলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ হইবে এবং উহার ফলে একদিকে পাটের মূল্য হ্রাস ও অন্যদিকে বাঙ্গলায় ধানচালের যোগান হ্রাসের ফলে উহার মূল্য বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গলার অধিবাসীগণ গত বৎসরের ন্যায় বিপন্ন হইবে।

এই ব্যাপারে আমরা কাহাকে দোষ দিব? বাঙ্গলায় যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাটের চাষ হয় এবং উহার ফলে যাহাতে জলের দরে পাট ক্রয় করিয়া অধিক লাভ করা যায় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা চটকলওয়ালাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারত সরকার ও ভারত সচিবের উপর যখন দেশবাসীর কোন প্রভাবই নাই এবং উহাদের উপর শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের প্রভাবপ্রতিপত্তি যখন অসীম তখন উহাদের হাতে বাঙ্গলার অধিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় যাহারা জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে দেশের শাসনকার্য্য চালাইতেছেন এবং যাহাদের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক দেশবাসীর 'ডালভাতের' সংস্থান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন তাঁহারা কি লাভে ভারত সরকার ও ভারত সচিবের নিকট আত্মসমর্পন করিতেছেন? বাঙ্গলায় কত জমিতে পাটের চাষ হইবে না হইবে তাহা স্থির করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের হস্তেই ন্যস্ত। এই বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের অথবা ভারত সচিবের বক্তব্য বিচার করিতে পারেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিতে পান যে ভারত সরকার অথবা ভারত সচিব তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত উপেক্ষা করিয়া পাটচাষীর স্বার্থের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিবার পথ প্রশস্ত করিতেছেন তখন কি বাঙ্গলার জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রিমণ্ডলী জনমতের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উহার ফলাফল মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না?

চলতি বৎসরে বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণের ব্যাপারে যখন ভারত সচিবের পরামর্শ লওয়া হইতেছে তখন এবার যে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে তাহা সুনিশ্চিত। শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় কত জমিতে পাটের চাষের ব্যবস্থা হয়, উহার ফলে বাঙ্গলার মন্ত্রীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং দেশের পাটচাষী ও খাদ্যাভাবে বিপন্ন জনসাধারণ উহা কি ভাবে গ্রহণ করে তাহা আমরা আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করিব।

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন

প্রকাশ, আগামী ৮ই মার্চ্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের একটি প্রাথমিক কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। ঐ সংক্ষিপ্ত বিবরণী দৃষ্টে আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বৎসরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের লাভের জের ধরিয়া) মোট ৫৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩২৯ টাকা। এই লাভ হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হারে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে আয়কর-বিমুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা লভ্যাংশ ও আদায়ীকৃত ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার উপর ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে আয়কর বিমুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮২ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি শেয়ারে ৷৷০ আনা হিসাবে অংশীদারগণকে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬৪ টাকা এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীবৃন্দকে বোনাস হিসাবে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হইয়াছে। মহাযুদ্ধের নানারূপ প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের এরূপ লাভের পরিমাণে এবং অংশীদার ও কর্ম্মচারীদিগকে লভ্যাংশ ও বোনাস প্রদানের উক্তরূপ সন্তোষজনক প্রস্তাবে ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর প্রশংসনীয় কর্ম্মদক্ষতা, সুবিবেচনা ও সংগঠননিপুণতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে এলাহাবাদে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এলাহাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় উচ্চ পরিসদের সদস্য মাননীয় পণ্ডিত পি এন্ সপ্রু এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এলাহাবাদের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষ হইতে সমাগত অতিথিবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

সীতারাম স্পিনিং মিলস্ লিঃ—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **এসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীজ্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **পাচোরা জামনার রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা। **মহীশূর স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **ধন্দ্ বীরমতী রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা। **মেকেঞ্জিজ্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা। **মহীশূর পেপার মিলস্ লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

অটল টী কোং (১৯৪৩) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন সি গোয়েঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—কার্শিয়াং, দার্জ্জিলিং। অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—প্ল্যাণ্টার্স।

ভারত কনষ্ট্রাকশন্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হরবংশলাল মালহোত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সি।

নববর্ষের দেওয়ালপঞ্জী

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশন বোর্ড (অফিস—১০১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা) এবং দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড (অফিস—৩১, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা) এই দুইটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এই যুদ্ধের বাজারে দুইখানি সুদৃশ্য দেওয়ালপঞ্জী উপহার পাইয়াছি।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজারের অবস্থায় পূর্ব্বের স্তায় প্রচুর স্বচ্ছলতায় ভাবই চলিতেছে। ব্যাঙ্কগুলি বাজারে টাকা ধার দিবার লোক খুঁজিয়া পাইতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় ৷৷০ আনা ও বোম্বাইএ ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও আলোচ্য সপ্তাহে দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ এতই কম যে উহা উল্লেখ না করিলেও চলে।

গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদন-সমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৶৬ পাই দরের ৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৯শে জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের স্তায়।

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখ হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে আগামী ২৫শে জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্বঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ৮ই জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ৫৭৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৬৩ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৬ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৫ কোটি ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৫ কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ২৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৬৩/৬৪ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে যদিও কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষের দুই দিন শেয়ার বাজারের কাজকারবার বেশ তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতায় জাপানী বিমানের হানা শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই। অষ্টম সেনাবাহিনীর সাফল্য এবং কলিকাতার আকাশ পথে রাজকীয় বিমান-বাহিনী কর্ত্তৃক জাপানী বিমান ধ্বংসের কার্য্যকলাপ শেয়ার বাজারের উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শেয়ারের দরও চড়িয়াছে। কলিকাতায় যদি অদূর ভবিষ্যতে কোনরূপ বিমান আক্রমণ না হয় তাহা হইলে শেয়ার বাজারের অবস্থার আরও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর স্থির অবস্থায় ছিল। কাজ-কারবারের পরিমাণ ছিল অবশ্য গণ্ডীবদ্ধ। টাকার বাজারের অবস্থাও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং টাকার স্বচ্ছলতা বেশ দেখা গিয়াছে। ভারত সরকার ষ্টার্লিং ঋণ মোটামুটী এক প্রকার সমগ্রভাবে পরিশোধ করায় কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪ টাকায় বলবৎ আছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৸৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৷৷০ আনা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮।০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৲ টাকা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০৷৷৶০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের মধ্যে এমালগেমেটেড ৩২৲ টাকা। বেঙ্গল ৩৯৭৲ টাকা। বরাকর ১৩৷০ আনা এবং ইকুইটেবল ৩৫৷৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দর সামান্ত তেজী হইয়া উঠিয়াছে। আদমজী ২৪৵০ আনা। এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৩২৲ টাকা। হাওড়া ৫৩৷৷০ আনা। ক্লাইভ ২২৸৶০ আনা এবং কামারহাটী ৪৮৮৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। সপ্তাহের শেষভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩১৸০ আনা এবং ২৩৸০ আনা।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বুলাণ্ড ৪৪৷৷০ আনা। কেরু এণ্ড কোং ১৪৸০ আনা এবং কাণপুর ৩০৷/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। দিমাকুসী ৩৩৲ টাকা। পাত্রখোলা ১০৫০৲ টাকা এবং সরুগাঁও ১৭৲ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার ২৵০ আনা, বার্ম্মা করপোরেশন ৩৵০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ৩১৷০ আনা এবং হুমায়ুন প্রপার্টিজ ৮৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১৫ই জানুয়ারী—১০০৷৵০ ১০০৷৷৵০; ১৯শে—১০০৷৵০; ২০শে—১০০৷৵০ ১০০৷৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ১৯শে জাঃ—৯৯৷৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে জাঃ—৮১৲। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৫ই জাঃ—৯৪/০ ৯৪৶০; ১৯শে—৯৩৸/০ ৯৪৲; ২১শে—৯৩৷৷৵০ ৯৪/০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৯শে জাঃ—১১০৷০; ২০শে—১১০৷/০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে জাঃ—১০৭৷৷০; ২১শে—১০৮৶০ ১০৮৷০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২১শে জাঃ—১০২৸৶০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে জাঃ—৯৫৷৷০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২০শে জাঃ—৩১৸৵০ ৩২৲; ২১শে—৩২৲। বেঙ্গল ১৫ই জাঃ—৩৯৩৲ ৩৯৪৲; ১৯শে—৩৯৫৲ ৩৯৭৲; ২১শে—৪০২৲। বরাকর (প্রেফ) ১৯শে জাঃ—১৫৪৲; ২১শে—১৩৷০ ১৩৷৵০। দেউলি ২০শে জাঃ—৯৸০। ইকুইটেবল ১৯শে জাঃ—৩৫৷৷০। মুণ্ডুলপুর ১৫ই জাঃ—১০৲। নিউ বাসনাদিপুর ১৫ই জাঃ—২৮৷৵০। নিউবীরভুম ১৫ই জাঃ—১৬৸০। পরাসিয়া ১৯শে জাঃ—১৷৷/০; ২০শে—১৷৷৵০ ১৸/০; ২১শে—১৷৷৶০ ১৸০। পিওর শীতলপুর ১৫ই জাঃ—১৪৷৵০। কাটরাস ঝরিয়া ২১শে জাঃ—২৮৷৵০। সামলা ১৯শে জাঃ—২৷৷/০; ২১শে—২৷৷৶০ ২৸০। সেণ্ডা ১৯শে জাঃ—১৩৷৷০। সিঙ্গারাম (এ) ১৯শে জাঃ—৩৸/০। কালা-পাহাড়ী ২১শে জাঃ—১২৷৵০ ১২৷৷০। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৯শে জাঃ—২০৸০। তালচেড় ১৯শে জাঃ—২৷৷/০ ২৷৷৵০; ২০শে—২৷৷৶০; ২১শে—২৸০ ২৸/০। ইউনিয়ন ১৯শে জাঃ—৩২৸০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৫ই জাঃ—৩১৷৷৵০; ১৯শে—৩১৷৷৵০ ৩২৲; ২১শে—৩২৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ১৫ই জাঃ—৮৷৷৵০ ৮৸০; ২০শে—৮৸০। বেণারস ১৯শে জাঃ—৯৷/০; ২০শে—৯৲। কাণপুর টেক্সটাইল ১৫ই জাঃ—১৪৸/০; ১৯শে—১৪৸৵০; ২০শে—১০৷৷/০; ২১শে—১৪৷৷/০ ১৪৷৷৵০। এলগিন মিলস ১৫ই জাঃ—৪০৸০ ৪৩৸৶০; ২১শে—৪৩৷০। কেশোরাম (অর্ডি) ২০শে জাঃ—১৫৷৷০ ১৫৷৷৵০; ২১শে—১৫৷৷০ ১৫৷৷৵০। নিউ ভিক্টোরিয়া ১৫ই জাঃ—৮/০ ৮৵০; ২০শে—৭৸৵০ ৭৸৶০।

ইলেক্‌ট্রিক

আপার গ্যাঞ্জেস ইলেক্‌ট্রিক ২০শে জাঃ—১২৷৷০; ২১শে—১৩৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ভারতীয়া ইলেক্‌ট্রিক ষ্টীল ১৫ই জাঃ—১৫৸/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৫ই জাঃ—৩০৷৷৵০ ৩০৸/০ ৩০৸৵০ ৩০৸৶০; ১৯শে—২৯৷৷০ ২৯৸/০ ২৯৸৵০ ২৯৸৶০ ৩০/০ ৩০৶০ ৩০৷০; ২০শে—২৯৷৷৵০ ২৯৸০ ২৯৸/০ ২৯৸৵০ ৩০৲ ৩০৵০ ৩০৷০ ৩০৷৵০ ৩০৷৶০ ৩০৷৷০; ২১শে—৩০৸০ ৩০৸৵০ ৩০৸৶০ ৩১৲ ৩১/০ ৩১৵০ ৩১৷০ ৩১৷/০ ৩১৷৵০ ৩১৷৷/০ ৩১৷৷৵০। আর্থার বাটলার ২১শে জাঃ—১৩৷৷৶০। মার্সালস ২০শে জাঃ—৩৶০। ন্সাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৫ই জাঃ—১৷৶০ ১১৸০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—২২৷৷০ ২২৷৷/০ ২২৷৷৵০ ২২৷৷৶০ ২২৸০ ২১৸/০; ১৯শে—২১৸/০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২/০ ২২৷০; ২০শে—২১৷৷৶০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২৵০ ২২৷০ ২২৷৵০ ২২৷৶০; ২১শে—২২৸০ ২২৸৵০ ২৩৲ ২৩/০ ২৩৵০ ২৩৷০ ২৩৷৵০ ২৩৷৷০ ২৩৷৷৵০ ২৩৷৷৶০ ২৩৸০; (প্রেফ) ১৫ই জাঃ—১১৬৲ ১১৭৲ ১১৭৷৷০ ১১৮৲; ২০শে—১১৭৲। ষ্টীল প্রডাক্টস ২০শে জাঃ—৭৶০; ২১শে—৭৷/০। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২১শে জাঃ—১২৲। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২১শে জাঃ—৩৪৩৲ ৩৪৬৲।

পাটকল

[illegible] ২০শে জাঃ—২৪৯/০ ; ২১শে—২৪৶০ ২৪।৶০। আগরপাড়া ২০শে জাঃ—২৩।০। এলবিয়ন ১৯শে জাঃ—১৮১৲ ১৮৩৲। আলেকজেণ্ড্রা ২০শে জাঃ—১৯২৲। এলায়েন্স ২০শে জাঃ—৩১৮৲। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ১৫ই জাঃ—৩২৬৲ ৩৩২৲ ; ১৯শে—৩২৮৲ ৩৩১৲ ; ২০শে—৩৩০৲ ; ২১শে—৩৩২৲ ; (প্রেফ) ২০শে জাঃ—১৩২।০। অকল্যাণ্ড ১৫ই জাঃ—১৭৫৲ ; ২১শে—১৭০৲। বালি ১৫ই জাঃ—২৫৭৲ ২৫৯৲ ; ১৯শে—২৫৪৲ ; ২০শে—২৫৭।০ ; ২১শে—২৫৮৲ ২৫৯৲। বেলভেডিয়র ১৫ই জাঃ—৩১০৲ ৩১১৲ ; ১৯শে—৩৮৪৲ ৩৮৫৲। বিড়লা ২০শে জাঃ—৩৭৸৶০ ৩৮৲ ; ২১শে—৩৮৸০। বজবজ ১৯শে জাঃ—৩৩২৲ ; ২০শে—৩৩৫৲। ক্যালকাটা জুট (প্রেফ) ১৯শে জাঃ—১২৩।০। ক্লেলিডনিয়ান ১৯শে জাঃ—৩৬০৲ ৩৬১৲। চিৎকলমা ২১শে জাঃ—১৭৸৶০। চাঁপদানী ১৯শে জাঃ—১৭৯৲ ; ২০শে—১৭৯৲ ১৭৯।০ ; ২১শে—১৮৩৲ ১৮৫৲। সেজিয়ট ১৫ই জাঃ—১৮০৲ ১৮২৲ ; ১৯শে—১৭৮৲ ১৮১৲ ; ২১শে—১৮৬৲। ক্লাইভ ১৫ই জাঃ—২২।০ ২২৸/০ ; ২০শে—২২।০ ; ২১শে—২৩৸/০ ২৩৸৶০। ডেল্টা ১৫ই জাঃ—৪২০৲। এম্পায়ার ১৫ই জাঃ—২৫।।০ ; ২১শে—২৫।৶০। কোর্ট মৰ্টার ১৯শে জাঃ—৫২২৲ ৫২৬৲। কোর্ট উইলিয়াম ২০শে জাঃ—৪২২৲। গ্যাঞ্জেস ২০শে জাঃ—৩২৫৲ ৩৩৬৲ ; ২১শে—৩৩৯৲। হেষ্টিংস (প্রেফ) ১৫ই জাঃ—১৩৩৲। কিনিসন ২১শে জাঃ—৩১৯৲ ৩২০৲। হাওড়া ১৫ই জাঃ—৫৩।০ ৫৪৲ ; ১৯শে—৫২।।৶০ ৫৩।০ ; ২১শে—৫৩।।০। হুগলী (প্রেফ) ২১শে জাঃ—১৯।৶০ ২০৲। হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ২০শে জাঃ—১৫০৲ ; ইণ্ডিয়া ১৫ই জাঃ—৪১৭।।০ ৪১৯৲ ; ১৯শে—৪১২৲ ; ২০শে—৪১৫।।০ ৪১৭৲ ; ২১শে—৪২০৲ ৪২৩৲। কামারহাটী ১৫ই জাঃ—৪৮২৲ ; ১৯শে—৪৮১৲ ৪৮৩৲ ; ২০শে—৪৮১৲ ৪৮৩৲ ; ২১শে—৪৮৮৲ ৪৮১৲ ৪৮৩৲। ডালহৌসী ২১শে জাঃ—২১৪৲। কাঁকনাড়া ১৫ই জাঃ—৩৮২৲ ৩৮৬৲ ; ২০শে—৩৮৩৲ ; ২১শে—৩৮৮৲। কেলভিন ১৫ই জাঃ—৫২৫৲ ; ২১শে—৫৩৪৲ ৫৩৮৲। লরেন্স ১৫ই জাঃ—২২৭৲ ২২৮৲। ন্যাশনাল ১৯শে জাঃ—২২৲ ; ২০শে—২২।৶০ ২২।।০ ; ২১শে—২২।।৶০ ২২৸০। নেলিমার্কা ১৫ই জাঃ—১৫।।০ ১৫।।/০ ; ১৯শে—১৫।।০ ১৫৸৶০ ; ২০শে—১৫৸৶০ ১৬৲ ; ২১শে—১৬৲। নিউসেণ্ট্রাল ১৯শে জাঃ—৩১২৲ ৩১৩৲। নৈহাটী ২১শে জাঃ—২০৮৲ ২০৯৲। নদীয়া ১৯শে জাঃ—৬৯৸০ ; ২০শে—৭০।।০। ওরিয়েণ্ট ১৫ই জাঃ—১৮০৲ ১৮৩৲ ; ১৯শে—১৮০৲ ১৮১।।০ ; ২১শে—১৯৫৲। রামেশ্বর ২০শে জাঃ—১০৸৶০ ১১৲। রিলায়েন্স ১৫ই জাঃ—৫৩৲ ৫৩।।০ ; ১৯শে—৫২৸০ ৫৩।।০ ; ২০শে—৫৩।।০ ৫৪৲। সুরা (প্রেফ) ১৫ই জাঃ—১৩৫৲। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ১৫ই জাঃ—১৫৲ ; ১৯শে—১৫৲ ; ২১শে—১৫৶০। ইউনিয়ন ১৫ই জাঃ—২৯৮৲।

রেলপথ

মৈমনসিংহ ভৈরব বাজার (গ্যারাণ্টী) ১৫ই জাঃ—১০৮৲। জাজপুর কাটোয়া ২১শে জাঃ—৯০৲। বাঁকুড়া দামোদর ২১শে জাঃ—৯০৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১৫ই জাঃ—৩৶০ ; ১৯শে—৩/০ ৩৶০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৫ই জাঃ—২৶০ ২৶০ ; ১৯শে—২৶০ ২৶০ ; ২০শে—২/০ ; ২১শে—২৶০ ২৶০। রোডেসিয়া কপার ২০শে জাঃ—১।০।

কাগজের কল

ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৫ই জাঃ—১৬৩৲ ; ২০শে—১৬০৲ ; ২১শে—১৬৩৲। ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১৯শে জাঃ—২৫।৶০ ; (প্রেফ) ১৫ই জাঃ—১১৪৸০ ; ২০শে—১১১৲। ষ্টার পেপার ১৫ই জাঃ—১৯।/০ ; ২০শে—১৯।০ ১৯।/০ ; ২১শে—১৯।/০। টিটাগড় (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—২১৸০ ২২।৶০ ; ১৯শে—২১৸০ ২২৲ ; ২০শে—২২।।০ ২৩৲ ; ২১শে—২০।।৶০ ২০৸০।

চিনির কল

বেলস্তাণ্ড ১৫ই জাঃ—৮৲ ; ২১শে—৮৲। বুলাণ্ড ২০শে জাঃ—৪৪।।০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৫ই জাঃ—১৪।৶০ ১৪।।/০ ; ১৯শে—১৪।।০ ১৪৸০ ; ২০শে—১৪৸০ ; ২১শে—১৪৸০ ১৪৸/০। কাণপুর ১৫ই জাঃ—২৫৲। মারী ক্রয়ারী ১৯শে জাঃ—১৮।।০ ; ২১শে—১৮।।০। রাজা ২০শে জাঃ—৪৫৲ ৪৫৶০ ; ২১শে—৪৫।০। সমস্তীপুর ১৫ই জাঃ—১২।।০ ; ২১শে—১২।।০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ১৫ই জাঃ—১৫।০ ১৫।৶০ ; ২১শে—১৫।৶০। বলরামপুর ২১শে জাঃ—১২।০।

চা বাগান

বাগবারী ১৫ই জাঃ—১০৲। বীরপাড়া (অর্ডি) ২০শে জাঃ—৩০০৲ ; (প্রেফ) ১৯শে—১৭০৲। বোকাহাট ১৫ই জাঃ—১০।০। চণ্ডীপুর ১৫ই জাঃ—১১০৲। দিমাকুসী ১৫ই জাঃ—৩৩৲। ধুনসারী ১৯শে জাঃ—৪৶০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৫ই জাঃ—১১৶০। ইষ্টার্ণ কাছাড় ১৫ই জাঃ—৯৲। গোপুর ১৫ই জাঃ—১১৸০। হাসিমাড়া ১৯শে জাঃ—৫০৲। হাতীকীরা ১৯শে জাঃ—২৫৶০ ; ২১শে—২৫৶০। কর্ণফুলী ১৫ই জাঃ—২০৸৶০। মারফুলানী (প্রেফ অর্ডি) ১৫ই জাঃ—১৪।০। নাগরী ফার্ম্ম ১৫ই জাঃ—২৫৲। পাহাড়-গুমিয়া ১৯শে জাঃ—৪১০৲। পাত্রখোলা ১৫ই জাঃ—১০৫০৲ ১০৫২।।০। রূপচেড়া ২০শে জাঃ—১৪৸০। সরুগাঁও ১৫ই জাঃ—১৬।৶০ ; ২১শে—১৭৲। তেলয়জান ২০শে জাঃ—৯৸০। তেজপানি ১৫ই জাঃ—২১৸০ ২২৲। তেজপুর ১৫ই জাঃ—১০।০ ১০।/০ ; ১৯শে—১০৶০ ১০।০। টাজপানি ১৫ই জাঃ—৯৲। টাইরুণ ১৯শে জাঃ—১৮৲। গীলাপুকরী ২১শে জাঃ—২১।।০।

বিবিধ

এলুমিনিয়াম করপোরেশন (ওল্ড প্রেফ) ২০শে জা:—১২৬৲ ; ২১শে—১৫।০ ১৫।৵০। আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (ডেফার্ড) ২০শে জা:—৩৲ ৩/০। আসাম সজ ১৫ই জা: —৪৲ ৪/০। এসোসিয়েটেড হোটেলস ১৫ই জা:—৭।০ ; ১৯শে—৮৲। বামার লরী ১৯শে জা:—৩৫০৲। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (ডেফার্ড) ২১শে জা:—২দ৵০। বরারি কোক ১৫ই জা:—২৭দ৵০। বৃটানিয়া বিস্কুটস ১৯শে জা:—১৩।০ ; ২১শে—১৩।০। বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৫ই জা:—১৩৷/০ ১৫৲ ; ১৯শে—১৫৲ ; ২০শে—১৪দ৵০ ; ২১শে—১৫।০। বি আই করপোরেশন ২০শে জা:—৬৲। ক্যালকাটা সিল্ক ২০শে জা:—৮দ০। ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৫ই জা:—১৫৷/০ ; ১৯শে—১৫৷/০ ১৫দ০ ; ২০শে—১৫৷০ ১৬৲ ; (প্রেফ) ২০শে জা:—৪২৲। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস ২০শে জা:—৩১।০ ; ২১শে—৩১৷০। ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল ১৯শে জা:—১২।৵০। ন্যাশনাল রোলিং মিলস (অর্ডি) ১৫ই জা:—১০দ০। ন্যাশনাল সেফ ডিপোজিট ১৯শে জা:—১৷০ ; ২১শে—২৷০ ২৷৵০। নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল (অর্ডি) ১৫ই জা:—১০৲। মেদিনীপুর জমিদারী ১৫ই জা:—৭১৲। পাবলিসিটী সোসাইটী ১৯শে জা:—১০দ০ ; ২১শে—১১।৵০। রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ) ২০শে জা:—১৭০৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার পাটের বাজারে সুস্পষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ বহুকাল পরে এবার বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ১৯৪০ সালের পাট চাষের জমির এক-তৃতীয়াংশ পরিমিত জমিতে আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের মরশুমে পাট বুনিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ফলেই বিক্রেতা মহল উচ্চ দর হাঁকিবার সুযোগ পাইয়াছে। অবশ্য উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সংবাদ এখনও সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই এবং এই বিষয়ে দিল্লী ও কলিকাতার মধ্যে মতামত বিনিময় ও আলোচনা-বৈঠক চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। অধিকন্তু পাট চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সচিব মি: আমেরী যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কলওয়ালাদের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত পাটচাষীদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে সমর্থ হইবেন কিনা সেই বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং এখনও উল্লসিত হইবার সময় আসে নাই।

এবার আলগা পাটের বাজারেও বিশেষ চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট তোসা মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১৪৲ টাকা ও ১১৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে বেশ তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। মিল মালিক পক্ষের সতর্ক নীতির জন্য কাজকারবার সেরূপ অধিক পরিমাণে হয় নাই। ৯নং পোর্টার নগদ ১৮৲ টাকা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ১৮।০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৮৲ টাকা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭দ০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ১১নং পোর্টার নগদ ২৩৷/০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ২৩দ০ আন, এপ্রিল-জুন ২৩৷০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

তুলার বাজার

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজার বেশ তেজী ছিল। এবার প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে। শ্রমিকগণের জন্য খাদ্যাদির সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বহু মিলের কাজ আবার পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সস্তা কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হইবে, এইরূপ সংবাদে স্বভাবতই তুলার বাজারে আশা ও তৎপরতার সৃষ্টি করিয়াছে।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। ব্যবসায়ীদের মজুত মালের পরিমাণ বেশী নহে বলিয়া তাহারা বিক্রয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। শুনা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্টের কাপড়ের অর্ডার পূর্ব্বের শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে কমাইয়া ২৭ কি ৩০ ভাগ করা হইয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য বস্ত্র উৎপাদনে মিলগুলি আরও বেশী কাজ করিতে পারিবে। দুঃখের বিষয়, বাজারে এখনও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ দেখা দিতেছে না। শুনা যাইতেছে, উহা নাকি এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে বাজারে বাহির হইবে না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই। সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৬৷৵০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৮৷০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৫দ৵০ আনা। বড়বাজার প্রতি ভরি ৬৫দ/০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৮৷৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে রূপার বাজারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। রূপার কাজকারবার কম হইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০০৷৵০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৮দ০ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৯ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩½ পেন্স।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ | কলিকাতা, ১লা ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ | ৩৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের জমির পরিমাণ

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম ২।৩ দিনের মধ্যেই বর্ত্তমান বৎসরে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে তদ্বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের কোন সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই। যদিও পাটের চাষ আরম্ভ হইতে আরও মাসেক দেরী আছে তথাপি বাঙ্গলা সরকার এখন হইতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কৃষক যাহাতে তাহা যথাযথভাবে প্রতিপালন করে তজ্জন্য যদি চেষ্টা না করেন তাহা হইলে এবারও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ একটা প্রহসনে পরিণত হইবে। আমরা অবগত হইলাম যে এবার যাহাতে ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে পাটের চাষ না হয় তজ্জন্য কৃষকদের তরফ হইতে বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গের উপর খুব চাপ দেওয়া হইতেছে। এদিকে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে পাট ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে পাটের অভাব ঘটিবে, এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষের সিদ্ধান্ত হইলে কৃষক ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু উহা অপেক্ষাও কম জমিতে পাটের চাষ করিবে—ইত্যাদি বাজে যুক্তি দেখাইয়া চটকলওয়ালাদের পক্ষ হইতেও মন্ত্রিগণকে প্রভাবিত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই সব টানাহ্যাঁচড়ার পরিণতি কি হয় তাহা বলা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গকে গত সপ্তাহে আমরা যাহা বলিয়া-

দীর্ঘকাল ধরিয়া চটকলওয়ালাগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইতেছে। বাধ্যতা-মূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উঠার পর চটকলওয়ালারা বহু বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী হইতে দেয় নাই। ফলে পাটচাষ কমাইবার জন্য প্রচারকার্য্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার বহু অর্থব্যয় করিলেও উহাতে পাটচাষীর এক পয়সা লাভ হয় নাই। অবশেষে বাঙ্গলা সরকার বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও চটকলওয়ালারা নানা অজুহাতে প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলা সরকারকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাট-চাষের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিতেছে। এখনও বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ পাটচাষীর স্বার্থের নানাভাবে ক্ষতি করিতেছেন। এবার উহার আর যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কেবল পাটের মূল্যের দিকে চাহিয়া নহে—বাঙ্গলার অধিবাসীদিগকে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্যও এবার পাটচাষের পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত। এবার যদি উহার অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের উপর চূড়ান্ত-রূপ অবিচারই করা হইবে।

যুদ্ধ ও জনসাধারণ

যুদ্ধের সময় যে প্রকার কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিলে জয়লাভ করা যায় তাহা অবলম্বন কারাই বাঞ্ছনীয় এবং যুদ্ধকালে জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে হয় উহাও স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু জনসাধারণের সাহায্যেই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে এবং জনসাধারণের

সময়ে জনসাধারণ যাহাতে বাঁচিয়া থাকে তৎপ্রতি প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট বিশেষপ্রকার দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে তাহাদেরই আত্মীয়স্বজন যদি গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা কি অবহেলার জন্য অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সেই যুদ্ধে কখনও জয়লাভ ঘটিতে পারে না।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষের শাসকশক্তি জনসাধারণের সুখদুঃখের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। সম্প্রতি মিঃ নর্ম্মান ক্রাম্পের "ইংলণ্ডে ইনফ্লেশন নিবারণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম যে ইংলণ্ডে স্বাভাবিক সময়ে (১৯৩৮ সালে) জাতীয় সম্পদের শতকরা ৮১ ভাগ জনসাধারণ ভোগ করিত এবং বাকী ১৯ ভাগ গবর্ণমেণ্ট উহাদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদের ক্রমশঃ বেশী অংশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ পরিচালার জন্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ফলে ক্রমশঃ উহার কম অংশ জনসাধারণের ভোগে নিয়োজিত হয়। তথাপি ইংলণ্ডে গত ১৯৪১ সালে জাতীয় সম্পদের ৪৮ ভাগ এবং ১৯৪২ সালে ৪৬ ভাগ জনসাধারণের ভোগে আসিয়াছে এবং বাকী ৫২ ও ৫৪ ভাগ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে কোন হিসাব প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু এদেশে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৯০ ভাগই গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়া বাকী ১০ ভাগ মাত্র জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে দিতেছেন। ইট, সিমেণ্ট, লৌহ ইত্যাদি বহু জিনিষের প্রায় সাকুল্য অংশই গবর্ণমেণ্ট নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেছেন। জনসাধারণ এই সব জিনিষের কিছুই ভোগ করিতে পারিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট নিজেদের প্রয়োজনে দেশে উৎপন্ন খাদ্য ও বস্ত্রের এত অধিক অংশ গ্রহণ করিতেছেন যাহার ফলে দেশের সর্ব্বত্র খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে এবং অনেককে বিবস্ত্র থাকিতে হইতেছে। দেশের যানবাহনও এমনভাবে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে, যে জন্য দেশবাসী বর্ত্তমানে যানবাহনের কোন সুবিধাই ভোগ করিতে পারিতেছে না। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ পরিচালনার জন্যই জাতীয় সম্পদ এই ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে—জনসাধারণ যাহাতে উহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পাইতে পারে তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্ট সম্যক অবহিত কিনা, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে জাতীয় সম্পদের যতটা অংশ নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিতেছেন তাহার কম অংশ নিয়োজিত করিলে কাজ চলিত কি না এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য—অন্ততঃ দেশে যাহাতে আহার্য্য, পরিচ্ছদ, যানবাহন ইত্যাদির অধিকতর যোগান হয় তৎপক্ষে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত রূপ চেষ্টা করিয়াছেন কি না?

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা

ভারত সরকার সম্প্রতি এদেশের সমস্ত কলকারখানার পরিচালকদের নিকট কলকারখানার মজুরগণ যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে উহাদের মজুরীর কতকাংশ সমরঋণে নিয়োজিত করে তজ্জন্য একটী প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে যে সমস্ত মজুরের আয় মাসে ৫০ টাকার কম তাহাদের আয়ের উপর কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। তবে যাহাদের আয় মাসে ৫০ টাকার বেশী তাহাদের প্রাপ্য বোনাসের অর্দ্ধেক টাকা নগদ হিসাবে দেওয়া হইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক দ্বারা ভারত সরকারের ডিফেন্স সেভিং বণ্ড ক্রয় করা হইবে। যুদ্ধ শেষ হইবার এক বৎসর পরে মজুরগণকে এইভাবে নিয়োজিত টাকা সুদে-আসলে ফেরৎ দেওয়া হইবে। অবশ্য ইতিমধ্যে কোন মজুর যদি বেকার হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে এইভাবে সঞ্চিত অর্থের পুরা অথবা কতকাংশ প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইবে। এদেশে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব ঘটিয়াছে—অথচ বেতনবৃদ্ধি বোনাস ইত্যাদি হিসাবে মজুরদের হাতে অধিকতর পরিমাণে টাকা পড়িতেছে। উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতেছে। এই জন্যই গবর্ণমেণ্ট মজুরদিগকে উহাদের প্রাপ্য সাকুল্য টাকা না দিয়া উহার কতকাংশ যাহাতে উহারা বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চিত করে তাহার প্রস্তাব করিয়াছেন।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি রহিয়াছে। এদেশে বেকার বীমার কি বার্দ্ধক্যকালের জন্য পেন্সনেরও কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে প্রত্যেক মজুরকেই একাধিক ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে হয়। ফলে বেতনবৃদ্ধি ও বোনাস সত্বেও খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কোন মজুরেরই কিছুমাত্র সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা নাই। এরূপ অবস্থায় যদি তাহাদের প্রাপ্য মজুরী ও বোনাসের কতকাংশ কাটিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মজুরদের দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। আর মজুরদের যদি সঞ্চয়ের ক্ষমতাই হয় তাহা হইলে তাহারা উহা ব্যাঙ্ক, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট, স্থায়ী আমানত ইত্যাদি দ্বারা ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট অপেক্ষা অনেক বেশী সুদ পাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা কম সুদের ডিফেন্স সার্টিফিকেট ক্রয় করিবে কেন? তৃতীয়তঃ যদি যুদ্ধের সময়ে কোন শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে নিজের সঞ্চিত অর্থ লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে যে অর্থব্যয় এবং ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িতে হইবে তাহাতে সে রাজী হইবে কেন?

ভারত সরকার যদি একথা মনে করেন যে লোকের হাতে অধিকতর অর্থাগম হেতু পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতেছে, তাহা হইলে উহার প্রতিকারের জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের এক হাজার টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতনের কর্ম্মচারীদের বেতনের একচতুর্থাংশ কাটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন না কেন? প্রয়োজন বোধ করিলে উহারা ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত লাভের যে একতৃতীয়াংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করা হয় না তাহার সাকুল্যই বাধ্যতামূলকভাবে ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটে বা কোন ডিফেন্স লোনে সঞ্চয় করাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রথমেই দরিদ্র শ্রমিকদিগকে উৎপীড়ণের চেষ্টা কেন?

তুলার বাজারে চড়তি

সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে ভারতে তুলার চাষ সম্বন্ধে তৃতীয় বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বরাদ্দ অনুসারে ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালে মোট ১ কোটী ৮২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং এই জমিতে মোট ৪৪ লক্ষ ৩৮ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে। ১৯৪১ সালে ভারতে ২ কোটী ২২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হয় এবং মোট ৫৪ লক্ষ ৮৭ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হয়। কাজেই চলতি বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৮ ভাগ কম জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং শতকরা ১৯ ভাগ কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। চলতি বৎসরে কেবল যে ভারতবর্ষেই কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ নহে। মিশর দেশে গত বৎসর ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। উহা গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪৬ ভাগ কম। তবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গত বৎসর গত পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বেশী তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত দেশে ১৯৪১ সালে ১ কোটী

৩৭ লক্ষ ২০ হাজার বেল তূলা উৎপন্ন হইয়াছিল—১৯৪২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৬২ লক্ষ ২৮ হাজার বেল।

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে যে তূলা ব্যবহৃত হয় তাহার বেশীর ভাগ ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয় এবং মাত্র কতকাংশ তূলা সুদান ও বৃটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য বৃটীশ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে তূলা আমদানী খুবই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। কাজেই ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে ভারতীয় তূলার উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হইবে। এই কারণে বর্ত্তমান বৎসরে ভারতে তূলার উৎপাদন কমিয়া যাওয়াতে তূলার দর গত আগষ্ট মাসের তুলনায় দেড়গুণ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় তূলার যে প্রকার অত্যধিক দর গিয়াছে গত ৫ বৎসর কালের মধ্যে কখনও তূলার এত অধিক দর হয় নাই। তূলার এই প্রকার মূল্য বৃদ্ধি বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীর পক্ষে খুবই ভয়ের কথা। কারণ বাঙ্গলায় এক প্রকার কিছুই তূলা উৎপাদন হয় না বলিয়া তূলাচাষী হিসাবে বাঙ্গালা দেশ তূলার মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোনই উপকার পাইবে না—অথচ বাঙ্গলার অধিবাসীগণকে আরও অধিকতর চড়া দরে কাপড় ক্রয় করিতে হইবে।

চায়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

একথা সকলেই জানেন যে অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু চায়ের মূল্য অত্যধিক কমিয়া যাওয়াতে এবং উহার ফলে সমগ্র জগতের চা শিল্প বিপন্ন হওয়াতে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে উহার উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটী আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হয়। এই চুক্তির ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতীয় চা শিল্পও কেবল উহার বিপদ কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই—বর্ত্তমানে উহা দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্পে পরিণত হইয়াছে। চা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির ফলে আজ চা শিল্পের এত উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার মেয়াদ শীঘ্রই শেষ হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল যে বর্ত্তমানে যখন জাভা হইতে চা আমদানী করা অসম্ভব হইয়াছে এবং চায়ের চাহিদা যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন চা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চুক্তি উঠাইয়া দিয়া ভারতবর্ষ, সিংহল, পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে অবাধভাবে চায়ের চাষের ব্যবস্থা হউক। কিন্তু এই প্রস্তাব কেহ সমর্থন করেন নাই এবং বর্ত্তমানে উহা এক প্রকার নিশ্চিতভাবে স্থির হইয়াছে যে চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলেও উহা অন্ততঃ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির ফলে দেশী ও বিদেশীয় পরিচালিত সমস্ত চা বাগানের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে বটে—কিন্তু উহার ফলে নূতন ভাবে আর কোন ভারতবাসীর পক্ষে চা বাগান স্থাপন ও পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়াছে। এই চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের চা শিল্পে বিদেশীর যে অত্যধিক প্রভাব রহিয়াছে তাহার বিলোপ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। এই জন্য আন্তর্জ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাবে আমরা উল্লসিত হইয়াছিলাম। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাভার প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহাতে এখন যদি নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বাতিল হওয়ার দরুণ অধিকতর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয় তজ্জন্য প্রচলিত চা বাগানগুলির কোন ক্ষতি হইত না—পক্ষান্তরে নূতন নূতন লোক চা শিল্পে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইত। যাহা হউক বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বলবৎ রহিল। যুদ্ধোত্তর কালে চায়ের চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইবে। প্রথমতঃ যুদ্ধ শেষ হইলেও ইউরোপের বাজারে জাভার চা পৌঁছিতে কতিপয় বৎসর সময় লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে আমেরিকার সৈন্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহাদের মধ্যে চায়ের অভ্যাস খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই যুদ্ধের পরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চায়ের কাটতি অনেক বেশী হইবে। তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলের যে লক্ষ লক্ষ লোক বর্ত্তমানে সৈন্য বিভাগ, এ আর পি, কলকারখানা ইত্যাদিতে কাজ পাইয়া চা খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে যুদ্ধের পরে দেশে ফিরিয়া উহারা নিজের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে চায়ের অভ্যাস প্রচলন করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। উহার ফলে ভারতবর্ষেও চায়ের চাহিদা অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে। কাজেই যুদ্ধের পরে আন্তর্জ্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার সময় আসিবে। ঐ সময়ে যাহারা বর্ত্তমানে চা শিল্পের আওতার বাহিরে আছেন অথচ চা শিল্প পরিচালনার পক্ষে অর্থ ও যোগ্যতার যাহাদের কোন অভাব নাই তাহারা যাহাতে দেশে নূতন চা বাগান গড়িয়া তুলিতে সুযোগ পান তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য হইবে। বর্ত্তমানে চা শিল্পে একদল লোকের একাধিপত্য চলিতেছে। উহা চা শিল্প বা চা ব্যবহারকারী কাহারও পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে।

ষ্টার্লিং সিকিউরিটীর বিনিয়োগ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বর্ত্তমানে যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটী বা বৃটীশ গবর্ণমেন্টের ঋণপত্র মজুদ হইতেছে তাহার বিনিয়োগ সম্বন্ধে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সভা ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট একটী বিবৃতিপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ফেডারেশনের মত এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটী জমা হইতেছে তাহা দ্বারা ভারতবাসীর তরফে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া এবং ভারতবর্ষে ইংরাজদের যে মূলধন নিয়োজিত আছে ও উহাদের যে সমস্ত কলকারখানা রহিয়াছে তাহা কিনিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তদ্দ্বারা হয় স্বর্ণ ক্রয় করা হউক অথবা ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করা হউক। ইতিপূর্ব্বে আমরা একটী নিবন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে যুদ্ধের পরে ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানের তুলনায় শোচনীয় হইবে এবং জগতের বাজারে ষ্টার্লিং মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় ভারতবাসীর সঞ্চিত অর্থের সাকুল্য অংশ যদি ষ্টার্লিংয়ে রূপান্তরিত করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে যুদ্ধের পরে উহার মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা হইবে। ফেডারেশনও অনুরূপ আশঙ্কা পোষণ করেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ কোন ক্ষতির প্রতিকারার্থ ফেডারেশন যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা পূর্ণভাবে সমর্থন করা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমানে স্বর্ণের দর যে প্রকার চড়িয়াছে তাহাতে এখন যদি সঞ্চিত অর্থ দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে ক্ষতি অনিবার্য্য হইবে। কারণ যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে ৬৫ টাকা ভরির স্বর্ণ যে ৪০ টাকায় নামিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা স্বর্ণ ক্রয় করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ফেডারেশন ষ্টার্লিংয়ের পরিবর্ত্তে ডলার মুদ্রার হিসাবে ভারতের সঞ্চিত অর্থ মজুদ রাখার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যুদ্ধের পরে সমগ্র জগতের অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্যই কর্ত্তৃত্ব করিবে এবং ডলারই হইবে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মুদ্রা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানের সূচনা হইয়াছে কি? শান্তির জন্য কি ভিতরে ভিতরে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে? গত সপ্তাহের ঘটনাবলী হইতে আমাদের মনে এই সব প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। কাসাব্লাঙ্কাতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের নেতৃত্বে যে বিরাট সামরিক বৈঠক হইয়া গেল তাহাতে সামরিক ব্যাপারে ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্ম্মপন্থা কি হইবে তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করিলে যুদ্ধ বিরতি হইবে না একথা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মুখ দিয়া ঘোষণা করাইবার প্রয়োজন কি ছিল? কাসাব্লাঙ্কা বৈঠকে জার্ম্মানীর তরফ হইতে কোন সন্ধির প্রস্তাবের জবাবেই কি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একথা বলিয়াছেন? এদিকে লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকেল' পত্রের সংবাদদাতা এইরূপ একটা গুজবের কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাসাব্লাঙ্কা বৈঠকে স্পেনের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ফ্রাঙ্কো উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই নাকি এক্সিস শক্তিবর্গের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিলের নিকট শান্তির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। বৈঠকের সময় কাসাব্লাঙ্কায় এই গুজবও রটিয়াছিল যে, বিপক্ষের কোন বিমানপোত যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করিতে পারে এবং কোনপ্রকারে উহাকে ঘায়েল করিবার চেষ্টা না করা হয় এরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মানীর তরফ হইতে একথা বারবার বলা হইতেছে যে জার্ম্মানী কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত শান্তি হইবে না এবং কখনও আত্মসমর্পণ করা হইবে না—এই উভয়বিধ উক্তির খুব বেশী গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কোন পক্ষের কথা টিকিবে তাহা যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। তবে জার্ম্মানী যদি একথা মনে করে যে সন্ধির ফলে তাহার মারাত্মক কোন অনিষ্ট হইবে না তাহা হইলে উহার পক্ষে বর্ত্তমানে সন্ধির জন্য ব্যগ্র হওয়া বিচিত্র নহে। ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নির্ভর-যোগ্য সূত্র হইতে একথা ঘোষণা করা হইয়াছে এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও সেদিন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ফ্যাসিষ্টবাদ ধ্বংস করাই মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য—জার্ম্মান জাতিকে ধ্বংস করা উহাদের অভিপ্রেত নহে। ইতিপূর্ব্বে উহাও বলা হইয়াছে যে আটলাণ্টিক সনদ সমস্ত ইউরোপে প্রয়োগ হইবে এবং নাৎসীবাদ বিমুক্ত জার্ম্মানীতেও উহা প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। উহা হইতে মনে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে হিটলার ও তাঁহার মতে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণ যদি জার্ম্মানী হইতে সরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে শান্তি হইতে পারে এবং উহার ফলে ভবিষ্যতে জার্ম্মান জাতির পক্ষে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে যে, হিটলার নাকি সমগ্র জার্ম্মান সৈন্যদলের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ করিতেছেন। উহা মিত্রপক্ষের একটা অলীক প্রচারকার্য্য হইতে পারে। তবে উহা আসন্ন সন্ধির পূর্ব্বাভাষ হওয়াও বিচিত্র নয়।

* * *

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়া লীগ অব আমেরিকার উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক ভোজ-সভায় বিশ্ববিশ্রুত লেখিকা মিস্ পার্ল বাক্ ভারত সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা নানা কারণে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাদের ঔপনিবেশিক অধিকারগুলির অবাধ শাসন ও শোষণের সমর্থনে অনভিজ্ঞ বহির্জ্জগতের নিকট এই দুর্ভাগা দেশগুলিকে 'মানুষ' করিয়া তুলিবার দুরূহ দায়িত্বের বড় বড় কথা প্রায়শঃ আওড়াইয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ইদানীং ভারত ও অন্যান্য শৃঙ্খলিত দেশগুলি সম্পর্কে চঞ্চল হইয়া উঠায়, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে কেহ কেহ এই সব 'নাবালককে' সাবালক করিবার গুরু ভার মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রকেও গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়া যেন ভীতি প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ অপরের কল্যাণের জন্য বৃটেন এতকাল স্বেচ্ছায় যে কি অপরিসীম কৃচ্ছ্র সাধন ও দুঃখ বরণ করিয়া আসিতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একবার দায়িত্ব লইয়া তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুক! এই তথাকথিত "White man's burden" বা শ্বেতাঙ্গ জাতির দুরূহ বোঝা সম্পর্কে সেদিন মিস্ পার্ল বাক্ যাহা বলিয়াছেন সেই তিক্ত সত্য ভাষণ বৃটিশ প্রভুদের কাণে গেলেও মনে গিয়া যে পৌঁছিবে না এই বিষয়ে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের দেহে গণ্ডারের চামড়া—তাঁহাদের লজ্জার কোন বালাই নাই।

* * *

মিস্ বাক্ বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডের অনুসৃত ভেদনীতির গুণে ভারতের অবস্থা ইউরোপের অবস্থার অপেক্ষাও জটিল। আমরা—আমেরিকাবাসীরা—নিজেরা এই জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি করিয়া পরে উহা শ্বেতকায় জাতির তথাকথিত বোঝা বলিয়া চালাইতে চাহি না। বস্তুতঃ "শ্বেতকায় জাতির বোঝা" বলিয়া কিছু নাই—কোন কালে ছিলও না। অবশ্য কোন শ্বেতকায় জাতি অন্যান্য জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার নিজের শাসনব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়া অকারণ বোঝার সৃষ্টি করিলে তাহা আলাদা কথা।" মিস্ পার্ল বাক্ যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন নূতন কোথা নয়। তবে তাঁহার ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত বিদুষীর মুখ হইতে এরূপ মতামতকে বৃটিশ শাসকরা গ্রাহ্য না করিলেও প্রত্যেক দেশের নিরপেক্ষ ও স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তি মাত্রেই সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া বক্তব্য শেষ করা যায় না। উপরোক্ত "শ্বেতকায় জাতির বোঝা" আদপে এতটুকু বোঝা নয়। সেরূপ হইলে বহু আগেই ভারবাহীদের স্কন্ধ হইতে বোঝার ভার আপন গরজেই খসিয়া পড়িত। বরং তাঁহারাই জগদ্দল পাষাণের মর্ম্মান্তিক বোঝা হইয়া অপরের দেশের উপর শক্ত করিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন।

* * *

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৬শে তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে একটি উপভোগ্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক জনৈক পাদ্রী, বিশ বৎসরের এক তরুণী এবং আরো তিন জন ব্যক্তি মিলিয়া উক্ত স্বাধীনতা দিবসে ওয়াশিংটনস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের সম্মুখে রীতিমত পিকেটিং করিয়াছেন। তাঁহারা যে সব প্লাকার্ড লইয়া রাজনৈতিক দাবী জানাইয়াছিলেন তাহার একটিতে লেখা ছিল, "ভারতের এই ত্রয়োদশ স্বাধীনতা দিবসে আমরা ইংলণ্ডকে সাম্রাজ্যবাদের নীতি পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করিতেছি।" রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের অভ্যন্তরে তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অমন ভদ্রাবেশী জাঁদরেল সমর্থক লর্ড হালিফ্যাক্সের মনে এই ঘটনা কি রেখাপাত করিয়াছে তাহা জানা নাই—জানা সম্ভবও নয়। তবে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স একজন অতি বিশুদ্ধ খৃষ্টান বলিয়া সুপরিচিত। তিনি বোধ হয় এরূপ পাপ কথা যাহাতে শুনিতে না পান সেজন্য দুই কানে আঙ্গুল দিয়া চোখ বুঝিয়া

(৬৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাতীয় জীবনের দুর্য্যোগ

জাতীয় জীবনে আজ যে দুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছে ইংরাজ রাজত্বে বোধ হয় আর কোন দিন এরূপ দুর্য্যোগের আবির্ভাব হয় নাই। আজ দেশবাসীকে বার টাকা মণ দরে চাল, চার টাকা মণে কয়লা, আট টাকা জোড়ায় কাপড় এবং লবণ, কেরোসিন, মসল্লা, তৈল, ঘৃত, আলু, চা চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য কোনটা দ্বিগুণ কোনটা বা চতুর্গুণ দরে ক্রয় করিতে হইতেছে। অথচ বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিরই টাকার হিসাবে আয়ের পরিমাণ বাড়ে নাই—বাড়িলেও খুব সামান্যই বাড়িয়াছে। যে পরিবার মাসে ৫০৲ টাকা খরচ করিয়া মোটামুটিরূপ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিত সেই পরিবারকে এখন জীবন-যাত্রার পূর্ব্ব আদর্শ বজায় রাখিতে অন্ততঃপক্ষে দেড়শত টাকা ব্যয় করিতে হয়। এজন্য সকলেই আহার পরিচ্ছদ বিলাস সামগ্রীর পরিমাণ কমাইয়াছে—কিন্তু উহাতেও সমস্যার সমাধান হইতেছে না। দিনের পর দিন পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হেতু জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে। শত প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ সত্ত্বেও স্বল্প আয় দ্বারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া উঠা সম্ভব হইতেছে না।

জাতীয় জীবনের এই মহা অনর্থের কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন যুদ্ধ। কিন্তু একমাত্র যুদ্ধের জন্যই কি দেশের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে? যদি তাহাই হইত তাহা হইলে ইংলণ্ড আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্টভাবে যুদ্ধে জড়িত হইলেও ঐ দেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম কেন? যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র ইংলণ্ডে যত খাদ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হইত তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র উক্ত দেশে উৎপন্ন হইত এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধের ফলে হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ হইতে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বহুল পরিমাণে আমদানী হইত সেই সব দেশ শত্রুকবলিত হইয়াছে এবং আর্জ্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে গম, মাংস, চা ইত্যাদি আমদানী করা বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। উহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে কোন প্রকার খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয় নাই এবং উক্ত দেশে সারা ১৯৪১ সালে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ৫ ভাগ ও ১৯৪২ সালে শতকরা ৩।। ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কলিকাতায় ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর তুলনায় ডিসেম্বরে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা ১৩ ভাগ এবং ১৯৪২ সালের জানুয়ারীর তুলনায় ডিসেম্বরে উহা শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ অদৃষ্টবাদী নহে এবং রাজশক্তির অকর্ম্মণ্যতা, চোরাবাজারের অত্যাচার তাহারা নীরবে সহ্য করে না। এজন্য উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের তুলনায় খুচরা মূল্য খুব বেশী হইতে পারে না। কিন্তু এদেশে জনসাধারণ এমনই অসহায় যে, বাজারে যে জিনিষের পাইকারী দর দশ টাকা খুচরা বিক্রেতাগণকর্ত্তৃক তাহা অনায়াসেই কুড়ি টাকা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই এদেশের পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার হইতে পণ্যদ্রব্য ব্যবহার-কারীগণ—যাহারা কখনও পাইকারী মূল্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে পারে না তাহাদের প্রকৃত দুরবস্থা উপলব্ধি করা যায় না। যাহা হউক আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে যুদ্ধই যদি দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড আমাদের তুলনায় অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও এবং খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারে ইংলণ্ড বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী পরনির্ভরশীল হইলেও ইংলণ্ডের তুলনায় বাঙ্গলায় পণ্যদ্রব্যের পাইকারীমূল্যের বৃদ্ধির হার প্রায় ৫ গুণ বেশী হয় কেন? খাদ্যদ্রব্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহে এদেশের অধিবাসীদের দুর্ভোগ ইংলণ্ডের অধিবাসীদের তুলনায় চতুর্গুণ কেন?

উহার একমাত্র জবাব এই যে, এদেশের শাসকবর্গের অকর্ম্মণ্যতাই দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশাকে এরূপ চরম অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। আমরা এই বিষয়ে মাত্র কয়েকটী দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিব। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য চা'ল এবং উহার ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশ কোনদিনই স্বাবলম্বী নহে বলিয়া বৎসর বৎসর এই প্রদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে ১০ লক্ষ টন চাল আমদানী করিতে হয়। বাঙ্গলার শাসকবর্গ এই সব কথা জানিয়া শুনিয়াও এবং ব্রহ্মদেশ হইতে চালের আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে উহার সম্ভাবনা দেখিয়াও ১৯৪২ সালে ১৯৪১ সালের তুলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাট-চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চলতি ১৯৪৩ সালে কত জমিতে পাটের চাষ হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা এখনও নীরব। অথচ বাঙ্গলায় যদি ১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে এই প্রদেশে আরও ১২।০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়া বাঙ্গলার অন্নাভাব ও এই ব্যাপারে পরনির্ভরতা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এমনই অকর্ম্মণ্য যে এক কলমের খোঁচায় যে সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাতে তাঁহারা কিছুতেই অগ্রসর হইবেন না। বাঙ্গলার মন্ত্রীবর্গ এমনই মেরুদণ্ডহীন এবং ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে সততঃ ভীত ও সন্ত্রস্ত যে বাঙ্গলার লোক না খাইয়া মরিতেছে উহা দেখিয়াও উহারা চটকলওয়ালা ও উহাদের সমর্থক ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইতে সাহস পাইতেছেন না।

কয়লা ও কাপড়ের ব্যাপারেও শাসকবর্গের অকর্ম্মণ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। কয়লার ব্যাপারে বাঙ্গলা পরনির্ভরশীল নহে। বাঙ্গলা দেশেরই রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে কয়লা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু খাদের মুখে প্রতিমণ কয়লা আট আনায় বিক্রয় হইলেও ৩ ঘণ্টার পথ কলিকাতাতে উহার খুচরা দর ৪ হইতে ৫ টাকা। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যেও এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছু আছে কিনা সন্দেহ। মালগাড়ীর অভাবেই নাকি কলিকাতায় কয়লা আসিতেছে না। অথচ আমরা শুনিতে পাই যে একশত কি দেড়শত টাকা ঘুষ দিলে অনায়াসে যে কেহ মালগাড়ী সংগ্রহ করিতে পারে। মালগাড়ীর অভাবের জন্য জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা কঠিন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে যে সব মালগাড়ী সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক তাহা ধনবান ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত হইতেছে কিনা তাহা কি রাজশক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কোন কোণে

(৬৮৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নূতন ক্ষেত্রে ভারতীয় কাঠ

[কালীচরণ ঘোষ]

যুদ্ধের নূতন পরিস্থিতিতে বিদেশী আমদানী অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে এবং বহু দ্রব্যাদি, যাহা আমরা বিদেশী ছাড়া ব্যবহার করিতাম না বা দেশের মধ্যে তাহা সহজেই পাওয়া যায় বলিয়া জানিতাম না, সেরূপ দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া বিশেষ অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে যে প্রকৃত অনুসন্ধান চালাইলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রায় সমস্ত দ্রব্যের অভাব দেশ হইতে মিটিয়া যাইবে। অবশ্য কোনও কোনও দেশের কোনও কোনও জিনিষ গুণে অপর দেশের তৎস্থানীয় দ্রব্য অপেক্ষা অধিক গুণশালী হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিৎ নহে।

আমরা ববিন্ (bobbin) অর্থাৎ কাঠিম বা নাটাই সম্বন্ধে আজ এই প্রশ্নটী আলোচনা করিতে পারি। আধুনিক কারখানায় বয়ন কার্য্যে ববিন্ না হইলে চলে না, সুতরাং এদেশে কারখানার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ববিন বিদেশ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার মূল্য (১৯৩৭-৩৮) ৪৩ লক্ষ, (১৯৩৮-৩৯) ৩৮ লক্ষ ও (১৯৩৯-৪০) ৩৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কারখানার প্রয়োজন অনুযায়ী ইহাদের নাম tubes, skiwers, pirns, spools ও reels; আমি সকলগুলির নামই "কাঠিম" বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমদানীর মধ্যে যুক্তরাজ্যের স্থান প্রথম, পরেই জাপান। অবশিষ্ট জার্ম্মানী ও অপরাপর দেশের স্থান। ইউরোপীয় ববিনে প্রধানতঃ বীচ্ (beech) এবং জাপানী দ্রব্যে মেপ্ল্ (maple), পীয়ার (pear) প্রভৃতি কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহারা যে আমাদের দেশে জন্মায় না, তাহা এখানকার কাষ্ঠ তালিকা দেখিলেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং ইহার অভাব মিটাইবার জন্য এ দেশীয় কাষ্ঠের প্রয়োজন। এতাবৎ বেরিলীর সন্নিকটে ক্লটারবাক্‌গঞ্জে ববিনের একটা বড় কারখানা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতময়, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্রবৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ হলদু (Adina cordifolia), কায়েম (Mitragyna parvifolia), কঞ্জু (Holopteba integrifolia) ও কুঠান (Hymenodictyon excelsum) নামক কাঠগুলি ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতেই প্রয়োজনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডা ও বহ্‌রাইচ বিভাগ এবং নেপাল অধিকাংশ হলদু কাঠ সরবরাহ করে। যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য স্থান, আসাম, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং অপরাপর প্রদেশেও কমবেশী হলদু কাঠ পাওয়া যায়। কায়েম সাধারণতঃ বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে; একস্থানে বহু গাছ পাইবার সম্ভাবনা কম। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে অধিক পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাইতে পারে; বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় চেষ্টা করিলে সামান্য পরিমাণ সংগৃহীত হয়। কঞ্জু, যুক্তপ্রদেশ, বিহার উড়িষ্যা এবং ভারতের পশ্চিম তীর প্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশে কুঠান জন্মে. কিন্তু একস্থানে বহু পরিমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম।

ইহা ছাড়া আরও বহুপ্রকার কাঠ ববিনের উপযোগী বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। পাটকলের জন্য খুব সস্তা ববিন তৈয়ারী করিতে আম কাঠ ও সালাই (Boswella serrata) উপযোগী। আম ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায় এবং এখন বহু ববিন কারখানায় প্রচুর ব্যবহৃত হইতেছে। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে সালাই গাছ জন্মে। বিহারের সাহাবাদ জেলায় প্রচুর সালাই গাছ আছে এবং তাহার আঠায় টার্পিণের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহা হইতে সস্তায় টার্পিণ উদ্ধার করা সম্ভব হইবে।

বাঙ্গলা ও আসামে আরও কয়েক প্রকার গাছের সন্ধান হইয়াছে; ইহার প্রত্যেকটাই ববিন তৈয়ারী করিতে প্রচুর ব্যবহার করিতে পারা যাইবে; প্রকৃতপক্ষে এখনই কিছু কিছু ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার মধ্যে গামারি (Gmelina arborca) বাঙ্গলা, আসাম এবং বোম্বায়ে, চাঁপা বা চম্পক (Michelia champaca ও M. excelsa) তুঁত (Mulbery—Morus laevigata) চাপলাশ (Atrocarpus chaplash), আমুরা (Amoora rohifuka) এবং কদম (Anthocephalus cadamba) বাঙ্গলা ও আসামে, কেওড়া (Sonneratia apelata) কেবল বাঙ্গলায়, বনলম (Phobe Goalparensis) কেবল আসামে. চিকরাসি (Chukrasia tabularis) বাঙ্গলা, আসাম বোম্বাই ও মাদ্রাজে পাওয়া যায়। তালিকা হইতে দেখা যায়, যে-কাঠের দ্রব্যের জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর মুখাপেক্ষী ছিলাম, তাহা ভারতে এমন কি বাঙ্গলা ও আসামে প্রচুর রহিয়াছে। এখন কিছুদিন ধরিয়া অজস্র ববিন প্রস্তুত হইলেও ইহার কাঠের অভাব হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাটকলের নানারকম মাকু বা shuttle এর জন্যও আমরা সম্পূর্ণ পরনির্ভর ছিলাম। এই সামান্য দ্রব্যের আমদানী (১৯৩৭-৩৮) ৯ লক্ষ (১৯৩৮-৩৯) সাড়ে ৮ লক্ষ এবং (১৯৩৯-৪০) সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা। ইহার জন্য কর্ণেলউড (Cornelwood) ও পার্সিম্মন (Persimmon) কাঠ সচরাচর ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে ইহার পরিবর্ত্তে ভারতীয় কয়েকপ্রকার কাঠ বিশেষ উপযোগী। ইহার অধিকাংশই বাঙ্গলার বাহিরে অধিক পরিমাণে জন্মায়।

প্রধানতঃ যে কয়টী কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহার বাজার চলতি নাম দিলাম; যদি তাহাতে নির্দ্দিষ্ট কাঠ পাইবার অসুবিধা হয়, বাকী সন্ধান পরে দেওয়া যাইবে। আমাদের সাধারণ চলতি বাবুল বা বাব্‌লা গাছ যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমাদের চাষী, কলু এবং কাঠের গাড়ীর মালিকদের নিকট বহু সমাদরের বস্তু। ভারতের উত্তর ভাগের প্রায় সর্ব্বত্র, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গেলেও সিন্ধুপ্রদেশে অজস্র বাব্‌লা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। মাকু ব্যতীত যন্ত্রপাতির হাতল বা বাঁট করিতে ইহা কাজে লাগে। আবলুষ (ebony) মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা ও বোম্বাই প্রদেশে অতি উৎকৃষ্ট আবলুষ জন্মে। আবলুষের মাকুতে অপেক্ষাকৃত বেশী দর পড়িয়া যায়। শিশু কাঠ পাওয়া যায় যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ ও বাঙ্গলায়; শিশুর অপর এক জাতি সিতশাল বা সতিশাল (Rosewood) বোম্বাই মাদ্রাজ ও কুর্গে জন্মে; বোম্বাই এবিষয়ে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তেলসর (Hopea species) মাদ্রাজের কাঠ; পাপড়া, দুদ্‌রি বা খিরানী (gardenia) মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদের

প্রায় এক চেটিয়া। বদ্ধন বাত্তিন্সা (sandan), জারুল, ঝিঙ্গন প্রভৃতি কাঠ হইতে কলের মাকু সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। নিতান্ত অভাব না পড়িলে জারুল ব্যবহার করা উচিত নহে।

ববিন বা কাটিমের জন্য যে সকল কাঠ ব্যবহার করা যায় তাহার অধিকাংশই পাট কলের রোলার (roller) প্রস্তুত করিতে লাগিতে পারে। তাহা ছাড়া পিয়াল (মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ) এবং অপরাপর দুই তিনটী কাঠ বিশেষ উপযোগী। ইহাদের অধিকাংশই মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের গাছ।

কোদাল কুড়ুল গাঁইতি ও যন্ত্রপাতির হাতলের জন্য বহু বিদেশী যে কাঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় তাহারা যন্ত্রপাতির আমদানীর সহিত এদেশে প্রবেশ লাভ করে। সাধারণতঃ মাকু তৈয়ারী করিতে যে কাঠ লাগে এখানেও সেই সকল কাঠ উপযোগী। তাহাছাড়া ধামিন (মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও কুর্গ), লেণ্ডি, নন্দী বা দৌরী (বাঙ্গলা, আসাম, যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ), লরেল, আসনা, সাঁই বা পাকা সাজ (যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং বাঙ্গলা) ও আরও দু'তিনটী কাঠ চলিতে পারে।

জুতার "সাজ" (last) এবং গোড়ালির জন্য হয় সমস্ত কাঠ আর না হয় তৈয়ারী মাল আমদানী করিতে হয়। এস্থলেও শিশু, ঝিঙ্গন পাপ্‌রা বা হুদ্‌রি, কায়েম, গামারি, জারুল প্রভৃতি কাঠ সহজেই পরিবর্ত্ত হিসাবে চলিতে পারে।

এস্থলে বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দিয়াশলাই-এর কাঠের কথা পাঠককে একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া ভাল। যখন বিদেশী কাঠের আমদানীর উপর বিশেষ শুল্ক ছিল না তখন aspen (Populus tremula) এবং জাপানী শিনা-নো-কি (Tilia Japonica) ও হাকুয়ো (Populus tremula) না হইলে চলিত না। পরে ভারতীয় কাঠই, বিশেষতঃ সিমুল, পাপিতা, গিঁয়ো, ধুপ, বাকোটা কাঠই এতদিন চালাইয়া দিতেছে।

ভারতের বনভূমি ৭ কোটী একর বা ৯৮,৫৫৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্যে কত অজ্ঞাত কাষ্ঠ সম্পদের এখনও সন্ধান হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? প্রতি বৎসর এই জঙ্গল হইতে ২৯ কোটী ৩৭ লক্ষ ঘন ফুট (cu. ft.) কাষ্ঠ দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে ও জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইত; অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা বৎসরে এক কোটী ২০ লক্ষ টাকা আয় হয়। এখন যেরূপ কাষ্ঠাদি ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে ২৯ কোটী ফুট কাঠ ৪০ কোটী হইলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা নহে; প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিৎ। বিদেশী অহেতুক আমদানী হইতে আত্মরক্ষার প্রধান সুযোগ উপস্থিত।

(জাতীয় জীবনের দুর্য্যোগ)

একটা পটকা তৈয়ার করিলে অথবা গভীর অরণ্যের মধ্যে কোন স্থানে টেলিগ্রামের তার কাটা গেলে গবর্ণমেণ্টের চরেরা দুস্কৃতকারীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও কি গবর্ণমেণ্ট দুস্কৃতকারীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যান-বাহন সমস্যার আংশিক সমাধান করিতে পারেন না? কেবল কয়লা নহে মালগাড়ীর অভাবে কলিকাতার বাজারে চায়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। অথচ আসাম, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ চা মজুদ হইয়া আছে। এই ক্ষেত্রেও দুস্কৃতকারীদের ঘুষের লোভ কলিকাতায় চা আমদানীর পক্ষে কতটা অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

শাসকবর্গের অকর্ম্মণ্যতার আর একটি নমুনা দেখা গিয়াছে বস্ত্রের ব্যাপারে। গত প্রায় দেড় বৎসর কাল ধরিয়া 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' অর্থাৎ গরীবের ব্যবহারের জন্য অল্প মূল্যের মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন্য তোড়জোড় হইতেছে। কিন্তু এখনপর্য্যন্ত বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের টিকিও দেখা গেল না। আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকার উপর নির্ভর করিয়া একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এখনও বাজারে ৩৲ টাকা মূল্যে মোটামুটিরূপ উৎকর্ষতা সম্পন্ন ১০ গজ ধুতি ও ৩॥০ টাকা মূল্যে এইরূপ সাড়ী বিক্রয় হইতে পারে এবং এই সব ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া কাপড়ের কলের পরিচালক, পাইকারী ব্যবসায়ীগণ ও খুচরা বিক্রেতাগণ ন্যায্যমত লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যানবাহনের অস্বচ্ছলতা এবং কাপড়ের কল ও কাপড় বিক্রেতা-দের দুর্নিবার লোভ এই দরকে ঠেলিয়া ৭ হইতে ৮ টাকার কোঠায় পৌছাইয়াছে। রাজশক্তি উহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছেন। অন্য দেশে হইলে দেড় বৎসর নহে, দেড় মাস নহে, দেড় সপ্তাহের মধ্যে এই সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা হইত। ধনী কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের মনস্তুষ্টির জন্য অত্যধিক আগ্রহশীল শাসক নামধেয় কতকগুলি অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িয়াই আজ দেশের দরিদ্র ব্যক্তিগণ বস্ত্রাভাবে এরূপ বিপন্ন হইয়াছে।

অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি সর্ব্বব্যাপারে আজ দেশবাসীর উপর যে দুর্য্যোগ হানা দিয়াছে তাহার কোন সমস্যাই সমাধানের অতীত নহে। দেশে জনবলের অভাব নাই, এদেশে এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমি অনাবাদী রহিয়াছে। আজ যদি রাজশক্তি একথা ঘোষণা করেন যে, কোন কৃষক কোন অনাবাদী জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করিলে তাহাকে প্রতি একরে এক কি দেড় টাকা করিয়া পারি-তোষিক দেওয়া হইবে তাহা হইলে আগামী ৭।৮ মাস কালের মধ্যে দেশবাসী খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে। রাজশক্তি ইচ্ছা করিলে ভারতের কাপড়ের কল ও তাঁতীদের সাহায্যে স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের লোকের প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র সরবরাহ করিতে পারেন। দেশে রেল, ষ্টিমার ও মোটরের অভাব ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু সেই সনাতন গরুর গাড়ী ও দেশী নৌকার কোন অভাব এপর্য্যন্ত হয় নাই। রাজশক্তি যদি দেশবাসীর ভিতরে গরুর গাড়ী ও নৌকা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করিয়া ২০।৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন এবং প্রয়োজন হইলে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও খাল কাটিয়া দেন তাহা হইলে এক বৎসর কালের মধ্যে এদেশে যানবাহনের সমস্যা অনেকটা সহজ হইয়া আসিতে পারে। চোরাবাজার অতি অল্পসময়ের মধ্যে বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের ভিতরেই চোরাবাজারের প্রতিনিধি রহিয়াছে কিনা তাহার খোঁজ করিতে হইবে। সেখানে উহা বন্ধ না হইলে বাহিরে উহা বন্ধ হওয়া অসম্ভব।

নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন, উৎপাদিত দ্রব্য দেশের সর্ব্বত্র সরবরাহের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ীদের লোভ দমন—দেশে এই তিনটীই বর্ত্তমানে বড় সমস্যা এবং এই তিনটির কোনটীই সমাধানের অতীত নহে। কিন্তু দেশবাসীর দুঃখে যাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, সরকারী ফাইলের মধ্যেই যাহাদের কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কোনওরূপে চাকুরী বজায় রাখাই যাহাদের কাম্য, ধনী ও কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কোনও প্রকার বিরাগভাজন হইতে যাহারা কিছুতেই রাজী নহেন এবং কাজ করিতে হইলে যাহাদিগকে শত প্রকার আইন কানুনের নাগপাশ অতিক্রম করিতে হয় সেইরূপ আদর্শহীন দুর্ব্বল ও দ্বিধাগ্রস্তদের পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধান অসম্ভব। যাহারা দেশবাসীর সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, যাহারা অনুগ্রহ চাহেন না, ভ্রূকুটী উপেক্ষা করেন, যাহারা আদর্শের জন্য সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে সতত উন্মুখ, মন্ত্রীত্ব বা উচ্চ পদের সরকারী চাকুরীকে যাহারা অর্থাগমের ও খেতাবলাভের সুযোগ না ভাবিয়া জনসেবার সৌভাগের পন্থা বলিয়া মনে করেন, সরকারী ফাইল ও নিয়মকানুনের খুটিনাটী অপেক্ষা প্রকৃত কাজকে যাহারা বড় বলিয়া মনে করেন একমাত্র তাঁহারাই দেশবাসীকে বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। কিন্তু আজ তাঁহারা কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতের খাদ্য সমস্যা

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য এবং খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহার সমাধানকল্পে আগামী তিনমাস কাল মধ্যে বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম আমদানী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গমের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করার ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইবে। অতি লাভকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং এমন কি কোন মূল্য না দিয়াই তাহাদের সমস্ত মাল বাজেয়াপ্তও করা চলিতে পারিবে। ভারতের সহর ও শ্রমশিল্প এলাকায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রসদ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে এবং এজন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহকে প্রস্তুত থাকিতেও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারতের উদ্বৃত্ত শস্য খরিদ করার জন্য সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, খাদ্যসম্পর্কে বর্ত্তমানের স্তায় অচল অবস্থার যাহাতে আর উদ্ভব না হয়। যে সকল অঞ্চলে খাদ্যাভাব দেখা দিবে সেই সকল স্থানের লোকদের ও দেশরক্ষা সৈন্যদলের জন্য ঐ শস্য ব্যয়িত হইবে। খাদ্যশস্য বিতরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসরণ করিবেন। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে যে বিশেষজ্ঞ ভারতে আসিতেছেন তিনি রসদ নির্দ্দিষ্ট ও বিতরণ করা সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান করিবেন।

বৃটিশ ভারতে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ আয়

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সামুদ্রিক এবং স্থলপথ বাণিজ্যশুল্ক (লবণশুল্ক বাদে) ৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রূপা সংগ্রহের পরিমাণ

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ আউন্স রূপা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৯৪২ সালের প্রথম পাঁচমাসে বিদেশ হইতে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ আউন্স, ৪ কোটি ৮০ লক্ষ আউন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খনি হইতে এবং ১০ লক্ষ আউন্স রূপা অন্যান্য সূত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪২ সালের শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারে ৩৩ কোটি ৪৩ লক্ষ আউন্স রূপা জমিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাম্র সম্পদ

১৯৩৮ সালে পৃথিবীর তাম্র উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৪১ হাজার টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯, ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে তাম্র উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন, ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন এবং ৩০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া ১৯৪২ সালে যে পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য্য তামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা হইতে ৬ লক্ষ টন পরিশোধিত তামা পাওয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে চিলি, আফ্রিকা, কানাডা, জাপান এবং মেক্সিকো তাম্র উৎপাদন ব্যাপারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন

ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন ভারতে পৌছিয়া ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মালাবার ও মহীশূরের রবারের বাগানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের সফর সমাপনান্তে মিশন দিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও সরবরাহ বিভাগের সহিত পরামর্শ করিবেন। অনতিবিলম্বে রবার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমস্ত রবারের বাগান কর্ত্তৃক কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মিশন সুপারিশ করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থার পরীক্ষক

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ গারনার স্পেশাল অফিসার-রূপে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ গারনার আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী তাঁহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। করপোরেশনের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বাংলা সরকার করপোরেশনকে ৬ লক্ষ টাকা ধার দিবেন। মিঃ গারনারের অনুপস্থিত কালে মিঃ জে, এ, পার্কস ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের কাজ করিবেন।

বাঙ্গলার বন্যার্ত্তের সাহায্যে কলম্বোর মেয়র

কলিকাতা মেয়রের বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে কলম্বোর মেয়র ১২ হাজার ৫ শত টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কলিকাতার মেয়রের বন্যা-সাহায্য ভাণ্ডার ৬২ হাজার টাকার উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

পাটের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ

কেন্দ্রীয় পাট কমিটী পাটের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগের এক পরিকল্পনা বিভিন্ন পাটব্যবসায়িক সঙ্ঘের এবং পাট সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামত জানার উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে প্রচার করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। চূড়ান্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পাট-ব্যবসায়ীদের নিকট এবং আবশ্যকীয় সুপারিশসহ প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট প্রেরিত হইবে। উক্ত পরিকল্পনায় মাত্র সাদা পাটের ছয়টী শ্রেণী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সাদা ও তোষা উভয় শ্রেণীর পাটের তিনটী শ্রেণী আছে। কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর কৃষি বিষয়ক গবেষণাগারে পাটগাছের ব্যাধি ও অনিষ্টকর কীটাদি দমন করার যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিবার জন্যও একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রিত চিনির দর বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার নিয়ন্ত্রিত দোকানসমূহের খুচরা চিনির দর নিম্নরূপ হারে বৃদ্ধি করা হইয়াছে:—অর্দ্ধসের চিনির দর ঠোঙ্গাসমেত ৶০ আনার স্থলে ৶৬ পাই।

করপোরেশন কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা

প্রকাশ, কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা দেওয়ার জন্য যে অতিরিক্ত খরচ হইবে তাহা পূরণার্থ বাঙ্গলা সরকার পূর্ব্ব বরাদ্দের চেয়ে আরও অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করপোরেশনকে প্রদান করিবেন। এই সাহায্য সমেত বাঙ্গলা সরকার করপোরেশনকে মোট ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

ক্ষুদ্র মুদ্রাসমূহের ওজন

১৯৪৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ভারতীয় মুদ্রা আইন অনুযায়ী প্রস্তুত দুই-আনি, এক-আনি, আধ-আনি এবং সিকি-আনি (পয়সার) নির্দ্দিষ্ট ওজন যথাক্রমে ৯০, ৬০, ৪৫ ও ৩০ ট্রয় গ্রেন হইবে। উপরোক্ত মুদ্রাগুলি প্রস্তুতের সময় উহাদের নির্দ্দিষ্ট ওজনের অনূর্দ্ধ চল্লিশভাগের একভাগ পর্য্যন্ত কমবেশী হইতে পারে।

বৃটেনে বিভিন্ন দেশের ষ্টার্লিং মজুতের পরিমাণ

প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বৃটেনে ভারতের ষ্টার্লিং মজুতের পরিমাণের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৩০৮ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালে বৃটেনে অষ্ট্রেলিয়ার মজুত ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ পাউণ্ড। নিউজিল্যাণ্ডের ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আয়ারের ৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার সংখ্যা

১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ হাজার জন লোক রাস্তায় দুর্ঘটনার দরুণ মারা গিয়াছে; ১৯৪১ সালে এইরূপ রাস্তায় দুর্ঘটনাবশতঃ লোকমৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। ১৯৪২ সালে যত লোক রাস্তায় দুর্ঘটনার জন্য মারা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ১৮ হাজার।

চীনে সংবাদপত্রের সংখ্যা

চীনের ২১টী প্রদেশে মোট ৭২৪ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া ১৭টী প্রদেশে ১৭৪টী সংবাদ প্রেরণের প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে।

তিল চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ

১৯৪২ সালের তিলচাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে ভারতে ৪১ লক্ষ ৮১ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৮ টন তিল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে ৩৯ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ এবং ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

বাঙ্গলা দেশ হইতে ইক্ষু রপ্তানী বন্ধ

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলা দেশ হইতে এই প্রদেশের বাহিরে কোন স্থানে ইক্ষু চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

ভারতের কাঁচামালের তথ্যাদি গ্রহণ

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ভারতের কাঁচামাল সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি সহ একখানি পুস্তক প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পুস্তকখানি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হইবে। পুস্তকখানিতে প্রাকৃতিক কাঁচা মাল, বনজ উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হইবে। ইহা ছাড়া শিল্পজাত নানাবিধ মালেরও উল্লেখ পুস্তকখানির একখণ্ডে থাকিবে।

কলিকাতায় ও শিল্পাঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ

বাঙ্গলা সরকার কলিকাতায় এবং শিল্পাঞ্চল সমূহে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের একটী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। শীঘ্রই এ বিষয়ে একটী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

কৃষিকার্য্যের তথ্যাদি গ্রহণ

বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার আন্দোলনের দরুণ কি পরিমাণ জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে এবং কোন কোন ফসল কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত তথ্যাদি গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গলা সরকারের আনুমানিক ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

বাঙ্গলা দেশে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা

গত ২০শে জানুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, বাঙ্গলার সর্ব্বত্র উচিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্যের সুষ্ঠু বিলিব্যবস্থার জন্য বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদিত আমদানী ও বিলিকারকদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার কলিকাতার শেরিফ স্যার এ ফজলুল রহমানকে সভাপতি করিয়া বিলিকারক ব্যবসায়ী নির্ব্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে একটী 'ট্রেডস ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা স্থির করিয়াছেন। ডাঃ সত্যচরণ লাহা এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মিঃ ডি আর স্কট 'ট্রাইব্যুনাল'এর সভ্য নিযুক্ত হইবেন। মিঃ স্কট উক্ত 'ট্রাইব্যুনাল'এর সেক্রেটারী হইবেন। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জিনিষপত্রের ব্যবসায় প্রণালী পরীক্ষা, উচ্চতর শ্রেণীর ব্যবসায়ী বাছাই এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য বণ্টন এবং কাজের সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এইরূপ অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের সহিত স্থানীয় বিক্রেতাদের সংযোগ সাধন করাও এই 'ট্রাইবুনাল'এর কাজ হইবে। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী এই সকল বিক্রেতা নির্ব্বাচন করিবেন। বাঙ্গলা সরকার দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গলার যে সকল স্থানে চাউল উদ্বৃত্ত হয় সেই সকল এলাকা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ চাউল ক্রয়ের উদ্দেশ্য হইতেছে কলিকাতায় চাউল যোগান দেওয়া এবং এই প্রদেশের অন্যান্য স্থানের চাউলের অভাব মিটাইবার জন্য উচিত মূল্যে চাউল সরবরাহ করা। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য ক্রেতারা চড়তি দরে চাউল কিনিতে আরম্ভ করায় বাঙ্গলা সরকার তাহাদের নিযুক্ত এজেন্টদের কেনা ধান বা চাউল ছাড়া অন্য চাউল বা ধান জেলার বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিবেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা, মেদিনীপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলা হইতে ধান এবং চাউল কেনা হইতেছে। শস্য ক্রয়কালে কৃষকদের জীবনযাত্রার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় ও উৎপাদন খরচা বিবেচনা করিয়া খাদ্যশস্যের দর নির্দ্ধারণ করিতে বলা হইয়াছে।

ভারতের ষ্টার্লিং ঋণ

ভারত সরকারের একখানা বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, ভারত সরকার তাহাদের ষ্টার্লিং ঋণ (ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণ) টাকার ঋণে রূপান্তরিত করার নীতি অনুসারে ২০ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নিম্নলিখিত ডিবেঞ্চার ষ্টকসমূহ ভারতীয় টাকার ঋণে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রতি একশত পাউণ্ডের প্রত্যেক সিকিউরিটির মূল্য টাকা আনায় নিম্নরূপ হইবে:—(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের শতকরা ৪৷৷৹ পাউণ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৪৯৯৶৹ আনা; (২) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেল পথের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৯২৲ টাকা; (৩) ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৯২৲ টাকা; (৪) সাউথ ইণ্ডিয়া রেল-পথের শতকরা ৪৷৷৹ পাউণ্ড সুদের চিরস্থায়ী ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৪৯৯৶৹ আনা; (৫) বার্ম্মা রেলপথের শতকরা ৩ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক—১১৭৭৶৹ আনা; (৬) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল পথের শতকরা ৩ পাউণ্ড সুদের নূতন ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৭১৸৶৹ আনা; (৭) বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেল পথের শতকরা ৫ পাউণ্ড সুদের স্পেশাল ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৭১৸৶৹ আনা; (৮) বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৬১৸৶৹ আনা; (৯) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের ১৯৪৫ সালে পরিশোধনীয় রেজিষ্ট্রীকৃত ডিবেঞ্চার ষ্টক—১৩৬১৸৶৹ আনা। এতদ্ব্যতীত ভারত-সচিব মোট ১১ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ডের নিম্নলিখিত ডিবেঞ্চারসমূহ পরিশোধ করিবার জন্য এক বৎসরের নোটীশ দিয়াছেন:—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের শতকরা ৩৷৷৹ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক; গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের শতকরা ৩৷৷৹ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক এবং বোম্বে বরদা এণ্ড সেণ্ট্রাল রেলপথের শতকরা ৩৷৷ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক। এই সকল ডিবেঞ্চার ষ্টকসমূহ ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পরিশোধ করা হইবে।

বরোদা রাজ্যে ফলের চাষ

বরোদা রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষ প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে। নিম্নে কয়েক বৎসরের ফল চাষের জমির পরিমাণ দেওয়া হইল :—

বৎসর	জমির পরিমাণ (বিঘা)
১৯২৯-৩০	৬,২৯৪
১৯৩৬-৩৭	৬,২২৯
১৯৩৭-৩৮	৭,২৯৪
১৯৩৮-৩৯	৯,৯৭৪
১৯৩৯-৪০	৯,১৩৯

বিভিন্ন দেশে তুলার চাষ

১৯৪২ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শত পাউণ্ড বেলের ১ কোটী ২৯ লক্ষ ৮২ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পূর্ব্ব বৎসরে ৫ শত পাউণ্ডের ১ কোটী ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং ৪ শত পাউণ্ডের ৯ লক্ষ ০০ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। উগাণ্ডায় ১৯৪১-৪২ সালে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ সালে তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৫ হাজার বেল।

গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধ ব্যয়

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে গ্রেট বৃটেনের অর্থ-সচিব স্যার কিংসলি উড্ কমন্স সভায় বলেন যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য বৃটেনের দৈনিক প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে।

সঞ্চয় করার উৎসাহ দান

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে একটী পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে এক বৎসরে ১৫ শত টাকা জমা রাখা চলিবে। পূর্ব্বে এক বৎসরে একটী পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে এইরূপ জমা রাখার হার ছিল ৭৫০৲ টাকা।

ভারতের উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানী বন্ধের ব্যবস্থা

বর্ত্তমান অচল অবস্থা মিটাইবার জন্য সরকারী ক্রয় এজেন্সী খোলা হইবে। এই সমস্ত এজেন্সী প্রাদেশিক এবং ভারত সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবে। পাঞ্জাব প্রদেশে সরকারী এজেন্সী কাজ আরম্ভ করিয়াছে। যে যে প্রদেশে শস্য উদ্বৃত্ত থাকিবে সেইসব প্রদেশ হইতে ভারত সরকার উহা ক্রয় করিয়া যে সমস্ত প্রদেশে শস্যের অভাব ঘটিয়াছে সেইসব প্রদেশে আমদানী করিবেন। মহাজনগণ যাহাতে অতিরিক্ত মুনাফা করিতে না পারে তজ্জন্য প্রাদেশিক সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে খরিদ্দারদিগকে ক্রয় করিবার আদেশ দেওয়া হইবে। এই নীতি কার্য্যকরী হইলে চোরা বাজারের ভয় অনেকটা কমিবে আশা করা যায়। সম্প্রতি বিলাত হইতে ভারতে এ সম্পর্কে এক বিশেষজ্ঞ আসিবেন, তিনি রসদের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ও বিতরণ বিষয়ে পরামর্শ দিবেন।

গমের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ রহিত সিদ্ধান্তের অপকারিতা

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তৎসম্পর্কে এক জরুরী আলোচনা বৈঠকে সিন্ধুর মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমানে গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উচিত কাজ হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত করিয়া গমের দর চড়িয়া যাইবার সুযোগ দিলে উহার ফলে দরিদ্র ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণের দুর্ভোগের চূড়ান্ত হইবে বলিয়া উক্ত বৈঠক মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, সিন্ধু সরকার এই বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট তাঁহাদের মতামত প্রেরণ করিয়াছেন।

মাগ্‌গী ভাতার হার বৃদ্ধি

নয়াদিল্লীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের কষ্ট লাঘবের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট রেল কর্ম্মচারী ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের জন্য বর্ত্তমানে যে মাগ্‌গী ভাতার ব্যবস্থা আছে তাহাকে আরও ব্যাপকতর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে শতকরা ১২৸০ আনা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করা হইবে এবং বিভিন্ন এলাকায় দুর্ম্মূল্য ভাতার হারও বৃদ্ধি করা হইবে।

বাংলা সরকারের নূতন ডেপুটী ডিরেক্টর

মিঃ মুকুল গুপ্ত বাংলা সরকারের সহকারী ডিরেক্টর (শিল্প বিভাগের) পদ হইতে ডেপুটী ডিরেক্টর পদে (বাণিজ্য সম্বন্ধীয়) নিযুক্ত হইয়াছেন। কুটির শিল্পকে যুদ্ধোদ্যমে সংযুক্ত করার জন্ত মিঃ গুপ্তকে এই পদে মনোনীত করা হইয়াছে।

কাগজের অভাব

লাহোরে কাগজের অভাবের দরুণ প্রায় ১২খানা দৈনিক সংবাদপত্র রবিবারের সংখ্যা বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে দুগ্ধ আমদানী

বাংলা সরকার মেদিনীপুরের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রথম হইতেই শিশু ও রোগীর দুগ্ধের ব্যবস্থা লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এতাবৎ বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ১০০০০ পাউণ্ড দুগ্ধ আমদানী এবং প্রয়োজনানুরূপে বণ্টন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে ২০০০ হাজার পাউণ্ড দুগ্ধ ফ্রেণ্ডস্ এম্বুলেন্স এবং অন্যান্য সেবাসঙ্ঘের মারফৎ বণ্টন করা হইবে।

ভারতের খাদ্য সমস্যায় ভারত সচিব

কমন্স সভায় ভারতে খাদ্যাল্পতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে মিঃ আমেরী বলেন, যে, যদি মজুত খাদ্যসামগ্রী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বাজারে আনার ব্যবস্থা করিয়া প্রয়োজনানুরূপে বণ্টন করা হয় তবে অভাবের আশঙ্কা অনেকটা লাঘব হইবে। মিঃ আমেরী বলেন, সহর অঞ্চলে লোকজন খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যসামগ্রীর তেমন অভাব বাস্তবিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব দেখাইয়াছেন যে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ গত ৫ বৎসর বা ১০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। বিপদ এই যে, যে সমস্ত মাল ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত আছে তাহা বাজারে বাহির হইতেছে না। অতঃপর ভারত সচিব আশ্বাস দেন যে, অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির বিপদ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য সরকারী খরিদের এজেন্সী করা হইবে। বিদেশ হইতে গম আমদানী করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী কর্ম্মচারীরা নজর রাখিবেন যাহাতে অতি লোভী ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভ করিতে না পারে।

বাংলা সরকারের আর্থিক অবস্থা

বাংলার জন-রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু গত ২৬শে জানুয়ারী বড়লাটের শাসন বিভাগের সদস্য মিঃ জেরিমি রেইসম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সন্তোষজনক আশ্বাস পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত বসু ১৯৪৩-৪৪ সালের বাংলা প্রদেশের আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। উপরন্তু ইহাও জানা গিয়াছে, বর্ত্তমানের চূড়ান্ত আর্থিক দুরবস্থায় এ প্রদেশের দরিদ্র শ্রমজীবীদের সাহায্যকল্পে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে অর্থ সাহায্য করিবেন।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক নূতন খাদ্য-তালিকার ব্যবস্থা

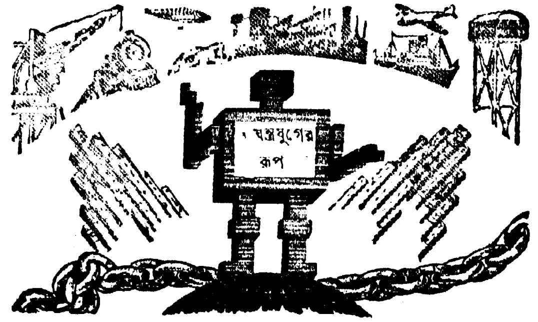
ভারত সরকারের সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কাউন্সিল সাব্যস্ত করিয়াছেন যে ভারতের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচা মালের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। সর্ব্বপ্রকার খাদ্যসামগ্রী, শাকশব্জী, জীবজন্তু, খনিজ দ্রব্যাদি ও শিল্প কার্য্যোপযোগী প্রাথমিক সরঞ্জামাদি এ-তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিচারপতি রক্সবার্গ

বাংলার প্রধান বিচারপতির অনুমোদন অনুসারে বিচারপতি রক্সবার্গ ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাই-এর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কর্পোরেশনের কয়লা সরবরাহ

কলিকাতার নাগরিকদিগের নির্দ্ধারিত মূল্যে কয়লা সরবরাহ করা সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত ব্যবস্থা শীঘ্রই ঠিক হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ। ইতিমধ্যে ধানবাদ হইতে কয়লাভর্ত্তি গাড়ীগুলি সব কলিকাতায় আসিয়া পৌছিবে বলিয়া কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন।



খাদ্যদ্রব্য মজুত বন্ধের চেষ্টা

নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য মজুতকারীদের প্রতি কঠোর দণ্ড বিধানের বিষয় ভারত সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। প্রকাশ, ভারতরক্ষা বিধানে যদিও খাদ্যদ্রব্য মজুতকারীদের যথোপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তথাপি খাদ্য মজুতের ন্যায় সমাজস্বার্থবিরোধী কার্য্যকলাপের দণ্ডের ব্যবস্থা যাহাতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হয় তদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্যদ্রব্য মজুতকারীদের কঠোর দণ্ড বিধানের এক বিল পেষ করা হইবে।

বাংলা হইতে শর্করা রপ্তানী নিষিদ্ধ

বাংলা সরকার ভারতরক্ষা আইনে বাংলাদেশ হইতে অন্যত্র শর্করা রপ্তানী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী নির্দ্দেশদাতা বলেন এই নীতি বাংলার শর্করা কারখানার অনেকটা সাহায্য করিবে।

বোম্বাই-এ খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা

খাদ্যশস্য বণ্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বোম্বাই সহরের বাড়ীগুলিতে নম্বর দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারীরা অধিবাসীদিগের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে পাটনা ষ্টেটের কাটাবঞ্জি সহরে ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক শাখা অফিসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। পাটনা ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মন্ত্রী রায় বাহাদুর বাজ কানোয়ার এম-এ, পি-সি-এস্ মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের দিক দিয়া কাটাবঞ্জি উক্ত ষ্টেটের প্রধান নগর বলাঙ্গী হইতেও উন্নত। সুতরাং এই স্থানে একটি ভাল ব্যাঙ্কের অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। অতঃপর সভাপতি মহাশয় ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি ও বিভিন্ন স্থানে উহার শাখা আফিস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণকে উক্ত ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কাটাবঞ্জি শাখার এই দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীবৃন্দ সমাগত অতিথিবৃন্দের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন।

মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বাইজনাথ কোম্পানী

কলিকাতায় বোমা বর্ষণের ফলে যেরূপ আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার ফলে অনেক হোটেল ও খাবারের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসীদের, বিশেষ করিয়া মধ্যশ্রেণী ও দরিদ্র জনসাধারণের, যৎপরোনাস্তি অসুবিধা ঘটায় এই সাময়িক গুরুসমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে লইয়া শ্রীযুক্ত ভুইয়ানীবালা অল্প দরে পুরি বিতরণের একটি কেন্দ্র খুলিয়াছেন। মেসার্স লক্ষ্মীচাঁদ বাইজনাথ কোং পরিচালিত ৩১নং কটন ষ্ট্রীটস্থ উক্ত বিক্রয় কেন্দ্রে পুরি প্রতি সের চার আনা দরে বিক্রয় হইতেছে, যদিও বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের বাজারে প্রতি সের পুরির দর আট আনার কম নহে। পুরির সঙ্গে তরকারী বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর জনকয়েক বিশিষ্ট কাউন্সিলরের সহিত উক্ত পুরি-তরকারী বিতরণ-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া লক্ষ্মীচাঁদ বাইজনাথ কোম্পানীর মালিক শ্রীযুক্ত ভুইয়ানীবালাকে এই সময়োচিত হিতকর কার্য্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সিভিল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

সম্প্রতি সিভিল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কসবা শাখা অফিসের শুভ উদ্বোধন কসবার সেন মার্কেটে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ বি সি মণ্ডল এম-এল-এ এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে "বন্দে মাতরম" জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। কলিকাতার ও স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উক্ত দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ এইচ এম্ ঘোষ এফ-আর-ই-এস্ (লণ্ডন) সমাগত অতিথিবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সভান্তে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ইণ্ডিয়ান্ পেপার পাল্প্ কোং লিঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **সীতারাম স্পিনিং মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫৲ টাকা। **সিমসন্ এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩১শে মে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৯৲ টাকা। **ত্রিবাঙ্কুর সুগারস্ এণ্ড কেমিক্যালস্ লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৭৷৷০ আনা। **ধন্দ্ বড়মতী রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা। **দেওলী কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **এ্যালবিয়ন জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি ডি বিড়লা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৪ কোটি টাকা। ব্যবসা—ব্যাঙ্কিং।

বসন্তলাল মুরলীধর লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মুরলীধর হিম্মৎশিঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮।৫, রূপচাঁদ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের কাজকারবার।

চারিয়া ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি এল চারিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬।১, আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—আমদানী ও রপ্তানীকারক এবং কমিশন এজেণ্ট।

খৈতা সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি ডি খৈতা। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৮এ, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ভারত সরকারের নিকট যুদ্ধসংক্রান্ত ও অন্যবিধ নানা প্রকার দ্রব্য ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহের কারবার।

হিমালয় লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি কে মিত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩, রাধানাথ বসু লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।

ওভার-সী চাইনিজ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস এ সিং। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেণ্ট ও কমিশন এজেণ্ট।

এ আর লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ অমূল্যরতন মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ৬, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সী।

দাশ এণ্ড কোং (ফুড্ ষ্টাফ) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাণিকলাল দাশ। ঠিকানা এখনও দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—খাদ্যদ্রব্যাদির খুচরা ও পাইকারী কাজকারবার।

ইণ্ডিয়ান মিলিটারী এণ্ড সিভিল সাপ্লায়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ নগীরাম সেন। ঠিকানা এখনও দাখিল করা হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—মার্চ্চেণ্ট ও এজেণ্ট।

হুগলী ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯ বদ্রিদাস টেম্পল্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টর।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় নাই। অবশ্য ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ এবার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন এতই নগণ্য যে বাজারের প্রচুর স্বচ্ছল অবস্থায় উহা আদৌ কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে বেশ চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় ৷৷০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, কিন্তু বোম্বাই-এর বাজারে এবার ।০ আনা হইতে ৷৷০ আনায় দাঁড়াইয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও এবার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের ন্যায়। অর্থাৎ বাজারে একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে। এবার বাজারে রপ্তানী বিলের যে কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্য।

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৵৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৵৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে।

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পূর্ব্ববিঘোষিত ঘোষণা অনুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটি ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫[illegible] পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫[illegible] পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৫[illegible] পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং কয়েকটী বিভাগের শেয়ারের দরেও উর্দ্ধগতি দেখা যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কলিকাতায় চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে গত সপ্তাহে কোনরূপ জাপানী বিমান আক্রমণ না হওয়া, অষ্টম সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি এবং ক্যাসাব্লাঙ্কায় মিঃ চার্চ্চিল এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা প্রভৃতির সংবাদে আশা করা গিয়াছিল যে বাজার বিশেষ ভাবে

তেজী হইয়া উঠিবে; কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বাজারের কর্ম্মতৎপরতা কতকটা ব্যাহত করিয়াছিল। যাহা হউক, সমস্ত বিষয় বিচার করিলে গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারে কাজ-কারবারের অবস্থা ভালই ছিল বলা যায় এবং ভবিষ্যতে বাজারে আরও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

কোম্পানীর কাগজ

এই বিভাগে কতকটা তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। টাকার বাজার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিলেও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের ব্যাপারে কেহই বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪৲ টাকায় অপরিবর্ত্তিত ছিল। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ২৸০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০॥৵০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫॥/০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০।/০ আনা এবং ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸৴০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৪৲ টাকা সুদের পাঞ্জাব বণ্ড ১০৪॥০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছিল।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারের দর তেজী ছিল।

কয়লার খনি

এই বিভাগে কাজকারবারের পরিমাণ ভাল ছিল এবং শেয়ারের দর কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের দরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঊর্দ্ধগতি লক্ষিত হয়। পাটজাত দ্রব্যাদির দর তেজী থাকায় শেয়ারের দরেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৩৵০ আনা এবং ২৫৵০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; কিন্তু পরে যথাক্রমে ৩২৸০ আনা এবং ২৪৸০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল।

চিনির কল

এই বিভাগে কেরু এণ্ড কোং ১৬৲ টাকা, কাণপুর ৩৩৸০ আনা, বলরামপুর ১২।৴০ আনা এবং চম্পারণ ২৬॥০ আনায় কাজকারবার হইয়াছে।

চা-বাগান

চাবাগানের শেয়ারের মধ্যে বিশ্বনাথ ৩০।০ আনা, হন্তপাড়া ৪৭২॥০ আনা, নিউ সামানবাগ ৩০।০ আনা, রাজাহাট ৪২৲ টাকা এবং ১১।/০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩।/০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ২।/০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৵০ আনা, ক্যালকাটা ট্রামস ১৪।৴০ আনা, এলুমিনিয়াম করপোরেশন ১৬৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৫॥০ আনা, ডানলপ রাবার ৪৭॥০ আনা এবং বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৯৸০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৫শে জানুয়ারী—৮০॥৵০ ৮১/০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২৫শে জা:—১০০।০ ১০০॥০; ২৬শে—১০০॥০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৬শে জা:—৯৫॥০; ২৭শে—৯৫॥৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে জা:—৯৯৸/০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে জা:—৯৪৴০; ২৫শে—৯৪৲ ৯৪৴০; ২৬শে—৯৪৲ ৯৪।০; ২৭শে—৯৪/০ ৯৪।০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২২শে জা:—১০৩৸৴০; ২৬শে—১০৩৸৴০। ৪৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ২৬শে জা:—১০৪॥০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৫শে জা:—১০৯৸৴০। ৪॥০ সুদের ঋণ

(১৯৫৫-৬০) ২৬শে জাঃ—১১৩৸৶০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে জাঃ—১০৮।০ ; ২৭শে—১০৮।৶০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ২৭শে জাঃ—৪০৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২২শে জাঃ—১০৪৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ২৭শে জানুয়ারী—৩২॥৶০ ৩৩৶০। বেঙ্গল ২৫শে জানুয়ারী—৪০৭৲ ৪১২৲ ; ২৭শে—৪১০৲ ৪১২৲। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৫শে জানুয়ারী—১৫৸০ ১৭৲ ; ২৬শে—১৬৸০ ১৭৲। বড়ধেমো ২৫শে জানুয়ারী—৬৶০ ; ২৭শে—৬৲ ৬৵০। বরাকর ২৬শে জানুয়ারী—১৩।৶০। সেণ্ট্রাল কুরকেণ্ড ২৫শে জানুয়ারী—১৪॥৶০। খেমোমেইন ২৫শে জানুয়ারী—১৩।০ ১৩।৶০ ; ২৬শে—১৩॥০ ১৩৸০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ২৭শে জানুয়ারী—১৮৸০। ইকুইটেবেল ২২শে জানুয়ারী—৩৫৸০। পুরিলাদি ২৫শে জানুয়ারী—১৫৸০ ১৫৸৶০ ; ২৬শে—১৫৸০। কালাপাহাড়ী ২২শে জানুয়ারী—১২৶০ ১২৵০ ; ২৭শে—১২॥০। কাটরাস ঝরিয়া ২৬শে জানুয়ারী—২৮॥০ ২৮॥৶০ ; ২৭শে—৩২৲। লাকুরকা ২৭শে জানুয়ারী—১৪॥০ ১৫৲। নাজীরা ২৫শে জানুয়ারী—৮॥৶০ ; ২৭শে—৮৸০। রেওয়া ২৫শে জানুয়ারী—৩০।০ ৩০॥০ ; ২৬শে—৩০৸০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫শে জানুয়ারী—৩২।০ ; ২৬শে—৩২।০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী ২২শে জাঃ—৮৸৶০ ; ২৬শে—৮৸০ ৮৷৵০ ; ২৭শে—৯৶০। বেঙ্গল-নাগপুর ২৭শে জাঃ—২৯৲ ২৯।০। বেণারস ২৫শে জাঃ—৯।০ ৯।৶০ ; ২৬শে—৯।০ ৯॥৵০। বাউরিয়া (অর্ডি) ২৬শে জাঃ—৪৯৫৲ ; ২৭শে—৪৯৬৲। কাণপুর টেক্সটাইল ২৫শে জাঃ—১৪৸০ ১৫৲ ; ২৬শে—১৫।০ ১৫॥৶০ ; ২৭শে—১৬৲ ১৬৸০। এলগিন মিলস ২৫শে জাঃ—৪৪৲ ৪৪৸০ ; ২৭শে—৪৪॥০ ৪৪৸০। কেশোরাম ২২শে জাঃ—১৫৸০ ; ২৫শে—১৬৲ ১৬।/০ ; ২৬শে—১৬।৵০ ১৬॥/০ ; ২৭শে—১৬॥৶০ ১৬৸০। মহালক্ষ্মী ২৬শে জাঃ—২৯॥০ ; ২৭শে—২৯৸০। নিউ ভিক্টোরিয়া ২২শে জাঃ—৭৷৵০ ৭৸৵০ ; (প্রেফ) ২৭শে—১১।০।

ইলেক্ট্রীক

জব্বলপুর ২৭শে জাঃ—১৬।০। রাওয়ালপিণ্ডি ২৭শে জাঃ—২৮।০। আপার গ্যাঞ্জেস ২২শে জাঃ—১২৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে জাঃ—৩১।৶০ ৩১।৵০ ৩১॥০ ৩১॥৶০ ৩১॥৵০ ৩১৷৵০ ৩১৸৶০ ; ২৫শে—৩২৵০ ৩২।০ ৩২।/০ ৩২।৶০ ৩২।৵০ ৩২৸০ ; ২৬শে—৩১৸৶০ ৩২৲ ৩২৶০ ৩২৵০ ; ২৭শে—৩২॥৵০ ৩২৸০ ৩২৷৵০ ৩২৸৶০ ৩৩৲ ৩৩৶০ ৩৩।০। বার্ণ এণ্ড কোং ২৫শে জাঃ—৩৪৬৲। জেসপ এণ্ড কোং ২২শে জাঃ—২০।০ ; ২৭শে—২০॥০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২২শে জাঃ—১১॥৶০ ১১৸০ ; ২৫শে—১১॥৵০ ১১৸৶০ ; ২৬শে—১১৸৵০ ; ২৭শে—১১৷৵০ ১২৲। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ২২শে জাঃ—২৩॥০ ২৩॥/০ ২৩॥৶০ ২৩॥৵০ ২৩৸০ ২৩৷৵০ ২৩৸৶০ ২৩৸৵০ ; ২৫শে—২৪।৵০ ২৪॥০ ২৪॥/০ ২৪॥৶০ ২৪॥৵০ ২৪৸০ ২৪৷৵০ ২৪৸৶০ ; ২৬শে—২৪।৶০ ২৪।৵০ ২৪॥০ ২৪॥/০ ২৪॥৶০ ২৪॥৵০ ; ২৭শে—২৪॥৶০ ২৪॥৵০ ২৪৷৵০ ২৫৲ ২৫৶০ ২৫৵০ ২৫।০ ২৫।৶০ ২৫।৵০ ; (প্রেফ) ২৫শে জাঃ—১১৭৲ ১১৭॥০ ১১৮৲। ষ্টীল প্রডাক্টস ২২শে জাঃ—৭।৶০ ৭॥/০।

পাটকল

আদমজী ২২শে জাঃ—২৪৸০ ২৪৸৶০ ; ২৬শে—২৬।৶০ ২৬৸০ ; ২৭শে—২৬৲ ২৬৸৶০। আগরপাড়া ২২শে জাঃ—২৩৸০ ; ২৫শে—২৪৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ২২শে জাঃ—৩৩৬৲ ৩৪০৲ ; ২৫শে—৩৪৩৲ ৩৪৬৲ ; ২৬শে—৩৪৫৲ ; ২৭শে—৩৪৬॥০ ৩৪৯৲। অকল্যাণ্ড ২২শে জাঃ—১৭১৲ ১৭৩৲ ; ২৫শে—১৭৩৲ ১৭৫৲ ; ২৬শে—১৭৩॥০। বালি ২২শে জাঃ—২৬০৲ ; ২৫শে—২৬১৲ ২৬৩৲ ; ২৬শে—২৬৩৲ ২৬৪॥০ ; ২৭শে—২৭০৲ ২৭৩৲। বরানগর (অর্ডি) ২৫শে জাঃ—১০২৲ ; ২৬শে—১০৪৲ ১০৫৲ ; ২৭শে—১০৪৲ ১০৬৲। বেলভেডিয়র ২২শে জাঃ—৩৯৬৲ ৪০৭৲ ; ২৫শে—৪০৯৲ ৪১৫৲ ; ২৬শে—৪২২৲ ৪২৬৲ ; ২৭শে—৪২৯৲ ৪৩১৲। বজবজ ২২শে জাঃ—৩৪০৲ ৩৪৫৲ ; ২৫শে—৩৫০৲ ; ২৬শে—৩৫০৲ ; ২৭শে—৩৬০৲। চাঁপদানী ২৬শে জাঃ—১৯০৲ ; ২৭শে—১৯২৲। সেভিয়ট ২২শে জাঃ—১৮৮৲ ; ২৫শে—১৯২৲ ১৯৩৲ ; ২৬শে—১৯১৲ ১৯২৲। চিৎভলসা ২৫শে জাঃ—১৮।০ ১৮॥০ ; ২৬শে—১৮॥০ ১৮॥/০। ডেল্টা ২২শে জাঃ—৪৩০৲ ; ২৫শে—৪৪৬৲ ৪৫০৲ ; ২৬শে—৪৫৭৲ ; ২৭শে—৪৬৪৲। গ্যাঞ্জেস ২২শে জাঃ—৩৪২৲ ; ২৫শে—৩৪৬৲ ; ২৭শে—৩৬৬৲। হাওড়া ২৫শে জাঃ—৫৩৸০ ৫৪।০ ; ২৬শে—৫৪৶০ ৫৪॥০ ; ২৭শে—৫৫।০ ৫৫।৶০। হুকুমচাঁদ ২২শে জাঃ—১৯৶০ ; ২৫শে—১৮৸০ ২০।৶০ ; ২৬শে—২০॥০। ইণ্ডিয়া ২২শে জাঃ—৪২৬৲ ৪৩০৲ ; ২৫শে—৪৩৭৲ ; ২৬শে—৪৩৮৲ ৪৪৩৲ ;

২৭শে—৪৫৪৲ ৪৫৫৲। কামারহাটী ২২শে জাঃ—৪৯৩৲ ; ২৫শে—৪৯৭৲ ; ২৬শে—৫০০৲ ; ২৭শে—৫০৬৲। কাঁকনাড়া ২২শে জাঃ—৩৯৮৲ ৪০০৲ ; ২৬শে—৪০৩৲ ৪০৫॥০ ; ২৭শে—৪০৮৲ ৪১৬৲। কেলভিন ২২শে জাঃ—৫৪১৲ ৫৪৬৲ ; ২৫শে—৫৫০৲ ; ২৬শে—৫৫২৲ ৫৫৭৲। কিনিসন ২২শে জাঃ—৩২২৲ ৩২৪৲ ; ২৫শে—৩৩২৲। ন্যাশনাল ২২শে জাঃ—২২৸০ ২৩৲ ; ২৫শে—২৩৲ ২৩।৶০ ; ২৬শে—২৩।০ ২৩॥০ ; ২৭শে—২৩॥০ ২৩৸৵০।

কাগজের কল

বেঙ্গল (ফাষ্ট প্রেফ) ২৫শে জানুয়ারী—১৬৲ ১৮৲। ইণ্ডিয়া পেপার পালপ ২২শে জানুয়ারী—১৬৪৲ ১৬৫৲ ; ২৫শে—১৬৭৲ ১৬৯৲ ; ২৬শে—১৬৯৲ ১৭০৲ ; ২৭শে—১৭১৲ ১৭৩৲। শ্রীগোপাল পেপার ২৭শে জানুয়ারী—১৯।৵০ ১৯॥০। ওরিয়েণ্ট পেপার (প্রেফ) ২৫শে জানুয়ারী—১১১৲। ষ্টার পেপার ২২শে জানুয়ারী—১৯৶০ ১৯।৵০ ; ২৫শে—১৯॥০ ১৯॥/০। টিটাগড় (অর্ডি) ২২শে জানুয়ারী—২২॥৶০ ২৩৶০ ; ২৫শে—২৩৸০ ২৪৲ ; ২৬শে—২৩॥০ ২৩॥/০ ; ২৭শে—২৩॥৶০ ২৩৸০।

চিনির কল

বলরামপুর ২৭শে জানুয়ারী—১২।/০। বেলস্থাণ্ড ২৫শে জানুয়ারী—৪৸০। ভারত ২২শে জানুয়ারী—১৪৶ ; ২৫শে—১৪৲। বুলাণ্ড ২২শে জানুয়ারী—৪৫৲ ৪৫৶০ ; ২৫শে—৪৪॥০ ৪৫৶০ ; ২৭শে—৪৫৶০। কেরু এণ্ড কোং ২২শে জানুয়ারী—১৪৸৶০ ১৪৸৵০ ; ২৫শে—১৪৸০ ১৪৸৵০ ; ২৬শে—১৫।০ ১৫৸/০ ; ২৭শে—১৫।০ ১৬৲। কানপুর ২২শে জানুয়ারী—৩৩৲ ৩৩।০ ; ২৫শে—৩৩৶০ ৩৩।৶০ ; ২৬শে—৩৩॥০ ৩৩৸০। মারী ক্রুয়ারী ২৭শে জানুয়ারী—১৮॥৶০ ১৮৸৶০। নিউ সাভান ২২শে জানুয়ারী—১২৸৵০ ; ২৭শে—১৩৸০ ১৩৸৶০। রাজা ২২শে জানুয়ারী—৪৫।৶০ ৪৫॥০ ; ২৫শে—৪৫॥৶০ ৪৬৲ ; ২৬শে—৪৫॥৶০ ৪৫৸০। সমস্তীপুর ২২শে জানুয়ারী—১২॥৶০ ১২৸০ ; ২৫শে—১৩৲। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ২২শে জানুয়ারী—১৫।৶০ ১৫॥৶০ ; ২৫শে—১৫৸০ ; ২৬শে—১৫॥০ ১৫৸০ ; ২৭শে—১৫॥৶০ ১৫॥৵০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁচা পাটের বাজারে পাটের দরে একটা উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে। অবশ্য সপ্তাহের শেষের দিকে বিক্রেতা মহল বর্ত্তমান দরে মজুত পাট হাত ছাড়া করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কাজকারবারের পরিমাণ অনেকটা সন্তোষজনক হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মফঃস্বলের বাজারসমূহেও পাটের দরে চড়তির ভাব দেখা যায় এবং যাহাদের হাতে পাট মজুত রহিয়াছে তাহাদের অনেকে এখন বর্ত্তমান চড়তি দরে বিক্রয় করা লাভজনক বলিয়া মনে করিতেছেন। মোটামুটি পাটের বাজারের সকল বিভাগই এবার তেজী ছিল। আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় নাই। ১৯৪০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইতিমধ্যে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বাজারে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, যাহাতে অধিকতর জমিতে পাট চাষ হইবার ফলে জলের দরে পাট কিনিবার সুবিধা হয় তজ্জন্য পাটকলওয়ালের পক্ষ হইতে দিল্লীতে জোর তদ্বির চালান হইতেছে। এই সংবাদে পূর্ব্বেকার আশার ভাব অল্পবিস্তর ব্যাহত হইয়াছে। যাহা হউক এই সম্পর্কে শীঘ্রই সরকারী সিদ্ধান্ত পাকাপাকি ভাবে জানান হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে কাঁচা বেল বিভাগ বেশ তেজী ছিল। ইউরোপীয়ান মিডিল ১৫৲ হইতে ১৫॥০ আনায়, বটোম ১২৲ টাকা হইতে ১২॥০ আনায়, সুপার ও বেঙ্গল মিডল ১৫৲ টাকায় ও বটোম ১২৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব দেখা যায়। অবশ্য কাজকারবারের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বাজারে চাহিদার পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক। মিলওয়ালারা বিক্রয়ের দিকে বাহ্যত বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। ৯নং পোটার জানুয়ারী ১৮।০ আনা হইতে ১৮।।০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। ১১নং পোটার জানুয়ারী ২৩।৵০ আনা হইতে ২৪।।০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২৩৸০ আনা হইতে ২৪৲ টাকা, এপ্রিল-জুন ২৩৸০ আনা, এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩।০ আনা হইতে ২৩।।০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে সুস্পষ্ট চড়তির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের জন্য খাদ্যাদির সুব্যবস্থা করা হইবে এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রচুর উৎপাদন ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত দুরূহ প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য শীঘ্রই বোম্বাই আসিতেছেন এরূপ সংবাদে বাজারে ভরসার ভাব দেখা যায়। কেন না, উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে মিলসমূহে কাজের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তুলার চাহিদা বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। সপ্তাহের শেষ ভাগে এবার ঝারিলা জানুয়ারী ৪২৩৲ টাকা, মার্চ্চ ২০৪৲ টাকা হইতে ২০৮৲ টাকা ও মে ২০৬৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বেশ তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের মজুত মাল হাত ছাড়া করিবার জন্য তেমন আগ্রহশীল নহেন। জাপানী বিমান হানার পর যে আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল এখন আর তাহা নাই। অনেকেই তাহাদের ব্যবসাক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁতের কাপড়ের দর সম্প্রতি চড়িয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই চড়তি দরই বজায় রহিয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ বেশী না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহের কাপড়ের বাজারের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই এবং সোণার দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৬৬।।০ আনা। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬৫৮/০ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৬৫৸০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪৮৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবর্ত্তিত ছিল।

রূপা

বোম্বাইয়ে তুলার বাজার তেজী হইয়া উঠায় রূপার দরও কতকটা চড়িয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০১।।০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৯৸০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৯৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩½ পেন্স।

চায়ের বাজার

কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী

গত ২২শে জানুয়ারী চায়ের ২৯এ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—বাজার খোলার দিকে এই বিভাগে কাজকারবারের অবস্থা মন্দা ছিল, কিন্তু পরে কতকটা তেজীর লক্ষণ দেখা যায়। পাতা চা এবং 'ফেনিং' শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৵০ হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং অন্যান্য শ্রেণীর চায়ের দরেও পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সবুজ চায়ের আমদানীর পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ এবং ইহার দর পাউণ্ড প্রতি ২৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। উৎকৃষ্ট এবং মাঝারি ধরণের গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হিসাবে বাড়িয়াছিল এবং সাধারণ শ্রেণীর গুঁড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনারও বেশী হারে চড়িয়াছিল।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই এবং আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই দরে বিকিকিনি হইয়াছিল।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

রহিয়াছিলেন। পিকেটারদের মধ্যে পাদ্রীও আছেন, নারীও আছেন। অকপট খৃষ্টভক্তের চোখে নিশ্চয়ই এই দৃশ্য একেবারে ধর্ম্মের অপপ্রয়োগ এবং নারীত্বের অপব্যবহার!

* * * *

ভারত সরকারের অতিথিরূপে তুর্কী সাংবাদিক দলের ভারত সফর আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিবেন। গত ২৭শে জানুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে তাঁহাদিকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষ্যে তুর্কী সাংবাদিক দলের নেতা মঃ আতে যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে মিঃ জিন্না ও মুসলীম লীগের সমর্থকদের জ্ঞাননেত্র উন্মিলিত হইবে কিনা জানি না। কিন্তু ঐ সারগর্ভ মতামত হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল দেশকল্যাণকামীই সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন। "হিন্দু ও গবর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রামরত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আজ পর্য্যন্ত তুরস্ক কিছুই করে নাই কেন?" জনৈক লীগপন্থী মুসলমানের এই প্রশ্নের জবাবে মঃ আতে বলেন, "ইহা একটি আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন। হিন্দুস্থানের মুসলমানগণ আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহা কিছুতেই বরদাস্ত করিতাম না।" যাঁহারা প্যান-ইসলাম বা বিশ্বমুসলিমতন্ত্রের স্বপ্নে মশগুল হইয়া ভারতের ইষ্টানিষ্ট নির্দ্ধারণের জন্য এতকাল ঘন ঘন কেবল বাহিরের দিকেই তাকাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে এই জাতীয় কথা পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। অতঃপর মঃ আতয়ে বলেন, "তুরস্কে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি বিশেষের বিবেকের সহিতই উহার সম্পর্ক। রাজনীতি অথবা দেশের শাসনব্যবস্থার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই।" ইসলামিক বিশ্বমৈত্রীর পরিবর্ত্তে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করিয়া তুরস্ক ইসলামের মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে কিনা এই জাতীয় এক প্রশ্নের উত্তরেও মঃ আতে বলেন, "ধর্ম্মের ভিত্তিতে বিশ্বমৈত্রীর অবাস্তব স্বপ্নের অপেক্ষা উদ্বুদ্ধ জাতীয় চেতনার ভিত্তিতেই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে খৃষ্টানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল। আমরা তাহাদিগকে হারাইয়াছি। আরব দেশগুলিও আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জাতীয়তাবাদের নীতি গ্রহণের ফলে এক্ষণে এই সব দেশ ও সম্প্রদায়ের সহিত আমরা অধিকতর সৈখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি।" এক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির মুখে এরূপ অখণ্ড জাতীয়তা জয়গান শুনিয়া মিঃ জিন্না কি তবে মঃ আতে এবং তৎসঙ্গে সমগ্র তুর্কী জাতিকে অ-মুসলমান বলিয়া আখ্যা দিবেন, না এখনও সময় থাকিতে তাঁহার শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে?

* * *

উক্ত সম্বর্দ্ধনার পরবর্ত্তী দিবস লাহোরে পাঞ্জাব মুসলীম সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে তুর্কী সাংবাদিক দলকে এক প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করা হয়। সেখানেও জনৈক মুসলিম সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মঃ আতে বলেন, "আমরা প্রথমে তুর্কী, পরে মুসলমান। সর্ব্ব ঐস্লামিক (Par Islamic) সঙ্ঘ বা ঐ জাতীয় ধর্ম্মাঙ্গীন কোন ফেডারেশন গঠনে আমরা আদৌ আগ্রহান্বিত নহি। তুরস্কের রাজনীতিতে ধর্ম্মের কোন স্থান নাই।" অথচ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস প্রতিনিধি ও অন্যান্য নেতারা এরূপ উক্তি করিয়া মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের নিকট হইতে এযাবৎ বিদ্রূপ ও কটূক্তি ছাড়া আর কোন প্রতিদান পান নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাও স্বধর্ম্মীদের হাতে কম নাজেহাল হইতেছেন না। কিছুদিন আগেই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য আহুত ও আমন্ত্রিত অতিথি স্যার মিরজা ইসমাইল ঢাকার মুসলিম ছাত্র ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন। স্যার মিরজা ইসমাইলের অপরাধ এই যে, তিনি পাটনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমি সর্ব্বাগ্রে একজন ভারতবাসী এবং তৎপর একজন মুসলমান।" মঃ আতের স্পষ্ট ভাষণে জিন্না কোম্পানীর আঁতে ঘা লাগিলেও, সুখের বিষয় তাহার অভিমত বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার মত স্থিরবুদ্ধি মুসলমান ও হিন্দুর অভাব এদেশে নাই। বিভেদ-বিদ্বেষ-জর্জ্জরিত বর্ত্তমান ভারতের সম্মুখে তুর্কী সাংবাদিক অনেকখানি আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

* * *

কারারুদ্ধ কংগ্রেসী নেতাদের সহিত বাহিরের অ-কংগ্রেসী প্রতিনিধিগণের আলাপ-আলোচনার পথে যে সব বাধানিষেধ রহিয়াছে তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ সোরেন্সেন ভারত সচিব মিঃ আমেরিকে অনুরোধ করায় তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের পক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিবার মত কোন সঙ্গত কারণ তিনি দেখিতেছেন না। ভারত সচিবের এই প্রত্যুত্তরে বৃটিশ শাসকশ্রেণীর চিরন্তন অহমিকা ও অপরিণামদর্শিতাই সূচিত হইতেছে। ইতিহাসের দুর্ণিবার স্রোতোবেগে এমন মূঢ়তার কত শক্ত বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। ভারতের অদৃষ্ট লইয়া বর্ত্তমান বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাঁহারা যে খুশ-খেয়ালের পরিচয় দিতেছেন তাহা আগুণ লইয়া খেলারই নামান্তর। ভারতবর্ষের জটিল প্রশ্নের একটা সদুত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত। মিঃ আমেরির সাফ জবাবের মধ্যে শাসকশ্রেণীর যে জেদ প্রকাশ পাইল তাহা শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আজ হউক কাল হউক অবস্থা বিপাকে মিঃ আমেরি তথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষ আলোচনা চালাইতে বাধ্য হইবেন। এই প্রসঙ্গে গর্ব্বান্ধ লর্ড উইলিংডনের অনমনীয় আচরণের কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। লর্ড উইলিংডন প্রথমে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা চালাইতে চাহেন নাই। পরে তিনি এমন কতকগুলি সর্ত্তে তাঁহার সহিত গান্ধীজীকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতে চাহিয়াছিলেন, যে সব সর্ত্ত সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি-সংগ্রামের মূর্ত্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী মানিয়া লয়েন নাই। পরে লর্ড লিনলিথগো এদেশে বড়লাট হইয়া আসিয়া নিজেই সাধিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। মিঃ আমেরির ন্যায় ব্যক্তিদের অনমনীয় মূঢ়তার পরাজয় আছে, কিন্তু সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা পরিণামে জয় লাভ করিবেই। সর্ব্বকালের ইতিহাসেই ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য রহিয়াছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয় —১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ	কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩	৩৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের চাষ

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলায় কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গলা সরকারের কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল না। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে বিষয়টীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার ভারত সচিবের উপর দেওয়া হইয়াছে। ভারতসচিব এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিবেন এবং কবে তাঁহার মতামত জানা যাইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে ইতিমধ্যে ষ্টেটস্ম্যান পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, অদ্য এবং আগামীকল্য (৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী) দিল্লীতে ফুড এডভাইসরি কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে "পাটের জমি কমাইয়া তৎস্থলে খাদ্য শস্যের চাষের ব্যবস্থা" সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইবার সম্বন্ধে উক্ত এডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্যগণ কিরূপ অভিমত পোষণ করেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে বর্ত্তমান বাণিজ্যসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—যিনি উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন তিনি বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইয়া তৎস্থলে ধানের চাষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। সম্প্রতি চটকলওয়ালাদেব তরফ হইতে এরূপ যুক্তি দেখান হইতেছে যে, বাঙ্গলায় বর্ত্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে এবার মোটমাট ৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে না। উহাদের মতে আগামী ৩০শে জুন তারিখে বর্ত্তমান বৎসরের অবশিষ্ট ৩৭ লক্ষ বেল পাট লইয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে বাজারে মাত্র ৮৭ লক্ষ বেল পাটের যোগান হইবে। অথচ আগামী বৎসরে ৯২ লক্ষ বেল পাটের দরকার হইবে। সুতরাং এবার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কৃষকগণকে যত জমিতে ইচ্ছা পাটের চাষ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হউক। চটকলওয়ালাদের এইসব যুক্তি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নহে। এইজন্য যে—প্রথমতঃ আগামী জুন মাসের শেষে কৃষক, আড়তদার, চটকলওয়ালা প্রভৃতি সকলের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ বেল অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে উৎপাদিত পাটের পরিমাণ ৫০ লক্ষ বেল নহে—৬০ লক্ষ বেল হইবে। তৃতীয়তঃ আগামী বৎসরে সমগ্র জগতের প্রয়োজনে ৯২ লক্ষ বেল অপেক্ষা অনেক কম পাটের দরকার হইবে। মোটের উপর বর্ত্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে আগামী বৎসরে প্রয়োজনীয় সমস্ত পাট পাওয়া যাইবে, চটকলওয়ালাদের হাতে উপযুক্তরূপ পাট মজুদ থাকিবে, পাটচাষী পাটের জন্য উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে এবং বাঙ্গলা চা'লের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবে। বর্ত্তমানে হিসাবের মারপ্যাঁচ দ্বারা বাঙ্গলায় অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করাইবার যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহা চটকলওয়ালাদের স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল মাত্র। বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত সরকার এই সব স্বার্থান্ধ প্রচারকার্য্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন না—উহাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা

ইতিপূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বাঙ্গলা দেশের অধিবাসী বলিয়া বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থার সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ স্বার্থ সম্পর্ক রহিয়াছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ বাঙ্গলার জনসাধারণের যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে এবার বাঙ্গলা সরকারের ভূমি-রাজস্ব, আবগারী, ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আয় অনেক হ্রাস

পাওয়াই সম্ভব। ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে পাটের রপ্তানী কমিয়া যাওয়াতে পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদও বাঙ্গলা সরকারের আয় এবার অনেক কম হইবে। এদিকে যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর যখন বাঙ্গলা সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে চলতি বৎসরে—অর্থাৎ আগামী মার্চ্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইবে তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় ১ কোটী ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা বেশী হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে বাঙ্গলায় চলতি বৎসরে এই ঘাটতির পরিমাণ উহা অপেক্ষা বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়। আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে এই অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক—উহা আরও শোচনীয় হওয়ারই আশঙ্কা আছে।

প্রকাশ যে, গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বাঙ্গলার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু যখন দিল্লী যান সেই সময়ে বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যানের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন। এই আলোচনার ফলে নাকি ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতি পূরণের জন্য পূর্ব্ব প্রদত্ত ঋণ ছাড়া আর একদফা নূতন ঋণ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার যদি ভারত সরকারের প্রদত্ত ঋণের সাহায্যে বর্ত্তমান অনটন কাটাইয়া উঠিতে পারেন তাহা হইলে উহা ভালই হইবে। কারণ বর্ত্তমানে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু বাঙ্গলার জনসাধারণের যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক দেশে নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইবে।

দরিদ্রের উপর আয়কর

যাহাদের আয় বৎসরে ৩০০০ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে আয়কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স ভারত সরকারের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। বৎসরে তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট যে সমস্ত ব্যক্তি বর্ত্তমানে আয়কর প্রদান করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবি। চাকুরী ছাড়া উঁহাদের আয়ের আর কোন পন্থা নাই। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর স্বল্প আয় দ্বারা উঁহারা কষ্টেসৃষ্টে নিজের ও পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আহার্য্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্তের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, যাহার ফলে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবিকানির্ব্বাহ অত্যধিক কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে যাহার আয় মাসে ১৬৭৲ টাকা ও বৎসরে দুই হাজার টাকা তাহাকেই আয়কর প্রদান করিতে হয়। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে এই শ্রেণীর আয় দ্বারা শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবন বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ ব্যয় সঙ্কুলান করা দূরে থাকুক, অনেকের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সঙ্কুলান করাই কঠিন। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যদি বৎসরে তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে আয়কর গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ পরিবার একটু রেহাই পাইতে পারে। বর্ত্তমানে দুই হাজার হইতে তিন হাজার টাকা আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে আয়কর প্রদান করিতেছে তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাপ্ত মোট আয়করের খুব কম অংশই পূরণ হইতেছে। কাজেই তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর হইতে আয়কর উঠাইয়া দিলে সরকারী রাজস্বের তেমন কিছু ক্ষতি হইবে না। আমরা আশা করি ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান আগামী বাজেট উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সের এই প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমপ্লয়মেণ্ট বোর্ডের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল কর্ত্তৃক "বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালী" শীর্ষক একখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিলাম। শ্রীযুক্ত সান্যাল বাঙ্গলার শিল্প-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর পশ্চাদপদতা এবং গত ৩০।৩৫ বৎসর কালের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য বাঙ্গালীর যে মূলধনের অপচয় ঘটিয়াছে তৎসম্বন্ধে দুঃখ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিল্পের দিকে অধিক ঝোঁক না দিয়া প্রথমে ব্যবসার দিকে বাঙ্গালীর অধিকতর মনোনিবেশ করা উচিত। এই সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ প্রস্তাব হইতেছে—(১) কোন ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধাদান কালে এরূপ সর্ত্ত রাখা হউক যে, প্রত্যেক প্রদেশে উক্ত শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ভার উক্ত প্রদেশের অধিবাসীর হাতে অর্পণ করিতে হইবে। (২) ভারত সরকারের অধীনে একটী প্রতিনিধিমূলক কমিটী থাকিবে এবং এই কমিটী যাহাতে উপরোক্ত ১নং সর্ত্ত অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশে এজেন্সী দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং (৩) গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসাকেন্দ্র সম্বন্ধে তথ্যতালিকা প্রকাশ করিবেন।

শ্রীযুক্ত সান্যালের উপরোক্ত প্রস্তাবের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। শিল্পোদ্যমে বাঙ্গালীর বহু কোটী টাকা মূলধনের অপচয় হইয়াছে বলিয়াই যে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত—এরূপ নহে। এই প্রদেশে শিল্পের মারফতে ইউরোপীয়, অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী সকলে মিলিয়া বৎসরে যত টাকা লাভ করিতেছে তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ লাভ করিতেছে যাহারা দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত। অন্তর্ব্বাণিজ্যের মারফতে বাঙ্গলা দেশ হইতে বৎসর বৎসর শিল্পের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ টাকা বাহিরে চলিয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার জন্য বাঙ্গালীর পক্ষে অগ্রে উহাতে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীযুক্ত সান্যালের প্রথম প্রস্তাবটী কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহাতে সন্দেহ আছে। অন্তর্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালীর মূলধন ও কার্য্য-দক্ষতা এত কম যে অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের সহিত বাঙ্গালীর প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন হইবে। আর বাঙ্গলার অধিবাসিবৃন্দ অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের তুলনায় সুবিধাজনক সর্ত্তে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ না হওয়া সত্ত্বেও যদি শিল্প পরিচালকগণকে বাঙ্গালীর মারফতে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে এদেশের শিল্প প্রচেষ্টাকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া বিপন্নই করা হইবে। শ্রীযুক্ত সান্যাল যদি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালার কাপড়ের কল, কেমিক্যাল কোম্পানী ইত্যাদিতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী প্রধানতঃ অবাঙ্গালীর মারফতে বিক্রিত হইতেছে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কাঁচা মালও অবাঙ্গালীর মারফতে সরবরাহ হইতেছে। বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালী শিল্প পরিচালকদের স্বাভাবিক সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও উঁহারা অবাঙ্গালীর মারফতে নিজেদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছেন কেন?

বাঙ্গালীর মূলধন ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবই উহার কারণ। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি সমুন্নত হইয়া উঠাতে মূলধনের অভাব অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায় সম্বন্ধে

অভিজ্ঞতার অভাব বাঙ্গালীর প্রধান অন্তরায় হইয়া আছে। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গালীকে সাহায্য করিতে পারেন এবং যেহেতু উহারা বাঙ্গলা দেশে ব্যবসায় চালাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন তজ্জন্য উহারা বাঙ্গালীকে ব্যবসায় সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। এজন্য যদি উপযুক্তরূপ ফি দিতে হয় তজ্জন্যও বাঙ্গালী প্রস্তুত আছে। শ্রীযুক্ত সান্ন্যাল যদি স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল প্রমুখ ইউরোপীয়গণ এবং অবাঙ্গালী ব্যবসায়িগণকে এই ব্যাপারে রাজী করিতে পারেন তবেই বাঙ্গলার অন্তর্ব্বাণিজ্যে বাঙ্গালীর প্রবেশের পথ সুগম হইবে।

পর্ব্বতের মূষিক প্রসব

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ—অর্থাৎ দরিদ্রের ব্যবহারযোগ্য সস্তা কাপড় সম্বন্ধে এতদিন পরে যে সিদ্ধান্ত হইল তাহা দেখিয়া পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের কথাই মনে হইতেছে। এই সিদ্ধান্তের মর্ম্ম হইতেছে যে (১) ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত এবং/অথবা গবর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুতে নিয়োজিত হইবে (২) আগামী ৩ মাসের মধ্যে ৫ কোটী গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার হইবে (৩) ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত, চালান দেওয়া ও উহার মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটী উপদেষ্টা কমিটী গঠিত হইবে এবং (৪) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মারফতে এই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম ধারাটী এরূপ কৌশলক্রমে রচিত হইয়াছে, যাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা দরকার। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এবং/অথবা সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র প্রস্তুতে নিয়োজিত হইবে। উহার অর্থ এই যে প্রয়োজন হইলে কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতাই সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতে পারিবে। উহা দ্বারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের জন্য কাপড়ের কলগুলির কত অংশ ক্ষমতা নিয়োজিত রাখা হইবে তাহা কিছুই বুঝা যায় না। এই বিষয়ে কার্য্যতঃ যে কিছু হইবে না তাহা সরকারী সিদ্ধান্তের ২নং সর্ত্ত হইতে বুঝা যায়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ৩ মাসে ৫ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত করা হইবে। অর্থাৎ আগামী ৩ মাস কালে ভারতবর্ষের ৩৮ কোটী লোকের মধ্যে মাত্র ১ কোটী লোক একখানা করিয়া ১০ হাত ধুতি পাইতে পারিবে। উহা যে প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তারপর এই কাপড়ের মূল্য কিরূপভাবে নির্দ্ধারিত হইবে এবং এই বস্ত্র বস্ত্রব্যবসায়ীদের মারফতে বিক্রয় করা সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহা এখনও অনিশ্চিত রহিয়া আছে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের দেখা পাওয়া যাইবে কিনা এবং পাইলেও তাহা দরিদ্রের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হইবে কিনা, তাহা অনিশ্চিতই রহিয়া গেল।

নবেম্বরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে গত নবেম্বর মাসের তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে, গত অক্টোবর মাসের তুলনায় নবেম্বরে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা কমিয়া ৭ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ ৫ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২০ কোটী ২২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। স্বাভাবিক সময়ে হইলে ভারতে এইভাবে বিদেশ হইতে আমদানীর স্বল্পতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর আধিক্য একটা সুখের বিষয় হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা ইত্যাদি বিদেশ হইতে আমদানী হইতে পারিতেছে না। এদিকে ভারতবাসীর নিত্যব্যবহার্য্য বহু প্রকার জিনিষ সামরিক প্রয়োজনে বিদেশে রপ্তানী হওয়ার জন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং পণ্যমূল্য দিন দিন অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এইসব কারণে বর্ত্তমানে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল পথে ধাবিত হইতেছে, একথা বলা যায় না।

বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে আরও একটা ভাবিবার বিষয় আছে। বর্ত্তমানে রপ্তানীকারকগণ এদেশে গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত দরে মালপত্র ক্রয় করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করিতেছে। এই দর বাজার দরের তুলনায় অনেক কম। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে বিদেশ হইতে যে মালপত্র ক্রয় করিতেছে তজ্জন্য ভারতবাসীকে অত্যধিক মূল্য দিতে হইতেছে। এইভাবে বর্ত্তমানে বহির্ব্বাণিজ্যের মারফতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক মাসে কয়েক কোটী টাকা করিয়া ক্ষতি হইতেছে। তারপর আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী হওয়ার দরুণ বিদেশের নিকট মাসে মাসে ভারতবর্ষের যে টাকা পাওনা হইতেছে তাহা ইংলণ্ডে নামমাত্র সুদে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্রে নিয়োজিত করিয়া রাখা হইতেছে। এইভাবে মজুদ ঋণপত্র দ্বারা ভারতবর্ষস্থিত বৃটীশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইবার জন্য দেশবাসী যে আন্দোলন করিতেছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেছেন না। উহার ফলে ভবিষ্যতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ঋণপত্রের মূল্য হ্রাসহেতুও ভারতবর্ষের বহু কোটী টাকা ক্ষতি হইবে। মোটের উপর বর্ত্তমানে সকল দিক দিয়াই ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ভারতবাসীর সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

নিমন্ত্রণ বন্ধের প্রস্তাব

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া বাঙ্গলা দেশে যাহাতে কেহ কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত বা সামাজিক ব্যাপার উপলক্ষে ৩০ অথবা বেশীর পক্ষে ৪০ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে না পারে তজ্জন্য ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইন অনুযায়ী কোন আদেশ জারী করিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটা আইন পাশ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। চেম্বারের মত এই যে, বর্ত্তমানে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে—কাজেই নিমন্ত্রণাদিতে উহার অপচয় নিবারণ করা আবশ্যক। সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ৫০ জনের অধিক লোককে নিমন্ত্রণ করা নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহা দেখিয়াই ইণ্ডিয়ান চেম্বার উপরোক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান চেম্বারের প্রস্তাবের আমরা যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কোন ব্যক্তি যদি দুই চার শত লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায় তবে এই জন্য সে যে পরিমাণ অধিক খাদ্যদ্রব্য খরচ করে সেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উক্ত ২৪ শত লোকেরবাড়ীতে কম ব্যবহার হয়। তবে নিমন্ত্রণে খাদ্যদ্রব্যের কিছুটা বাহুল্য হয় এবং মাত্র উহাকেই অপচয় বলা যায়। কিন্তু উহার পরিমাণ খুব বেশী নহে। হইলেও উহা রোধ করা সমীচীন নহে। যাহার কিছু অর্থ আছে সে যদি বিবাহ, শ্রাদ্ধাদিতে এই দুর্দ্দিনে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায় তাহা হইলে বহু লোকের খাদ্যসমস্যার আংশিকভাবে সমাধান হইতে পারে। আমাদের হিন্দু সমাজে বার মাসে তের পার্ব্বণ উপলক্ষে যে দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিত তদ্দ্বারা সমাজের কত লোক যে প্রতিপালিত হইত এবং বর্ত্তমানে উহা একপ্রকার উঠিয়া যাওয়া সত্বেও যে কত লোক এই ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা বোধ হয় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স অবগত নহেন। উহা জানিলে তাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের অতি সামান্য অপচয় নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট সমক্ষে উপরোক্তরূপ একটী উদ্ভট প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন না।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কিছুদিন যাবৎ সরকারী প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে আজকাল প্রায়শঃই অনেকখানি স্থান লইয়া যে সব জমকালো মার্কিনী বিজ্ঞাপন বাহির হয় তাহাতে বড় বড় কথা ও সুন্দর সুন্দর ছবির সমাবেশ থাকে। মিত্রশক্তি, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ন্যায়ের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন—দুনিয়ার নির্য্যাতীত নিপীড়িত দেশ ও জাতি-সমূহের মুক্তির জন্য, গণতন্ত্রের মর্য্যাদার জন্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যে তাঁহারা এই বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ আশ্বাস ও আদর্শ নানা ভাবে নানা ভাষায় প্রচার করা হইতেছে। সম্প্রতি একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধ পৃষ্ঠা জুড়িয়া এক প্রচার-বিজ্ঞাপনে "এশিয়ার ভবিষ্যতের জন্য-ই" আমেরিকার আজ এত দুর্ভোগ, এমন একটা মহান ব্রতের কথা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুন্দর আরও শোভন করিয়া জানান হইয়াছে। আমরা আশ্বস্ত হইলাম! কিন্তু হুঁসিয়ার মার্কিন সরকারকে আমরা তাঁহাদের একটা বে-হিসাবী কাজ সম্পর্কে সদুপদেশ দিতে চাই। এই যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া এদেশের জনমত উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম ও অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। বিজ্ঞাপনে যে সব কথা শুনান হইতেছে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্বয়ং সেই কথাটা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ফেলিলেই ত সব লেঠা চুকিয়া যায়। এক সঙ্গে শ্রমও বাঁচে, সময়ও বাঁচে, অর্থও বাঁচে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সেই সৎসাহসটা দেখাইতে পারিলে রাতারাতি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের সংবাদপত্রসমূহ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মারফৎ তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে যে অকপট আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে মাসের পর মাস কোটি কোটি ডলার প্রচার বিজ্ঞাপন মারফৎ ঢালিলেও তাহার শতাংশের একাংশ ফললাভ হইবে না। বহু আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই সহজ উপায়টা গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমানের কাজ করিতেন। এই যুদ্ধের বাজারে বৃথাই এতগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইত না—বিপর্য্যস্ত বর্ত্তমানে এই অর্থ ট্যাঙ্ক ও বিমানপোতের সংখ্যা বাড়াইবার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্মে আজ লাভজনকভাবেই নিয়োজিত হইতে পারিত।

* * *

মিঃ জিন্নার মুখে নূতন কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি বোম্বাইএ ইসমাইলী কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলীম লীগের কর্ণধার বলিয়াছেন, "এতাবৎ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসন-তান্ত্রিক অচল অবস্থাটাকেই বজায় রাখিবার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা তারস্বরে বলিতেছেন যে, ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য তাঁহারা অতি মাত্রায় উদ্‌গ্রীব হইয়াই আছেন। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য থাকার ফলেই উহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। দেশ-বিদেশে তাঁহারা এই যে অপপ্রচার চালাইতেছেন তাহার জবাবে আমরা কেন বলি না 'আমরা একমত হইয়াছি—এবার প্রকৃত শাসন বুঝাইয়া দাও।' এক মত ও এক দাবী লইয়া সমগ্র দেশের অখণ্ড সংগ্রামের জন্য সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব কেন হইতেছে না?" কেন যে হইতেছে না তাহা মিঃ জিন্না না জানেন এমন নহে। সুখের বিষয় মিঃ জিন্না এতদিনে একতার কথা বলিতেছেন। ইহা যদি তাঁহার অকপট মনের উক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান ভারতের অসহনীয় অচল অবস্থায় তাহা মস্ত বড় আশার কথা।

* * * *

সম্প্রতি ডাঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ সংবাদপত্র মারফৎ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা যেমনি সুচিন্তিত তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। যে পাকিস্থান লইয়া এত গোলযোগ ডাঃ লতিফ সেই পরিকল্পনারই প্রথম উদ্ভাবক। সেই ডাঃ লতিফ আজ মিঃ জিন্নাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "সেদিন পর্য্যন্তও মুসলীম লীগের হাতে ভারতীয় রাজনীতির একটা কলকাঠি ছিল; কিন্তু আজ সেই লীগের স্থান কোথায়? এজন্য দায়ী কে? গত বৎসর লীগ নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ হারাইয়াছে। গত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কংগ্রেস যখন পাকিস্থান সম্পর্কে তাঁহাদের আপোষমূলক মনোভাব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিল, সেই সময়ে মুসলিম লীগ চূড়ান্ত সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সহিত আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি বৃটিশ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি একান্ত উদাসীন রহিলেন। 'আগে পাকিস্থান পরে সাময়িক জাতীয় শাসনতন্ত্র গঠন' এইরূপ জেদ আঁকড়াইয়া রহিলেন"। ডাঃ লতিফের বিচার-বিশ্লেষণ অকাট্য। মিঃ জিন্না অনমনীয় ছিলেন বলিয়াই তৃতীয় পক্ষ সেই সুবিধা ভাঙ্গাইয়া নিজেদের মতলব অনুযায়ী কাজ হাসিল করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের কাছে এই আত্মসমর্পণের ফলে মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের পরিণামে কি সুফল লাভ হইল? ডাঃ লতিফেরই ভাষায় "কংগ্রেস নেতৃগণ কারাগারে গিয়া আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা হারাইলেন। বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে মিঃ জিন্নার কাছেও আর উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে না। বড়লাট মিঃ জিন্নাকে আর বিশেষ আমলই দিলেন না। শুধু তাহাই নহে। বন্ধুবর মিঃ আমেরী পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়া বলিয়া বসিলেন যে, আকবরের শাসন পরি-কল্পনা অনুসারেই কি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত ও প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না? সর্ব্বশেষে তুর্কী সাংবাদিক দল বলিলেন যে, তাঁহারা পাকিস্থানের ন্যায় ঘরোয়া একটা কলহ সম্পর্কে আদৌ কৌতূহল পোষণ করেন না। আজ লীগের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে"।

* * *

মিঃ আমেরির মুখে আকবরের শাসনতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা লর্ড লিনলিথগোর বক্তৃতায় সহসা ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার জোরাল সমর্থনকে ভারতবাসী সন্দেহের চক্ষেই দেখে। এসবের পিছনে কোন এক নূতন মতলবের নূতন চাল রহিয়াছে। শাসক শক্তির সর্ব্বপ্রকার ভেদনীতি ব্যর্থ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধতা। মিঃ জিন্নার বোম্বাই বক্তৃতার উপসংহারে অবশ্য তাঁহার পুরাতন সুরের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে, তথাপি মোটামুটি তাঁহার বক্তৃতায় সকলে মিলিয়া এবার একযোগে দাঁড়াইয়া শাসকশ্রেণীর ধাপ্পাবাজি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার এক আহ্বান উচ্চারিত হইয়াছে। এই সূত্র ধরিয়া একটা আপোষ-মীমাংসার পথে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হওয়া কি আজ অসম্ভব? অন্যান্য রাজনৈতিক মহলে মিঃ জিন্নার উক্তির কি প্রতিক্রিয়া হয়, আমরা তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিব।

(৭১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইনফ্লেশন (১)

ভারতবর্ষে ইনফ্লেশন নামক একটা মারাত্মক কিছুর উদ্ভব হইয়াছে একথা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। কিন্তু ইনফ্লেশন ব্যাপারটা কি তাহা জানা না থাকাতে অনেকেই এই সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্য হইতে নিজেদের মতামত গঠন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইনফ্লেশন কি, ভারতবর্ষে উহার উদ্ভব হইয়াছে কিনা এবং উহার পরিণামই বা কি তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিব।

ইংরাজী ইনফ্লেশন শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ হইতেছে কোন জিনিষ বায়ুপূর্ণ করা বা বায়ু দ্বারা স্ফীত করা। যেমন ইনফ্লেটারের সাহায্যে ফুটবলের ব্লাডার অথবা মুখ দ্বারা বেলুনকে ফাঁপাইয়া তোলা। এই ভাবে ব্লাডার অথবা বেলুন বর্দ্ধিতকলেবর হইলেও উহা যে ফাঁপা ও অন্তঃসারশূন্য তাহা সকলেই জানেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইনফ্লেশন শব্দ অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যখন কোন দেশে জনসাধারণের হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে এই অনুপাতে বাজারে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না তখনই ইনফ্লেশনের উদ্ভব হয়। কেননা যখনই মানুষের হাতে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথচ সঙ্গে সঙ্গে বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়ে না তখনই পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায়। ফলে মানুষের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগমের জন্য যে স্বচ্ছলতা বা সমৃদ্ধি আসার কথা, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ—যে ব্যক্তি মাসে একশত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে সে ৫ টাকা মণ দরে চাল, ৩ টাকা জোড়ায় কাপড়, ৪ টাকা বেতনে ভৃত্য এবং অনুরূপ সস্তা দরে গৃহস্থালীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া যতটা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবনপাত করিতে পারে, সেই ব্যক্তির উপার্জ্জন বাড়িয়া যদি দুইশত টাকা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি চালের মণ ১০ টাকা, কাপড়ের জোড়া ৬ টাকা, ভৃত্যের বেতন ৮ টাকা ও গৃহস্থালীর পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য সমস্ত জিনিষের মূল্য দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিন্দুমাত্রও বাড়িতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপার্জ্জন দ্বিগুণ হইলেও তাহার এই সমৃদ্ধি বেলুন ও ব্লাডারের মতই ফাঁপা ও অন্তঃসারশূন্য। উহা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য সমষ্টিগত-ভাবেও তেমন সত্য। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জনসাধারণের হাতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটী টাকা। উহা এখন বাড়িয়া ৬ শত কোটী টাকার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে দেশবাসীর হাতে রৌপ্য নির্ম্মিত টাকা এবং এক টাকার নোট—যাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে রৌপ্যমুদ্রা বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই ভাবে দেশ-বাসীর হাতে টাকা ও নোটের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়িলেও সঙ্গে সঙ্গে দেশে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান ৩ গুণ বৃদ্ধি পায় নাই—বরং বিদেশ হইতে আমদানী সঙ্কুচিত হওয়াতে যোগান কতকটা হ্রাস পাইয়াছে। ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্যও কোনটা দ্বিগুণ, কোনটা তিনগুণ এবং কোনটা বা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং সমষ্টিগতভাবে দেশবাসীর হাতে অর্থের পরিমাণ ৩ গুণ বাড়িয়া গেলেও উহার ফলে সমষ্টিগত ভাবে দেশবাসী ভোগ্যবস্তুর পরিমাণের দিক দিয়া কোন উপকারই পাইতেছে না। দেশের এই সমৃদ্ধি ইনফ্লেটেড—অর্থাৎ বায়ু দ্বারা বর্দ্ধিত কলেবর বেলুনের মত ফাঁপাও অন্তঃসারশূন্য।

কিন্তু ইনফ্লেশন সম্বন্ধে উহাই শেষ কথা নহে। উহাই যদি ইনফ্লেশনের শেষ হইত তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বদেশে রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ এবং অর্থনীতিকগণ উহাকে এত আতঙ্কের চক্ষে দেখিতেন না। ইনফ্লেশন সম্বন্ধে সবচেয়ে ভয়ের কথা এই যে, কোন দেশে উহা আরম্ভ হইলে গোড়াতে যদি উহার প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তাহা হইলে যতই দিন যাইতে থাকে ততই উহার শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। ফলে একদিকে দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ এবং অন্য দিকে পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আরও মারাত্মক অবস্থা এই ঘটে যে, ইনফ্লেশনের ফলে দেশবাসীর হাতে যে অধিকতর অর্থাগম হয় তাহা দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের হাতে সমভাবে পতিত হয় না। ইনফ্লেশনের সময়ে দেশের অগণিত লোক—যেমন চাকুরীজীবি, মজুর, ইত্যাদির আয় সমানই থাকে অথবা বাড়িলেও তাহা সামান্য মাত্র বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু উহাদের অপরিহার্য্য ব্যয়ের পরিমাণ প্রথমে দুইগুণ, তৎপর ৩ গুণ, তৎপর ৪ গুণ, তৎপর শত শত গুণ বাড়িয়া চলে। ফলে উহারা সর্ব্বস্বান্ত হয়। অবশেষে দেশের সর্ব্বত্র এমন এক অবস্থা ঘটে যখন গবর্ণমেণ্টের টাকা বা নোটকে আর কেহ বিশ্বাস করে না এবং সকলেই পণ্যদ্রব্য ও পরিশ্রমের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য ও মজুরী গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হয়। এরূপ একটা অবস্থার সময়ে সমগ্র দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। সরকারী কর্ম্মচারিগণ চাকুরী পরিত্যাগ করে এবং সৈন্য ও পুলিশ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এক কথায় ইনফ্লেশনের চরম অবস্থাতে দেশের কোটী কোটী লোক পথের ফকির হয়, দেশে বিপ্লব দেখা দেয় এবং যে গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্যতা বা দুষ্কার্য্যের ফলে দেশের এইরূপ সর্ব্বনাশ হয়, তাহার পতন ঘটে।

কি ভাবে এইরূপ একটা অবস্থা ঘটিতে পারে তাহা একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। ভারত সরকার গত ৩॥ বৎসর কালের মধ্যে যুদ্ধজনিত বিবিধ প্রয়োজনে দেশবাসীর হাতে প্রচলিত নোট ও টাকার পরিমাণ ৩ গুণ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান বাড়িতে পারে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট সেই সব ব্যবস্থা কিছুই অবলম্বন করেন নাই। ফলে পণ্য-দ্রব্যের মূল্য ৩ গুণ চড়িয়াছে। উহার ফলে গবর্ণমেণ্ট বাজার হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে বৎসরে গড়ে যে দেড় শত কোটী টাকার মালপত্র ক্রয় করিতেছেন, তাহা ক্রয় করিতে এখন ৩ শত কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এদিকে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়ার দরুণ গবর্ণমেণ্ট বেতন, ভাতা ইত্যাদি বর্দ্ধিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তজ্জন্যও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের পরিমাণ ৮।১০ কোটী টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে। কাজেই উহা ধরিয়া লওয়া যায়, ১৯৪৩ সালে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় একমাত্র পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও ভাতা ইত্যাদির জন্যই দেড় শত কোটী টাকা অপেক্ষাও বেশী বাড়িয়া যাইবে। আর এই দেড় শত কোটী টাকা দেশের অভ্যন্তরস্থিত পণ্যদ্রব্য

(৭১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুগন্ধি তৈলশিল্পে ভারতের স্থান

(শ্রীসুধীর গুহ ঠাকুরতা)

প্রসাধনে ও পূজা অর্চ্চনায় বহু প্রাচীন যুগ হইতেই অগুরু, চন্দন, চূয়া প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য ও বহুবিধ সুগন্ধ পুষ্পসার, তৈল প্রলেপ, পুষ্পরেণু প্রভৃতির ব্যবহার ভারতে প্রচলিত ছিল। এদেশের আতর, সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য বহু অংশেও যে যথেষ্ট সমাদৃত হইত ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও এদেশে সরকারী অনুপ্রেরণার অভাবে ক্রমশঃ আমাদের সেই প্রাচীন শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হ্রাস পাইতে বসিয়াছে। ভারতের এই শিল্প সম্পদের প্রতি দেশের বৈজ্ঞানিকদের যথাযথ মনোযোগ না থাকায় অশিক্ষিত শিল্পীরা প্রাচীন পন্থায় অগ্রসর হইয়া বৈদেশিক আধুনিক শিক্ষিত শিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও প্রয়োজনীয় বহুবিধ রাসায়নিক সুগন্ধ দ্রব্যের জন্য ভারতকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ সাবানের জন্য ৩২ লক্ষ টাকার, প্রসাধন দ্রব্যের জন্য ১৫ লক্ষ টাকার, ঔষধাদির জন্য ৫ লক্ষ টাকার, লজেন্সের ও সোডা-লিমনেড্ প্রভৃতির জন্য ১০ লক্ষ টাকার এবং আতর ও তামাকু-সুগন্ধির জন্য ৩০ লক্ষ টাকার সুগন্ধি তৈল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছে। মোট আমদানী ও রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ ১৯৩৭-৩৮ সালে সুগন্ধি তৈল আমদানী করিয়াছে ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৫৬ টাকার এবং সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার। আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষ বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে—সুগন্ধি তৈল ২২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬১৬ টাকার এবং সুগন্ধি তৈলাদি প্রস্তুতের কাঁচামাল রপ্তানী করিয়াছে ৬৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৩২১ টাকার। এই হিসাব হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমদানী হইতে রপ্তানীর পরিমাণ বেশী। যে পরিমাণ কাঁচামাল ভারত বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে তাহা হইতে যদি ভারতের কারখানাগুলি তাহার প্রয়োজনীয় সমুদয় সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারিত তাহা হইলে যেমন অর্থনৈতিক দিক হইতে এদেশ যথেষ্ট লাভবান হইত তেমন আত্মনির্ভরশীল হইতেও সক্ষম হইত। যুদ্ধের কালে এইরূপ আত্মনির্ভরশীলতাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের জল, মাটি, বন ও পাহাড় পর্ব্বত, সুগন্ধি গাছপাতা ও লতাগুল্মের চাষের পক্ষে খুবই অনুকূল। এদেশের চাষীকে কাজ অভাবে বৎসরের প্রায় ৮ মাস কাল অলস বসিয়া থাকিতে হয়। যুদ্ধের দরুণ পাট, তূলা, চীনাবাদাম প্রভৃতির বাজার সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের সঙ্কটময় অবস্থা ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায়ও অর্থকরী ফসল হিসাবে এই সুগন্ধি গাছগুল্মের চাষ বিশেষ লাভজনক। এই দেশের বহু পতিত জমি খাদ্য শস্যাদি চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হইলেও সেই সকল জমি এই জাতীয় গাছ-গুল্মের চাষের উপযোগী। কর্পূর, ইউক্যালিপটাস্, পিপারমেন্ট প্রভৃতি গাছ যেরূপ পাহাড়ের উচ্চভূমিতে জন্মে বা 'খস' প্রভৃতি সুগন্ধি ঘাস যেরূপ উচ্চভূমিতে উৎপন্ন করা যায়, সেই সকল স্থানে খাদ্যশস্যের চাষ প্রায়ই সম্ভব হয় না। অথচ এই সকল সুগন্ধি [illegible] সহজেই আহরণ হইতে পারে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ ও দক্ষিণভাগই এই সকল সুগন্ধি গাছপালা চাষের প্রকৃষ্ট স্থান। বৈজ্ঞানিকদের মতে ১৭০টি সুগন্ধি গাছগুল্মের মধ্যে অন্ততঃ একশতটি গাছগুল্মের চাষ ভারতে হইতে পারে।

এদেশে সুগন্ধিদ্রব্যের যে কয়টি কারখানা আছে তাহার মধ্যে পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, নীলগিরি, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানের কারখানাগুলিই কিছুটা উল্লেখযোগ্য। গাজীপুর, কণৌজ, ভরতপুর প্রভৃতি স্থানের উৎপন্ন সুগন্ধি দ্রব্যাদি অতি প্রসিদ্ধ। আতর ছাড়া নিম্নলিখিত সুগন্ধি তৈলগুলিও ভারতে প্রস্তুত হইতেছে, যথা—ইউক্যালিপটাস্, আদ্রকগন্ধি, খস, লেবুগন্ধি, চন্দন, চূয়া, তারপিন, গোলাপ, যোয়ান, কর্পূর, দারুচিনি প্রভৃতি।

সাবান শিল্প, প্রসাধনদ্রব্যশিল্প, আধুনিক মিষ্টান্নশিল্প প্রভৃতি উত্তরোত্তর যেরূপ প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, সুগন্ধি তৈল ও সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা ভারতে দিন দিনই বাড়িতে থাকিবে। ভারতে যেরূপ সুগন্ধিদ্রব্যাদির কাঁচামাল পাওয়া যায় এবং তাহাদের চাষবৃদ্ধির যেরূপ অনুকূল আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয় তাহাতে বৈজ্ঞানিকদের প্রেরণা ও চেষ্টা এই দিকে নিয়োজিত হইলে ভারত এই বিষয়ে শুধু যে আত্মনির্ভরশীলই হইতে পারে তাহাই নহে—পৃথিবীর বাজারে এই সকল দ্রব্যের বড় রকমের যোগানদারী ব্যবসাও চালাইতে পারে।

সম্প্রতি ভারতে সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবসায় কুটিরশিল্পের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এই দিকে ধনী ব্যবসায়ীদের তেমন নজর পড়ে নাই। গভর্ণমেন্ট ও দেশীয় রাজ্যসমূহের বনবিভাগ, শিল্পবাণিজ্য বিভাগ ও বৈজ্ঞানিকদের যথাযথ পরিমাণে সহযোগিতা পাইলে আধুনিক প্রথায় উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্যাদি ভারতের কারখানায় প্রস্তুত হইতে পারে। এই শিল্পের আর্থিক ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

কর্পূর ও কর্পূর তৈল বিষয়ে পৃথিবীর বাজারে জাপানই একমাত্র যোগানদার বলা যাইতে পারে। সমগ্র পৃথিবীতে উপরোক্ত দ্রব্যাদির সম্পূর্ণ যোগান বৎসরে ৪৫ হাজার টন—ইহার শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী জাপান যোগায়। ভারতে মাত্র বছরে গড়পড়তা ১৫০ পাউণ্ড কর্পূর তৈলের উৎপাদন হয়। ইহার আবার বেশীর ভাগই উৎপন্ন হয় মাদ্রাজ প্রদেশের কন্নুরে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে কর্পূর আমদানী করা হইয়াছিল ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৯৪ পাউণ্ড। ইহার মূল্য হইবে প্রায় ২১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে কর্পূর তৈলের আমদানী হইয়াছিল ৪ হাজার ৬ শত গ্যালন। ইহার আনুমানিক মূল্য ১১ হাজার টাকা। অথচ এই কর্পূর প্রস্তুতশিল্পে ভারত অতি সহজেই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই কর্পূর গাছের চাষ সম্ভব। যে সকল স্থানে ৪০ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপাত হয় সেই সকল জায়গায়ই কর্পূর গাছের চাষ সুষ্ঠুভাবে করা যায়। প্রায় ৩০ বছরের পুরাতন গাছ হইতেই এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাওয়া যায়।

ইহাছাড়া ইউক্যালিপটাস্ গাছ ভারতে নীলগিরি, আন্নামালাই, পলাশীপাহাড়, এবং বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রভৃতির পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। নীলগিরিতে প্রায় ২ হাজার ৫ শত ৫০ একর জমিতে ইহার চাষ হয়। সেখানে বৎসরে প্রায় ১২ হাজার

গ্যালন (৮৫ টন) ইউক্যালিপটাস তৈল উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন তৈলের আনুমানিক মূল্য হইবে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। তাহাছাড়া ভারতের প্রয়োজনে বিদেশ বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া হইতে বৎসরে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের ২ হাজার গ্যালন এই তৈল আমদানী হয়।

মালাবার ও কানাড়ায় যথেষ্ট দারুচিনি গাছ থাকা সত্ত্বেও ইহার ছাল ও তৈলের জন্য ভারতকে সিংহল প্রভৃতি দেশ হইতে বৎসরে ৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকার মাল আমদানী করিতে হয়। ম্যাঙ্গালোর জেলায় কয়েকটি ছোট কারখানায়ই মাত্র দারুচিনির তৈল চোলাই করা হয়। ভারতের প্রয়োজনে ইহাদের যোগান অতি নগণ্য। এতদ্ব্যতীত যোয়ানের তৈলের ব্যবহার ভারতে প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিলেও ইন্দোর রাজ্যের রাও নামক স্থানেই মাত্র যৎসামান্য পরিমাণে এই তৈল প্রস্তুত হইতেছে। এই তৈল হইতে "থাইমল" এবং "থাইমোঅয়েল" নামক দুইটি অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায়। যোয়ানের চাষ এদেশের প্রায় সর্ব্বত্র হওয়া সত্ত্বেও এদিকে তেমন কেহ বিশেষ মনোযোগী না হওয়ায় এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার হইতেছে না। পূর্ব্ব খান্দেশে, রেনালাখোর্দ ও মন্টগোমারী জেলায় লেবুর তৈল উল্লেখযোগ্যভাবে চোলাই করা হইতেছে। তথাপি ভারতকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে লেবুর তৈল আমদানী করিতে হইতেছে। কথিত আছে সিসিলিতে ভারত হইতেই নানা প্রকার লেবুর বীজ ও কলম প্রভৃতি নেওয়া হইয়াছিল। চাষের উন্নতিবিধান করিয়া সিসিলি ১৯৩৫ সালে প্রায় ৪ কোটি টাকার লেবুর তৈল দুনিয়ার বাজারে যোগান দিয়াছে। তথাকার উৎপন্ন লেবুর তৈলের পরিমাণ ছিল উক্ত বৎসরে ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড। ইতালীয় গভর্ণমেণ্ট এই শিল্পের আরও উন্নতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নানা দেশেই অধুনা খাদ্যদ্রব্য, মিষ্টান্ন, তামাকু, সিরাপ এবং ঔষধাদিতে এই তৈলের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সম্প্রতি ক্যালিফোর্ণিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশও এই শিল্পের প্রসারের জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই তৈল হইতে সাইট্রিক এসিড, সোডিয়াম ও পটাসিয়াম সাইট্রেট্ প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষকে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। চাষের অনুকূল যথেষ্ট ভূমি ও উপযুক্ত আবহাওয়া ভারতে থাকায় একটু মনোযোগী হইলে এই শিল্পে ভারত যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে। শুনা যায় সম্প্রতি কালীকটের কেরালা সোপ ফ্যাক্টরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এইদিকে মনোযোগ দিতেছে।

পাইন বৃক্ষের লাক্ষা হইতে তারপিন তৈল উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবের জালোতে এবং যুক্তপ্রদেশের বেরেলীতে এবং কাশ্মীরে কিছু কিছু তারপিন তৈল প্রস্তুত হয়, তবে তাহার পরিমাণ ভারতের প্রয়োজনের পক্ষে অপ্রচুর। দেশীয় কারখানাগুলির মধ্যে বেরেলীতেই অধিকাংশ তৈল উৎপাদন হয়। পাইন গাছ অতি অনায়াসেই এদেশের যে কোন উচ্চ ভূমিতে জন্মান সম্ভব। যথাযথ দৃষ্টির অভাবেই এই প্রয়োজনীয় শিল্পটি অবহেলিত হইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ২ লক্ষ ১৩ হাজার পাউণ্ড এই তৈল ভারত হইতে রপ্তানী করা সম্ভব হইয়াছিল।

কেবলমাত্র উড়িষ্যাদেশেই শালবৃক্ষ হইতে চুয়া তৈল সম্প্রতি প্রস্তুত হইতেছে। কনৌজের চোলাই কারখানাগুলি দৈনিক গড়ে ১ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ এই তৈল প্রস্তুত করিতেছে। আতর, আগরবাতি ও তামাকুর সুগন্ধি হিসাবেই ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

'খস' মালাবার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও ভরতপুর রাজ্য প্রভৃতি স্থানে অযত্নেই প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। কেবলমাত্র পাঞ্জাবেই প্রায় ২০ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ খসতৈল চোলাই করা হয়। যুক্তপ্রদেশ ও ভরতপুরেও গড়ে ছয় সাত হাজার পাউণ্ড এই তৈল প্রস্তুত হয়। মোট উৎপন্ন তৈলের দাম হইবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়াও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে আদ্রকগন্ধি, গোলাপগন্ধি, লেবুগন্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ঘাস পাওয়া যায়। এই সকল ঘাস হইতে যে তৈল চোলাই করা হয় তাহাতে বেশ কিছু আয় হইতেছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ৯ হাজার ২ শত ৫০ টাকার আদ্রকগন্ধি তৈল, ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০৫ টাকার গোলাপগন্ধি তৈল, ৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৮ টাকার লেবুগন্ধি তৈল, এবং অন্যান্য সুগন্ধি ঘাসতৈল ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫৫১ টাকার মত ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী করা হইয়াছিল।

ভারতে গোলাপের চাষ ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। আজকাল বৎসরে মাত্র পাঁচ সাত পাউণ্ড গোলাপের তৈল ভারতে প্রস্তুত হয়। অথচ বুলগেরিয়া বৎসরে ছয় সাত হাজার পাউণ্ড গোলাপ তৈল দুনিয়ার বাজারে যোগান দিয়া প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই চন্দনতৈলশিল্পে দক্ষিণ ভারত দুনিয়ার বাজারে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। সারা দুনিয়ার প্রয়োজনীয় চন্দন তৈলের প্রায় তিন চতুর্থাংশই ভারত যোগাইতেছে। এই বিষয়ে মহীশূর সরকারের চেষ্টা ও উদ্যম প্রশংসনীয়। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে চন্দনকাষ্ঠের গুড়া প্রভৃতি চন্দনতৈল প্রস্তুতের কাঁচামাল হিসাবেই বিদেশে চালান দেওয়া হইত। যুদ্ধের সঙ্কটে রপ্তানী বাণিজ্যে অসুবিধা উপস্থিত হইতেই মহীশূর সরকার চন্দন কাঠ হইতে নিজেরাই তৈল চোলাইর ব্যবস্থা করেন ও খুবই কৃতকার্য্য হন। তাহাদের অনুকরণে দক্ষিণ ভারতে আরও ৪।৫টি কারখানা—কুপ্পম্, কানাড়া, মেটুর, কনৌজ প্রভৃতি স্থানে এই তৈল চোলাইর কাজে ব্রতী হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারত হইতে বৎসরে প্রায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার চন্দন তৈল বিদেশে চালান হইতেছে এবং কাঁচামাল হিসাবে চন্দন কাঠ রপ্তানী করিয়া প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পাওয়া যাইতেছে।

চন্দনশ্রেণীর আরও দুই একটি সুগন্ধি গাছ এদেশে জন্মায়। ইহাদের মধ্যে 'চাম্বল' কাঠ হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা অনেকাংশে চন্দন তৈলের অনুরূপ। আতর প্রস্তুত করিতে চন্দন তৈলের পরিবর্ত্তে চাম্বল তৈল ব্যবহার করা চলে।

আতর (তাজা ফুলের সৌরভমিশ্রিত চন্দন তৈল) কনৌজ, গাজীপুর, জৈনপুর, সিকান্দারপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে হেনা, যুঁই, বেলা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত হয়। উড়িষ্যা, গঞ্জাম, ছত্রপুর, জগন্নাথপুর, গোপালপুর, বহরমপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে কেওড়া আতর উৎপন্ন হয়। যুক্তপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে ও আরও দুই চারিটি কারখানায় কুটিরশিল্প হিসাবে নানাবিধ ফুলের আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে। কনৌজে এক প্রকার আতর প্রস্তুত হয় স্থানীয় মাটি হইতে। মাটি হইতে এই সুগন্ধ নির্য্যাস নিষ্কাশন করা হয় বলিয়া ইহা বাজারে "মিট্টি" আতর নামে পরিচিত।

ভারত হইতে সুগন্ধিতৈলবাহী কাঠ, বীজ, মূল, ফুল, ছাল ও আঠা প্রভৃতিতে আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকার কাঁচামাল বৎসরে রপ্তানী হইয়া থাকে এবং বিদেশ হইতে কিঞ্চিদধিক ১৬ লক্ষ টাকার সুগন্ধি তৈল ও প্রায় ৭ লক্ষ টাকার সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্য ভারতে বৎসরে আমদানী হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে সাধারণতঃ কেজিপুট্

(৭১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

জনরক্ষা ও খাদ্যসমস্যা

কলিকাতার বিভিন্ন জনরক্ষা কমিটিগুলির যোগাযোগ রক্ষাকল্পে টাউনহলে অনুষ্ঠিত জনরক্ষা ও খাদ্য সম্মেলনে যে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ রক্ষা কমিটি গঠিত হইয়াছে, ৩১শে জানুয়ারী ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে তাহার এক বৈঠক হইয়াছে। বালিগঞ্জ, চেতলা এবং কালীঘাট কয়লার ডিপো হইতে জনরক্ষা কমিটীর স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পাড়ায় পাড়ায় কয়লা সরবরাহ সম্পর্কে উক্ত বৈঠকে রিপোর্ট পঠিত হয়। বৈঠকে এই অভিমত ব্যক্ত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট এবং পুলিশ অবস্থানুযায়ী যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন বিষয়ে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন এবং কর্পোরেশনও গবর্ণমেণ্টেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতেছে। যাহাতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য স্যার নাজিমুদ্দিন, ডাঃ বি সি রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি, মিঃ সহিদ সুরাবর্দ্দী এবং শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুত পি, এন ব্রহ্ম এবং কমিটির অপর সাতজনকে লইয়া এক প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

খাদ্য সমস্যায় মিঃ আর্ এল্ নোপানী

কলিকাতাস্থ ভারতীয় বণিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আর এল্ নোপানী ভারতব্যাপী বর্ত্তমান খাদ্য সঙ্কটের সমাধানকল্পে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি বাজারে পর্য্যাপ্ত মাল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিয়াই মূল্য নিয়ন্ত্রণের অদূরদর্শী নীতির নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ কর্ত্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে হইবে; বর্ত্তমান পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া কোন প্রদেশ অন্য প্রদেশে চড়া দামে মাল বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকিলে সেই প্রদেশের গভর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত লাভের প্রলোভন সংবরণ করিতে হইবে; পণ্য রপ্তানি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিধি নিষেধ ও বাধা প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইবে এবং ভারতের বাহিরে মাল রপ্তানি বন্ধ করিতে হইবে।

ভারতের খাদ্য সমস্যায় মিঃ সরকার

খাদ্য সরবরাহ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকার যে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার ঐ বিষয়ে বলেন যে, সরকারের প্রথম কর্ত্তব্য উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাট্তি অঞ্চলসমূহে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ হওয়ার পূর্ব্বে মজুত খাদ্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা এবং বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত করা। ইহা ছাড়া অতিলোভী ব্যবসায়ী ও মজুতকারীদের যথাযথ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার ফলে অনুকূল জনমত গড়িয়া উঠিয়া বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হইবে।

খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা

কলিকাতার ডেপুটি মেয়র এবং বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিবৃন্দ খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিতরণের ব্যবস্থাকল্পে ১লা ফেব্রুয়ারী এক ঘরোয়া বৈঠকে খাদ্যসমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল, জি, পিনেল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্যদ্রব্যের মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথা

গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মাথাপিছু বরাদ্দ (র‍্যাশনিং) প্রথার প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। বাংলা সরকার এরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের জন্য প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করিবার পূর্ব্বে সরকার জনমত সংগ্রহ করিবেন।

বোম্বাইতে মাথাপিছু বরাদ্দ প্রথার প্রবর্ত্তন

সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া বোম্বাই সরকারের সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মিঃ এ ডি গোরওয়ালা জানাইয়াছেন যে, মাথাপিছু খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ প্রথা প্রথমে শুধু বোম্বাই সহরে এবং পরে অন্যান্য স্থানে প্রবর্ত্তিত হইবে। কেবল চাউল, গম, বজরা ও জোয়ারই বরাদ্দ প্রথার অন্তর্গত হইবে এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য জনসাধারণ ইচ্ছা মত কিনিতে পারিবে।

কলার পাতায় নিমন্ত্রণ-পত্র

কাগজের অভাব হওয়ায় স্থানে স্থানে কাগজের পরিবর্ত্তে শ্লেট ও কলার পাতা ব্যবহৃত হইতেছে। অধিকাংশ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শ্লেট প্রচলন করা হইয়াছে। শ্রীহট্ট জেলায় কোন কোন স্থানে বিবাহে এবং অন্যান্য কার্য্যে নিমন্ত্রণ-পত্র কলার পাতায় মুদ্রিত করা হইতেছে।

বিহারে ঘৃত রপ্তানী নিষিদ্ধ

বিহার প্রদেশের বাহিরে অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ এবং প্রদেশের বিভিন্ন জেলাসমূহে পর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিহার সরকার ভারতরক্ষা বিধানের আশ্রয় লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত বর্ত্তমানে কয়েকটি জেলা হইতে ঘৃত, মাখন, সর ইত্যাদির রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। অবশ্য ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কোনপ্রকার অনুমতি না লইয়া দশ সের পর্য্যন্ত উপরোক্ত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করা চলিবে।

সিংহলে শ্রমিক প্রেরণের প্রস্তাব

ষ্ট্যাণ্ডিং এমিগ্রেশন কমিটি সিংহলের রবারের বাগানগুলিতে কাজ করিবার জন্য ভারত হইতে ৩০ হাজারেরও অধিক মজুর প্রেরণ সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও জানা গিয়াছে যে, সিংহলে ভারতীয়গণকে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হইবে শুধু এই সর্ত্তে সিংহলে ভারতীয় মজুর সরবরাহ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই মর্ম্মে ভারত সরকার সিংহল গবর্ণমেণ্টকে ভারতের জনমতের কথা জানাইয়া দিয়াছেন।

কালকাতায় কয়লার মূল্য

বাংলার অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগ কয়লার মূল্য নিম্নোক্তরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন:—রেলওয়ে ডিপোর পাইকারী দর—প্রতিমণ ১৵০। সহরের ডিপোসমূহের খুচরা দর—প্রতি মণ ১৷৵০। জনসাধারণের অবগতির জন্ম জানান যাইতেছে যে, রেলওয়ে কয়লার ডিপোসমূহের ভারপ্রাপ্ত কয়লা ব্যবসায়িগণকে এই সকল ডিপোতে সাধারণ ক্রেতাদের নিকটে খুচরা হিসাবে কয়লা বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেবল মাত্র যে সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরা ব্যবসায়ী কিম্বা কোন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বড় বড় ক্রেতা সাধারণতঃ পাইকারী হিসাবে তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ কয়লা কিনিয়া থাকে তাহারা এই সকল ডিপোতে কয়লা পাইতে পারে। অন্যান্য ক্রেতাগণকে সহরের খুচরা বিক্রয়ের ডিপোসমূহ হইতে তাহাদের কয়লা সরবরাহ লওয়ার পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে। আশা করা যায়, এই সকল ডিপোতে কোনরূপ অভাব থাকিলে তাহা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। কারণ বর্ত্তমানে দৈনিক ৩০ হইতে ৪০ ওয়াগন হিসাবে কলিকাতায় কয়লা আসিয়া পৌছিতেছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পরিকল্পনা

বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এবং সরবরাহ বিভাগ বস্ত্র ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছেন তাহা প্রস্তুতের জন্য তাঁহাদের উৎপাদন শক্তির শতকরা ৬০ ভাগ সংরক্ষিত রাখিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অদ্য ভারত গভর্ণমেন্টের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ এডভাইসারী প্যানেলের এক সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মিঃ গোলাম মহম্মদ বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিন মাসের জন্য ৫০ কোটি গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের জন্য সকলে একমত হইয়াছেন। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার যে পরিকল্পনা এতকাল পরীক্ষামূলক অবস্থায় ছিল সেই সকল পরিকল্পনা সম্পর্কে বয়নশিল্পের প্রতিনিধিদের সহিত বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং একটি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উহার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে একমত হইয়াছেন এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত, স্থানান্তরে প্রেরণ, বিলিব্যবস্থা, বিক্রয় ও উহার মুল্য ধার্য্য করা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে একজন কমিশনার নিয়োগ করিবেন। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সম্পর্কে তিনি উহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইবেন। তাঁহার অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকজন কমিশনার থাকিবেন। যে প্যানেল গঠিত হইবে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার সহিত পরামর্শক্রমে প্রতি তিন মাস অন্তর ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের ক্রয় মূল্য ধার্য্য করিবেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ ও তত্ত্বাবধানে এবং প্রাদেশিক পরামর্শ কমিটির সহযোগিতায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদের নিজেদের প্রদেশে উহার বিলি ব্যবস্থা করিবেন। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহকে এই পরিকল্পনায় যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে এবং যাহাতে তাঁহারা যোগদান করেন সেইজন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইবে। বাকী কয়েকটী খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হইবে। বোম্বাইয়ে প্যানেলের প্রধান কার্য্যালয় হইবে। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, মিঃ ভেল্লড ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন।

ষ্ট্যাণ্ডিং মার্কেটিং কামটির বৈঠক

কলিকাতায় ৩০শে জানুয়ারী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ষ্ট্যাণ্ডিং মার্কেটিং কমিটির প্রথম বৈঠক হয়। উক্ত সভায় কমিটির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ড" রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্যাদি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সরবরাহ করা সম্পর্কে সভায় বিশেষ আলোচনা হয়। প্রতি জেলায় খাদ্য শস্যের উৎপাদন ও প্রয়োজনের পরিমাণের একটি বিস্তৃত তালিকা গঠন করা হইবে বলিয়া এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে

চিনির নির্দ্ধারিত মুল্যের বৃদ্ধি

বাঙ্গলা সরকার চিনির নির্দ্ধারিত দর বাড়াইয়া দিয়া নিম্নলিখিত এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন :—বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চ মূল্য পাইকারী ১৫৶০ আনা হইতে ১৬।৵৯ পাই (চিনির উৎকর্ষ হিসাবে); খুচরা ১৬৲ টাকা হইতে ১৭৶৯ পাই; খুচরা প্রতি সের ।৶০ (কাগজের ঠোঙ্গার জন্য ১ পয়সা)। এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারণে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদিগের ন্যায্য লাভের দিক বিবেচনা করা হইয়াছে। চিনি ক্রয়বিক্রয়ের এই নির্দ্ধারিত দর অমান্য করা হইলে উহা দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি না ক্রয় করেন তজ্জন্য উক্ত ইস্তাহারে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রথম প্রস্তাব হিসাবে মিঃ হাসান ইমামের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ ইমাম অন্যান্য বিষয়ের সহিত অতিরিক্ত লাভ কর শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি করার এবং ৩০ হাজার টাকা হইতে কমাইয়া ১০ হাজার টাকা সীমা ধার্য্যের সুপারিশ জানাইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনের কার্য্যতালিকা পাকাপাকি হইয়াছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরিষদে বাজেট পেশ করা হইবে। ২০শে ফেব্রুয়ারী হইতে বাজেট সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা আরম্ভ হইয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আলোচনা চলিতে থাকিবে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ফাইনান্স বিলের আলোচনা এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৪২-৪৩ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ১১ই হইতে ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইবে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলা সরকারের বাজেট পেশ করা হইবে। ১৫ই ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে পরিষদের স্পীকার ও ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচন হইবে।

ছ্যাঁদা পয়সা

১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাজারে নূতন পয়সা বাহির হইয়াছে। এই পয়সা আকারে আধ পয়সার মত। উহা পূর্ব্বের আধ পয়সারও কম পুরু। এক দিকে ইংরাজী, উর্দ্দু ও নাগরীতে এক পয়সার মূল্য লেখা আছে। ইহাতে রাজার কোনও মূর্ত্তি নাই। পয়সাটির মধ্যস্থলে মস্ত বড় একটা ছ্যাঁদা থাকায় বাজারে বাহির হইবামাত্র জনসাধারণ আগের পয়সার সহিত এই পয়সার পার্থক্য ঠিক রাখার জন্য এই পয়সার নাম দিয়াছে "ছ্যাঁদা পয়সা" এই ছ্যাঁদা পয়সাতে যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ আছে তাহা গলাইয়া কেহ লাভবান হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

খাদ্য সমস্যার সমাধানে সরকারী তোড়জোড়

মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৮ই এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শদাতা সভার (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল) দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে। এই সভা বর্ত্তমানে দেশের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে এবং অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের বিষয়ে আলোচনা করিবেন। এই সভায় বিশেষভাবে পাট, তুলা এবং অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যসমূহের উৎপাদন হ্রাস করিবার আলোচনাও হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাক্-শব্জির বীজের যে অভাব লক্ষিত হইতেছে সেই সমস্যা এবং চাউল, গম, ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্য শস্যের অবস্থাও এই সভায় আলোচিত হইবে।

কলিকাতায় কয়লা ও চিনি বিক্রয়

বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে চিনি ও কয়লা আমদানী হইতেছে তাহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে বিলি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত মনোনয়ন সাপেক্ষে সাময়িকভাবে কলিকাতায় ৫৮ জন চিনি ব্যবসায়ী ও ৪১ জন খুচরা কয়লা ব্যবসায়ীকে মনোনীত করিয়াছেন। একটি প্রেসনোটে উপরোক্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সকল ব্যবসায়ী গভর্ণমেন্টের নির্দ্ধারিত মূল্যে চিনি ও কয়লা বিক্রয় করিতে বাধ্য। ইহার অন্যথাকরণ হইলে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা যাইবে এবং তাহাদের নাম অনুমোদিত তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। অধিকন্তু ভবিষ্যতে তাহাদিগকে চিনি ও কয়লা আর সরবরাহ করা হইবে না। উপরোক্ত তালিকার কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশ করা হইবে। উক্ত প্রেসনোটে আরও জানান হইয়াছে যে, মাত্র একপক্ষকাল পূর্ব্বে হইতে নূতন পরিকল্পনা অনুসারে চিনি ও কয়লা আসিয়া পৌছিতে থাকায় উপরোক্ত তালিকায় বর্ণিত সমস্ত ব্যবসায়ী এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত মাল পায় নাই।

কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বঙ্গীয় সরকার মিঃ সি ডবলিউ গার্ণারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মিঃ গার্ণার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের নিকট ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সকল শ্রমিক কাজ করিয়াছে তাহাদের একটি তালিকা চাহিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিবাদ

সিংহলের গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানীর জন্ত যে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার ফলে স্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। সিংহলে নূতন কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহাকে ভারত হইতে দ্রব্য আমদানীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবার জন্ত সিংহল গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে ভাবে কাজ চলিয়া আসিয়াছে, এই নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হইবে। ভারতীয় ব্যবসায়ীয়া কেবল যে ব্যবসায় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা নহে, পরন্ত এরূপ একচেটিয়া অধিকার পাইলে আমদানী মালের সর্ত্ত ও মূল্যাদি নির্দ্দেশে নবগঠিত কর্পোরেশনই সর্ব্বময় প্রভু হইয়া বসিবে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এই নূতন উদ্যোগের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

ব্লটিং পেপারের ব্যবহার হ্রাস করার সিদ্ধান্ত

ভারত সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থার বিবেচনায় তাহাদের ব্যবহারের জন্ত প্রয়োজনীয় ব্লটিং পেপার বা "চোষ-কাগজ" তিন ভাগের এক ভাগ হ্রাস করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ জানা গিয়াছে। ভারত সরকার এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিকট অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে কল মালিক সমিতির সিদ্ধান্ত

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বা নির্দ্ধারিত মূল্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র প্রসঙ্গে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন (বঙ্গীয় মিলমালিক সমিতি) ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কে আপাততঃ বিবেচনা করিবেন না বলিয়া প্রকাশ। ট্রেড মার্ক রেজেষ্ট্রি অফিস কলিকাতা হইতে বোম্বাইএ স্থানান্তর করণের বিরুদ্ধেও উক্ত সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

(ইনফ্লেশন)

বিক্রেতা, সৈনিক, কর্ম্মচারী, মজুর, কনট্রাক্টর ইত্যাদির হাতেই পতিত হইবে। এই ভাবে দেশবাসীর হাতে টাকার পরিমাণ আরও বাড়িবে এবং উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও চড়িবে। তখন গবর্ণমেণ্টকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৩।৪ শত কোটী টাকা অধিক ব্যয় করিতে হইবে এবং পণ্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়া হেতু সরকারী কর্ম্মচারী, সৈনিক, পুলিশ, আধা-সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, মজুর ইত্যাদি সকলের বেতন, ভাতা ইত্যাদির জন্য ৮।১০ কোটী টাকার পরিবর্ত্তে ২০।৩০ কোটী টাকা ব্যয় বাড়াইতে হইবে। এই ভাবে দেশবাসীর হাতে অর্থের পরিমাণ আরও বাড়িবে এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। তখন হয়ত চালের মূল্য প্রতি মণ ৫০ টাকা, কাপড়ের জোড়া ২৫ টাকায় দাঁড়াইবে। জনসাধারণ তখন অত্যধিক ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সকলে যাহার যাহা কিছু সম্বল আছে তাহার পরিবর্ত্তে অপরিহার্য্য খাদ্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করতঃ তাহা মজুত করিতে আরম্ভ করিবে। জনসাধারণের এই ভীতি এবং উহার ফলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কৃত্রিমভাবে আরও বৃদ্ধি হওয়ার জন্যও পণ্যমূল্য আরও দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকিবে। অবশেষে এমন এক অবস্থা ঘটিবে যে, হাতে সহস্র সহস্র টাকা থাকা সত্ত্বেও লোকের পক্ষে আহার্য্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া উঠা কষ্টকর হইবে। এক একটা পরিবারের সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা উহার এক মাসের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইবে—হয়তঃ একটী লোকের জীবন বীমার সাকুল্য টাকা দ্বারা তাহার মৃতদেহ সৎকারের খরচাও কুলাইয়া উঠিবে না। এই সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং সমগ্র দেশ শ্মশানে পরিণত হইবে। ইনফ্লেশনের উহাই শেষ পরিণতি। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশে এবং বিশেষ ভাবে জার্ম্মাণীতে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়া কোটী কোটী লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল।

জার্ম্মাণীতে প্রচলিত মুদ্রা মার্কের মূল্য এই সময়ে এত কমিয়া যায়, অর্থাৎ মার্কের হিসাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য এত চড়িয়া যায় যে, ইনফ্লেশনের প্রতিকারার্থ উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টকে দেশে রেণ্টেন মার্ক নামক এক প্রকার নূতন মার্কের নোট প্রচলন করিতে হয় এবং ইনফ্লেশনের সময়ের প্রতি ১ লক্ষ কোটী (১,০০০,০০০,০০০,০০০) মার্ক নূতন ১ মার্কের সমান বলিয়া ধার্য্য করিতে হয়। আমাদের দেশে যদি জার্ম্মাণীর মত ইনফ্লেশন হয় এবং ভারত সরকার উহার প্রতিকারার্থ বর্ত্তমানের ১ লক্ষ কোটী টাকার নোটের বদলে একখানা নূতন ধরণের ১ টাকার নোট প্রদান করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ফলে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইতেছেন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

ইনফ্লেশন সম্বন্ধে মোটামুটি উহাও বক্তব্য। আগামীবারে জনসাধারণের হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও ইনফ্লেশন ও উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পণ্যমূল্যবৃদ্ধি—কি ভাবে রোধ করা যায় তাহা আলোচনা করা হইবে এবং তৎপর আর একটী প্রবন্ধে ভারতবর্ষে কিরূপভাবে ইনফ্লেশনের সূত্রপাত হইয়াছে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কি, তাহা আলোচনা করা হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ

সম্প্রতি কানপুরে ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক শাখা অফিসের উদ্বোধন সব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্যার পদমপত সিংহনীয়া কে-টি এই ষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ভারত ব্যাঙ্কের উক্ত কানপুর শাখার রোদ্ঘাটন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত লেন।

গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বোম্বাই খার দ্বারোদ্ঘাটন হইয়া গিয়াছে। স্যার শাপ্পিদাস আস্করান্ শাহ্ এই ষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যে জাতির অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি পরিসীম ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকে তাহা বিশদভাবে বিবৃত রিয়া ভারত ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি কামনা করেন। অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাদের ংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও দেশের অর্থ-নৈতিক অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে ারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার কর্ম্মকুশলতার য়সী প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষে বোম্বাই ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের হু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও ধনী উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

শেভিয়ট মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **ডেল্টা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **লোথিয়ান্ জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা। **ওরিয়েন্ট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **কাট্রাস্ ঝরিয়া কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **হাবিব ব্যাঙ্ক লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **টাউ মাকেন্জী স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস্ আর সরকার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩২ এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-ভারতীয় সবাক চিত্র প্রস্তুত।

হুগলী ট্রাষ্ট লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাণিকলাল দত্ত। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ট্রাষ্টির কাজকারবার।

পাল মুখার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোষ্ঠবিহারী পাল। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কাঠের কারবার ও কাঠের দ্রব্যাদি প্রস্তুত।

ভারত কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ হরবংশলাল মালহোত্র। রেজিষ্টার্ড অফিস—১০০ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সি।

বার্কমায়ার ব্রাদার্স লিঃ—প্রোমোটার মিঃ হিউ ক্লাফ্ ওয়াটার্স। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেন্টস্।

অটল টী কোং (১৯৪৩) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এন সি গোয়েন্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—কার্শিয়াং, দার্জ্জিলিং। অনুমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—চা, কাফি, সিঙ্কোনা প্রভৃতির চাষাবাদ।

রেওয়া বোর্ড এণ্ড পেপার মিলস্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কে সি কোঠারি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬ বি ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সর্ব্বপ্রকার কাগজ প্রস্তুত ও উহাদের কাজকারবার।

ইষ্টার্ণ ফিনান্স কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুকুমার লাহিড়ী। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৫ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমিজমা ও অন্যবিধ পৈত্রিক সম্পত্তি ক্রয়, ইজারা, ভাড়া ইত্যাদির কাজকারবার।

প্রোপার্টি এণ্ড ফিনান্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শেওনাথ সিং। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৭, গ্র্যাণ্ড হোটেল, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—জমিজমা, বাসভূমি, ইমারত ইত্যাদি বিষয় সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকারবার।

ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এজেন্সি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি মিনোজা। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি ১২ মিশন রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কমিশন এজেন্ট ও জেনারেল মার্চ্চেন্ট।

পাল কুণ্ডু এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোষ্ঠবিহারী পাল। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—খাদ্য-শস্যাদির কাজকারবার।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় টাকার বাজারে উল্লেখ করিবার মত কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতায় শতকরা ৷৷০ আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা ৷০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও এবার পূর্ব্বের মতই। একটানা মন্দার ভাব কিছুতেই কাটিয়া উঠিতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে শুধু রপ্তানী বিলের কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু উহার পরিমাণ যৎসামান্য।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত অবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৯ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৶৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১০ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য কেন্দ্রে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েটের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট পূর্ব্ব-ঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৮৩ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১২ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ ৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ ৬৩/৬৪ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ ১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নূতন কর ধার্য্য করিবার ভয়ে শেয়ার বাজারের এই অবনতির ভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। শেয়ার বাজারের কাজকারবারের পরিমাণ এবার খুবই কম ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন কর নির্দ্ধারণ এবং অন্যান্য চাঞ্চল্যকর অবস্থা শেয়ার বাজারের এই মন্দার ভাবের কারণ। গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারের কাজকারবার দেখিয়া শেয়ার ক্রেতা ও বিক্রেতা মহল যে বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ করিতেছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, গত কয়েক সপ্তাহের শেয়ার বাজার এরূপ অনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় থাকায়, আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করা পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক বুঝা যাইবে না। এরূপ অবস্থায় আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার বাজারের অবস্থা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

কোম্পানীরকাগজ

কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। সামান্য পার্থক্যের মধ্যেই দর পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। টাকার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছিল। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪৲ এবং ৩৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ছিল ৮০৷৷৶০। মেয়াদী ঋণ-পত্রসমূহের মধ্যে ২৸০ সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯৶০, ৩৲ টাকা

সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০৶০, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৸৶০, ৪৲ সুদে ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০।০ এবং ৫৲ টাকা সুদে ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮।৶০। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোন কেনাবেচা হয় নাই।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়—সামান্য কিছু কেনাবেচা হইয়াছিল। এমালগেমেটেড্ শেয়ার ৩২৸০ আনা, বেঙ্গল ৪১২৲ টাকা, ইকুইটেবেল ৩৫।০ আনা, নিউবীরভূম ১৭৸০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৬৲ টাকা ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩২৸০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছিল।

কাপড়ের কল

কাপড়ের কলের শেয়ারে কাণপুর টেক্সটাইল ১৮।০ আনায়, এল্‌গিন ৪৭৲ টাকায়, ঢাকেশ্বরীর দর ডিভিডেণ্ড ব্যতীত ২১৷৷৵০ আনায়, কেশোরাম ১৬।/০ আনায় বলবৎ ছিল।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের বাজারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে কিন্তু নিম্ন মূল্যের ক্রেতা যথেষ্ট ছিল। আদমজী ২৭৸০ আনায়, আগড়পাড়া ২৪৲ টাকায়, এংলো-ইণ্ডিয়া ৩৫০৲ টাকায়, বালি ২৭০ টাকায়, হাওড়া ৫৫৷৷০ আনায়, ন্যাশনাল ২৩৸০ আনায় এবং রিলায়েন্স ৫৫৷৷০ আনায় বলবৎ ছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর সপ্তাহের প্রথম ভাগে সামান্য পার্থক্যের মধ্যে চলিতেছিল। সপ্তাহের শেষ দুইদিন শান্তভাব লক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ বর্ত্তমানে ৩২৸০—৩২৲ টাকায় এবং ষ্টীল করপোরেশন ২৩৸০—২৪৸০ আনায়, বার্ণ এণ্ড কোং ৩৬৩৲ টাকায়, ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২৸০।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩।০ আনায়, ইণ্ডিয়া কপার কর্পোরেশন ২।/০, বি আই করপোরেশন ৬৵০, বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১৮৲ টাকা। ক্যালকাটা ট্রামস্ ১৫।০, ডানলোপ রাবার ৪৮।০ আনায় উঠিয়াছিল। ন্যাশানাল ইনসুলেটেড্ কেবেল্ ১১৷৷০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল।

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে:—

কোম্পানীর কাগজ

২৸০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২৮শে জানুয়ারী—৯৯৵০; ১লা ফেব্রুয়ারী—৯৯৵০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯শে জা:—৮০৷৷০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৩রা ফে:—১০০৵০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২৮শে জা:—৯৫৷৷/০; ১লা ফে:—৯৫৷৷০ ৯৫৷৷/০; ৩রা—৯৫৷৷/০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১লা ফে:—১০২৷৵০ ১০২৸৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৮শে জা:—১০০৷৷০ ১০০৷৷৵০; ১লা ফে:—১০০।৵০ ১০০৷৷০; ৩রা—১০০।৶০। ৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৮শে জা:—৯৪৲ ৯৪/০ ৯৪৵০; ২৯শে—৯৪৲ (৯৩৸৶০ ৯৪৵০ ৯৪।০) ৯৪৵০; ১লা ফে:—৯৩৸৵০ ৯৪৲ ৯৪।০; ২রা—৯৪/০; ৩রা—৯৪৲ ৯৪/০ (৯৪৵০ ৯৪।০)। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১লা ফে:—১০৩৸৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২৮শে জা:—১১০।/০; ১লা ফে:—১১০।৵০ ১১০৷৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২৯শে জা:—১০৮৵০; ১লা ফে:—১০৮।৵০ ১০৮৷৷০ ১০৮।০; ৩রা—১০৮।/০ (১০৮।০ ১০৮৵০ ১০৮।৶০ ১০৮৷৷০)।

ডিবেঞ্চার

৫।০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ৩রা ফে:—১০৪৷৷০। ৪।০ সুদের (১৯৩৬-৪১-৪৬) টিটাগর পেপার ৩রা ফে:—১০১৲। ৬৲ সুদের (১৯৪৩-৫৩) অটল টী ২রা ফে:—১০৫৷৷০।

ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ২৯শে জা:—১৬১৷৷০। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১লা ফে:—১,৬৪০৲; (কটি) ৩রা—৪০৬৲ ৪০৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৮শে জা:—১০৩৷৷০; ২৯শে—১০৩৷৷০; ২রা ফে:—১০৪৲; ৩রা—১০৪৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১লা ফে:—৩৩৲। বারাবোনী ২৯শে জা:—৷৷৵০; ১লা ফে:—৷৷৵০। বেঙ্গল ৩রা ফে:—৪১০৲ ৪১১৲ ৪১২৲। বেঙ্গল নাগপুর ২৯শে জা:—২৮৲। ভালগোড়া ২রা ফে:—৬৵০ ৬৶০। বোকারো এণ্ড রামগড় ২৯শে জা:—১৭৸৵০ ১৭৸৶০; ১লা ফে:—১৮৲। বড়-ধেমো ২৮শে জা:—৬/০ ৬৵০ ৬।০; ১লা ফে:—৬/০; ২রা—৬৲ ৬।০; ৩রা—৬৲ ৬।০। বরাকর ২৮শে জা:—১৪৲ ১৪৵০। চূড়ুলীয়া ২৮শে জা:—১৸০ ১৸/০; ২৯শে—১৸/০ ১৸৵০; ১লা ফে:—১৸/০ ১৸৵০। দেওলী ২রা ফে:—৯৷৷০। ধেমোমেইন ২৮শে জা:—১৩৸০ ১৩৸৵০; ১লা ফে:—১৩৸৵০; ৩রা—১৩৷৷/০ ১৩৷৷৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১লা ফে:—১৮৸৵০; ৩রা—১৯।০ ১৯।৵০। ইকুইটেবেল ২৯শে জা:—৩৬৲; ২রা ফে:—৩৫।০। ঘুষিক এণ্ড মুশ্লিয়া ২রা ফে:—৫৸৵০; ৩রা—৫৸/০। হরিলাদি ৩রা ফে:—১৬৲। কালাপাহাড়ী ২৯শে জা:—১২৷৷০; ২রা ফে:—১২৷৷/০; ৩রা—১২৸০ ১২৸/০ ১২৸৵০। কাটরাস ঝরিয়া ২৯শে জা:—৩১৸৵০ ৩২৲। খাস্ কাজোরা (প্রেফ) ১লা ফে:—১১৲ ১১৵০। কুয়ারদী ২৮শে জা:—৪।০ ৪।৵০; ১লা ফে:—৪।/০ ৪।৵০ ৪।৶০; ২রা—৪।৶০। লাকুরকা ২৮শে জা:—১৫।/০ ১৫।৵০; ২রা ফে:—১৫৷৷৵০ ১৫৷৷০। মণ্ডলপুর ২৮শে জা:—১১।৵০ ১১৷৷০; ১লা ফে:—১১।০। নাজিরা ২রা ফে:—৮৷৷৶০; ৩রা—৮৸৵০। নিউ বীরভূম ৩রা ফে:—১৭৷৷৶০ ১৭৸০। নর্থ দামুদা ২৮শে জা:—৬/০। পারাসিয়া ২৮শে জা:—২/০ ২৶০ ২৲ ২৵০; ২৯শে—২।০ ২।/০; ১লা ফে:—২৷৷০ ২৵০ ২৶০; ২রা—২।০ ২।/০; ৩রা—২৵০ ২৶০ ২/০। রাণীগঞ্জ ২৮শে জা:—২৬৲। রেওয়া ১লা ফে:—৩১৲; ২রা—৩১।০। শামলা ১লা ফে:—৩৲।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ২৯শে জা:—৯৸০ ৯৸/০ ৯/০ ৯৵০ ৯।০; ১লা ফে:—৮৸৶০। বাসন্তী (প্রেফ) ১লা ফে:—১১৷৷০; ২রা—১১।/০ ১১।৵০। বেঙ্গল নাগপুর ২৮শে জা:—২৯৸০; ১লা ফে:—২৯৷৷০; ২রা—২৯।৵০; ৩রা—

২৯৷৶০ ২৯॥০। বেণারস ২৮শে জাঃ—৯॥/০ ৯॥৵০ ৯।০ ৯॥৶০ ৯৸০। বিরলা কটন ১লা ফেঃ—২৫॥০। বাউড়িয়া ২৮শে জাঃ—৫০৫৲ ৫০৮৲ ৫১০৲; ২৯শে—৫০৫৲; ১লা ফেঃ—৫১০৲। চাকেশ্বরী ১লা ফেঃ—২১৸৵০ ২১৸৶০; ৩রা—২১॥৵০। কেশোরাম (অর্ডি) ২৮শে জাঃ—১৬৸৶০; ২৯শে—১৬॥৵০ ১৬॥০ ১৬।৵০; ১লা ফেঃ—১৬৲ ১৬/০ ১৬৵০ ১৬।০ ১৬॥/০; ২রা—১৬৶০ ১৬।০; ৩রা—১৬।/০। মহালক্ষ্মী ২৮শে জাঃ—২৭৲ ২৮॥০; ২৯শে—২৯॥০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৮শে জাঃ— ৮/০ ৮৵০; ২৯শে—৮/০ ৮৵০; ১লা ফেঃ—৮/০; ২রা—৮/০ ৮।০ ৮৵০; ৩রা—৮/০। স্বদেশী ৩রা ফেঃ—১৩১০৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্রেথ ওয়েট এণ্ড কোং ২৯শে জাঃ—৯।০। বৃটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ২রা ফেঃ—১১॥৵০। বৃটেনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২রা ফেঃ—১৪৶০। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ৩রা ফেঃ—১১/০ ১১৵০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৮শে জাঃ—৩৩৲ ৩৩৵০ ৩২৸৶০ ৩৩।০ ৩৩৶০ ৩৩/০; ২৯শে—৩২৸/০ ৩২৸০ ৩২॥০ ৩২॥৶০ ৩২।৵০ ৩২।৶০ ৩২॥০ ৩২৸০; ১লা ফেঃ—৩৩৲ ৩২॥৶০ ৩৩৲ ৩৩/০ ৩৩৵০ ৩২৸৶০ ৩২৸৵০ ৩২৸/০ ৩২৸০ ৩২॥৵০; ২রা—৩২॥০ ৩২॥৵০ ৩২৸/০ ৩২॥৶০; ৩রা—৩২।৵০ ৩২।/০ ৩২॥০। ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৮শে জাঃ—১১৸৵০ ১২৲; ২৯শে—১২/০ ১২৵০ ১২।০ ১২।/০; ১লা ফেঃ—১২৲ ১২।০; ২রা—১২।০। সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২রা ফেঃ—৬৸০ ৬৸/০ ৬৸৵০ ৬৸৶০; ৩রা—৬৸/০।

পাটকল

আদমজি ১লা ফেঃ—২৭॥০ ২৭৸০; (প্রেফ) ২রা—১৪৭৲ ১৪৬৲ ১৪৮৲ ১৪৯৲। আগড়পাড়া ২৯শে জাঃ—২৪।০। এলবিয়ন ১লা ফেঃ—১৮৫৲। আলেকজেন্দ্রা ২রা ফেঃ—১৯৭৲। এংলো-ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ১লা ফেঃ—১৬৪৲ ১৬২॥০ ১৬৪৲; ৩রা—১৬৪॥০। অকল্যাণ্ড ২৮শে জাঃ—১৭৬৲ ১৮৩৲; ২রা ফেঃ—১৭৫৲; ৩রা—১৭৩৲। বারণগোড় ২৮শে জাঃ—১১১৲ ১১২৲ ১১৩৲ ১১৪৲ ১১৫৲; ২৯শে—১১১৲ ১১২৲; ৩রা ফেঃ—১০৭৲। বেলভেডিয়ার ২৮শে জাঃ—৪৩৮৲ ৪৪৫৲ ৪৪৬৲; ২৯শে—৪৩৭৲ ৪৪৪৲; ১লা ফেঃ—৪৩২৲ ৪৩০৲ ৪৩২৲। বেঙ্গল ২৯শে জাঃ—২১।০; ১লা ফেঃ—২১।০ ২১৲ ২০৸৵০; ৩রা—২১৲। বিরলা ২৮শে জাঃ—৪০৸০ ৪১৲ ৪১।০ ৪১॥০; ২৯শে—৪১॥০ ৪১৸০। বিরলা (প্রেফ) ২৯শে জাঃ—১২৮৲। বজবজ ২৮শে জাঃ—৩৬৮৲ ৩৭৪৲; ২৯শে—৩৬৫৲; ১লা ফেঃ—৩৬৬৲; ২রা—৩৬২৲। কেলিডোনিয়া ২৮শে জাঃ—৪০৬৲; ১লা ফেঃ—৩৯৭৲; ৩রা—৩৯৭৲। চেভিয়ট ২৯শে জাঃ—১৯৪৲। ডালহৌসী ২৮শে জাঃ—২২৪৲; ২৯শে—২২২৲; (প্রেফ) ৩রা ফেঃ—১৬৩৲ ১৬২॥০। ডেল্টা ২৮শে জাঃ—৪৭০৲; ২৯শে—৪৫৮৲; ১লা ফেঃ—৪৬০৲; ২রা—৪৫৪৲; ৩রা—৪৫৬৲ ৪৫০৲। হেষ্টিংস্ (প্রেফ) ২৮শে জাঃ—১৩৬৲; ২৯শে—১৩৬৲; ১লা ফেঃ—১৩৬৲। হুগলী ২৯শে জাঃ—৭২৲। হাওড়া ২রা ফেঃ—৫৫॥০। হুকুমচাঁদ ২৮শে জাঃ—২১৲। ইণ্ডিয়া ২৯শে জাঃ—৪৫৮৲ ৪৫৮॥০ ৪৬০৲; ২রা ফেঃ—৪৫২৲। কামারহাটী ২৮শে জাঃ—৫১৩৲; ২৯শে—৫১১৲ ৫০৬৲ ৫১১৲ ৫১২৲; ১লা ফেঃ—৫০৫৲; ২রা—৫০৮৲। লেন্সডাউন ২৯শে জাঃ—১৪১৲; ৩রা ফেঃ—১৩৮৲। মেঘনা ২৮শে জাঃ—৬৩৲ ৬৪৲; ২রা ফেঃ—৬৩॥০। নৈহাটী ২৮শে জাঃ—২২১৲; ২৯শে—২২২৲; ১লা ফেঃ—২২৩৲। নস্করপাড়া ১লা ফেঃ—২১৵০; ২রা—২১৲। ন্যাশনাল ২৮শে জাঃ—২৩॥৵০ ২৪৲ ২৪৵০ ২৪।/০; ২৯শে—২৩৸০ ২৩৸৵০; ৩রা ফেঃ—২৩।৵০ ২৩।৶০ ২৩॥৵০। নিউ সেণ্ট্রাল ২৮শে জাঃ—৩৩০৲ ৩৪০৲। রামেশ্বর ১লা ফেঃ—১১॥৵০। রিলায়েন্স ২৮শে জাঃ—৫৫৸০ ৫৬॥০ ৫৭৲ ৫৭।০; ১লা ফেঃ—৫৭৲। শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ ২৮শে জাঃ—১৫।৵০; ২৯শে—১৫।০; ২রা ফেঃ—১৫।০।

কাগজের কল

বেঙ্গল পেপার ২৯শে জাঃ—১৭৫৲; ২রা ফেঃ—১৭১৲ ১৭৫৲ ১৭৩৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৯শে জাঃ—১৭১॥০ ১৭১৲ ১৭২৲ ১৭৩৲; ১লা ফেঃ—১৬৮৲; ২রা—১৬৮৲। মাইশোর ২৯শে জাঃ—২০৸৵০ ২১৲। ওরিয়েণ্ট (অর্ডি) ২৯শে জাঃ—২৫॥৵০; ৩রা ফেঃ—২৫॥০। ওরিয়েণ্ট (প্রেফ) ২৮শে জাঃ—১১১৲; ১লা ফেঃ—১১১৲। শ্রীগোপাল ৩রা ফেঃ—১৯।৶০ ১৯॥/০। ষ্টার ২৮শে জাঃ—২০৲; ১লা ফেঃ—২০/০ ২০৵০; ২রা—২০৵০ ২০৶০ ২০৲। টিটাগড় (অর্ডি) ২৮শে জাঃ—২৩॥৶০ ২৩৸৵০; ২৯শে—২৩॥৵০; ২রা ফেঃ—২৩।৶০; ৩রা—২৩৵০ ২৩৶০ ২৩।০ ২২৸৵০; (সেকেণ্ড প্রেফ) ১লা—১১১৲।

চিনির কল

বলরামপুর ২৮শে জাঃ—১২।৶০ ১২৶০; ২৯শে—১২।০; ১লা ফেঃ—১২৵০ ১২৶০ ১২।০ ৩রা—১২৶০। কাণপুর ২৮শে জাঃ—৩৩৸০; ২৯শে—৩৪৲ ৩৪॥৵০; ২রা ফেঃ—৩৪॥০; ৩রা—৩৪।০। চাম্পারণ ১লা ফেঃ—২৭৲। দারভাঙ্গা ২৮শে জাঃ—১৭৸৵০। গোয়ালীয়র ২৯শে জাঃ—১৮২৲। মারী-ক্রয়ারী ২রা ফেঃ—২৮॥৵০। সমস্তিপুর ৩রা ফেঃ—১২॥৶০ ১২৸৵০ ১২৸৶০। সাউথ বিহার ৩রা ফেঃ—২০।০ ২০।৵০। ইউনাইটেড প্রভিন্স ২৮শে জাঃ—১৫॥৶০ ১৫॥৵০; ১লা ফেঃ—১৫৸০।

(সুগন্ধি তৈলশিল্পে ভারতের স্থান)

কর্পূর, লবঙ্গ, ইউক্যালিপটাস্, ল্যাভেণ্ডার, লেবু, গোলাপ, পিপারমেণ্ট বারগ্যামট্ প্রভৃতি সুগন্ধি তৈল অল্পবিস্তর ভারতে আমদানী করা হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ ফ্রান্স হইতে বছরে প্রায় এক লক্ষ টাকার ল্যাভেণ্ডার আমাদানী করে। এই ল্যাভেণ্ডারের গাছ নীলগিরি ও হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীতে ৮ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে অনায়াসে জন্মান চলে। বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ৭৫ হাজার টাকার পিপারমেণ্ট তৈল ভারতে আমদানী হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে ৪ হইতে ৫ হাজার ফিট উচ্চভূমিতে এই গাছ অতি সহজেই জন্মান যায়।

ভারতের কৃষিবিভাগ ও বনবিভাগ এবং দেশের ধনী শিল্পপতিগণ যদি এই শিল্পের দিকে মনোযোগী হন তবেই এই সুকুমার শিল্পের বহুপ্রসারী সম্ভাবনা দেখিতে পাইবেন। উৎপাদনের খরচের তুলনায় এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হয়। এদেশে এখনও বহু সুগন্ধি গাছগুল্ম অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে। ক্রমাগত অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বহু অবহেলিত অযত্নবর্দ্ধিত লতাগুল্মের মধ্যে কি অমূল্য সম্পদই না লুকাইয়া রহিয়াছে। 'শ্রীতুলসী' ও 'কৃষ্ণতুলসী'—সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদনের মসলা হিসাবে কেহই আদর করে না, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, চোলাই করিলে ইহা হইতে 'ল্যাভেণ্ডার' জাতীয় একটি সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। পুষ্পসুগন্ধি শিল্পও খুবই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিয়াছে। বহু সুগন্ধ পুষ্পই যথেষ্ট পরিমাণে চাষ করা হইতেছে না। কামিনী, রজনীগন্ধা, নাগকেশর, চম্পা, সুরঙ্গী, পারিজাতক পদ্মফুল প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি করিয়া সুগন্ধি শিল্পের প্রসার করিলে দেশের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কতক লোকের বেকারসমস্যাও ঘুচিতে পারে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ফুলের দেশ কাশ্মীরে কোন উল্লেখযোগ্য সুগন্ধি তৈল প্রস্তুতের কারখানা নাই।

সুগন্ধি তৈলগুলি প্রকৃতির নিপুণহস্তে মিশ্রিত নানা জাতীয় সুগন্ধ দ্রব্যের এক একটি যৌগিক পদার্থ। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাগারে পরীক্ষা দ্বারা এই বিভিন্ন জাতীয় সুগন্ধ দ্রব্যগুলিকে একটি একটি করিয়া আলাদা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাহা ছাড়া তাহাদের লব্ধ জ্ঞান হইতে রসায়নাগারে বসিয়াই কৃত্রিম উপায়ে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট ধরণের কৃত্রিম সুগন্ধি প্রস্তুত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, লিমনেড্, সিরাপ, লজেঞ্জস প্রভৃতিতেও আজকাল বেশীর ভাগই এই সকল কৃত্রিম সুগন্ধিদ্রব্যই ব্যবহৃত হইতেছে। দরে যথেষ্ট সস্তা হইলেও কার্য্যকারিতায় কোন অংশে ইহা ন্যূন নহে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কৃত্রিম সুগন্ধদ্রব্যগুলির বেশীর ভাগ রাসায়নিক দ্রব্যই আলকাতরা চোলাই করিয়া পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেশে এযাবত একটিও সুগন্ধি চোলাইর কারখানা খোলা হয় নাই এবং এখানে সুগন্ধি গাছগুল্মের চাষ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহ বা উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে না; তথাপি সাবান, প্রসাধন, মিষ্টান্ন, সিরাপ, লিমনেড্ প্রভৃতি শিল্প ব্যবসায়ে ভারতের মধ্যে বাঙ্গলাদেশ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারেও সুগন্ধি সম্পর্কে গবেষণা কম হয় নাই, তত্রাপি দেখিতে পাই ভারতের গৌরব বেঙ্গল-কেমিক্যাল ও অন্যান্য বিশিষ্ট কেমিকেল প্রতিষ্ঠানগুলি এই সুগন্ধি তৈল শিল্পের প্রতি কোনরূপ নজরই দিতেছে না। বাঙ্গলা দেশের বিশিষ্ট রসায়নশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন সঙ্কট সময়ে এই শিল্প বাঙ্গলায় গড়িয়া উঠিলে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। সপ্তাহের শেষ ভাগে এরূপ একটা আশঙ্কার ভাব দেখা গিয়াছিল যে, বাঙ্গলা সরকার হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পাট চাষের জমির পরিমাণ এবার নাও কমাইতে পারেন। এই শঙ্কার ফলে পাটের দরে সপ্তাহের শেষের দিকে একটা স্পষ্ট অবনতির ভাব লক্ষিত হয়। মিলমালিকগণও এবার পাট ক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহশীল নন। ফলে কাজকারবারের পরিমাণ খুব সামান্যই হইয়াছে। যাহা হউক, পাটচাষ সম্পর্কে একটা সরকারী সিদ্ধান্ত পাকা-পাকিভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাজারের এই অনিশ্চয়তার ভাব কাটিবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট পাট সমস্যা লইয়া আর টালবাহানা না করিয়া একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যত শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারেন ততই পাটের বাজারের তথা পাটচাষীদের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য। ইণ্ডিয়ান জাত মিড্‌ল্ ও বটোম যথাক্রমে ১৫৲ টাকা ও ১২৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কাজকারবারের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের শেষের দিকে চটের দরে স্পষ্ট ক্রমাবনতি দেখা গিয়াছে। আর জাপানী বিমান হানা না থাকায় শ্রমিক সমস্যা অনেকখানি দূরীভূত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এখন হইতে চটকলের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। চটের বাজারে বিদেশ হইতে বিশেষ কোন চাহিদা দেখা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৮/০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ১৭৮/০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৮/০ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৬০ আনা এবং ১১নং নগদ ২৩৷৷০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ ২৩৷৷/০, এপ্রিল-জুন ২৩৷৷৵০ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে বোম্বাই-এর তূলার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্ট ও মিল পক্ষের সহিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে একটা পাকাপাকি বোঝাপড়া হইয়াছে এবং আগামী মরশুমে তূলা চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করা সম্পর্কেও স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সংবাদে তূলার বাজারে স্বভাবতঃই আশা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ঝরিলা মার্চ্চ ১৯৪৩ তূলার দর এবার ৪০৪৷৷০ আনা হইতে ৪২৫৸০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঝরিলা মে ১৯৪৩ ৪৩১৷০ আনা ও জুলাই ১৯৪০ ৪৩৬৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ খুবই কম। অন্যান্য বৎসর এই সময় গ্রীষ্মকালীন বস্ত্রাদির যে চাহিদা দেখা যায় এবার তাহা লক্ষিত হইতেছে না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে যে সরকারী সিদ্ধান্তের কথা নানাসূত্রে শুনা যাইতেছে তাহাতে বাজারে একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা যায়।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে বোম্বাইএর সোণার বাজারে মন্দার ভাব দেখা যায়। যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূলে পরিবর্ত্তিত হওয়াই ইহার অন্যতম প্রধান কারণ। এবার রেডি সোণার দর ছিল ৬৫৷০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে রেডি সোণা ৬৬৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল।

রূপার বাজারে যদিও নিষ্ক্রিয়তার ভাব চলিতেছে তথাপি অবস্থা সোণার বাজারের মত অতটা মন্দা নহে। তূলার বাজারের চড়তির ভাবই উহার কারণ বলিয়া মনে হয়। ইণ্ডিয়ান মিণ্ট রেডি রূপার দর ছিল এবার ১০০৸/০ আনা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার দর ছিল ১০১৷৷০ আনা। লণ্ডনের বাজার হইতে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

সমর মন্ত্রিসভার বাহিরে আসিবার পর হইতে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স আবার তাঁহার সুস্থ দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছেন কি? সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "এসোসিয়েটেড প্রেসের" প্রতিনিধি মিঃ ডিউএট মেকেঞ্জির সহিত সাক্ষাৎকালে স্যার ষ্টাফোর্ড যে সব উক্তি করিয়াছেন (ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত) তাহা পাঠ করিয়া প্রথমে আমাদের একটু বিস্ময়েরই উদ্রেক হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় (ক্রিপ্‌স দৌত্যের কালে) গান্ধী উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনিই যে বৃটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার জন্য মূলতঃ ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এমন কথা আমি বিশ্বাস করিনা"। সে কি কথা! তারে, বেতারে, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে নানা সূত্রে নানা ব্যক্তির মারফৎ দেশে-বিদেশে এতদিন যে সব কথা প্রচার করা হইয়া আসিতেছে, তাহা কি তবে একেবারে মিথ্যা? স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স-এর বেতার বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া মিঃ গ্রেহাম স্পাই প্রমুখ তথাকথিত সত্যবাদী মহলের সহিত মিঃ লুই ফিশার প্রমুখ জন কয়েক প্রকৃত ভারতবন্ধুর যে বাক্যযুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে এতকাল স্যার ষ্টাফোর্ড নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া মুখ বুজিয়া ছিলেন কেন? কারারুদ্ধ গান্ধীজীর উপর সকল দোষ চাপাইয়া, এমন কি তাঁহাকে প্রকারান্তরে ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দিয়া, প্রচারকার্য্যের যে সব অপকৌশল অনুসৃত হইয়াছিল, এখন হইতে সেই মিথ্যার মুখোস খসিয়া পড়িবে আশা করি। এই সম্পর্কে স্যার ষ্টাফোর্ডের মৌন-ব্রত বিলম্বে ভাঙ্গিলেও ইহা তাঁহার পক্ষে আশার কথা! মিঃ ক্রিপস্‌কে মাঝখানে বোধ হয় ভুলের ভূতে পাইয়াছিল। নহিলে কণ্ঠরুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টির যে ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে তিনি যোগদান না করিলেও তাহার নীরব নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা উহাতে তিনি পরোক্ষভাবে সায় দিয়াই আসিয়াছেন। সুখের বিষয় স্যার ক্রিপস্-এর চৈতন্যের উদয় হইতেছে। তিনি এবার স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, "মিঃ গান্ধী বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও জননায়কগণের মধ্যে অন্যতম। আমি বিশ্বাস করি, তিনি সম্পূর্ণ অকপট।...ভারতবর্ষের মধ্যে তিনি একক এবং সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। কোনও প্রকার পরিপূর্ণ মীমাংসার জন্য কংগ্রেসকে আমাদের পাইতেই হইবে।"

* * *

তুর্কী সাংবাদিক প্রতিনিধি দল গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। বাঙ্গলার সাংবাদিকগণ ঐ দিবস অপরাহ্ণে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানাইবার জন্য আশুতোষ কলেজ হলে এক মহতী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সাংবাদিকদের তরফ হইতে একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিক তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন এবং প্রত্যুত্তরে তুর্কী সাংবাদিকদের মুখপাত্রগণও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রীতি সম্মেলনের সুফল সুদূরপ্রসারী। আজ জাতিতে-জাতিতে ও বর্ণে-বর্ণে যে বিরোধ-বিসংবাদ চলিতেছে তাহাতে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যত বেশী দেখা সাক্ষাৎ ও ভাবধারা বিনিময় হয় ততই এক-একটি দেশের তথা দুনিয়ার পক্ষে মঙ্গলের কথা। জাতিগত সংস্কার ও বৈষম্য এখনও বহু জাতি, বিশেষ করিয়া অতি-সভ্য শ্বেতকায় জাতিদের মধ্যে মারাত্মক ব্যাধির আকারে রহিয়া গিয়াছে। জাতীয় কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের পক্ষে এই সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার আন্তর্জ্জাতিক দায়িত্বও রহিয়াছে। সেই দিক হইতে ভারত ও তুরস্ক এই উভয় দেশের সাংবাদিক মহলের এরূপ যোগাযোগ স্থাপনে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম বর্ষ	কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩	৩৯শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটের জমি ও সরকারী দায়িত্ব

গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে গত ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপীয় পাটকলওয়ালাদের মহল হইতে উহার বিরুদ্ধে একটা বিরূপ প্রচার-কার্য্য সুরু হয়। ফলে অল্পকালের মধ্যে পূর্ব্বেকার সিদ্ধান্ত বাতিল হইয়া গিয়া সম্প্রতি এক নূতন সিদ্ধান্তের কথা সাধারণের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বোক্ত এসোসিয়েটেড প্রেসই আবার নূতন করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকার চলতি ১৯৪৩ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে পাট চাষ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। অর্থাৎ গত ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এবারও সেই পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে দেওয়া হইবে। বাঙ্গলা সরকারের এই পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া আমরা যারপরনাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। চাহিদার তুলনায় বেশী জমিতে পাটচাষ হইতে দেওয়ায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় পাটের বাজার খুবই মন্দা গিয়াছে। হাতের পাট বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা মণপ্রতি ৪।৫ টাকার বেশী পায় নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই তাহাদিগকে ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হইয়াছে। ১৯৪২ সালের তুলনায় চলতি ১৯৪৩ সালে এদেশে পাটের চাহিদা কোন দিক দিয়াই বাড়ে নাই। যুদ্ধের জটিলতা বাড়িবার ফলে গতবারের তুলনায় এবার বাহিরে পাট ও চটের রপ্তানী আরও কম হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, চলতি বৎসরে পাটের জমি হ্রাস করিতে না পারিলে পাটচাষীদের দুঃখ দুর্দ্দশা বাড়িবে বই কমিবে না। তাহাছাড়া দেশের বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যার কথা ভাবিয়াও আমরা এবার পাটের চাষ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলিয়া আসিতেছি। চাহিদার তুলনায় চাউল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের যোগান কম বলিয়া দেশে উহাদের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতা দেখা দিয়াছে। চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের জমি বিশেষভাবে কমাইয়া দেওয়া হইলে এবার অধিক জমিতে ধান ও অন্যান্য খাদ্য ফসলের চাষ হইতে পারে; আর তাহাতে দেশে খাদ্য দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া উহার মূল্যও স্বভাবতঃই কিছু হ্রাস পাইতে পারে। আমরা খুবই আশা করিয়াছিলাম, গত ১৯৪২ সালে বেশী পাট করিতে দিয়া পাটের দর সম্পর্কে ও খাদ্যাভাব সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া এবার তাঁহারা পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ (১৯৪২ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক) করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। কিন্তু আমাদের সে আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের একান্ত দাবী উপেক্ষা করিয়া চলতি ১৯৪৩ সালে গতবারের সম-পরিমাণ জমিতেই পাট চাষ করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় ইউরোপীয় পাটকলওয়ালাদের স্বার্থ নির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়াই তাঁহারা এই অনিষ্টকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পাট চাষের নূতন মরশুম নিকটবর্ত্তী হইলে ইউরোপীয় পাটকল-ওয়ালারা ভবিষ্যতে বেশী পাট কাটতির প্রলোভন দিয়া ও অন্য নানা ভাবে চাপ দিয়া বরাবরই বাঙ্গলা সরকারকে বেশী পাট চাষ করাইবার জন্য প্ররোচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেশী পাট চাষ করিয়া যখন বাঙ্গলার কৃষক উহার উপযুক্ত মূল্যলাভে বঞ্চিত হয় তখন

পাটকলওয়ালাদের ও গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে কিছু বলিবার বা করিবার থাকে না। দেশের দরিদ্র পাট চাষীদের ভাগ্য নিয়া এইরূপ নির্ম্মম পরিহাস আর কতদিন চলিবে তাহাই আমরা ভাবিতেছি।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেট

ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়ায় গত কতিপয় বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার আরও অনেক বেশী ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে। নূতন বাজেটে আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য কর্পোরেশনের মোট ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অপরদিকে ঐ বৎসরের জন্য মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ফলে আগামী বৎসরে কর্পোরেশনের মোট ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে কর্পোরেশনের নগদ তহবিলে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা থাকিবার কথা। ঐ টাকা হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালের ঘাটতি পূরণ করিয়া আগামী বৎসরের শেষে কর্পোরেশনের নগদ তহবিল ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায় পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মহোদয় বরাদ্দ করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সহরবাসী মাত্রেই আশঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। নানাদিক দিয়া প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের যে আয় হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বাড়ী ভাড়ার আয়ই সর্ব্বপ্রধান। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বিমান আক্রমণের আতঙ্কে বহুলোক সহরের বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করায় বাড়ীঘর বাবদ কর্পোরেশনের আয় অনুমিত আয়ের তুলনায় ১৪ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও বিমান আক্রমণের আশঙ্কা বলবৎ থাকিলে আয় হ্রাসের এই গতি আরও মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় আয়ের পরিমাণ কম করিয়া ধরিয়াই নূতন বাজেট রচনা করা সঙ্গত ছিল, আর ব্যয়ের বরাদ্দও তদনুযায়ী যথাসম্ভব হ্রাস করা উচিত ছিল। কিন্তু চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মহোদয় বাজেট রচনা বিষয়ে সেরূপ সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা আয়ের বরাদ্দ ধরিয়া বাজেট প্রস্তুত করিবার পর বাড়ী ভাড়া বাবদ আয় ও অন্যান্য ধরণের আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার ফলে উক্ত সালে কর্পোরেশনের মোট আদায়ী রাজস্ব হ্রাস পাইয়া যে স্থলে মাত্র ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে, সেস্থলে আগামী বৎসরের হিসাবে তিনি কর্পোরেশনের আয় বরাদ্দ করিয়াছেন ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ এত অধিক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, এইরূপ ভাবে বেশী আয় ধরিয়াও তাহা মিটান সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে বাজেটে ৩৫ হাজার টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল। এবার ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্যই যে এবার এত বেশী ঘাটতি হইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু কর্পোরেশনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য যে কর্পোরেশনের অমিতব্যয়িতাও অনেক পরিমাণে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৩০-৩১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে ১ কোটি টাকার মত নগদ তহবিল ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে কর্পোরেশনের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি হওয়ায় ঐ নগদ তহবিল কমিয়া গিয়া ৭ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে আয়ের তুলনায় বেশী ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই নগদ তহবিল এইভাবে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কর্পোরেশনের নিতান্ত আর্থিক দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। উচ্চ কর্ম্মচারীদের মোটা মাহিয়ানা ও নানারকম ভাতা মিটাইতে প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব হইতে এইসব দিকের ব্যয়সঙ্কোচ করার ব্যবস্থা হইলে কর্পোরেশনের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখা যাইত না। কিন্তু চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর মহোদয় সেদিকে নজর না দিয়া বাজেট বক্তৃতায় নূতন ট্যাক্স বসাইবার সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করিয়াছেন। কর্পোরেশনের অবান্তর ব্যয় হ্রাস করা সম্পর্কে যতদিন পর্য্যন্ত সুব্যবস্থা অবলম্বিত না হইবে, ততদিন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির প্রস্তাব জনসাধারণ সমর্থণের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

অন্নবস্ত্র সমস্যায় মহাত্মাজী

বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহাতে তিনি কেবল দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহাতে এদেশবাসীর বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশার কথা উল্লেখ করিয়াও তিনি তাঁহার আন্তরিক ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দেশে দরিদ্র জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। ভারতে যদি জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত তবে এই দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অনেকাংশে অবশ্যই লাঘব করা যাইত। মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তি যে খুবই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলের বাহিরে থাকিয়া দেশের অগণিত নরনারী যে কথাটা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে জেলের ভিতরে থাকিয়া দেশ ও দশের দরদী নেতা মহাত্মা গান্ধী আজ তাহা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। দেশবাসীর একান্ত দুর্দ্দিনে তাহাদের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া আজ তিনি অনশন সুরু করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা ও অবিবেচনার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক দিক দিয়া এদেশের জনসাধারণ আজ যে অফুরন্ত দুঃখ গ্লানি সহ্য করিতেছে, মহাত্মাজীর অনশন তাহারই বিরুদ্ধে মূর্ত্ত প্রতিবাদ। কিন্তু ইহাতেও যে গবর্ণমেণ্টের চেতনা হইবে তাহার আশা কোথায়? চাউল, গম, চিনি ও কয়লা প্রভৃতির অভাবে দেশে মারাত্মক খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রের দর ক্রমাগত চড়িয়া উঠিবার ফলে সেদিক দিয়াও একটা বড় রকম সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দেশে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে কখনও কোন সুপরিকল্পিত চেষ্টা হয় নাই। অথচ দেশের লোকের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার অজুহাতে এই সমস্ত জিনিষের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে নানাভাবে আজ তাঁহারা একটা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। সামরিক কারণে সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র অনেক পরিমাণ নিজেরা কিনিয়া লইয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত হইতেছেন না, দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া বাহিরের লোকদের জন্যও তাঁহারা এদেশ হইতে অন্নবস্ত্র রপ্তানী করিতেছেন। এইভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের যোগান কম পড়িয়া উহাদের নিদারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। ধনী লোক ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীদের নানারূপ কারসাজির ফলে জিনিষপত্রের দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে উহাদের দুর্ম্মূল্যতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে দেশের জনসাধারণকে আজ অন্ন বস্ত্রের জন্য অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু দেশের গবর্ণমেণ্ট কোন দিক দিয়াই সুসঙ্কল্পিত ভাবে কোন প্রতিকারের উপায় বিধান করিতেছেন না। অসংখ্য রকমের কমিটি, কমিশন ও

কনফারেন্সের ভিতর দিয়া তাঁহারা আসল কার্য্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে ক্রমাগত ধাপ্পা দিয়াই চলিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাসভাজন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতিকার হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। সেকারণে দেশের হিন্দু-মুসলমান সকলের পক্ষেই আজ একতাবদ্ধ হইয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্টের জন্য সজোর দাবী উত্থাপন করা সঙ্গত।

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ"

যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে বস্ত্রের মূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে, আর তখন হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের কথা বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা সরকারী কল্পলোক ছাড়িয়া আজও কর্ম্মলোকে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। তবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ জিনিষটা আজও লোকে চোখে দেখিতে না পাইলেও এই কাপড় প্রচলনের আলাপ আলোচনা এতদিনে কার্য্যতঃ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রকাশ, টেক্সটাইল এডভাইসরী প্যানেলের এক সভায় এসম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে, আর ১৯৪৩ সালের শেষভাগ মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বাস্তব ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা রাখেন। এই সংবাদে আমরা অনেকটা ভরসা পাইয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ এম এল শা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সেই ভরসাও আজ কতক পরিমাণে মাটি হইতে চলিয়াছে। মিঃ শা বলিয়াছেন—পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে এদেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়া বঙ্গীয় কলমালিক সমিতি প্রত্যেক কাপড়ের কলেই নির্দ্ধারিত পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভাব প্রতিপত্তিশালী কাপড়ওয়ালাদের উপরোধে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়েও একটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের পরিকল্পনায় এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, কোন কাপড়ের কলের শতকরা ৬০ ভাগ তাঁত যদি যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত থাকে তবে ঐসব কাপড়ের কলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে দেশে উপযুক্ত পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত হইবে বলিয়া পূর্ব্বে যে আশা করা গিয়াছিল, কার্য্যতঃ সেরূপ বেশী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত হইবে না বলিয়া মিঃ শা আশঙ্কা করিতেছেন। মিঃ শা'র এই আশঙ্কা কিছুমাত্র অমূলক নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন করা হইলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারে সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। আর সেজন্য সকল কাপড়ের কলকেই যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে উহা প্রস্তুত করিতে বাধ্য করা সঙ্গত। তাহা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট এবিষয়েও যদি অযথা শিথিলতা দেখাইতে আরম্ভ করেন তবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে।

কাগজ সমস্যা ও গবর্ণমেণ্ট

এদেশের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ গবর্ণমেণ্টের নামে সংরক্ষিত রাখিতে হইবে বলিয়া ভারত সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে কাগজের কলসমূহের উপর যে অর্ডার দিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে। মিঃ বৈজনাথ বাজোরিয়া কাগজ সম্বন্ধে সরকারী অর্ডারের নিন্দা করিয়া একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেস দল ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যে যোগদান না করায় এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যের বিরুদ্ধেই সেখানে আর জোর প্রতিবাদ ধ্বনিত করিবার সুবিধা নাই। তথাপি জাতীয়দল, লীগদল ও ইউরোপীয় দলের সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া যেভাবে কাগজ সম্বন্ধে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে এই নিন্দাসূচক প্রস্তাবটি পাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। গবর্ণমেণ্টের নামে শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ সংরক্ষিত রাখার অর্ডারটি এদেশের সকল শ্রেণীর লোককেই যে কতদূর ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, উহা তাহারই পরিচায়ক। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, এদেশে বর্ত্তমানে বাৎসরিক ৯৬ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর বাহির হইতে ভারতে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন কাগজ আমদানী হইয়াছিল। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এক্ষণে কাগজের আমদানী ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এই অবস্থায় ভারতের লোক বর্ত্তমানে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। পুস্তক প্রচার, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানো প্রভৃতি সকল ব্যাপারে দেশের উৎপন্ন কাগজই বর্ত্তমানে প্রধান সম্বল। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট মিলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া বাকী শতকরা ১০ ভাগ শুধু জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দ্ধারিত করায় সকল দিক দিয়াই বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কাগজ যেভাবে দিন দিন দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে দেশে শিক্ষাদীক্ষার কাজ পরিচালনা ক্রমেই খুব দুষ্কর হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। কাজেই দেশের স্বার্থ দেখিতে হইলে কাগজ সম্পর্কে উপরোক্ত সরকারী অর্ডার অচিরে সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে সরকারী প্রয়োজনে মাত্র ২০ হাজার টন কাগজ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে সামরিক কারণে কাগজের ব্যবহার কিছু বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় কলের উৎপন্ন ৯০ ভাগ কাগজই সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত করার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহা এই অসঙ্গত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টেরও জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

ভারতে যৌথ চাষাবাদের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় স্যার জন মেনার্ড "যৌথ চাষাবাদ" শীর্ষক যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য, যৌথ কৃষির প্রচলন ও সাফল্য একমাত্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেই হইয়াছে। বিপ্লবের পূর্ব্বে এবং বিপ্লবের অব্যবহিত পরেও রুশিয়া আমাদের ভারতবর্ষের মতই অত্যন্ত দরিদ্র এবং কৃষির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। ভারতের মত সেখানে অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ড জমিতে মান্ধাতার আমলের চাষাবাদেরই চলন ছিল। কিন্তু বিপ্লবের পরে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ যে বলিষ্ঠ পরিকল্পনা লইয়া সমগ্র রাষ্ট্রে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন আরম্ভ করিলেন তাহার ফলে দেখিতে দেখিতে কৃষির ক্ষেত্রে রুশিয়া অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক পন্থায় যৌথ চাষাবাদের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়াই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র বিশ বৎসরেরও অনধিক কালের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে অপরিসীম উন্নতি হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পের অঙ্গাঙ্গী প্রসার ও উন্নতির ফলে স্যার মেনার্ডের মতে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অন্যতম। অতঃপর স্যার জন মেনার্ড এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল দরিদ্র ভারতবর্ষকে অচিরকাল মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে সোভিয়েটের ন্যায় যৌথ চাষাবাদের প্রচলন করিতে হইবে। ভারতের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধান করিয়া রাষ্ট্রের দ্রুত উন্নতির জন্য কৃষিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংবাদে আসমুদ্র-হিমাচল শঙ্কিত ও সংক্ষুব্ধ। সমগ্র পৃথিবীও এই উপবাসের সংবাদ আজ উদ্বেগের সহিত গ্রহণ করিবে। মহাত্মাজী কেবল ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ নহেন, হিংসাদ্বেষ-জর্জ্জরিত বিপর্য্যস্ত বর্ত্তমান দুনিয়ার চক্ষে তিনিই আজ একমাত্র বলিষ্ঠ ভরসার প্রতীক। গান্ধীজী একাধারে ভারতের জাতীয় অভ্যুন্নতির কর্ণধার ও আন্তর্জ্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলার অগ্রদূত। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, মহাত্মা ঐ দিবস হইতে তিন সপ্তাহ কাল উপবাস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। আমরণ অনশন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু মহাত্মাজীর বর্ত্তমান বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই সঙ্কল্প দেশবাসীর নিকট গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ ভারতের বৈদেশিক ভাগ্যবিধাতারা এই কৃচ্ছ্রবরণের সম্ভাবিত পরিণতি সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। লর্ড লিনলিথগো ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে পত্রালাপ চলিয়াছিল সংবাদপত্র মারফৎ তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া শাসক শক্তির অনমনীয় জেদ ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছি, বহির্জ্জগতও স্তম্ভিত হইবে। লর্ড লিনলিথগো স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, এই অনশনের দ্বারা ভারত সরকারের পুর্ব্বানুসৃত নীতি কোনক্রমে প্রভাবিত হইবে না এবং ইহার ফলে মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভালমন্দের জন্যও গবর্ণমেণ্ট কোনপ্রকার দায়ী থাকিবেন না।

* * * *

মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভালমন্দের সঙ্গে যে ভারতের জাতীয় ইষ্টানিষ্টের, এমন কি ভবিষ্যৎ জগতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত এই কথা বিস্মৃত হওয়া তাঁহাদের পক্ষেই স্বাভাবিক, দুনিয়ার দরবারে বাহুবলের বড়াই ছাড়া যাঁহাদের গর্ব্ব করিবার মত আর কোন আত্মিক সম্পদ নাই। মহাত্মাজীর জীবন-মরণের প্রশ্নের সহিত জড়িত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনশনকে এরূপভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত খাট করিতে চাহিয়া তথাকথিত গণতন্ত্রের রক্ষকরা আজ গণতন্ত্রেরই মর্য্যাদায় আঘাত করিয়াছেন। মহাত্মাজী জনগণেরই বাণীমূর্ত্তি—তিনি মূর্ত্তিমান্ গণতন্ত্র। বড়লাট এই প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহাত্মার সঙ্কল্পিত অনশনকে একটা political blackmail বা রাজনৈতিক অপকৌশল বলিয়া অভিহিত করিতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মহাত্মাজীর মতবাদের যাঁহারা আদৌ সমর্থক নহেন এমন সব ব্যক্তি বা দলও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের চিরাচরিত কপটতার অপবাদ দিতে পারেন নাই। বরং রাজনীতির ন্যায় এক জাগতিক ব্যাপারে ধর্ম্মকে ও নীতিশাস্ত্রকে অতখানি প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই অনেকে মহাত্মার অনুসৃত পন্থাকে বরাবর অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথগো মহাত্মাজীর অকপট সিদ্ধান্তে সন্দেহের কটাক্ষপাত করিয়াছেন!

* * * *

ইহার জবাবে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী লিখিতেছেন, "ছল করিয়া আমার মুক্তি লাভের ইচ্ছা নাই। একমাত্র সত্য ও অহিংসার জন্যই আমি জীবনধারণ করিতেছি এবং আমার বিরুদ্ধে যত কিছুই বলা হউক না কেন সত্য ও অহিংসার পথ আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।" অপরিমেয় ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মহাত্মাজী তাঁহার চিঠিতে যে উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিটি ছত্রে একটা বেদনার আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছে: "আমার অনশনকে আপনি 'রাজনৈতিক চাল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আপনার আদালতে ন্যায় বিচার না পাইয়া আমি এই অনশনের মধ্য দিয়া সর্ব্বশক্তিমানের এজলাসে সুবিচারের আবেদন জানাইতেছি। অনশনের এই অগ্নি-পরীক্ষায় আমি যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তাহা হইলে এই সান্ত্বনা লইয়া যাইতে পারিব যে, আমি কায়মনোবাক্যে নিষ্পাপ ও সত্যাশ্রয়ী। পরবর্ত্তী যুগের বংশধরগণই আমার ও আপনার বিচার করিবে—যে আপনি আজ এক সর্ব্বশক্তিমান গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি আর আমি আমার স্বদেশের ও সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণব্রতের এক দীন সেবক।"

* * *

ভবিষ্যতের কথা থাক্। বর্ত্তমানেই সারা দুনিয়া মহাত্মাজীর প্রশ্নের জবাব দিবে। আজ গান্ধীজীর অপরিসীম প্রভাব কেবল ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সমগ্র মনুষ্য জাতির সম্মুখে তিনি আজ বর্ত্তমানের বিশ্বব্যাপী সঙ্কট ও ঘনঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে একমাত্র আশার আলো। মহাত্মাজীর মতই ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যাও আর একান্তভাবেই কোন ভৌগোলিক সমস্যা বা বৃটিশ শাসকশ্রেণীর এক ঘরোয়া ভাবনা নয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মানুষের আবহমানকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সকলে মিলিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া আরও উন্নতির পথে আগাইয়া যাইতে হইলে ভারতের স্বাধীনতা আজ অপরিহার্য্য। পরাধীন ভারত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিমুক্ত পৃথিবীর ধারণা এক স্ববিরোধী কল্পনা। বৃটিশ শাসকশ্রেণী ক্ষমতার মোহে ও কায়েমী স্বার্থের লোভে সমগ্র মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের ভালমন্দের প্রশ্নে উদাসীন। বৃটিশ রাজনীতি আজ একেবারেই দেউলিয়া। নহিলে মহাত্মা গান্ধীকে সর্ব্বাগ্রে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃগণকে সসম্মানে মুক্তি দিতেন এবং নিজেদের স্বার্থে, ভারতের কল্যাণে ও বিশ্বের হিতে ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়া স্থায়ী বিশ্বশান্তির গোড়াপত্তন করিতেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথগোর পত্রাবলী সেই ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যের ধার ঘেঁষিতেও চাহে নাই। এখনও কি চৈতন্যের উদয় হইবে না? বিশ্বসঙ্কটের সম্মুখে মহাত্মার অনশন কি গর্ব্বান্ধ মূঢ়তার বিরুদ্ধে আত্মিক শক্তির এক সংক্ষুব্ধ প্রতিবাদ?

* * *

গান্ধী-লিনলিথগো পত্রাবলীর মধ্যে রাজনৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য উভয়পক্ষ পরস্পরকে দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পরম শত্রুও তাঁহাকে হিংসার সমর্থক বলিতে সাহসী হইবে না। সুতরাং প্রশ্ন উঠিয়াছে, গান্ধীজী সঙ্কল্পিত সংগ্রামের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঐরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে কি না। বড়লাট দৃঢ়কণ্ঠে সেরূপ অভিমতই বারবার ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী জানাইয়াছেন, ভারত-সরকারের অনুসৃত চণ্ডনীতিই গোলযোগের জন্য দায়ী। এই বাদানু-

(৭৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইনফ্লেশন (২)

গত সপ্তাহে আমরা বলিয়াছি যে কোন দেশে যখন সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের হাতে অর্থের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হয় অথচ সঙ্গে সঙ্গে তদনুপাতে ক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না তখন পণ্যদ্রব্যের মূল্য ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নামই ইনফ্লেশন। সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময়ই ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়া থাকে। কারণ এই সময়ে গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধজয়ের জন্য বেপরোয়াভাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় এবং উহার ফলে দেশের জনসাধারণের হাতে সৈনিক, কর্ম্মচারী, মজুর, কণ্ট্রাক্টর, পণ্যদ্রব্য সরবরাহকারী ইত্যাদি হিসাবে প্রচুর অর্থাগম হইয়া থাকে—কিন্তু এই সময়ে দেশের কলকারখানাসমূহের অধিকাংশ সমর-সম্ভার প্রস্তুতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এবং বিদেশ হইতে দেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানী সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অনেক কমিয়া যায়। ফলে যুগপৎ চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাসের জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে চড়িতে আরম্ভ করে এবং জনসাধারণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্য মজুদ করিতে আরম্ভ করায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধির গতি ক্রমেই অধিকতর দ্রুত হইতে থাকে। অবশেষে এমন এক অবস্থা ঘটে যে, বহুগুণ মূল্য দিয়াও কেহ জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না এবং এজন্য অগণিত লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়।

বিগত ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে যুদ্ধরত প্রায় সকল দেশেই অল্পবিস্তর এইরূপ একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। তবে আমেরিকা অনেক পরে যুদ্ধে যোগদান করাতে এবং ইংলণ্ড অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ ছিল বলিয়া এই সব দেশের অবস্থা তেমন মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল না। এজন্য এই সব দেশের গবর্ণমেণ্টকে প্রধানতঃ নোট ছাপাইয়া তদ্দারা সমরব্যয় সঙ্কুলান করিতে হয়। উক্ত কারণে ইনফ্লেশনের ফলে এই সব দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে একটা বিপর্য্যয় দেখা দেয়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে গত মহাযুদ্ধের তুলনায় সমররত প্রত্যেক দেশেই অনেক বেশী অর্থব্যয় হইতেছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দৈনিক অল্পাধিক ৫০ কোটী, ইংলণ্ডের ২০ কোটী, জার্ম্মানীর ১৮ কোটী এবং জাপানের ১৬ কোটী টাকা করিয়া অর্থব্যয় হইতেছে। ১৯১৪-১৮ সালে প্রত্যহ এরূপ অর্থব্যয় হইলে উপরোক্ত সমস্ত দেশই সর্ব্বস্বান্ত হইত এবং দেশে বিপ্লব উপস্থিত হওয়ার ফলে সকল দেশকেই সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইতে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রত্যেক দেশ গত যুদ্ধের তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে ৪।৫ গুণ অধিক অর্থব্যয় করিলেও কোন দেশেই ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইতেছে না এবং সকল দেশেই পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। উহার কারণ এই যে, বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টই জনসাধারণের হাতে অপরিমিত অর্থাগম হওয়া সত্ত্বেও কি ভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখা যায়, তাহার কৌশল আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলে কোন দেশেই পণ্যদ্রব্যের মূল্য তেমনভাবে চড়িতেছে না। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমানে এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে যাহাতে এই সব দেশ যদি বর্ত্তমানের তুলনায় প্রত্যহ দ্বিগুণ এমনকি চতুর্গুণ অর্থব্যয় করে, তাহা হইলেও ইনফ্লেশনজনিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য তাহাদের ভয়ের কোন কারণ ঘটিবে না। এই বিষয়ে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংলণ্ড অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুদ্ধে জড়িত হইলেও এবং উক্ত দেশের অধিবাসীদের হাতে অর্থের যোগান ৩।৪ গুণ বাড়িয়া গেলেও বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে উক্ত দেশে জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় অর্থাৎ সাংসারিক খাইখরচার পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই এবং গত ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহা একই প্রকার রহিয়াছে (গত ২৮শে জানুয়ারীর ক্যাপিটাল পত্রে মিঃ নর্ম্মান ক্রাম্প কর্ত্তৃক লিখিত 'ইংলণ্ডে ইনফ্লেশনের প্রতিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

কি ভাবে উহা সম্ভবপর? জনসাধারণের হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ অথবা ক্রয়ক্ষমতা (purchasing power) পতিত হইতেছে, ট্যাক্স ও সরকারী ঋণ দ্বারা তাহা তুলিয়া লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন সহায়ে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে জনসাধারণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াই উহা সম্ভবপর হইতেছে। অর্থনীতিক ভাষায় অর্থকে ক্রয়ক্ষমতা বলা হইয়া থাকে। কেননা যেমন হাতে রেলের টীকেট থাকিলে অবাধ ভ্রমণ করার ক্ষমতা জন্মে, অথবা সিনেমার টীকেট থাকিলে ইচ্ছামত সিনেমা দেখার ক্ষমতা হয়, সেইরূপ হাতে অর্থ থাকিলে তদ্দারা ইচ্ছামত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা জন্মে। অবশ্য কোন ব্যক্তির হাতে অর্থ না থাকিলেও যদি বাজারে তাহার সুনাম (credit) থাকে এবং সে যদি ইচ্ছামত টাকা ধার করিতে পারে অথবা ধারে মালপত্র ক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহার ক্রয়ক্ষমতা রহিয়াছে বলা চলে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জনসাধারণের এই উভয়বিধ ক্রয়ক্ষমতাই নানা ভাবে, নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। এই বিষয়ে গত বৎসরের এপ্রিল মাস হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশে যে সর্ব্বাঙ্গীন কার্য্যক্রম অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই কার্য্যক্রম হইতেছে (১) ব্যক্তিগত আয় ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর অত্যধিক ট্যাক্স ধার্য্য করা (২) পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্য এবং বাড়ী ভাড়ার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ (৩) মজুরীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ (৪) কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ (৫) সমর ঋণ ক্রয়ের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহ দান (৬) বাজারে যে সব জিনিষের অভাব রহিয়াছে সেই সব জিনিষ রেশন করিয়া দেওয়া—অর্থাৎ এই সব জিনিষ কে কতটা ক্রয় করিতে পারিবে তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করা এবং (৭) যাহাতে টাকা ধার দেওয়া ও কিস্তি হিসাবে মূল্য পাইবার সর্ত্তে মালপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় তাহার ব্যবস্থা করা এবং জনসাধারণকে ঋণ পরিশোধে উৎসাহ দান।

উপরোক্ত কর্ম্মপন্থা এতই সরল যে, উহা তেমনভাবে বিশ্লেষণ করা অনাবশ্যক। এই কার্য্যক্রম দ্বারা প্রথমতঃ জনসাধারণের হস্ত হইতে অর্থ অথবা ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৭২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খাদ্য সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার

চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া বাঙ্গলায় যে জটিল খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার সমাধান সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি একটি বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছিল। এপ্রদেশের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা সহরের খাদ্য সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কয়েকটি সময়োচিত পন্থার কথা উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বৈঠকে একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ স্মারকলিপি পাঠ করিয়া জানা যায়, বাঙ্গলা সরকার জনসাধারণের সুবিধার্থ খাদ্যদ্রব্যের বণ্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতে একটি সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতে চান। কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জনসাধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত দুইটী পন্থা অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথমতঃ কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মারফতে তাঁহারা ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার কতকটা সুবিধা দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীরা যাহাতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা কতকগুলি দোকান ও ডিপো স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু একথা সত্য যে, প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় কলকারখানা ও কতিপয় শ্রেণীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কিছু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের সুবিধা হইলেও দ্বিতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া এখন পর্য্যন্ত কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীরা উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের তেমন কোন সুযোগ পায় নাই। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া সত্বেও জনসাধারণ নির্দ্ধারিত মূল্যে তাহা বিশেষ কিছুই কিনিতে পারিতেছে না। অপরদিকে জিনিষপত্রের কম যোগানের ভিতর ধনী লোকেরা ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীরা উহা প্রচুর পরিমাণে মজুত করিয়া দরিদ্র জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ বিষয়ে বঞ্চিত করিতেছে। এই প্রকার অব্যবস্থার সমুচিত প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী সম্পর্কে বরাদ্দ প্রথা (Rationning system) প্রবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। কলিকাতা সহরের অধিবাসীদের জন্য যথাসম্ভব খাদ্যসামগ্রী আমদানী করিয়া তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দ্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের ভিতর বণ্টনের ব্যবস্থা হয়, তবে সকলের অভাবই কতকাংশে পরিপূরিত হইবে। অধিকন্তু ইহাতে অসাধু উপায়ে খাদ্যসামগ্রী মজুত ও তাহা অপচয়ের সম্ভাবনাও বিদূরিত হইবে। তবে রেসনিং প্রথা অবলম্বন সম্পর্কে কয়েকটি বিচার্য্য বিষয় রহিয়াছে। সেই বিচার্য্য বিষয়গুলি এই—(১) কোন খাদ্যসামগ্রীর ব্যাপারে কতদূর মাত্রায় রেসনিং করা হইবে (২) কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের মারফতে কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্ধারিত মূল্যে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বলবৎ রাখিয়া বাকী জনসাধারণের জন্য আলাদা ভাবে রেসনিং-এর পন্থা অবলম্বিত হইবে, না তাহা উঠাইয়া দিয়া সকল শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য একটি ব্যাপক রেসনিং প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইবে (৩) প্রত্যেক পরিবারের খাদ্য সামগ্রী বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে, না প্রত্যেক ব্যক্তি হিসাবে খাদ্যসামগ্রী ক্রয়ের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এই সব প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। এসব বিষয়ে প্রকৃত করণীয় কি তাহা স্থির করিয়া লইয়া তাঁহারা শীঘ্রই রেসনিং প্রথা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা সহরে রেসনিং প্রথা অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য এবং এপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা-বৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার চাউল, গম, চিনি কয়লা প্রভৃতির ব্যবসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্ব্বত্র খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রথা অবলম্বনে তাঁহারা বিশ্বাসভাজন ব্যবসায়ীদের নাম রেজেষ্টরী করিয়া লইবেন। যে সব ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার উপর জোর না দিয়া জনসাধারণের সুবিধার জন্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দ্ধারিত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ে সম্মত থাকিবে কেবল তাহাদিগকেই এই লাইসেন্স দেওয়া হইবে। সকল দিক যথারীতি বিবেচনা করিয়া এবং কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়া যাহাতে ব্যবসায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত হয় তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার ইতিমধ্যেই একটি ডিষ্ট্রিবিউটিং ট্রেডস্ ট্রাইবিউনেল স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্যার ফজলুর রহমান (প্রেসিডেণ্ট), ডাঃ সত্যচরণ লাহা ও মিঃ ডি আর স্কটকে নিয়া এই ট্রাইবিউনেল গঠিত হইবে। এই ট্রাইবিউনেল বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের নাম মনোনয়ন করিবেন এবং খুচরা ব্যবসায়ী নিয়োগ সম্পর্কে সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

খাদ্যদ্রব্য বণ্টন ও চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের এই পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া অচিরে উহা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে উহা দ্বারা কতকটা সুবিধা হইতে পারে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে আমাদের মতে এপ্রদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধান করিতে গেলে কেবল জিনিষপত্রের উপযুক্তরূপ বণ্টন ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করিবার দিকেও গবর্ণমেণ্টকে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। এদেশে যে খাদ্যদ্রব্য আজ এত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি ও চোরাবাজারের কারসাজি সেজন্য কতক পরিমাণে দায়ী সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকে কোন মতেই প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। চাহিদার তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান কম বলিয়াই এদেশে আজ এরূপ জটিল খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে খাদ্যদ্রব্যের বণ্টন ও চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুসঙ্গত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে দেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধিরও যথাসঙ্গত চেষ্টা করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের যোগান বাড়াইবার প্রধান উপায় দেশে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা। নিম্নলিখিত পন্থায় এবিষয়ে সুফল পাওয়া যাইতে পারে—(১) এপ্রদেশে যেসব জমি অনাবাদী রহিয়াছে সুযোগ সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহার কতকাংশ চাষাবাদের আমলে আনার বন্দোবস্ত করা। অনাবাদী জমি চাষাবাদের আমলে আনা সম্পর্কে কৃষকেরা যাহাতে আগ্রহান্বিত হইতে পারে সেজন্য সরকারী অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(২) পাট চাষের জমি বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া বর্ত্তমানের তুলনায় বেশী জমিতে ধান ও অন্য খাদ্য ফসল চাষ করার বন্দোবস্ত করা (৩) উন্নত প্রণালীর সার ও বীজ বিতরণ করিয়া এবং জল সেচ বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া জমিতে একর প্রতি বেশী খাদ্য শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা। এই ধরণের বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান অবশ্যই বাড়িতে পারে।

খাদ্যদ্রব্যের যোগান বাড়াইবার অন্য উপায়, উহার আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ। যুদ্ধের জটিলতা বাড়িয়া যাওয়ায় যানবাহনের অসুবিধার জন্য বাহির হইতে বাঙ্গলায় অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যের আমদানী, বিশেষ করিয়া চাউলের আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থায়ও বাঙ্গলা দেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানীর বিরাম নাই। সিংহল ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের জন্য ক্রমাগতই এপ্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে। বাঙ্গলায় যেস্থলে চাহিদা অনুযায়ী চাউল উৎপন্ন হইতেছে না সেস্থলে রপ্তানী বাড়াইবার এই রীতি খুবই মারাত্মক। বাঙ্গলার খাদ্যসমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এখন হইতে বাহিরে খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং ঐসঙ্গে বাহির হইতে যথাসম্ভব তাহা আমদানীর বন্দোবস্ত করা। এই ধরণের ব্যাপক বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় খাদ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে ও সুবিধামূলক মূল্যে তাহা ক্রয় করার সুবিধা হইতে পারে। লোক দেখানো ছোটখাট বিধিব্যবস্থায় নিজেদের কার্য্যধারা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া এপ্রদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা বাঙ্গলা সরকারকে এখন হইতে সকল দিক দিয়া সেরূপ সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

(ইনফ্লেশন—২)

দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের হস্তে যাহাতে অধিক অর্থাগম না হয় তাহার বিধান দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ জনসাধারণ যাহাতে উহাদের সুনামের জোরে অধিক মালপত্র ক্রয় করিতে না পারে তাহার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ হাতে অর্থ থাকিলেও যাহাতে জন-সাধারণ পণ্যদ্রব্যের বাজারে ভীড় জমাইয়া উহার মূল্য বাড়াইয়া দিতে না পারে তজ্জন্য উহাদের ক্রয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে এবং পঞ্চমতঃ এই সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও যাহাতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিতে না পারে তজ্জন্য পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা দর সর্ব্বোচ্চে কি পরিমাণ হইতে পারিবে তাহার সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উপরোক্ত কার্য্যক্রমের ১ম ও ৫ম দফা এবং ৭ম দফার শেষাংশ দ্বারা জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা গবর্ণ-মেণ্ট টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ২য় দফার শেষাংশ এবং ৩য় ও ৪র্থ দফার দ্বারা জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থাগম না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কার্য্যক্রমের ৭ম দফার ফলে যাহাদের হাতে অর্থ নাই অথচ যাহারা নিজেদের সুনামের জোরে বাজার হইতে টাকা ধার করিয়া অথবা বাকীতে মালপত্র ক্রয় করিতে পারে তাহাদের এই ক্ষমতা বিলোপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ দফা দ্বারা জনসাধারণের হাতে অর্থ থাকিলেও উহারা যাহাতে ইচ্ছামত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও চোরাবাজারের প্রভাবে অথবা অন্য কোন কারণে পণ্যদ্রব্যের মূল্য যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়াইয়া যাইতে না পারে তজ্জন্য ২য় দফার প্রথমাংশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা দর সর্ব্বোচ্চ কি পরিমাণ হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ দফা—অর্থাৎ রেশন সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। পণ্যদ্রব্য রেশন করার অর্থ হইতেছে, কে কি পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। বিষয়টী নূতন নহে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়াই উহার উদ্ভব হয় নাই। গত ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময়ে যুধ্যমান দেশগুলিতে এই ব্যবস্থা সীমাবদ্ধভাবে অবলম্বিত হয়। অতঃপর সোভিয়েট রাষ্ট্রে বরাবর উহা পূর্ণাঙ্গভাবে অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত দেশে গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব দোকানের মারফতে ছাড়া অন্য কোথাও কেহ কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না এবং এই দেশে চাহিদার তুলনায় পণ্যদ্রব্যের যোগান কম বলিয়া কোন ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সময় সময় দেশে চাহিদা ও যোগান বিচার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি বা পরিবার প্রতি সপ্তাহ বা মাসে কি পরিমাণ রুটী, মাংস, বস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং প্রতি ব্যক্তি ও পরিবারের নামে তাহার ক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া এক এক খানা কার্ড দেওয়া হয়। এই কার্ড না দেখাইলে কেহ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না এবং কার্ড দেখাইলেও যাহার কার্ডে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ আছে তদতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য কেহ ক্রয় করিতে পারে না। যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে চেষ্টা করে তবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলেও আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেই এই ভাবে পণ্যদ্রব্য রেশন করার রীতি অল্পবিস্তর অবলম্বিত হইয়াছে। উহার ফলে জনসাধারণের হাতে অধিক অর্থাগম হওয়া সত্ত্বেও বাজারে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং তজ্জনিত মূল্য বৃদ্ধি হেতু ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইতেছে না।

আমাদের মতে এই ভাবে পণ্যদ্রব্যের রেশন করিয়া দেওয়া—অর্থাৎ কে কতটা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া ইনফ্লেশন প্রতিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। এই রেশন ব্যবস্থা যদি ঠিক ঠিক মতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় অর্থাৎ চোরাবাজার যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে না পারে তাহা হইলে জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ শতগুণ বৃদ্ধি পাইলেও পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট যদি জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ টানিয়া লইবার কোন ব্যবস্থা না করেন তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন ব্যক্তির হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা মজুদ হইয়াছে—তাহার পরিবারে মোট ৫ জন লোক রহিয়াছে—কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দৈনিক অর্দ্ধসের চাল, বৎসরে ৪ জোড়া কাপড় এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য জিনিষের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির দেশবাসী অন্য দশজন দরিদ্র ব্যক্তি যে পরিমাণ আহার্য্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিবে, লক্ষপতি হইয়াও সে উহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ আহার্য্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে না। ফলে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার অতিরিক্ত ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও উক্ত দেশে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে না এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতে পারিবে না। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একমাত্র রেশন বা মাথাপিছু পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াই যদি ইনফ্লেশন রোধ করা যায় তাহা হইলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে একদিকে জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ টানিয়া লইবার এবং অন্যদিকে জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থ পতিত হইতে না পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করিবার কি প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রয়োজন আছে—তবে তাহা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য নহে—অন্য কারণে উহা দরকার এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উহা আলোচ্য বিষয় নহে।

আমরা আশা করি যে, পৃথিবীর যুধ্যমান দেশসমূহে জনসাধারণের হাতে অতিরিক্ত অর্থাগম সত্ত্বেও কেন ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইতেছে না—কেন ঐ সব দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং ঐ সব দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় কেন একই প্রকার থাকিয়া যাইতেছে বর্ত্তমান প্রবন্ধ হইতে পাঠকবর্গ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আগামীবারে ভারতবর্ষের জনসাধারণের হাতে কি ভাবে অতিরিক্ত অর্থ পতিত হইতেছে, উহার ফলে পণ্যমূল্য কি ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারের প্রতিকারে কি ভাবে ব্যর্থকাম হইতেছেন, তাহা আলোচনা করিব।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

শিল্প-বাণিজ্যে চারু কলা

সম্প্রতি বোম্বাইএ স্যার জে জে স্কুল অব আর্ট ভবনে স্যার ভি চন্দ্রভারকরের পৌরোহিত্যে তৃতীয় বার্ষিক আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রি এক্স-হিবিশন্ বা শিল্প-বাণিজ্যে চারুকলা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্রসমূহের ছয় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বার্ম্মা শেল কোম্পানীর উদ্যোগে এবং ভারতের বহু বিশিষ্ট নাগরিক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সাহায্য ও সহযোগিতায় উক্ত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে শিল্প-বাণিজ্য ও আর্টের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন যে, কেবল জনসাধারণের প্রচেষ্টা থাকিলেই চলিবে না ; পুরস্কার বিতরণ ও অন্যান্য কার্য্যকরী উপায়ে গবর্ণমেণ্টকেও এই জাতীয় উদ্যমে যথেষ্ট সাহায্য দান ও যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইবে। অতঃপর স্যার চন্দ্রভারকর ভবিষ্যৎ ভারতে শিল্পের দ্রুত প্রসার ও প্রভাবের সঙ্গে আর্টের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের সম্ভাবনার কথা জানাইয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। এই প্রদর্শনীতে প্রায় পাঁচ শত নিদর্শনের সমাবেশ করা হইয়াছে এবং পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রতিযোগী ছাত্রদের সংখ্যাও এবার অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক সঙ্কট

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট পেশ করেন। উক্ত বাজেটে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। বাজেট সম্পর্কে কর্পোরেশনের আয়ব্যয়ের আলোচনা করিতে গিয়া প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বলেন যে, বৎসরারম্ভে হস্তস্থিত তহবিলের পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকা থাকা আবশ্যক। আগামী বৎসরের শেষে যদিও উদ্বৃত্ত তহবিলে উহার অপেক্ষা কিছু অধিক অর্থই থাকিবে, তথাপি উহা দ্বারা ১৯৪৪-৪৫ সালের প্রথম দুই মাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করাও সম্ভব হইয়া উঠিবে না। উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ অন্যূন ২০ লক্ষ টাকা। বহু আতঙ্কিত লোক সহর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় এবং পণ্যমূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্পোরেশনের প্রধান আয়ের পথ যে বাড়ীর ট্যাক্স আদায় তাহার পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এই কারণেই এরূপ আর্থিক সঙ্কটের সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত বাজেটের সহিত তুলনামূলকভাবে ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

সাল	আয়	ব্যয়	মোট ঘাটতি
১৯৪৩-৪৪	২,৫২,২৩০০০৲	২,৫৬,৬৫০০০৲	৪,৪২,০০০
১৯৪২-৪৩	২,৫৯,৪৭০০০৲	২,৭৮,১৭০০০৲	১৮,৭০,০০০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের বণ্টন ব্যবস্থা

সম্প্রতি বোম্বাইএ গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে যেরূপ ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাতে ১ বৎসরে ভারতবর্ষে ১৫০ কোটি গজের মত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাজারের বর্ত্তমান দর অপেক্ষা এই সকল কাপড়ের দর অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ কম হইবে অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে সাধারণ কাপড়ের জোড়া ৫৲ টাকা তাহা ৩৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে ; অথবা টাকা প্রতি ছয় আনা কম হইবে। ভারত সরকার শীঘ্রই ৫ কোটি গজ কাপড়ের অর্ডার দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথম তিন মাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে বাজারে ছাড়া হইবে। গত নভেম্বর মাসে বিভিন্ন কাপড়ের কলগুলির সহিত অস্থায়ী ভাবে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ১৫০ কোটি গজ বস্ত্র পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের পর শ্রীযুক্ত বৈজনাথ বাজোরিয়া "রেজগীর অভাবজনিত গুরুতর অবস্থার উন্নতি বিধানে সরকারের অক্ষমতা" সম্পর্কে যে মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা ২৬-৩২ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। মুসলিম লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলদ্বয়ের সদস্যবৃন্দ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। আলোচনার উত্তর দিতে গিয়া অর্থ-সচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান বলেন যে, কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের টাকশাল দুইটি বর্ত্তমানে ২৪ ঘণ্টা কালব্যাপী কার্য্য চালাইতেছে এবং প্রতি মাসে সাড়ে বার কোটি সংখ্যক রেজগী প্রস্তুত করিতেছে। সরকার লাহোরে তৃতীয় টাকশাল খুলিতেছেন। উহা আগামী জুন মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং তাহার ফলে মাসে আরো ৩ কোটি সংখ্যক অধিক রেজগী প্রস্তুত হইতে পারিবে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহে বিলম্ব

দরিদ্রদিগের উপকারার্থ বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের ও সরবরাহের যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিতে কেন বিলম্ব ঘটিতেছে, তৎসংক্রান্ত সমস্ত অবস্থা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া উক্ত সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ এম, এল শা সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, নিজেদের পরিকল্পনানুযায়ী ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের প্রশ্ন এখন উঠিতে পারে না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদন সরবরাহ ও বণ্টন সম্পর্কে যে আদেশ জারীর মনস্থ করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় বোর্ডের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী এজেণ্টের মারফত ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের কেনা-বেচা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মিঃ শা আরও বলেন, সমিতি বিশেষ জোরের সহিত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুতের জন্য শতকরা যতগুলি তাঁত স্বতন্ত্র রাখা হইবে, তাহা কোন ক্রমেই সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনে লাগান হইবে না। কিন্তু বয়ন শিল্পের মালিকগণের একটি প্রভাবশালী দল ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়কে সরবরাহ বিভাগের আওতায় ফেলিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করিয়াছে। ইহার ফল এই হইবে যে, যে মিলের উৎপাদন শক্তি শতকরা ৬০ ভাগ যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যয়িত হইত, সেই মিলের দরিদ্রদিগের জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদনের আর কোনও দায়িত্ব থাকিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রস্তুত হওয়ার আশা করা গিয়াছিল, এইরূপ ব্যবস্থার ফলে তাহা আর হইতে পারিবে না। মিল মালিক সমিতির পরিকল্পনা অনুসারে যাঁহারা ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, মিঃ শা তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এই প্রস্তাব করেন যে, পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ায়, উক্ত মিলগুলিকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বোর্ডের নিকট নাম রেজিষ্টারীর জন্য দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত আদেশ আমলে কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই উক্ত বোর্ড গঠন করিবেন।

খাদ্য সমস্যার সমাধান চেষ্টা

কলিকাতায় ৫ই ফেব্রুয়ারী অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকদের একটি বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে অসামরিক সরবরাহের ডিরেক্টার মিঃ রক্সবার্গ ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে দেড় ঘণ্টারও অধিককাল-ব্যাপী আলোচনা হয় ও সম্পাদকদের নিকট সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলা হয়।

বৃটেনে খাদ্য সমস্যা

সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ চার্চ্চিল বলেন, "বৃটেন মজুত খাদ্য খরচ করিতেছে এ কথা সত্য, তবে এ বিষয়ে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নহি। খাদ্যের দিক দিয়া যে ভাবে আমাদের চলিতেছে সে ভাবে আমরা ভাল মতই চালাইয়া যাইতে পারিব বলিয়া আমি মনে করি।

ভারতে যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষে যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। ১৯৪২ সালে নূতন জাহাজের সংখ্যা ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালের তুলনায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণের আবশ্যক কলকব্জা, ইঞ্জিন, ডায়নামো, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম বর্ত্তমানে ভারতের কলকারখানায়ই প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গলা সরকারের কাগজ ব্যবহার হ্রাস

কাগজ ব্যবহার সম্পর্কে মিতব্যয়িতার জন্য বাঙ্গলা সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল এই বৎসর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ বন্ধ রাখা উপরোক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত। বিষয়টি সম্যক বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টকে মতামত জানাইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

বোম্বাইএ নূতন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বোম্বাই সহর ও সহরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে মজুত চাউল ও চাউলজাত দ্রব্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার একটি আদেশ জারী করিয়া চাউলের গুড়া বা অন্য কোন প্রকার চাউলজাত দ্রব্য এবং পিষ্টক, মিঠাই ইত্যাদি খাবার তৈয়ারী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর একটি আদেশে বোম্বাই ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বলা হইয়াছে যে, যদি কাহারও মজুত চাউলের পরিমাণ দশ মণ বা তদূর্দ্ধ হয়, তাহাকে প্রতি সপ্তাহে ঐ মজুত চাউল সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।

মাগ্‌গী ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের খরচ বাড়ার জন্য বোম্বাই সরকার সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ও মাগ্‌গী ভাতার হার বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত ১লা নভেম্বর হইতে উক্ত বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় খাদ্য সংযম

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিনের আবেদনক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার লোক খাদ্য ব্যবস্থার সম্পর্কে সংযম অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছে। হোটেল এবং রেস্তোঁরাসমূহে কোন লোকই একবারে তিন প্রকারের অধিক খাদ্য পায় না।

খাদ্য এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ রহিত

স্যার জিয়াউদ্দিন আমেদ কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে বর্ত্তমান খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির পরিবর্ত্তনের এক প্রস্তাব আনয়ন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভার প্রাদেশিক সরকার এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তৃত্বাধীনে দিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ ও বণ্টন ব্যবস্থাও ম্যাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে মনে করেন। সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের সমস্ত বিভাগ এবং সমস্ত আর্থিক উপদেষ্টাকে বাতিল করিবার জন্য স্যার আমেদ মত প্রকাশ করেন। স্যার জিয়াউদ্দিন অধিকন্তু বর্ত্তমান খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত মূল্য হওয়ায় ভারতীয় সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি করিবার মত দেন।

বাংলার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা

জাপানী বিমান হানায় বাংলার রাজস্ব আদায়ের খানিকটা অসুবিধা ঘটায়, রাজস্ব আদায়ের আশু উপায় উদ্ভাবন কল্পে জনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু দিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এবং বাণিজ্য সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। ভারত সরকার বাংলা সরকারকে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ঋণদানে সাহায্য করিয়াছেন। ভারত সরকার এই ঋণের মেয়াদ বাড়াইয়া দিবেন এবং বাংলা সরকারকে বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য আরও ঋণ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

"১৯৪৩ সালের বোম্বাইয়ে খাদ্য বরাদ্দ সম্পর্কে অনুসন্ধান আদেশ" নামে বোম্বাই সরকার আর একটি হুকুম জারী করিয়াছেন। উক্ত হুকুম বর্ত্তমানে শুধু বোম্বাই সহরের উপর প্রযোজ্য হইবে। উহার উদ্দেশ্য খাদ্যবরাদ্দ প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য হোটেল, ক্লাব, ময়দার কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্যের পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

ভারতে রেলওয়ে ইঞ্জিন আমদানীর ব্যবস্থা

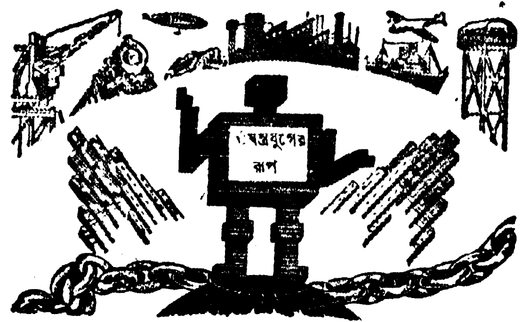
দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গ্র্যাডি মিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতে মার্কিন রেলওয়ে বিশেষজ্ঞ প্রেরণের বিষয় অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আগামী আর্থিক বৎসরে রেলের এক শত বড় ইঞ্জিন এবং আরও এক শত ছোট ইঞ্জিন ভারতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। বে-সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, ঐ সমস্ত ইঞ্জিনের জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের পরিকল্পনা

ভারত সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের রাসায়নিক গবেষণাগারে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদের রাসায়নিক গবেষণাগারে গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

খাদ্যশস্যের অবস্থা

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল) দ্বিতীয় অধিবেশনে খাদ্য শস্যের সংখ্যা-তথ্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান খাদ্য শস্যের পরিমাণ সন্তোষজনক না হইলেও বাজারে হা-হুতাশ সৃষ্টি করিবার মত তেমন গুরুতর সমস্যা দেখা দেয় নাই। অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি মজুত রাখাতেই বাজারে এরূপ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির এবং খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ঘাটতি এলাকায় চালান দিবার উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য জনসাধারণকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতে শ্রীযুক্ত সরকার অনুরোধ জানাইয়াছেন। অতিরিক্ত খাদ্যশস্য, ঘাস, বিচালী এবং শাকসব্জী উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টাই বর্ত্তমানে প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বাণিজ্য সচিব মনে করেন।



অষ্ট্রেলিয়ার খুচরা পয়সার দুর্ভিক্ষ

খুচরা পয়সা জমাইয়া রাখিবার এবং জমাইয়া যৎকিঞ্চিৎ লাভ করিবার লোভ ভারতবর্ষে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। সরকারী আশ্বাস ও নানাবিধ বিধিনিষেধও সেই সমস্যা সমাধান করিতে এখন পর্য্যন্ত সক্ষম হয় নাই। "অষ্ট্রেল নিউজ"এ প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ারও বহু লোক সামান্য লাভের আশায় খুচরা মজুত করিতেছে। তাহার ফলে অষ্ট্রেলিয়ার বাজারের বেচাকেনায় বিভ্রাট বাধিয়াছে এবং সৈন্য ও শ্রমিকদের বেতন দেওয়াও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেজারার মিঃ চীফলে মজুদকারীদের কঠোর সাজা দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। খুচরা পয়সা জমাইবার বাতিক এবং লোভ ভারতের মত অষ্ট্রেলিয়ায় ও দেখা যায়।

ইন্দোরে ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা

ইন্দোরের খাদ্য বরাদ্দ পরিকল্পনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য ভারত সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা স্যার থিয়োডোর গ্রেগরী ১৯শে হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইন্দোরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ক্রয়কেন্দ্র, শস্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের দোকান ইত্যাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।



বাঙ্গালোরে খাদ্য বরাদ্দ প্রথা

বাঙ্গালোর, কটক এবং করাচীতে খাদ্য বরাদ্দ প্রথার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। মহীশূরের ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাই মিঃ এস্, নারায়ণ রাও ইতিমধ্যে বাঙ্গালোরে ২৫শে জানুয়ারী তারিখে খাদ্য বরাদ্দ প্রথা সম্পর্কে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন।

মিঃ নারায়ণ রাওয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গালোর সহরকে ৯টি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে, এবং সহরের ৫১ হাজার পরিবারের চাহিদা মিটাইবার জন্য ৫ শত হইতে ৬ শত ডিপো খোলা হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারী, কো-অপারেটিভ সমিতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই সমস্ত ডিপো চালান হইতেছে। ইহা ছাড়া অন্তবিধ লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানও আছে। উপরোক্ত পন্থায় সাধারণ কাজকারবার চালাইবার বিধান করা হইয়াছে। ডিপো অফিসারের কর্ত্তৃত্বাধীনে চাউল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কেন্দ্রীয় ডিপোতে মজুত করা হইয়াছে। পাইকারী বণিকদের মজুত চাউলের এক চতুর্থাংশ এই সমস্ত ডিপোতে আনিয়া জমা করা হইয়াছে এবং পাইকারী বণিকদিগকেও সাধারণ ডিপোর লাইসেন্স-প্রাপ্ত বিক্রেতার ন্যায় বিক্রি করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ পাইকারী বণিকদিগকেও খুচরা বিক্রি করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই নিয়ম অনুসৃত হইলে পাইকারী বিক্রেতা তাহার পাইকারি বিক্রয়ের সুবিধাও পাইল, অধিকন্তু নিয়ন্ত্রণ নীতির দোষ-ত্রুটি খুচরা বিক্রেতার উপর চাপাইয়া নিজেকে রেহাই দিবার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। বাঙ্গালোর সহরের খাদ্য বরাদ্দ প্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে জনসাধারণকে (১) শিক্ষিত শ্রেণী ও (২) শ্রমজীবী শ্রেণী—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের চাহিদা পৃথকভাবে নির্দ্ধারণ করা হইতেছে। সহরের লোক সংখ্যার শতকরা ২০ জন প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। দশ বৎসরের বেশী বয়স্ক প্রত্যেক লোককে দৈনিক এক পোয়া (মহীশূর ষ্টেট অনুসারে) এবং দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ও শিশুর জন্য অর্দ্ধ পোয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মজুর শ্রেণীর লোক যাহারা মিশ্রিত খাদ্যে অভ্যস্ত তাহাদের প্রত্যেককে দৈনিক অর্দ্ধপোয়া চাউল এবং একপোয়া মজুরদের ভোজ্য খাদ্য বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং শিশুদিগকে এর অর্দ্ধ পরিমাণ খাদ্যের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বাংলায় শর্করা বিতরণ

ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাই বাংলা প্রদেশে শর্করা বিতরণ করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যে পরিণত হওয়ায় এ প্রদেশে বর্ত্তমান বৎসরে গত বৎসরের ন্যায় শর্করার অভাব হইবে না। ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইএর এই পরিকল্পনা ভারতের কন্ট্রোলার অব সিভিল সাপ্লাই অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনানুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্যবহারকারী জনসাধারণের মধ্যে শর্করা বিক্রয় ও বিতরণ করা হইবে। বাস্তবিক পক্ষে এই ব্যবসায় যাহারা পারদর্শী এমন খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা দ্বারাই শর্করা বিতরণ করা হইবে, কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুসারে সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। কলিকাতার এবং অন্যান্য জেলার সমস্ত পাইকারী বিক্রেতাদের লাইসেন্স রক্ষা করিতে হইবে এবং এই লাইসেন্সের নিয়ম অনুসারে কার্য্য চালাইতে হইবে। শর্করা বিক্রয় এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তৎসংক্রান্ত সমস্ত তথ্যাদি প্রেরণের নিয়মকানুন উক্ত লাইসেন্সে বিশেষভাবে উল্লেখ করা থাকিবে। কলিকাতার বহুদিন যাবত শর্করা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে এমন খুচরা এবং পাইকারী বিক্রেতা দ্বারা শর্করা বিতরণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

বাংলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানে সমস্ত শর্করা প্রস্তুতকারী কারখানার মালিকদের ১লা জানুয়ারী হইতে তাঁহাদের শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ না করার জন্য আদেশ দিয়াছেন। ডিরেক্টর অব সিভিল সাপ্লাইএর আদেশ ব্যতীত কোন কারখানা হইতে শর্করা বাহিরে পাঠান যাইবে না।

আটা ও ময়দা বিক্রয় নিষিদ্ধ

আসামের চীফ কন্ট্রোলারের আদেশ অনুসারে জেলা কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় পাইকারী ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের মজুত আটা ও ময়দা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত মজুতমাল নিজেদের হাতে লইবেন বলিয়া জানান হইয়াছে।

ইন্দোরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়

বাজার চলতি দর অপেক্ষা শতকরা ৪০৲ টাকা কম মূল্যে দরিদ্রদিগকে সস্তায় কাপড় যোগাইবার জন্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইন্দোর সহরে তদনুযায়ী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করা হইতেছে। উপস্থিত চারিখানি দোকানে এই কাপড় বিক্রয় হইতেছে। ক্রমে চাহিদা বৃদ্ধি মাফিক সুবিধাজনক অঞ্চলে আরও কয়েকখানি দোকান খোলা হইবে। ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত দোকানগুলিতে মোট ৩১,৭৩৫ গজ কাপড় দেওয়া হইয়াছে এবং ৯,৫৪১ গজ কাপড় বিক্রয় হইয়াছে।

মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিনের সম্ভাষণ

বৃটিশ শ্রম সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারকে তাহাদের স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে সম্ভাষণ করিয়া বলেন; ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ভারতে শিল্পের দ্রুত উন্নতি করিতে হইবে, কারণ ভারতবাসীকে বহিশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত তাহার নিজের দায়িত্ব বাড়াইতে হইবে। এমতাবস্থায় মিঃ বেভিন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, ভারতবাসীকেও প্রাচীন কুটির শিল্প বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান যন্ত্র শিল্পকে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯৪৩-৪৪ সালের পাটের জমির পরিমাণ

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া বাঙ্গলা সরকার এরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০-৪১ সালের পাটের জমির অর্দ্ধেক হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে আগামী মরশুমে পাটের চাষ হইবে বলিয়া পূর্ব্বে এক সরকারী সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ পাইয়াছিল।

সরকারী দমননীতির ফলাফল

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সর্দ্দার সন্ত সিংহের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন, কংগ্রেসীদিগকে গ্রেপ্তার করার পর দেশে যে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে সেই পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত ৫৩৮ বার গুলী চালাইতে হইয়াছে। পুলিশের বা সৈনিকের গুলীতে মারা গিয়াছে মোট ৯৬০ জন এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মোট ১ হাজার ৬৩০ জন। ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত এই হাঙ্গামা সম্পর্কে মোট ৬০ হাজার ২২৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং বর্ষশেষ পর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে প্রায় ২৬ হাজার জন লোককে।

সংবাদপত্র-মুদ্রণ সম্পর্কে সম্মেলন

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপত্র মুদ্রণ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সংবাদপত্রসমূহের ইণ্ডিয়ান ও ইষ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির এবং ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র সমিতির প্রতিনিধিগণকে এক সম্মেলনে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদ

নয়াদিল্লী কাউন্সিল হাউসে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের (ফুড এডভাইসরী কাউন্সিলের) এক অধিবেশন হইয়াছে। ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমিবিভাগ কর্ত্তৃক প্রথমে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। পরে উহা ভারত সরকারের নবগঠিত খাদ্যবিভাগের অধীনে আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে এই মর্ম্মে একটি সুপারিশ করা হয় যে, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত খাদ্যদ্রব্য খরিদ এবং সামরিক ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রয়োজনে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করাও আবশ্যক। উক্ত অধিবেশনে আরও সুপারিশ করা হয় যে, যে অঞ্চলে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ঐ অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত হইয়াছে এবং যে অঞ্চলে উহার ঘাটতি পড়িয়াছে, এতদুভয় অঞ্চলের মধ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের সুশৃঙ্খলা বিধানকল্পে স্বতন্ত্র একটি খাদ্যশস্য এবং তৎসহ প্রস্তাবিত সরকারী খরিদকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক। কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছিল তদনুসারে এবং বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনের আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকার প্রাদেশিক এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র দিয়াছেন। উক্ত পত্রে অসামরিক ও দেশরক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা স্থির করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। খাদ্যপরামর্শদাতা কাউন্সিল দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কসমূহের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই কাউন্সিলের মারফতে খাদ্য-বিভাগের কার্য্যকলাপের সহিত জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের পথ সুগম হইবে। জনসাধারণের আতঙ্ক এবং ভ্রান্তধারণা দূর করার জন্য যে সকল বিধিবিধান প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইবে তাহাতে এই কাউন্সিলের সমর্থন পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যতে খারিব ও রবিশস্য উৎপাদনের সময় কি প্রকারে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য, পশ্বাদি এবং শাকসব্জী উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহার সুপরিকল্পিত কার্য্যপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে পূর্ণিয়াতে ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ণিয়া শাখা অফিসের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা পি সি লাল চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ ও সুচিন্তিত বক্তৃতায় ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্কের প্রধান প্রধান কার্য্যাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যবসায়ী মহলের সহিতই প্রধানত উক্ত ব্যাঙ্কের কাজকারবার হইয়া থাকে এবং ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত সংযোগ স্থাপনের ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অভ্যুন্নতির নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়। এই দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পূর্ণিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে সমাগত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬॥০ আনা। **নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৬।০ আনা। **ষ্টীল কর্পোরেশন্ অব বেঙ্গল লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৸০ আনা। **প্রেমচাঁদ জুট মিলস্ লিঃ**—গত ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা। **বেঙ্গল ষ্টিমার ট্রেডিং কোং লিঃ**—গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা। **নিউ মানভূম কোল কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে বার্ষিক ২০৲ টাকা। **কালাপাহাড়ী কোল কোং লিঃ**—গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ার ।৵০ আনা হিসাবে। **টাইট ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ার ॥০ আনা হিসাবে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

হরলালকা ব্রাদার্স লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কেশদেও হরলালকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭ রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চিনি, গুড় ইত্যাদির ব্যবসা।

ব্যানার্জ্জি ব্রাদার্স (আয়রণ কোং) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পান্নালাল ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টরের ব্যবসা।

বেঙ্গল হার্ডওয়েয়ার কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিমলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৮ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। লোহা ঢালাই ও অন্যবিধ লোহার দ্রব্য প্রস্তুতের কাজকারবার।

বেসিক্ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বীরেন্দ্রনাথ সেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—খড়ের মঠ, ব্রজনাথ লাহিড়ী লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা।

ইষ্টার্ণ কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯১এ, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সি।

ইণ্ডিয়ান শেয়ার ডিলার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯১এ, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়

ইণ্ডিয়ান ষ্টক্স্ এণ্ড শেয়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস পি কুমার। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯১এ, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ষ্টক শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় ও মজুতের কাজকারবার।

হিন্দুস্থান মেশিনারীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। লোহা, পিতল প্রভৃতি ঢালাই-এর কারখানা।

আসাম সাপ্লায়ার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বি পি হিম্মৎশিঙ্কা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—ষ্টোরস্ সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যাদি সরবরাহ।

বালীগঞ্জ ইলেকট্রিক ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুরেশচন্দ্র বসু। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—তার, কেব্ল্, ল্যাম্প ও এতৎ-সংক্রান্ত বিবিধ জিনিষ প্রস্তুত, স্থাপন, যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ।

ইণ্ডো-বার্ম্মা এজেন্সিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ডি হিম্মৎশিঙ্কা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সী।

কেশবদাস রাইস্ মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ গোপাল লাল দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—সন্দগাড়া, পোঃ শোলপুর, বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চাউলের কল।

গুসকারা রাইস্ মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুনীলকুমার সুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—গুসকারা, পোঃ বীরভূম। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। চাউলের কল।

প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সি এইচ হোম রেজিষ্টার্ড অফিস—ষ্টিফেন্ হাউস, ৪ ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা ও করাত-কল।

ছোটলাল মাধবজী লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ ছোটলাল এম বর্ম্মা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭ সোয়ালো লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—খনি ও খনির স্বত্ব ক্রয়।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বাজারে টাকার এতই স্বচ্ছন্দতা রহিয়াছে যে, টাকা ধার লইবার লোক বড় কেহ নাই, সকলেই টাকা ধার দেওয়ার জন্ত উদগ্রীব হইয়া আছে। কোম্পানীর কাগজের দরে এবার স্থির ভাব লক্ষিত হয় এবং অতি সামান্ত পরিমাণ বণ্ডের ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও এবার বিশেষ মন্দার ভাব দেখা যায়। এবার রপ্তানী বিলের যে কাজকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাণ এতই কম যে, সে কথা উল্লেখ না করিলেও চলে।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। উক্ত অবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৵৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৵৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা স্থদের হার শতকরা বার্ষিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য বিক্রয় কেন্দ্রে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাজ-কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ট্যাব বিলের বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ট্যাব বিল পূর্ব্বপ্রকাশিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ২৯শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৩৯ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৮৩ লক্ষ টাকা। অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, ১ কোটি ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১০ কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১২ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫ $\frac{২৯}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫ $\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬ $\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸৵

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব লক্ষিত হয় এবং কাজকারবারের পরিমাণ অল্প হইয়াছে। আগামী বাজেট পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত শেয়ার বাজারের অবস্থায় এরূপ মন্দার ভাবই চলিতে থাকিবে বলিয়া মনে হয়। আগামী বাজেটে নূতন করিয়া কর ধার্য্য করা হইবে এরূপ সংবাদ শেয়ার ক্রেতাদিগের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা যাইতেছে না। এবার ডিবেঞ্চার এবং করবিমুক্ত প্রেফারেন্স শেয়ারের চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে বিক্রেতারা শেয়ার বিক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ দেখান নাই। বাজারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকারবারের পরিমাণ এবার সন্তোষজনক নহে।

কোম্পানীর কাগজ

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বিভাগে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বাজেট সম্পর্কে অনিশ্চিত মনোভাব এই বিভাগের মন্দার ভাবের অন্যতম কারণ।

৩৷০ টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪/০; পরিবর্ত্তিত ঋণ মধ্যে ৩৲ টাকা স্থদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০৩৷০ এবং ৩৲ স্থদের

১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৸৶০; ৩৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৪৷০ এবং ৪৲ সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০৷৴০; ৪৷০ সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৸৶০; প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৫৲ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড ১৯৪৪ সালের ১০৪৶০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৪৷৷০ ও ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ৪১০৲ টাকায়।

ডিবেঞ্চার

জনসাধারণের ডিবেঞ্চারের কোন কেনাবেচা হয় নাই কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ডিবেঞ্চার মধ্যে অটল টি ১০৩৲।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের বাজারে কিয়ৎ পরিমাণ উচ্চমূল্য লক্ষ্য করা হইয়াছে—

বালি ১৬১৲; কেলিডোনিয়ান (ডিভি: ব্যতীত) ১৬১৲; কেলভিন্ ১৬৫৲; নিউ সেণ্ট্রাল ১৬৪৲; নর্থব্রুক ১৪০৲; ষ্টীল কর্পোরেশন ১২০৲; ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৩৩৲।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের বাজারে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই।

বেঙ্গল ৪১২৲; নিউ বীরভূম ১৭৸০; ইকুইটেবল ৩৪৸৶০; সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ১৷৴০; ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৩৷০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩১৷০ আনা এবং ২২৷০ আনা; কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৫৸০; ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৯৲; যেশপ এণ্ড কোং ২০৷০; ন্যাশানাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১৸০।

চিনির কল

কানপুর ৩১৷৷০; কেরু এণ্ড কোং ১৫৷৷০; মারী ব্রুয়ারী ১৮৷০।

চা-বাগান

চায়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়; বিশ্বনাথ ৩০৷০; দেশাই এণ্ড পার্ব্বতিয়া ৩১০৲; হাসিমাড়া ৫০৷৷০; তেজপুর ১২৶০।

বিবিধ

বিবিধ শেয়ারের বাজারের মধ্যে বার্ম্মা কর্পোরেশন ৩৷০; ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন ২৷৴০; ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৩৷০। নর্দার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল ১০৷৷৶০; টীটাগড় পেপার মিলস্ ২৩৲; মহীশূর পেপার ২৫৷৷৶০; শ্রীগোপাল পেপার ১৯৷৴০।

এ সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৮ই ফেব্রুয়ারী—১০৩৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা ফেঃ—১০০৷০; ৫ই—১০০৷৶০ ১০০৷৷০; ৮ই—১০০৷০ ১০০৷৴০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ৫ই ফেঃ—৯৯৸৶০। ৩৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা ফেঃ—৯৩৸৶০ ৯৪৷০ ৯৪৲; ৫ই—৯৪৴০ ৯৪৲ ৯৪৴০; ৮ই—৯৪৲ ৯৪৴০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ৪ঠা ফেঃ—১১০৷৷০ ১১০৷০; ৮ই—১১০৷৶০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ৮ই ফেঃ—১০১৷০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৫ই ফেঃ—১০৮৶০।

ডিবেঞ্চার

৬৲ সুদের (১৯৪৩-৫৩) অটল টি ৮ই ফেঃ—১০৩৲।

ব্যাঙ্ক

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ফেঃ—৬০৷০। ইম্পিরিয়েল ৫ই ফেঃ—৪১০৲ ৪০৭৲; ৮ই—৪০৬৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠা ফেঃ—১০৫৲; ৫ই—১০৪৷৷০ ১০৫৷৷০ ১০৫৲; ৮ই—১০৩৲।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ৪ঠা ফেঃ—৩২৸০; ৫ই—৩২৸০ ৩৩৷০; ৮ই—৩৩৷০। বরবনী ৮ই ফেঃ—৮৷০। বেঙ্গল ৫ই ফেঃ—৪১০৲; ৮ই—৪০৭৲। ভালগোড়া ৪ঠা ফেঃ—৬৲ ৬৶০; ৮ই—৬৴০। বোকারো এণ্ড রামগড় ৫ই ফেঃ—১৭৸০ ১৭৸৴০। বড়ধেমো ৪ঠা ফেঃ—৬৲। দেউলি ৪ঠা ফেঃ—৯৸০ ৯৸৴০। ধেমো মেইন ৫ই ফেঃ—১৩৷৶০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৫ই ফেঃ—১৯৸০। হুরিলাদি ৫ই ফেঃ—১৫৷৶০। কালাপাহাড়ী ৪ঠা ফেঃ—১২৸৶০। কাটরাস-ঝরিয়া ৮ই ফেঃ—৩০৷৷০। কুস্যাদি ৮ই ফেঃ—৪৷০। নাজিরা ৮ই ফেঃ—

৮৸৵০ ৯৲। নিউ বীরভূম ৪ঠা ফেঃ—১৭৸০ ; ৫ই—১৭৷৷৵০ ; ৮ই—১৭৷৷০ ১৭৷৶০ ১৭৷৷৵০। নর্থ দামুদা ৪ঠা ফেঃ—৫৸৶০। পারাশিয়া ৪ঠা ফেঃ—২৵০ ২৲ ; ৮ই—২৲ ২/০। রেওয়া ৫ই ফেঃ—৩১৸০। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানশোল ৫ই ফেঃ—১।০। শিবপুর ৮ই ফেঃ—২৩৷৷৶০। তালচেড় ৫ই ফেঃ—২৷৷/০ ২৷৷৵০ ; ৮ই—২৷৷০ ২৷৷/০। ইউনিয়ন ৫ই ফেঃ—৩৩৲ ; ৮ই—৩২৸০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৫ই ফেঃ—৩২৸০।

কাপড়ের কল

বাসন্তী কটন ৪ঠা ফেঃ—৮৸০ ; ৫ই—৮৸০ ; (প্রেফ) ৮ই—১১৵০ ১১।০। বেঙ্গল-নাগপুর (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৫৫৲। বেণারস ৪ঠা ফেঃ—৯।০ ; ৫ই—৯।০। কানপুর টেক্সটাইলস্ ৪ঠা ফেঃ—১৬।০ ১৬।/০ ; ৫ই—১৬।০ ১৬৷৷৵০ ১৬৷৷৶০ ১৬৸০। ডানবার ৫ই ফেঃ—২৭১৷৷০। ঢাকেশ্বরী ৫ই ফেঃ—২১৸৵০ (ডিভিডেণ্ড ব্যতীত) ২১৸০। এল্‌গিন মিলস্ ৪ঠা ফেঃ—৪৬৸০ ৪৭৲ ; ৫ই—৪৬৸০ ৪৬৸৵০ ৪৭৲। কেশোরাম (অর্ডি) ৫ই ফেঃ—১৬।/০ ; ৮ই—১৬।/০। মুইর মিলস্ ৫ই ফেঃ—৩৯৫৲। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই ফেঃ—৭৸৶০ ৭৸/০ ; ৮ই—৭৸৵০ ৭৸/০ ; (প্রেফ) ৫ই—১১৸/০।

ইলেক্‌ট্রিক

রাওয়ালপিণ্ডি ৫ই ফেঃ—২৮।০। ইউনাইটেড্ প্রভিন্সেস্ ৪ঠা ফেঃ—২০৩৷৷০।

কাগজের কল

বেঙ্গল ৪ঠা ফেঃ—১৭৫৲। ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ৪ঠা ফেঃ—১৬৫৲ ১৬৪৲ ; ৫ই—১৬৫৲ ১৬৪৲। মহীশূর ৪ঠা ফেঃ—২১৲। অরিয়েণ্ট ৪ঠা ফেঃ—২৬৲ ২৫৸০। শ্রীগোপাল ৫ই ফেঃ—১৯৷৷৶০। ষ্টার ৪ঠা ফেঃ—১৯৷৷৶০ ; ৫ই—১৯৷৷৵০ ১৯৷৷৶০ ; (প্রেফ) ৮ই—১১৬৲। টিটাগড় (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—২২৸৵০ ২২৸০ ; ৫ই—২২৷৷৶০ ২২৷৷৵০ ; ৮ই—২২৷৷০ ২২৷৷৵০ ২৩৵০ ২৩।০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

আর্থার বাট্‌লার ৫ই ফেঃ—১৩৷৷৶০ ১৩৸০ ১৩৸/০। ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৫ই ফেঃ—৯৲। বৃটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ৪ঠা ফেঃ—১১৸০ ১২৲ ; ৫ই—১১৸০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—৩৬৩৲ ৩৬৪৲ ; ৫ই—৩৬১৲ ৩৬৩৲। ইণ্ডিয়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা ফেঃ—৩২।/০ ৩২।৵০ ৩২।০ ৩২/০ ৩২৲ ; ৫ই—৩২৲ ৩১৸/০ ৩১৸৶০ ৩২৵০ ৩১৸০ ; ৮ই—৩১৷৷৶০ ৩১৸/০ ৩১৸০ ৩১৷৷০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টস্ (অর্ডি) ৮ই ফেঃ—(ডিভিডেণ্ড ব্যতীত) ৫২৷৷০। যেশকী এণ্ড কোং ৫ই ফেঃ—২০।০। কুমারধুবী (অর্ডি) ৫ই ফেঃ—৫৸০ ৫৸/০। মার্শেলস্ এণ্ড কোং ৫ই ফেঃ—৩৷৷/০ ৩৷৷৵০ ৩৷৷৶০। ন্যাশানাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৪ঠা ফেঃ—১২৵০ ; ৫ই—১১৸/০ ১১৸০। শারণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ই ফেঃ—৬৷৷৵০। ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—২৪/০ ২৪৵০ ২৪৲ ২৩৸৵০ ২৩৸৶০ ২৩৸/০ ; ৫ই—২৩৸০ ২৩৸৵০ ২৩৸/০ ২৩৷৷৵০ ২৩৷৷৶০ ২৩৷৷/০ ২৩।৶০ ২৩৷৷০ ; ৮ই—২৩।০ ২৩৶০ ২৩৵০ ২২৸৵০ ২৩৲ ২৩/০ ; (প্রেফ) ৪ঠা ফেঃ—১১৯৲ ; ৫ই—১১৯৲ ১২০৲ ; ৮ই—১১৯৲ ১১৯৷৷০।

পাটকল

এলবিয়ন ৫ই ফেঃ—১০৪৷৷০ ; (প্রেফ) ৮ই—১৬৩৲। এংলো-ইণ্ডিয়া ৪ঠা ফেঃ—৩৪২৲ ; ৫ই—৩৪২৲ ৩৪০৲। অকল্যাণ্ড ৮ই ফেঃ—১৭৪৲। বালী ৪ঠা ফেঃ—২৭০৲ ; ৫ই—২৭২৲ ; (প্রেফ) ৮ই—১৬১৲। বেঙ্গল ৪ঠা ফেঃ—২১।০। কেলিডনিয়ন (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—(ডিভিডেণ্ট ব্যতীত) ১৬১৲। চিতভালশা ৪ঠা ফেঃ—১৮।/০। ক্রেগ ৪ঠা ফেঃ—২৷৷০। ডালহৌসী ৪ঠা ফেঃ—২০৭৲। ডেল্টা ৪ঠা ফেঃ—৪৫২৲। ফোর্ট গ্লষ্টার ৫ই ফেঃ—৫৬৪৲। ফোর্ট উইলিয়ম (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৬৩৲। গৌরীপুর ৫ই ফেঃ—৭০৮৲ ৭১৫৲ ; (প্রেফ) ৮ই—১৪১৲। হুগলী (প্রেফ) ৪ঠা ফেঃ—২০৲ ২০।০। হাওড়া ৫ই ফেঃ—৫৪৷৷৵০ ৫৪৸/০। হুকুমচাঁদ ৫ই ফেঃ—১৯৸৶০ ১৯৸/০। ইণ্ডিয়া ৪ঠা ফেঃ—৪৪১৲ ৪৪২৲ ৪৩৯৲ ৪৪৩৲ ৪৪২৲ ; ৫ই—৪৪৩৲ ৪৪০৲। কামারহাটি ৪ঠা ফেঃ—৫০৩৲ ৫০২৲। কেলভিন ৪ঠা ফেঃ—৫৬২৲ ; (প্রেফ) ৮ই—১৬৫৲। খারদ ৪ঠা ফেঃ—৪৩৭৲। লরেন্স (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৪১৲। লোথিয়ান (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৬০৲। ন্যাশানাল ৪ঠা ফেঃ—

২৩৷৵০ ২৩৷৷৵০ ২৩৷৷৶০ ; ৮ই—২৩৷৶০। নিউ সেণ্ট্রাল (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৬৪৲। নর্থব্রুক (প্রেফ) ৮ই ফেঃ—১৪০৲। ওরিয়েণ্ট ৫ই ফেঃ—১৮৪৲ ; ৮ই—১৮২৲। প্রেসিডেন্সী ৪ঠা ফেঃ—৫৸৵০ ৫৸০ ; ৫ই—৫৷৷৶০ ৫৸৶০ ; ৮ই—৫৷৷৵০ ৫৷৷৶০ ৫৸০। রামেশ্বর ৪ঠা ফেঃ—১১৷৷৵০।

চিনির কল

ভারত ৪ঠা ফেঃ—১৩৷৵০। কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৪ঠা ফেঃ—১৫৷৷০ ; ৫ই—১৫৷৶০ ১৫৷৵০। কাণপুর ৫ই ফেঃ—৩২৷০ ; ৮ই—৩১৸০। দারভাঙ্গা ৫ই ফেঃ—১৭৷৷৵০। মারী ক্রুয়ারী ৪ঠা ফেঃ—১৮৷৷৵০ ১৮৷৷৵০ ১৮৷৷৶০ ১৮৸০। প্রতাপপুর ৮ই ফেঃ—১৩৲। রামনগর কেন (অর্ডি) ৫ই ফেঃ—১০৸০। সমস্তীপুর ৪ঠা ফেঃ—১৩৲ ১২৷০ ; ৮ই—১২৸৵০। ইউনাইটেড প্রভিন্সেস্ ৪ঠা ফেঃ—১৫৷৷০।

চা বাগান

অটল টী ৪ঠা ফেঃ—১১৲ ; ৫ই—১১৲ ; ৮ই—১১৲। বাগমারী ৪ঠা ফেঃ—১৩৵০ ১৩৷৵০ ; ৫ই—১৩৷৷৵০ ১৪৲ ১৪৷০ ; ৮ই—১৪৵০ ১৪৷০। বানারহাট ৮ই ফেঃ—৬৯৫৲। দেশাই এণ্ড পার্ব্বতিয়া ৪ঠা ফেঃ—২৯০৲ ; ৫ই—২৯২৲ ; ৮ই—২৯৬৲ ২৯৮৲ ৩০১৲। ইষ্টার্ণ কাছার ৫ই ফেঃ—১০৷০ ; ৮ই—১০৷০ ১০৷৵০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৫ই ফেঃ—১১৷৷৵০ ১১৸০ ; ৮ই—১১৷৷৵০ ১১৸০। এথেলবারী ৪ঠা ফেঃ—১৫৷৷৵০ ; ৫ই—১৫৷৷০ ; ৮ই—১৫৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাকাপাকিভাবে সেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হওয়ার জন্যই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় মহলই উন্মন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। যাহা হউক, অদ্য ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৯৪০-৪১ সালের অর্দ্ধেক জমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংবাদে বাজারে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে আমরা তাহা আগামী বারে যথাসময় জানাইব। ইতিমধ্যে এই কথা নিঃসংসয়ে বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তের খবর খাঁটি হইলে তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে পাটচাষীর সর্ব্বনাশ হইবে এবং লাভবান হইবে কেবল বৈদেশিক মিলমালিক পক্ষ। অধিকন্তু খাদ্য সমস্যার এই মহাসঙ্কটে অধিকতর খাদ্যশস্যের জন্য যখন চতুর্দ্দিকে চীৎকার উঠিয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে ধানের চাষ কম হইয়া পাটের চাষ বেশী হইবে। বাঙ্গলা সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকিলে জনসাধারণের স্বার্থের কথাকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়া আমরা উহাকে অনিষ্টকর ও অপরিণামদর্শী বলিয়া অভিহিত করিব।

যাহা হউক আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারের সকল বিভাগেই মন্দার ভাব দেখা যায়। আলগা পাটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ এবার যৎসামান্য। অত্যন্ত কম দরেও বিক্রেতা মহল মাল হাতছাড়া করিবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম যথাক্রমে ১৪৷৷০ আনা ও ১১৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও এবার বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

থলে ও চটের বাজারেও অন্যান্য বিভাগের ন্যায় মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। এবার ৯নং পোর্টার নগদ ১৭৷৷৵০ আনা, ফেব্রুয়ারী ১৭৷৷৵০ আনা, মার্চ্চ ১৭৷৷৵০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৸০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৸০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। গত সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৭৸৵০ আনা, ১৭৸৵০ আনা, ১৭৸৵০ আনা, ১৭৸৵০ আনা, ও ১৭৸৵০ আনা। এবার ১১নং পোর্টার চটের দর ছিল নগদ ২২৸০ আনা, ফেব্রুয়ারী ২২৸০ আনা, মার্চ্চ ২২৸৵০ আনা. এপ্রিল-জুন ২২৸৵০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২৷৷৵০ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই-এর তুলার বাজারে বেশ চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। তুলার দরে একটা ঊর্দ্ধগতি লক্ষিত হয়। এই উন্নতির মূলে দুইটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, প্রচুর পরিমাণে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ উৎপাদনের স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মিলওয়ালারা প্রচুর পরিমাণে তুলা ক্রয় করিবেন বলিয়া করাচী হইতে পাকা খবর পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য বাজারের এই চড়তির ভাব শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকা সম্ভব হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহকাল অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছেন এই সংবাদে সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিঞ্চিৎ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এবার তুলার বাজারে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে যে, শীঘ্রই লম্বা আঁশযুক্ত তুলার অভাব দেখা যাইবে। এই কারণে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবারের পরিমাণ খুবই কম।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে এবার মন্দার ভাব দেখা যায়। মিলসমূহ পুরাদমে বস্ত্র উৎপাদনে মনোনিবেশ করিয়াছে এই সংবাদে কাপড়ের দরে কিঞ্চিৎ পড়তির ভাব সুরু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের দর বাজার চলতি বস্ত্রাদির দরের অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ কম হইবে বলিয়া বাজারে প্রকাশ। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারের এই পরিবর্ত্তন সপ্তাহের শেষভাগ পর্য্যন্ত সমভাবে অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সংবাদ। এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ হইতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা আবার বৃদ্ধি হইতে পারে এবং ফলে ব্যবসাবাণিজ্য তথা কাপড়ের বাজারের কাজকারবার ব্যাহত হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী

কলিকাতার সোণার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে। অবশ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে এবং সোণার দরে কতকটা চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু কাজকারবারের পরিমাণ যৎসামান্য। কলিকাতার বাজারে এবার রেডি সোণা ও প্রতিটি গিনি যথাক্রমে ৬৫৷৷০ আনা ও ৪৮৷৷০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ হইয়াছে খুবই কম। তুলার বাজারের চড়তির ভাব এবার রূপার বাজারকে তেজী রাখিতে পারে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রূপা ক্রয় বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত বাজারে এক প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। এবার রেডি রূপার কাজকারবার হইয়াছে ১০০৸০ আনায়, গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ১০০৸৵০ আনা। লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার রূপার বাজারেও মন্দার ভাব চলিতেছে।

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ)

বাদে একটা প্রশ্ন তুলিতে পারি। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবে আপোষ-মীমাংসার জন্য যে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিলেন কিসের জন্য? মহাত্মা গান্ধীকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়া অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি না করিয়া ভারতব্যাপী গ্রেপ্তার ও কংগ্রেস দলন আরম্ভ হইল কেন? কংগ্রেস প্রস্তাবে এমন কথাও বলা হইয়াছিল, স্বাধীনতা যদি স্বাধীনতার ছায়া না হইয়া স্বাধীনতার কায়া হয়, তাহা হইলে মুসলীম লীগের হাতে শাসনভার বুঝাইয়া দিলেও কংগ্রেসের তাহাতে এতটুকু আপত্তি নাই। অথচ এই আপোষমূলক বোম্বাই-প্রস্তাব সত্ত্বেও কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হইল। বড়লাট তাঁহার পত্রাবলীতে এই সব আসল প্রশ্নের সদুত্তর দেন নাই বা উত্তর এড়াইয়া চলিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পত্রগুলির মধ্যে এখনও সন্তোষজনক ও সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু গত আগষ্ট মাসের লর্ড লিনলিথগো এই ফেব্রুয়ারী মাসেও তেমনি অনমনীয়। ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা নাই বলিয়াই যেন শাসকশ্রেণী দোষারোপকে মূলধন করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতের এই অচল অবস্থার—বর্ত্তমানের এই চূড়ান্ত দুর্দ্দশার জন্য কে দায়ী নিরপেক্ষ জগতের চক্ষুষ্মান জনসাধারণ আজ হউক কাল হউক, তাহার সদুত্তর নিশ্চয়ই দিবে।

* * *

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি জাপ রেডিও মারফৎ ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হইয়াছে। জাপ অধিকৃত দেশগুলির আর্থিক অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠায় তত্রস্থ অধিবাসীদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই নাকি এরূপ শ্রুতিসুখকর প্রতিশ্রুতি শুনান হইয়াছে। যাহা হউক, উক্ত সংবাদে নূতনত্ব কিছুই নাই। ক্ষমতাক্ষিপ্ত শাসক জাতির সতর্ক কর্তৃত্বাধীনে এক পদানত জাতির তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা ভালই জানি। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় এরূপ স্বাধীনতার নমুনা বহু আগেই মিলিয়াছে। চিনের নানকিং গবর্ণমেণ্ট যে কতখানি স্বাধীন তাহা সকলেই জানেন। ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনেও সাম্রাজ্যবাদী জাপান অনুরূপ তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট বসাইয়া সুকৌশল শাসন-ব্যবস্থা চালু রাখিতে চাহে। অবশ্য এই কূটনীতির খেলায় জাপান গুরু নহে—তাহার ইউরোপীয় সহধর্ম্মী শোষক রাষ্ট্রগুলির এক যোগ্য শিষ্য। বাহিরে একটা লোক-দেখানো স্বাধীনতার ঠাঁট বজায় রাখিয়া, শাসিতদের ও বহির্জ্জগতের জনসাধারণকে সুকৌশলে ধোঁকা দিয়া কি করিয়া কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সেই বিষয়ে জাপান বোধ হয় বৃটিশ শাসকদের নিকট হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষা পাইয়াছে। অনেক ইংরেজ প্রভু সময় পাইলেই গদগদ কণ্ঠে অন্যান্য দেশকে শুনাইতে থাকেন, ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসীদের দ্বারাই শাসিত হয় এবং কথাটা যে একেবারে মিথ্যা প্রচারকার্য্য নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ভারত সম্পর্কে সরকারী সংখ্যাতথ্যাদিও পেশ করেন।

* * *

সম্প্রতি আমেরিকায় প্রচারিত "Fifty Facts about India" (ভারত সম্পর্কে পঞ্চাশটি খাঁটি সত্য) নামক পুস্তিকায় ভারতবর্ষ বস্তুতঃ ততটা পরাধীন নহে, বরং বহুলাংশেই স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা ও অধিকার পাইয়া আসিতেছে এরূপ নির্জ্জলা মিথ্যাকে নির্লজ্জের ন্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে। চার্চ্চিল-আমেরি-এডেন-হালিফ্যাক্স প্রমুখ মহারথীরা ত কথায় কথায় বড়লাটের শাসনপরিষদের একাদশ বৃহস্পতির গুণপনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন এবং এই কয়জন সর্ব্বশক্তিমান ভারতীয়ের দ্বারাই যে ভারতবর্ষ শাসিত ও পরিচালিত হইতেছে তাহা বুঝাইতে গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়েন। কিন্তু আমরা যে কতখানি স্বাধীন—আমাদের বিদেশী প্রভুরা ও তাঁহাদেরই পক্ষছায়াপুষ্ট দেশীয় ভক্ত-বৃন্দ যে ভারতের জনমতের কাছে কতখানী দায়ী এবং কতটুকু জনপ্রিয় ও জনকল্যাণকামী তাহা বোধহয় রাস্তার মুটে-মজুরেরও আজ আর বুঝিতে বাকী নাই। অথচ বহির্জ্জগতের কানে এই স্বায়ত্তশাসনের প্রহসন লইয়া কি অকাট্য সত্য কথাই না শুনান হইতেছে! ব্রহ্মদেশে নিপ্পনী স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা এখান হইতে না দেখিয়াও আগেভাগেই বুঝিতে পারিব—কেন না আমরা তো স্বাধীনতার পনের আনা বহু আগেই পাইয়া গিয়াছি! যাহা হউক, ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী জাপপ্রভুরা এতদিনে একটা কথা শুনাইলেন। এদিকে ইংরেজ প্রভুরা ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের তোড়জোড় করিতেছেন—সংবাদপত্রে মাসের পর মাস ব্রহ্মদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সম্পর্কে কত কথা, কত না বিতর্ক ও বিবৃতি পাঠ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ব্রহ্মের লাট বা ভারতের জঙ্গীলাট বা ভারত সচিব (ব্রহ্ম সচিবও বটে) বা স্বয়ং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ভুলেও একদিন এমন কথা বলিতেছেন না যে, ব্রহ্মদেশ ফিরিয়া পাইয়া এবার ব্রহ্মবাসীদের আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শাসন ক্ষমতা প্রদান করিব!

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ৩০শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪২ | ৪৫শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি

বর্ত্তমান যুদ্ধের সুরু হইতে ভারত সরকার তাঁহাদের সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য যেভাবে নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে দেশে একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থায় বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্সের বার্ষিক সভায় উহার বিদায়ী সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি আলোচনা করিতে গিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা তাহা খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। তিনি বলিয়াছেন, "যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এপর্য্যন্ত ভারত সরকার নূতন ট্যাক্স বাবদ দেশবাসীর নিকট হইতে ৬৫ কোটি টাকা আদায় করিয়াছেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ। যুদ্ধের জন্য শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির যে সুযোগ আসিয়াছিল গবর্ণমেণ্টের নানারূপ বিরূপ কার্য্যনীতির দরুণ দেশের লোক তাহাও বিশেষ কিছু কাজে লাগাইতে পারে নাই। এরূপ অবস্থায় নূতন ট্যাক্স যোগাইতে গিয়া আজ তাহাদের যে কিরূপ দুঃখ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের গবর্ণমেণ্ট সরকারী ঋণ গ্রহণের উপরই বেশী জোর দিতেছেন। ভারতবর্ষে সেরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া মুখ্যতঃ ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা যেভাবে সামরিক ব্যয় মিটাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। বর্ত্তমানে এদেশে রেলওয়ের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত তিন বৎসরে ভারতীয় রেলবিভাগের ৪৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। চলতি বৎসরেও রেলবিভাগের ২৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অর্থসচিব বরাদ্দ করিয়াছেন। দেশের লোক আশা করিয়াছিল রেল বিভাগের নিকট হইতে বেশী পরিমাণ টাকা আদায়ের সুবিধা পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর উপর ট্যাক্সভার কতকটা হ্রাস করিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেকার ট্যাক্সভার ত হ্রাস করেনই নাই; অধিকন্তু তাঁহারা এবারও দেশবাসীর উপর ১২ কোটি টাকার নূতন ট্যাক্সের বোঝা ন্যস্ত করিয়াছেন। এদেশের লোকের সাধারণ সুখ সুবিধা দেখিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নূতন ট্যাক্স বৃদ্ধির এই মারাত্মক নীতি অচিরে পরিহার করা কর্ত্তব্য।" ভারত সরকারের ট্যাক্সনীতি সম্পর্কে ডাঃ লাহার এই মন্তব্য সকল দিক দিয়াই আমরা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি।

কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি

ম্যালেরিয়া রোগে বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর চারি লক্ষ হইতে সাড়ে চারি লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। তাহাছাড়া এই রোগে ভুগিয়া ততোধিক লোক চিরজীবনের মত অকর্ম্মণ্য দশায় উপনীত হইতেছে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এপ্রদেশে উহা প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপাদন করিবার কোন সুব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় ম্যালিয়ার যেরূপ প্রকোপ দেখা যাইতেছে তাহাতে সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের ধারণানুযায়ীই এদেশে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। আমাদের মতে প্রতিবৎসর এপ্রদেশে কুইনাইনের প্রয়োজনীয়তা ৫ লক্ষ পাউণ্ডের ন্যূন নহে। কিন্তু কুইনাইনের যোগান কম ও তাহার মূল্য অত্যধিক বলিয়া এপ্রদেশে বর্ত্তমানে বাৎসরিক মাত্র ১ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ডের মত কুইনাইন ব্যবহৃত হইতেছে। উহার

মধ্যে ৫০ হাজার হইতে ৫২ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ কুইনাইন এপ্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাকী সমস্ত কুইনাইন আসে বাহির হইতে। ইহাতে এপ্রদেশে কুইনাইনের স্বাভাবিক যোগান প্রকৃত প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে যে কত কম তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা যায়। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে কুইনাইনের এই সামান্য যোগান পাওয়ার পক্ষেও একটা বড়রকম অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। এপ্রদেশে বিদেশাগত কুইনাইনের মধ্যে বেশীর ভাগই আসিত জাভা হইতে। এক্ষণে জাপান ঐ দেশ অধিকার করিয়া লওয়ায় সেখান হইতে আর কোন কুইনাইন পাওয়া যাইবে না। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে এপ্রদেশে কুইনাইনের যোগান বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইবে এবং তাহার মূল্যও স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই অবস্থায় আমরা বাঙ্গলায় সিঙ্কোনার চাষ বাড়ান সম্পর্কে ও কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা সম্পর্কে বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রীদের আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। প্রাক্তন গবর্ণমেণ্টের আমলে বাঙ্গলায় কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে আইন সভায় অনেক আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণ এসম্পর্কে নানারূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহা কার্য্যতঃ রক্ষা করেন নাই। অপরদিকে কুইনাইনের মূল্য হ্রাস করার বদলে উহার দাম চড়াইয়া দিয়া বৎসর বৎসর ঐ দফায় তাহারা ২০।২১ লক্ষ টাকা মুনাফার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে বাঙ্গলার নূতন মন্ত্রিসভা কার্য্য সুরু করিয়া বাঙ্গলায় কুইনাইন উৎপাদনের নূতন বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন এবং এপ্রদেশের জন্য কুইনাইন ক্রয় বাবদ এবার বাজেটে পৌনে চারি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ইহাতে কুইনাইনের ব্যাপারে তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। উঁহাদের চেষ্টায় দেশে কুইনাইনের যোগান বৃদ্ধি পাইলে ও সরকারী লাভের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যথাসম্ভব কমদরে সাধারণের ভিতর কুইনাইন সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে আমরা সুখী হইব।

ভারতে 'পোড়ামাটীর নীতি'

ভারতবর্ষে জাপানের অভিযান সুরু হইলে আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীকে কাবু করিবার জন্য এদেশে 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসৃত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা ও ব্রহ্মদেশে সামরিক ঘাটি ও কলকারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সম্ভাবনা খুব বেশী বলিয়াই মনে হইতেছে। এই অবস্থায় দেশের শিল্প কারখানার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেশের শিল্পপতিরা খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর বার্ষিক সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস এদেশে 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসৃত হইলে দেশের পক্ষে তাহা খুব ক্ষতিকর হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখের 'আর্থিক জগতে' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উপরোক্ত বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া নির্ব্বিচারে কোন 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসরণ করা এদেশের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য নহে বলিয়া আমরাও মন্তব্য করিয়াছি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি ঐবিষয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ হইয়াছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে' পোড়ামাটির নীতি'র বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ সুরু হইয়াছে। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স, বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব্ কমার্স ও বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন একযোগে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা বৃটিশ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া গত অর্দ্ধ শতাব্দীর চেষ্টায় অতীব কায়ক্লেশে এদেশে যে শিল্প কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন "পোড়ামাটির নীতি" অবলম্বন করিয়া ঐসমস্তকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইলে দেশের পক্ষে তাহা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইবে। আজ পর্য্যন্ত এদেশে কোন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই অবস্থায় "পোড়ামাটির নীতির" সম্পর্কে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যাওয়া বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খুব অসঙ্গত হইবে। ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর নবনির্ব্বাচিত সভাপতি মিঃ জি এল মেটাও সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ঐরূপ মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে 'পোড়ামাটির নীতি' অনুসরণ করিয়া যদি বিভিন্ন শিল্প কারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় তবে সেসমস্ত পুনরায় গড়িয়া তোলা শীঘ্র সম্ভবপর হইবে না। আর তাহাতে দেশের লোকের দুঃখ দারিদ্র্য খুবই বৃদ্ধি পাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাটকল, কাপড়ের কল ও চিনির কল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ মেটা বলেন যে, এই সমস্ত নষ্ট করিয়া দেওয়া হইলে দেশের বহু শ্রমিক বেকার হইবে। উপযুক্ত পরিমাণে পাট, তূলা ও ইক্ষু প্রভৃতি বিক্রয় করিতে না পারিয়া দেশের অগণিত কৃষক জীবিকার সংস্থান হইতেও বঞ্চিত হইবে। তাহা ছাড়া মিঃ মেটা বলেন, কোন দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধে যে "পোড়ামাটির নীতি" গ্রহণ করিতেই হইবে সেবিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে, জার্ম্মানীর সৈন্যবাহিনী এপর্য্যন্ত ইউরোপের বহু দেশ পদানত করিয়াছে, কিন্তু এক রাশিয়া ছাড়া কোথায়ও পোড়ামাটির নীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কাজেই ভারতে শত্রু আক্রমণ সুরু হইলেই এদেশের কলকারখানাসমূহ যে নির্ব্বিচারে ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। 'পোড়ামাটি নীতি'র বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এইরূপ যুক্তিসঙ্গত অভিমত গবর্ণমেণ্ট যথাযথ বিবেচনা করিবেন এবং এবিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অচিরে খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিবেন, ইহাই আমরা আশা করি।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী গুড্ ফ্রাইডে ও ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে আর্থিক জগৎ কার্য্যালয় এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে এবং আগামী ৬ই এপ্রিল সোমবারের আর্থিক জগৎ প্রকাশিত হইবে না। "আর্থিক জগতের" পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ১৩ই এপ্রিল সোমবার প্রকাশিত হইবে।

ম্যানেজার—**আর্থিক জগৎ**

শ্রীযুক্ত সেনের সম্মান

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেনকে উহার সভাপতি পদে বৃত করিয়া কেবল তাঁহাকে তাঁহার যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেন নাই—চেম্বার নিজেও উহাতে সম্মানিত হইয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে ব্যবসাক্ষেত্রে যাহারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সেনের ন্যায় সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি খুব কমই আছেন। ব্যবসায়ী মহলে সাধারণতঃ যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, দলাদলী ও সঙ্কীর্ণতার প্রাবল্য দেখা যায় শ্রীযুক্ত সেন তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। দেশের বহু প্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সেন যে প্রকার মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন সেরূপ দৃষ্টান্তও বাঙ্গলাদেশে বিরল। যাহারা তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় লাভের সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার

অমায়িক ও নিরভিমান ব্যবহারের কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। এ হেন ব্যক্তিকে সভাপতি পদে মনোনীত করিয়া ন্যাশন্যাল চেম্বার সর্ব্বথা যোগ্য ব্যক্তিরই সমাদর করিয়াছেন।

'আর্থিক জগৎ' শ্রীযুক্ত সেনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যে কতিপয় মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় আর্থিক জগতের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হইয়াছে শ্রীযুক্ত সেন তাঁহাদের অন্যতম। এইজন্য তিনি বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিসভা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। দেশ ও জাতির সেবা—বিশেষভাবে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অগ্রগতির কাজে সাহায্যের জন্য ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন—উহাই আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি।

বীমা কোম্পানীসমূহের দাদন সমস্যা

নূতন বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারায় এদেশের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে উহাদের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগই সরকারী ও সরকার-অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের দাদনী টাকা যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ থাকে এবং উহাদের উন্নতি যাহাতে সুদৃঢ় হয় তজ্জন্যই উপরোক্ত ব্যবস্থাটি পরিকল্পিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই ব্যবস্থা দেশের বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে কল্যাণকর না হইয়া বর্ত্তমানে তাহাদের নানারূপ দুঃখ দুর্দ্দশারই কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে সরকারী সিকিউরিটির উপর আদায়ী সুদের হার পূর্ব্ব হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় তাহা নানাভাবে আরও নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে জন্য কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে তহবিল দাদন করিয়া বীমা কোম্পানীসমূহের বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে না। অথচ বীমা আইনের নিয়ম অনুসারে তাহারা তাহাদের তহবিলের একটা বিপুল অংশ এসমস্তে নিয়োজিত রাখিতে বাধ্য হইতেছে। এই অবস্থায় বীমা কোম্পানীসমূহের আয়ের সংস্থান খর্ব্ব হইয়া পলিসি গ্রাহকদের বোনাস ও কার্য্যপরিচালনা বাবদ ব্যয় সম্পর্কে নানারূপ দায়িত্ব পরিপালন করা উহাদের পক্ষে আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাছাড়া যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাগজের দাম স্বাভাবিক সীমা ছাড়িয়া অনেকটা নিম্নস্তরে নামিয়া যাওয়ায় সে কারণে বীমা কোম্পানীসমূহের সম্পত্তিরও মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। এই মূল্যাপকর্ষতা পরিপূরণের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে নিতান্ত কায়ক্লেশে আজ উপযুক্ত মজুত তহবিল গড়িয়া তুলিতে হইতেছে; কিন্তু সমস্যার জটিলতা মোটেই হ্রাস পাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় নান্যগতি হইয়া ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ কিছুকাল যাবৎ নূতন বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারাটি পরিবর্ত্তিত করিয়া সরকারী ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে দাদনের হার হ্রাস করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট দাবী দাওয়া উপস্থিত করিয়া আসিতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ দাবী বিবেচনা করা সম্পর্কে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও এই পর্য্যন্ত ঐবিষয়ে কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারার বিধান শিথিল করা হইলে কোম্পানীর কাগজ খরিদ সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের আগ্রহ হ্রাস পাইবে আর তাহাতে সমর ঋণ প্রভৃতি বিক্রয়ের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া তাঁহারা এবিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। যাহা হউক সম্প্রতি প্রকাশ, ইন্সিওরেন্স এডভাইসরী কমিটির পীড়াপীড়িতে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব উক্ত বিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের অসুবিধা কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, ভারতীয় কোম্পানীসমূহ যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগের স্থলে শতকরা ৪৫ ভাগ সরকারী ও আধা সরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করিয়াই মুক্তি পায় সে বিষয়ে তিনি ব্যবস্থা করিবেন। সেজন্য বীমা আইনের ২৭ (ক) ধারাটি সংশোধন করিবার জন্য শীঘ্রই একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে। সরকারী সিকিউরিটি ও সরকার-অনুমোদিত সিকিউরিটিতে অর্থ দাদন করিতে গিয়া বীমা কোম্পানীসমূহ ইতিমধ্যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে যুদ্ধের সময় ঐরূপ সিকিউরিটিতে দাদনের হার আরও বেশী পরিমাণে হ্রাস করা হইলেই আমরা সুখী হইতাম। তবু বাণিজ্য সচিব মহোদয় তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ধরণের সিকিউরিটিতে উহাদের তহবিলে শতকরা ৪৫ ভাগ নিয়োগ করিয়াই রেহাই পাইবে, ইহা ভরসার কথা সন্দেহ নাই।

ভারতে সেচকার্য্যের সমস্যা

ভারতের জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের দারিদ্র্য ও অন্নাভাবের সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিতেছে। এদেশের কৃষিজমিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন বাড়িয়া এইপ্রকার সমস্যার একটা সুসঙ্গত সমাধান সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ সেই বিষয়ে অদ্যাপী তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করিতেছেন না। ফলে সেচকার্য্যের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারও নিতান্ত মামুলী ধরণের ছোট খাট সরকারী প্রচেষ্টায়ই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের তরফ হইতে বিভিন্ন প্রদেশের সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে গত ১৯৩৮—৩৯ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ঐ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা চলে। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৮—৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ২০ কোটি ৯১ লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ হইয়াছিল এবং সরকারী চেষ্টায় উহার মধ্যে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ একর জমিতেই শুধু জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অর্থাৎ আলোচ্য বৎসরে ভারতে মোট আবাদী জমির মধ্যে শতকরা ১৫.৪৫ ভাগ জমিই মাত্র উন্নত সেচব্যবস্থার সুবিধা পাইয়াছিল। কৃষি জমিতে জল সেচের বন্দোবস্ত সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতার এই দৃষ্টান্ত খুব শোচনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি।

সেচকার্য্যের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা পৃথক ভাবে বিবেচনা করিলে আমাদিগকে আরও বিশেষ ভাবে নিরাশ হইতে হয়। কেননা সেচের দিক দিয়া ভারতের যাহা কিছু উন্নতি তাহা সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে; সেবিষয়ে বাঙ্গলা মোটেই কোন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। গত ১৯৩৮—৩৯ সালে সিন্ধুতে মোট আবাদী জমির শতকরা ৮৬.৪৫ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৪২.৮২ ভাগ এবং মাদ্রাজে শতকরা ২০.২৯ ভাগ জমি সরকারী ব্যবস্থায় জল সিঞ্চনের সুযোগ পাইয়াছিল। সেস্থলে বাঙ্গলায় ঐ বৎসরে সরকারী চেষ্টায় ০.৩৭ ভাগ জমিতেই শুধু জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেচকার্য্য বিষয়ে সরকারী অর্থ নিয়োগের দিক দিয়াও অন্যান্য প্রদেশের সহিত বাঙ্গলার ঐরূপ শোচনীয় পার্থক্যই লক্ষ্য করা যায়। সেচ ব্যবস্থার জন্য গত ১৯৩৮—৩৯ সাল পর্য্যন্ত সরকারী ভাবে পাঞ্জাবে ৩৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা, সিন্ধুতে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ও মাদ্রাজে ১৯ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সেই স্থলে ১৯৩৮—৩৯ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় সেচ ব্যবস্থার জন্য সরকারী ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে মাত্র ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলার এই পশ্চাৎপদ অবস্থা বিশেষ পরিতাপের বিষয়। নদীমাতৃক বাঙ্গলা দেশে জমির জল সেচ বিষয়ে পূর্ব্বে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু নদী নালা প্রভৃতি অনেকাংশে মজিয়া গিয়া এক্ষণে অনেক স্থলেই জমির উৎপাদিকা শক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় উন্নত সেচ প্রণালীর ব্যবস্থা না হইলে এই প্রদেশের লোকের অন্ন-সংস্থানের সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিবে। সে বিষয়ে অচিরে সজাগ হইয়া এ প্রদেশের জন্য একটি ব্যাপক সেচকার্য্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কি তাহা দেশবাসীর নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের সারমর্ম্ম হইতেছে যে, যুদ্ধাবসানের পর যতদূর সম্ভব সত্বর ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবে এবং উহার আমলে কি দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে এবং কি পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাপারে ভারতবর্ষ পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে। প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই নির্ব্বাচনে যাহারা বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের (রাষ্ট্র পরিষদ নহে) সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারা একযোগে আনুপাতিক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা (Proportional Representation) দ্বারা উহাদের মধ্য হইতে প্রতিএকশত জনের দশজন করিয়া সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। এইভাবে যেসমস্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহারা এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে ভারতীয় প্রদেশসমূহের ন্যায় জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ব্বাচিত বা মনোনীত অনুরূপ ধরণের সদস্যগণ মিলিয়া একটী শাসনতন্ত্র কমিটীতে পরিণত হইবেন। উক্ত কমিটী ভারতীয় শাসনব্যবস্থার খুঁটীনাটী সমস্ত বিষয় স্থির করিবেন। এই কমিটীর সহিত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের একটী সন্ধি হইবে এবং উক্ত সন্ধির সর্ত্ত দ্বারা কিভাবে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে দেশশাসন ব্যাপার সম্পর্কিত পূর্ণ-ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত হইবে এবং ভারতের সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত করা হইবে তাহা স্থির করা হইবে। যুদ্ধ যতদিন বলবৎ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃত্ব বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। এই সময়ে অন্যান্য ব্যাপার, যথা—ভারতের যুদ্ধোদ্যম এবং নৈতিক ও আর্থনীতিক উন্নতি সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারের দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে অর্পিত হইবে। উহাতে ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতা আবশ্যক বিধায় বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, ভারতীয় জনমতের বিভিন্ন দলের নায়কগণ উপরোক্ত বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের এতদিন যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই নূতন প্রস্তাব দ্বারা তাহার মীমাংসার সহায়তা হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন মতানুযায়ী এবং সমান ক্ষমতা লইয়া বৃটীশ কমনওয়েলথের সহিত যোগদান করে তাহা হইলে উহা প্রয়োজন বোধ করিলে ইচ্ছামত যে কোন দিন উহা হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতেও পারে। আর দেশশাসন সম্পর্কিত আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে ভারতবাসীর যদি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা জন্মে তাহা হইলে সামরিক বিলি-ব্যবস্থা এবং দেশের অর্থনীতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান সম্পর্কে ভারতের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে যে সমস্ত বিধিনিষেধ রচনা করা হইয়াছে তাহা আপনা হইতেই অন্তর্হিত হইবে। এক কথায় নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবর্ষের নৈতিক ও অর্থনীতিক ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কোন বাধা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন না। উহা যুদ্ধাবসানের পরবর্ত্তী ব্যবস্থার কথা। যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিন পর্য্যন্ত সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত বিভাগ ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের হস্তে অর্পণ করা হইবে। অবশ্য এই সমস্ত প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট দায়ী হইবেন কিনা তৎসম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই। তবে যুদ্ধাবসানের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত যদি ভারতীয় জননায়কদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মিঃ জিন্না প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহাদের হাতে ভারতবাসীর স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে—উহা মনে করা যাইতে পারে। যুদ্ধাবসানের পর ভারতের নূতন শাসন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সামরিক বিভাগ ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করা হইবে না বলিয়া অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু যুদ্ধাবসানের পর নূতন শাসনতন্ত্রে সামরিক বিভাগ সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ করা হইবে বলিয়া যদি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তাহা হইলে আপাততঃ এই বিভাগের কর্ত্তৃত্ব বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত রাখাতে তেমন গুরুতর কোন আপত্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না।

কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় পরিকল্পিত যে শাসনতন্ত্র কমিটির হাতে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার খুঁটীনাটী সমস্ত বিষয় স্থির করিবার ভার দেওয়া হইবে তাহার গঠনপ্রণালী এবং প্রদেশসমূহের অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আরও স্পষ্টতর হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বলবৎ আছে তাহাতে দেশের উন্নতিবিরোধী বহু ব্যক্তিকে ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশাধিকারের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্র কমিটীতে যদি এইসব সদস্যকে আনুপাতিক হারে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং উহাদের সহিত যদি দেশীয় রাজাদের মনোনীত বহু সংখ্যক প্রগতি বিরোধী সদস্য যোগদান করেন তাহা হইলে শাসনতন্ত্র কমিটী দেশবাসীর পক্ষে সন্তোষজনক কোন শাসনব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ হইবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

অবশ্য এ কথা বলা হইয়াছে যে, এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ মিলিয়া অন্য কোন নূতন পন্থাও স্থির করিতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এই ধরণের নূতন কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের পক্ষে একমত হওয়ার আশা কম। বিশেষতঃ দেশীয় রাজাগণকে এরূপ কোন নূতন ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য করা হইবে বলিয়া কিছু বলা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই কমিটী কি ভাবে উহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন এবং কমিটীর মধ্যস্থিত সংখ্যালঘু দলভুক্ত সদস্যগণ যদি নানা অসম্ভবরূপ দাবী উপস্থিত করিয়া কমিটীর অন্যান্য সদস্যের সহিত একমত না হন তাহা হইলে এই অজুহাতে ভারতবর্ষে নূতন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন চিরদিন ঠেকাইয়া রাখা হইবে কিনা তৎসম্বন্ধেও মূল প্রস্তাবে কিছু নাই। এই সম্পর্কে স্যার ষ্টেফোর্ড ক্রিপস সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট এরূপ বলিয়াছেন যে শাসনতন্ত্র কমিটী যদি কোন সিদ্ধান্তে না আসিতে পারে তাহা হইলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কিছু করিবার থাকিবে না। উহা মিঃ এমেরীর বহুনিন্দিত নীতিরই প্রতিধ্বনি। এই সম্বন্ধে সমস্ত কথা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। মোটের উপর কংগ্রেস পরিচালিত গণপরিষদ এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র কমিটীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যাইতেছে। তৃতীয়তঃ দেশবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দেশের সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে শাসনতন্ত্র কমিটীর সহিত বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধির কথা বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যদি উভয় পক্ষের মধ্যে গুরুতর মতভেদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে উহার কি ভাবে মীমাংসা হইবে তৎসম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে কিছু বলা হয় নাই। চতুর্থতঃ ভারতের যে সমস্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে সেই সব প্রদেশ ইচ্ছা করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করিতে পারে বলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালঘু দলগুলি যদি শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংখ্যাগুরু দলের সহিত একমত না হয় তাহা হইলে উহারা ঐ প্রদেশের শাসন সংস্কার ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কিনা তৎসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঞ্জাব ও বাঙ্গলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানগণ যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এবং বাঙ্গলার হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের যদি কোন মীমাংসা না হয় তাহা হইলে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায় নূতন কোন শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে কিনা তাহা জানা আবশ্যক। বলা বাহুল্য বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত শাসনতন্ত্র কমিটীর সন্ধিতে সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে যে সর্ত্ত থাকিবে তাহার উপর ভারতের কোন প্রদেশের কোন সংখ্যালঘু দল নির্ভর করিতে রাজী হইবে না।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব সম্পর্কে এইরূপ অনেক বিষয় জিজ্ঞাস্য রহিয়াছে। এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে আমাদের আরও বহু কথা বলিবার রহিল।

বাঙ্গলায় খাদ্যাভাবের সমস্যা

যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে দেশের অধিবাসীদের খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে আশঙ্কায় কৃষক সম্প্রদায় যাহাতে অধিকতর পরিমাণ জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করে তৎপক্ষে বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তাঁহার উক্ত অভিমতের সমীচীনতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে শ্রীযুত সরকারের সভাপতিত্বে আর একটী বৈঠক আহূত হইয়াছে। ইতিমধ্যে বাঙ্গলায় খাদ্যাভাব সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বাঙ্গলা সরকারও একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন।

জনসাধারণের খাদ্যাভাব সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গলা প্রদেশ যে অগ্রণী হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলার ন্যায় ভারতের আর কোন প্রদেশ এত পরনির্ভরশীল নহে। চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, লবণ, চিনি, মাছ, তরকারী, ফল, মসল্লা, সুপারি ইত্যাদি যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বাঙ্গলায় কোন খাদ্যদ্রব্যই প্রয়োজনানুরূপ উৎপন্ন হয় না এবং লবণ, মসল্লা ইত্যাদি অনেক খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলা সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল। বাঙ্গলাদেশে ব্রহ্মদেশ হইতে চাল, বিহার হইতে ডাল, আসাম বিহার সংযুক্ত প্রদেশ পাঞ্জাব সীমান্তপ্রদেশ ও ভারতের বাহিরে অবস্থিত বহু দেশ হইতে ফল, সংযুক্তপ্রদেশ হইতে সরিষার তৈল, বিহার হইতে ঘৃত, কাথিয়াবাড় এডেন জিবুটী প্রভৃতি স্থান হইতে লবণ, বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ হইতে চিনি, উড়িষ্যা বিহার ও আসাম হইতে মাছ, সংযুক্ত প্রদেশ আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে গোল আলু এবং দক্ষিণ ভারত সুমাত্রা জাভা ইত্যাদি অঞ্চল হইতে মসল্লা ও সুপারি না আসিলে চলে না। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের অবস্থা এত শোচনীয় নহে। বাঙ্গলার অত্যধিক জনসংখ্যাই খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে বাঙ্গলার অধিবাসীদের এত পরনির্ভরতার প্রধান কারণ।

যুদ্ধের ফলে যানবাহনের অভাব এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিপর্য্যস্ত হওয়ার দরুণ বাঙ্গলায় যদি বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে কি প্রকার দাঁড়াইবে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় দেশের খাদ্যাভাব সমস্যার সমাধানের জন্য বাঙ্গলা সরকার একটী কমিটী গঠন করিয়া খুব সময়োচিত কাজ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গলাদেশ যে অগণিত প্রকার খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল তাহার মধ্যে আপাততঃ অন্য সমস্ত জিনিষের কথা ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বাগ্রে চাল, ডাল, তৈল, লবণ ইত্যাদি শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যের বিষয়েই বাঙ্গলা সরকার কর্ত্তৃক গঠিত কমিটীর সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য হইবে। কারণ অন্য সমস্ত প্রকার খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিলেও বাঙ্গলাদেশের অধিবাসিগণ যদি প্রত্যহ অন্ততঃ অর্দ্ধসের চাল ও সামান্য কিছু ডাল, তৈল ও লবণ সংগ্রহ করিতে পারে তাহা হইলে উহারা কোনও রূপে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু এইসব জিনিষের মধ্যেও চালের সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কোন খাদ্যদ্রব্য না পাইলেও বাঙ্গালী বাঁচিতে পারে—কিন্তু দু'মুঠা চাল সংগ্রহ করিতে না পারিলে এই প্রদেশের অধিবাসীদের বাঁচিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

বাঙ্গলায় চালের সমস্যা বর্ত্তমানে কি প্রকার মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে তৎসম্বন্ধে কি দেশবাসী কি রাজশক্তি কাহারও সম্যক কোন ধারণা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এই সম্বন্ধে গত ৭ই জুলাই ও ২৮শে জুলাই তারিখের আর্থিক জগতে 'চাল সমস্যা ও বাঙ্গলা সরকার' এবং 'বাঙ্গলায় ধান চালের সমস্যা' শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় এই সমস্যার প্রতি তখন কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। এই দুইটী প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গলায় চালের সমস্যা একটা সাময়িক সমস্যা নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গলার অধিবাসীর সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৫ কোটী ছিল সেই সময়েও চালের ব্যাপারে বাঙ্গলা স্বাবলম্বী ছিল না। বর্ত্তমানে এই প্রদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬ কোটী। কিন্তু এই প্রদেশে পোষ্যের সংখ্যা প্রায় ১ কোটী বাড়িলেও ধানের জমির পরিমাণ এবং জমির ফলন গত দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় একই প্রকার রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গলা সরকার যদি সেচকার্য্য, উন্নততর বীজের ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ ও সার প্রয়োগ, ফসলের ক্ষতি নিবারণ ইত্যাদির দ্বারা বাঙ্গলায় ধানের জমির ফলন ভালরূপ বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহা হইলে বাঙ্গলায় সকল সময়েই বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় অল্পবিস্তর চালের দুর্ভিক্ষ থাকিয়া যাইবে। ঐ সময়ে আমরা সাময়িক প্রতিকার হিসাবে উহাও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, জাহাজের অভাবে বাঙ্গলায় যাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে চালের আমদানী বাধাপ্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকারকে যথোপযুক্তভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে চাল পাইতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টকে দেশের নানাস্থানে স্বয়ং চালের গুদাম প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে চাল ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের এই সব মন্তব্যের পর অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ চাল উৎপন্ন হয় তাহাতে বাঙ্গলার অধিবাসীদের খোরাকী চলে না বলিয়া প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলার বাহির হইতে বাঙ্গলাদেশে ৮ কোটী মণ চাল আমদানী হওয়া আবশ্যক। প্রতি ব্যক্তির জন্য বৎসরে ৬ মণ চালের দরকার হয়—এই হিসাব হইতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতি ব্যক্তির জন্য বৎসরে ৫ মণ চাল দরকার হয় এরূপ ধরিলেও প্রতি বৎসর বাঙ্গলার বাহির হইতে ৫ কোটী মণ চাল আমদানী হওয়া আবশ্যক। এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার এই চালের অভাবের বহুলাংশ ব্রহ্মদেশ মিটাইয়া আসিতেছিল। যুদ্ধের জন্য গত বৎসর জাহাজের অভাব ও অন্যান্য কারণ হেতু ব্রহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় চালের আমদানী অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহা সত্ত্বেও গত বৎসর বাঙ্গলায় ব্রহ্মদেশ হইতে বহুল পরিমাণে চাল আমদানী হইয়াছে। অধিকন্তু গত বৎসর বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের

(১২১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধ ও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প

ভারতের কাপড়ের কলসমূহে প্রতি মাসে কোন শ্রেণীর কি পরিমাণ বস্ত্র ও সূতা উৎপন্ন হয় তৎসম্পর্কে ভারত সরকার একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ১৯৪১ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ের উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর এদেশের বস্ত্রশিল্পের উপর উহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে তাহা বিস্তারিত জানিবার আগ্রহ অনেকেরই রহিয়াছে। উপরোক্ত মাসিক বিবরণ হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের গত আড়াই বৎসরের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর নহে। তবে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল এসমস্ত বিবরণ হইতে তৎসম্পর্কে একটা সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায়।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে অতিরিক্ত বস্ত্র উৎপাদন ও তাহা বিক্রয়ের অসুবিধা হেতু ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির বিশেষ দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির পক্ষে সেই দুঃখ দুর্দ্দশা কাটিয়া উঠার একটা সুযোগ দেখা যায়। যুদ্ধের ফলে এদেশে ও এদেশের বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং তাহাতে পূর্ব্বেকার অবিক্রিত মজুত মাল বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। তবে যুদ্ধের প্রথম বৎসরে বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার জন্য কাপড়ের কলের উৎপাদন বাড়াইবার কোন আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় নাই; বরং কতিপয় বৎসরের শোচনীয় অভিজ্ঞতা হইতে দেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা পূর্ব্বের তুলনায় বস্ত্রের উৎপাদন কিছু কমাইয়া দেওয়াই স্থির করেন। এই জন্যই যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া কার্য্যতঃ তাহা কতকটা হ্রাস পায়। গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে মোট ৪১৭ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরে অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বৎসরে তাহা কমিয়া ৩৯৭ কোটি ৪০ লক্ষ গজ দাঁড়ায়। বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূতা উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপ কমিয়া আসে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় কলসমূহে ১২৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে পর্য্যবসিত হয়।

তবে ১৯৪০-৪১ সালের সূচনা হইতে সকল দিক দিয়াই ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সুস্পষ্ট উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। প্রথমতঃ যুদ্ধ অধিকতর ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করার ফলে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে বস্ত্রের আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। উহাতে ভারতে দেশীয় কলের উৎপন্ন বস্ত্রের চাহিদা অনেক বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডের অনেক দেশ ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্রের যোগান না পাইয়া ক্রমেই বেশী পরিমাণে ভারতীয় বস্ত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে ভারতের পক্ষে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর বিশেষ সুযোগ দেখা যায়। তৃতীয়তঃ সামরিক প্রয়োজনে ভারত সরকার দেশীয় কাপড়ের কলসমূহকে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার দিতে আরম্ভ করায় তাহাতেও বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাব সৃষ্ট হয়। এই সমস্তের সমষ্টিকৃত ফল স্বরূপ ১৯৪০-৪১ সালে অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে ভারতে বস্ত্র ও সূতার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পায়। গত ১৯৩৯ সালে যেস্থলে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৩৯৭ কোটি ৪০ লক্ষ গজ দাঁড়াইয়াছিল, ১৯৪০-৪১ সালে সেস্থলে তাহা বাড়িয়া ৪৪২ কোটি ৯০ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর দেশীয় কলে সূতার উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ১২২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহাও ১৪৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এদেশে বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী সূতা বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। ফলে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু টাকার সূতা ক্রয় করিতে হয়। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে জাপান ও অন্য কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় উপযুক্ত মূল্য দিয়াও বাহির হইতে সূতা পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় সম্প্রতি এদেশের কাপড়ের কলসমূহে সূতার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার বিশেষ চেষ্টা সুরু হইয়াছে এবং গত ১৯৪০-৪১ সালে কার্য্যতঃ তাহা কতকটা বাড়িয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের বাজারে বিদেশী কাপড়ের বেশীরকম প্রতিযোগিতা লক্ষিত হইত। ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে এদেশের তৈয়ারী বস্ত্র রপ্তানীরও বিশেষ কিছু সুযোগ ছিল না। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইয়াছে এবং ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে অন্যান্য দেশ হইতে বস্ত্রের আমদানী ব্যাহত হইয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালারা বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সেই সুযোগে আজ দেশের অভ্যন্তরে বেশী পরিমাণ বস্ত্র বিক্রয় করিতেছেন এবং অপর দিকে নিকটবর্ত্তী দেশসমূহেও রপ্তানী বাড়াইয়া চলিয়াছেন, ইহা খুব সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এসম্পর্কে একটা বিষয় আমাদিগকে দুঃখের সহিতই লক্ষ্য করিতে হইতেছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে সমষ্টিকৃতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সাধারণ ধুতির উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া তাহা বরং পূর্ব্বের তুলনায় কতকটা হ্রাসই পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ১৯৫ কোটি ৭০ লক্ষ গজ ধুতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১০০ কোটি ৪০ লক্ষ গজ দাঁড়াইয়াছে। চাহিদার তুলনায় ধুতির যোগান কম হওয়ায় দেশে উহার মূল্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে; আর তাহাতে সাধারণের বেশীরকম দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে। অথচ সামরিক প্রয়োজনে অধিক পরিমাণ তাঁবুর কাপড়, খাকী কাপড়, জামার কাপড় এবং ড্রিল ও জিন প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যস্ত থাকায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ সাধারণের প্রয়োজনীয় ধুতির উৎপাদন বর্ত্তমানে ক্রমেই কমাইয়া দিতেছে। এই প্রকারের কার্য্যধারা দেশের লোকের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে সর্ব্বথা আপত্তিকর। কাজেই গবর্ণমেণ্ট কাপড়ের কলসমূহের উপর সামরিক সাজসরঞ্জাম তৈয়ারের চাপ যথাসম্ভব কমাইয়া এখন হইতে উহাদিগকে বেশী পরিমাণ ধুতি প্রস্তুতের সুযোগ দিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত আলোচনায় বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের কথা পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য। এই শিল্পের দিক দিয়া বাঙ্গলা প্রদেশ পূর্ব্ব হইতে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের তুলনায় খুবই পশ্চাদপদ রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগেও এ প্রদেশ সেদিক দিয়া সমান অগ্রগতি দেখাইতে পারিতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে ৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সূতার উৎপাদন কিছু বাড়িয়া ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বস্ত্রের উৎপাদন ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ গজেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে বোম্বাইয়ে সূতার উৎপাদন ৫৪ কোটি পাউণ্ড হইতে ৭০ কোটি পাউণ্ড এবং বস্ত্রের উৎপাদন ২৪৫ কোটি গজ হইতে ৩০৭ কোটি গজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে যুক্তপ্রদেশে ১২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা ও ২৮ কোটি ১০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ও ২৮ কোটি ৭০ লক্ষ গজ দাঁড়াইয়াছে। সূতা উৎপাদনের দিক দিয়া মাদ্রাজ প্রদেশের স্থান পূর্ব্বেই অগ্রগণ্য ছিল। বর্ত্তমানে ঐ প্রদেশে সূতার উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে মাদ্রাজে ১৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ১৯ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে বস্ত্রশিল্পের দিক দিয়া বাঙ্গলার অবস্থা এখনও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় খুব শোচনীয় বলিয়াই মনে হয়। মূলধন ও সাজসরঞ্জামের দিক দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির মূলগত অভাব দূর করিয়া বস্ত্রশিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য অচিরে এপ্রদেশবাসীর সমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন।

(বাঙ্গলায় খাদ্যাভাবের সমস্যা)

তুলনায় পাটের জমির পরিমাণ দুই তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়াতে অনেক অধিক জমিতে ধানের চাষ হয়। উহার ফলে গত বৎসর এই প্রদেশে চালের চড়া মূল্য বলবৎ থাকিলেও উহার একেবারে অভাব ঘটে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশ শত্রুর কবলিত হইয়াছে বিধায় ঐ দেশ হইতে বাঙ্গলায় একমণ চালও আমদানী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এদিকে বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গলায় ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হওয়া হেতু বাঙ্গলায় ধানের চাষের জমির পরিমাণ অনেক কম হইতেছে। এরূপ অবস্থায় এবার যদি ধান্য ফসল খুব ভালরূপে জন্মে তাহা হইলেও এই প্রদেশে চালের বিশেষ অভাব ঘটিবে। কিন্তু এবার যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধান্য ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশে যে চালের কি প্রকার দুর্ভিক্ষ হইবে এবং তজ্জন্য যে কত লোক অনশন ও অর্দ্ধাশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

সুতরাং বাঙ্গলায় যাহাতে ধানের জমির পরিমাণ এবং জমিতে ধানের ফলন বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। আমরা অবগত হইলাম যে, বর্ত্তমান বৎসরে জমিতে ধানের ফলন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার কৃষকদের মধ্যে উন্নততর শ্রেণীর ধানের বীজ বণ্টনের একটী কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় কিছুটা সুফল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রদেশে ২ কোটী একর জমিতে ধানের চাষ হয় এবং বীজের জন্য বৎসরে দেড় কোটী মন ধান্যের প্রয়োজন হয় সেই প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় বীজের খুব সামান্য অংশই সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবেন। বর্ত্তমানে চালের ব্যাপারে দেশ যে প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে কোন কমিটী বা কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করিয়া একটী অর্ডিনান্স জারী করতঃ কৃষকগণকে অধিকতর পরিমাণ জমিতে ধান্যের চাষে বাধ্য করাই বাঙ্গলার খাদ্যাভাব দূরীকরণের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পন্থা। ইতিমধ্যেই বাঙ্গলার নানাস্থানে পাট ও আশু ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজেই এরূপ ব্যবস্থা করিতে আর এক সপ্তাহকালও দেরী করা উচিত নহে। এই ধরণের একটী অর্ডিনান্স জারী করিতে যদি আর ২।৩ সপ্তাহকাল দেরী করা হয় তাহা হইলে উহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পণ্ড হইবে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, বাঙ্গলায় যদি এখনই ধানের জমির পরিমাণ বাড়াইতে হয় তাহা হইলে পাটের জমির পরিমাণ কমাইতে হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে যে গত বৎসরের তুলনায় এক একর অধিক জমিতেও পাটের চাষ করাইবার প্রয়োজন নাই তাহা আমরা গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখের 'আর্থিক জগতে' বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পাটের জমির পরিমাণ যদি গত বৎসরের সমান করা হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য ধান চাষের নিমিত্ত অন্ততঃ ১৫ লক্ষ একর নূতন জমি পাওয়া যাইবে এবং উহা হইতে কম পক্ষে দেড় কোটী মণ চাল পাওয়া যাইবে। অন্য আর কোন ব্যবস্থা দ্বারা এত কম সময়ের মধ্যে এত অধিক পরিমাণ চাল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। এজন্য মাত্র বাঙ্গলা সরকারকে একটু আন্তরিকতার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। বাঙ্গলা সরকার যদি এই বিষয়ে চাপ দেন তাহা হইলে ভারত সরকার উহাদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ বাঙ্গলাদেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা বাঙ্গলার অধিবাসিগণকে অনশন হইতে রক্ষা করা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। এখনও উহার সময় রহিয়াছে। বাঙ্গলার মন্ত্রিসভাকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে এই বিষয়ে তৎপর হইতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বিভিন্ন দেশ হইতে রবার রপ্তানীর পরিমাণ

১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দেশগুলি হইতে যে পরিমাণ রবার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :—মালয়—৪৬৭,৯৪৫ টন ; ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—৫২৪,৫২৪ টন ; সিংহল—৭৩,৩০১ টন ; ভারতবর্ষ—৪,৯২৩ টন ; ব্রহ্মদেশ—৭,৬৭৪ টন ; উত্তর বোর্ণিও—১৬,৫৭৩ টন ; সারোয়াক—৩১,৬৭৯ টন ; থাইল্যাণ্ড—৩৮,৯৯১ টন ; ফরাসী ইন্দো-চীন—৫৪,৮২৩ টন।

ভারতে চীনাবাদামের চাষ

১৯৪১-৪২ সালের চীনাবাদাম চাষের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে ৬৯ লক্ষ একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ এবং ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টন খোসাযুক্ত চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে, ১৯৪০-৪১ সালে ৮৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ এবং ৩৭ লক্ষ ২ হাজার টন খোসাযুক্ত চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতে রবার নিয়ন্ত্রণ

১লা এপ্রিল হইতে ভারতে রবার নিয়ন্ত্রণের বিধানাবলী কার্য্যকরী হইবে। ভারতীয় রবার প্রস্তুতকারক সঙ্ঘের একজন মনোনীত প্রতিনিধি এবং ভারতীয় রবার ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত যে কমিটী বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রতিনিধিবর্গ সকল প্রকার রবার ব্যবহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবেন। দেশরক্ষার ব্যাপারে এবং অসামরিক ব্যক্তিগণের প্রয়োজনের জন্য যে পরিমাণ রবার ব্যবহার একান্ত আবশ্যক, শুধু সেই সকল রবার প্রস্তুতকারকদেরই রবার ক্রয় এবং সরবরাহ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

সেগুন কাঠ মজুদের ব্যবস্থা

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত সরকারী বিভাগগুলির জন্য যাহাতে কাঠ পাইতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য ভারত সরকার এই দেশে প্রাপ্তব্য ব্রহ্মদেশীয় সেগুন কাঠ সংগ্রহ করিয়া মজুদ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, মহীশূর, কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যগুলির কর্তৃপক্ষ নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলির জন্য কাঠ রাখিয়া বাকী সমস্ত সেগুন কাঠ স্বেচ্ছায় ভারত সরকারের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

গন্ধকবিহীন বারুদ

ভারতের একটী গোলা বারুদ নিৰ্ম্মাণ কারখানায় সম্প্রতি গন্ধকবিহীন বারুদ প্রস্তুত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতের কোন গোলাবারুদ নিৰ্ম্মাণ কারখানাতেই গন্ধকবিহীন বারুদ তৈরী হইত না। উহা এতদিন বিদেশ হইতেই আমদানী হইত।

সংযুক্ত প্রদেশের বাজেট

সংযুক্ত প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে মোট ১৭ কোটী ১২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা আয় এবং ১৭ কোটী ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটে ৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে বৎসরের প্রথমে সরকারী তহবিলে ১ কোটী ২৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা এবং বৎসরের শেষে ২ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা হাতে থাকিবে। আগামী বৎসরে আয়করের ভাগস্বরূপ ১ কোটী ৭ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

ভারতে শর্করা সমস্যা

গত ২০শে মার্চ্চ বৃটীশ ভারতের কয়েকটী প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের এক সভায় ভারতের শর্করা শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে শর্করার চাহিদা এবং সৈন্য বিভাগ ও বিদেশে প্রেরণের জন্য ভারতীয় চিনি যোগান দেওয়ার সম্বন্ধেও এই সম্মেলনে আলাপ আলোচনা হয়। ইহা ছাড়া কি উপায় অবলম্বন করিলে চিনির উৎপাদন এবং যোগান দেওয়ার কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় তৎসম্বন্ধেও সম্মেলনে কয়েকটী কর্ম্মপন্থার বিষয় বিবেচিত হইয়াছে।

যুদ্ধকালীন ভারতীয় শিল্প

পুণায় গত ২২শে মার্চ্চ স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়ার সভানেতৃত্বে নিখিল-ভারত শিল্প সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের বীমা আইন সংশোধন, শিল্পোন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিনের মেয়াদে অর্থ সাহায্য এবং জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার সুবিধা দেওয়ার নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া বড়লাটের শাসন-পরিষদে বাণিজ্য বিভাগ ছাড়া যাহাতে একটী স্বতন্ত্র শিল্প সম্বন্ধীয় দপ্তরের সৃষ্টি করা হয় তৎসম্বন্ধেও সম্মেলনে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। যাহাতে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং অর্থনীতিবিদদের প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রে এবং প্রদেশসমূহে অর্থ-নৈতিক পরামর্শদাতা পরিষদ গঠিত হয়, সেই বিষয়ে সম্মেলনে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকের আকস্মিক মৃত্যু

'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদক নারায়ণ দাস ভট্যাচার্য্য গত রবিবার (২২শে মার্চ্চ) প্রাতঃকালে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

মিঃ ডি এল মজুমদারের নূতন পদ

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর সেক্রেটারী মিঃ ডি এল মজুমদার বাংলা সরকারের শ্রম ও শিল্প বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে যোগদান করিবেন এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজের ভার লইবেন।

বাংলার খাদ্যসমস্যা

গত ২৪শে মার্চ্চ মুসলমান বণিক সঙ্ঘের কলিকাতায় দশমবার্ষিক অধিবেশনে ইহার সভাপতি মিঃ এ আর সিদ্দিকি বলেন যে, বর্ত্তমানে রেঙ্গুণ হইতে বাংলা দেশে চাউল আসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে। বাংলা দেশের ৬ কোটী লোকের খাদ্যসমস্যা এই ব্যাপারে কতকটা জড়িত। বাংলায় ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটী একর জমিতে চাষ আবাদ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ধানের চাষ হইয়াছে ১ কোটী ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ধান চাষের জমির আয়তন ২ কোটী ১০ লক্ষ ৫০ হাজার একরে দাঁড়াইয়াছে। যদি এক একর জমিতে গড়পড়তায় ১২ মণ করিয়া ধান হয় তবে বাংলাদেশে ১৯৪১-৪২ সালে ২৮ কোটী মণ ধান জন্মিতে পারে। যদি মাথা পিছু বৎসরে কমপক্ষে ৫ মণ করিয়াও ধান দরকার হয়, তাহা হইলেও বাংলায় ৩০ কোটী মণ ধানের প্রয়োজন হইবে। ইহা হইতে বীজধানের জন্য যদি ১ কোটী ৫০ লক্ষ মণ ধান বাদ দেওয়া যায় এবং অন্যান্য কাজের জন্য যদি আরও ১ কোটী ৫০ লক্ষ মণ ধান ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে বাকী ৫ কোটী মণ ধানের অভাব পূরণের জন্য ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার একর অধিক জমিতে ধানের চাষ করিতে হইবে। এই জন্য পতিত জমিতে ধান চাষ করিবার ব্যবস্থা করা দরকার এবং পাট চাষের জমির পরিমাণ কমাইয়া মাত্র ২৫ লক্ষ একরে পরিণত করা উচিত।

কলিকাতায় কয়লা সমস্যা

একটী সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কয়লার অভাবের দরুণ কলিকাতা সহর ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শিল্প এলাকাসমূহে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা কয়লা সরবরাহের জন্য কয়েকটী মাল গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারায় অনেকটা কমিয়া গিয়াছে

মোটর গাড়ী চালাইতে কেরোসিন তেল ব্যবহার নিষেধ

ভারত সরকার একটী বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, কেহ কেহ মোটর চালাইবার জন্য কেরোসিন তেল ব্যবহার করিতেছে। ইহাতে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের ক্ষতি হয় এবং এইরূপ একটী অতি প্রয়োজনীয় তেল এইভাবে ব্যবহার করিলে জনসাধারণ আলো জ্বালান, রন্ধন ব্যাপারে এবং কাঠ অথবা কয়লা দ্বারা উনুন ধরান প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিবে। বর্ত্তমানে কেরোসিনের সরবরাহ সীমাবদ্ধ। অতএব অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে কেরোসিন তেল ব্যবহার করিলে ইহার অভাব দেখা দিবে এবং দর বৃদ্ধি পাইবে। এই জন্য প্রথম হইতেই যাহারা মোটর গাড়ীতে কেরোসিন তেল ব্যবহার করেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন অবিলম্বে এইরূপ অভ্যাস ত্যাগ করেন।

সরিষা ও তিসি চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের সরিষা ও তিসি চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ২৩ হাজার একর ও ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে সরিষা ও তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমতি হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিসি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩২ লক্ষ ৪১ হাজার এবং ২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর।

খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্পর্কিত সম্মেলন

আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লীতে খাদ্যশস্য এবং গবাদি-পশুর জন্য খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে বৃটীশ ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবর্গের একটী সম্মেলন আহূত হইয়াছে। ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মাননীয় মিঃ এন আর সরকার এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা

কল কারখানা সম্পর্কিত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা আইন প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে একটী বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত করা হইবে। দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ভারতে ফরাসী উপনিবেশসমূহ অঞ্চলের জন্যও এইরূপ একটী বীমা প্রবর্ত্তনের বিষয় ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতীয় নৌবহর

জানা গিয়াছে যে, বর্ত্তমানে ভারতীয় নৌবহরের মধ্যে ২ খানি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত অতি আধুনিক রক্ষী জাহাজ আছে। আরও ২ খানি আধুনিক ধরণের জাহাজ, ৩ খানি 'স্লুপ' ও ২ খানি ট্রলার আছে। ইহা ছাড়া মাইন অপসারণ ও সাবমেরিণ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ৩৪ খানি জাহাজ রহিয়াছে।

গম চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের গম চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে ৩ কোটী ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে ৩ কোটী ৩১ লক্ষ ৬৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল।

১৯৪০-৪১ সালের বৃটিশ ভারতে বাণিজ্য শুল্ক

১৯৪০-৪১ সালে বৃটীশ ভারতে ৪০ কোটী টাকা সামুদ্রিক বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয় হইয়াছে। এই বাণিজ্য শুল্কের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৯ কোটী টাকা কম। আলোচ্য বৎসরে বাণিজ্য শুল্ক আদায় করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ডাক ও তার বিভাগের কার্য্য বিবরণী

ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগকে মোট ১২১ কোটী ৫০ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার চিঠিপত্র, পার্শ্বেল ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই বৎসরে মোট টেলিগ্রাম প্রেরণের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ কোটী ৯০ লক্ষ। আলোচ্য বৎসরে ৩২৩টী নূতন ডাকঘর খোলা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ডাক ও তার বিভাগের মোট ১ কোটী ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। ১৯২৫-২৬ সালে নূতন ভিত্তিতে ডাক ও তার বিভাগ গঠনের পর কোন বৎসরই আর এত লাভ হয় নাই। আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগের কার্য্য পরিচালনার খরচ পূর্ব্বের তুলনায় ৪৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হইতেছে কর্ম্মচারীদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি। পোষ্টকার্ড ও ষ্ট্যাম্প উৎপাদনের বাড়তি খরচ এবং কালি কলম প্রভৃতির দরে উৰ্দ্ধগতি। আলোচ্য বৎসরে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৮৪ টাকার দেশরক্ষা বাবদ সেভিং ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে ডাক ও তার বিভাগের যুদ্ধভাণ্ডারে (১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ১৯৩ টাকা ১৩ আনা ৮ পাই।

বৃটেনে নারী শ্রমিক

বৃটেনে প্রতি সপ্তাহে গড়পড়তায় ৩৫ হাজার এবং মাসে ১ লক্ষ ৫০ হাজার নারী নানাবিধ শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। সমরোপকরণ নির্ম্মাণ শিল্পে নিয়োগ করিবার জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ নারী শ্রমিকের নাম রজিষ্টারী করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত স্থলপথ সেনা বাহিনীতে প্রায় ৫০ হাজার নারী ভর্ত্তি করা হইবে। ১৯৪২ সালের ছয় মাসের মধ্যে বিবিধ শ্রমশিল্পে নিয়োগের জন্য রেজিষ্ট্রীকৃত নারী শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় ৭০ লক্ষ।

রাশিয়ার শিল্পোন্নতি

রাশিয়ার উরাল অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে একটী সমৃদ্ধিশালী শিল্প-কেন্দ্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলের আয়তন হইতেছে প্রায় ৫ শত বর্গ মাইল। এখানে লৌহ, কয়লা, তামা, বক্সাইট, সিসা, ম্যানগেনিজ, এসবেস্টোজ, সোণা, রূপা, পটাস, প্লেটিনাম, দস্তা এবং পেট্রল প্রভৃতি খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া এই জায়গায় বিরাট বনজ সম্পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত এই স্থানে ২ শতেরও অধিক অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। উরাল অঞ্চলস্থ তৈল খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ বলিয়া পরিচিত। মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্বারা নির্ম্মিত একটী তৈল উত্তোলন কারখানায় এই স্থান হইতে বৎসরে ৫ লক্ষ টন পেট্রল উৎপাদিত হয়।

ভারতে নার্সের সংখ্যা

ভারতে প্রায় ৫ হাজার নার্সের নাম রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে। যে সকল ডাক্তারের নাম রেজিষ্ট্রি করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে প্রায় ৪০ হাজার।

পাট চাষের জমির পরিমাণ

গত ২৫শে মার্চ্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক এই মর্ম্মে ঘোষণা করেন, ইতিপূর্ব্বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, ১৯৪২ সালের জন্য বাঙ্গলার মোট পাট চাষের জমির দশ আনা পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে; বর্ত্তমানে ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে বাঙ্গলা সরকার উক্ত দশ আনা পরিমাণ হ্রাস করিয়া আট আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষ করিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের বাজেট

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে রাজস্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ ৫ কোটি ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৫ কোটি ২৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দাঁড়াইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। ১৯৪০-৪১ সালে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং ১৯৪১-৪২ সালে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। ছাতিয়াগড় ও জব্বলপুরে শস্যের ক্ষতির দরুণ ২০ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৩ লক্ষ টাকার রাজস্ব মকুব, ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা তাকাভি ঋণ এবং জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার জন্য গম ক্রয় বাবদ ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বিহার সরকারের বাজেট

গত ২৪শে মার্চ্চ বিহার সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বাজেটে ৬ কোটী ৪৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় এবং ৫ কোটী ৮০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৬২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। ১৯৪১-৪২ সালে বাজেটে আয়ের পরিমাণ ছিল ৬ কোটী ৫০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। ১৯৪১-৪২ সালে শিল্প বিভাগের আয় ১২ লক্ষ টাকা, ইক্ষুর সেস বাবদ ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, পাট রপ্তানী সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য অংশ বাবদ ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, এবং বন বিভাগের আয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা কমিয়া গিয়াছে।

লঙ্কা সমস্যা

পৃথিবীর লঙ্কা উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হইয়া থাকে। ১৯৩৯ সালে যে ৫ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বৎসরে গড়পড়তায় ৬ লক্ষ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) হইতে ১৫ লক্ষ হন্দর পর্য্যন্ত লঙ্কা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ইন্দো-চীন হইতেও বৎসরে গড়পড়তায় ৮০ হাজার হন্দর লঙ্কা বিদেশে প্রেরিত হয়। বৃটেনে বৎসরে ৫০ হাজার হইতে ৬০ হাজার হন্দর লঙ্কা এই সকল স্থান হইতে আমদানী করা হয়। বর্ত্তমানে উপরোক্ত স্থানগুলি জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় ঐ সকল স্থান হইতে বিদেশে লঙ্কার চালান বন্ধ হইবে।

ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘ

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নূতন বৎসরের জন্য ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সে (ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘ) কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—সভাপতি মিঃ গগনবিহারীলাল মেটা; সহ-সম্পাদক কুমার স্যার মুথিয়া চেট্টিয়ার; কোষাধ্যক্ষ ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ—স্যার শ্রীরাম; স্যার বদরীদাস গোয়েঙ্কা; মিঃ রাজমিত্র বি ভি আমীন; মিঃ লালজী মেরহোত্রা; মিঃ হরিশঙ্কর বাগলা; মিঃ আর এল নোপানী; মিঃ এম মাষ্টার। নিম্নোক্ত সদস্যগণকে কো-অপট করা হইয়াছে :—স্যার চুনীলাল বি মেটা, মিঃ জি ডি বিড়লা, মিঃ এ ডি শ্রফ, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, মিঃ এম এ ইস্পাহানী ও মিঃ এফ এম বশীর।

আদালতে দুর্নীতি

গত ১৭ই মার্চ তারিখ মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশের আদালতসমূহে উৎকোচ গ্রহণের দুর্নীতি সম্পর্কে বলেন যে, বহুকাল যাবৎ এই জাতীয় দুর্নীতি চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অতঃপর বলেন যে, এই প্রদেশের জনৈক বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারীর আনুমানিক হিসাব অনুসারে, আইন আদালতসমূহের কর্ম্মচারীরা উপরি পাওনা হিসাবে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মত উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে।

টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি

৩১শে মার্চ মধ্যরাত্রির পর হইতে ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, আফগানিস্থান ও লাসার (তিব্বত) যে কোন স্থানের জন্য প্রেরিত প্রত্যেকটী সাধারণ টেলিগ্রামের উপর পূর্ব্বের চেয়ে ৶০ আনা এবং প্রত্যেকটী জরুরী টেলিগ্রামের উপর ।৶০ আনা করিয়া অতিরিক্ত হারে মাশুল আদায় করা হইবে। ভারতের অভ্যন্তরে প্রতি সাধারণ টেলিগ্রামে মোট ৷৷০ আনা লাগিবে এবং প্রত্যেকটী অতিরিক্ত শব্দের জন্য ৵০ আনা করিয়া লাগিবে। সাধারণ টেলিগ্রাম অপেক্ষা জরুরী টেলিগ্রামের হার দ্বিগুণ হইবে। সংবাদপত্রের জন্য ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপক টেলিগ্রামের উপরও অতিরিক্ত হারে মাশুল দিতে হইবে। গত ১লা মার্চ হইতে টেলিফোন সংযোগ ও যন্ত্রপাতির ভাড়া পূর্ব্বের চেয়ে এক সপ্তাংশ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাহারা গ্রাহক হইবেন তাহাদিগকে পরবর্ত্তী ভাড়ার তারিখ হইতে বর্দ্ধিত হারে মাশুল দিতে হইবে। ৩১শে মার্চ মধ্যরাত্রির পর হইতে ট্রাঙ্ক কলের উপর অতিরিক্ত মাশুলের হার দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

গত ২৩শে ও ২৪শে মার্চ ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের, প্রাদেশিক সরকারসমূহের এবং কয়েকটী দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক নয়া-দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাহাতে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হয়, তৎসম্বন্ধে সভায় আলোচনা হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে সরবরাহ বিভাগ মোট ৪ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ছোটখাটো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে আচ্ছাদনের জাল, পশমী কম্বল, চামড়ার জিনিষ এবং সোলার টুপি প্রভৃতি জিনিষপত্রাদি আছে। ১৯৪২-৪৩ সালে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপন্ন আরও ৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকার জিনিষের ফরমায়েস দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং যে সকল দেশীয় রাজ্য এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিবেন, তাহারা সকলেই একটী করিয়া এই সকল জিনিষ সরবরাহ করিবার জন্য এজেন্সী খুলিবেন।

জাপানের বাজেটে যুদ্ধের ব্যয়

জাপানের আগামী আর্থিক বৎসরের (১৯৪২-৪৩ সালের) বাজেটে যুদ্ধের জন্য ২ হাজার ৪ শত ৩০ কোটী ইয়েন ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ৪ শত ৮০ কোটী ইয়েন এবং চীন যুদ্ধের জন্য আরও ৫ শত কোটী ইয়েন ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

গম সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যে সকল প্রদেশে প্রচুর গম উৎপন্ন হয় সেই সকল প্রাদেশিক সরকারের সহিত উক্ত সরকার গম উৎপাদন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন। যাহাতে সমগ্র বৎসরের গম সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সম্পর্কেও একটী পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহকে এরূপ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, যাহাতে বাজারে সর্ব্বনিম্ন গম চালান হয় সে সম্পর্কে তাঁহারা যেন উৎসাহ-দান করেন। ইহা ছাড়া ভারত সরকার খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং সম্প্রতি যেরূপ অতিরিক্ত হারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার সমতা রক্ষার চেষ্টা করিবেন। এরূপ অবস্থায় লায়ালপুর ও হাপুরে গমের মূল্য মণ প্রতি পাইকারী ৫৲ টাকা হারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নবাবসাহ ও মিরপুরে গমের সর্ব্বোচ্চ মূল্য হইবে মণ প্রতি ৫।০ আনা।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৪২ সালের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট—মিঃ এ সি সেন। ভাইস্ প্রেসিডেন্ট—কুমার প্রমথনাথ রায় ও মিঃ জে কে মিত্র। অনরারী ট্রেজারার—ডাঃ সত্যচরণ লাহা। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ—ডাঃ এন এন লাহা, স্যার এইচ এস পাল, মিঃ পি সি মিত্র, মিঃ সাধন চন্দ্র রায়, মিঃ বি টি ঘটক, মিঃ ডি এন সেন, ক্যাপ্টেন এন এন দত্ত, মিঃ এস সি রায়, কুমার রমেন্দ্রনাথ রায়, মিঃ আই বি সেন, মিঃ সি এল বাজোরিয়া, মিঃ রঘুনাথ দত্ত ও মিঃ জি বসু।

ধানের শেষ পূর্ব্বাভাষ

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে ধান্য উৎপাদনের শেষ পূর্ব্বাভাষ বাহির করা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪১-৪২) সমগ্র ভারতে (দেশীয় রাজ্যগুলি সহ) ধান চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৭ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৫ হাজার একর। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার একর। অর্থাৎ ১৯৪০-৪১ সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে ধান আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ১ লক্ষ ৬ হাজার একর বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত পরিমিত জমিতে আলোচ্য বৎসরে মোট ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টন ধান্য উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ২ কোটি ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টন। অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে শতকরা ১৫ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। বাঙ্গলা প্রদেশে আলোচ্য বৎসরে ধান চাষের জমি (আউষ, আমন ও বোড়ো) ও উহার আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ২৪ হাজার একর ও ১ কোটি ২ লক্ষ ১৭ হাজার টন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর ও ৬০ লক্ষ ৪৩ হাজার টন। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের আলোচ্য বৎসরের ধান চাষের জমির পরিমাণ ও অনুমিত উৎপাদনের শেষ পূর্ব্বাভাষ প্রদত্ত হইল :—

	(হাজার একর হিসাবে)	(হাজার টন হিসাবে)
বাঙ্গলা	২৩,৮২৪	১০,২১৭
মাদ্রাজ	১০,৩৩৩	৫,০৮০
বিহার	৮,৮৬৯	২,৭৪৭
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৭,৭০৩	১,২১৪
যুক্ত প্রদেশ	৬,৫৯১	১,৫৮১
আসাম	৪,৬২০	১,৪৬৬
উড়িষ্যা	৪,৯৮২	১,৩৮০
বোম্বাই	২,২৭৫	৭৬৯
সিন্ধু	১,৩৮৪	৩৯২
পাঞ্জাব	৮৮৯	২৯৯
কুর্গ	৮৮	৬০
হায়দারাবাদ	৬৭৪	১০৭
মহীশূর	৭৫৩	২৩১
বরোদা	১৪৭	২০
ভূপাল (মধ্যভারত)	৩৩	৪
মোট	৭৩,১৬৫	২৫,৫৬৭

বোম্বাই প্রদেশের বাজেট

বোম্বাই প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৫ কোটী ১৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা আয়, ১৫ কোটী ১৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় এবং ৯৮ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্যয় বরাদ্দের খাতে নিম্নলিখিত দফাগুলির জন্য যত টাকা খরচ হইবে তাহা হইতেছে এইরূপ :—বেসামরিক জনরক্ষা ৫০ লক্ষ টাকা, সমাজ সংস্কারক কার্য্যাবলীর জন্য ১৯ লক্ষ টাকা, শিক্ষা ২ কোটী ৮ লক্ষ টাকা, চিকিৎসা বিভাগের জন্য ৫৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, জনস্বাস্থ্যের জন্য ৫৬ লক্ষ টাকা, যুদ্ধোত্তর কালে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত তহবিলে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং প্রদেশের উন্নতিমূলক গঠন কার্য্যের জন্য বিশেষ তহবিলে ১ কোটী টাকা।

চট্টগ্রামে চাউল রপ্তানী নিষিদ্ধ

যাহাতে অত্যাবশ্যক খাদ্য দ্রব্যের অভাব না ঘটে এবং বর্ত্তমান সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে চট্টগ্রাম জেলার বাহিরে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন।

আসামের বাজেট

আসাম প্রদেশের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ কোটী ১৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা আয় এবং ৩ কোটী ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয় দেখান হইয়াছে। ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার জন্য ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। শিক্ষার খাতে ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরেরর চেয়ে ৮৪ হাজার টাকা হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে গণশিক্ষার ব্যয় ৫০ হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ বিভাগের ব্যয় পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ১ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা বাড়িয়াছে। বনবিভাগের জন্য খরচের বরাদ্দও ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাংলায় সাইকেল রেজিষ্টারীর ব্যবস্থা

বাংলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার সাইকেলের মালিকদিগকে যেন সাইকেল রেজিষ্টারী করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত হইতে নির্দ্দেশ দেন। রেজিষ্ট্রেশনের পর বিনা মূল্যে প্রত্যেকটী সাইকেলের জন্য রেজিষ্ট্রেশন নম্বর সহ একখানি প্লেট দেওয়া হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর প্লেট বিহীন কোন সাইকেল রাস্তায় চলিতে পরিবে না। সাইকেল অন্যত্র পাঠানো হইলে বা রেজিষ্ট্রেশন প্লেট হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে সে সংবাদও জানাইতে হইবে এবং পুনরায় রেজিষ্ট্রেশন প্লেট গ্রহণ করিতে হইলে সাইকেলের মালিক-দিগকে উহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। সাইকেলের বিক্রেতা ও আমদানীকারকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে বিক্রেতার রেজিষ্ট্রেশন ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে প্রত্যেকখানা সাইকেল রেজিষ্ট্রেশনের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে না।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ

১৯৪১ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের যে বার্ষিক রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি, তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ভারতের এই বৃহত্তম যৌথ ব্যাঙ্কটির সমূহ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৪০ সালে এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার মোট পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালের শেষে তাহা বাড়িয়া ৪১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল বাড়িয়া যথাক্রমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অপর দিকে এবার ব্যাঙ্কের নিট লাভের পরিমাণও গত বৎসরের তুলনায় ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণে অর্থাৎ শতকরা ৩০৷ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে নানা দিক দিয়া দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে একটী প্রতিকূল অবস্থার সূচনা হইয়াছে। এই অবস্থায়ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কাজ কারবার এবার বাড়িয়াছে এবং উহার নিট লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা এই সুপ্রতিষ্ঠ দেশীয় ব্যাঙ্কটির পক্ষে খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আদায়ীকৃত মূলধন, আমানতী জমা ও মজুত তহবিলের দফায় উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য শ্রেণীর দায় লইয়া গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ৫০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। উহার বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :— হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট ও কর্পোরেশনের ঋণপত্র ১৭ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, প্রদত্ত ঋণ ও ক্যাশক্রেডিট ১৬ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, বিল ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, জমি বাড়ী ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এই সমস্ত বিবরণে স্পষ্টতর বুঝা যায় যে, ব্যাঙ্কের তহবিল নানা দিক দিয়া নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে এবং উপযুক্ত পরিমাণ টাকা নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া সুদ ও ডিসকাউণ্ট বাবদ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আয় হয়। অন্যান্য দফার আয় লইয়া মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। ঐ টাকা হইতে বিভিন্ন দিকের খরচপত্র নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের ৪০ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা নিট লাভ হয়। পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা যোগ করিয়া তাহা ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার টাকা দাঁড়ায়। ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ঐ টাকা নিম্নরূপভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন :— শতকরা ৭ টাকা হারে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ মোট ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, মজুত তহবিল ৭ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন সিকিউরিটি এবং জমি বাড়ীর ক্ষয়পূরণ তহবিলে ৭ লক্ষ টাকা, ট্যাক্স বাবদ ৮ লক্ষ টাকা, অংশিদারদিগকে প্রতি শেয়ারে আট আনা হারে বোনাস মোট ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, কর্ম্মচারীদের বোনাস ৩ লক্ষ টাকা, আগামী বৎসরের হিসাবে জের ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়া ব্যাঙ্কটির যে উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতা দেখা দিয়াছে তজ্জন্য আমরা উহার কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সানলাইফ এসিওরেন্স কোং

সানলাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৪১ সালের বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত কোম্পানী ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার পরিমিত নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। উহা ১৯৪০ সালের মোট নূতন কাজের তুলনায় শতকরা ১০·৩ ভাগ বেশী। আলোচ্য বৎসরে বীমাকারীদিগকে মোট ৮ কোটি ৩ লক্ষ ১২ হাজার ডলার পরিমিত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে আরও জানা যায় যে, কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত বীমার অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৪৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার। বর্ত্তমানে কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৯৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৮ হাজার ডলার। তন্মধ্যে ১৯৪১ সালের অংশ হইবে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ২৩ হাজার ডলার।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ এসিওরেন্স অফিসেস্ এসোসিয়েশন

গত ৯ই মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ এসিওরেন্স অফিসেস্ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া উক্ত সমিতির বর্ত্তমান বৎসরের কমিটি গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট—পণ্ডিত কে শান্তনম্। ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট—মিঃ কে সি দেশাই ও মিঃ এন দত্ত। অনরারী সেক্রেটারী—মিঃ এন জে গোর। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ :—মিঃ এইচ ই জোন্স, মিঃ এস বি কার্ড মাষ্টার, মিঃ কে এম নায়ক, মিঃ আর কে জৈন, মিঃ ব্রহ্ম দত্ত, মিঃ খাইরামজী হরমুসজী, মিঃ এম এ আজিজ আন্সারী, মিঃ ওয়াই যাজ্ঞায়া, মিঃ পি সি রায় ও মিঃ ফ্যান্সিস্।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

ক্যালকাটা জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ :—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **গগুলপাড়া মিল**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টস্ কোং লিঃ :**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৬৷৷০ আনা। **গৈরখাতা টী কোং লিঃ :**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **সেনচুরি স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ :**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা। **নিউ চুম্টা টী কোং লিঃ :**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **স্বদেশী কটন মিলস্ কোং লিঃ :**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৯০৲ টাকা হিসাবে।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

বিল্ডিংস্ এণ্ড প্রোপার্টিজ লিঃ :—ডিরেক্টর মিঃ সাধন চন্দ্র রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সর্ব্বপ্রকার বিষয় সম্পত্তি ক্রয়, ইজারা, বিনিময় ইত্যাদি।

ভিলেজ ইমপ্রুভমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ :—ডিরেক্টর মিঃ আর কে গাঙ্গুলী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—গ্রামোন্নয়ন কার্য্য।

রুরাল প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স কোং লিঃ :—ডিরেক্টর মিঃ পরেশচন্দ্র দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—প্রোভিডেণ্ট জীবন বীমা।

এসোসিয়েটেড ইম্পোর্টস্ এণ্ড এক্সপোর্টস্ কোং লিঃ :—ডিরেক্টর মিঃ এম বি পালজি। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি৬, মিশন রো, এক্সটেন্সন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—এজেন্সি।

হুগলী এগ্রিকালচার এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ :—ডিরেক্টর মিঃ বৈদ্যনাথ দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী, জেঃ হুগলী। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা—জেনারেল মার্চ্চেন্টস্।

আর্কানসার লিঃ :—ডিরেক্টর মিঃ মির্জ্জা মহম্মদ হুসেন। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৭, আগা মেহাদী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২৫ হাজার টাকা। ব্যবসা—এজেন্সি।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ

কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। টাকার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে না। অবশ্য গবর্ণমেণ্টকে চুক্তি অনুযায়ী সমর-সামগ্রী সরবরাহের জন্য ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। অল্প মেয়াদী ঋণের বাজারে টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতা ও বোম্বাইএ যথাক্রমে ॥০ আনা ও ।০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, টাকার চাহিদা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু কল টাকার সুদের হারে উহাতে কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে না। অন্যান্য বৎসর এই সময় বাজারে ফসলের জন্য যে পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা যায়, এবার তাহা অনেক কম।

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। কাজকারবার সামান্যই হইয়াছে।

গত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৴৬ পাই দরের সমুদয় আবেদন এবং ৯৯৷৷৴৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৵৯ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ৩১শে মার্চ্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকা ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২রা এপ্রিল তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে।

গত ১৮ই মার্চ্চ হইতে ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ৯৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে। গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে ২৮শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৷৷৴৬ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলিত নোটের মোট পরিমাণ ছিল ৩৭৮ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৫ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৭০ লক্ষ ১ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১৯ কোটি টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১২ কোটি ৫৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ও ৯ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ও ৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫$\frac{২৯}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫$\frac{১৫}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬$\frac{৩}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩০২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজ কারবার হয় নাই। রামনবমী উৎসবের জন্য শেয়ার বাজার গত বৃহস্পতিবার হইতে বন্ধ আছে। কোম্পানীর কাগজের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের দরেও সামান্য কিছু ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। অতি অল্পসংখ্যক শেয়ারক্রেতাগণ টাকা খাটাইবার উদ্দেশ্যে শেয়ার কিনিবার জন্য আগ্রহ দেখাইলেও বাজারের সর্ব্বত্রই একটা নৈরাশ্যের আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে। ব্রহ্ম রণাঙ্গনে কিছুদিন যাবৎ একটা শান্তভাব বজায় থাকার জন্য কোম্পানীর কাগজসমূহের দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু আজ ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের যেরূপ প্রতিকূল খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শেয়ার বাজারের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাইবে বলিয়াই মনে হয়।

কোম্পানীর কাগজ

এই বিভাগে কাজকারবারের পরিমাণ প্রচুর না হইলেও কোম্পানীর কাগজের দরে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ৩॥০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৭॥/০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৭৶০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪৶৴০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোনরূপ বেচাকেনা হয় নাই।

কাপড়ের কল

এই বিভাগে মাত্র নিউ ভিক্টোরিয়ার শেয়ার ৪॥০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

কয়লার খনি

কয়লার খনির শেয়ারের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই।

পাটকল

পাটকলের শেয়ারের মধ্যে কামারহাটি ৪৪৭॥০ আনা এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২০৩৷/ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ২২।০আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪।০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ষ্টীল করপোরেশনের দরও ১৩॥০ আনা হইতে ১৪।০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়াছে।

চিনির কল

এই বিভাগের শেয়ারের দরে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।

চা-বাগান

চা-বাগানের শেয়ারের সামান্য ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ২০শে মার্চ্চ—৮৮॥০ ; ২৫শে—৮৮॥০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২৪শে মাঃ—১০১৶০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২০শে মার্চ্চ—৮৭৲ ৮৭/০ ; ২৩শে—৮৭৲ ৮৭।০ ; ২৪শে—৮৭৵০ ৮৭।৵০ ; ২৫শে—৮৭॥৵০ ৮৮৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২০শে মাঃ—৯৪৲ ; ২৩শে—৯৪৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২০শে মাঃ—৯৫/০ ৯৫।০ ; ২৩শে—৯৫৲ ৯৫।৴০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ২০শে মাঃ—১০৪।০ ১০৪।/০ ; ২৩শে—১০৪।৵০ ১০৪॥৵০ ; ২৪শে—১০৪৵০ ১০৪॥৵০ ; ২৫শে—১০৪৶/০ ১০৪৶৴০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২০শে মাঃ—৯৭।০ ; ২৩শে—৯৭।০ ; ২৪শে—৯৭।০ ৯৭।/০। ২৶০ সুদের ঋণ (১৯৪৮-৫২) ২০শে মাঃ—৯৩৲। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৪শে মাঃ—৭৫৲। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২৪শে মাঃ—৯৭।৵০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ২০শে মার্চ্চ—৩০৫৲ ৩০৭৲ ; (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৩শে মাঃ—১৩৩৭৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২০শে মাঃ—৯২৲ ; ২৩শে—৯৩॥০ ; ২৪শে—৯৫॥০ ৯৬৲ ; ২৬শে—৯৫॥০ ৯৭৲।

রেলপথ

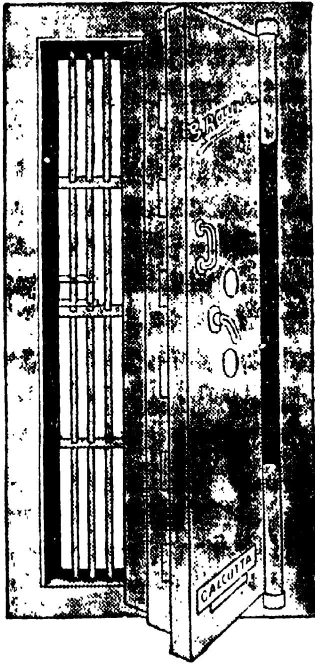
চাপারমুখ শিলঘাট রেলওয়ে ২০শে মার্চ্চ—৮৫৲

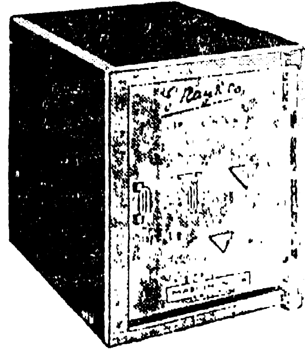
ইলেকট্রীক

লাহোর ইলেকট্রীক ('বি') ২০শে মার্চ্চ—৩৩॥০। বেনারস ইলেকট্রীক ২৩শে মার্চ্চ—১৪॥৵০।

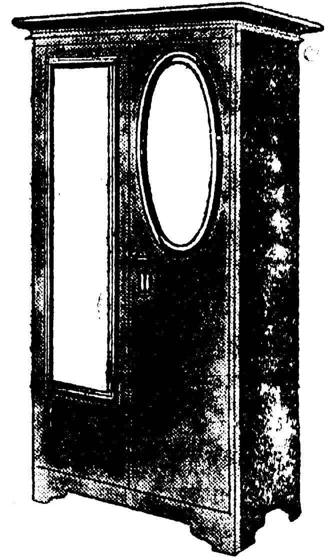
কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১৫শে মার্চ্চ—৪॥০









কয়লার খনি

নিউ বীরভূম (প্রেফ) ২৩শে মাঃ—১৩৲ ১৩৶০। বরাকর (প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১৩০৲ ১৩০৷৷০।

খনি

ইণ্ডিয়ান কপার ২৩শে মাঃ—১৷৷৶০ ১৷৷৵০ ; ২৪শে—১৷৷৵০ ১৸০ ; ২৫শে—১৷৷৵০ ১৸০।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ২৩শে মাঃ—১০২৲ ; ২৪শে—১০০৷৷০ ১০২৲ ; ২৫শে—১০১৷৷০। ফ্রাঙ্করস ২৩শে মাঃ—৫৲ ; ২৪শে—৫৲।

পাটকল

ডালহৌসী (প্রেফ) ২০শে মাঃ—১৩০৲। গৌরীপুর (প্রেফ) ২০শে মাঃ—১২০৲। নিউ সেণ্ট্রাল (প্রেফ) ২০শে মাঃ—১২০৲। কামারহাটী ২৩শে মাঃ—৪৪৭৷৷০ ৪৫০৲। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৩শে মাঃ—২০৩৷৴০। এংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১৩২৲ ; ২৫শে—১৩৪৲। বেঙ্গল জুট (প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১০০৲। কেলিডনিয়ান (প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১৩৪৲। বজবজ (প্রেফ) ২৫শে মাঃ—১৩১৲। ল্যান্সডাউন (প্রেফ) ২৫শে মাঃ—১০৩৲। নৈহাটী (প্রেফ) ২৫শে মাঃ—১৩০৲। নিউ সেণ্ট্রাল (প্রেফ) ২৫শে মাঃ—১৩১৲।

ইঞ্জিনিয়ারিং

বার্ণ এণ্ড কোং (প্রেফ) ২০শে মাঃ—১৩০৲ ; ২৪শে—১৩০৲। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২০শে মাঃ—২২৷০ ২২৷৷৴০ ২২৷৷৶০ ২২৸৶০ ; ২৩শে—২২৷৷০ ২২৸৶০ ২৩৵০ ২৩৷৶০ ২৩৷৵০ ; ২৪শে—২৩৷৶০ ২৩৷৷৶০ ২৩৸০ ২৩৸৴০ ২৩৸৶০ ; ২৫শে—২৩৷৷৵০ ২৩৸০ ২৩৸৶০ ২৪৲ ২৪৴০ ২৪৶০ ২৪৵০ ২৪৷০ ২৪৷৴০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ২০শে মাঃ—১৩৷৷৶০ ১৩৸৴০ ; ২৩শে—১৩৸০ ১৪৲ ১৪৴০ ১৪৷০ ; ২৪শে—১৪৶০ ১৪৵০ ১৪৷০ ১৪৷৴০ ১৪৷৷৶০ ; ২৫শে—১৪৶০ ১৪৷০। (প্রেফ) ২৩শে মাঃ—৯৩৲ ; ২৪শে—৯৩৲ ; ২৫শে—৯৩৲ ৯৩৷৷০

কাগজের কল

শ্রীগোপাল পেপার (প্রেফ) ২০শে মাঃ—১১১৲। টীটাগড় পেপার (সেকেণ্ড প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১০০৲ ; (অর্ডি) ২৫শে মাঃ—১৮৷০।

চিনির কল

চম্পারণ ২০শে মাঃ—১৯৷০। বুলাণ্ড ২৪শে মাঃ—২৩৸৶০। প্রতাবপুর (প্রেফ) ২৪শে মাঃ—১৫৷৷০।

চা-বাগান

বানারহাট (প্রেফ) ২০শে মাঃ—১৫০৲। দেশাই এণ্ড পার্ব্বুতিয়া ২৫শে মাঃ—২৫০৲। বেলগাছি ২০শে মাঃ—২০৷৷০। বেটিলী ২৪শে মাঃ—৭৷০ ; ২৫শে—৭৷০। সোণাই রিভার ২৪শে মাঃ—২৩৶০।

ডিবেঞ্চার

৬৲ সুদের (১৯১৬-৫৬) সালের এসোসিয়েটেড হোটেল ২০শে মার্চ—১০০৸০। ৫৷৷০ সুদের (১৯২৯-৫৯) সালের ক্যালকাটা ইনপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ২৫শে মাঃ—১১৫৲। ৫৷০ সুদের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২০শে মাঃ—১০৩৷৷০ ; ২৩শে—১০৩৲। ৬৲ সুদের (১৯০৮-৪৮) সালের হাওড়া আমতা রেলওয়ে ২৫শে মাঃ—১০৭৲। ৫৷৷০ সুদের (১৯৩৯-৪৯) সালের হুকুমচাঁদ জুট (সেকেণ্ড মর্টগেজ) ২৪শে মাঃ—১০০৷৷০। ৬৲ সুদের (১৯১৫-৪৫) সালের হুমায়ুন প্রপার্টি ২৫শে মাঃ—১০০৷৷০।

বিবিধ

বি, আই করপোরেশন (অর্ডি) ২০শে মাঃ—৪৸০ ; ২৩শে—৪৸০ ; ২৪শে—৪৸০ (প্রেফ) ২০শে মাঃ—১৫৯৲ ; ২৪শে—১৫৯৲। মেদিনীপুর জমিদারী ২০শে মাঃ—৬৫৲। ডানলপ রাবার (ফার্ষ্ট প্রেফ) ২৩শে মাঃ—১২২৲। এলুমিনিয়াম করপোরেশন (অর্ডি) ২৩শে মাঃ—১১৲। বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ২৪শে মাঃ—৪৸০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ।

আলোচ্য সপ্তাহের পাটের বাজারের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় পাট চাষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নূতন সিদ্ধান্তের কথা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছিল তাহা কমাইয়া অর্দ্ধেক করা হইল। পূর্ব্বে ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে ১০ আনা পরিমিত জমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে জাহাজ সংস্থান সমস্যা হেতু ও ব্রহ্ম দেশের সহিত জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিনষ্ট হওয়ার ফলে চাউল সম্পর্কে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী উক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে কাজকারবার যৎসামান্যই হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের কাজকারবার বেশ সন্তোষজনক বলিয়া প্রকাশ। থলে ও চটের বাজারে স্থির ভাব লক্ষিত হয়। গত ২৬শে মার্চ তারিখে ৯ নং পোর্টার মার্চ ১৯৲ টাকা, এপ্রিল ১৮৲ টাকা, মে-জুন ১৭৲ টাকা, ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬৷০ আনা এবং ১১ নং পোর্টার মার্চ ২৪৷০ আনা, এপ্রিল ২৩৷০ আনা, মে-জুন ২১৷৷০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০৸০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়।

গত ২১শে মার্চ তারিখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ-এর ঐ সপ্তাহের পাট সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ জেলা হইতে সন্তোষজনক বারিপাতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং আশা করা যায়, পাট বপন কার্য্য ভালভাবেই চলিতে পারিবে। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি আশানুরূপ হয় নাই। উচ্চ অঞ্চলসমূহে পাট বপনের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। নারায়ণগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, আশুগঞ্জ, আখাউড়া ও এসাশিন অঞ্চলে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। চাঁদপুর, সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ, ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ সকল অঞ্চলে আরও বৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয়। চৌমোহনী, নিখলিদামপাড়া ও ভাঙ্গুরা অঞ্চলে আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক ও উত্তপ্ত এবং বৃষ্টিপাত হয় নাই। পাট বপনের পূর্ব্বে এই সকল অঞ্চলে আশু বৃষ্টিপাতের একান্ত প্রয়োজন।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৭ শে মার্চ্চ।

বোম্বাই তুলার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহেও পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। তুলার দরে ক্রমাবনতি দেখা যায়। গবর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত এজেন্টগণ কর্ত্তৃক তুলা ক্রয় করা হইবে এই মর্ম্মে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব যে বিবৃতি দিয়াছেন সেই সংবাদেও বাজারের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। যুদ্ধের সংবাদ এতই নৈরাশ্য-জনক যে বাজারে আশাভরসার সঞ্চার হইতে পারিতেছে না। নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, তথাকার তুলার বাজারে আরও চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। গত ২৬ শে মার্চ্চ তারিখে বোরোচ এপ্রিল-মে ১৬২৷৷০ আনা, বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৮১৲ টাকা, বেঙ্গল মে ১২৫৲ টাকা; বেঙ্গল জুলাই ১৩০৷৷০ আনা, ওমরা মে ১৩৮৷৷০ আনা ও ওমরা জুলাই ১৪৯৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৭ শে মার্চ্চ।

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোণার দরে আরও নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বোম্বায়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ৫২৲ টাকা হইতে নামিয়া ৫০৸৶০ আনায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রতিটী গিনির দরও ৩৮৷৷৵০ আনায় দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ে এপ্রিল ও মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে যথাক্রমে ৫১৸০ আনা এবং ৫২।৵০ আনা। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৫০৷৷০ আনা, বড়বাজার প্রতি প্রতি ভরি ৫০।৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৯।৶০ আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

রূপা

এসপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে রূপার দরে নিম্নগতি দেখা গিয়াছে। বাজার বন্ধ হওয়ার দিকে অবশ্য কতকটা তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা ৮৪৷৷৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৭৮৷৷৶০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮১৲ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮১।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩¼ পেন্স।

ধান ও চাউলের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় প্রতি মণ ধান ও চাউল নিম্নরূপ দরে বিকিকিনি হইয়াছে :—

ধান—২৩নং পাটনাই—৩৷৷/৬ পাই ৩৷৷৵০; মাঝারি পাটনাই—৩৷৵০; রূপশাল—৩৷৴০; দাদশাল—৩৷৷০; হামাই—৩৷৷৵০; পুবা পাটনাই—৩৶০ ৩৷০।

চাউল (পুরাতন)—২৩নং পাটনাই—৬৲ ৬৴০; ২৩নং পাটনাই (নূতন)—৫৸০; কামিনী আতপ—৬৷৷৵০ ৬৸০; রূপশাল—৬৷৷০; কাটারি ভোগ—৭৷৷০; রূপশাল (ঢেঁকি ছাটা) ৬৷৷০।

সরিষার তেলের দর

বটেল ব্রাণ্ড (প্রতি মণ) ১৪৸০; বিনোদ ব্রাণ্ড (প্রতি মণ)—১৪৷৷০; ঘানি ব্রাণ্ড (প্রতি মণ)—১৪।০; শ্রীহরি ব্রাণ্ড (প্রতি মণ)—১৩৸০; বিবেকানন্দ ব্রাণ্ড (প্রতি মণ)—১৩৸০; জুবিলি (প্রতি মণ)—১৪৷৷০।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ্চ

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেজী ছিল। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ২।৴০ আনা হইতে ২।৴০ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। খৈল ব্যবসায়ীরা প্রতি দুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) ৫৵০ আনা হইতে ৫।৵০ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল, এসপ্তাহে মাত্র স্থানীয় খরিদ্দারেরাই রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছিল।

সরিষার খৈল—এসপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজারে স্থির ভাব দেখা গিয়াছিল। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৸৶০ আনা হইতে ২৲ টাকা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে আড়তদারেরা প্রতি দুইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৪।০ আনা হইতে ৪৷৷০ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সরিষার খৈলের জন্য বিশেষ চাহিদা দেখাইয়াছে এবং এই জন্য সরিষার খৈলের দর তেজী হইয়া উঠিয়াছে।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বানিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ২৩শে মার্চ্চ, সোমবার ১৯৪২ | ৪৪শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

কর ধার্য্যযোগ্য নূতনতম আয়

এদেশে যাহাদের আয় বৎসরে ২ হাজার টাকার কম তাহাদিগকে বর্ত্তমানে কোন আয়কর দিতে হয় না। ভারত সরকারের অর্থসচিব গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করিবার কালে আয়করের একটি নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উহাতে জানানো হয় যে, যাহাদের আয় বৎসরে ১ হাজার টাকা হইতে ২ হাজার টাকার ভিতর তাহাদিগকে মোট আয় হইতে ৭৫০ টাকা বাদ দিয়া বাকী আয়ের উপর আগামী বৎসরে প্রতি টাকায় তুই পয়সা হারে ট্যাক্স দিতে হইবে। ঐ ধরণের আয়কর দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের যথেষ্ট ছুঃখ ছুর্দ্দশার কারণ হইবে বলিয়া আমরা তখন উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। দেশের লোকের ছুঃখছুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া না হউক অন্য একটি ব্যাপারে বাধ্য হইয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব বর্ত্তমানে ঐ প্রস্তাব কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব বিল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এক হইতে ছুই হাজার টাকার মত নিম্ন আয়ের উপর কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, বাঙ্গলা দেশে যে বৃত্তিকর বলবৎ রহিয়াছে তদনুসারে আয়কর প্রদানকারী সকল লোককেই বৎসরে ৩০ টাকা করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে কর ধার্য্যযোগ্য ন্যূনতম আয় এক হাজার টাকা নির্দ্ধারিত করিলে বাঙ্গলায় ঐরূপ আয়বিশিষ্ট লোকদিগকে একদিকে টাকায় ২ পয়সা হারে ভারত সরকারকে কর দিতে হইবে এবং অপর দিকে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টকেও বাৎসরিক ৩০ টাকা করিয়া প্রদান করিতে হইবে। বৎসরে যাহাদের ১ হাজার টাকা হইতে ২ হাজার টাকা মাত্র আয় এই উভয়বিধ ট্যাক্সের চাপ বহন করা তাহাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে। ব্যবস্থা পরিষদের অনেক সদস্যই মিঃ মৈত্রের এই মন্তব্য সমর্থন করেন। এক হাজার টাকার মত নিম্ন আয়বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে এক সঙ্গে ছুই দিক দিয়া কর যোগান বাস্তবিক পক্ষেই কঠিন বলিয়া অর্থসচিবও তাড়াতাড়ি কর ধার্য্যযোগ্য ন্যূনতম আয়ের পরিমাণ দেড় হাজার টাকা নির্দ্ধারিত করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। ছুই হাজার টাকার নিম্ন আয়ের উপর কোন কর আদায়ের প্রস্তাব একেবারে বাতিল হইয়া গেলেই আমরা সুখী হইতাম। তবু এবারের মত কর ধার্য্যযোগ্য আয়ের পরিমাণ যে এক হাজার টাকার স্থলে দেড় হাজার টাকায় উঠিয়াছে, ইহা অনেকটা আনন্দের বিষয়ই বলিতে হইবে। বাঙ্গলা দেশের বৃত্তিকরেব কথা উত্থাপিত হইতেই অর্থসচিব তাড়াতাড়ি করিয়া যেভাবে তাঁহার পূর্ব্বেকার প্রস্তাব পরিবর্ত্তনে সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে এই বিশেষ ধরণের করটি সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জনসাধারণের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার মত জরুরী ব্যাপারেও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে কিরূপ খামখেয়ালীভাব ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন উহা তাহারই নূতনতম দৃষ্টান্ত।

ভারতে বিদেশী মূলধন

গত সপ্তাহে 'ভারতে বিদেশী মূলধন' শীর্ষক একটি নিবন্ধে আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া ভারত সরকারকে এদেশীয় কলকারখানার বিদেশী কবলিত শেয়ার-সমূহ কিনিয়া লওয়ার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বর্ত্তমানে ঐরূপ সম্পত্তির পরিমাণ কি দাঁড়াইয়াছে এবং তাহা দ্বারা বিদেশী মূলধন কতদূর পরিমাণে মিটাইয়া দেওয়ার সুবিধা হইতে পারে সে সমস্ত বিষয় উপরোক্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধে আলোচনা করার সুবিধা

হয় নাই। এসপ্তাহে আমরা সে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করার প্রয়াস পাইব।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে ষ্টার্লিং বিল খরিদ করিয়া ও দ্বিতীয়তঃ এদেশ হইতে প্রেরিত জিনিষের মূল্যস্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ষ্টার্লিং গ্রহণ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে এই শ্রেণীর সিকিউরিটি সঞ্চিত হইয়া থাকে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এই দুই ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে খুব বেশী ষ্টার্লিং সিকিউরিটি আসিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মাত্র ৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার ষ্টার্লিং মজুত ছিল। সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৬ই মার্চ্চ তারিখের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, এক্ষণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৮ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে বিদেশী ঋণ শোধ বাবদ এপর্য্যন্ত মোট ২১৩ কোটি টাকা মূল্যের ষ্টার্লিং নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহা ঐ সঙ্গে ধরিলে যুদ্ধের সুরু হইতে এপর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট ষ্টার্লিং সম্পত্তির পরিমাণ ৪৬১ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলা চলে। গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ২৪৮ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ছিল। মার্চ্চ মাসের বাকী সময়ে আরও ২৫ কোটি টাকার ষ্টার্লিং এই ব্যাঙ্কে আসিবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই চলতি ১৯৪১-৪২ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে টাকার হিসাবে মোট ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ ২৭৩ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া ভারতীয় রেল কোম্পানীসমূহের বিদেশী কবলিত শেয়ার ও বিদেশীয়দের নিকট বিক্রিত এদেশীয় পোর্ট ট্রাষ্টসমূহের ঋণপত্র অনেক পরিমাণে খরিদ করিয়া লইতে পারেন। গত সপ্তাহে আমরা এসম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমানে পুনরায় আমরা তাঁহাদিগকে ঐবিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

জানুয়ারী মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের একটা অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল। সম্প্রতি জানুয়ারী মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে সে তুলনায় ঐ মাসে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য সামান্য কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। অপর দিকে বিদেশ হইতে ভারতে ১০ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। ফলে ঐ মাসে পণ্যবাণিজ্য খাতে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর মোট ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা আধিক্য দাঁড়াইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে এবং এদেশে বিদেশ হইতে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছে। তাহাতে ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ভারতের অনুকূল উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৩১ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকার দরুণ জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য গত ডিসেম্বর মাস হইতে একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশ, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য আলোচ্য মাসে উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। অপর দিকে এদেশ হইতে যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল। সেই স্থলে জানুয়ারী মাসে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ২ কোটি ২ লক্ষ টাকা ও ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য এইভাবে বৃদ্ধি না পাইলে জানুয়ারী মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য যে বিশেষভাবে খর্ব্ব হইয়া পড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য মাসে ভারতে বিদেশ হইতে চিনি, তূলা ও যন্ত্রপাতির আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। অপর দিকে চাউল, বস্ত্র, তেল ও কাগজ প্রভৃতির আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষের কলসমূহে বর্ত্তমানে বেশী পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইতেছে। সে হিসাবে এদেশে অধিক চিনি আমদানী হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। তবে এদেশে শিল্প প্রসারের জন্য তূলা ও যন্ত্রপাতির আমদানী বৃদ্ধি পাওয়া আমরা অভিপ্রেত বলিয়াই মনে করি। চাহিদার তুলনায় চাউল, বস্ত্র ও তেল প্রভৃতি জিনিষের যোগান কম হওয়ায় এদেশে লোকের বেশী রকম দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা গিয়াছে। এই সময়ে বিদেশ হইতে এই সমস্ত জিনিষ কিছু বেশী পরিমাণে আমদানী হইলে তাহাতে জনসাধারণের উপকার হইত। কিন্তু অন্যান্য জিনিষের আমদানী বাড়িলেও এবার ঐ সমস্তের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে, ইহা দুঃখের বিষয়। রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায়, ডিসেম্বর মাসের তুলনায় জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে বিদেশে চাউল, চিনি, বস্ত্র এবং পাট ও চটের রপ্তানী বাড়িয়াছে। অপর দিকে চা ও তূলা প্রভৃতির রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। এদেশে বিদেশ হইতে চাউলের আমদানী কমিয়া গিয়াছে। অথচ ভারত হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী বাড়িতেছে না। ইহাতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যনীতির অভাবই সূচিত হইতেছে।

বাঙ্গলায় নূতন গবর্ণমেণ্ট ?

সম্প্রতি বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্ট আইন সভার বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিকট তিনটি প্রশ্নের জবাব চাহিয়াছেন। প্রতিনিধিগণ এখনও কোন উত্তর প্রেরণ করেন নাই, বা করিয়া থাকিলেও আমাদের তাহা জানা নাই। বাঙ্গলার লাটের প্রশ্ন তিনটি এই: (ক) বাঙ্গলাদেশ কি এরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে যাহাতে "ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট" বা সকল দলের ঐক্যবদ্ধ সমর-প্রচেষ্টা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে? (খ) বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বে গঠিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মিলিত সমর্থন ছাড়া উক্ত "ন্যাশনাল ফ্রণ্ট" কি কৃতকার্য্য হইতে পারে? (গ) উক্তরূপ এক গবর্ণমেণ্ট গঠনে আপনারা সহযোগিতা করিতে সম্মত আছেন কি?

এই তিনটি প্রশ্ন কাহারও কাহারও মনে শঙ্কা ও সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ কেহ উহাকে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তনের সূচনা বলিয়া অনুমান করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা সর্ব্ব দিক দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিমণ্ডলীর অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও ততোধিক আস্থাভাজন। এই নূতন মন্ত্রিসভা বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত দল ও সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্ব্বে মৌলবী ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে নূতন প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হইয়াছে তাহাতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কৃষক প্রজা দল, ফরওয়ার্ড ব্লক, স্বতন্ত্র জাতীয় দল, হিন্দুসভা, তপশিলী দল এবং ভূতপূর্ব্ব কোয়ালিশন দলের হক্ অনুরাগী সভ্যগণ যোগদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে কেহ মন্ত্রিসভায় যোগদান না করিলেও, তাঁহারা মন্ত্রিসভার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। মুসলিম লীগের প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিসভায় কেহ নাই বটে, কিন্তু ঢাকার নবাবের ন্যায়

প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়া উহার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। এরূপ একটি মন্ত্রিসভা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ মুসলমান সদস্য এবং পরিষদের বাহিরে মুসলমান জনসাধারণের আস্থাভাজন হইতে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছেন। এই গবর্ণমেন্টকে বহুলাংশে একটি জাতীয় গবর্ণমেন্ট বলিলেও অন্যায় হয় না। এরূপ অবস্থায় জাতীয় গবর্ণমেন্টের নামে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবার কোন উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কার্য্যনীতি সম্পর্কে কোন গুরুতর অভিযোগ শুনা যায় নাই। তাঁহাদের কর্ম্মদক্ষতার অভাব সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অপিচ, সেরূপ অভিযোগ করিবার সময় এখনও আসে নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন কিঞ্চিদধিক তিন মাসকাল মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক পাকচক্র হইতে বিমুক্ত এই মন্ত্রিসভাই দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

অবশ্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইলে কেন্দ্রে ও প্রদেশে জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠনের প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে নূতন গবর্ণমেন্ট গঠনের প্রস্তাব শুনিলেই হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে দেশহিতকামী লোকের মনে এই সন্দেহই দেখা দিতে পারে যে, ইহার পিছনে পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার বঞ্চিত ও অসন্তুষ্ট জন কয়েক ব্যক্তি ও তাঁহাদের সহিত স্বার্থসূত্রে আবদ্ধ কোন দল বা সম্প্রদায় বিশেষের অপচেষ্টা রহিয়াছে। যাহা হউক, বাঙ্গলার লাটের প্রশ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ কি উত্তর প্রদান করেন এবং তাঁহাদের উত্তরের উপর ভিত্তি করিয়া কোন পন্থা অবলম্বিত হয় তাহার জন্য দেশবাসী অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। ইতিমধ্যে আমরা এই দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারি যে, বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ইহার অপেক্ষা প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা গঠন করা যদি সম্ভবপর হয় তো তাহা আলাদা কথা, কিন্তু কোন স্বার্থান্বেষী দল বা সম্প্রদায় বিশেষের সন্তোষ বিধানের জন্য মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন বর্ত্তমান অবস্থায় সুবিবেচনার কার্য্য হইবে না।

শিল্প-সংক্রান্ত তথ্যবিবরণ

এদেশে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংখ্যা বিবরণের খুবই অভাব রহিয়াছে। দেশের গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন সরকারী বিভাগের মারফতে নানা বিষয়ে কিছু কিছু তথ্যতালিকা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা প্রকাশিত সেই তথ্যতালিকাই ভারতে অর্থনীতি বিষয়ক চর্চ্চার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এই শ্রেণীর সংখ্যা বিবরণ যেরূপ অনুপযুক্ত তেমনই উহাদের উপর নির্ভর করিয়া দেশের সঠিক অবস্থা আলোচনা করিতে যাওয়াও অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর। এদেশের কল কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করিতে কিছুমাত্র বাধ্য নহেন। তাহাদিগের নিকট হইতে নির্ভরযোগ্য বিবরণ সংগ্রহ করা সম্পর্কে কোন সুব্যবস্থাও গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত করেন নাই। অন্যান্য কাজের ফাঁকে সরকারী কর্ম্মচারীরা সহজলভ্য কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য যাহা প্রকাশ করেন তাহাতে কল্পনা ও গোজামিলের কারসাজিই বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কার্য্যকরী আলোচনা চালাইতে হইলে এই মারাত্মক গলদ দূর করা সম্বন্ধে দেশের লোক ও দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে অচিরে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ভারত গবর্ণমেন্ট এই একটা বিষয়ে এতদিন একেবারেই উদাসীন ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা সংখ্যাতথ্য বিষয়ক অভাব ও অসুবিধার প্রতিকার সম্পর্কে কতকটা সচেতন হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ষ্ট্যাটিসটিকস্ বিল নামক একটি আইনের খসরা উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিলটিতে শিল্প কারখানা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। এই আইন পাশ হইলে গবর্ণমেন্ট যে কোন এলাকায় তাহা বলবৎ করিয়া কলকারখানার মালিকদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যতালিকা সরবরাহ করা সম্পর্কে বাধ্য করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই আইন বলবৎ হইলে কারখানার মালিকগণ কারখানার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন মাল, সাধারণ লাভালাভ কারখানার শ্রমিক সংখ্যা, উহাদের মজুরীর হার, উহাদের ছুটি, বাসস্থান এবং রোগশোকজনিত পেন্সন সম্পর্কিত বিবরণ রীতিমতভাবে গবর্ণমেন্টকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় দেশে শিল্প সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়ার ও সাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিবার যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই আমরা প্রস্তাবিত বিলটি সমর্থন করিতেছি এবং দীর্ঘকাল আলাপ ও আলোচনার ভিতর উহা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা কার্য্যকরী করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছি।

শুল্ক বিভাগের আয়

বিভিন্ন দফায় ভারত সরকারের যে আয় হইয়া থাকে তাহার মধ্যে শুল্ক বিভাগের আয়ই সর্ব্বপ্রধান। ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রথমদিকে এদেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শুল্ক বাবদ সরকারী আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া আবার তাহা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের গত ১৯৪০-৪১ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে সেই অবনতিই প্রত্যক্ষ করা যায়। গত ১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের মোট আয় হইয়াছিল ৫০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। আলোচ্য ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ৯ কোটি টাকা কমিয়া মোট ৪১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার শুল্কের মধ্যে আমদানী শুল্কের দফায়ই এবার ভারত সরকারের আয় বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে আমদানী শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের ৪৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা কমিয়া ৩৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতে আমদানীকৃত চিনি হইতে পূর্ব্বে বিপুল পরিমাণ শুল্ক আদায় হইত। ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ঐ দফায় আয় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া ধাতুদ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র, তৈল ও মোটরযান প্রভৃতি বাবদও এবৎসরে যথেষ্ট কম আয় হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে রেশম ও রাসায়নিক দ্রব্য বাবদই শুধু আয় কিছু বাড়িয়াছে। রপ্তানী শুল্কের দফায় পূর্ব্বে ভারত সরকারের চারি কোটি টাকা হইতে সাড়ে চারি কোটি টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক আয় হইত। আলোচ্য বৎসরে সেদিক দিয়াও আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে রপ্তানী শুল্ক বাবদ ভারত সরকারের ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে সেস্থলে আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

১৯৪১-৪২ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে একটা উন্নতি প্রত্যক্ষ করা যাইতেছিল। তাহাতে চলতি বৎসরে ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগের আয় কতকটা বাড়িবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা যাওয়ায় সে আশা ফলবতী হয় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর হইতে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। উহার ফলে শুল্ক বিভাগের আয়ও বিশেষভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। শুল্ক বাবদ আয় হ্রাস পাওয়ার এই গতি সকল দিক দিয়াই আমরা খুব শোচনীয় বলিয়া মনে করি। যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য বর্ত্তমানে ভারত সরকারের ব্যয়ের হার খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। এই সময়ে শুল্কের দফায় আয় হ্রাস পাইতে থাকিলে সামরিক ব্যয় মিটাইবার জন্য দেশবাসীর উপর অধিক ট্যাক্সভার নিপতিত হওয়ারই আশঙ্কা দেখা যাইতেছে।

বীমাকারীদের অহেতুক আতঙ্ক

যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় দেশের লোকের মনে নানারূপ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। এই আতঙ্কের ভিতর দেশের বীমাকারীরাও স্বভাবতঃই আজ বীমা কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ও তাঁহাদের পলিসির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের নানারূপ জল্পনা কল্পনায় তাঁহাদের উদ্বেগ ও সংশয় বাড়িয়া যাইতেছে। এইরূপ সংশয় ও অনিশ্চিয়তা দেশের বীমা কোম্পানী ও বীমাকারী কাহারও স্বার্থের পরিপোষক নহে। কাজেই সে সমস্ত অচিরেই যথাসম্ভব বিদূরিত হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই দিক দিয়া সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

যুদ্ধের সময়ে বীমা পলিসি সম্পর্কে প্রথম বিবেচনার বিষয় হইতেছে এই যে, শত্রু আক্রমণের ফলে কোন দেশের রাষ্ট্রগত পরিবর্ত্তন ঘটিলে বীমা পলিসির চুক্তি ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকিবে কিনা। গত মহাসমরের অভিজ্ঞতা হইতে এবিষয়ে আমরা যথেষ্ট আশ্বাস ও ভরসা পাইতে পারি। গত মহাযুদ্ধের সময়ে বহু দেশ শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু উহার ফলে কোথায়ও পূর্ব্ব প্রদত্ত বীমার পলিসি বাতিল হয় নাই। ভার্সেলিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির ভিতর যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে সমস্ত দেশেই বীমা পলিসির সর্ত্ত যথাযথ পরিপালনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়েও সেই ধরণের রীতি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার দৃষ্টান্তই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। যেসমস্ত দেশ এপর্য্যন্ত শত্রু কবলিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই বীমা পলিসির দায়িত্ব যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নূতন গবর্ণমেণ্ট তাহার পরিচালনা ভার গ্রহণ করিতেছেন। সেদিক দিয়া উহার কর্ত্তৃত্ব সম্পর্কে হয়ত সাময়িক অদল বদল কিছু ঘটিতেছে। কিন্তু বীমার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে কোন দিক দিয়া বিশেষ কোন ত্রুটি হইতেছে না। এই সমস্ত বিষয় যথাযথ বিবেচনা করিলে যুদ্ধের জটিল অবস্থা দেখিয়া বীমা পলিসির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। যুদ্ধের ফলে এদেশের কোন অংশ শত্রু কবলিত হওয়ার আশঙ্কা এখনও দেখা যাইতেছে না। যদি নিতান্তই তাহা সংঘটিত হয় তবু বীমা পলিসির চুক্তি শত্রু গবর্ণমেণ্টের আমলেও বাতিল হইবে না বলা যাইতে পারে। কাজেই সে দিক দিয়া ভারতের বীমাকারীরা যথেষ্ট আশ্বস্ত ও আশান্বিত থাকিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ কথা দাঁড়াইয়াছে শত্রু আক্রমণে দেশের যেসব বীমাকারী নিহত হইবেন তাঁহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী দাওয়া বীমা কোম্পানীসমূহ যথাযথ পরিপূরণ করিবে কিনা। চলতি পলিসির সর্ত্ত অনুযায়ী বীমা কোম্পানীসমূহ পলিসি গ্রাহকদের সাধারণ মৃত্যুজনিত দাবী পূরণ করিতে বাধ্য। কিন্তু বিমান আক্রমণের ফলে আজ যদি দেশে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে তবে বীমা কোম্পানীসমূহ সেই অবস্থায় নিহত বীমাকারীদের দাবী মিটাইতে রাজী হইবেন কিনা, তাহা অনেকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ সংশয় এদেশের বীমাকারীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সুখের বিষয় ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবিষয়ে খোলাখুলীভাবে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বীমাকারীদের সংশয় দূর করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ বাইরামজী হরমুসজী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারতে শত্রু আক্রমণের ফলে যেসব বীমাকারীর মৃত্যু হইবে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ তাহা পূরণ করিতে কোনরূপ ত্রুটি করিবে না। ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস সি রায়ও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রদত্ত পলিসিতে যেসব সর্ত্ত করিয়াছিলেন তাহাতে যুদ্ধের সময়ে বেসামরিক বীমাকারীদের মৃত্যুদাবী পূরণ না করার কোন কথা ছিল না। নির্দ্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দেওয়া হইলে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের পলিসি সম্পর্কিত দাবী দাওয়া পূরণে বর্ত্তমানে বাধ্য আছেন। ভবিষ্যতে শত্রু আক্রমণে নিহত বীমাকারীদের দাবী পরিশোধ করিতেও তাঁহারা তেমনই বাধ্য থাকিবেন।' এইরূপ মন্তব্যের পর বীমাকারীদের ভবিষ্যৎ দাবী পূরণ বিষয়ে বীমা কোম্পানীসমূহের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে দেশে কোনরূপ অনিশ্চিয়তা সৃষ্ট হওয়ার কারণ নাই।

যুদ্ধজনিত অবস্থায় বীমা পলিসি সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা হইতে পারে বলিয়া দেশের বীমাকারীদের মধ্যে একটা আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু এই আশঙ্কার তেমন কোন সঙ্গত কারণ আমরা দেখিতেছি না। দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ এতদিন যেসব পলিসি প্রদান করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে প্রিমিয়াম বৃদ্ধির কোন দাবী দাওয়া বর্ত্তমানে করা চলে না। মিঃ এস্ সি রায় তাঁহার বিবৃতিতে উহা স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের কোন বীমা কোম্পানী প্রদত্ত পলিসি সম্পর্কে কার্য্যতঃ এপর্য্যন্ত প্রিমিয়াম বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় উহার সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে কোন লোক সামরিক কার্য্যে যোগদান করিলে এবং ইচ্ছা করিয়া কোন নিরাপদ স্থান হইতে বিপজ্জনক এলাকায় গমন করিলে সে জন্য বীমা কোম্পানীসমূহ পুরাতন পলিসির উপর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করিতে পারেন। কিন্তু শত্রু আক্রমণের আশঙ্কায় পূর্ব্বেকার কোন নিরাপদ স্থান যদি এখন বিপজ্জনক এলাকায় পরিণত হইয়া থাকে, তবে সে জন্য তথাকার বীমাকারীদের উপর অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দাবী করা চলে না। তবে যুদ্ধজনিত অবস্থায় কোন নূতন বীমাপত্র প্রদান করিবার সময়ে বীমা কোম্পানীসমূহ ইচ্ছা করিলে পলিসি গ্রাহকদের নিকট পূর্ব্বের তুলনায় বেশী প্রিমিয়াম দাবী করিতে পারেন। আর বীমা কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যৎ ক্ষতির কথা ভাবিলে তাহা অনুচিত বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু এ-দেশের বীমা কোম্পানীসমূহ সেরূপ কোন কার্য্যনীতি এখনও অবলম্বন করে নাই। ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহ এদেশের বীমাকারীদের কথা সব সময়েই সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছে। এই যুদ্ধের সময়ে দেশের লোককে সাধারণ প্রিমিয়ামে নূতন বীমা করিবার যথাসম্ভব সুযোগ দিতে তাহারা কোন ত্রুটি করিবে না।

(১২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে মার্কিন মিশন

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতে শিল্পোন্নতির সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনার জন্য আমেরিকা হইতে শীঘ্রই কতিপয় শিল্প বিশেষজ্ঞ ভারতে আগমন করিবেন বলিয়া প্রকাশ। মার্কিন সরকারের পক্ষ হইতে এই খবরটি বেশ জাঁকালো ভাবে প্রচার করা হইয়াছে। মার্কিন প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভারত সরকারের দিক হইতে ইতিমধ্যে তোড়জোড়ও সুরু হইয়াছে। কিন্তু উক্ত মার্কিন মিশনের আসল উদ্দেশ্যটা যে কি তাহা কোন পক্ষই তেমন খোলাসা-ভাবে ব্যক্ত করিতেছেন না। ফলে ভারতের সর্ব্বত্র পূর্ব্ব হইতেই ইহার বিরুদ্ধে একটা সংশয়ের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর বার্ষিক সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ জি ডি বিড়লা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, 'যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ড হইতে যে রোজার মিশন এদেশে আসিয়াছিল তাহার কার্য্যধারা ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে মোটেই পরিপোষক হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিলে বর্ত্তমান মার্কিন মিশন দ্বারাও এদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে কোন সহায়তা হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। বরং পূর্ব্ব হইতে উহাকে একটা সন্দেহের চোখেই দেখিতে হয়।' মিঃ বিড়লার এই উক্তিতে মার্কিন প্রতিনিধি দল সম্পর্কে এদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরূপ মনোভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া পূর্ব্বে মোটেই কিছু অগ্রগতি দেখাইতে পারে নাই। সুপরিকল্পিত চেষ্টা ও সরকারী সাহায্যের অভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগেও এদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছে। শিল্পের দিক দিয়া ভারতের এই পশ্চাৎপদ অবস্থা যে কেবল এদেশের লোকের দারিদ্র্য ও দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে তাহা নহে, যুদ্ধের ঘনায়মান জটিলতার ভিতর এদেশের আত্মরক্ষার পথে আজ উহা একটা বড় রকম বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রকৃত সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আমেরিকার শিল্প বিশেষজ্ঞগণ যদি ভারতের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিতে আসিতেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা যদি এদেশের শিল্পোন্নতি সাধনে যত্নপর হইতেন তবে তাহাতে যেমন ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপায় হইত তেমনই বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায়ও সহায়তা হইত। কিন্তু পূর্ব্বেকার বহু মিশন এবং কমিটি ও কমিশনের পরিণতি স্মরণ করিয়া আমরা সে সম্বন্ধে আজ মোটেই আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। বরং মার্কিন প্রতিনিধিদল প্রেরণের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেসব গুজব আমাদের কানে আসিতেছে তাহাতে এদেশের উপর উহার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট আশঙ্কিত হইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে নানা মালপত্র সরবরাহ করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে উঁহারা সেজন্য নগদ মূল্য দাবী করিতেছে না বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানী বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিয়া তাহা পোষাইয়া লওয়া সম্পর্কে তাঁহারা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিতে-ছেন। প্রকাশ, সেই ধরণের পরিকল্পনা হইতেই ভারতে একটি মার্কিন মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই মিশন ভারতে শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া মার্কিন শিল্প ব্যবসায়ীদের কর্ত্তৃত্বে এদেশে এমন কতকগুলি শিল্পকারখানা গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিবেন যাহার জন্য প্রতিবৎসর আমেরিকা হইতে প্রভূত পরিমাণ কাঁচামাল এদেশে আমদানী করিতে হইবে। কোন একটি মার্কিন শিল্প কোম্পানীর উদ্যোগে সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে যে মোটর কারখানা গড়িয়া তোলার আয়োজন চলিয়াছে, উহা তাহারই প্রথম সূচনা বলা চলে।

যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে মোটর নির্ম্মাণের একটি কার-খানা স্থাপন সম্পর্কে এদেশের কয়েকজন ব্যবসায়ী বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া যথাযথ সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য তাহা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিতও হইয়াছিল। সেই পরিকল্পনায় দেশীয় মূলধনে এদেশে একটি মোটর কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এদেশের মাল মসল্লা হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া যথা-সম্ভব তাহা হইতেই মোটর নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা উহাতে পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। এমন কি কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে তাঁহারা তাহাতেও নানাভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের কোন শিল্প কোম্পানী এদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করা মাত্রই ভারত গবর্ণমেণ্ট যেভাবে তাহা সানন্দে অনুমোদন করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই প্রস্তাবটির বিশেষত্ব এই যে, উহাতে যে কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে তাহার মূলধন আসিবে আমেরিকা হইতে। এদেশের মাল মসল্লা হইতে মোটরের উপকরণ প্রস্তুত না করিয়া আমেরিকা হইতে সাজ-সরঞ্জাম আমদানী করিয়া মুখ্যতঃ তাহারই সম্মিলনে উহাতে মোটর প্রস্তুত করা হইবে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া মার্কিন শিল্পপতিদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করার অর্থ মোটর শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষকে চিরদিনের জন্য পরনির্ভরশীল করিয়া রাখা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্থায়ীভাবে এদেশে মোটরের উপকরণ রপ্তানীর সুবিধা দেওয়া। বর্ত্তমানে আমেরিকা হইতে যে শিল্প প্রতিনিধিদল ভারতে আগমন করিতেছেন, সিন্ধুদেশে মোটর কারখানা স্থাপনের মত বিভিন্ন শিল্পের অনুরূপ কতিপয় কারখানা গড়িয়া তোলাই হয়ত তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এদেশের শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিদেশী মূলধনের বেশী রকম প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। এই অবস্থায় নূতন করিয়া এদেশে বিদেশী শিল্পপতিদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া উঠিতে দেওয়া খুবই অনুচিত। বিশেষতঃ সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইলে ভারতীয় শিল্পোদ্যোগীরা যেস্থলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন সেস্থলে বর্ত্তমানে উহার কোনরূপ যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না। ভারতের লোক বর্ত্তমানে শিল্পের দিক দিয়া এদেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞগণ এদেশে আসিয়া তাঁহাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা দ্বারা যদি আজ ভারতবাসীকে সেবিষয়ে সাহায্য করিতে যত্নপর হইতেন তবে তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগিতার দান আমরা মাথা

(১১৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যুদ্ধ ও শেয়ার বাজার

(শ্রীঅমলচন্দ্র ঘটক, এম, এ)

শেয়ার বাজারে স্থিরভাব অত্যন্ত বিরল। বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ ঘটনাবলীর সমাবেশহেতু শেয়ার বাজারে তেজী বা মন্দার ভাব দেখা গিয়া থাকে। বাজারে শেয়ারসমূহের দরের প্রত্যহ, এমন কি প্রতি ঘণ্টায় উঠানামা হয়। এইসব উঠানামার কারণস্বরূপ অনেকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বড় বড় দালালদের কারসাজি, চাহিদা ও সরবরাহ, বাজারের আভ্যন্তরিক অবস্থা, জনসাধারণের মনোভাব, শিল্প ও বাণিজ্যের গতি, কোন শিল্পের বা কোম্পানীর ভবিষ্যৎ লাভালাভের সম্ভাবনা, সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা, টাকার বাজারের অবস্থা এবং রাজনৈতিক ঘটনা—এই কয়েকটী কারণই মুখ্য। এই কারণগুলি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে শেয়ারের দর স্থির করার উপর প্রভাব বিস্তার করে মনে করিলে ভুল করা হইবে। একই সময়ে সমবেতভাবে এইসব কারণ শেয়ারের দর প্রভাবিত করে। অতএব, শেয়ারের দরের ঘন ঘন উঠানামা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন না করিলে শেয়ারের দরের ভবিষ্যৎ গতি সঠিক নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তবে, আজকাল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব শেয়ার বাজারে সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য কারণের প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও তাহা মৃদু। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপে যে যুদ্ধ সুরু হইয়াছে তাহা শেয়ার বাজারে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, অদ্যাবধি যুদ্ধসংক্রান্ত প্রত্যেকটী ঘটনার সঙ্গে তাল রাখিয়া শেয়ারের দরের উঠানামা হইয়াছে ও হইতেছে। জনসাধারণের মনোভাব যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে কখনও আশা এবং কখনও নিরাশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। ফলে শেয়ারের দরও অনুরূপভাবে উঠানামা করিতেছে। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত শেয়ারের দরের উঠানামার খতিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধসংক্রান্ত ঘটনাবলীর সম্বন্ধ বিচার করিলেই ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার সংবাদ বাজারে পৌঁছিবামাত্রই সকল শেয়ারের দর বাড়িতে আরম্ভ করে। তখন বাজারে সে কী চাঞ্চল্য! সকলের মনোভাবই এক—ইংরেজ ও ফরাসী মিলিতভাবে জার্ম্মানীকে সমুচিত শিক্ষা দিবে, এবং একদিকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধের উপকরণসমূহ ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করায় ও অপরদিকে ভারতে বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ হওয়ার ফলে ভারতীয় শিল্প উন্নতির চরম শিখরে উঠিবে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত জনসাধারণের মনোভাব এইভাবে আশাপূর্ণ থাকার ফলে শেয়ারের দর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু পরে জলে, স্থলে ও আকাশে প্রতিপক্ষের সাফল্য দেখা যাওয়ার ফলে জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে শেয়ার বাজারে মন্দারভাব দেখা দেয়। মে মাসে ফ্রান্সের পতনের সময় এই মন্দারভাব চরমে পৌঁছে এবং শেয়ার বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। জুলাই মাস হইতে শেয়ারের কাজ পুনরায় কিছু কিছু চলিতে থাকে। অতঃপর যুদ্ধসংক্রান্ত কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা না ঘটার ফলে ১৯৪১ সালের মে মাস পর্য্যন্ত শেয়ার বাজারে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে সময় সময় বৃটেনের জয় ঘোষিত হওয়ার দরুণ জনসাধারণের মনে সাময়িক আশার সঞ্চার হইতেছিল মাত্র। গত ২২শে জুলাই তারিখে জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় মিত্রপক্ষের যুদ্ধ জয়ের পথ সুগম হইল অনেকেই ধারণা করিতে আরম্ভ করেন, ফলে শেয়ারের দর বাড়িতে থাকে। ডিসেম্বর মাসে জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে জনসাধারণের মনে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয়। জাপানের অগ্রগতিতে সেই ত্রাস ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং বাজারে শেয়ারের দরও কমিয়া যাইতেছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের দরকে ১০০৲ টাকা মান ধরিয়া সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত শেয়ারের দরের সূচকসংখ্যা (Index Number) নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৯৩৯ আগষ্ট—১০০, সেপ্টেম্বর—১২২·৪, অক্টোবর—১২৫·৬, নবেম্বর—১৪৪·১, ডিসেম্বর—১৪৯·৫ , ১৯৪০ জানুয়ারী—১৩৫, ফেব্রুয়ারী—১৩২·২, মার্চ্চ—১৩১·৯, এপ্রিল—১৩২·৮, মে—১২৫·৯, জুন—বাজার বন্ধ, জুলাই—১২১·৩, আগষ্ট—১১৮·৭, সেপ্টেম্বর—১১৮·৮, অক্টোবর—১২২·২, নবেম্বর—১২৬·২. ডিসেম্বর—১২৮·৮ ; ১৯৪১ জানুয়ারী—১২৮·৭, ফেব্রুয়ারী—১৩০·৬, মার্চ্চ—১৩১·৫, এপ্রিল—১২২·৪, মে—১২৫·৬, জুন—১৩২·৮, জুলাই—১৩৯·৭, আগষ্ট—১৪২·৮, সেপ্টেম্বর—১৫৬·১, অক্টোবর—১৫৮·৪, নবেম্বর—১৭৮·৬, ডিসেম্বর—১৪৯·৮ ; ১৯৪২ জানুয়ারী—১৪৬·৫।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে শেয়ারের দর যে স্তরে ছিল পরবর্ত্তীকালে (সময়ে সময়ে মন্দার ভাব দেখা দিলেও) শেয়ারের দর বরাবরই তদপেক্ষা উচ্চস্তরে রহিয়াছে। অতএব লোকমুখে শেয়ার বাজার যুদ্ধের জন্য একেবারে জাহান্নামে গিয়াছে, এবং শেয়ারের কোনই দাম নাই বলিয়া যে উক্তি শুনা যায়, তাহা সত্য নয়। অবশ্য শেয়ার বাজারে কারবারের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের জন্য জনসাধারণের মনে যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাই প্রধানতঃ এই অবস্থার জন্য দায়ী। মিত্রশক্তির ক্রমাগত ভাগ্যবিপর্য্যয়, জাপানের ভারতের নিকটে যুদ্ধের ঘনায়মান অবস্থা এবং বিমান আক্রমণ, 'পোড়ামাটির নীতি, (Scorched Earth Policy) অনুসৃত হওয়ার আশঙ্কা প্রভৃতি জনসাধারণের মনে এমন ত্রাস সঞ্চার করিয়াছে যে, শেয়ার সম্বন্ধীয় কাজকারবারে তাহাদের কোন উৎসাহ নাই। ইহা সত্ত্বেও শেয়ারসমূহের দর যে এত উচ্চস্তরে রহিয়াছে তাহার কারণ খুঁজিয়া দেখা প্রয়োজন এবং এই ত্রাস না থাকিলে শেয়ারের মূল্য কোন্ স্তরে থাকিত তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

ভারতীয় শিল্পসমূহ নানাপ্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের কার্য্যে যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই ব্যাপৃত হইয়াছে। এই সকল কার্য্য সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বৃটিশ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যতটা সম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে নানাপ্রকার কমিটি ও কনফারেন্সও বসান হইয়াছে। এসমস্তের ফলে ভারতের শিল্পের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক দাঁড়াইয়াছে। বস্ত্রশিল্প বর্ত্তমানে যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা আশাতিরিক্ত! যুদ্ধ পাটশিল্পকে সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে উন্নীত করিয়া সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। শর্করা শিল্পের সুদিন আগতপ্রায়। ওয়াগন বা রেল-গাড়ীর অভাব না হইলে কয়লার খনিসমূহের লাভ চমকপ্রদ হইতে পারিত। কাগজ শিল্পের বর্ত্তমান সমৃদ্ধি সর্ব্বজনবিদিত। চা শিল্পের

লাভের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পসমূহের এইরূপ অবস্থায় শেয়ার বাজারে শিল্প কোম্পানীর শেয়ারের দর পূর্ব্বাপেক্ষা চড়া থাকিবারই কথা।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, দেশরক্ষার ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে করভার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া অতিরিক্ত মুনাফাকর ও আয়কর প্রভৃতির চাপে শিল্পসমূহ তেমন লাভ করিতে পারিতেছে না। দেশরক্ষার ব্যয় যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বাভাবিক সময়ে এই ব্যয় ৪৬ কোটী টাকার অধিক হইত না। ১৯৪১-৪২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০২ কোটী টাকা হইয়াছে এবং ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য ঐ বাবদ ১৩৩ কোটী টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যয়ের সাকুল্য টাকা কর দ্বারা উঠান হইতেছে না। সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় কর তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ এই বিরাট পরিমাণ টাকা দেশের অভ্যন্তরে ব্যয়িত হওয়ার ফলে দেশীয় শিল্পসমূহ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে। উহাদের লাভের পরিমাণও বাড়িতেছে। এই কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকটী কোম্পানীর ১৯৩৯ সাল, ১৯৪০ সাল ও ১৯৪১ সালের লভ্যাংশের হার নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

কোম্পানীর নাম	লভ্যাংশের হার শতকরা		
	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১
আদমজী জুট মিলস্	×	১৫৲	৩২॥০
কামারহাটী ,,	১৩৸০	৩০৲	৩২॥০
নদীয়া ,,	×	৩৲	১৩৲
ন্যাশনাল ,,	৫৲	১৫৲	২৫৲
কানপুর টেক্সটাইলস্	১১।০	১৩৸০	২৬।০
নিউ ভিক্টোরিয়া কটন	×	×	২০৲
বিসরা ষ্টোন এণ্ড লাইম	৫৫৲	৫৫৲	৮২॥০
বেঙ্গল কেমিক্যাল	১৫৲	১৫৲	১৭৲
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল	১৫৲	২০৲	২২॥০
ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্ (ডেফার্ড)	৮৬৲	১১৭৲	১৩৫৲
সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং	৯।৵০	১২॥০	১৮৸০
ষ্টীল কর্পোরেশন্	×	×	৩৸০
বুলান্দ সুগার	১১।০	১২॥০	১৮৸০
কানপুর সুগার	২॥০	২॥০	১৫৲
বরারী কোক্	১২৲	১৪৲	৩০৲
গ্যাঞ্জেস্ রোপ	৮৲	১০৲	২০৲
ইণ্ডিয়ান কেব্‌লস্	×	২॥০	১০৲
পাবলিসিটি সোসাইটী	১৫॥৵০	১৫॥৵০	৩১।০
টিটাগর পেপার	৩১।০	৪০৲	৪২॥০
ক্যালকাটা লেণ্ডিং এণ্ড শিপিং	৬।০	৮৸০	১১।০
প্যাসক টী	৬।০	১০৲	(ক)
এথেলবাড়ী টী	৫৲	১০৲	(ক)

(ক) চা কোম্পানীসমূহের ১৯৪১ সালের হিসাব এখনও বাহির হয় নাই। মিঃ জে, জোনস্ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন-এর সাধারণ বার্ষিক সভার সভাপতির অভিভাষণে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, লভ্যাংশের হার অনেক ক্ষেত্রেই বাড়িবে।

এইরূপে কোম্পানীসমূহের লাভের পরিমাণ, দেশীয় শিল্পের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শেয়ারের বাজারে মন্দা না আসিয়া তেজীর ভাব আসা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যুদ্ধের বিভীষিকা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং তজ্জনিত ত্রাসই শেয়ার বাজারে মন্দা আনয়ন করিয়াছে। বিমান আক্রমণে সব ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং পোড়ামাটির নীতি অনুসৃত হইবে ইত্যাদি ভয়াবহ জল্পনা কল্পনা আমরা সর্ব্বত্রই শুনিতে পাইতেছি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় না; তবে অনাগত দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় ভয় বিহ্বল না হইয়া যাহাতে সেই দুর্দ্দিনে সব ধ্বংস না হইতে পারে তজ্জন্য সাহসে বুক বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে দেশে তাহারই বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে, ইহা দুঃখের বিষয়।

(ভারতে মার্কিন মিশন)

পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া উঁহারা যদি আজ ভারতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিবার জন্যই যত্নপর হন তবে এদেশের লোক তাহা কখনও সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে না।

যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সময়ে কতিপয় মার্কিন শিল্প বিশেষজ্ঞ এদেশে আসিয়া প্রয়োজনীয় সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের শিল্প স্থাপন সম্পর্কে দেশবাসীকে সাহায্য করিলে তাহাতে ভারতের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় যথেষ্ট সহায়তা হইত। কিন্তু ঐ বিষয়েও তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে কোন চেষ্টা করিবেন কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ইতিমধ্যেই এরূপ গুজব উঠিয়াছে যে, যেসব ছোটখাট সমর শিল্প এদেশে স্থাপন করিলে ভবিষ্যতে আমেরিকার সহিত ভারতের প্রতিযোগিতা হওয়ার আশঙ্কা নাই তাহারা শুধু সেইসব শিল্প সম্পর্কেই জোর দিবেন। যেসব বড় বড় শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইলে ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটিতে পারে সে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্পর্কে তাঁহারা মোটেই কোন চেষ্টাযত্ন নিয়োগ করিবেন না। ইহা কেবল সাধারণ লোকদের জল্পনা কল্পনা নহে। সম্প্রতি ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর বার্ষিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যবসায়ীও ঐ প্রকারের ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কাজেই মার্কিন শিল্পপতিদের একটি মিশন এদেশে আসিতেছে জানিয়া আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নতি সম্পর্কে আশা ভরসার কোন কারণ দেখিতেছি না। বরং উহার ফলে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিদেশী কর্ত্তৃত্বের নূতন নাগপাশ সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে শঙ্কিত হইতেছি।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ইংলণ্ডে বস্ত্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

আগামী জুন মাস হইতে গ্রেটবৃটেনে অসামরিক অধিবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত বস্ত্রাদির পরিমাণ আরও ২৫ ভাগ হ্রাস করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ এক ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপভাবে বস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে বিভিন্ন বস্ত্র শিল্পের অন্যূন ৫০ হাজার শ্রমিককে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্যে নিয়োজিত করা সম্ভব হইবে।

আড়িয়ল বিলের ট্যাক্স আদায় স্থগিত

ঢাকার আড়িয়ল বিল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিন বৎসরের জন্য উক্ত বিলের ট্যাক্স আদায় স্থগিত রাখা হইবে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিন বৎসরে আড়িয়ল বিলে ৮৫ হাজার টাকা ট্যাক্স আদায় হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কংগ্রেস আড়িয়ল বিল কমিটির মধ্যে উপরোক্ত মর্ম্মে একটি চুক্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিমান আক্রমণ কালে জনসাধারণের কর্ত্তব্য

গত ১৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের অনুষ্ঠিত রোটারী ক্লাবের সভায় ক্যাপ্টেন এইচ্ মুলেন বিমান আক্রমণ সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ও ঐ সময়ে আত্মরক্ষার উপায়গুলি সংক্ষেপে বিবৃত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ মুলেন বলেন যে, প্রথম বিমান আক্রমণে স্বভাবতঃই আতঙ্ক দেখা দিবে। কতকগুলি বিষয় জানা থাকিলে ভয় ও আতঙ্কের পরিমাণ অনেক কম হইবে। বংশীধ্বনি হইবার পরই বিমানধ্বংসী কামানের গর্জ্জন শোনা যায়। উহাকে বোমার আওয়াজ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। বার দুই বিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে লোকে বোমার আওয়াজ ও বিমানধ্বংসী কামানের আওয়াজের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারে। অতঃপর ক্যাপ্টেন মুলেন বলেন যে, সাধারণতঃ দুই প্রকার বোমা বর্ষণ করা হইয়া থাকে—আগুনে-বোমা (ইনসেনডিয়ারী) ও উচ্চ-বিস্ফোরক বোমা (হাই এক্সপ্লোসিভ)। উচ্চ-বিস্ফোরকে সর্ব্বাধিক বিপদ হইতেছে এই যে, উহা বিদীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড দমকা বাতাসের সৃষ্টি হয় এবং চতুর্দ্দিকে বোমার টুকরা ছিটকাইয়া পড়ে। তখন সর্ব্বাধিক প্রাণনাশ হয় কাচ হইতে। সুতরাং প্রত্যেক বাড়ীর জানালার কাচ অপসারিত করা আশু কর্ত্তব্য। ঘরের বাহিরে থাকিলে সাইরেন বাজিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী আশ্রয়স্থলে বা কোন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ অথবা মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িতে হইবে। দুই কনুই-এর উপর বুক রাখিতে হইবে যাহাতে মাটির সঙ্গে বুকের সংস্পর্শ না থাকে। ঘরের মধ্যে থাকিলে টেবিলের তলায় আশ্রয় লওয়াই সমীচীন। আগুনে বোমা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন মুলেন বলেন যে, উহা নির্ব্বাপিত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে বালির বস্তা দিয়া উহাকে চাপা দেওয়া।

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

বর্ত্তমান বৎসরের আগামী প্রবেশিকা (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষায় ৪৩ হাজারের কিছু অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যূন দশ হাজার বেশী। ইহাদের জন্য ১২২টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২৫টি বেশী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ এলাকার বাহিরে এবার ৭টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের ইণ্টারমিডিয়েট (আই-এ ও আই-এস-সি) পরীক্ষায় ১৪ হাজার ৩২৬ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছে। গত বৎসরের সংখ্যা ছিল মোট ১৩ হাজার ৯৬৯ জন।

বৃটীশ ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্য শুল্কের আয়

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটীশ ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথে বাণিজ্যশুল্ক বাবদ (লবণ শুল্ক বাদ দিয়া) ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হইয়াছে; ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৬ লক্ষ টাকা, ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ আয় বাবদ আদায় হইয়াছিল ১ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে এগার মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাণিজ্যশুল্ক এবং উৎপাদন কর বাবদ ভারত সরকারের মোট আয় হইয়াছে ৪৯ কোটী ১০ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৬ কোটী ২৭ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে আলোচ্য সময়ে আমদানী শুল্ক বাবদ ৩৩ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুল্ক বাবদ ৩ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা, স্থলপথ বাণিজ্য শুল্ক এবং বিবিধ শুল্ক বাবদ ৫৭ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য উৎপাদন কর বাবদ ১১ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

গালার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকার একখানি ইস্তাহার জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতায় প্রতি মণ গালার দর ৬৬৷৷০ আনার অধিক হইতে পারিবে না। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার অন্যান্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকেও গালার সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।



মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলার চাষ

১৯৪১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ এবং ১ কোটি ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার বেল (৫ শত পাউণ্ডে এক বেল) তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬১ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ এবং ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল।

কাগজের ব্যবহার সঙ্কোচ

প্রকাশ, ভারত সরকার কাগজের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত স্থির করিয়াছেন যে, কোন কোন কাজের জন্য কাগজ ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে কাগজ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে, সে সকল স্থলেও কাগজ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটী বোর্ড গঠন করা হইবে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন বণিক সমিতির মতামত সংগৃহীত হইবে। অপরিহার্য্য কার্য্যের জন্য কি পরিমাণ কাগজ দরকার তাহা নির্দ্ধিত হইবে।

রপ্তানীর উপর বাধা নিষেধ

মধ্যপ্রাদেশিক সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া উক্ত প্রদেশের এক জিলা হইতে অন্য জিলায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতিপত্র ব্যতীত কোন গম, চাউল এবং জনার রপ্তানী করা নিষেধ করিয়াছেন। এই আদেশ অমান্য করিলে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী আইন ভঙ্গকারীকে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা জরিমানা করা হইবে।

মাদ্রাজ সরকারের বাজেট

মাদ্রাজ সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ১৮ কোটী ৯৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা আয়, ১৮ কোটী ৯৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেটে ৪৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকা অসামরিক অধিবাসীদের আত্মরক্ষামূলক বিধিব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী বৎসরে এইরূপ ব্যয় বাবদ ৬০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

নূতন ধরণের সামরিক বুট

সামরিক কর্তৃপক্ষ এক নূতন ধরণের সামরিক বুটের নমুনা অনুমোদন করিয়াছে। এই নূতন ধরণের বুট প্রবর্ত্তনের ফলে পুরাতন ধরণের বুটের চেয়ে দেড়গুণ বেশী পরিমাণে বুট উৎপাদন করা সম্ভব হইবে।

ভারতের ভেষজ দ্রব্য

ভারতীয় উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতে ঔষধ প্রস্তুতের বহু শ্রেণীর গাছ-গাছড়ার উল্লেখ আছে।

ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলার নিম্নলিখিত ঔষধগুলির পাইকারী ও খুচরা দর যে হারে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা দেওয়া হইল—এগারল (ছোট) প্রতি ডজন—২৩৷৹ আনা, প্রতিটী ২৴৹ আনা; এগারল (বড়) প্রতি ডজন—৪৭৲, প্রতিটী—৪৶৹ আনা; এনজারস ইমালসন (বড়) প্রতি ডজন—৩৬৷৷৹ আনা, প্রতিটী—৩৶৹ আনা; এনজারস ইমালসন (মাঝারি) প্রতি ডজন—১৯।৹ আনা, প্রতিটী—১৸৹ আনা; বাইকোলেস (ষ্টার্ণস) প্রতি ডজন—৩৬৲, প্রতিটী—৩৶৹ আনা, কালিফর্ণিয়ান সিরাপ অব ফিগস (ছোট) প্রতি ডজন—১৪৲, প্রতিটী—১৶৬ পাই; কালিফর্ণিয়ান সিরাপ অব ফিগস (বড়) প্রতি ডজন—২৪৷৷৶৹ আনা, প্রতিটী ২৴৹ আনা; চেম্বারলেন্স কাফ রেমিডি (ছোট) প্রতি ডজন—১০৸৶৹ আনা, প্রতিটী—১৲; চেম্বারলেন্স কাফ রেমিডি (বড়) প্রতি ডজন—২১৲, প্রতিটী—১৸৶৬ পাই; চকোলান (ষ্টার্ণস) প্রতি ডজন—১২৲, প্রতিটী—১৴৹ আনা; এলিনির ডাইজেষ্টিভ (৪ আউন্স) প্রতি ডজন—২৫৷৶৹ আনা, প্রতিটী—৩৲; জেনাস্প্রিন (২৫টী ট্যাবলেট পূর্ণ শিশি) প্রতি ডজন—১১।৹ আনা, প্রতিটী—১৲; ফিলিপস মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া (৪ আউন্স) প্রতি ডজন—১০৲, প্রতিটী—৸৶৹; স্যানাটোজেন (ছোট) ডজন—৪৩৷৷৹ আনা, প্রতিটী—৩৸৹ আনা; স্যানাটোজেন (বড়) প্রতি ডজন—৭৫৲, প্রতিটী—৬৷৶৹ আনা; স্লোয়ান্‌স লিনিমেণ্ট প্রতি ডজন—১১৶৹ আনা, প্রতিটী—১৲, ওয়াটারবারিস কম্পাউণ্ড (ছোট) প্রতি ডজন—২০৲, প্রতিটী—১৸৩ পাই; ওয়াটারবারিস কম্পাউণ্ড (বড়) প্রতি ডজন—৩৬৲, প্রতিটী—৩৶৹ আনা।

সরবরাহ বিভাগের জিনিষপত্রাদি ক্রয়

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভের পর হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ২২৯ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার জিনিষপত্রাদি ভারত হইতে ক্রয় করিয়াছেন। কত টাকার জিনিষ বৃটীশ ভারতীয় প্রদেশ-সমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ক্রয় করা হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল :—আজমীর-মারোয়ার—৯৮ হাজার টাকা; আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ—১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা; আসাম—৪১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা; বেলুচিস্থান—৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা; বাংলা—৭৯ কোটী ৭৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা; বিহার—১১ কোটী ৭৯ লক্ষ ২ হাজার টাকা; বোম্বাই—৫০ কোটী ৯০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা; মধ্যপ্রদেশ—১ কোটী ৫২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা; কুর্গ—১০ হাজার টাকা; দিল্লী—১১ কোটী ২২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা; মাদ্রাজ—৮ কোটী ৯৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ—৪৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা; উড়িষ্যা—৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা; পাঞ্জাব—১৯ কোটী ৩৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা; সিন্ধু—৩ কোটী ৪০ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; যুক্তপ্রদেশ—৩৫ কোটী ৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; দেশীয় রাজ্যসমূহ—৬ কোটী ৮৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক কাঁচা তুলা ক্রয়

গত ১৭ই মার্চ ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বলেন যে, ভারত সরকার নির্ব্বাচিত দালালদিগের মারফত উত্তর ভারতের জেলাগুলিতে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর ছোট ও মাঝারি আঁশযুক্ত তুলা ক্রয় করিবার জন্ত দালালদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দালালগণ বীজযুক্ত ও বীজবর্জ্জিত উভয় রকম তুলাই ক্রয় করিবে।

বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কিত কমিটীর আলোচনা

গত ১২ই মার্চ্চ বাংলা সরকার কর্ত্তৃক গঠিত খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কিত কমিটীর একটী আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এম কারবারী; শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র; সমবায় সমিতি-সমূহের রেজিষ্ট্রার মিঃ এ আমেদ, আই সি এস; পল্লী সংস্কার বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ডি এন মিত্র; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, এন মুখার্জ্জি; 'আর্থিক-জগৎ' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ জে, এন ভট্টাচার্য্য; মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী; ডাঃ জে বি গ্রাণ্ট; মিঃ এ আর মালিক এবং কে এ এল হিল। কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় সভার প্রারম্ভে উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী এবং সভার শেষদিকে অর্থ-সচিব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ধান চাষ সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা হয় এবং অধ্যাপক মুখার্জ্জি এই সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ জে এন ভট্টাচার্য্য বলেন যে, গত বৎসরের ন্যায় এবারেও পাট চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করিয়া একতৃতীয়াংশে পরিণত করা এবং যাহাতে বেশীর ভাগ জমিতে ধানের চাষ হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আরও কয়েকটী বিষয়ের আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করা হয়:—(১) উন্নতধরণের শস্যবীজ ক্রয় করা। (২) কৃষিবিভাগের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে এইরূপ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য নিয়োগ করা। (৩) বিভিন্ন অঞ্চলে যাহাতে উক্তস্থানীয় বিশেষ ধরণের ধানের চাষ হইতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। (৪) বিভিন্ন অঞ্চলের ফসল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। (৫) পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে চেষ্টা করা। (৬) খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সহযোগিতা করা। (৭) সেচ ব্যবস্থাদ্বারা চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের অতিরিক্ত বাজেট

১৯৪১-৪২ সালে যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহার চেয়ে আরও ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৪৩ টাকা বেশী খরচ হইবে বলিয়া একটী অতিরিক্ত গেজেটের সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

বোম্বাই প্রদেশ হইতে বাহিরে অসামরিক অধিবাসীদিগের জন্য খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের অনুমতি ব্যতীত চাউল রপ্তানী করা ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীতে ৩ কোটী ১০ হাজার টন ইক্ষুচিনি এবং বীট চিনি উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে—ইহার মধ্যে ১ কোটী ৯২ লক্ষ ৩ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটী ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টন বীট চিনি। পূর্ব্ব বৎসরে পৃথিবীতে ইক্ষু চিনি এবং বীট চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন (১ কোটী ৯৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটী ১১ লক্ষ ২১ হাজার টন বীট চিনি)। ১৯৪১-৪২ সালে কিউবায় ৩৬ লক্ষ টন, লুইসিয়ানায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার টন, পোর্টো রিকোতে ৯ লক্ষ ৩২ হাজার টন, ডমিনিকান রিপাব্লিকে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টন, পেরুতে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ১০ লক্ষ ৯২ হাজার টন, জাভায় ১৭ লক্ষ ৩ হাজার টন, আর্জেন্টিনায় ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টন, অষ্ট্রেলিয়ায় ৮ লক্ষ ৮ হাজার টন, এবং দক্ষিণ অফ্রিকায় ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে।

যুদ্ধবীমার হার

১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে যে ত্রৈমাসিক কাল আরম্ভ হইবে, তাহাতে পণ্যদ্রব্যের যুদ্ধবীমার পরিমাণ প্রতি একশত টাকায় প্রতি দুই মাসে ২৲ টাকা হারে বলবৎ থাকিবে।

বোম্বাই প্রদেশে তুলাবীজ নিয়ন্ত্রণ

বোম্বাই সরকার একটী আদেশ বলে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বোম্বাই সহর কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহ হইতে তুলার বীজ বাহিরে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

বৃটেনে কয়লা সরবরাহে অসুবিধা

বৃটেনে বর্ত্তমানে কয়লার ব্যবহার বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার গত কয়েক বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু সংখ্যক সমর শিল্পপ্রতিষ্ঠান কয়লাখনি অঞ্চল হইতে বহুদূরে স্থাপন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কয়লাখনিসমূহের ৮০ হাজারেরও বেশী শ্রমিক সেনাদলে যোগদান করিয়াছে এবং ৬০ হাজার জন অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

ভারতীয় খনিসমূহে দুর্ঘটনার সংখ্যা

১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতের খনিসমূহে দুর্ঘটনার ফলে ২৬১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১ হাজার ৪১০ জন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে এবং ১ হাজার ৪৮৩ জন সামান্যরূপ জখম হইয়াছে।

কোলার স্বর্ণ-খনির উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার স্বর্ণ-খনি হইতে ৩৫ হাজার ৯৪৫ আউন্স পাকা সোণা উত্তোলিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা

লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের দপ্তর হইতে শিক্ষা বিভাগীয় ১৯৩৯-৪০ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৯২ জন। ইহার মধ্যে ৭১ জন ছাত্রী আছে।

করাচী বন্দরের আর্থিক অবস্থা

১৯৪২-৪৩ সালে করাচী বন্দরের ৭০ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৪৫ টাকা আয় এবং ৭০ লক্ষ ১ হাজার ৭২৭ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

মনিঅর্ডার ও ইন্সিওরেন্সের মাশুল বৃদ্ধি

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের অভ্যন্তরে টাকা পাঠাইবার জন্য মনিঅর্ডারের মাশুল বাবদ প্রতি ১০৲ টাকায় অথবা উহার ভগ্নাংশে দুই আনা করিয়া দিতে হইবে; অর্থাৎ ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত ৵০ আনা, ১০৲ টাকার উর্দ্ধে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত ।০ আনা এবং ২০৲ টাকার উর্দ্ধে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত ।৵০ আনা এবং এই হারে পরবর্ত্তী প্রতি ১০৲ টাকায় মনিঅর্ডারের মাশুল ধার্য্য হইবে। ১লা এপ্রিল হইতে ডাকযোগে ইনসিওরেন্স করার মাশুল বৃদ্ধি হইবে।

কলিকাতায় বাড়ীর মালিকদের উপর ট্যাক্স হ্রাস

কলিকাতা করপোরেশন কলিকাতা সহরের বাড়ীর মালিকদের নিকট হইতে যে ট্যাক্স আদায় হয়, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা মকুব করিবার জন্য একটী সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন।

আটার দর নিয়ন্ত্রণ

বাংলা সরকার ২০শে মার্চ্চ তারিখে আটার দর নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন:—লাল আটা—পাইকারী বাজার দর মণ প্রতি ৭॥৵০ আনা, খুচরা প্রতি মণ ৮।০ আনা, প্রতি সের ৶৭॥০ (সাড়ে তের পয়সা); সাদা আটা পাইকারী বাজার দর প্রতি মণ—৮৷৵০ আনা, খুচরা প্রতি মণ—৯৲ টাকা এবং প্রতি সের ৶১২॥০ (সাড়ে চৌদ্দ পয়সা)।

ব্রহ্মদেশের ক্যাশ সার্টিফিকেট

ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হইবার পর ব্রহ্মদেশ হইতে যাহারা ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহাতে ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল বা তাহার পর ভারতের যে সকল ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্কের কাজ হয়, সেই সকল ডাকঘরে ক্যাশ সার্টিফিকেটগুলি ভাঙ্গাইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে ব্রহ্ম সরকারের সঙ্গে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

পৃথিবীর তুলা ব্যবহারের পরিমাণ

১৯৪০-৪১সালে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ ৪২ হাজার বেল তুলা পৃথিবীতে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

সরবরাহ বিভাগের অর্ডার

গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের বিভিন্ন জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য অর্ডার দিয়াছেন।

কানাডা সরকারের ব্যয়

১৯৪২-৪৩ সালে কানাডা সরকারের ২২০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১ শত কোটি ডলার বৃটেনকে সাহায্যের জন্য দেওয়া হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর আদায়ের পরিমাণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসের প্রথম ১১ দিনে ৩০ কোটী ৬৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫২৯ ডলার আয়কর বাবদ আদায় হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ আয়কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটী ১২ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৪১ ডলার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বিমানপোতের জন্য ব্যয়

প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বিমানপোত নির্ম্মাণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১ হাজার ৭৫৬ কোটী ৯০ লক্ষ ডলারের একটী ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করিবেন।

ভারতে তাঁতের সংখ্যা

ভারতে ২০ লক্ষ তাঁত বর্ত্তমান আছে এবং এইরূপ তাঁতে বৎসরে ১৮০ কোটী গজ বস্ত্র উৎপাদিত হয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ভারতে কাপড়ের কলগুলিতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪৩০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কানাডার জাতীয় আয়

১৯৪১ সালের প্রথম দশ মাসে কানাডার জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৩৩ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার; ১৯৪০ সালের প্রথম দশ মাসে এই রূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৯৩ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার।

যুক্তপ্রদেশে খাদ্য সামগ্রী রপ্তানী নিষিদ্ধ

যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর ভারতরক্ষা আইন অনুসারে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ যুক্ত প্রদেশের কোন জিলা হইতে গম, ময়দা, বার্লি, চাউল, ডাল প্রভৃতি কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্য জেলার বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবে না। যদি কেহ এই আদেশ অমান্য করে, তাহা হইলে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডই হইতে পারিবে।

সিংহলের খাদ্যাভাব সমস্যা

ব্রহ্মদেশ হইতে সিংহলে চাউল রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে সিংহলে যে খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কে ভারত সরকার সিংহলের মন্ত্রী মিঃ সেনানায়ককে এই মর্ম্মে এক আশ্বাস দিয়াছেন যে, সিংহলের খাদ্যাভাব দূর করা সম্পর্কে তাঁহারা যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা ইন্‌সিওরেন্স লিঃ

ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের বিগত ১৯৪০ সালের কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, উক্ত বৎসরে কোম্পানী ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৭০ টাকা মূল্যের ১ হাজার ৪৪৫টি জীবন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মোট ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৭০ টাকা মূল্যের ১ হাজার ৯৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তদনুরূপ বীমাপত্র প্রদান করা হয়। আলোচ্য বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৭৯হাজার ১৩৫ টাকা। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ আয় হইয়াছে ৫ লক্ষ ৫ হাজার ৭২৭ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই খাতে আয় হইয়াছিল ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪২২ টাকা। মহাযুদ্ধের বাজারে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় এই শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি সন্তোষজনক সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং

গত ৭ই মার্চ্চ করাচীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানীর পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া উপলক্ষে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোম্পানী ১৮৯২ সালে স্থাপিত হইয়া ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত প্রধানতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেই জীবন বীমার কাজ করে। তৎপর ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া সমস্ত সম্প্রদায়ের ভিতরেই বীমার কাজ করিতেছে। উক্ত সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

বীমা কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন বাতিল

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ইণ্ডিয়ান গেজেটে সুপারিণ্টেডেণ্ট অব ইনসিওরেন্স নিম্নলিখিত কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করিয়া এক নোটিশ দিয়াছেন। কোন তারিখ হইতে উক্ত আদেশ কার্য্যকরী হইবে তাহা প্রত্যেক কোম্পানীর নামের পাশে উল্লেখ করা হইল। (১) গ্রেট অশোক ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, পাটনা—২২শে জানুয়ারী, ১৯৪২। (২) বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ, কলিকাতা—১লা মার্চ্চ, ১৯৪২। (৩) ফরোয়ার্ড এসিওরেন্স কোং লিঃ, বোম্বাই—১লা মার্চ্চ, ১৯৪২। (৪) ভারতী বীমা কোম্পানী লিঃ, বেনারস—১লা মার্চ্চ, ১৯৪২। (৫) টাইশো ম্যারাইন এণ্ড ফায়ার ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, বোম্বাই—১লা মার্চ্চ, ১৯৪২। (৬) টোকিও ম্যারাইন এণ্ড ফায়ার ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, বোম্বাই—১লা মার্চ্চ, ১৯৪২। (৭) আউন্ধ ষ্টেট্ ব্যাঙ্কিং এণ্ড ইনসিওরেন্স কোং লিঃ, আউন্ধ, জেলা সাতারা —১লা মার্চ্চ, ১৯৪২।

সিটি ব্যাঙ্ক

গত ৮ই মার্চ্চ কলিকাতা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ময়মনসিংহ শাখার উদ্বোধন উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এ কে মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্কের অবদানের কথা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

কুচবিহার টুব্যাকোজ্ লিঃ

সম্প্রতি কুচবিহার টুব্যাকোজ্ লিমিটেড নামে কুচবিহারে একটি নূতন সিগারেট কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। উঁহাদের কারখানায় উত্তম শ্রেণীর তামাকের পাতা ও সিগারেট তৈরী হইবে। উক্ত কোম্পানীর অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ১০০৲ মূল্যের ১০ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার, ১০ টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫ শত অর্ডিনারী শেয়ার ও ৮৲ টাকা মূল্যের ১০ হাজার ডেফার্ড শেয়ার। বর্ত্তমানে যে ১০ লক্ষ শেয়ার লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১০০৲ টাকা মূল্যের (আয়কর বিমুক্ত) ৫ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার, ১০৲ টাকা মূল্যের ৪৯ হাজার ৫ শত অর্ডিনারী শেয়ার ও ৮৲ টাকা মূল্যের ১০ হাজার ডেফার্ড শেয়ার। উক্ত শেয়ারের একটা মোটা অংশ কুচবিহার দরবার ও রাজ পরিবারের ব্যক্তিরা ক্রয় করিয়াছেন। ৪ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ার ও ২০ হাজার ১৬৭টি অর্ডিনারী শেয়ার জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কোম্পানীর কার্য্যপরিচালনার বিষয়ে কুচবিহার সরকার কতকগুলি সুবিধা দান করিয়াছেন।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

দিল্লী ফ্লাওয়ার মিলস্ কোং লিঃ—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা হিসাবে। **শাহ্‌দারা (দিল্লী)—সাহারানপুর লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক (আয়কর বিমুক্ত) ৪৲ টাকা। **ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা হিসাবে। **ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং এণ্ড শিপিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে।০ আনা হিসাবে। **কেলভিন জুট কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ২০৲ টাকা। **প্রেসিডেন্সী জুট মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ৵০ আনা। **ওয়েভার্লি জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **নেলিমারলা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা। **চিতভালসা জুট মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ।

কলিকাতার টাকার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে পূর্ব্ববৎ টাকার অত্যধিক স্বচ্ছলতা দেখা যায়। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার কলিকাতায় ৷৷০ আনা ও বোম্বাই-এ ৶০ আনায় অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

ব্রহ্ম দেশের সহিত সমুদ্র পথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রায় বন্ধ হইয়াছে বলিলেই চলে। ব্রহ্ম দেশ হইতে চাউল আমদানী বিষয়ে যে ভারতের টাকা খাটিত তাহা বন্ধ হইতে চলিল। বস্তুতঃ ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও জাপানের সহিত স্বাভাবিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিনষ্ট হওয়ার ফলে এদেশের টাকার বাজারে দারুণ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম একটি লাভের দিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে বহু একচেঞ্জ ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাপান কর্ত্তৃক ঐ সব স্থান অধিকৃত হওয়ায় এখন দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকাংশ একচেঞ্জ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। কোন কোন আমানতকারী একচেঞ্জ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া দেশীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতেছেন। ইহার ফলে ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

গত ১৭ই মার্চ্চ তিন মাসের মেয়াদি ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩ কোটি ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৶৬ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৷৶৩ পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৶৮ পাই ধার্য্য করা হইয়াছে। আগামী ২৪শে মার্চ্চ তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৭শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ১১ই মার্চ্চ হইতে ১৬ই মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী মোট ১৬ লক্ষ টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে। গত ১৮ই মার্চ্চ হইতে আগামী ২৩শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব প্রকাশিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৷৷৶৬ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদা ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১৩ই মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ছিল ৩৭৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ৩৬৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাক। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা; পূর্ব্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। আলোচ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ৬ কোটি ১৩ লক্ষ ২ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা এবং ৯ কোটি ৬৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা এবং ১১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নোক্ত হার বলবৎ ছিল :—

টেলিঃ হুণ্ডি	(প্রতিটাকায়)	১ শি	৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	„	১ শি	৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	„	১ শি	৬৯/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলার)		৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে পূর্ব্বের মতই বিশেষ মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে। কোন বিভাগের কজকারবারেই কোনরূপ কর্ম্ম-তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই। যদিও এসপ্তাহে যুদ্ধের অবস্থা সুদূর প্রাচ্য রণাঙ্গনে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে, তবুও শেয়ারের ক্রেতা-বিক্রেতা কেহই বেচাকেনার ব্যাপারে কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। শেয়ার বাজারের সর্ব্বত্রই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ পরিস্থিতির জন্য শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা কঠিন।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে এ সপ্তাহে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কতকটা কাজকারবার হইয়াছিল। ৩৷৷০ টাকার সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৲ টাকায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪।৶০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৭।০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৫৲ টাকা। ৩৲ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৪৲ টাকা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৪৩ সালের কাগজ ১০১৸০ আনা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৩৲ টাকা এবং ৩৷৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৭।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক ঋণপত্রসমূহের কোনরূপ কাজকারবার হয় নাই।

কাপড়ের কল

এই বিভাগে অতি সামান্য বেচাকেনা হইয়াছে।

কয়লার খনি

এ সপ্তাহে মাত্র দুই একটি কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবার হইয়াছে।

পাটকল

পাটকল শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বিকিকিনি হয় নাই।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের দর অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে।

চিনির কল

এ সপ্তাহে চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবার মোটামুটি পূর্ব্ব সপ্তাহের স্তরে বলবৎ রহিয়াছে।

চা-বাগান

এই বিভাগে কোনপ্রকার ক্রয়বিক্রয় ছিল না বলা যাইতে পারে।

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১৩ই মার্চ্চ—৯৫৵০ ; ১৬ই—৯৫৲ ; ১৭ই—৯৫৲ ; ১৮ই—৯৫৲ ৯৫।০ ; ১৯শে—৯৫৲ ৯৫।৵০। ৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৩ই মাঃ—৮৭৲ ; ১৬ই—৮৭৲ ৮৭৵০ ; ১৭ই—৮৭৲ ৮৭॥/০ ; ১৮ই—৮৭৲ ৮৭৵০ ; ১৯শে—৮৭৲ ৮৭/০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৩ই মার্চ্চ—১০৪।০ ১০৪।৵০ ; ১৬ই—১০৪৵০ ১০৪।০ ; ১৭ই—১০৪।০ ; ১৮ই—১০৪।০ ১০৪।/০ ; ১৯শে—১০৪।/০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৬ই মাঃ—৯৭।০ ; ১৭ই—৯৭।৶০ ; ১৮ই—৯৭।০ ; ১৯শে—৯৭।৵০। ৩॥০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ১৬ই মাঃ—৯৭।০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ১৬ই মাঃ—১০৩৲ ; ১৮ই মাঃ—১০৩৶০। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৮ই মাঃ—৭৫৶০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ১৬ই মার্চ্চ—৩০২৲ ; ১৯শে—৩০৫৲ ; (সম্পূর্ণ আদায়ী কৃত) ১৯শে মাঃ—১৩২৩৲ ১৩২৫৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৬ই মাঃ—৮৯॥০ ৯০॥০ ; ১৭ই—৮৯॥০ ; ১৮ই—৮৯॥০ ৯০৲ ; ১৯শে—৮৯॥০ ৯০৲।

রেলপথ

দার্জ্জিলিং হিমালয়ান (প্রেফ) ১৬ই মাঃ—৯১৲ ; ১৯শে—৯০৲। হোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে ১৬ই মাঃ—৯৬॥০ ৯৭৲। ডিহিরী রোটাস রেলওয়ে ১৯শে মাঃ—১০৲।

কাপড়ের কল

বেঙ্গল নাগপুর (প্রেফ) ১৬ই মাঃ—১১৫৲। মুইয়ার মিলস (প্রেফ) ১৭ই মাঃ—৬৬॥০ ৬৭৲। বাসন্তী (প্রেফ) ১৯শে মাঃ—৫৵০।

কয়লার খনি

ইকুইটেবল ১৬ই মাঃ—৩৫৲ ; (প্রেফ) ১৯শে মাঃ—১২০৲। ঘুষিক এণ্ড মুশ্লিয়া ১৭ই মাঃ—৪/০ ; ১৮ই—৪/০।

খনি

ইণ্ডিয়ান কপার ১৩ই মাঃ—১॥৵০ ১॥৶০ ; ১৬ই—১॥৵০ ; ১৯ই মাঃ—১॥৵০। বার্ম্মা করপোরেশন ১৬ই মাঃ—২৲ ; ১৯শে—২৲।

কেমিক্যাল

ফ্রাঙ্করস ১৩ই মাঃ—৫৲ ; ১৭ই—৫৲ ; ১৮ই—৫৲। এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ১৮ই মাঃ—১০০৲।

ডিবেঞ্চার

৫।০ সুদের (১৯৩৮-৫০) সালের রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ১৬ই মার্চ্চ ৬৲ সুদের (১৯১৬-৫৬) সালের এসোসিয়েটেড হোটেল ১৭ই মাঃ— ৪॥০ সুদের (১৯৩৬-৮৬) সালের ক্লাইভ বিল্ডিং ১৭ই মাঃ—৯৬॥০। ৫॥ (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৭ই মাঃ—১০১॥০ ১০২৲। সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়া সিমেণ্ট ১৮ই—১০৪৲। ৬৲ সু (১৯০৮-৪৮) সালের হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১৯শে মাঃ—১০৫৲।

পাটকল

ল্যান্সডাউন (প্রেফ) ১৬ই মার্চ্চ—১৯২৲। নদীয়া ১৬ই মাঃ—৫৮৲ ন্যাশনাল ১৭ই মাঃ—২১৲। রিলায়েন্স (প্রেফ) ১৭ই মাঃ—১৩৫৲। সুরা (প্রেফ) ১৭ই মাঃ—১১০৲। বালি (প্রেফ) ১৮ই মাঃ—১২০৲ ১২১৲ ; ১৯শে—১২০৲। এম্পায়ার ১৮ই মাঃ—২৬৲। ওয়েভার্লি (প্রেফ) ১৮ই মাঃ—৪৬৲। বরানগর (প্রেফ) ১৯শে মাঃ—৪১৲। সোভিয়ট (প্রেফ) ১৯শে মাঃ—১২৫৲। হাওড়া ('এ' প্রেফ) ১৯শে মাঃ—১২০৲। কেলভিন (প্রেফ) ১৯শে মাঃ—১৩২৲।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) ১৭ই মাঃ—১৩৲ ; ১৯শে—১৩।/০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৩ই মার্চ্চ—২১৸/০ ২১৸৵০ ; ১৬ই—২১॥৵০ ২১৸৵০ ২২৲ ২২/০ ২২৵০ ; ১৭ই—২১৸০ ২১৸৵০, ১৮ই—২১॥০ ২১॥৶০ ২১৸০ ; ১৯শে—২২।০ ২২।/০ ২২॥০ ২২॥৶০ ২২৸০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১৩ই মাঃ—১৩।০ ১৩।৵০ ; ১৬ই—১৩।৵০ ১৩॥০ ; ১৭ই—১৩।০ ১৩।৵০ ; ১৮ই—১৩।০ ১৩।/০ ১৩।৵০ ; ১৯শে—১৩॥০ ১৩॥/০ ১৩॥৵০ ; (প্রেফ) ১৬ই মাঃ—৯৪৲ ৯৫৲ ; ১৭ই—৯৩৲ ৯৩॥০ ; ১৮ই—৯৩৲ ; ১৯শে—৯২॥০ ৯৩৲ ৯৩॥০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইবার ফলে পাটের বাজারে একটা স্থির ভাব দেখা যায়। কিন্তু কাজকারবার আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। থলে ও চটের বাজারে যে একটু তেজীর ভাব দেখা যাইতেছে তাহাও নগদ বিক্রয় সম্পর্কে। ভবিষ্যতের সর্ত্তে কাজকারবারে পূর্ব্বের ন্যায় মন্দার ভাব বজায় রহিয়াছে। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি মিত্রপক্ষের অনুকূল না হওয়া পর্য্যন্ত পাটের বাজারের বর্ত্তমান নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া মনে হয় না। আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাবই চলিতেছে। কাজ কর্ম্ম যাহা হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্য। পাকা বেল বিভাগেও বিশেষ কেনাবেচা হয় নাই। ফাটকা বাজার সম্পর্কে বলিবার কিছুই নাই।

থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে যে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, পূর্ব্বের তুলনায় এখন অধিক সংখ্যক জাহাজ ও জাহাজে অধিক পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত ১৯শে

মার্চ্চ তারিখে ৯নং পোর্টার বাজার খোলার দর সর্ব্বোচ্চ ১৮৷৷৹ আনা, পরে ১৮৶৹ আনা, এপ্রিল ১৭৷৷৹ আনা, মে-জুন ১৬৸৹ আনা এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৬৲ টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ১১নং পোর্টার নগদ ২৪৶৹ আনা, এপ্রিল ২৩৲ টাকা, মে-জুন ২১৷৶৹ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০৷৶৹ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ

রেঙ্গুনের পতনের পর বোম্বাই-এর তুলার বাজারে তূলার দর অত্যন্ত পড়িয়া যায়। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব তূলা ক্রয় সম্পর্কে যে প্রতি-শ্রুতির কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও বাজারের ক্রমাবনতি প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। সরকারের এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে বাজারের অবস্থায় এতটা অবনতি ঘটিত না।

ছোট আঁশযুক্ত তুলার জমির পরিমাণ হ্রাস করা এবং তৎস্থলে খাদ্যশস্য চাযের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট এখনো কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। এই বিষয়ে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত সরকার এবং অন্যান্য প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে আলোচনা বৈঠক বসিবে তাহাতে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। গত ১৯শে মার্চ্চ বোম্বাই-এর তুলার বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মে ১৬৭৲ টাকা, বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৮৫৷৷৹ আনা, বোরোচ মার্চ্চ ১৩৩৲ টাকা, বোরোচ মে ১৩৮৷৷৹ আনা, বেঙ্গল মার্চ্চ ১১৮৷৷৹ আনা ও বেঙ্গল মে ১২৪৷৷৹ আনায় ক্রয় বিক্রয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শেষ ভাগে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৮৪৸৹ আনা, ১৯৭৸৹ আনা, ১৪২৸৹ আনা, ১৫২৸৹ আনা, ১২৯৲ টাকা, ১৩৫৲ টাকা।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ।

পূর্ব্ব সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোণার দর যেরূপভাবে চড়িয়াছিল তাহার চেয়ে আলোচ্য সপ্তাহে ইহার দর অনেকটা পড়িয়া গিয়াছে। এ সপ্তাহের প্রথম ভাগে সোণার দর কতকটা বৃদ্ধি পাইলেও, পরে শেষের দিকে অনেকটা নামিয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতিটী গিনির দর বাজার খোলার দিকে দাঁড়াইয়াছিল ৪১৸৹ আনা, কিন্তু পরে ৩৯৲ টাকা পর্য্যন্ত ইহার দর কমিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতিভরি রেডি সোণার দরও ৫৬৸৹ আনা হইতে হ্রাস পাইয়া ৫১৷৹ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাইয়ে বর্ত্তমানে এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে ৫০৸৹ আনা। কলিকাতায় প্রতিভরি পাকা সোণা ৫২৷৷৹ আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৫২৷৴৹ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪০৲ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে।

রূপা

গত সপ্তাহের শেষভাগে রূপার দর অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই জন্য মনে করা গিয়াছিল যে, রূপার দর আরও চড়িয়া যাইবে। যাহা হউক এইরূপ দর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পাইয়াছে। ভারত সরকারের অর্থ-সচিব কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী বিবৃতি দান প্রসঙ্গে রূপার দর অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যথাযোগ্য পন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেওয়ায়, রূপার দরে অনেকটা নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ৯৬৲ টাকা হইতে নামিয়া ৮২৶৹ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এপ্রিল মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৭৯৷৷৶৹ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮২৷৹ আনা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৮২৷৷৹ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপা ২৩½ পেন্সে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

চায়ের বাজার।

কলিকাতা, ২০শে মার্চ্চ

গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ্চ চায়ের ৪০নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়।

রপ্তানীযোগ্য চা—এই বিভাগে যে সকল শ্রেণীর চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার প্রায় সমস্তই ছিল নিকৃষ্ট ধরণের। যে সামান্য পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চা বাজারে আসিয়াছিল, তাহাদের দর পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় পাউণ্ড প্রতি ।৹ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ভারতে ব্যবহারোপযোগী চা—এই বিভাগে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের দর তেজী ছিল। নিকৃষ্ট ধরণের চায়ের দর খুব নামিয়া গিয়াছিল এবং ইহাদের কোনরূপ চাহিদা ছিল না।

কোটা—রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ।৹ আনা; আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ১ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল।

(বীমাকারীদের অহেতুক আতঙ্ক)

দেশের কোন অংশ শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে সেইসব স্থানের বীমাকারীরা রীতিমতভাবে প্রিমিয়াম দিতে অসমর্থ হইতে পারেন। আর সে অবস্থায় তাঁহাদের পলিসিও বাতিল হইয়া যাইতে পারে বলিয়া দেশে জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তরফ হইতে ঐসব ক্ষেত্রে বীমাকারীদিগকে যে সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত জল্পনা কল্পনাও এক্ষণে অনেকটা অর্থহীন বলিয়াই মনে হয়। ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ বাইরামজী হরমুসজী বলিয়াছেন যে, কোন স্থান শত্রু কবলিত হওয়ার জন্য যদি কোন বীমাকারী রীতিমত প্রিমিয়াম দিতে অসমর্থ হন, তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর স্বাভাবিক হারে (সুদ সহ) অনাদায়ী প্রিমিয়াম পরিশোধ করিয়া সেই বীমা-কারীকে তাঁহার পলিসি চালু করিবার সুবিধা দেওয়া সকল বীমা কোম্পানীরই কর্ত্তব্য। ভারতীয় কোম্পানী সমূহ এই কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন। এই প্রকারের ভরসা-জনক উক্তি ও মন্তব্য দেশের বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে লোকের অহেতুক আতঙ্ক দূর করিয়া দেশীয় কোম্পানীগুলির উপর তাহাদের আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি করিবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। যুদ্ধের জন্য নানা-ভাবে বীমার টাকা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া যে সমস্ত লোক বর্ত্তমানে দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করা সম্পর্কে অনাগ্রহ দেখাইতেছেন, এইবার তাঁহাদের মনোভাবও পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আমরা আশাকরি।

আর্থিক জগতের নিয়মাবলী

(১) 'আর্থিক জগৎ' প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়।

(২) উহার প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই আনা, বার্ষিক মূল্য সডাক ছয় টাকা এবং ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক তিন টাকা। ছয় মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। কোন সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে। নতুবা আর পাওয়া যাইবে না।

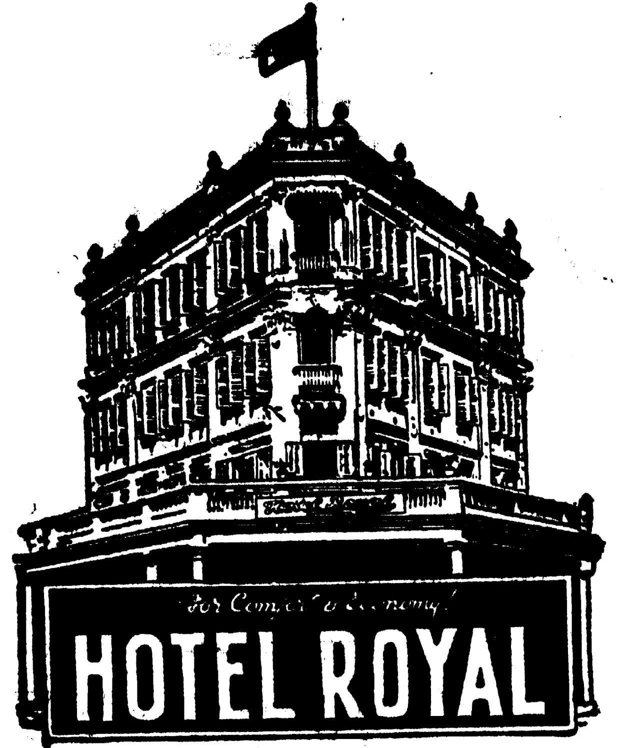
(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ না করিলে যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ হইতে বৎসর গণনা করা হয়।

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

(৫) সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্য সমস্ত চিঠিপত্র ম্যানেজার, 'আর্থিক জগৎ', ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

নিবেদক—
ম্যানেজার
আর্থিক জগৎ

ফোন—বড়বাজার ৬৩৮২ ১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।









১২২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা—আর্থিক জগৎ প্রেসে ... মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ
ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ | ৪৬শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

বৃটিশ প্রস্তাব ও তাহার অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হইলে তাহা অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিত করিয়া দেওয়ারই সামিল হইবে। প্রদেশগুলির ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করার এই পরিকল্পনা কেবল রাজনৈতিক অবিবেচনার পরিচায়ক নহে, এদেশের নিহিত অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক হইতেও তাহা আপত্তিকর। খ্যাতনামা শিল্প ব্যবসায়ী মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া ঐ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিদেশী বণিক ও বিদেশী শিল্পোদ্যোগীরা নানারূপ কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া তুলিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশকে শোষণ করিতেছে। এই অর্থ-নৈতিক শোষণ বন্ধ করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক বর্ত্তমানে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিতেছে। সেই চেষ্টার ফলে দেশে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় ভারতের কোন কোন প্রদেশকে যদি আজ রাজনৈতিক দিক দিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় তবে সেই ধরণের চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। যে সব শিল্প ব্যবসায় ইতিমধ্যে গড়িয়া তোলা হইয়াছে নানাদিক দিয়া তাহাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বহির্ব্বাণিজ্যের উন্নতি, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ, বিদেশী দ্রব্যের বদলে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে সমস্ত প্রদেশের স্বার্থ বুঝিয়া তখন আর কোন সম্মিলিত কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করা যাইবে না। বিচ্ছিন্ন প্রদেশসমূহের সহিত নূতন স্বার্থ সংস্পর্শ স্থাপন করিয়া বৃটিশ বণিকেরা হয়ত বা পুনরায় এদেশকে শোষণ করিবার ব্যবস্থাই কায়েমী করিয়া লইবে। এক প্রদেশের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য উপেক্ষা করিয়া হয়ত বা অন্য প্রদেশে বিদেশ হইতে সেই শ্রেণীর দ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা হইবে। এই ধরণের পরিণতি ভাবিয়া বালচাঁদ হীরাচাঁদ বৃটিশ সরকারের উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতের অর্থ-নৈতিক কল্যাণ দেখিতে হইলে বর্ত্তমান প্রস্তাব যথাযথ গ্রহণ করা চলে না। মি: বালচাঁদের এই মন্তব্য আমরা সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি।

আশ্রয়হীন জনসাধারণের সমস্যা

ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল ভারতীয় নর-নারী এদেশে আসিয়াছে এবং এখনও প্রত্যহ দলে দলে আসিতেছে, তাহাদের অধিকাংশই নিঃস্ব ও দরিদ্র, তাহাদের অনেকেই মালয় ও ব্রহ্মদেশে সামরিক বিপর্য্যয়ের ফলে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত ও নিরুপায়। ইহাদের স্থান হইতে স্থানান্তরে কোন রকমে পৌঁছাইয়া দেওয়া ছাড়া গবর্ণমেণ্ট এতাবৎ আর কিছু করেন নাই এবং কিছু করিবার তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়াও আমাদের জানা নাই। সম্প্রতি চট্টগ্রাম সহরের আশেপাশের অঞ্চলসমূহ হইতে সামরিক প্রয়োজনে বহুলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যাহাদের কোথাও গিয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই, তাহাদের সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিনা বা করিতে মনস্থ করিয়াছেন কিনা তাহাও আমরা জানি না। বর্ত্তমানে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ও অদূরস্থ কোন কোন

অঞ্চল হইতে স্বল্প সময়ের নোটিশে অধিবাসীদিগকে বাড়ীঘর ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। এই সব সংবাদ সত্য হইলে, তাহারা কোথায় যাইবে, কি করিবে, কি খাইবে সেই সম্পর্কে দেশের গবর্ণমেণ্টই বা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন দেশবাসী তাহার কিছুই অবগত নহে। অনেকেরই অন্যত্র কোন ঠাঁই নাই। স্থানীয় চাষাবাদ বা চাকুরী বা ব্যবসা ব্যতীত অর্থোপার্জ্জনের আর কোন উপায় নাই। এমন অবস্থায় এই সব অধিবাসীদের লইয়া একটা দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইবে। জাপানী অভিযান ভারতে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার দ্বারদেশে, প্রায় উপনীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গোপসাগরে জাহাজ ডুবি ও ভারতের পূর্ব্ব উপকূলের কতিপয় সহর ও বন্দরে বিমান আক্রমণের পর আসন্ন দুর্দ্দিনের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়কেই প্রস্তুত হইতে হইবে—একথাও আমরা অস্বীকার করিব না। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজনে কোন কোন এলাকা অল্প সময়ের নোটিশ দিয়া খালি করিয়া দিলে তাহাতে বহু লোকের অপরিসীম অসুবিধা সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে আপত্তি করার কিছু নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সব আশ্রয়হীন ও আশ্রয়প্রার্থী নরনারী ও শিশুর দল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টেরও দায় ও দায়িত্ব রহিয়াছে। গ্রেট বৃটেন ও অন্যান্য দেশে অনুরূপ অস্বাভাবিক অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট জনস্বার্থের দিকে সম্যক সচেতন হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হন। আমাদের দেশে উহার ব্যতিক্রম হইলে বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের মনে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরূপ মনোভাবের উদয় হইলে তাহা শাসক ও শাসিত কাহারও পক্ষেই মঙ্গলের কথা নহে। আশা করি এই জরুরী বিষয় সম্যক বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে স্থির সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন।

কৃষির উন্নতি সম্পর্কে নূতন পরিকল্পনা

জমির চাষাবাদ সম্পর্কে নানারূপ গলদ ও অব্যবস্থা বলবৎ থাকায় এদেশের কৃষি এদেশবাসীর আয় বৃদ্ধির পক্ষে তেমন সহায়ক হইয়া উঠিতেছে না। কৃষকেরা অনুন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি লইয়া গতানুগতিক ধারায় চাষের কাজ নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়াছে। উহাতে ভূমি কর্ষণের কাজ সুসম্পন্ন হয় না বলিয়া ফসল উৎপন্ন হয় কম। জমিতে নানারূপ আগাছা জন্মিয়াও ফসলের ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। অন্যান্য দেশে ভূমি কর্ষণের কাজে ট্রাক্টর প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি তথা ফসলের উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়ান সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের দেশে কৃষির উন্নতিসাধন করিতে হইলে আজ সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এদেশের কৃষকেরা দরিদ্র বলিয়া ট্রাক্টর ক্রয় ও তাহা ব্যবহারের সুযোগ পাইতেছে না। এবিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করা সম্বন্ধে দেশের গবর্ণমেণ্টও উদাসীনই থাকিয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় ট্রাক্টর প্রভৃতি শ্রেণীর দামী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কি সুব্যবস্থা হইতে পারে তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হায়দরাবাদ রাজ্যের সরকারী শিল্প বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ নিজামুদ্দীন হাইদর সম্প্রতি "ইণ্ডিয়ান ফার্মিং" পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ঐ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং ট্রাক্টর সরবরাহের সমস্যা সমাধান করিবার জন্য বিশেষ একটি নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এদেশে কৃষির উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে ট্রাক্টর ব্যবহারের ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত আর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলে দেশের পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি সেবিষয়ে নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। পুঁজিপতিরা নানাভাবে টাকা খাটাইয়া লাভের সুবিধা দেখিয়া থাকেন। ট্রাক্টর কিনিয়া কৃষকদিগকে তাহা ভাড়া দেওয়া এদেশে একটা লাভের ব্যবসা হিসাবে পরিণত হইতে পারে। আর পরোক্ষভাবে উহা দ্বারা দেশে ভূমির চাষাবাদ সম্পর্কে অনেকটা উন্নতি সাধিত হইতে পারে। ঐরূপ প্রণালীতে দেশে ভূমির জলসেচ বিষয়েও যে যথেষ্ট সুব্যবস্থা করা যায় মিঃ হাইদর তাহাও দেখাইয়াছেন। আমরা মিঃ নাজিমুদ্দীন হাইদরের ঐরূপ নির্দ্দেশ সময়োপযোগী ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা সুখী হইব।

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য সম্প্রতি নূতন দিল্লীতে একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে এবং উহার ফলে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে কয়েকটি কার্য্যক্রমও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এদেশের অনেক ব্যবসায়ী কৃষকদের নিকট হইতে কমমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া তাহা অত্যধিক চড়া দামে সাধারণের নিকট বিক্রয় করিতেছে। তাহা ছাড়া সুযোগমত অধিক মূল্য আদায়ের আশায় অনেক ব্যবসায়ী বর্ত্তমানে আহার্য্য দ্রব্য কিনিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা মজুত করিতেছে। একেই দেশে খাদ্যদ্রব্যের যোগান কম তাহার উপর ব্যবসায়ীরা এই লাভের ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করায় স্বভাবতঃই দেশে উহাদের অপ্রাচুর্য্য ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া দিল্লী সম্মেলন দেশে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহারা সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে লাইসেন্স প্রদানের রীতি প্রবর্ত্তন করিতে ও সমস্ত পাইকার ও আড়তদারদের নাম রেজেষ্টারী করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হইলে উপযুক্ত লাইসেন্স ছাড়া কোন পাইকার বা আড়তদার খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করিতে পারিবে না। কোন পাইকার বা আড়তদার যাহাতে অতিরিক্ত লাভের আশায় খাদ্যদ্রব্য মজুত করিতে না পারে এবং তাহারা যাহাতে পণ্যের মূল্য ইচ্ছামত চড়াইয়া দিতে না পারে, লাইসেন্স প্রদান করিতে গিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ সেবিষয়ে সতর্ক নজর রাখিবেন। খাদ্যদ্রব্যের খুচরা ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে দিল্লী সম্মেলন ঐরূপ লাইসেন্স প্রদানের কোন নির্দ্দেশ দেন নাই। তবে তাঁহারা বলিয়াছেন, কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে প্রয়োজন বোধে খুচরা ব্যবসায়ীদিগকেও লাইসেন্স লওয়া সম্পর্কে বাধ্য করিতে পারিবেন। খাদ্যসামগ্রীর সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্ন আলোচনা করিয়া দিল্লী সম্মেলন ঐ বিষয় বিবেচনার জন্য বিভিন্ন এলাকায় 'রিজনাল কাউন্সিল' বসাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কোন অঞ্চলে কোন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে উক্ত কাউন্সিল সেই পণ্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য স্থির করিয়া তাহা বলবৎ করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারেন। যানবাহনের অসুবিধার দরুণ বর্ত্তমানে দেশে একস্থান হইতে অন্যস্থানে খাদ্যসামগ্রী চালান দেওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে কোন কোন এলাকায় উহাদের মূল্যও বেশীরকম বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য দিল্লী সম্মেলন বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে প্রয়োজনমত সরকারী ট্রান্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিল বা যানবাহন সম্পর্কিত পরামর্শ সমিতির মারফতে চেষ্টা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এদেশে নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যের দাম অত্যধিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে আর তাহাতে দেশের দরিদ্র

জনসাধারণের বেশী রকম দুঃখ দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। কিন্তু নানারূপ কনফারেন্স ও কমিটি বসান ছাড়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এপর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই করেন নাই। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বর্ত্তমান বৈঠকের ফলে পণ্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ও যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কার্য্যক্রম স্থির হইয়াছে তাহা এই ধরণের প্রশ্ন ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া পাইকার ও আড়তদারদের লাভের ব্যবসা বন্ধ করিবার যে পরিকল্পনা দিল্লী বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে, উহা কার্য্যকরী হইলে খাদ্যসামগ্রীর মূল্য কতকটা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে বলিয়াই আমাদের ধারণা। কিন্তু ঐ বিষয়েও অচিরেই কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার আশা কোথায়?

ফেব্রুয়ারী মাসের বহির্ব্বাণিজ্য

ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে এদেশের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য যে কিরূপ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ফেব্রুয়ারী মাসের বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাব দৃষ্টে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গত জানুয়ারী মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল, আলোচ্য মাসে সেস্থলে ভারতবর্ষে মাত্র ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে সেস্থলে এদেশ হইতে বিদেশে ২১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। তবে এবার আমদানী যত কমিয়াছে রপ্তানী তত কমে নাই। ফলে জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের অনুকূল উদ্‌বৃত্ত হ্রাস না পাইয়া তাহা বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসে পণ্যবাণিজ্য-খাতে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছিল। এবার সেরূপ আধিক্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের দিক দিয়া ভারতীয় বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে। তাহার পর ভারত মহাসাগরের উপর জাপানের অভিযান সুরু হওয়ার ফলে সেদিক দিয়াও ভারতীয় বাণিজ্য বিশেষভাবে খর্ব্ব হইয়া পড়িবার নমুনা দেখা গিয়াছে। জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশ, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া, মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে মালপত্রের আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। তবে ইংলণ্ড হইতে আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়, জানুয়ারী মাসে এদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ, মালয়, মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ মাল প্রেরিত হইয়াছিল ফেব্রুয়ারী মাসে সে তুলনায় অনেক কম পরিমাণ মাল রপ্তানী হইয়াছে। কেবল ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশেই এবার রপ্তানী কিছু বাড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য এতদিন ক্রমাগতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল। আলোচ্য মাসে ঐদেশ হইতে ভারতে আমদানী ও ঐদেশে ভারত হইতে রপ্তানী দুইই হ্রাস পাইয়াছে, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমদানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে ঐমাসে পূর্ব্বের তুলনায় বাহির হইতে চাউল, তেল, তুলা, চিনি ও রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির যোগান হ্রাস পাইয়াছে। তবে যন্ত্রপাতি ও বস্ত্রের আমদানী কিছু বাড়িয়াছে। তুলা ও চিনি প্রভৃতি জিনিষ এদেশে বেশী পরিমাণে পাওয়ার সুবিধা রহিয়াছে (যদিও এদেশের তুলা প্রায় সমস্তই অপকৃষ্ট শ্রেণীর)। কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে চাউল, তেল ও রাসয়নিক দ্রব্য প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা যেস্থলে খুবই বেশী, সেস্থলে উহাদের আমদানী হ্রাস পাওয়া দুঃখের বিষয়। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়, গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত হইতে চা, চিনি, তামাক ও পাট এবং চটের চালান কম হইয়াছে। অপরদিকে তূলা, বস্ত্র ও চাউলের রপ্তানী কতকটা বাড়িয়াছে। এদেশে বিপুল পরিমাণ তুলা অবিক্রীত থাকিয়া যেস্থলে তুলাচাষীদের যথেষ্ট বিপদ দেখা দিয়াছে সেস্থলে বিদেশে উহার রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া আনন্দের বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এদেশে চাউলের যোগান যেরূপ কম দাঁড়াইয়াছে এবং বাহির হইতে উহা আমদানী করা ক্রমেই যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে তাহাতে উহা বেশী পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকা খুবই আপত্তিকর। এই রপ্তানী যথাসম্ভব বন্ধ করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

ডাক ও তার বিভাগ

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালের ১২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা আয়ের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৪০-৪১ সালে ডাক ও তার বিভাগের উদ্‌বৃত্ত বাড়িয়া ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৩২৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৫-২৬ সালে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগকে ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পর হইতে এতাবৎ উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ এত অধিক হইতে আর কোন বৎসরেই দেখা যায় নাই। এই বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের দরুণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কার্য্যে টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাক ও তার বিভাগের মাশুল বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ। ইহা ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরে তার ও ট্রাঙ্ক কলের উপর যে সারচার্জ্জ আদায় করা হইয়াছে তাহার পরিমাণও কম নহে। এইসব কারণেই ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার পর ভারতীয় তার ও ডাক বিভাগ যে সকল অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন তাহা কাটাইয়া উঠিয়াও তাঁহারা লাভের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে মোট ৭৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। তন্মধ্যে খাস ডাক বিভাগের বৃদ্ধি প্রায় ২৯ লক্ষ টাকা, তার বিভাগের প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা, টেলিফোন বিভাগের প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ও রেডিও বিভাগের প্রায় ২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে ব্যয়ের দিকেও ৪৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেভিংস ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট, পোষ্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স, ডাকযোগে মালপত্র প্রেরণ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে ১৯৪০-৪১ সালের কাজের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ ও অন্যান্য কারণে ডাক ও তার বিভাগের লাভের পরিমাণ যেক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেক্ষেত্রে সম্প্রতি ডাক টিকেটের মূল্য ও মনিঅর্ডারের মাশুলের হার আবার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তকে সুবিবেচনার কার্য্য বলা যায় না। মাশুল বৃদ্ধি করিলে যে সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু বর্ত্তমানের অস্বাভাবিক অবস্থায় যুদ্ধ-সংক্রান্ত সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যের চাপে এবং রেলওয়ে ও অন্যান্য যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বর্দ্ধিত হারেও চিঠিপত্র, টাকা ও জিনিষপত্র প্রেরণ বিষয়ে জনসাধারণের প্রয়োজন আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক ও তার বিভাগের আয় আপাততঃ হ্রাস পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই সত্য, কিন্তু এই অত্যধিক দুর্ম্মূল্যের বাজারে ইহার ফলে জনসাধারণের কষ্টের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ও তাহার পরিণতি

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপসের দৌত্য নিস্ফল হইয়াছে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মারফতে ভারতবাসীর সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সমক্ষে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার ভাষা এরূপ সুকৌশলে রচিত হইয়াছিল এবং প্রস্তাবের বহু অংশ এরূপভাবে অস্পষ্ট রাখা হইয়াছিল যাহার ফলে প্রথমদৃষ্টিতে অনেকের সমক্ষেই এই প্রস্তাব মূলতঃ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে কংগ্রেসের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হন নাই। প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস কংগ্রেস-নায়কদের সমক্ষে যে সব কথা বলিয়াছেন অথবা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা হইতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই নূতন প্রস্তাবও একটা ধাপ্পা মাত্র এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে দেশ-শাসন ব্যাপারে দেশবাসীর হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেস কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে দেশবাসী সন্তুষ্টই হইয়াছে।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় সম্বন্ধেই একটা কার্য্যক্রম পরিকল্পিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সম্বন্ধে উহাদের এই প্রস্তাব ছিল যে, বড়লাটের শাসন পরিষদের সমস্ত সদস্য ভারতবাসীর মধ্য হইতে গ্রহণ করা হইবে এবং একমাত্র সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্য সমস্ত বিভাগের কর্ত্তৃত্ব ভারতীয়দের হাতে অর্পিত হইবে। কিন্তু কংগ্রেসের নিকট স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস এই প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সামরিক বিভাগ ছাড়া অন্যান্য বিভাগেও বর্ত্তমানে ভারতীয়দের হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইবে না। এক কথায় বর্ত্তমানে বড়লাটের যে শাসনপরিষদ রহিয়াছে তাহার অধিকতর সম্প্রসারণ ছাড়া নূতন প্রস্তাবে আর কিছু নাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব গৃহীত হইলে বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও শাসন পরিষদের সদস্যগণকে বড়লাট এবং তাঁহার বিশ্বাসভাজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানদের হুকুমমত কাজ করিতে হইবে। যে শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগকে সযত্নে ভারতবাসীর প্রভাব হইতে দূরে রাখা হইবে এবং অন্যান্য বিভাগের পুরোভাগে কতিপয় ভারতবাসীকে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বড়লাট ও সেক্রেটারিগণকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া রাখা হইবে, তাহা কংগ্রেস কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারেন না। এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিলে কংগ্রেস দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করিতেন।

কিন্তু বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আরও অধিক নিন্দনীয়। যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে যে শাসনতন্ত্র বলবৎ হইবে তাহাতে ভারতবাসীকে সর্ব্বব্যাপারে পূর্ণকর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইবে বলিয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে বটে। কিন্তু যে ধরণের প্রতিষ্ঠানের উপর এই শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হইবে তাহাতে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় একতৃতীয়াংশ সদস্য ভারতের দেশীয় রাজাদের দ্বারা মনোনীত হইবেন। বৃটীশ ভারত হইতে বাকী যে দুই তৃতীয়াংশ সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাহার মধ্যেও বহুসংখ্যক ইউরোপীয়, এংলো ইণ্ডিয়ান এবং প্রগতিবিরোধী ভারতীয় সদস্য স্থান পাইবেন। উহারা স্বভাবতঃই ভারতে বৃটীশ স্বার্থ সংরক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন এবং উহাদের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত হিতজনক কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। আর এই ধরণের প্রতিষ্ঠান যদিই বা কোন সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হয় তাহা হইলেও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সংখ্যালঘু দলের স্বার্থরক্ষা এবং ভারতবর্ষে বৃটীশ স্বার্থ সংরক্ষণের অজুহাতে উহা পণ্ড করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। কাজেই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে কেবল বর্ত্তমানেই কোন ক্ষমতা প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই—ভবিষ্যতেও ভারতবাসী যাহাতে কোন ক্ষমতা লাভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে—ভারতবর্ষ যাহাতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া হতবল হইয়া পড়িতে পারে, এই প্রস্তাবে তাহারও সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে।

কংগ্রেস যদি এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে উহার পরিণতি হিসাবে কংগ্রেসনায়কগণকে দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া অর্থ ও জনবল দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইত। কিন্তু কিসের জন্য দেশবাসীকে প্রাণ দিতে হইবে—কিজন্য দেশবাসী তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ সমর-প্রচেষ্টায় নিয়োগ করিবে তৎসম্বন্ধে কংগ্রেসনায়কগণ দেশবাসীকে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে সমর্থ হইতেন না। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান প্রস্তাব গ্রহণ করিলে দেশবাসীর সমক্ষে কংগ্রেস অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন হইতেন। উহার ফলে সমর-প্রচেষ্টায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তো কোন সাহায্য পাইতেনই না, অধিকন্তু দেশের উপর কংগ্রেসের সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত হইত। কংগ্রেস এই ধরণের রাজনীতিক-আত্মহত্যা করিতে রাজী হন নাই।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখ্যান করাতে তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উহাতে দেশবাসীর বিন্দুমাত্র ক্ষোভের কারণ নাই। যে প্রস্তাবে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের বীজই অধিকতর নিহিত রহিয়াছে সেই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মিঃ এমেরীর বহুনিন্দিত নীতি ভিত্তি করিয়াই এই প্রস্তাব রচিত হইয়াছিল এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে পাকিস্থানের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। আমরা আশা করি বর্ত্তমান প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুনিন্দিত আগষ্ট মাসের প্রস্তাবও প্রত্যাহৃত হইল। যদি আমাদের এই অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হওয়াতে দেশবাসী আনন্দিতই হইবে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানকল্পে যতবার আন্তরিকভাবে চেষ্টা হইয়াছে ততবারই বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ফলে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। এইসব চক্রান্তকারিগণ আর একবার জয়লাভ করিল। কিন্তু উহা জয় নহে—পরাজয়। যুদ্ধের বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতিতে প্রকৃত দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা লাভের সুযোগ যাহারা উপেক্ষা করিতেছেন, চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন হইয়াও যাহারা সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের ভুলের পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা কে বলিতে পারে?

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা

যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানাসমূহের সম্ভবপর ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিনান্সে যেসব বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—(১) এদেশের যে সমস্ত কলকারখানা ফ্যাক্টরী আইনের আমলে পড়ে যুদ্ধজনিত অবস্থার ভবিষ্যৎ ক্ষতিপূরণের জন্য সেসমস্তকে উহাদের সম্পত্তি মূল্যের সমপরিমাণ টাকা বীমা করিতে হইবে। (২) কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও বাড়ীঘরের যে মূল্য সাব্যস্ত হইবে প্রত্যেক কারখানার মালিককে সেই টাকার শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে বীমার প্রিমিয়াম দিতে হইবে। কতিপয় কিস্তিতে এই প্রিমিয়াম আদায় করা হইবে। (৩) শত্রু আক্রমণে এদেশের কোন কলকারখানা বিনষ্ট হইলে কিংবা আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করিবার জন্য কোন কলকারখানা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইলে উক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৮০ ভাগ পরিমাণে সেই ক্ষতি পূরণ করিবেন। বাকী বিশভাগ ক্ষতি কারখানার মালিককেই বহন করিতে হইবে। (৪) আগামী ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এইরূপ ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে।

ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার সঙ্গে শত্রু আক্রমণে এদেশের কোন কোন অঞ্চলে কলকারখানা ও বাড়ীঘর প্রভৃতির ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এইরূপ আশঙ্কার কথা ভাবিয়া দেশের লোক কিছুকাল যাবৎ ভারত গবর্ণমেণ্টকে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণার্থ একটি বীমা-ব্যবস্থা বলবৎ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ভারতের উপর শত্রুর আক্রমণ সুরু হইয়াছে। আর তাহা দেখিয়া ঐবিষয়ে এতদিনে ভারত গবর্ণমেণ্টের চেতনা হইয়াছে এবং তাঁহারা তাড়াতাড়ি করিয়া একটি বাধ্যকরী বীমার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে এই পরিকল্পনা দেখিয়া আমরা কয়েকটি বিষয়ে খুবই নিরাশ হইয়াছি। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোন কোন অঞ্চলে সাধারণের বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত ইমারতাদি সম্পর্কেও যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায় যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য কোন বীমা-ব্যবস্থা বলবৎ করা হইলে তাহাতে এই শ্রেণীর বাড়ীঘরও অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বলিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা মোটেই প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট শুধু 'ফ্যাক্টরী' পদবাচ্য কলকারখানাসমূহকে তাঁহাদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করায় কমসংখ্যক কর্ম্মী দ্বারা পরিচালিত দেশের অগণিত ছোট কারখানা এই পরিকল্পনার আওতায় আসিবে না। তাহা ছাড়া 'কারখানা' সংজ্ঞার বহির্ভূত বলিয়া এদেশের সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহও বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বীমার সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইবে।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য কোন বীমা-ব্যবস্থা বলবৎ করিতে গিয়া উহার ক্ষেত্র সকলদিক দিয়া এইভাবে সীমাবদ্ধ করা আমাদের মতে অযৌক্তিক। এদেশের লোক দীর্ঘকালের চেষ্টায় যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে শত্রু আক্রমণে ইমারত ও সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া আজ যদি তাহা অচল হয় তবে এসমস্ত পুনরায় স্থাপন করা খুবই কষ্টকর হইবে। অথচ মালিকদের নিকট হইতে বর্ত্তমানে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্ট উহাদের সম্ভবপর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে অনায়াসেই পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। আর তাহাতে উহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কের কারণও বিদূরিত হইতে পারে। দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যাহা বলা হইল সাধারণের ব্যবহৃত পাকাবাড়ী প্রভৃতি সম্পর্কেও কমবেশী পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য। এই অবস্থায় সকল শ্রেণীর কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ইমারত প্রভৃতি সম্পর্কেই আমরা বর্ত্তমান পরিকল্পনাটির ক্ষেত্র যথাসম্ভব প্রসারিত করিবার দাবী করিতে পারি। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ায় এইরূপ ব্যাপকভাবে বীমার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। এদেশে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে কি আপত্তির কারণ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বর্ত্তমান পরিকল্পনায় কলকারখানার মালিকদের পক্ষে সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে বীমার প্রিমিয়াম দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। আমাদের নিকট প্রিমিয়ামের এই হার খুব বেশী বলিয়াই মনে হয়। এত বেশী পরিমাণ প্রিমিয়াম দিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় অনেক কলকারখানার মালিকদের পক্ষেই যে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিস্তিবন্দীহারে উপরোক্ত প্রিমিয়ামের টাকা আদায় করা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে, কিন্তু মোট কতকগুলি কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রতি কিস্তিতে কি পরিমাণ টাকা দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে গবর্ণমেণ্ট এখনও তাহা প্রকাশ করেন নাই। অথচ বর্ত্তমান পরিকল্পনাটির উপযোগিতা বিবেচনা করিতে গেলে তাহা জানা প্রয়োজন। আমাদের মতে এদেশে অধিকাংশ কলকারখানার সমক্ষে বর্ত্তমানে নানাদিক দিয়া যে অভাব ও অসুবিধা দেখা যাইতেছে তাহাতে উহাদের নিকট হইতে আদায়ী মোট প্রিমিয়ামের পরিমাণ সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ২ ভাগের বেশী হওয়া উচিৎ নহে। তাহা ছাড়া যথাসম্ভব বেশী কিস্তিতে সেই প্রিমিয়াম আদায়ের ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত। স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য অষ্ট্রেলিয়ায় যে বীমা-ব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে তাহাতে প্রতি ১০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির জন্য বাৎসরিক মাত্র ৪ শিলিং প্রিমিয়াম ধার্য্য হইয়াছে। আমাদের দেশেও ঐরূপ কম প্রিমিয়াম নির্দ্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্ট যে বীমা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়াছেন তাহাতে কলকারখানাসমূহের যন্ত্রপাতি ও উহাদের জন্য ব্যবহৃত বাড়ীঘর প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণের ব্যবহৃত বাড়ীঘরও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইভাবে দেশের সকল স্থানের কলকারখানা ও বাড়ীঘর বীমা-ব্যবস্থার আমলে আসার দরুণ বহুসংখ্যক বীমাকারীর নিকট হইতে কম পরিমাণ প্রিমিয়াম আদায় করিয়া তাঁহারা যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব যথাযথ পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন। ভারতবর্ষে সেইরূপ ব্যাপকভাবে বীমার পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ভারত সরকারের পক্ষেও অল্প প্রিমিয়াম লইয়া যুদ্ধজনিত যাবতীয় ক্ষতির দায়িত্ব বহন করা সম্ভবপর হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে এসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমানে পুনরায় আমরা তাঁহাদিগকে ঐবিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

খাদ্যাভাবের সমস্যা

চাহিদার তুলনায় চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যের যোগান কম হওয়ায় বর্ত্তমানে এদেশে খাদ্যাভাবের একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বাহিরের আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া এই সমস্যা ভবিষ্যতে আরও জটিল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ভারতে অধিক খাদ্যশস্য চাষের আশু প্রয়োজনীয়তা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিতেছেন। আর সেজন্য উপযুক্ত কার্য্যনীতি অনুসরণের নিমিত্ত কিছুকাল যাবৎ গবর্ণমেণ্টের উপরও চাপ দেওয়া হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য গত ৬ই এপ্রিল তারিখে নূতন দিল্লীতে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনের কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে এবং উহার একটি কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে আমরা উহার ফলে এদেশে খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি ব্যাপক সরকারী পরিকল্পনা গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সে আশা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কেননা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্তৃতায় খাদ্যাভাব সমস্যা সমাধানের জন্য এদেশে ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হইলেও তাহা কার্য্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দিক হইতে উপযুক্ত সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের তেমন কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই। তবে বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবার জন্য এই সম্মেলন যে কয়েকটি কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাহা যথাসম্ভব কার্য্যে পরিণত করিলে উহা দ্বারা খাদ্যসমস্যা সমাধানের কতকটা সহায়তা হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

দিল্লী সম্মেলন এদেশে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে সুসঙ্কল্পিত চেষ্টা সুরু করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের জন্য এবিষয়ে যেসব কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ এইরূপ :— (১) কৃষকদিগকে অধিক পরিমাণে উন্নত খাদ্যশস্যের বীজ সরবরাহ করা, (২) জমির জন্য ভাল সারের ব্যবস্থা করা, (৩) কৃষি জমির জলসেচ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করা, (৪) কৃষকদিগকে প্রয়োজনমত অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া, (৫) খাদ্যশস্যের জন্য কৃষকেরা পূর্ব্বেকার অনাবাদী জমি এক্ষণে আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহার উপর কোন রাজস্ব আদায় না করা বা কম রাজস্ব আদায় করা।

এইরূপ নির্দ্দেশ খুবই সময়োচিত এবং তাহা যথাযথ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে প্রদেশগুলিতে খাদ্যশস্যের চাষ অবশ্যই বাড়িতে পারে। ভারতের অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট খাদ্যাভাব সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য ইতিমধ্যে কমিটি বসাইয়াছেন। আশা করি তাঁহারা এই সমস্ত নির্দ্দেশ এখন হইতে যথাসম্ভব কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার-সমূহের আয় যেরূপ সীমাবদ্ধ এবং জনরক্ষা ব্যবস্থার জন্য কোন কোন প্রদেশকে বর্ত্তমানে যেরূপ বেশী অর্থ নিয়োগ করিতে হইতেছে তাহাতে ঐ সমস্ত দিক দিয়া তাঁহারা অচিরেই যথোপযুক্ত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ করিতে হইলে প্রভূত অর্থ প্রয়োজন। সেইরূপ বেশী অর্থের সংস্থান করা কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই তেমন সম্ভবপর নহে। জলসেচের বন্দোবস্ত, কৃষকদিগকে ঋণ প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারেও অনুরূপ কারণে তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ কিছু সাহায্য আশা করা যায় না। এই সমস্ত বিষয়ে উপযু. পরিমাণ অর্থ নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্ব হইতেই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ সেবিষয়ে কখনও বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই অবস্থায় বিভিন্ন কার্য্যক্রম অনুসরণ করিয়া প্রদেশসমূহে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইতে হইলে আমাদের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে তন্নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা সঙ্গত। দুঃখের বিষয় সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কোন সহযোগিতার ভাব দেখাইতেছেন না।

দিল্লী সম্মেলন ভারত সরকারকে একটি সেণ্ট্রাল ফুড এডভাইসরী কাউন্সিল গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই কাউন্সিল গঠিত হইলে উহা খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের কার্য্যধারার সমন্বয় সাধন করিবে। তাহা ছাড়া খাদ্যশস্য সম্পর্কে গবেষণা, পরিচালনা ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সংবাদ সরবরাহ বিষয়ে উহা ব্যাপৃত থাকিবে। কিন্তু এই কাউন্সিল কোন প্রদেশের প্রয়োজন অনুসারে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবে বলিয়া কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় কাউন্সিলের কার্য্যধারা সেবিষয়ে নিয়োগ করা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য নহে। এই অবস্থায় প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাঁহাদের অর্থাভাব প্রযুক্ত খাদ্যশস্যের চাষ সম্পর্কে উপরোক্ত কার্য্যনীতি বিশেষ কিছুই অনুসরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে উপযুক্ত অর্থসাহায্যের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এদেশের কৃষকেরা কোন পণ্যের চাহিদা বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনমত তাহার উৎপাদন বাড়াইতে বা কমাইতে অভ্যস্ত নয়। উপযুক্ত পরিমাণ ধান ও গম প্রভৃতি চাষের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করিয়া উহারা এতদিন গতানুগতিক পন্থায় অত্যধিক পরিমাণে পাট ও তূলা প্রভৃতিই চাষ করিয়াছে এবং এই সমস্তের অতি উৎপাদনের ফলে পরিণামে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেই অনিষ্টকর রীতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইতে হইলে এখন হইতে কৃষকদের ভিতর তৎসম্পর্কে জোর প্রচারকার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা সঙ্গত। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় দরকার হইলে অর্ডিনান্স জারী করিয়া অধিক খাদ্যশস্যের চাষ বিষয়ে উহাদিগকে বাধ্য করাও সমীচীন হইবে। কিন্তু দিল্লী সম্মেলন সে সম্পর্কে কোন কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করেন নাই। আশা করি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতে গেলে সেরূপ প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হইবেন না।

(১২৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

ভারতে চা-ব্যবহারের পরিমাণ

গত ২রা এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, ভারতে চা ব্যবহারের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সালের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে ১০ কোটী পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে।

কানাডার সমর ঋণ

কানাডায় দ্বিতীয় দফা সমর ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার এবং ঋণদাতাদের সংখ্যা হইতেছে ১৬ লক্ষ ৪২ হাজার ১৩ জন। প্রাপ্ত ঋণের মধ্যে ৮৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার নগদ আদায় হইয়াছে।

ভারতে সমর ঋণের পরিমাণ

১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইতে ১৯৪২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতে বিভিন্ন দফার দেশরক্ষা ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১১১ কোটি ২৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা।

কানাডা সরকারের বাজেট

কানাডা সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ২২১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কানাডা হইতে বৃটেনকে ১ শত কোটি ডলার সাহায্য করা হইবে।

ভারতে ভেষজ শিল্প

'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র ১৯৪০-৪১ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠান সুগন্ধি তৈল এবং উদ্ভিজ্জ রং প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উক্ত সমিতি ৫২ হাজার ৩০৩ পাউণ্ড সিনকোনাজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বিতরণ করিয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের শেষভাগে এই প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ শত পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট, ২ লক্ষ ৭ হাজার ৮৭২ পাউণ্ড সিনকোনার ছাল এবং ৮ হাজার ৯৪৩ পাউণ্ড সিনকোনা ফেব্রিফিউজ মজুদ ছিল।

যুক্ত প্রদেশে বিভিন্ন ফসলের চাষ

যুক্ত প্রাদেশিক সরকার সেচ-ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করিয়া যাহাতে বিভিন্ন ফসলের চাষ বৃদ্ধি করা যায়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ৭৭ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে, ইহার মধ্যে যুক্ত প্রাদেশিক সরকার ৪৬ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ছোলা এবং যব প্রভৃতি চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫০ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯৩৫ একর। ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বার্লির চাষ হইয়াছে ৩৯ লক্ষ ৭ হাজার ১৬৪ একর জমিতে; ইহার ভিতরে ২৩ লক্ষ ২২ হাজার ৫৮৬ একর জমিতে সরকার সেচকার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে যুক্ত প্রদেশে ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

ভারতে যুদ্ধকালীন কয়েকটী শিল্পের হিসাব

ভারতে ১৯৪০-৪১ সালের যুদ্ধকালীন কয়েকটী শিল্পের উৎপাদনের হিসাবে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে রঞ্জন শিল্পজাত দ্রব্যাদির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৪ হাজার ৬৬৬ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের), ১৯৩৯-৪০ সালে রঞ্জন দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৪৩ হন্দর। কাগজ শিল্পের উৎপাদন গত বৎসরে ১৪ লক্ষ ১৩ হাজার ২৬৭ হন্দর হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৩৫ হন্দরে পৌছিয়াছে। দিয়াশলাইয়ের বাক্সের উৎপাদন সংখ্যা গত বৎসরের ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৭১২ গ্রোস (১২ ডজনে ১ গ্রোস) হইতে বাড়িয়া ৩০ লক্ষ গ্রোস হইয়াছে। ইহা ছাড়া আটা, চিনি, পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন পরিমাণও পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্যার জাফরুল্লাখানের নূতন পদ

প্রকাশ, স্যার জাফরুল্লা খান চুংকিংএ (চীনে) ভারত সরকারের এজেন্ট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

কাশ্মীর রাজসরকারের বাজেট

কাশ্মীর রাজসরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আয় এবং ৩ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ৩ লক্ষ টাকার বেশী অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বাজেটে নূতন করিয়া কোনরূপ কর ধার্য্য করা হয় নাই।

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ

ভারতের বিভিন্ন জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামত করার ঘাঁটিসমূহে প্রায় ৩ শত খানি বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামত কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ৩০ হাজার জনেরও অধিক। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানায় প্রায় ৪ হাজার খানা সমুদ্রগামী জাহাজ মেরামত করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়করের পরিমাণ

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়কর এবং অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ ২৫৫ কোটি ডলার আদায় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

করাচী পোর্টট্রাষ্টের আয় ব্যয়

১৯৪২-৪৩ সালে করাচী পোর্টট্রাষ্টের ৭০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা আয় এবং ৬৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের হিসাব

১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের জন্ম সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৫ হাজার ১০৬টী। ১৯৩১ সালের পর কোন বৎসরেই ডিসেম্বরের ত্রৈমাসিক হিসাবের জন্মসংখ্যা এত বেশী হয় নাই। ১৯৩৩ সালের পর গত বৎসরের (১৯৪১ সালের) মত জন্ম সংখ্যা এত কম আর কখনও হয় নাই। উক্ত বৎসরের জন্ম সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭৮টী। ১৯৪১ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫১০টী বিবাহ হইয়াছে। ১৯৪০ অথবা ১৯৩৯ সালের তুলনায় ইহার সংখ্যা কম হইয়াছে। আলোচ্য তিন মাসে (১৯৪১ সালের অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর) মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৬৮টী। ১৯৩৪ সালের পর অপর কোন বৎসরের অনুরূপ সময়ে এত কম মৃত্যু আর হয় নাই।

আসাম সরকারের খাদ্যশস্য উৎপাদন

আসাম সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, উক্ত প্রদেশে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতেই এপ্রদেশের চাহিদা মিটিয়া যায়। সরকারী কৃষি-বিভাগ কৃষকদিগের মধ্যে উন্নতধরণের বীজ ধান্য বিতরণের চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি বৎসর আসামে ৪৫ লক্ষ টাকার ডাল আমদানী করিতে হয়। এই জন্য মাটি কলাই ও অন্যান্য শ্রেণীর ডাল উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হইবে। গত বৎসর অধিক পরিমাণে আলু উৎপাদন করিবার আন্দোলন করিয়া সাফল্য লাভ করা গিয়াছে। হবিগঞ্জ অঞ্চল ছাড়া এই প্রদেশের অন্য কোন স্থানে পিঁয়াজ জন্মান সম্ভবপর হইতেছে না।

যুক্তপ্রদেশে ইক্ষুর চাষ

১৯৪১-৪২ সালে যুক্ত প্রদেশে ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৪১ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ইক্ষুর চাষের জমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৫৪ একর। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩১·৮ ভাগ কম জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। এই কারণে চিনির দরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৫ লক্ষ একর জমিতে উন্নত ধরণের ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, ১৯৪১-৪২ সালে ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩০ টন গুড় উৎপাদন করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ২৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৯৯ টন গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কার্য্যবিবরণী

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত কার্য্যবিবরণীর যে তথ্যাদি ভারত সরকার সদ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে রেজেষ্টীকৃত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংখ্যা ৫৬২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬৬টীতে দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪৫০টী ইউনিয়ন তাহাদের হিসাব নিকাশ দাখিল করিয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরে ৩৯৪টী ইউনিয়ন তাহাদের হিসাবপত্র পেশ করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রদেশেই রেজেষ্টীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়িয়াছে, বাংলা দেশে ইউনিয়নের সংখ্যা সামান্য কমিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভ্য সংখ্যা হইয়াছে ৫ লক্ষ ১১ হাজার ১৩৮ জন; পূর্ব্ব বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ১৫৯ জন। ১৯৩৮-৩৯ সালে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের আয় ও তহবিলে মজুদ অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮২২ টাকা এবং ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬৪ টাকা। ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১১ লক্ষ ২১ হাজার ৭৯৭ টাকা এবং ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯০৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রত্যেক ইউনিয়নের গড়পড়তায় আয়ের পরিমাণ হইয়াছে ২২৫৮·৪ টাকা, পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ২৪৯১·৫ টাকা। বোম্বাই প্রদেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের প্রাপ্তব্য ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৫১ টাকা চাঁদার মধ্যে ৭৮ হাজার ১৫১ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩২·৮ ভাগ টাকা আদায় হয় নাই।

ডাক ও তার বিভাগের জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের পরিমাণ

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা মূল্যের জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ মালপত্র খরিদের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, বিদেশ হইতে আলোচ্য বৎসরে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার জিনিষপত্রাদি ক্রয় করা হইয়াছে।



প্রতিদিন ভোরবেলা থেকে লোকটি কল চালায়। আশ্চর্য এই যে যতই কাজের চাপ পড়ুক না কেন, ক্রমাগত কাজ করেও এর কর্মশক্তি আর একাগ্রতা কমে যায় না। এর কারণ,—লোকটি রোজ বেলা এগারোটায় এক পেয়ালা তাজা-করা গরম চা খেয়ে নেয়। আপনিও রোজ এগারোটার সময় মজুরদের চা দিয়ে দেখুন না তারা কেমন উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে! শ্রমিকদের ক্লান্তি দূর করবার জন্য চায়ের মতো পানীয় আর নেই।

বেলা এগারোটায় চা খেলে হারানো শক্তি ফিরে আসে



চা খেয়ে ক্লান্তি দূর করুন

ভারতে গম চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালের গম চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে ৩ কোটী ২৪ লক্ষ ৪৪ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরে গম চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৬৪ হাজার একর। ১৯৪১-৪২ সালে বাংলা দেশে ১ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার একর জমিতে গম চাষ হইয়াছিল।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গমের চাষ

১৯৪২ সালের শীতের মরশুমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটী ১২ লক্ষ ৫ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরের অনুরূপ সময়ে ৪ কোটী ৬২ লক্ষ ৭১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৫ কোটী ৫৮ লক্ষ ৩১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ৯৪ কোটী ৫৯ লক্ষ ৩৭ হাজার বুসেল (২ কোটী ৫৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে ৫ কোটী ২৯ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ৮১ কোটী ২৩ লক্ষ ৭৪ হাজার বুসেল (২ কোটী ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছিল।

কানাডায় গমের চাষ

১৯৪১ সালে কানাডায় ২ কোটী ২৩ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে এবং ২৯ কোটী ৯৪ লক্ষ ১ হাজার বুসেল (৮০ লক্ষ ২০ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে ২ কোটী ৮৭ লক্ষ ২৬ হাজার একর জমিতে গমের চাষ এবং ৫৪ কোটী ১ লক্ষ ৯০ হাজার বুসেল (১ কোটী ৪৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত কানাডায় ৫৫ কোটী ৩০ লক্ষ বুসেল (ত্রিশ সেরে এক বুসেল) গম বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্য উদ্বৃত্ত ছিল।

গম সমস্যা

গত ৭ই এপ্রিল তারিখে নয়াদিল্লীতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনে গম সমস্যা সম্পর্কে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার বলেন যে, গমের মূল্য নূতন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিলে গত দুই মাস কাল যাবৎ যে গোলযোগ চলিতেছে তাহার অবসান হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা যাহাতে গম মজুত করিতে না পারে তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে পাইকারী ব্যবসায়ীদের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যসমূহ কর্ত্তৃক লাইসেন্স প্রথা প্রবর্ত্তন করিলে সুফল দেখা যাইতে পারে। বাণিজ্যসচিব আরও বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর গমের মূল্যের তারতম্য রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে অন্যান্য পণ্যেরও পাইকারী মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

চট্টগ্রাম হইতে চাউল রপ্তানী

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আদেশ নাকচ করিয়া এই মর্ম্মে গত ৬ই এপ্রিল তারিখে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, রপ্তানীকারকদের প্রত্যেককে চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যহ দুই ওয়াগন পর্য্যন্ত চাউল জেলার বাহিরে রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে। তবে তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে যে পরিমাণ চাউল সাধারণতঃ রপ্তানী করিয়া থাকেন, সেই ভাবে রপ্তানী করিতে হইবে। বাঙ্গলা ও আসামের বাহিরে কোনও স্থানে তাহাদিগকে চাউল রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে না। উক্ত আদেশে আরও বলা হইয়াছে, যে সকল স্থানে চাউল সরবরাহের জন্য বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে, সেই সব স্থানে চাউলের অভাবের শঙ্কার কথা বিবেচনা করিয়াই এই নূতন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

ইজারা ও ঋণদান আইনে কৃষিপণ্য প্রেরণ

১৯৪২ সালের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইজারা ও ঋণদান আইন অনুসারে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তিবর্গকে ৪৯ কোটী ৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের কৃষিজাত পণ্যাদি বিলি করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৫ কোটী ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের কৃষিপণ্য দেওয়া হইয়াছে।

ইংলণ্ডে চা ব্যবহার হ্রাস

ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বে যে পরিমাণ চা পান করিত এখন তাহার অর্দ্ধেক মাত্র পাইবে। শ্রমিকেরা আগের মত পরিমাণই চা পাইবে।

চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

গত ৪ঠা এপ্রিল হবিগঞ্জে চা-কর সমিতির এক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত বলেন যে, চা শিল্প সম্পর্কে যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে এই শিল্প সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে সামরিক বিপর্য্যয়ের ফলে তাহা বর্ত্তমানে বাজার হারাইয়া ফেলিয়াছে। অতএব ১৯৪২ সালে ভারতে বহুল পরিমাণে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রেল কর্ত্তৃপক্ষের জিনিষপত্রাদি ক্রয়

১৯৪০-৪১ সালে ভারতের রেলওয়েসমূহ ১৭ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষপত্রাদি ক্রয় করিয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে আলোচ্য বৎসরে ১২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যের দেশীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় করা হইয়াছে ; ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ এদেশজাত দ্রব্যাদি খরিদের মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ১১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা।

কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারিবৃন্দ সম্বন্ধে বিধান

জনরক্ষা ও নগররক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়া বাংলা সরকার কলিকাতা করপোরেশনের কর্ম্মচারীদের চাকুরী "এসেনসিয়াল" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ চাকুরী ১৯৪১ সালের 'এসেনসিয়াল সার্ভিস অর্ডিন্যান্সের' (অত্যাবশ্যকীয় চাকুরী সম্পর্কিত জরুরী বিধানের) আমলে আসিবে।

ভারত সরকারের কারিগরি শিক্ষা পরিকল্পনা

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ভারত সরকার ১৫ হাজার লোকের জন্য যে কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ১৮ হাজার লোক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে এবং ৫ হাজার জন শিক্ষা গ্রহণ শেষ করিয়া বিভিন্ন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৪৮ হাজার লোককে কারিগরি শিক্ষা দান করিবার সম্পর্কে ভারত সরকার বিবেচনা করিতেছেন। ইংলণ্ড হইতে প্রায় ১ শত শিক্ষককে এইরূপ শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য আনা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে ভারতে ৩১০টী কেন্দ্রে এইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার ৪৩টী শিক্ষাকেন্দ্র দেশীয় রাজ্যসমূহে স্থাপিত হইয়াছে। যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মাসিক ভাতা ২০৲ টাকা হইতে ২৭৲ টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে নাই তাহাদের মাসিক ভাতা ২০৲ টাকা হইতে ২২৲ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারখানায় কাজ করিবার সময় শিক্ষার্থিগণকে ৭৷৹ টাকা মূল্যের পোষাক বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

কলিকাতা বন্দরের শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ

প্রকাশ, ভারত সরকার কলিকাতার বন্দরে যে সকল শ্রমিক জাহাজ হইতে মাল নামাইবার ও জাহাজে মাল উঠাইবার কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে এককালীন ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন, প্রায় ৬ হাজার শ্রমিকের বাস করিবার উপযুক্ত গৃহাদি উক্ত অর্থে ব্যয় নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হইবে।

বিভিন্ন দেশে তিসির চাষ

১৯৪১ সালের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৩২ লক্ষ ২ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে এবং ৩ কোটী ১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার বুশেল (৭ লক্ষ ৮৭ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে ৩১ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছিল এবং ৩ কোটী ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার বুসেল (৭ লক্ষ ৭২ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে কানাডায় ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। আর্জ্জেনটাইনে ১৯৪১-৪২ সালে ৬৭ লক্ষ ৪৬ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় গমের চাষ

১৯৪১-৪২ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় ১ কোটী ২৬ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; পূর্ব্ব বৎসরে ১ কোটী ২৪ লক্ষ ৫৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল।

ভারতে সরিষা ও তিসির চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১-৪২ সালে দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষে সমগ্র ভারতে ৩১ লক্ষ ২৩ হাজার একর জমিতে সরিষা এবং ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০-৪১ সালে সরিষা ও তিসির চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার একর এবং ২৯ লক্ষ ৭ হাজার একর। ১৯৪১-৪২ সালে বাংলা দেশে ৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমিতে সরিষা এবং ১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পূর্ব্ব বৎসরে বাংলা দেশে সরিষা ও তিসি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৫২ হাজার একর এবং ১ লক্ষ ৫৫ হাজার একর।

মার্কিণ সরকারের রবার ক্রয়

ব্রেজিলের রপ্তানীযোগ্য সমস্ত রবার ক্রয়ের জন্য মার্কিণ সরকার ব্রেজিলের সহিত পাঁচ বৎসরের মেয়াদে এক চুক্তি করিয়াছেন।

পাট আমদানী

১৯৪২ সালে জানুয়ারী মাসে যে ৭ মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী পাটকল অঞ্চলসমূহে ৪৪ লক্ষ বেল পাট আমদানী করা হইয়াছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অনুরূপ সময়ে এইরূপ পাট আমদানীর মাণরিপ ছিল ৫৭ লক্ষ বেল।

ঠিকানাবিহীন চিঠির সংখ্যা

ডেড লেটার অফিসের ১৯৪০-৪১ সালের কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসরে বেনামী চিঠিপত্র এবং পার্শ্বেল প্রভৃতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার। ভারতের বিভিন্ন ডাক বাক্সে গড়পড়তায় প্রত্যহ ২১৬ খানা চিঠিপত্র এবং পার্শ্বেল প্রভৃতির ঠিকানা না লিখিয়াই ডাকে দেওয়া হইয়াছে।

ফসল বৃদ্ধির পরিকল্পনা

প্রকাশ, বাংলা দেশে যাহাতে সরিষা, মুশুরী ও ছোলার চাষ বৃদ্ধি করা যায় তজ্জন্য ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে বাংলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী অতিরিক্ত ৬০ হাজার একর জমিতে ঐ সকল ফসলের চাষ করা হইবে।

চীনে কুইনাইনের বড়ি প্রেরণ

প্রকাশ, ভারত সরকার চীনে ৪ গ্রেণের ৫০ লক্ষ কুইনাইনের বড়ি সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১০ লক্ষ বড়ি অবিলম্বে ব্রহ্মস্থিত চীনা সৈন্যদের জন্য প্রেরিত হইবে।

আটার মূল্য

বাংলা সরকারের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কণ্ট্রোলার চান্দৌসী আটার দর নিম্নরূপ হারে বাঁধিয়া দিয়াছেন :—চান্দৌসী আটা প্রতিমণ—৮৶০ আনা (মিলের দর); পাইকারী বাজার দর প্রতিমণ—৮।০ আনা; খুচরা বাজার দর প্রতিমণ—৮৸৶০ আনা এবং প্রতি সের—৶১৷৷০ পাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধানের চাষ

১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ এবং ৫ কোটি ৫১ লক্ষ ২৮ হাজার বুসেল (১১ লক্ষ ৭ হাজার টন) ধান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৯৪০ সালে ১০ লক্ষ ৫১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ এবং ৫ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৪ হাজার বুসেল ধান (১০ লক্ষ ৬০ হাজার টন) উৎপন্ন হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ১৯৪২ সালের ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে :—মিঃ এন এইচ ওঝা, এইচ কে নাগ, এন সি ঘোষ, এ ফারকুহার, বি এন মণ্ডল, পি বসু, পি সি মুখার্জ্জি, রামশরণ দাশ, জে এন মুখার্জ্জি, অমৃতলাল চনচনি, এস ভাউসিকা, এস কে বাজপেয়ী, কে এল দত্ত, রাও বাহাদুর ডি ডি থ্যাকার, রায় বাহাদুর এইচ পি ব্যানার্জ্জি।

ব্রহ্ম ও মালয় হইতে মনিঅর্ডার প্রাপ্তির সংখ্যা

ডাক ও তার বিভাগের ১৯৪০-৪১ সালের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং মালয় হইতে ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ভারতে মনিঅর্ডার যোগে প্রেরিত হইয়াছে।

মাদ্রাজে রাস্তা নির্ম্মাণ

১৯৪২ সালে মাদ্রাজ সরকার পুরাতন রাস্তাগুলির উন্নয়নের জন্য ১৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উক্ত সরকার ২৩৩ মাইল রাস্তার উপরিভাগের সংস্কার সাধন করিবার নিমিত্ত ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন বলিয়া একটী পরিকল্পনা করিয়াছেন।

লবণ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

উড়িষ্যা প্রাদেশিক সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার ১৮৮২ সালের লবণ আইনের ২৭ ধারার আদেশ জারী করিয়া কটক, বালেশ্বর এবং পুরী জেলার সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ হইতে একযোগে এক মণের অধিক ওজনের লবণ অন্যত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে ধানের চাষ

১৯৪১-৪২ সালে ব্রহ্মদেশে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ এবং ৭৮ লক্ষ ৮১ হাজার টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে; ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ এবং ৮০ লক্ষ ৮৩ হাজার টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৭০ জন। ১৯০৬-০৭ সাল হইতে ১৯০৯-১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির গড়পড়তায় সভ্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯১০ জন। ১৯০৬-০৭ হইতে ১৯০৯-১০ সালে সমবায় সমিতিসমূহের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল গড়পড়তায় ৬৮ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ; ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৭ কোটী ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। আলোচ্য বৎসরে বাংলা দেশে ৫ কোটী ৩০ লক্ষ ৪ হাজার অধিবাসিদের মধ্যে প্রতি হাজার জনে ২১'৩ জন প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সভ্য হইয়াছে ; বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবে প্রতি ১ হাজার অধিবাসিদের মধ্যে এইরূপ সভ্যসংখ্যার অনুপাত হইতেছে যথাক্রমে ৩০'৬ জন, ২৩'২ জন এবং ৩৭ জন। দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে মহীশূর, হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীরে সমবায় আন্দোলনের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা হইতেছে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪টী ; পূর্ব্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫ হাজার ৩০১টী। আলোচ্য বৎসরে এই সকল কৃষি সমবায় সমিতিসমূহের সভ্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪০ লক্ষ ৯৮ হাজার জন এবং কার্য্যকরী মূলধন ৩০ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা ; পূর্ব্ব বৎসরে এই সকল কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার এবং কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩১ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা।

বৃটেনের আয় ব্যয়

১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বৃটেনে ২০৭ কোটী ৪০ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩১০ পাউণ্ড আয় হইয়াছে। এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে গত বৎসরের চেয়ে ৬৬ কোটী ৫১ লক্ষ ৯০ হাজার ১২৩ পাউণ্ড এবং অনুমিত বরাদ্দের চেয়ে ২৮ কোটী ৭৬ লক্ষ ৯৭ হাজার পাউণ্ড বেশী। আলোচ্য বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৪৮৬ কোটী পাউণ্ড। আয়ের চেয়ে ব্যয় হইয়াছে ২৭০ কোটী ২০ হাজার পাউণ্ড অধিক এবং এই আর্থিক ঘাটতি ঋণ করিয়া পূরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের ব্যয়ের শতকরা ৪৩'৪ ভাগ চলতি আয় হইতে মিটান হইয়াছে।

ভারতে আমদানী হ্রাস

নিম্নব্রহ্ম জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে তৈল আমদানী হ্রাস পাইবে। ভারতে যে দুইটী তৈল খনি আছে তাহাতে ১৯৩৮ সালে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টন এবং ৮ হাজার টন তৈল উৎপাদিত হইয়াছিল। সাধারণ বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে বৎসরে ১০ লক্ষ টন তৈল ভারতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বৃটেনে তামাকের পরিমাণ

১৯৪১ সালে বৃটেনে ২২ কোটী ১৯ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড তামাক মজুদ আছে ; ১৯৪০ সালে এইরূপ মজুদ তামাকের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটী ১২ লক্ষ ১৮ হাজার পাউণ্ড।

মুদ্রা প্রস্তুত বাবদ ভারতের আয়

ভারতে টাকশালে সৌদী আরব, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর দেশীয়রাজ্য, ইরাক, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মিশর, মস্কল এবং ভাওয়ালপুর রাজ্যের মুদ্রা তৈরী করিয়া তাহার প্রস্তুতের খরচ খরচা বাবদ ভারতের ১৬ লক্ষ ৯০ হাজর টাকা আয় হইয়াছে।

জি আই পি রেলওয়ের আয়

১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে জি আই পি রেলপথে ৭ কোটী ৩০ লক্ষ লোক যাতায়াত করিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৪-১৮ সালে ৩ কোটী ৯১ লক্ষ লোক জি আই পি রেলপথে যাতায়াত করিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ১ কোটী ৫০ লক্ষ টন মাল এই রেলপথে চলাচল করিয়াছে ; ১৯১৪-১৮ সালে ১ কোটী ১০ লক্ষ টন মাল চলাচল করিয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে জি আই পি রেলওয়ের ২১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে ; ১৯১৪-১৮ সালে ১১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল।

(খাদ্যাভাবের সমস্যা)

কৃষি পণ্য বিক্রয় বিষয়ে এদেশে কোন সুব্যবস্থা নাই। ফলে কৃষকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়িগণ উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য মূল্য হইতে উহাদিগকে অনেক সময়ই বঞ্চিত করিয়া থাকে। যদি কোন পণ্যের অতি উৎপাদন ঘটে তবে কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশা স্বভাবতঃই আরও বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় দেশে খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবার কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে উৎপন্ন খাদ্যশস্য বিক্রয় সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তাহাছাড়া খাদ্যশস্য চাষের আন্দোলন চালাইবার ফলে যদি কোন স্থানে উহার অতিউৎপাদন দেখা যায় তবে কৃষকদের নিকট হইতে তাহা ন্যায্য মূল্যে কিনিবার একটা বন্দোবস্তও পূর্ব্ব হইতে হওয়া আবশ্যক। সেরূপ কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসৃত হওয়ার নমুনা না দেখিলে দেশের কৃষকেরা খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নাও বোধ করিতে পারে। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া দিল্লী সম্মেলন ভারত গবর্ণমেণ্টকে ন্যায্য মূল্যে অবিক্রিত খাদ্যশস্য কিনিয়া লওয়ার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন কিনা তৎসম্পর্কে এখনও কিছু প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না। এদেশে অধিক খাদ্যশস্যের চাষ সম্পর্কে জোর দিতে হইলে তাঁহাদের পক্ষে সেবিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই খোলাখুলি প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্ত্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকার সকলদিক দিয়া আন্তরিকভাবে যত্নপর না হইলে এই বিরাট দেশে খাদ্যাভাবের সমস্যা সমাধান করা খুবই কঠিন হইবে।

১৯৪১ সালের উৎপন্ন পাটের হিসাব

প্রদেশ ও শীয়রাজ্য	পূর্ব্বাভাসঅনুযায়ী আবাদীজমি (একর)	আবাদীজমির পরিমাণের সংশোধিত হিসাব	উৎপাদনসম্বন্ধে ১৯৪১ সালের পূর্ব্বাভাস (গাঁইট)	উৎপাদনসম্বন্ধে সংশোধিত হিসাব
বাঙ্গলা	১,৫৩২,৮৫৫	১,৫৩২,৮৫৫	৪,২৫১,০৪৫	৪,২৫১,১৪৫ + ১০০
কুচবিহার	৩৮,৬০০	৩৮,৬০০	৪২,৬০০	৪২,৪৬০ — ১৪০
ত্রিপুরা	১৭,০০০	১৭,০০০	৩৪,০০০	৩৪,০০০
বিহার (নেপালসহ)	২,৪২,৫০০	২,৪২,৫০০	৪,২৮,৮০০	৪,২৮,৮০০
উড়িষ্যা	২৫,০৫৫	২৫,০৫৫	৫৮,৮১০	৫৮,৮১০
আসাম	২,৭৬,১০০	২,৭৬,১০০	৬,০৭,৩০০	৬,০৭,৩০০
	২,১৩২,১১০	২,১৩২,১১০	৫,৪২২,৫৫৫	৫,৪২২,৫১৫ — ৪০

কয়েকটী প্রয়োজনীয় ঔষধের মুল্য নিয়ন্ত্রণ

বাংলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলার গত ৩রা ও ৭ই এপ্রিল তারিখের দুইখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত ঔষধগুলির দর পাইকারী ও খুচরা ভাবে নিম্নহারে কার্য্যকরী হইবে :— ইনোস্ ফ্রুট সলট (হাউসহোল্ড)—২৬৵০ ডজন, ২।০ প্রতিটী, (স্থাণ্ডী)—১৫৮৯ ডজন, ১৵০ প্রতিটী ; (ট্রায়াল) ৪৮০ ডজন, ৶১০ পাই প্রত্যেকটী ; ফেরাডস প্রতিটী—৪/০ ; হিকস্ থার্ম্মোমিটার অর্দ্ধমিনিট ডজন—২০৲, প্রতিটী ১৸০ ; কাউ এ্যাণ্ড গেট মিল্ক ফুড (হাউসহোল্ড টীন) ডজন—৭২৲, প্রতিটী ৬৸০ ; (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টীন) ডজন—৩৭৵০, প্রতিটী—৩।।০, গ্রেপ ওয়াটার ডজন —১৪৵০, প্রতিটী—১৵০ ; ভেট্টল ১নং প্রতি ডজন—১৬৸০, প্রতি টিন—১।।৵০ ; ৪নং ডজন—১৪৸৵০, প্রতিটী—১৵৩ পাই, ৮নং ডজন—২৬৸০, প্রতিটী—২।।০ ; ১৬নং ডজন—৪৪।৶০, প্রতিটী—৪৶০ ; [মিষ্টল (অর্দ্ধ আউন্স)] ডজন—১০৸০, প্রতিটী—১৲ ; ২ আউন্স ডজন—২৩৵০, প্রতিটি—১।/০।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা আইন

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি কল কারখানায় বাধ্যতামূলক বীমা প্রবর্ত্তনের যে অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস সি রায় এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত অর্ডিনান্সের কাঠামোটা ভারতের বণিক ও ব্যবসায়ী মহল মোটামুটি সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া "পোড়ামাটির" নীতি অনুসৃত হইবার ফলে যে ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইবে এই আইনে তৎসম্পর্কে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে সকলেই আনন্দিত হইবে। কিন্তু এই নূতন পরিকল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে ফলপ্রদ করিতে হইলে ও ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রকৃত হিতসাধন করিতে হইলে আরও গুটিকয়েক অপক্ষপাত-মূলক সংশোধনের একান্ত প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত রায়ের অভিমতে শতকরা ৪৲ টাকা হারে যে প্রিমিয়াম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা অত্যধিক। তিনি গ্রেট বৃটেনের অনুরূপ আইনের নজির দেখাইয়া বলেন যে, সেখানেও প্রিমিয়ামের হার প্রতি ১০০ পাউণ্ডে মাত্র ৩০ শিলিং অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক ৮০ আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। পরে অবশ্য এই হার কিছুটা বর্দ্ধিত হইয়াছে ; তথাপি উহা ভারতে আলোচ্য অর্ডিনান্সে নির্দ্ধারিত প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষা কম। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র বৃটিশ ভারতে যে ১০ হাজার কল কারখানা রহিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলির বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নহে। সুতরাং প্রিমিয়ামের হার ধার্য্য করিবার সময় এই সব কল কারখানার বিষয় সম্যক বিবেচনা করা উচিত ছিল। তৃতীয়তঃ, কতদিনে ক্ষতিপূরণ করা হইবে অর্ডিনান্সে সেই বিষয়ে কোন স্পষ্ট কথা নাই। ইংলণ্ডে যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, ভারতেও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরও কয়েকটি বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় পরিশেষে বলেন যে, অর্ডিনান্সে গৃহ সম্পত্তি, শস্য ও গবাদি গৃহপালিত পশু সম্পর্কে কোন বিধান নাই। তিনি আশা করেন যে, ভারত সরকার গ্রেট বৃটেনের অনুসরণে অগোণে এই সব ও পূর্ব্বোক্ত সমস্তাগুলির সমাধান করিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষতিপূরণ বীমা আইনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।

যুদ্ধে প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রদর্শনী

ভারত সরকারের একটী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর, কানপুর এবং নয়াদিল্লীতে সরবরাহ বিভাগ ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রদর্শনী কক্ষ খুলিয়াছেন। এই সকল প্রদর্শনী কক্ষগুলিতে বিভিন্ন ধরণের বস্ত্র, ঘোড়ার জিন এবং অন্যান্য শ্রেণীর চামড়ার জিনিষ, খাদ্য-দ্রব্য, ঔষধপত্র, গোলাগুলি, লোহার জিনিষপত্র, ছোটখাটো কলকব্জা, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক জিনিষপত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যুদ্ধে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করার কথা বিবেচনা করিতেছেন, তাহাদের প্রতিনিধিরা ইহা দেখিবার জন্য প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টারগণের নিকট হইতে প্রবেশপত্র পাইতে পারেন। দিল্লীর প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশের অনুমতির জন্য চীফ কণ্ট্রোলার অব পারচেজ (সাপ্লাই) এর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড গত ১৯৪১ সালে মোট ৮ কোটি ১৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৭২৫ টাকার ৩৭ হাজার ৬৭টি নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন।

ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ

গত ৩রা এপ্রিল তারিখে ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চাপাই-নবাবগঞ্জ শাখার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত শৈলেশ চন্দ্র তালুকদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ইষ্টার্ণ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চাপাই-নবাবগঞ্জ শাখার সাফল্য কামনা ও এই প্রতিষ্ঠানে সকলের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আহ্বান করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের অর্থনৈতিক অভ্যুন্নতির সঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতির অচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য্য যোগাযোগের কথা বিবৃত করিয়া উক্ত শাখা অফিসের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে অতিথিবর্গকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

দি মেট্রোপলিটান্ ইলেকট্রিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর রায় বি কে বসু বাহাদুর। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা।

ইণ্ডিয়ান ওয়ার গুড্স এণ্ড হার্ডওয়েয়ার প্রোডাক্টস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এম দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮৬ বি, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

হিন্দুস্থান শেয়ার ডিলার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা।

খুদিয়া কোলিয়ারি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২২ হাজার টাকা।

জে সি দত্ত এণ্ড কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

বৃন্দাবনপুর কোলিয়ারি লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস—১১, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

ষ্টার মিনারেলস্ সিণ্ডিকেট লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ জে পারখানী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা।

বিল্ডিংস্ এণ্ড প্রোপার্টিজ্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি রায়। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩৫, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

ভিলেজ ইম্প্রুভমেণ্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ আর কে গাঙ্গুলী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

রুরাল প্রোভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স কোং লিঃ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পি দাস। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

এসোসিয়েশন্ ইম্পোর্টস্ এণ্ড এক্সপোর্টস্ কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস বি পালজি। রেজিষ্টার্ড অফিস—পি৬, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

আরকাটিপুর টী কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২॥০ আনা। **বেতজান টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **গৈরখাটা টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **জুতলিবাড়ী টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **লাকাটুরা টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **সেঞ্চুরি স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৪৲ টাকা। **নিউ চুমটা টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩০৲ টাকা। **স্বদেশী কটন মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৯০৲ টাকা। **ক্যালকাটা আইস্ এসোসিয়েশন লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকা। **বেলগাছি টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **শিবরাজপুর সিণ্ডিকেট লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **তাপ্তি ভেলী রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা। **তিস্তা ভেলী টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়েজ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **গোকক মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না। অবশ্য ইতিমধ্যে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তিন দিন বন্ধ ছিল। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায়, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের কোন কোন অঞ্চলে মহাযুদ্ধের দাবাগ্নি ছড়াইয়া পড়া সত্ত্বেও ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা অনুকূল রহিয়াছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ও অন্যান্য দেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। গত জানুয়ারী মাসের তুলনায় আলোচ্য ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের আমদানী বাণিজ্য ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা পরিমিত হ্রাস পাইয়াছে; কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ আদৌ হ্রাস পায় নাই।

বিনিময় বাজারের অবস্থায় একটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সর্ব্বত্র উৎসাহ ও কর্ম্মচাঞ্চল্যের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। অবশ্য ইষ্টারের ছুটির পূর্ব্বে বাজারে বিস্তর রপ্তানী বিলের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে জাপানী নৌবহরের চলাফেরার সংবাদে মনে হয় জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা বিনষ্ট হওয়ার ফলে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য আপাততঃ বহুল পরিমাণে ব্যাহত হইয়া পড়িবে।

গত ৭ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৵৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৷৵ আনা দরের শতকরা প্রায় ৫৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বার্ষিক ১৵৭ পাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১৪ই এপ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাদিগকে ১৭ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ। গত ১লা ও ২রা এপ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার-মিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ৮ই এপ্রিল হইতে আগামী ১৩ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-প্রকাশিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৷৵৩ পাই দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টার-মিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩রা এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৯ কোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নোক্ত হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতিটাকায়)	১ শি	৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি	৫$\frac{৩১}{৩২}$ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি	৬$\frac{১}{৩২}$ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলার)		৩৩২৸৹

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১০ই মার্চ্চ

ইষ্টারের দীর্ঘ ছুটির পর কলিকাতা শেয়ার বাজারের কাজকারবার আরম্ভ হইলেও শেয়ারের বেচাকেনার ব্যাপারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। যুদ্ধের বর্ত্তমান শোচনীয় এবং জটিল পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার একটা স্থায়ী এবং সম্মানজনক সমাধার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রেরিত দূত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং কংগ্রেসের মধ্যে যে আশাপ্রদ আলাপ আলোচনা চলিতেছিল তাহাতে শেয়ার বাজারের অবস্থায় কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমাপ্রণালী কলকারখানাসমূহের উপর বাধ্যতামূলক হওয়ায় অনেক প্রধান প্রধান শিল্প

প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ারের চাহিদা দেখা দিবে বলিয়াও কেহ কেহ ধারণা করিয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও দেশের ভিতরে যে একটা অনিশ্চিত আবহাওয়া বিরাজ করিতেছে, সেই জন্য শেয়ার বাজারে কোন ক্রেতাই শেয়ার খরিদ করিবার জন্য কোনরূপ আগ্রহ দেখায় নাই। কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের মীমাংসার সকল রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া যে খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, শেয়ার বাজারের অবস্থায় আরও অবনতি দেখা যাইবে।

কোম্পানীর কাগজ

যদিও এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারের পরিমাণ সঙ্কীর্ণ-গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তথাপি ইহার দরে কতকটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৸০ আনা দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের ঋণপত্র ৯৫৶০ আনা, ৩৷৷০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ৯৭৸৶০ আনা এবং ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৪৸/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে শুধু ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের বিকিকিনি হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ২১৷৶০ আনা হইতে ২১৸০ আনার মধ্যে এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর ১৩৷০ আনা হইতে ১৩৷৷৶০ আনার মধ্যে উঠানামা করিয়াছে।

চিনির কল

চিনির কলের শেয়ার অতি সামান্য বেচাকেনা হইয়াছে।

চা-বাগান

কয়েকটী বড় বড় চা-বাগানের প্রকাশিত হিসাব নিকাশে যদিও উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তবুও চা-বাগানের শেয়ারের জন্য বিশেষ কোন চাহিদা দেখা যায় নাই।

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৭ই এপ্রিল—৮৭৸০ ; ৮ই—৮৭৸০ ৮৮৲ ; ৯ই—৮৭৲ ৮৭৸৶০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ৯ই এপ্রিল—৯৫৶০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ৭ই এপ্রিল—১০৪৸০ ১০৪৸৶০ ; ৯ই—১০৪৸/০ ১০৫৲। ৩৷৷০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯ই এপ্রিল—৯৭৸৶০।

কয়লার খনি

সিঙ্গারণ ('বি') ৮ই এপ্রিল—১৸৶০।

কাপড়ের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ৯ই এপ্রিল—৭৷৶০।

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৭ই এপ্রিল—১৩৪৮৲। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭ই এঃ—৯০৲ ৯১৲ ; ৮ই—৯১৲ ৯১৷৷০ ; ৯ই—৯১৲।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ৭ই এপ্রিল—২৲। ইণ্ডিয়ান কপার ৮ই এঃ—১৷৷৶০ ; ৯ই—১৷৷৶০ ১৷৷৶০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৭ই এপ্রিল—২২৷০ ২২৷৶০ ২২৸৶০ ; ৮ই—২১৸০ ২১৸৶০ ২২৲ ২২৷০ ; ৯ই—২১৸৶০ ২২৲ ২২/০ ২২৷৶০। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ৭ই এপ্রিল—১৩৷০ ১৩৷/০ ১৩৷৶০ ; ৮ই—১৩৷০ ১৩৷৶০ ১৩৷৷৶০ ; ৯ই—১৩৷৶০ ; (প্রেফ) ৭ই এপ্রিল—৯৩৲ ; ৮ই—৯১৲ ; ৯ই—৯১৲।

কাগজের কল

ষ্টার পেপার ৯ই এপ্রিল—১৩৷৷০।

পাটকল

হুকুমচাঁদ (প্রেফ) ৮ই এপ্রিল—১২৬৲। রিলায়েন্স (প্রেফ) ৮ই এঃ—১৩২৲।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ৮ই এপ্রিল—১০২৲।

ইলেক্‌ট্রীক

জব্বলপুর ৮ই এপ্রিল—১৪৫০।

বিবিধ

বি আই করপোরেশন (অর্ডি) ৯ই এপ্রিল—৪৸৵০; (প্রেফ) ৯ই এ:—১৫৯৲।

চিনির কল

মারী ক্রয়ারী ৭ই এপ্রিল—১৫৲; ৯ই—১৫৲। কাণপুর (প্রেফ) ৯ই এপ্রিল—১৫০৲।

ডিবেঞ্চার

৬৲ টাকা সুদের (১৯০৮-৪৮) সালের হাওড়া-আমতা রেলওয়ে ৯ই এপ্রিল—১০৪৷৷০।

চা-বাগান

সেণ্ট্রাল কাছাড় ৭ই এপ্রিল—৭১৲। চুণাভুতি ৭ই এপ্রিল—৪৯২৷৷০। দার্জ্জিলিং টী এবং সিনকোনা ৭ই এপ্রিল—১৯৫৲। হস্তপাড়া ৭ই এপ্রিল—৪৪৬৲। মনাবাড়ী ৭ই এপ্রিল—২৬১৲। মোখোলা ৭ই এপ্রিল—৫৭০৲। নাগরী ফার্ম্ম ৭ই এপ্রিল—২৩৷৷০। তেজপুর (প্রেফ) ৭ই এপ্রিল—১৪৲। রূপাচেড়া ৮ই এপ্রিল—৯৷৷০।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল

কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগে একটা অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে বাজার দিন কয়েক বন্ধ ছিল। বাজার পুনরায় একটা মন্দার অবস্থায় আরম্ভ হয়। বাজারে কাজকারবার বিশেষ কিছু হইতে পারে নাই। চট ও থলের বৈদেশিক চাহিদা দেখা যাইতেছে না। রপ্তানী বাণিজ্যের এই প্রতিকূল পরিস্থিতির ফলে থলে ও চটের দর নামিয়া পড়িয়াছে। ৯নং পোর্টার চটের দর পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ১৷০ টাকার মত হ্রাস পাইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে প্রতি বেলের হার এক টাকা হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে। মিল মালিকগণ পাট ক্রয়ের দিকে স্বভাবতঃই আগ্রহের অভাব দেখাইতেছেন। ফাটকা বাজার একেবারে বন্ধ।

গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃএর ঐ সপ্তাহের পাটচাষ সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, অধিকাংশ অঞ্চলেই আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি ভাল ছিল। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গলার জেলাসমূহে আরও কিছু বৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়। পাটের চারাগুলি অধিকাংশ অঞ্চলেই বেশ সুস্পষ্ট হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এতাবৎ গত বৎসরের তুলনায় ও ১৯৪১ সালের হিসাবে কি পরিমাণ পাট বপন করা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—নারায়ণগঞ্জ—এবার ২০ আনা; গতবার ৭ আনা। চাঁদপুর—এবার ২৬ আনা; গতবার ১০ আনা। হাজিগঞ্জ—এবার ২৬ আনা; গতবার ৫ আনা। চৌমোহনী—এবার ২০ আনা; গতবার ৫ আনা ৩ পাই। আশুগঞ্জ—এবার ২০ আনা; গতবার যৎসামান্য। আখাউড়া—এবার ১৮ আনা; গতবার ২ আনা। নিখলিদামপাড়া—এবার ৯ আনা ৬ পাই; গতবার ১ আনা ৬ পাই। এলাশিন—এবার ১৮ আনা ৬ পাই; গতবার ৫ আনা। সরিষাবাড়ী—এবার ৫ আনা; গতবার ৩ আনা। ময়মনসিংহ—এবার ৫ আনা; গতবার ৫ আনা ৩ পাই। সিরাজগঞ্জ—এবার ৬ আনা ৬ পাই; গতবার ২ আনা ৯ পাই। তাঙ্গুরা—এবার ৪ আনা; গতবার ৩ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা ১১ই এপ্রিল

তুলার বাজারের অবস্থায় একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। ব্রহ্মদেশ হইতে উপর্য্যুপরি সামরিক বিপর্য্যয়ের দুঃসংবাদ তুলার বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তুলার দরেও বিশেষ উঠানামা হয় নাই। বোরোচ এপ্রিল-মে ১৫৬৲ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

কাপড়ের বাজারের অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ উন্নততর বলিতে হইবে। বোম্বাইএর বাজারে সম্প্রতি কিছুটা চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ সরবরাহই ইহার একমাত্র কারণ। কলিকাতার বাজারের অবস্থারও উন্নতি লক্ষিত হয়, যদিও এই পরিবর্ত্তন খুব ধীরে ধীরে ঘটিতেছে। মোট কথা, তুলা ও কাপড়ের বাজারের অবস্থা নৈরাশ্যজনক নহে।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা ১০ই মার্চ্চ

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারের কাজকারবারে দুইটী পরস্পর বিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। একদিকে বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির জন্য সোণার দর চড়িবার লক্ষণ দেখা গিয়াছে, অপর দিকে বাজারে প্রচুর পরিমাণে সোণা আমদানী হওয়ায় পুনরায় ইহার দরে আবার কতকটা নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রতি ভরি সোণার দর ৫২ টাকা হইতে ৫৩ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। আজ বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর দাঁড়াইয়াছে ৪৯৷৷০ আনা এবং যে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে ৪৮৸০ আনা। বোম্বাইয়ে প্রতিটী গিনি ৩৮৲ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৫০৷৷৵০ আনা। বড়ালবার প্রতি ভরি ৫০৷৷০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৪০।৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে পূর্ব্ব সপ্তাহের চেয়ে রূপার দরে কতকটা উর্দ্ধগতি দেখা গিয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রূপার দর দাঁড়াইয়াছে ৮৩৷৷০ আনা এবং যে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৮০ টাকা। কলিকাতায় প্রতি একশত

তোলা রূপা ৮১৮০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৮২ টাকা দরে বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩২ পেন্স।

কলিকাতার বাজার দর

বাংলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত বিভাগ হইতে গত ৬ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির দরের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

বাকতুলসী ধান প্রতি মণ—৩৷৹ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ—৩৷৴৹ ; মোটা ধান প্রতি মণ—৩৷৴৹ ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ—৬৷৹ ; পাটনাই চাউল প্রতি মণ—৫৸৶৹ ; মোটা চাউল প্রতি মণ—৫৷৹ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ—১৩৷৶৹ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৫৪৲ টাকা হইতে ৭৪৲ টাকা ; 'এগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৭০৲ ; ১নং চিনি প্রতি মণ—১৩৸৹ ; ২নং চিনি প্রতি মণ—১৩৷৶৹ ; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৫ সের ; মুরগীর ডিম (প্রতি কুড়ি) (ক) শ্রেণী—৸৶৹, (খ) শ্রেণী—৷৷৶৹ ; (গ) শ্রেণী—৷৷৴৹ ; (ঘ) শ্রেণী—৷৴৹ ; সাধারণ শ্রেণী—৷৷৹ ; হাঁসের ডিম (প্রতি কুড়ি)—সাধারণ শ্রেণীর—৷৴৬ পাই ; নৈনিতাল আলু প্রতি মণ—৩৶৹ ; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—১৮৲ ; রোহিত মাছ প্রতি মণ—২০৲ ; চিংড়ি মাছ প্রতি মণ—১৬৲ ; সবরী কলা প্রতি ডজন—৶৹ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—৷৬ পাই ; মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—১০টী ; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—৩৫টী ; আসামের আনারস (প্রতি কুড়ি)—১৪৲।

খৈলের বাজার

কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল

রেড়ির খৈল—আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ীর খৈল ২৷৶৹ আনা হইতে ২৷৷৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারেরা প্রতি দুইমণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি প্রত্যেকটী থলের জন্য ৷৹ আনা অতিরিক্ত ধার্য্য করিয়া) ৫৷৹ আনা হইতে ৫৷৷৹ আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা রেড়ির খৈল ক্রয় করিবার জন্য চাহিদা দেখাইয়াছে। শ্রমিকের অভাব বশতঃ কলসমূহে রেড়ির খৈলের উৎপাদন সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

সরিষার খৈল—এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। কলসমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ১৸৶৹ আনা হইতে ২৴৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে রাজী ছিল। অপর পক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা প্রতি দুই মণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি অতিরিক্ত ৷৹ আনা সহ) ৪৷৶৹ আনা হইতে ৪৷৷৶৹ আনা দরে বিক্রয় করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা সরিষার খৈল ক্রয় করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। সরিষার খৈলের উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

চামড়ার বাজার

কলিকাতা ১০ই মার্চ

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। মাদ্রাজী চর্ম্ম-ব্যবসায়ীরা গরুর চামড়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খরিদ করিয়াছে। বাজারে চামড়ার আমদানী এবং মজুদের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল :—

ছাগলের চামড়া—পাটনা ৫ হাজার ৪ শত টুকরা ৮০৲ টাকা। ঢাকা-দিনাজপুর ৫৭ হাজার ১ শত টুকরা ৮০৲ টাকা হইতে ১১৫৲ টাকা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ২০ হাজার ৮ শত টুকরা ৬০৲ টাকা হইতে ১১২৷৷৹ আনা। এতদ্ব্যতীত পাটনা ৮ শত টুকরা। ঢাকা-দিনাজপুর ৯৭ হাজার ৩ শত টুকরা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ১৮ হাজার ৯ শত টুকরা ছাগলের চামড়া বাজারে মজুদ ছিল।

গরু ও মহিষের চামড়া—আগ্রা-আর্সেনিক শুকনো ৫ শত টুকরা ৮৸৹ আনা, রাঁচি-গয়া আর্সেনিক শুকনো ১ হাজার ২ শত টুকরা ৮৸৹ আনা, রাঁচি-গয়া সাধারণ ৫ শত টুকরা ৭৷৷৹ আনা, দারভাঙ্গা পূর্ণিয়া সাধারণ ২ হাজার ১ শত টুকরা ৭৶৹ আনা হইতে ৭৷৷৹ আনা, আর্দ্র-লবণাক্ত ১ হাজার টুকরা ৶৯ পাই, আর্দ্র-লবণাক্ত (কসাইখানার) ৭ শত টুকরা ১১৫৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা (কুড়ি হিসাবে)। ইহা ছাড়া আগ্রা-আর্সেনিক শুকনো ৪ হাজার টুকরা, রাঁচি-গয়া আর্সেনিক শুকনো ২ শত টুকরা, দারভাঙ্গা পূর্ণিয়া ৮ শত টুকরা ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১ হাজার টুকরা এবং আর্দ্র-লবণাক্ত ১০ হাজার ৬ শত টুকরা গরুর চামড়া ও ২ হাজার ৪৫০ টাকার মহিষের চামড়া বাজারে মজুদ ছিল।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ | ৪৭শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

আশ্রয়হীনদের জন্য সরকারী ব্যবস্থা

সামরিক প্রয়োজনে কোন কোন অঞ্চল হইতে বাধ্যতামূলকভাবে লোক অপসারণের ফলে আশ্রয়হীন দরিদ্র জনসাধারণ সম্পর্কে যে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, গত সপ্তাহে আমরা তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, বাঙ্গলা সরকার এই বিষয়ে সম্যক সচেতন থাকিয়া নিম্নোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। (১) স্থানান্তরিতগণকে সাহায্য দিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন। (২) পূর্ব্ব হইতে (বে-সামরিক) গবর্ণমেণ্ট নোটিশ পাইলে সাময়িক আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। নিরাশ্রয়গণ এইরূপ আশ্রয়ে থাকিয়া স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার সময় পাইবেন। (৩) যে স্থলে অল্প সময়ের নোটিশে লোকাপসারণ করা হইবে সেই ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। (৪) যে এলাকায় খাসমহলের জমি রহিয়াছে, সেখানে স্থানত্যাগকারীদিগকে উহা দেওয়া হইবে। অন্যথা স্থানীয় জমিদারগণকে তাঁহাদের খাসের জমি ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইবে। তাহাও সম্ভব না হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বসবাসের নিমিত্ত জমির ব্যবস্থা করিবেন। (৫) স্থানান্তরে গমনের ব্যয়। (৬) নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয়। (৭) ফসলের জমির জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া। যদি উহা গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উক্ত জমির শস্যের নীট মূল্য অর্থাৎ মোট উৎপন্ন ফসলের দামের অর্দ্ধেক মালিককে দেওয়া হইবে। (৮) জমি সামরিক বিভাগের হাতে থাকার সময় উহার খাজনা সরকার হইতে দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়াও যে যে স্থলে স্থানান্তরিতগণ গিয়া আশ্রয় লইবেন সেই সব স্থানের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট অবহিত হইয়াছেন। যাহাতে অল্প সময়ের নোটিশের বদলে যথাসম্ভব বেশী সময়ের নোটিশে লোকজনকে চলিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হয় সেই বিষয়েও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার প্রতিশ্রুতি গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন। মোটামুটি উপরোক্ত ব্যবস্থা সময়োচিত ও সুবিবেচনার পরিচায়ক। কিন্তু গুটিকয়েক বিষয় সম্পর্কে আমাদের বলিবার রহিয়াছে। যে সব অঞ্চলে আশ্রয়হীনের দল বসবাস স্থাপন করিবেন তথাকার নিরাপত্তা ও জরুরী অবস্থায় সেখানে খাদ্যাদি পৌঁছিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে কি করা হইয়াছে বা হইবে উক্ত পরিকল্পনায় তাহার উল্লেখ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচনার বিষয় এই যে, ঐ সব লোকের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। তাঁহারা নূতন স্থানে গিয়া জীবিকা অর্জ্জনের কি উপায় করিতে পারিবেন তাহাও গবর্ণমেণ্টকে দেখিতে হইবে। পূর্ব্বেকার স্থানীয় চাষ-আবাদ, ব্যবসা, চাকুরীই ঐ সকল লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র পন্থা ছিল। তাঁহারা এখন কিরূপে জীবনধারণ করিবেন? আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়েও অগৌণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা

যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশীয় কলকারখানাসমূহের ক্ষতিপূরণের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি যে অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন, গত সপ্তাহে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহা আমরা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান পরিকল্পনায় কলকারখানার সম্পত্তি মূল্যের

শতকরা ৪ ভাগ অনুপাতে মোট প্রিমিয়াম আদায়ের যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, এদেশের অবস্থা বিবেচনায় তাহা অত্যধিক। প্রত্যেক কলকারখানার মালিককে দুই বৎসরের মধ্যে সাকুল্য প্রিমিয়াম দিতে হইবে এবং এই প্রিমিয়ামের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৮০ ভাগ পরিমাণে কলকারখানার ক্ষতিপূরণ করিবেন। সেই হিসাবে প্রত্যেক কলকারখানার মালিকদিগের পক্ষে বাৎসরিক দেয় প্রিমিয়ামের পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ২॥ ভাগ দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পৃথিবীর অনেক দেশেই কলকারখানার ক্ষতিপূরণের জন্য বীমাব্যবস্থা বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায়ও বার্ষিক প্রিমিয়ামের হার এত বেশী নির্দ্ধারিত হয় নাই। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ গত সপ্তাহে আমরা অষ্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি 'ক্যাপিটেল' পত্রে চীন দেশের বীমা পরিকল্পনা সম্পর্কে যে একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ দেশেও কম প্রিমিয়ামে বীমা পলিসি প্রদানের রীতি লক্ষ্য করা যায়। জাপানের সহিত যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে চীন গবর্ণমেণ্ট দেশের জমি, বাড়ী ও কলকারখানার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শতকরা ১ ডলারের বেশী বার্ষিক প্রিমিয়াম নির্দ্ধারিত হয় নাই। গত কতিপয় বৎসরে যুদ্ধের জন্য অনেক দিক দিয়া অনেক ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সে সমস্ত পূরণের দায়িত্বও যথারীতি পরিপালন করিয়া চলিয়াছেন। অল্প প্রিমিয়ামের জন্য সে বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। দেশের সকল স্থানের কলকারখানা ও বাড়ীঘর প্রভৃতি বীমাব্যবস্থার আমলে আসার দরুণ কম প্রিমিয়াম আদায় করিয়াও চীন গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইতেছেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বীমা পরিকল্পনা কেবল কলকারখানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া যদি বাড়ীঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকেও উহার অন্তর্ভুক্ত করেন তবে তাঁহারাও অপেক্ষাকৃত কম প্রিময়ামে যুদ্ধজনিত যাবতীয় ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ বিষয়টি অচিরে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

বৃটিশ সরকারের বাজেট

চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের জন্য বৃটিশ সরকারের যে বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে ঐ বৎসরে নানাদিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের মোট ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যয়ের মধ্যে ৪৫০ কোটি পাউণ্ডই সরকারী রাজস্ব দ্বারা মিটাইতে হইবে। অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশবাসীর উপর বর্ত্তমানে যেসব ট্যাক্স ধার্য্য রহিয়াছে তাহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ২০৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের বেশী আয়ের সংস্থান হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কাজেই ১৯৪২-৪৩ সালের ব্যয় মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ২৪২ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণে নূতন আয়ের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ফলে ইংলণ্ডবাসীর উপর নানাদিক দিয়া এবারও নূতন ট্যাক্স বসিয়াছে। তামাক ও সিগারেট প্রভৃতিতে বৃটেনের লোকেরা বৎসরে ৩৪ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করে। মদ বাবদও বৎসরে তাহাদের ৩৩ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইয়া থাকে। তামাক, সিগারেট ও মদের উপর পূর্ব্বেই ট্যাক্স নির্দ্ধারিত ছিল। এবার ১৭ শিলিং মূল্যের প্রতিটি মদের বোতলের উপর ৪ শিলিং ৮ পেনী পরিমাণে ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সিগারেটের উপর প্রতি দশটিতে ৩ পেনী করিয়া ট্যাক্স বসিয়াছে। সিনেমা বাবদ বৃটেনের জনসাধারণ বৎসরে ১৪০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করিয়া থাকে। ৭ পেনীর উর্দ্ধ মূল্যের সমস্ত 'সিটে'র উপর এবার প্রমোদকরের হার পূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহাছাড়া সঙ্গীত যন্ত্র, রেশম বস্ত্র ও চুল কোকড়ানোর যন্ত্র প্রভৃতি নানাশ্রেণীর সৌখীন দ্রব্যের উপরও নূতন করিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে। অন্যান্য বার বাজেটে ঘাটতি দেখা গেলে প্রধানতঃ আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়া তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা হইত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবার সে ধরণের কার্য্যনীতি অনুসরণ না করিয়া মুখ্যতঃ বিলাসদ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর বসাইয়া ও প্রমোদকরের পরিমাণ বাড়াইয়া বাজেটের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্সনীতির এই নূতন ধারা সকল দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ট্যাক্স নির্দ্ধারণের ব্যাপারে এইরূপ সুসঙ্গত রীতি আমাদের দেশে অনুসৃত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারত সরকারের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সেই প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য ভারত সরকার সর্ব্বসাধারণের উপর ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর নানাভাবে আয়কর বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। ঐ শ্রেণীর ট্যাক্সের উপর জোর না দিয়া তাঁহারা যদি বিলাসদ্রব্যের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিতেন তবে দেশের লোকের বিক্ষোভের তেমন কোন কারণ ঘটিত না। কিন্তু সেরূপ সুবিবেচনা এদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট আশা করা যায় না কি ?

বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য

সম্প্রতি বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের গত ১৯৪০ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলায় জনস্বাস্থ্যের ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া সকলেই শঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই। জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বিত হওয়ার ফলে জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ তথা অকাল মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু এদেশে সেরূপ সুব্যবস্থা অদ্যাপী বিশেষ কিছুই হইতেছে না। অন্যান্য প্রদেশের মত বাঙ্গলা সরকারও এপ্রদেশে একটি জনস্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন। কিন্তু এই বিভাগ কোন ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী না হওয়ায় এবং গবর্ণমেণ্ট উহার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ বরাদ্দ না করায় এই বিভাগ দ্বারা আসল উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই সাধিত হইতেছে না। জনস্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা যাওয়ার পরিবর্ত্তে ঐদিক দিয়া দেশের অবস্থা বরং ক্রমিক অবনতির পথেই ধাবিত হইতেছে। গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় মোট জন্মসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার এবং মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯০ হাজার। জনস্বাস্থ্য বিভাগের বর্ত্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৪০ সালে জন্মসংখ্যা বাড়িয়া যেরূপ ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার দাঁড়াইয়াছে তেমনই মৃত্যুসংখ্যাও পূর্ব্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়া ১১ লক্ষ ১১ হাজারে পরিণত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রতি হাজার অধিবাসী পিছু বাঙ্গলায় ২২.৩ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় এই হার শতকরা ১.৮ ভাগ অধিক দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে কলেরা, বসন্ত ও নানাশ্রেণীর জ্বরের প্রকোপ সাধারণতঃ খুবই বেশী। আলোচ্য রিপোর্ট পাঠে জানা যায় পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবৎসর কলেরা ও বসন্ত রোগের আক্রমণ কিছু কম হইয়াছে। কিন্তু জ্বরের প্রকোপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কলেরা রোগে ৩৩ হাজার ২২১ জনের ও বসন্ত রোগে ৭ হাজার ২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া যথাক্রমে ২১ হাজার ৭৪৩ জন ও ৫ হাজার ৬০৮ জন দাঁড়াইয়াছে। গত কতিপয় বৎসর যাবৎ নলকূপ প্রভৃতি খনন করিয়া পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতেই কলেরা রোগের প্রকোপ হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু কলেরা ও বসন্ত রোগ কিছু প্রশমিত

হইলেও দেশে বিভিন্ন প্রকার জ্বরের প্রকোপ খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন প্রকার জ্বরে বাঙ্গলায় ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ সালে ঐরূপ মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া ৭ লক্ষ ১৭ হাজার দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার জ্বরের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরের ধ্বংসলীলা এদেশে বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া রোগে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেস্থলে এই রোগে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে ম্যালেরিয়া রোগের ধ্বংসলীলা যেভাবে ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা খুবই আশঙ্কার কথা। পূর্ব্ব বাঙ্গলার জেলাসমূহে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বর খুব কমই লক্ষিত হইত। এক্ষণে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলাতেও উহার বেশীরকম প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে বর্দ্ধমান, হুগলী ও পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলির মত পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া উঠিতে বিলম্ব নাই। এই অবনতি রোধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অবিলম্বে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। নানাদিকের অবান্তর খরচপত্র বন্ধ করিয়া ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের জন্য এখন হইতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করাও তাঁহাদের পক্ষে খুবই কর্ত্তব্য।

চিনির মূল্য

এদেশের শর্করা শিল্পের সুবিধার্থে দীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশী চিনির উপর রক্ষণশুল্ক বলবৎ রাখা হইয়াছে। এই শুল্ক প্রবর্ত্তন করার পর আশা করা যাইতেছিল, দেশের চিনির কলওয়ালারা প্রাথমিক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কালক্রমে বিদেশী চিনির চেয়ে কম দরে উৎপন্ন চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে। ফলে একদিকে যেমন দেশের শর্করা শিল্প সুপ্রতিষ্ঠ হইবে তেমনই দেশের লোকও সস্তা দরে চিনি কিনিয়া উপকৃত হইবে। কিন্তু রক্ষণ শুল্ক প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর দীর্ঘ-কাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত সে ধরণের আশাভরসা মোটেই কিছু ফলবতী হইতেছে না। দেশের চিনির কলওয়ালারা স্বেচ্ছায় চিনির দর হ্রাস করিতে প্রস্তুত নহেন। বরং কিভাবে চিনির মূল্য অত্যধিক চড়াইয়া দিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করা যায় সদাসর্ব্বদা সেই সুযোগই তাঁহারা দেখিয়া আসিতেছেন। চিনির কলওয়ালাদের এই ধরণের কারসাজির জন্য পূর্ব্বে দেশের লোককে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও তাহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন জিনিষের যোগান কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের মূল্য স্বভাবতঃই কিছু বাড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতে যেরূপ বেশী সংখ্যক চিনির কল রহিয়াছে এবং উহাদের উৎপাদন যেরূপ বেশী তাহাতে এদেশে চিনির যোগান কম হওয়ার এবং উহার মূল্য তেমন বৃদ্ধি পাওয়ার কোন কারণ ঘটে নাই; তথাপি যুদ্ধের বাজারে অধিক লাভ করিবার আগ্রহাতিশয্যে চিনির কলওয়ালারা এতদিন চিনির মূল্য চড়া হারেই বজায় রাখিয়াছেন। জাভা চিনির উপর উচ্চহারে শুল্ক নির্দ্ধারিত থাকা সত্ত্বেও এতদিন ঐদেশ হইতে ভারতে কিছু পরিমাণ চিনি আমদানী হইতেছিল। বর্ত্তমানে জাভা জাপানের করতলগত হওয়ায় ঐ দেশ হইতে ভারতে চিনির আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া এদেশের চিনির কলওয়ালারা নূতন করিয়া চিনির মূল্য বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চিনির দরের এই চড়তি লক্ষ্য করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি মণকরা ১১৸০ আনায় চিনির সর্ব্বোচ্চ মূল্য বাধিয়া দিয়া একটি ইস্তাহার জারী করিয়াছেন। এদেশে গত কিছুকালের মধ্যে চিনির দর যে ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই ভাবে সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। কিন্তু দেশের চিনির কলওয়ালারা গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন চিনির সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১১৸০ আনায় নির্দ্ধারিত থাকিলে উহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। চিনির কলওয়ালাদের এই আব্দার আমাদের নিকট অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। দীর্ঘ এগার বৎসর কাল রক্ষণশুল্কের সুবিধা ভোগ করিয়াও যদি আজ ১১৸০ আনায় চিনি বিক্রয় করা উহাদের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উহা তাহাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। ভারতীয় শর্করা শিল্পের আভ্যন্তরীণ গলদ ও অব্যবস্থার জন্য এদেশের লোক বরাবর বেশী দরে চিনি কিনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে, ইহা কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নহে। তবে ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েশন এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট বিদেশে রপ্তানীর জন্য অল্প দামে চিনি কিনিবার ফন্দীতেই বর্ত্তমানে চিনির মূল্য হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অভিযোগ সত্য হইলে তাহা খুবই পরি-তাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই অবস্থায়ও আমাদের মতে চিনির সাধারণ মূল্য চড়া রাখিবার ব্যবস্থা না করিয়া রপ্তানীর জন্য গৃহীত চিনির মূল্যই শুধু চড়া রাখিবার চেষ্টা করা চিনির কলওয়ালাদের পক্ষে সঙ্গত। উহাতে দেশের লোক ন্যায্য দরে চিনি কিনিবার সুবিধা পাইবে এবং বাহিরে বেশী দরে চিনি বিক্রয় করিয়া চিনির কলওয়ালারা কিছু বেশী লাভ করিতে পারিবে। চিনির কলওয়ালারা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সেভাবে তাঁহাদের দাবী পেশ করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

ভারতীয় চা-শিল্পের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি জলপাইগুড়িতে ইণ্ডিয়ান্ টী প্ল্যাণ্টার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় উহার ভাইস্‌চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর জে. সি. গুহ যে বক্তৃতা করিয়াছেন নানাকারণে তাহা প্রণিধানযোগ্য। ওলন্দাজ পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সামরিক বিপর্য্যয়ের ফলে ঐ চা-শিল্প বর্ত্তমানে বাজার হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় চায়ের চাহিদা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে এবং ভারতে এখন বহুল পরিমাণে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভারতীয় চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে অবশ্য মহাযুদ্ধের কারণ রহিয়াছে। সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে ভারত হইতে বিস্তর চা বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে ও হইতেছে। যুদ্ধের জন্যই ভারতের চা রপ্তানী-কারকেরা সন্তোষজনক দরও পাইতেছেন। সুতরাং ভারতীয় চা-শিল্পের অবস্থা বর্ত্তমানে আশাপ্রদ দেখা যাইতেছে। অধিকন্তু চা-শিল্প সম্পর্কে যে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে এই শিল্প সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বর্ত্তমানে ভারতে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জ্জাতিক বাজারের অবস্থা এবং তৎকালে ভারতীয় চায়ের চাহিদা কিরূপ থাকিবে সেই বিষয় এখন হইতে ভালভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বলাবাহুল্য, যে যে কারণে যুদ্ধকালীন চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যুদ্ধ মিটিয়া গেলে সেই সব কারণ দূরীভূত হইবার পর ভারতীয় চায়ের রপ্তানীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং এখন হইতে ভারতের অভ্যন্তরে ব্যাপকতর প্রচারের সাহায্যে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি করিতে পারিলে যুদ্ধোত্তরকালের প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করা সম্ভব হইবে। শ্রীযুক্ত গুহ তাঁহার বক্তৃতায়, দেশের অভ্যন্তরে চায়ের ব্যবহার বাড়াইবার জন্য উপরোক্ত মর্ম্মে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করি। আধুনিককালে প্রচার-কার্য্যের ফলে যে কতদূর সুফল পাওয়া যায় ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশন্ বোর্ডের প্রচেষ্টা উহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। গত ২রা এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, ভারতে চা ব্যবহারের পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সালের ৩ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০-৪১ সালে তাহা ১০ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। আরও ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য চালাইলে ভারতের মধ্যেই ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া যুদ্ধোত্তর সমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে। শ্রীযুক্ত গুহের আর একটি বক্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশন্ বোর্ডের উদ্যোগে কিছুকাল পূর্ব্বে নিকটপ্রাচ্যের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ও সামরিক অঞ্চলে সৈন্যদের জন্য যেরূপ টী-কার বা চা পরিবেশনের গাড়ী প্রেরিত হইয়াছিল, সেরূপ ব্যবস্থা রুশ সৈন্যদের জন্যও করা যাইতে পারে এবং করা একান্ত প্রয়োজন। কেন না, উহার ফলে কেবল যে বর্ত্তমানেই ভারতীয় চায়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, পরন্তু যুদ্ধের পরেও রুশিয়ার মত এক বিশাল দেশে ভারতীয় চায়ের বাজার গড়িয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিল।

যানবাহন সমস্যা

ভারতবর্ষে যানবাহন সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে এদেশে রেলপথ ও রেলগাড়ীর সংখ্যা একেই কম, তাহার উপর যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য গবর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে বেসামরিক কার্য্যে উহাদের ব্যবহার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে সাধারণ প্রয়োজনে জাহাজের ব্যবহারও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশে মোটরযানের প্রচলন বাড়িতে থাকায় উহার মারফতে যাত্রী ও মাল চলাচলের সুযোগ প্রসারিত হইতেছিল। সামরিক কারণে পেট্রোল সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা যাওয়ায় সরকারী আদেশে বর্ত্তমানে মোটরযানের চলাচলও বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

এইরূপ ব্যবস্থার ফলে দেশে যানবাহনের অভাব ঘটিয়া কেবল যে যাত্রী চলাচলের বিঘ্ন ও অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা নহে, উহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যক্ষেত্রেও নিদারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। শিল্প কারখানার জন্য বর্ত্তমানে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাঁচামাল চালান দেওয়া কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়লার উপযুক্ত যোগান না পাওয়ায় অনেক কলকারখানা অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে এতদিন দুইদল শ্রমিক দিয়া দিবারাত্র কাজ চালান হইতেছিল। প্রকাশ, কয়লার অভাবে বর্ত্তমানে সেখানে কতক পরিমাণে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। বাঙ্গলা এবং উত্তর ভারতের অনেক কাপড়ের কলেও অনুরূপ কারণে আবশ্যকানুরূপ মাত্রায় কাজ চালান কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের সুযোগে এদেশে শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল এইরূপ অবস্থায় তাহা নিতান্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। চাহিদার তুলনায় দেশে বস্ত্রের যোগান কম বলিয়া বর্ত্তমানে এদেশে তাহার অপ্রাচুর্য্য ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ঐ কারণে সাধারণ লোকদের যে দুঃখদুর্দ্দশা দেয়া দিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য দেশের কাপড়ের কলসমূহে পূর্ব্বের তুলনায় অধিক বস্ত্র উৎপাদিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কয়লা সরবরাহের অব্যবস্থার দরুণ কাপড়ের কলসমূহের কাজ তেমন কিছু বাড়ান সম্ভবপর হইতেছে না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

যানবাহনের অভাবে যে কেবল শিল্প-কারখানার উপকরণ সরবরাহ বিষয়েই বিঘ্ন ঘটিতেছে তাহা নহে, উহাতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। পূর্ব্বের মত এখন আর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণে মালপত্র চালান দেওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে বিভিন্ন পণ্যের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য স্বভাবতঃই খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। বোম্বাইয়ের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশন অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, রেলগাড়ীর অভাবে মধ্যপ্রদেশ হইতে বোম্বাইয়ে তুলা আনয়ন করা যাইতেছে না বলিয়া তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কতক পরিমাণে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। তুলা চালান দিতে না পারায় মধ্যপ্রদেশের ব্যবসায়ীদের হাতে ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ বেল তুলা জমিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন এলাকায় চিনি প্রেরণের অসুবিধা ঘটিয়া অনুরূপভাবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশে কলওয়ালা ও ব্যবসায়ীদের হাতে বিস্তর চিনি অবিক্রীত থাকিয়া যাইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা ঘটায় তাহাতে দেশে খাদ্যাভাবের সমস্যাও জটিল আকার ধারণ করিতেছে। এদেশের অনেক অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। এতদিন বিদেশ হইতে ও দেশের অন্যান্য স্থান হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া এইসব অঞ্চলের অভাব পরিপূরণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মাল চলাচলের উপযোগী যানবাহনের অভাব ঘটায় সেবিষয়ে একটা মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হইয়াছে। একস্থানের প্রয়োজনে অন্যস্থান হইতে গম ও চাউল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা সম্ভবপর নহে বলিয়া দেশে কোন কোন এলাকায় উহাদের দাম অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। অনুরূপ কারণে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লার বিপুল যোগান থাকা সত্ত্বেও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লার বেশীরকম অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট দেশের যানবাহন ব্যবস্থাকে অধিকতর পরিমাণে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার কাজে নিয়োজিত করিতেছেন বলিয়াই যানবাহনের অভাব এত মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধজনিত আকস্মিক সঙ্কটে দেশরক্ষা ব্যবস্থার সুবিধার্থ রেলওয়ে ও অন্য যানবাহন ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের লোকের দুঃখদুর্দ্দশা ও দেশের শিল্প-ব্যবসায়ের অভাব ও অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া দেশের রেলওয়ে ও অন্য যানবাহন ব্যবস্থাকে একান্তভাবে কেবল ঐদিকে নিয়োজিত করিতে থাকা আমাদের কাছে অশোভন বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধপ্রচেষ্টার সাহায্যার্থে রেলে অন্যান্য শ্রেণীর মাল প্রেরণের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সে সমস্তের মারফতে প্রথমে সামরিক সাজ সরঞ্জাম প্রেরণের সুবিধা দিয়া আসিতেছেন। খনি অঞ্চল হইতে কয়লা প্রেরণের ব্যাপারে ও সমর সরঞ্জাম তৈয়ারের কারখানাসমূহের প্রয়োজনীয়তাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিতেছেন। দেশরক্ষা ব্যবস্থার সুবিধার্থ বর্ত্তমান অবস্থায় এই 'প্রাইওরিটি সিষ্টেম' বহাল করার হয়ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, কিন্তু গোড়ামীর সহিত এই নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কোন দিক দিয়া অহেতুক অসুবিধা ও অপচয় না ঘটে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সেবিষয়ে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া সম্প্রতি যে সব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত 'চেম্বার' বলিতেছেন, যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য সমর-সরঞ্জাম প্রেরণের অজুহাত দেখাইয়া ও গাড়ীর অপ্রাচুর্য্যের কথা তুলিয়া বর্ত্তমানে কোন কোন রেলওয়েতে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য সাধারণ শ্রেণীর মাল 'বুক' করা বন্ধ রাখা হইতেছে। কয়েকটি স্থানে এইভাবে ৩।৪ মাসকাল কোন কোন শ্রেণীর মাল প্রেরণের কাজ একেবারে বন্ধ রাখা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন। সাধারণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য রেলে কয়লা প্রেরণের অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত চেম্বার বলেন যে, সমর-সরঞ্জামের কারখানার জন্য কয়লা প্রেরণের 'প্রাইওরিটি' রক্ষার নামে অনেক স্থলে বেশী সংখ্যক মাল-গাড়ীকে অকেজো করিয়া রাখা হইতেছে। খনি অঞ্চলে উপযুক্ত

(১২৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক অবস্থা

গত ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে হিসাবে ১৯৪১-৪২ সাল উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে এদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে ১৯৪১-৪২ সালের সংশোধিত বরাদ্দও পেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত বরাদ্দ দৃষ্টে নূতন স্বায়ত্তশাসনের আমলে গত পাঁচ বৎসরে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয়ব্যয় সংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে একদিকে স্বল্প আয় ও অপরদিকে শাসনকার্য্যে অনুচিত ব্যয়বাহুল্য প্রভৃতি কারণে এদেশে অনেক প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক অবস্থাই বিশেষ খারাপ ছিল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রাক্কালে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্যার অটো নিমেয়ার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রাপ্তব্য রাজস্ব সম্পর্কে একটা নূতন বিধিব্যবস্থা বলবৎ করেন। সেই নূতন বিধিব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ সম্পূর্ণ মুকুব করিয়া দেওয়া হয়। কতিপয় বৎসরের জন্য কয়েকটি প্রদেশকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হয়। বাঙ্গলা, বিহার ও আসাম প্রদেশকে পাট শুল্কের আরও শতকরা ১২॥ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া আয়কর দফায় আদায়ীকৃত কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটা অংশও প্রদেশসমূহের ভিতর বণ্টন করার ব্যবস্থা হয়। উহাতে নূতন স্বায়ত্তশাসনের আমলে প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে প্রদেশসমূহে পূর্ব্বেকার কতিপয় শ্রেণীর প্রাদেশিক রাজস্বও বেশী পরিমাণে আদায় হইতে থাকে। এই সমস্তের সমষ্টিগত ফলস্বরূপ সকল প্রদেশেরই আর্থিক স্বাচ্ছল্য দেখা যায়। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম তিন বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের আয় শতকরা ১৭·৮ ভাগ পরিমাণে বাড়িয়া ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা ১৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। উপরোক্ত তিন বৎসরে বিহারে সরকারী আয়ের পরিমাণ শতকরা ১৭·৪ ভাগ, আসামে শতকরা ১২ ভাগ, যুক্তপ্রদেশে শতকরা ১১·৫ ভাগ, পাঞ্জাবে শতকরা ৬·৪ ভাগ, বোম্বাইয়ে শতকরা ৬ ভাগ ও মাদ্রাজে শতকরা ৪·১ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

নূতন স্বায়ত্তশাসনের আমলে যেসমস্ত দিক দিয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় বাড়িয়াছে তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত আয়কর দফার আয়ই সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। স্যার অটো নিমেয়ার তাঁহার রিপোর্টে আয়করের দফায় প্রাপ্ত আয়ের অর্দ্ধেকাংশ প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টনের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। তবে ভারত সরকারের রাজস্বের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না বলিয়া তিনি তাঁহার প্রস্তাবে এইরূপ একটি সর্ত্ত জুড়িয়া দেন যে, আয়কর ও রেলবিভাগ হইতে প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি ১৩ কোটি টাকার কম হয় তাহা হইলে আয়করের দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ হইতে বাকী টাকা পূরণ করিয়া যাহা শেষপর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে। গত ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই ব্যবস্থা মতই আয়করের অংশ পাইয়া আসিয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এদেশে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে রেল বিভাগের নিকট হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে থাকে। উহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে আয়কর বাবদ আরও বেশী টাকা পাওয়ার সুবিধা দেখা যায়। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সাল হইতে তিন বৎসরের জন্য নিমেয়ারী ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া আয়কর দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্ত টাকার সহিত রেলবিভাগ হইতে ভারত সরকারের দেয় টাকার কোন সম্পর্ক রাখা হইবে না বলিয়া স্থির করা হয়। তখন হইতে আয়করের দফায় প্রাপ্ত টাকার অর্দ্ধেক হইতে ৪॥ কোটি টাকা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই প্রদেশগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বেশী আয়ের সুবিধা হইতে প্রদেশসমূহকে বঞ্চিত করাই এই পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়কর বাবদ ভারত সরকারের আয় ক্রমেই বাড়িয়া চলার দরুণ রেল বিভাগের উদ্বৃত্ত সংযুক্ত না হওয়াতেও আয়কর বাবদ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের পাওনা মোটামুটী মন্দ দাঁড়াইতেছে না। প্রাদেশিক সরকারসমূহের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট বরাদ্দ দৃষ্টে জানা যায়, আগামী বৎসরে আয়করের অংশ বাবদ মাদ্রাজ ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশ ৪৫ লক্ষ টাকা, সিন্ধু ১৭ লক্ষ টাকা পাইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলা সরকার ঐ বাবদ ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন।

প্রাদেশিক সরকারসমূহের প্রধান আয়ের সংস্থান হইতেছে ভূমি রাজস্ব। নূতন স্বায়ত্তশাসনের আমলে কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বকেয়া কর মকুব করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে সাময়িকভাবে তাহা হ্রাস করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, উহা সত্ত্বেও প্রদেশসমূহের ভূমিরাজস্ব বাবদ আয় না কমিয়া তাহা বরং কতকটা বৃদ্ধিই পাইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে লোকের আর্থিক অবস্থা কোন কোন দিক দিয়া কিছু উন্নত হইয়াছে বলিয়াই ভূমিরাজস্ব বাবদ আয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ভূমি রাজস্ব বাবদ মাদ্রাজ সরকারের ৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে ঐরূপ আয় ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপর দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে ভূমি রাজস্ব বাবদ আয় ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ও বাঙ্গলায় তাহা ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ৪ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। পাঞ্জাব এবং মধ্যপ্রদেশেও ভূমিরাজস্ব বাবদ আয় অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তাহাছাড়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে নূতন ট্যাক্স বসাইয়াও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদের আয় অনেকটা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গলা প্রদেশে বৃত্তিকর, বিদ্যুৎকর ও বিক্রয়কর প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীর ট্যাক্স বলবৎ করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ে

(১২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে লাক্ষা শিল্প

সম্প্রতি ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের দেশসমূহ ও মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশগুলিতে লাক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে ও ইহার চাহিদা বাড়িয়াছে। যে পরিমাণ লাক্ষা সম্প্রতি উৎপাদিত হইতেছে তাহার এক তৃতীয়াংশ ভারতের অস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত হইতেছে এবং বিপুল পরিমাণে লাক্ষা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশগুলিতে ভারত হইতে প্রেরিত হইতেছে। লাক্ষার দর অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে (যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে) যে স্থলে প্রতি মণ লাক্ষার দর ছিল কলিকাতায় ১৪৲ টাকা, বর্ত্তমানে সে স্থলে বাংলা সরকার প্রতি মণ লাক্ষার দর ৭২৷৷০ আনায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতেই লাক্ষার প্রয়োজন যে কত বাড়িয়াছে তাহা প্রণিধান করা যায়। বহুবিধ শিল্পে লাক্ষার আবশ্যকতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। পালিশ, বর্ষা প্রতিরোধক বার্ণিশ, বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বোর্ড, চাকতি, গ্রামোফোন রেকর্ড, কামান ও বন্দুক প্রভৃতি সমরোপকরণ পরিষ্কার করিবার বার্ণিশ, ফটোগ্রাফ তুলিবার সাজ সরঞ্জাম, গোলা বারুদ প্রস্তুতকরণ, জাহাজের তলদেশ মরিচা হইতে রক্ষা করিবার বার্ণিশ, জুতা, হাতের বালা এবং খেলনা প্রভৃতি তৈরীর জন্য লাক্ষা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ছাড়া আলকাতরার সঙ্গে লাক্ষা মিশাইয়া মোটর গাড়ীর লোহার পাতের উপর রং করা হইয়া থাকে। ডাক্তারী চিকিৎসার জন্য বিবিধ যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণেও ইহার দরকার হয়। পৃথিবীতে বৎসরে যে পরিমাণ লাক্ষা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৪০ ভাগই গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রস্তুত করিতে লাগে। এতদ্ব্যতীত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বার্ণিশ, রঞ্জন শিল্প ও টুপি প্রভৃতি তৈরীর জন্যও পৃথিবীর লাক্ষা উৎপাদনের ৪৫ ভাগ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য দেশে কৃত্রিম লাক্ষা উৎপাদনের প্রচেষ্টা যদিও চলিতেছে, তবুও ভারতবর্ষেই পৃথিবীর মোট লাক্ষা উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আসাম, রাজপুতনা, মধ্যভারত, দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন স্থান, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং মধ্য প্রদেশে কিছু পরিমাণ লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বেশীর ভাগ লাক্ষাই জন্মে ছোটনাগপুরে। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, জাভা, মালয়, ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ডেও লাক্ষা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ ভারতের তুলনায় অতি অল্প। বর্ত্তমানে জাভা, মালয়, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মদেশের কতকাংশ জাপানীদের অধিকারভুক্ত হওয়ায় অথবা তাঁহাদের আওতায় যাওয়ায়, ভারতবর্ষ বিদেশে লাক্ষা রপ্তানী করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় ১২ লক্ষ হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৪ সের) লাক্ষা উৎপন্ন হয় এবং এইরূপ লাক্ষার সর্ব্বোচ্চ মূল্য বৎসরে ১০ কোটী টাকারও অধিক দাঁড়ায়। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে লাক্ষার প্রচলন ছিল। সংস্কৃত শব্দ 'লক্ষ' হইতেই লাক্ষা নামের উৎপত্তি হইয়াছে—অর্থাৎ লক্ষ কীটে দংশন করিয়া গাছ হইতে যে নির্য্যাস বাহির করে তাহাই লাক্ষা। মহাভারতে কৌরবেরা পাণ্ডবদের দাহ করিয়া বিনাশ করিতে জতুগৃহ লাক্ষা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া একটী আখ্যায়িকা আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৮০ অব্দে 'পেরিপ্লাস অব দি ইরীথিয়ান সি' নামক পৌরাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থে লোহিত সাগরের উপকূলবর্ত্তী আফ্রিকার অন্তর্গত আতুলি নামক স্থানে ভারত হইতে লাক্ষা আমদানী হইত বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রচিত 'আইনী আকবরী' নামক পুস্তকে সম্রাট আকবর সাহ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় লাক্ষার বার্ণিশ করাইতেন বলিয়া লেখা আছে। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে ইউরোপে লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছিল বলিয়া নজীর পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেশীর ভাগ লাক্ষা ভারত হইতে আমদানী করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জার্ম্মানী ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা আমদানী করিত। ১৯৪০-৪১ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৮৭৭ মণ লাক্ষা রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ লাক্ষার রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৪২ মণ।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া লাক্ষা শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার স্যার লিণ্ডসে এবং মিঃ হারলো দ্বারা একটী লাক্ষা অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেন। ১৯২১ সালে এই সমিতির রিপোর্ট বাহির হয়। ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে রাঁচি হইতে পাঁচ মাইল দূরে নানকুমে ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩০ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এইস্থানে লাক্ষার কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রপ্তানী লাক্ষা এবং অপরিশোধিত লাক্ষার পরিত্যক্ত অংশের উপর মণকরা ৵০ আনা হইতে ।০ আনা পর্য্যন্ত কর ধার্য্য করিয়া এবং ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে এইরূপ লাক্ষার উপর মণকরা ।/০ আনা হইতে ।৵০ আনা পর্য্যন্ত কর ধার্য্য করিয়া তাহার আয় হইতে লাক্ষা গবেষণাগারের ব্যয়ভার বহন করা হইতেছে।

কুসুম, পলাশ, বের, খেয়ার, ঘোণ্ট, অড়হর প্রভৃতি গাছের রস বাহির করিয়া পোকায় লাক্ষা তৈয়ার করে। কীটডিম্বগুলি সরু লাল অবস্থায় গাছের উপরে থাকে এবং ইহা হইতে পোকা জন্মায়। এই কীটগুলি হামাগুড়ি দিয়া গাছে উঠিতে পারে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লাক্ষা জন্মাইবার জন্য গাছগুলিকে ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে নরম সবুজ ডালগুলির উপরে কীটগুলি ভালভাবে দংশন করিতে পারে। এইরূপ কীটগুলির নাম হইতেছে 'লেসিফার লাক্কা'। প্রজনন কীটগুলির মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ হইতেছে পুরুষ এবং ৭০ ভাগ স্ত্রীজাতীয় পোকা। তাহারা গাছের উপর একটী আবরণ তৈয়ারী করে এবং একটী কোষ হইতে আর একটী কোষ নির্ম্মাণ করিয়া লাক্ষা উৎপাদন করিতে থাকে। কিছুদিন পরে স্ত্রী-কীটগুলিকে গর্ভবতী করিয়া পুরুষ কীটগুলি মরিয়া যায়। স্ত্রী-কীটগুলি তাহাদের ডিম্ব প্রসব করিয়া ভবিষ্যৎ কীট-বংশ সৃষ্টি করে। বৎসরে দুইবার করিয়া কীটগুলি লাক্ষা জন্মায়। কুসুম গাছগুলি ছাড়া অন্যান্য গাছে জুন-জুলাই এবং অক্টোবর-নভেম্বরে লাক্ষা জন্মে। ইহাদের যথাক্রমে বৈশাখী এবং কটকী চাষ বলে। কুসুম গাছে জুন-জুলাই এবং ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। ইহাদের যথাক্রমে জেঠুই এবং অগহাণী চাষ বলে। কীটডিম্ব জন্মিবার পূর্ব্বে লাক্ষা গাছ হইতে কাটিয়া আনিয়া শিল্পকার্য্যে ব্যবহার করা যায়, তখন তাহাকে 'আরি' লাক্ষা বলা হয়, এবং কীট জন্মিবার পরেও এইরূপ লাক্ষা বিক্রয় করা

য়—তখন তাহাকে 'ফুক্কি' বলে। গাছ হইতে কীটদষ্ট নির্য্যাস াহরণ করিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা লাক্ষা প্রস্তুত করা যায়। াক্ষার পরিত্যক্ত অংশ হইতে 'বীজলাক্ষা' এবং অপরিশোধিত অংশ ইতে 'কিরি' নামক উপাদান প্রস্তুত হয়। ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা মিতি (Indian Lac Research Institute) ভারতীয় কাঠের ড়া লাক্ষার সহিত মিশাইয়া টেকসই গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য উপযুক্ত ালমসল্লা প্রস্তুত করিতেছেন। লাক্ষা হইতে বর্ত্তমানে বোতাম এবং সফটী গ্লাস' তৈয়ার হইতেছে। লণ্ডনের লাক্ষা গবেষণা সঙ্ঘ London Shellac Research Bureau) লাক্ষার তেল হইতে কপ্রকার প্রয়োজনীয় বার্ণিশ তৈয়ার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের যোগে ভারতের লাক্ষা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ও ান্যান্য দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যদি উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেন, াহা হইলে ভারতের লাক্ষা শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ ইয়া দাঁড়াইতে পারে।

(প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক অবস্থা)

ম্পত্তিকর বসিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে পেট্রোলের উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারিত ইয়াছে এবং বৃত্তিকর বসাইবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বিহার গবর্ণমেণ্ট ষিজাত আয়ের উপর কর ধার্য্য করিয়াছেন। সিন্ধুতে বিদ্যুতের পর কর আদায় করা হইতেছে। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে সাধারণ ক্রয়কর বলবৎ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া অন্য নানারূপ ছোট াট করও বিভিন্ন প্রদেশে বসিয়াছে। বলাবাহুল্য উহাতে প্রদেশ-মূহের আয় পূর্ব্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। অবশ্য ূর্ব্বেকার সাধারণ রাজস্বের দফায় কোন কোন দিক দিয়া প্রদেশ-মূহের আয় পূর্ব্বের তুলনায় কিছু কিছু হ্রাসও পাইয়াছে। মাদক র্জ্জনের কার্য্যনীতি অনুসৃত হওয়ার ফলে আবগারী দফায় অনেক প্রদেশের আয় কমিয়া গিয়াছে। কৃষি-ঋণ নিষ্পত্তির জন্য সরকারী াবে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার দরুণ অনেক প্রদেশে ষ্ট্যাম্প বাবদ ায়ও যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু উহাতে সাধারণভাবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের আর্থিক অস্বাচ্ছল্যের কোন কারণ দাঁড়ায় াই। কেন না আয়কর, ভূমিরাজস্ব ও নূতন ট্যাক্স বাবদ আয় ও ন্যান্য ধরণের আয় এত বেশী হইয়াছে যে, ষ্ট্যাম্প ও আবগারী দফার ায় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও সমস্ত প্রদেশের ক্ষেত্রেই সমষ্টিকৃত আয়ের রিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সমস্ত প্রদেশেই সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। তন স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে মাদ্রাজ সরকারের বাৎসরিক ্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা। ১৯৪১-৪২ সালের সংশো-ধিত বাজেট বরাদ্দে মাদ্রাজ সরকারের মোট ১৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ্যয় ধরা হইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা সরকার মোট ১১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সেইস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে াহাদের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ুক্তপ্রদেশে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হইতে ১৭ কোটি টাকা, পাঞ্জাবে ১১॥ কোটি টাকা হইতে ১৩॥ কোটি টাকা এবং বোম্বাইয়ে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা হইতে ১৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাদেশিক সরকারসমূহের এইরূপ বর্দ্ধিত ব্যয় জাতীয় কল্যাণের পথে নিয়োজিত া হইয়া অনেক পরিমাণে অবান্তর কার্য্যধারাতেই নিঃশেষিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন কোন উন্নতি হয় নাই বলিয়া এদেশের অধিকাংশ লোক নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়েও এদেশের লোকের জীবনযাত্রা প্রণালী অতীব নিম্নস্তরে রহিয়াছে। সকলেই আশা করিয়াছিল আত্মনিয়ন্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার আমলে প্রাদেশিক সরকার-সমূহের দৃষ্টি ঐসব বিষয়ে নিবদ্ধ হইবে এবং কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি জাতিগঠনমূলক কার্য্যের উন্নতি সাধিত হইয়া দেশের লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপায় হইবে। প্রদেশসমূহের আয় বৃদ্ধির ফলে ঐ ধরণের কার্য্য চালাইবার যথেষ্ট সুযোগও আসিয়াছিল। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরে সেদিক দিয়া তেমন কিছু অগ্রগতি দেখা যায় নাই। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে দুই এক বৎসরের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে জাতিগঠনমূলক কার্য্যের একটা চেষ্টা সুরু হইয়াছিল। কিন্তু উঁহাদের পদত্যাগের পর সেই চেষ্টা আর অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভার বদলে অধিকাংশ প্রদেশেই বর্ত্তমানে সরকার মনোনীত কতিপয় পরামর্শ-দাতা দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনা করা হইতেছে। যে কয়েকটি প্রদেশে জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভা স্থাপিত রহিয়াছে সে কয়েকটি প্রদেশেও নানা কারণে দেশের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়া শাসন-কার্য্য পরিচালনার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের আয় বৎসর বৎসর বাড়িতেছে। কিন্তু সুপরিকল্পিত ধরণের ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কার্য্যে সেই অর্থ ব্যয় না করিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ তাহার বেশীর ভাগই অবান্তর কার্য্যে ব্যয় করিতেছেন। জনসাধারণের দিক হইতে দাবী দাওয়া হওয়ার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবর্ণমেণ্টকে পূর্ব্বের তুলনায় বরাদ্দ কিছু বাড়াইতে হইয়াছে। প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করিয়া, ঋণ সালিশী আইন বলবৎ করিয়া এবং শিক্ষাসংস্কার ও পল্লীসংস্কারের কাজ চালাইয়া জনসাধারণের মনস্তুষ্টির কিছু কিছু ব্যবস্থাও হইয়াছে। কিন্তু এইসব ছোটখাট বিধিব্যবস্থা দেশের অবস্থা উন্নয়ন বিষয়ে তেমন কোন সহায়তা করিতে পারে নাই। এসমস্ত দিক দিয়া দেখিতে গেলে গত পাঁচ বৎসরে এদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নিদারুণ ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয়।

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

খাদ্যশস্য চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি

বৃটীশ ভারতের প্রদেশসমূহে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে যাহাতে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যগুলির চাষের জমির আয়তন বৃদ্ধি করা যায়, সেই জন্য হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বরোদা, কাশ্মীর এবং ইন্দোরে বর্ত্তমান চাষের জমির শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। যদি প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুকূল থাকে তাহা হইলে বৃটীশ ভারতীয় প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে বর্ত্তমানের চেয়ে ৭ হাজার একর অধিক জমিতে খাদ্যশস্য চাষের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইবে এবং এই সকল জমিতে ১৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেশী উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে ভারতে ধান, গম, জনার ও বজরা চাষের জমির পরিমাণ হইতেছে প্রায় ১৭ কোটী ১০ লক্ষ একর এবং ইহাতে বৎসরে প্রায় ৫০ কোটী টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়

১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে ১১ দিন শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতে সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা। এই আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালের অনুরূপ সময়ের চেয়ে ৫৮ লক্ষ টাকা বেশী। ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতের সরকারী রেলওয়েসমূহের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১২৭ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা, এই আয় পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে ১৫ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা অথবা পূর্ব্ব বৎসরের আয়ের তুলনায় ১৩·৮ ভাগ অধিক।

শর্করার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

ভারত সরকারের একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে চিনির মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য মিঃ এন সি মেটা, আই সি এসকে ভারতের শর্করা কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাজারে এক পরিমাণের চিনির দর ভারতের সর্ব্বত্রই যাহাতে এক সমহারে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য, চিনির ব্যবসায়ীদের নাম রেজিষ্ট্রী করা এবং কোন কোন নির্দ্দিষ্ট চিনির কল হইতে কোন কোন নির্দ্দিষ্ট বাজারে চিনি যাহাতে সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সরবরাহ করা হয়, তন্নিমিত্ত উপযুক্ত বন্দোবস্ত করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে ২৮ শ্রেণীর (হাওড়া) প্রতি মণ চিনির কারখানার দর হইবে ১১৸৹ আনা। চিনির যে দর নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহাতে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কারখানাগুলি প্রতি মণ ইক্ষুর জন্য ।৵৹ আনা দর দিতে পারিবে। যদি উক্ত প্রদেশগুলির কোন স্থানে এতদপেক্ষা সস্তায় ইক্ষু পাওয়া যায়, তাহা হইলে কারখানাগুলি সেই স্থানের কৃষকদের অতিরিক্ত বোনাস দিতে পারিবে।

ভারত সরকার শর্করার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া ভারতীয় চিনিরকল মালিক সঙ্ঘ ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন যে, এইরূপ মূল্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ইক্ষু চাষীদের এবং চিনি ব্যবহারকারীদের ক্ষতি হইবে। বর্ত্তমানে চিনির দর অন্যান্য পণ্যের তুলনায় নিয়ন্ত্রণেই রহিয়াছে। উক্ত সঙ্ঘের মতে চিনি যাহাতে ভারতের বাহিরে রপ্তানী না হয় এবং চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহার জন্য ভারত সরকারের চেষ্টা করা উচিত।

কুচবিহার রাজ সরকারের বাজেট

কুচবিহার রাজ সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৪০ টাকা আয় এবং ৪৩ লক্ষ ৫ হাজার ২৬৩ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল ১৯ লক্ষ ২২ হাজার ৪১৬ টাকা তহবিলে লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বেসামরিক অধিবাসীদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং পল্লীউন্নয়নের জন্য ৬৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কার্য্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৪১ সালের কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে ১২৬টী মঠ এবং ১৮টী শাখা কেন্দ্র ছিল। ইহাদের অধীনে ৩৫৮টী স্থায়ী সমিতি যুক্ত ছিল। মূল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ২৬ হাজার ৩১৮ জন রোগীকে সেবা করা হইয়াছে। সেবাশ্রম ৮টী হাসপাতাল, ৪০টী চিকিৎসালয়, ৪টী মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র এবং ১টী যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ের কার্য্য চালাইয়াছেন এবং এই সকল স্থানে ১৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৫১১টী বাহিরের রোগী এবং ১৪ হাজার ৪৩১টী হাসপাতালে স্থানপ্রাপ্ত রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ৩ হাজার ৭৬২টী রোগীর জন্য অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। দরিদ্রদিগকে ৪৪৯ মণ চাউল, ৭২৬ খানা কাপড় এবং ৫ হাজার ৪৭০ টাকা ১৪ আনা ৯ পাই সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। সেবাশ্রম ১টী কলেজ, ১৮টী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১০টী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম চালাইয়াছে। এই সকল শিক্ষা আয়তনে ৫ হাজার ৭২৮টী বালক এবং ৩ হাজার ৮ জন বালিকা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আশ্রমের অধীনে ৫৩টী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫২০ জন বালক এবং ১ হাজার ১২১ জন বালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। ১৪টি নৈশ বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৫৫১ জন। আশ্রমের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৬ হাজার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, আর্জ্জেনটাইন, লণ্ডন, ফিজি, মরিসাসের অন্তর্গত পোর্টলুই, পেনাং এবং সিঙ্গাপুরে আশ্রমের কাজ হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে আশ্রমের ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ২ টাকা ৪ আনা ১০ পাই আয় এবং ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৯৮ টাকা ১২ আনা ৬ পাই ব্যয় হইয়াছে।

স্বাধীন চীনে জাতীয়সংগঠন কার্য্য

১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস হইতে স্বাধীন চীনের সংগঠনমূলক কার্য্যের জন্য যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তদনুযায়ী ১৬ কোটী ৫০ লক্ষ নিরক্ষর লোকের মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৪ কোটী ৫০ লক্ষ লোকের অক্ষর পরিচয় হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্বাধীন চীনে ৬ হাজার ডাকঘর, ৩ হাজার মাইল রাস্তা এবং বহু সংখ্যক রেডিও ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বৎসরে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণও ২০ লক্ষ টন বাড়িয়াছে।

বৃটেনের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট

বৃটেনে ১৯৪১-৪২ সালে রাজস্ব বাবদ মোট ২০৭ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ অনুমিত বরাদ্দ অপেক্ষা ২৮ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৪৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ অনুমান অপেক্ষা ৭৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক।

মিত্রশক্তিসমূহের সীসার পরিমাণ

ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত লাসিয়ো অঞ্চলের খনিসমূহে বৎসরে গড়পড়তায় ৪৫ হাজার টন সীসা উৎপাদিত হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার বাৎসরিক গড়পড়তায় সীসা উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন, কানাডা, বৃটেন, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা হইতে বৎসরে ৩ লক্ষ টন সীসা পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন সীসা উৎপাদিত হইয়াছিল, এবং দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-সমূহ হইতে এই বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৩ লক্ষ ২০ হাজার টন সীসা আমদানী করিয়াছিল। পক্ষান্তরে চক্রশক্তিগুলির সীসার পরিমাণ হইতেছে বৎসরে গড়পড়তায় ৩ লক্ষ টন। যদি ব্রহ্মদেশ জাপানের হস্তগত হয় এবং অষ্ট্রেলিয়া মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে সীসা সরবরাহ করিতে নাও পারে তাহা হইলেও মিত্রশক্তিসমূহের সীসার অভাবে অসুবিধায় পড়িতে হইবে না।

কানাডায় পশম ও টীনে সংরক্ষিত দ্রব্যাদির পরিমাণ

১৯৪১ সালে কানাডায় মেষের লোম হইতে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হইয়াছে; ১৯৪০ সালে এইরূপ পশম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ২২ হাজার পাউণ্ড। আলোচ্য বৎসরে ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৩ শতটী মেষের লোম হইতে পশম প্রস্তুত হইয়াছিল, ১৯৪০ সালে এইরূপ মেষের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৫ শতটী। ১৯৩৯ সালে কানাডায় টীনে সংরক্ষিত মাছ ও ফল বাবদ দ্রব্যাদির মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৬ কোটী ৯৫ লক্ষ ডলার।

আমেরিকায় চিনির অভাব

আমেরিকায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমানে আমেরিকায় চিনির টান পড়িয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আদেশে ঐ বাঁধা বরাদ্দের ব্যবস্থা বাতিল হইয়াছে। কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীদের অভিমত এই যে, এই আদেশের ফলে আমেরিকায় দোবারা চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে রবার উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৩০ সালে ভারতে ৭৯ হাজার ৮৭৩ একর জমিতে এবং ১৯৩৯ সালে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৬২ একর জমিতে ভারতে রবারের চাষ হইয়াছিল। ১৯৩০ সালে এইরূপ রবারের চাষ হইতে ১ কোটী ৪৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৩০১ পাউণ্ড এবং ১৯৩৯ সালে ৩ কোটী ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৬৬৩ পাউণ্ড শুকনো রবার পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে দক্ষিণ ভারতেই মাত্র রবারের চাষ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরে শতকরা ৭৫ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ১২ ভাগ, কোচীনে শতকরা ১০ ভাগ, কুর্গে শতকরা ২ ভাগ এবং মহীশূরে শতকরা ১ ভাগ রবার উৎপন্ন হয়। ১৯৪১ সালে ভারতে ১২ হাজার টন রবার ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত হইতে গ্রেট বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড রবার রপ্তানী করা হইয়াছিল।

কানাডায় রঞ্জন শিল্প

১৯৪০ সালে কানাডায় রঞ্জন শিল্পজাত জিনিষ পত্রাদির মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৮ ডলার। ইহার মধ্যে তুলাজাত বস্ত্রাদিতে রং করিবার জন্য বিবিধ প্রকার রঞ্জন দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ হইতেছে ২৬ লক্ষ ৫১ হাজার ৭২৬ ডলার।

কোলার স্বর্ণ খনির উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে কোলারের স্বর্ণ খনিসমূহ (মহীশূর, চ্যাম্পিয়ণরীফ, ওরিগাম এবং নন্দদুর্গ) হইতে ২৫ হাজার ৪৪০ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছে, ফেব্রুয়ারী মাসে ৩৫ হাজার ৯৪৫ আউন্স পাকা সোণা উৎপাদিত হইয়াছিল।

শ্রমিকদের জন্য গমের ব্যবস্থা

জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যুদ্ধ সামগ্রী নির্ম্মাণের কারখানার শ্রমিকদের যাহাতে খাদ্যের অভাব না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার এখন হইতে কলিকাতায় যে সমস্ত গমের চালান আসিতেছে তাহার উপর কড়া নজর রাখিবেন। বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানী ও পোর্ট কমিশনারকে হাওড়া, শিয়ালদহ ও খিদিরপুর ডকে যে গমের চালান পৌছিবে প্রত্যহ তাহার বিবরণ কলিকাতার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চীফ কণ্ট্রোলারের নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ জানাইয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে।

বৃটিশ নৌ-বিভাগের খরচ

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত পূর্ণ একবৎসরে বৃটিশ সামরিক নৌ-বিভাগে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭৮ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য ২৮ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৯ হাজার ৪৩ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। ৪ কোটি ৫২ লক্ষ ১৬ পাউণ্ড বেতন বাবদ এবং খাদ্য ও পোষাক বাবদ ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৬৮ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট অর্থ শত্রুর আক্রমণে জাহাজগুলির সঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় গমের দর

১৯৪১ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ও সহরতলীর পাইকারী গমের সর্ব্বোচ্চ দর ৫৸৹ আনায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত সরকার হাপুর ও লায়ালপুরে গমের দর ৪।৵৹ আনা মণ হিসাবে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া উহার উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বোক্ত দর নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল। অতঃপর ভারত সরকার ঐ দর মণপিছু ৫৲ টাকায় বাড়াইয়া দেন। তদনুসারে কলিকাতায় প্রতি মণ গমের সর্ব্বোচ্চ দর ৬৷৹ টাকায় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

ম্যালেরিয়া নিবারণ

ভারতের সেনাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেনানিবাসসমূহে ও ঘাঁটিগুলিতে যাহাতে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হ্রাস পায়, তজ্জন্য ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শমত কর্ম্মচারী নিয়োগ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যসূচী গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতের সৈন্যদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিলেও ১৯৪০ সালে ইংরাজ সৈন্যদের মধ্যে শতকরা ৭৩·৪ জন এবং ভারতের সৈন্যদের ভিতরে শতকরা ১৭৩·২ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল।

উপনিবেশসমূহের ইংরাজ সরকারকে ঋণদান

১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে ইংরাজদের উপনিবেশগুলি ইংরাজ সরকারকে ৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯৬১ পাউণ্ড কর্জ্জ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮৩ হাজার ২৫৭ পাউণ্ডের দরুণ কোন সুদ দিতে হইবে না।

ট্রাঙ্ক কলে সংবাদ প্রেরণের জন্য সুবিধাদান

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, মধ্যরাত্রি হইতে ভোর ৬ টা পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণের জন্য সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহকে টেলিফোনে ট্রাঙ্ক কলের জন্য যে সুবিধামূলক হারে ভাড়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্য অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। সংবাদপত্রসমূহকে যে সুবিধা দেওয়া হইত তাহার হার সাধারণ ট্রাঙ্ক কলের মাশুলের এক তৃতীয়াংশ।

মিশরের বন্দরসমূহে মাল খালাসের হিসাব

বর্ত্তমান যুদ্ধারাম্ভের পর হইতে মিশরের বন্দরসমূহে ৩০ লক্ষ টন সমর সম্ভার এবং ১০ লক্ষ টন খাদ্যসামগ্রী জাহাজ হইতে নামান হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের জিলা বোর্ডসমূহের আয়ব্যয়

বর্দ্ধমান বিভাগের অন্তর্গত বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, বীরভূম এবং বাঁকুড়া এই ৬টী জিলাবোর্ডের ১৯৩৯-৪০ সালে আয় হইয়াছে ৩৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ২১৮ টাকা এবং ব্যয় ৩২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১০৮ টাকা।

অষ্ট্রেলিয়ায় সমরকালীন ব্যয়

বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় দৈনিক ১০ লক্ষ পাউণ্ড যুদ্ধের জন্য ব্যয় হইতেছে। গত মার্চ্চ মাসে রাজস্ব হইতে ১ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড এবং ঋণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা ২ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে ৯ মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ২০ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড যুদ্ধের জন্য খরচ পড়িয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে গম মজুতের ব্যবস্থা

যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীদের আপদকালীন প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক পরিমাণ গম মজুতের ব্যবস্থার কথা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। বাজারে নূতন গম দেখা দিলে উহার একটা বড় অংশই সরকার কর্ত্তৃক ক্রয় করা সম্ভবপর কিনা তাহা বিবেচিত হইতেছে। যুক্ত-প্রদেশের বাহিরে গম রপ্তানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা তুলিয়া লওয়ায় প্রদেশের আবশ্যক গমের অভাব দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কায় উপরোক্ত পরিকল্পনার বিষয় বিবেচিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গলার খাদ্য সমস্যা ও উহার প্রতিকার

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ হইতে দেশবাসীর নিকট, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার কৃষকদের কাছে, অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত প্রচারপত্র প্রকাশ করা হইয়াছে: "মনে রাখিবেন:—(১) যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুণ হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে; (২) সুতরাং এবৎসর বাঙ্গলা দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ না হয়, তাহা হইলে বাংলা দেশের লোককে না খাইয়া মরিতে হইবে; (৩) সেইজন্য এ বৎসর প্রত্যেক কৃষকের ধানের চাষ খুবই বাড়ান দরকার; (৪) বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধানের চাষ করিলে ধানের ফসল খুব বেশী পাওয়া যায়; সুতরাং সকলেরই উপযুক্ত জমি অনুযায়ী কৃষিবিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধান উৎপাদন করা উচিত; (৫) প্রত্যেক জেলার কৃষি কর্ম্মচারী বা স্থানীয় কৃষি পরিদর্শককে জানাইলেই তিনি উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন; (৬) প্রত্যেক কৃষকের সারা বৎসরের খোরাক অনুযায়ী ধান উৎপাদন করা উচিত, যেন তাঁহাকে ধান বা চাউল কিনিয়া খাইতে না হয়; (৭) যদি কাহারও অনাবাদী অথচ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি থাকে তাহা ভাঙ্গিয়া ধানের চাষ করা উচিত; (৮) ইহা ছাড়া বর্ষাকালের উপযুক্ত অন্যান্য খাদ্যশস্য, শাকসব্জী, ভুট্টা ইত্যাদি যত বেশী পরিমাণ চাষ করা যাইবে ততই খাদ্য শস্যের অভাব কম হইবে। এ স্থলে গরুর খোরাকের কথাও মনে রাখিতে হইবে; (৯) গত সালের পাঁচ আনার স্থলে এ বৎসর আট আনা জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাপেক্ষাও কম জমিতে পাট চাষ করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ যুদ্ধের জন্য কাঁচা পাটের এবং পাটজাত জিনিষের রপ্তানী অনেক কমিয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা আছে; এবং তাহা হইলে পাটের দামও খুব কমিয়া যাইবে; (১০) শেষ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, বেশী টাকার লোভে পাট বা অন্যান্য ফসল উৎপাদন না করিয়া পেটের ভাতের সংস্থান আগে করা দরকার।"

কাশ্মীরে কাগজের মিল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা

জম্মু ও কাশ্মীর ষ্টেটের পরিষদের এক অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর কালে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে, কাশ্মীর রাজ্যে একটি সংবাদপত্রের কাগজের শিল্প গড়িয়া তুলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে আবশ্যক কাঁচা মালের প্রয়োজন রাজ্যের অসংখ্য দেবদারু ও অন্যান্য বৃক্ষের দ্বারা তাহা মিটান সম্ভবপর। বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা চলিতেছে। এই বিষয়ে শীঘ্রই স্থির সিদ্ধান্তের কথা জানা যাইবে।

বাংলা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্যবিবরণী

বাংলা সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ১৯৪০ সালের বাংলা দেশের যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে বাংলার পল্লী অঞ্চলে তিনটী মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হইতেছে ১৮টী। ১৯৪০ সালে মোট শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৯৪টী। ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩০১টী। প্রতি মাইলে শিশুমৃত্যু হার হইতেছে ১৫৯·৩ জন, ১৯৩৯ সালে ইহার হার ছিল ১৪৬·৬ জন। বাংলা দেশের মোট মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হইতেছে শতকরা ২৪·১ ভাগ। ১ মাসের কম বয়স্ক শিশুরমৃত্যু হার হইতেছে শতকরা ৫৫ জন, এক মাস হইতে ছয় মাস বয়স্কের শিশুমৃত্যু হার শতকরা ২৯·৪ এবং ৬ মাস হইতে এক বৎসর বয়স্ক শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ১৫·৬ জন। আলোচ্য বৎসরে ৬৯ হাজার ৮৪৪টী শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ১৯৪০ সালে জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৪৬টী; ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৫১টী। আলোচ্য বৎসরে প্রতি মাইলে জন্ম সংখ্যার হার হইতেছে ৩৩·৭ জন, ১৯৩৯ সালের চেয়ে শতকরা ৫·৩ জন বেশী। ১৯৪০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ১১ হাজার ৮২টী, ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৩০টী। আলোচ্য বৎসরে মৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি মাইলে ২২·৩, পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০৮ বেশী। ১৯৪০ সালে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা হইতেছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৬৪টী বেশী। ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল উক্ত বৎসরের মৃত্যু সংখ্যার চেয়ে ৫ লক্ষ ৭ হাজার ১২১টী অধিক। কলিকাতায় আলোচ্য বৎসরে জন্মের তুলনায় মৃত্যু বেশী হইয়াছে। ১৯৪০ সালে বাংলা দেশের জন্ম সংখ্যা বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং সিন্ধুদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম হইয়াছে। ১৯৪০ সালে বাংলা দেশে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলেরায় সবচেয়ে কম লোকের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কলেরায় ২১ হাজার ৭৪১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ সালে ৩৩ হাজার ২২১ জনের কলেরায় মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে মাইল প্রতি কলেরায় মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ০·৪ এবং ০·৭। আলোচ্য বৎসরে বসন্ত রোগে ৫ হাজার ৬০৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ সালে ৭ হাজার ২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতি মাইলে বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার হইতেছে ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে যথাক্রমে ০·১১ এবং ০·১৪। ১৯৪০ সালে জ্বরে ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৫১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে; ১৯৩৯ সালে জ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৮৭ জন। এইরূপ মৃত্যুর হার হইতেছে ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে মাইল প্রতি যথাক্রমে ১৪·৪ এবং ১৩·৮। ১৯৪০ সালে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪৪৮ জনের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হইয়াছে; ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৩২১ জন। জ্বরে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মধ্যে শতকরা ৫১·৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে ম্যালেরিয়ায়। প্রতি মাইলে ১৯৪০ সাল এবং ১৯৩৯ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ৪৯·৬ এবং ৩১·৩। ১৯৪০ সালে কালাজ্বরে মারা গিয়াছে ১৫ হাজার ৪৫৩ জন; ১৯৩৯ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৫৬ জন। প্রতি মাইলে আলোচ্য বৎসরে এবং পূর্ব্ব বৎসরে কালাজ্বরে মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ০·৩১ এবং ০·৩৪। ১৯৪০ সালে নানাবিধ হৃদরোগে ৮৫ হাজার ২০৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৯৩৯ সালে ৮৮ হাজার ৪৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। প্রতি মাইলে ১৯৪০ সাল এবং ১৯৩৯ সালে হৃদরোগে মৃত্যুর হার হইতেছে যথাক্রমে ১·৭১ এবং ১·৮৬। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতায় হৃদরোগের মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৫৭ জন।

লাক্ষার মুল্য নিয়ন্ত্রণ

বর্ত্তমানে লাক্ষার দর বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে যে লাক্ষার মণ ১৪ টাকা দরে বিক্রয় হইত, বর্ত্তমানে তাহা বাড়িয়া ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মণ প্রতি ৬৮ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে 'টি এন' শ্রেণীর লাক্ষার দর মণ প্রতি ৬৬৷৷৹ আনায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাংলা সরকার 'বাটন' এবং 'গারনেট' শ্রেণীর লাক্ষার দর যথাক্রমে মণ প্রতি ৭১৷৷৹ আনা এবং ৭২৷৷৹ আনায় বাঁধিয়া দিয়াছেন।

বৃটিশ সরকারের বাজেট

গত ১৪ই এপ্রিল বৃটিশ সরকারের অর্থ সচিব স্যার কিংসলি উড বৃটেনের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি আলোচ্য বৎসরে বৃটেনে ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করেন। স্পিরিট, মদ, তামাক এবং সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির বিষয় তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে আলোচ্য বৎসরে বৃটেনের ৬৫০ কোটি পাউণ্ড আয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। থিয়েটার এবং সিনেমার উপর যে প্রমোদ কর বর্ত্তমান আছে তাহা দ্বিগুণ করা হইবে। প্রত্যেক বোতল স্পিরিটের উপর কর বাড়াইয়া ৪ শিলিং ৮ পেন্স করা হইবে। ১০টী সিগারেটের মূল্য ৯ পেন্স হইতে বাড়িয়া ১ শিলিং হইবে। তিনি অনুমান করেন যে বৃটেনে বর্ত্তমানে বাৎসরিক তামাক ব্যবহারের জন্য ৩৪ কোটি পাউণ্ড ব্যয় হয়। গত বৎসর 'বিয়ার' মদের জন্য বৃটেনের জনসাধারণ ৩৩ কোটী পাউণ্ড খরচ করিয়াছিলেন। সিনেমা ও থিয়েটার দেখার জন্য বৎসরে গড়পড়তায় গ্রেট বৃটেনে ১৪০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় পড়ে। সিনেমা ও থিয়েটারের ৭ পেন্সের অধিক মূল্যের টিকিটের প্রমোদ কর দ্বিগুণ করা হইবে, সিল্ক ফ্রক, ফারকোট, চুল কোঁকড়াইবার যন্ত্রপাতি, সঙ্গীত যন্ত্র (রেডিও যন্ত্র বাদ দিয়া) প্রভৃতির কর বৃদ্ধি করিবারও প্রস্তাব হইয়াছে।

ইরাণ সরকারের বাজেট

ইরাণের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩১৩ কোটি ৪০ লক্ষ রেয়াল (ইরাণী মুদ্রা) আয় ও ৩১৩ কোটি ২০ লক্ষ রেয়াল ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসরের আয় ৪৭ কোটি ৯০ লক্ষ রেয়াল এবং ব্যয় ১১৯ কোটি ১০ লক্ষ রেয়াল কম হইয়াছে।

বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি

গত ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত বাংলা সরকারের কৃষিবিভাগ ধান উৎপাদন সম্পর্কে প্রতিবৎসর যে সকল পূর্ব্বাভাষ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে চাহিদার তুলনায় গড়ে ১৫ লক্ষ টন ধান কম পড়ে। যে বৎসর ফসল ভাল হয় সে বৎসরে ৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত ধান পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা খুব বিরল। বাংলা দেশের প্রয়োজন এতদিন আমদানীকৃত ধান দ্বারা মিটান হইত। বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশের ধান আমদানী বন্ধ হইয়াছে। যানবাহনাদির স্বল্পতা হেতু স্বাভাবিক অবস্থাতেও বাংলা দেশের ধান যোগান হ্রাস পাইবে। অবস্থানুযায়ী যাহাতে প্রত্যেক জিলার খাদ্যশস্য প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক জিলার উৎপাদন ও আমদানী রপ্তানী ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া একটী পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার সরকারী এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটী গঠন করিয়াছেন। কমিটী এইরূপ বিবেচনা করিয়াছেন যে, যে সকল জিলায় প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ খাদ্যশস্যের অভাব দৃষ্ট হইবে সে সকল জিলা সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। কৃষকগণ যাহাতে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্যের চাষ করে তজ্জন্য বীজ বিতরণের বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে। কৃষি বিভাগ হইতে উন্নত শ্রেণীর ধান এবং সরিষা ও ছোলার বীজ সরবরাহের জন্য একটী পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য যথাক্রমে ১৬ লক্ষ ১০ হাজার ৯ শত টাকা এবং ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৭৬ টাকার প্রয়োজন হইবে। উপরোক্ত বীজ 'সোয়াই' প্রণালীতে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে; অর্থাৎ শস্য তুলিবার পর এক মণ স্থলে সোয়া মণ ফিরাইয়া দিতে হইবে।

ধান চাউলের রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা

কটকের এক সংবাদে প্রকাশ, পাটনা ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষ জরুরী অবস্থা বিবেচনায় ধান ও চাউল রপ্তানীর কঠোর নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিশেষ লাইসেন্স ব্যতীত এখন হইতে ধান-চাউলের রপ্তানী নিষিদ্ধ হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ইস্পাত উৎপাদন

১৯১৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন, বর্ত্তমানে ইহার পরিমাণ হইতেছে বৎসরে ১০ লক্ষ টন। ১০ কোটী টন খনিজ লৌহ অষ্ট্রেলিয়ায় উত্তোলিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইস্পাত শিল্পে ১৫ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

পুস্তক পরিচয়

সিমপ্লেক্স রুপি ইণ্টারেষ্ট এণ্ড কমিশন টেব্‌লস্‌—১১ নং ডেকার্স লেন, কলিকাতা হইতে সি এফ হুপার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪॥০ আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি সুদ কষিবার ফর্দ্দ (টেব্‌ল)। যে কোন পরিমাণ অর্থের উপর শতকরা ।০ আনা হইতে আরম্ভ করিয়া শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত হারে দেয় সুদের পরিমাণ কি দাঁড়াইয়াছে, সেই সংখ্যা পুস্তক-সংলগ্ন গুটিকয়েক সহজ নিয়ম অনুসারে টেব্‌লের মধ্যে যথাস্থানে পাওয়া যাইবে। ইহাতে অঙ্ক কষিয়া সুদের পরিমাণ ধার্য্য করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয় তাহা বাঁচিয়া যায়। সুনির্দ্দিষ্ট হিসাবে যাহাতে কোনরূপ ভুলভ্রান্তি না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করা হইয়াছে। এই জাতীয় টেব্‌ল্‌-পুস্তক ব্যাঙ্কিং, লগ্নি কারবার ও অন্যান্য ব্যবসায় ক্ষেত্রে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ

১৯৪১ সালের রিপোর্ট

সম্প্রতি আমরা দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪১ সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে এই নূতন ব্যাঙ্কটির উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৪০ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী কৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৩৮০ টাকা এবং এই ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ৫৯ হাজার ৩৯০ টাকা। ১৯৪১ সালে তাহা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪২ হাজার ৬৯৭ টাকা ও ৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬০০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে কোন কোন দিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে অনেক ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবারও সূচনা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায়ও দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের মত একটি নূতন ব্যাঙ্ক এবার উহার আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানতী জমার পরিমাণ উল্লেখ-যোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, উহা এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের পক্ষে কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নাই।

আদায়ীকৃত মূলধন ও আমানত জমা বাবদ উপরোক্ত দায় ও অন্যান্য প্রকারের দায় লইয়া ১৯৪১ সালের শেষে ব্যাঙ্কের মোট ৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা দায় দাঁড়াইয়াছিল। ঐ প্রকার দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ:—হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৩৪ টাকা, প্রদত্ত ঋণ ও ওভারড্রাফট ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৭৩ টাকা, বিল ডিসকাউন্ট হিসাবে প্রাপ্তব্য ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল ভালভাবে নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

আলোচ্য বৎসরে সুদ ও ডিসকাউন্ট বাবদ দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কের ৩০ হাজার ৭৬১ টাকা আয় হয়। অন্যান্য ধরণের ছোটখাট আয় লইয়া মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১ হাজার ৮৬৬ টাকা। ঐরূপ আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র মিটাইয়া আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের ১০ হাজার ৬৭৬ টাকা নিট লাভ হইয়াছে।

কতিপয় উদ্যোগশীল ব্যক্তির সুপরিচালনায় দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্কটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ৩১নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোডে এই ব্যাঙ্কের হেড অফিস অবস্থিত।

পি এম্ বাগচী এণ্ড কোং

কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মেসার্স পি এম্ বাগচী এণ্ড কোম্পানীর ঢাকা শাখার শুভউদ্বোধন উৎসব গত ১লা বৈশাখ তারিখে ২৬নং পটুয়াটুলিস্থ ভবনে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম-এল-সি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাগচী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন যে, দেশের বিভিন্ন সহর ও বন্দরে তাঁহাদের কোম্পানীর শাখা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে মহাযুদ্ধের পরেও বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁহারা দেশী পণ্য বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন। এই উদ্বোধন উপলক্ষে ঢাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

দাশ কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শিশির কুমার দাশ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৩০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা। ব্যবসা খনি ও খনি-অঞ্চল ক্রয় বা ইজারা লওয়া।

ন্যাশনাল ইন্সিউলেটেড্ কেব্ল্ কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি বি পেজ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৬৭।৭৪, ষ্টিফেন্ হাউস, ৪নং ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা তার, কেব্ল, বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা।

এসোসিয়েটেড ইলেকট্রিকাল ডেভেলপমেণ্ট কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জি কে খেমকা। রেজিষ্টার্ড অফিস—৮, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ম্যানেজিং এজেন্সি।

শিবশঙ্কর মাইকা সাপ্লাই কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মাংতুরাম জয়পুরিয়া। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—মাইকা ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যাদির কাজ।

শ্রীক্ষেতবাল অয়েল এণ্ড রাইস মিলস্ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ রাম কিষেণ ক্ষেতবাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৪৩।৪৪, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—তেল, চাউল ও ময়দার কারখানা।

হরসুখ দাস কাশীরাম লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ কেজরি-ওয়াল। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৬ সি, ক্রীক রো, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়, বিক্রয় ও প্রস্তুতের ব্যবসা।

সেনাপতি ব্রাদার্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ পি সি সেনাপতি। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৩২, বেলিলিয়াস্ রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

বেলগাছিয়া টী কোং লিঃ—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২০৲ টাকা। **স্বদেশী কটন মিলস্ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৯০৲ টাকা। **শিবরাজপুর সিণ্ডিকেট লিঃ**—গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **তাপ্তি ভেলী রেলওয়ে কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা। **তিস্তা ভেলী টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৫৲ টাকা। **বোম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়েজ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **গোকক্ মিলস্ লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

কলিকাতার টাকার বাজারে এখনও মন্দার ভাব চলিতেছে। টাকার স্বচ্ছলতা পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এদেশের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে আসিয়া পড়া সত্ত্বেও টাকার বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাই। কলিকাতা ও বোম্বাইএ ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার ।০ আনা।

বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে। মহাযুদ্ধের ফলে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় বাজারের কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে যৎসামান্য রপ্তানী বিল আসিয়াছে। এক কথায়, বিনিময় বাজারে বর্ত্তমানে দারুণ শৈথিল্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূল না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা না হওয়া পর্য্যন্ত বাজারের অবস্থার উন্নতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না।

গত ১৪ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৷৷৵৩ পাই ও তদূর্দ্ধ দরের এবং ৯৯৷৷৶০ আনা দরের শতকরা প্রায় ৮৯ ভাগ অবেদন গৃহীত হইয়াছে। অল্প দরের টেণ্ডারসমূহ অগ্রাহ্য হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য করা হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ১।০ আনা। আগামী ২১শে এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাদের আগামী ২৪শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

গত ৮ই এপ্রিল তারিখ হইতে ১১ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল মোট ৯৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত ১৫ই এপ্রিল হইতে আগামী ২০শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে পূর্ব্বপ্রকাশিত সর্ত্তানুসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের শতকরা ৯৯৷৷৵৩ পাই দরে বিক্রয় হইবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ৩রা এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮১ কোটি ৭৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪৯ কোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৭ কোটি ৫০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটি ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পমিাণ ছিল ৭ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ১১ কোটি ৫৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫১৫/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬১/৩২ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজার চৈত্রসংক্রান্তি এবং বাংলা নববর্ষের ছুটীর পর বুধবার আরম্ভ হইয়াছে। এই অল্প কয়েকদিনের শেয়ার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সহিত কংগ্রেসের আলাপ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের জটিল এবং গুরুতর পরিস্থিতি বিশেষ সঙ্কটজনক অবস্থা ধারণ করায়, শেয়ার বাজারের সর্ব্বত্রই একটা নৈরাশ্যজনক আবহাওয়ার এবং নিশ্চল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য আজ শেয়ার বাজারের অবস্থায় সামান্য দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে শেয়ারের সামান্য বেচাকেনা হইয়াছে। যদি বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারের অবস্থা উন্নত হয় এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রশক্তিবর্গের অনুকূল হয়, তাহা হইলে কলিকাতার শেয়ার বাজারের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে কিছু উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, কলিকাতার শেয়ার বাজারের মন্দার ভাব শীঘ্র কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম।

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দরে স্থিরভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮৭৸০ আনা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৮৮৷৷৶০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৫৶০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে।

এসপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ার, কয়লার খনির শেয়ার, পাটকলের শেয়ার, চিনির কলের শেয়ার এবং কাগজের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য কাজকারবার হয় নাই, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সামান্য বেচাকেনা হইয়াছে।

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১০ই এপ্রিল—৮৭৷৷/০ ৮৭৸/০ ; ১৫ই—৮৭৸০ ৮৭৸/০ ; ১৬ই—৮৭৷৷/০ ৮৭৸০। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১০ই এপ্রিল—১০৩৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১৫ই এপ্রিল—৯৭৷/০। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৬৩-৬৫) ১৬ই এপ্রিল—৮৮৷৷/০। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ১৬ই এপ্রিল—৯৫/০ ৯৫৷৷০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ই এপ্রিল—৯১৲ ; ১৫ই—৯১৲ ; ১৬ই—৯১৷৷০ ৯২৲।

পাটকল

হাওড়া ('এ' প্রেফ) ১৫ই এপ্রিল—১২০৲।

রেলপথ

হাওড়া আমতা রেলওয়ে ১৬ই এপ্রিল—৯৩৲।

কাগজের কল

নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১০ই এপ্রিল—৪৷৷০ ; ১৬ই—৪৷৷৵০। মুইরের মিলস (প্রেফ) ১৬ই এপ্রিল—৫৮৷৷০।

কয়লার খনি

এমালগেমেটেড ১০ই এপ্রিল—২৬৷। সিঙ্গারণ ('বি') ১৬ই এপ্রিল—১৸৶০।

খনি

বার্ম্মা করপোরেশন ১০ই এপ্রিল—২৲। ইণ্ডিয়ান কপার ১০ই এপ্রিল—১৷৷৶০ ; ১৫ই—১৷৷৵০ ১৷৷৶০ ; ১৬ই—১৷৷৵০ ১৷৷৶০।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল—১০১৷৷০ ১০২৷৷০।

ইলেকট্রিক

মথুরা ইলেকট্রিক ১০ই এপ্রিল—৮৷/০। জব্বলপুর ইলেকট্রিক ১৫ই এপ্রিল—১৪৸০।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১০ই এপ্রিল—২২/০ ২২৵০ ২২৶০ ; ১৫ই—২১৸০ ২১৸৵০ ২২৲ ২২/০ ২২৵০ ২২৷৵০ ; ১৬ই—২১৸৵০ ২২৲। ষ্টীল করপোরেশন (অর্ডি) ১০ই এপ্রিল—১৩৷৶০ ১৩৷৷০ ; ১৫ই—১৩৷৷০ ১৩৷৷৵০ ; ১৬ই—১৩৷৶০ ১৩৷৷০ ; (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল—৯১৷৷০ ; ১৬ই—৯১৷৷০।

চিনির কল

চম্পারণ ১০ই এপ্রিল—১৯৷৷/০।

চা-বাগান

তেজপুর (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল—১৪৷৷০। হুলানগুড়ি ১৬ই এপ্রিল—২০৩৲।

কাপড়ের কল

ষ্টার পেপার ১৫ই এপ্রিল—১৩৸০। টীটাগড় পেপার (সেকেণ্ড প্রেফ) ১৬ এপ্রিল ১০০৷৷০।

বিবিধ

বি, আই করপোরেশন (প্রেফ) ১০ই এপ্রিল—১৫৯৲ ; (অর্ডি) ১৬ই এপ্রিল—৪৷৷০।

ডিবেঞ্চার

৪৷৷০ সুদের (১৯৩৭-৫২) সালের নৈহাটী জুট ১৬ই এপ্রিল—৯৭৲। ৪৷৷০ সুদের (১৯৩৭-৫৭) সালের ইউনিয়ন জুট ১৬ই এপ্রিল—৯৭৲।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

কলিকাতার পাটের বাজারে দারুণ মন্দার ভাব দেখা যায়। পাটের দর ক্রমেই নিম্নগামী হইয়া পড়িতেছে। কলওয়ালারা পূর্ব্ববৎ বাজার হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। ক্রেতার অভাবে বিক্রেতা মহলে নৈরাশ্যের উদ্ভব হইয়াছে। থলে ও চটের বাজারের অবনতি সর্ব্বত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গলা হইতে মাল প্রেরণের অসুবিধার দরুণ পাট মজুত করিবার জন্য আগ্রহ দেখা যায় না। ইহার উপর বঙ্গোপসাগর ও অন্যান্য দরিয়ায় মিত্রপক্ষের বহু জাহাজ ডুবির সংবাদ পাটের বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

থলে ও চটের বাজার ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ৯নং পোটার চটের কথা বলা যাইতে পারে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে উহার দর ছিল ১৮॥০ আনা; বর্ত্তমানে উহার দর ১৬॥০ আনায় নামিয়া পড়িয়াছে। ১১নং পোটারের দরও পূর্ব্ব সপ্তাহের ২২।০ আনার তুলনায় বর্ত্তমানে ২০॥০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। সর্ব্বত্র নৈরাশ্য ও অনিশ্চয়তার আবহাওয়া দেখা যায়। মিলমালিকগণের সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজের সিদ্ধান্ত বর্ত্তমানেও বলবৎ রহিল, এই সংবাদেও বাজারে এতটুকু উৎসাহের সঞ্চার হয় নাই। গত ১১ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিমিটেডের ঐ সময়ের পাটচাষ সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, সকল অঞ্চলেই আবহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। ছোট ছোট চারা পাটের গড়ন ও বাড়ন ভালই হইতেছে। আগাছা তুলিয়া ফেলিবার কাজ যথারীতি সুরু হইয়াছে। নদনদীর অবস্থা স্বাভাবিক। বিভিন্ন অঞ্চলে এতাবৎ গত বৎসরের তুলনায় ও ১৯৪০ সালের হিসাবে কি পরিমাণ পাট বপন করা হইয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—নারায়ণগঞ্জ—এবার ২৪ আনা; গতবার ৭ আনা। চাঁদপুর—এবার ৩০ আনা; গতবার ১০ আনা; হাজীগঞ্জ—এবার ৩০ আনা; গতবার ৫ আনা। চৌমুহানী—এবার ২৩ আনা; গতবার ৫ আনা ৩ পাই। আশুগঞ্জ—এবার ২৪ আনা; গতবার যৎসামান্য। আখাউড়া—এবার ২০ আনা; গতবার ২ আনা। নিকলিদামপাড়া—এবার ২১ আনা; গতবার ২ আনা ৩ পাই। এলাশিন—এবার ২০ আনা; গতবার ৭ আনা ৬ পাই। সরিষাবাড়ী—এবার ১২ আনা গতবার ৩ আনা। ময়মনসিংহ—এবার ১১ আনা; গতবার ৬ আনা ৩ পাই সিরাজগঞ্জ—এবার ১১ আনা ৬ পাই; গতবার ২ আনা ৯ পাই। ভাঙ্গুরা—এবার ১৬ আনা; গতবার ৩ আনা।

তুলা ও কাপড়

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

কলিকাতার কাপড়ের বাজার সম্পর্কে বলিবার মত বিশেষ কিছু নাই। বাজারের অবস্থায় কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। বিদেশী সৌখীন বস্ত্রাদির চাহিদা যোগানের তুলনায় বহুল পরিমাণে কম। অন্যান্য বস্ত্রের বিভাগেও বিশেষ কর্ম্মচাঞ্চল্য লক্ষিত হয় না। সর্ব্বত্র একটা স্থির ভাব দেখা যায়। ভবিষ্যতে ডেলিভারীর সর্ত্তে কাজকারবারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষই আগ্রহশীল নহেন। সূতার বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলিতে মিলের কাপড়ের চাহিদা খুবই দেখা যায়, কিন্তু যুদ্ধের প্রতিকূল সংবাদে কলিকাতার বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব, ফলে সুস্পষ্ট মন্দার অবস্থা লক্ষিত হয়।

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তুলার বাজারে আশা ও উদ্যমের ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের দৌত্যের ব্যর্থতার ফলে বাজারে আবার নৈরাশ্য ও মন্দার ভাব দেখা যায়। ওমরা ও বেঙ্গলের (এপ্রিল-মে ও জুলাই-আগষ্ট) দর পূর্ব্বের ন্যায় নিম্নাভিমুখী রহিয়া গিয়াছে। বোরচ এপ্রিল-মে তুলার দর গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে ১৫২৲ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে এবং তৎপর উহার মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতে আর দেখা যায় নাই।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারে সোণার দরে আরও নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সোণার দর এইরূপ হ্রাস হওয়ায় ইহার কাজকারবার সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের বুধবার হইতে সোণার দর উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নগামী হইয়াছে। ঐদিন বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর ছিল ৪৮॥০ আনা, আজ ইহার দর ৪৫॥০ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রতিটী গিনির দর হইতেছে ৩৮৲। মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে ৪৭॥০ আনা। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৯৲ টাকা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৪৮৸৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৯॥৶০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এসপ্তাহে বোম্বাইয়ে রূপার দর উল্লেখযোগ্যভাবে পড়িয়া গিয়াছে। এসপ্তাহের প্রত্যেক দিনই রূপার দরে ক্রমিক নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। আজ বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর দাঁড়াইয়াছে ৭৫॥০ আনা এবং যে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর হইতেছে ৭৬৸০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৮০৲ টাকা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৮০।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে যথাক্রমে ২৩¼ পেন্স এবং ৩৫⅛ পেন্স।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যের বাজার দর

বাংলা সরকারের কৃষিপণ্যের বাজার বিভাগ হইতে গত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতার বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্যের যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল :—

বাকতুলসী ধান প্রতি মণ—৩॥০; পাটনাই ধান প্রতি মণ—৩।৶০; মোটা ধান প্রতি মণ—৩।০; চাউল (বাকতুলসী) প্রতি মণ—৬।০; পাটনাই চাউল প্রতি মণ—৫৸৶০; মোটা চাউল প্রতি মণ—৫।৶০; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ—১৩৶০; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৫৪৲ টাকা হইতে ৭৪৲ টাকা; 'এগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৭০৲; ১নং চিনি প্রতি মণ—১৩৸৶০; ২নং চিনি প্রতি মণ—১৩॥০; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায়—৫ সের; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী—৸৶০, (খ) শ্রেণী—॥৶০; (গ) শ্রেণী—॥০; (ঘ) শ্রেণী—।৶০; সাধারণ শ্রেণী—॥০; হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি সাধারণ শ্রেণীর—॥৶০ আনা; নৈনিতাল আলু প্রতি মণ—৩৸০; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—১৮৲; রোহিত মাছ প্রতি মণ—২০৲; চিংড়ি মাছ প্রতি মণ—১৬৲; সবরী কলা প্রতি ডজন—।০; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৬ পাই; আপেল (আমেরিকার) প্রতি টাকায়—১০টী; মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—১৫টী; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়—৩৫টী; আসামের আনারস প্রতি কুড়ি ১৪৲ টাকা।

(যানবাহন সমস্যা)

সংখ্যক মালগাড়ী থাকা সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বি এন রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের প্রয়োজনমত তাহা কয়লা চালানের কাজে ব্যবহার করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, এরূপ নজীর যথেষ্ট রহিয়াছে। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব্ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী উপস্থাপিত এই সমস্ত অভিযোগ দ্বারা রেল কর্ত্তৃপক্ষের অহেতুক ত্রুটি বিচ্যুতিরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এদেশে রেলগাড়ীর সংখ্যা কম বলিয়া যাত্রী চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যেস্থলে উহাদের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে সেস্থলে রেলগাড়ীর এই অপচয় আমরা খুব শোচনীয় বলিয়াই মনে করি।

এদেশে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিহিত স্বার্থ দেখিতে হইলে যানবাহন সংক্রান্ত অভাব ও অব্যবস্থার যথাসম্ভব প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। আর সেজন্য ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে একটি করিয়া 'প্রভিন্সিয়াল বোর্ড অব্ ট্রান্সপোর্ট' গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি, স্থানীয় রেল কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও বণিকসঙ্ঘসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বোর্ড গঠন করা যাইতে পারে। এইরূপ বোর্ড গঠিত হইলে উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে স্থানীয় শিল্প ব্যবসায়ের কোনদিক দিয়া কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়াছে প্রথমতঃ সেই বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধান করিবেন। দ্বিতীয়তঃ সেই সব অসুবিধা দূরীকরণার্থে তাঁহারা উপযুক্ত মালগাড়ী পাওয়া সম্পর্কে রেল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বোঝাপড়া কারবেন। তৃতীয়তঃ রেল কোম্পানীসমূহের গাড়ীর সংখ্যা ও তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিবহাল থাকিয়া তাঁহারা ঐ বিষয়ে যাবতীয় অপচয়ের প্রতিরোধ করিবেন। অধিকন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় রেলওয়ে ছাড়া দেশের অন্য যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন দিক দিয়া কতদূর উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে উক্ত বোর্ড সচেষ্ট হইবেন। মাৎগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া পেট্রোলের পরিবর্ত্তে তাহা দ্বারা মোটরযান চালাইবার সুযোগ প্রসারিত করা এবিষয়ে তাঁহাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। 'ফেডারেশন' চেম্বারের উক্ত প্রকার নির্দ্দেশ বর্ত্তমান অবস্থায় খুব সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। যানবাহন সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি করিয়া সমস্ত প্রদেশই অচিরে ঐরূপ কার্য্যনীতি অনুসরণে যত্নপর হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ফোন—বড়বাজার, ৬৩৮২

কার্য্যালয়—১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

আর্থিক জগৎ

ARTHIK JAGAT

ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ক
সাপ্তাহিক পত্রিকা

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৪র্থ বর্ষ | কলিকাতা, ২৭শে এপ্রিল সোমবার ১৯৪২ | ৪৮শ সংখ্যা

= বিষয় সূচী =

সাময়িক প্রসঙ্গ

মুসলিম লীগের সহিত আপোষের প্রস্তাব

আগামী ২৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইবে তাহাতে বিবেচনার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে,—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এদেশে সম্মিলিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের জন্য মুসলিম লীগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত একটি আপোষরফার ব্যবস্থা করা কংগ্রেসের পক্ষে সঙ্গত। অধিকন্তু মুসলিম লীগ এদেশের কোন কোন প্রদেশকে বিভাগ করিয়া দেওয়ার যে দাবী করিতেছেন উঁহারা তাহা ছাড়িয়া দিতে রাজী না হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার সময়ে সে দাবী মানিয়া লওয়াও কংগ্রেসের পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে। মাদ্রাজের কংগ্রেসী দলের এই প্রস্তাব আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। কংগেস তাঁহার সূচনা হইতে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারত গড়িয়া তোলারই চেষ্টা করিতেছেন। এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিয়া এক মহাজাতি গঠন এবং সর্ব্বপ্রকার ঐক্য ও মিলনের উপর এদেশের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপুরণ—ইহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে অবিচলিত থাকিয়া কংগ্রেস কয়েকদিন পূর্ব্বে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাবটি পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই অবস্থায় মাদ্রাজের কতিপয় কংগ্রেসী নেতা মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহশীল হইয়া কংগ্রেসকে আজ উঁহাদের পাকিস্থানী দাবী মানিয়া লওয়ার নির্দ্দেশ দিতেছেন। ইহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অসমীচীন বলিয়াই মনে হইতেছে। ইহা কংগ্রেসকে তাঁহার সমুন্নত আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিবার একটা অপচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুসলীম লীগের পাকিস্থানী দাবী স্বীকৃত হইলে বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দু জনসংখ্যা বৃহত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা সাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থার কবলস্থ হইবে। মাদ্রাজ প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়া সেখানকার কংগ্রেস নেতারা এই বিভেদ-নীতির শোচনীয় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু জনসাধারণের দাসত্বের বিনিময়ে নিতান্ত স্বার্থপরের মত তাঁহারা নিজেদের সুখ সুবিধারই স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁহাদের এই একদর্শী প্রস্তাব বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বিক্ষোভ ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি এই বিক্ষোভের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এবং অখণ্ড ভারতের সুমহান আদর্শ সম্পর্কে অবিচলিত থাকিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বর্ত্তমান প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিবেন। মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দল ভারতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়ার যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাও আমাদের নিকট খুব অশোভন বলিয়াই মনে হইয়াছে। ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর পরিপূর্ণ শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে দেশরক্ষার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে তবেই এদেশে প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সম্মত হইতেছেন না। আর ঐ বিষয়ে তাঁহাদের অনমনীয় মনোভাব হেতু কিছুদিন পূর্ব্বে স্যার ষ্টাফোর্ডের সহিত কংগ্রেসের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট দূরের কথা কোন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে। অথচ মাদ্রাজের কংগ্রেসীদল মুসলিম লীগের সহিত আপোষ করিয়া কংগ্রেসকে

জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যেন মুসলিম লীগের সহিত কংগ্রেসের আপোষ হইলেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে দেশের শাসনভার ও দেশরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের উপর ছাড়িয়া দিবেন। ইহার চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কি হইতে পারে! কাজেই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা উপরোক্ত প্রস্তাব সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি! কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য রাজাগোপালাচারীর নির্দ্দেশে এই নিন্দনীয় প্রস্তাবটি গৃহীত ও প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অধিকতর পরিতাপের বিষয়।

"যুগান্তরে"র উপর সরকারী দণ্ডাদেশ

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা আইনের ক্ষমতা বলে এক আদেশ জারী করিয়া সুপরিচিত বাঙ্গলা দৈনিক সংবাদপত্র "যুগান্তরে"র প্রকাশ, বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত আদেশে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, "যুগান্তরে"র ২১শে এপ্রিল তারিখের (কলিকাতা সংস্করণের) সংখ্যায় এরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা গবর্ণমেণ্টের মতে শত্রুপক্ষের সাহায্যে আসিতে পারে। আরও একটি আদেশে উক্ত সংবাদপত্রের ২১শে এপ্রিল তারিখের সমস্ত সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করা হইল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের এই কঠোর ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। "যুগান্তরে"র বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। কিন্তু উল্লিখিত সংবাদটি যে অনবধানতাবশেই প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শত্রুপক্ষের সাহায্যে আসিতে পারে এইরূপ মনোভাব লইয়া যে সংবাদ পরিবেশন করা হয় নাই তাহা "যুগান্তরে"র যাহারা নিয়মিত পাঠক, এমন কি বাঙ্গলা সরকারের প্রেস অফিসারও বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। "যুগান্তর" পত্রিকা তাঁহাদের সম্পাদকীয় মতামতে বরাবর একটা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। সেইরূপ একখানি সংবাদপত্রের পক্ষে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীকে স্বেচ্ছায় গুপ্ত সামরিক তথ্য প্রকাশ করিয়া দিবার অভিযোগ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। একটা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য কোনও সংবাদপত্রের প্রকাশ ও প্রচার একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াকে আমরা সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া মনে করি না। ইহার ফলে "যুগান্তরে"র অসংখ্য নিয়মিত পাঠক ও সমর্থকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে। যে সময়ে নানা কারণে ও অকারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, সেই সময় ভারতরক্ষা বিধানের এরূপ কঠোর প্রয়োগ অনুকূল জনমত গড়িয়া তুলিবার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবে না বাধার সৃষ্টি করিবে, আশা করি গবর্ণমেণ্ট তাহা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবেন। "যুগান্তরে"র উপর হইতে উক্ত আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করিলেই বাঙ্গলা সরকার উদারতার পরিচয় দিবেন। অধিকন্তু যে নিউজ এজেন্সি মারফৎ "যুগান্তর" উক্ত সংবাদ পাইয়াছিলেন, এদেশের জনসাধারণ তাহাকে আধা-সরকারী সংবাদ পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করে। "যুগান্তরে" উক্ত সংবাদটি ঐ তারিখে আদৌ প্রকাশিত না হইলেও সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে ক্ষতি যাহা হইবার তাহা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে "যুগান্তরে"র অসতর্ক মুহূর্ত্তের একটা ভুলের দণ্ড এতখানি কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

খাদ্য সরবরাহের সরকারী পরিকল্পনা

সাধারণের সুবিধার্থে বাঙ্গলা সরকার নানাশ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও মজুত করিবার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আপাততঃ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ মণ চাউল, ডাল প্রভৃতি খরিদ করিবার ব্যবস্থা হইবে। যে সমস্ত জিলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত জিলা হইতে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য কিনিয়া লওয়া এবং লোকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে তাহা সরবরাহ করা—ইহাই হইতেছে বর্ত্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে অনেক স্থানে খাদ্যাভাবের সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অনুচিতভাবে বাড়িয়া যাওয়াতে জনসাধারণের বিশেষ দুঃখদুর্দ্দশাও লক্ষ্য করা যাইতেছে। ভবিষ্যতে এই দিক দিয়া অবস্থার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কাও খুবই রহিয়াছে। এই সময়ে বাঙ্গলা সরকার তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া খাদ্য সরবরাহের সুবিধার্থ উপরোক্ত পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, ইহা আমরা তাঁহাদের সুমতির পরিচায়ক বলিয়াই মনে করি। তবে বর্ত্তমান পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা বিবেচনার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। বাঙ্গলা সরকার ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে কয়েক কোটি মণ চাউল ও ডাল প্রভৃতি ক্রয় করিবেন, এপর্য্যন্ত সাধারণের পক্ষে ইহাই শুধু জানিবার সুবিধা হইয়াছে। কিভাবে সেই টাকার সংস্থান করা হইবে, খাদ্যদ্রব্য ক্রয় সম্বন্ধে কিরূপ সুব্যবস্থা হইবে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা অনুযায়ী কিভাবে তাহা বণ্টন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইবে তাহা এখনও প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই। অথচ সে সমস্তের উপরই বর্ত্তমান পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। সরকারী অর্থ নিয়োগ করিয়া খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও মজুতের ব্যবস্থা করিতে হইলে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসভাজন লোকদের উপর তাহার ভার ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা অর্থের নানারূপ অপচয় ঘটিতে পারে এবং আসল উদ্দেশ্যও অনেক পরিমাণে পণ্ড হইতে পারে। ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগের জন্য বর্ত্তমানে যেভাবে জিনিষপত্র ক্রয় করা হইতেছে তাহাতে ঘুষ, জুয়াচুরি ও কারসাজির আধিক্য দেখা দিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বাঙ্গলা দেশে সরকারীভাবে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সে সমস্ত শ্রেণীর দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায় তাহা দেখা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য। কোন জিলা হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনিতে হইলে সেই জিলায় তাহা বাস্তবিকই উদ্বৃত্ত থাকিতেছে কিনা পূর্ব্বাহ্ণে তাহা ভালরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ করা দরকার। বর্ত্তমান পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট সেরূপ বিচার ও বিশ্লেষণের নীতি কতদূর অবলম্বন করিবেন তাহাও এই প্রসঙ্গে ভাবিবার বিষয়। কোন জিলা হইতে উদ্বৃত্ত খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া লইলে সেই জিলায় যাহাতে এ সমস্তের মূল্য চড়িয়া যাইতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা করা দরকার। নতুবা এই কারণেও নূতন করিয়া জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা দেখা যাইতে পারে। খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ও মজুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন জিলার প্রয়োজনমত তাহা কিভাবে তথায় চালান করিবেন এবং সাধারণ লোক কিভাবে ন্যায্যমূল্যে তাহা কিনিবার সুবিধা পাইবে তৎসম্পর্কেও পূর্ব্বাহ্ণে একটা ব্যবস্থা পরিকল্পিত হওয়া আবশ্যক। বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী দোকান স্থাপন করিয়া তাহা হইতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে সাধারণকে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে দিলে মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীদের স্বার্থের জুলুম হইতে জনসাধারণ রক্ষা পাইতে পারে। সে ধরণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প গবর্ণমেণ্টের আছে কিনা তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। বর্ত্তমান পরিকল্পনার উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতা দেখিতে হইলে জনসাধারণকে ঐ সমস্ত বিষয়ে আশ্বস্ত করা আমরা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি।

কেরোসিনের মূল্য বৃদ্ধি

এদেশে কেরোসিনের মূল্য ক্রমেই বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর (পরিষ্কৃত) কেরোসিনের প্রতি ৮ গ্যালন টিনের দর ৫।৶৬ পাই ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিনের প্রতি ৮ গ্যালন টিনের দর ৪৷৷৶৬ পাই হারে বাঁধিয়া দেন। তৎপর তৈল কোম্পানীসমূহের অনুরোধক্রমে কয়েকবার উহার মূল্য বাড়ান হয়। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট একটি অর্ডার জারী করিয়া কেরোসিনের দর আবার নূতন করিয়া বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা নির্দ্দেশ দিয়াছেন, এখন হইতে কলিকাতায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালনের টিন ৪৸৶৩ পাই ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কেরোসিন প্রতি ৪ গ্যালনের টিন ৪৷৷৬ পাই দরে বিক্রয় হইবে এবং আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কেরোসিনের দর ঐ হারে বলবৎ থাকিবে।

কেরোসিন ভারতে প্রতি গৃহস্থ ঘরের অন্যতম নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী। কিন্তু এদেশে উহা বিশেষ কিছুই উৎপাদিত হয় না। ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বৎসর ৩০ কোটি গ্যালন কেরোসিন ব্যবহৃত হয়। উহার মধ্যে মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন ভারতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। বাকী কেরোসিনের মধ্যে এতদিন অর্দ্ধেক আসিয়াছে

ব্রহ্মদেশ হইতে এবং অপর অর্দ্ধেক আসিয়াছে পারস্য প্রভৃতি দেশ হইতে। যুদ্ধ ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হওয়ার পর ঐদেশ হইতে কেরোসিনের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর তাহাতে ভারতে কেরোসিনের যোগান স্বভাবতঃই কমিয়া যাইতেছে। দেশের তৈল কোম্পানীসমূহ এই অভাব পূরণের জন্য পারস্য ও অন্যান্য দেশ হইতে পূর্ব্বের তুলনায় কিছু বেশী কেরোসিন আমদানীর চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান জটিল অবস্থার ভিতর সেই চেষ্টা তেমন কিছু সফল হইতেছে না। বাহির হইতে যে সামান্য পরিমাণ তৈল আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে জাহাজের মালভাড়া বৃদ্ধি ও যুদ্ধজনিত বীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে তাহার পড়তা মূল্যও খুব বেশী দাঁড়াইতেছে। এই অবস্থায় দেশে কেরোসিনের মূল্য উপরোক্ত হারে বাড়িয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। উহাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের খুবই অসুবিধা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা প্রতিরোধ করিবার উপায় বড় কিছুই দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় জিনিসের অপ্রাচুর্য্য ঘটিতে পারে জানিয়া অনেক দেশের গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাহ্ণেই তাহা বিপুল পরিমাণে মজুত করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে কোন দিক দিয়াই সেরূপ সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় না। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বাহির হইতে ভারতে তৈলের আমদানী বন্ধ হইতে পারে এবং তাহাতে জনসাধারণের বেশীরকম দুঃখকষ্টও দেখা যাইতে পারে। এইরূপ সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই বেশী পরিমাণ কেরোসিন আমদানী ও ভবিষ্যতের জন্য তাহা মজুত করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই। এই অবস্থায় কেরোসিনের মূল্য বাড়িয়া আজ জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

ভারতে মার্কিণ মিশন

আমেরিকা হইতে একদল শিল্প বিশেষজ্ঞ ভারতে আসিবেন বলিয়া খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে উঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশে নানারূপ জল্পনা কল্পনা সুরু হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংলণ্ড হইতে যে 'রোজার মিশন' এদেশে আসিয়াছিল তাঁহাদের কার্য্যধারা ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে মোটেই পরিপোষক হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিয়া দেশের লোক বর্ত্তমান মার্কিণ মিশন সম্বন্ধে নানারূপ সংশয়ের ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অনেকে এরূপ বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সুযোগে আমেরিকান পুঁজিপতিদের পরিচালনায় এদেশে কতিপয় লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং ক্রমে ক্রমে এদেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করাই এই মিশনের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছিলেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যে জিনিষপত্র প্রেরণ করিতেছেন, যুদ্ধের পর বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া কি ভাবে তাহা পোষাইয়া লওয়া যায় তদ্বিষয়ে এখনই তাঁহারা চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। আর সেই ধরণের পরিকল্পনা হইতেই ভারতে একটি মিশন প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ গুজব ও জল্পনা কল্পনার ফলে এদেশে ঐ মিশনের বিরুদ্ধে স্বভাবতঃই একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে মার্কিণ শিল্প বিশেষজ্ঞগণ ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করতঃ এইসব ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়। মার্কিণ মিশনের সভাপতি ডাঃ হেনরী গ্রেডী সম্প্রতি এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্যই তাঁহারা এদেশে আগমন করিয়াছেন। সামরিক সাজ সরঞ্জাম তৈয়ারের সুবিধার্থে এদেশে কি সব বিধি ব্যবস্থা দরকার এবং কি কি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রয়োজন, বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া ও ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারা তাহা স্থির করিবেন। তদনুসারে পরে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও কারিগর পাঠাইয়া এদেশের শিল্প প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন। ডাঃ গ্রেডী ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, এদেশের শিল্প বাণিজ্যের উপর কোন দিক দিয়া কোন কর্তৃত্ব বিস্তার করা বর্ত্তমান মার্কিণ মিশনের লক্ষ্য নহে। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে ভারতকে যথাসম্ভব সাহায্য করাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব নিয়াই বর্ত্তমান মিশন এদেশে আগমন করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে কর্ণেল লুই জনসন নূতন দিল্লী হইতে সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ডাঃ গ্রেডীর এই উক্তিই সমর্থন করা হইয়াছে। উঁহাদের এইরূপ বিবৃতির পর মার্কিণ মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এ দেশবাসীর সংশয় অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ অদ্যাপি বিশেষ পশ্চাদপদ রহিয়াছে। যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের সুব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে এদেশের আত্মরক্ষা আজ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত সুসমৃদ্ধ দেশ আজ প্রকৃত সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ঐসব দিক দিয়া যদি ভারতকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহা খুবই ভরসার কথা সন্দেহ নাই।

ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ

ভারত গবর্ণমেণ্ট বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কতকগুলি কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রকাশ, ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর ভারত হইতে যে পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল এখন হইতে রপ্তানীর পরিমাণ তাহাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বর্ত্তমান বস্ত্রসঙ্কট অপনোদনের পক্ষে তাহা খুব সহায়ক হইবে বলিয়াই মনে হয়। যুদ্ধের জন্য একদিকে বাহির হইতে ভারতে বস্ত্রের আমদানী অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অপরদিকে সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে দেশে বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া দরিদ্র জনসাধারণের খুবই দুঃখদুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। ভারত হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা হইলে দেশে বস্ত্রের যোগান বাড়িবে এবং উহার মূল্যও কমিয়া আসিবে; সুতরাং সাধারণের দুঃখদুর্দ্দশাও অনেকটা লাঘব হইবে।

কিন্তু ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে এইরূপ ব্যবস্থা খুব আপত্তিকর হইবে বলিয়াই মনে হয়। জাপান ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগিতার জন্য পূর্ব্বে ভারতের নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে এদেশীয় বস্ত্রের কাটতি বাড়িতে পারে নাই। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে সে বিষয়ে একটা সুযোগ আসিয়াছে। গত কিছুকালের ভিতর বিভিন্ন দেশে ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী কার্য্যতঃ অনেকটা বাড়িয়াও গিয়াছে। এক্ষণে ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি অনুসরণ করেন তবে যুদ্ধের সুযোগে বরাবরের জন্য ভারতীয় বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে। তাহা ছাড়া রপ্তানী বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে এদেশীয় তূলার কাটতি বাড়িয়া তূলাচাষীদের যে উপকার হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল তাহাও বিফল হইবে। দেশের স্বার্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে উহা খুব পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়োজন না মিটাইয়া এদেশ হইতে বাহিরে বেশী পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী হইতে দেওয়া আমরা সঙ্গত মনে করি না। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সুযোগে এদেশের কাপড়ের কলগুলি বাহিরে উৎপন্ন বস্ত্রের রপ্তানী বাড়াইতে পারিবে না—ইহাও কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের মতে এদেশের কাপড়ের কলের মালিকেরা যদি নানাদিক দিয়া কলের কাজ প্রসারিত করিবার চেষ্টা করেন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি সে বিষয়ে উহাদিগকে পরিপূর্ণ সুযোগ দেন তবে উভয় দিক দিয়াই একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। সেরূপ সহযোগিতামূলক চেষ্টা সুরু করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের শোচনীয় পরিস্থিতি

যুদ্ধের ফলে বাঙ্গলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বর্ত্তমানের এই উত্তেজনা ও উদ্বেগের মধ্যে অনেকেই তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে সমর্থ হইতেছেন না। ব্যাপক অর্থে ব্যবসা-বাণিজ্য বলিতে আমরা ব্যাঙ্ক-ব্যবসা, বীমা-ব্যবসা, আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য, পাইকারী ও খুচরা ক্রয়বিক্রয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, যানবাহনের ব্যবসা ইত্যাদি সমস্তই বুঝিয়া থাকি। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় এই সমস্ত প্রকার ব্যবসাই এক মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, ব্যবসা ও শিল্প পরিচালকগণের কারবার চালু রাখিতে যে মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহার খুব কম অংশই উহার পরিচালকগণ নিজেদের হাত হইতে সরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই মূলধনের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক হইতে সাময়িক-ভাবে কি দীর্ঘদিনের মেয়াদে ধার করিতে হয়। ব্যবসা ও শিল্প পরিচালকগণ বাজারে যে সুনাম সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহার ফলে উহারা অনেক মালপত্র ধারে ক্রয় করিতে সমর্থ হন এবং উহা দ্বারাও উহাদের প্রয়োজনীয় মূলধনের বহুলাংশ সরবরাহ হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ একটা অনিশ্চিত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে ব্যবসায়িগণ ধারে কোন মালপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এদিকে ব্যাঙ্কসমূহ কাহাকেও আর টাকা ধার দিতে রাজী হইতেছে না। উহার ফলে সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীর পক্ষেই কারবার চালান অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলাদেশের যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পর্য্যাপ্ত অর্থসঙ্গতি নাই। উহাদের মজুদ তহবিলও নগণ্য। এরূপ অবস্থায় বাজারে কোন ধার না পাওয়ার ফলে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী-সমাজকে কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ব্যাঙ্কসমূহ আজ যে এরূপভাবে হাত গুটাইয়াছে তজ্জন্য উহার পরিচালকগণকে দোষও দেওয়া যায় না। বর্ত্তমানে জনসাধারণ আতঙ্কবশে এবং অনেকটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাঙ্কসমূহ হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছে। কিন্তু সেই তুলনায় ব্যাঙ্কে আমানত আসিতেছে না। এদিকে ব্যাঙ্কসমূহ ব্যবসায়িগণের মধ্যে স্বল্প ও দীর্ঘদিন মেয়াদে যে সব টাকা ধার দিয়াছিল বর্ত্তমানের এই দুর্য্যোগের জন্য তাহারা তাহা আদায় করিতে সমর্থ হইতেছে না। ব্যাঙ্ক পরিচালকগণ উহা ভালরূপেই জানেন যে—যে সমস্ত ব্যবসায়ী উহাদের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়া ব্যবসা চালাইতেছিলেন তাঁহারা যদি মূলধনের অভাবে কারবার গুটাইতে বাধ্য হন, তাহা হইলে উহার ফলে ব্যাঙ্কসমূহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু উহা বুঝিয়াও তাঁহারা উহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আমানতকারীদের দাবী মিটাইয়া আপাততঃ কোনওরূপে আত্মরক্ষা করাই উহাদের বর্ত্তমানে একমাত্র লক্ষ্য—খাতক ডুবিয়া গেলে ব্যাঙ্কের যে ক্ষতি হইবে তাহা ভাবিবার এখন উহাদের কোন সময় নাই।

ব্যাঙ্কসমূহের ন্যায় দেশের বীমা কোম্পানীসমূহও বর্ত্তমানে এক দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে। পুরাতন পলিসি-সমূহের প্রিমিয়ামের টাকা নিয়মিতভাবে আদায় হইতেছে না। অনেক পলিসি বাতিল হইয়া যাইতেছে। এদিকে বীমাকারীদের দিক হইতে ক্রমবর্দ্ধমানহারে ঋণ ও প্রত্যর্পণমূল্যের জন্য দাবী আসিতেছে। বীমাকর্ম্মিগণও কাজে মন দিতে সমর্থ হইতেছেন না। যুদ্ধের জন্য বীমা কোম্পানীসমূহের উপর মৃত্যুদাবীর হারও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু যাহারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদেরই বিপদ হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ মূলধনের অভাবে যে বিশেষ বিপন্ন হইয়াছে তাহা প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা কোনওরূপে মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন তাঁহারাও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। এই সব মালপত্রের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক মালপত্র একেবারেই বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। পাওয়া গেলেও উহা কারখানা পর্য্যন্ত পৌছাইবার মত যানবাহনের অভাব ঘটিতেছে। বিমান আক্রমণের ভয়ে অনেক স্থান হইতে মজুরগণ পলায়ন করাতে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে দক্ষ কারিগর সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়াছে। যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান সামরিক বিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিবার ভার লইয়াছে তাহারাও এখন মজুর, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও যানবাহনের অভাবের জন্য এত বিপন্ন যে উহাদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মালপত্র সরবরাহ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর সরবরাহ বিভাগের পরিদর্শকদের দৌরাত্ম্য রহিয়াছে। অগণিত প্রকার ট্যাক্স, মজুরের উচ্চ বেতন, কাঁচামালের চড়া হার, ব্যাঙ্কের সুদ ইত্যাদি দিয়া শিল্প পরিচালকগণ যে সামান্য লাভ করিতেছেন তাহা সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু উহার কোন প্রতিকার হয় নাই। আর এক বিপদ এই ঘটিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টকে মালপত্র সরবরাহ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে সময়মত উহার মূল্য পাওয়া যাইতেছে না। ব্যাঙ্কসমূহও সরবরাহ বিভাগ কর্ত্তৃক গৃহীত বিলের জামীনে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হইতেছে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্কসমূহের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে উহাদের হস্তস্থিত বিলের জামীনে ব্যাঙ্কসমূহের টাকা দিতে অগ্রসর হইত তাহা হইলেও এই ব্যাপারের একটা সুরাহা হইত। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কও উহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন।

যাহারা এতদিন পর্য্যন্ত বিদেশের সহিত আমদানী রপ্তানীর কারবার চালাইতেছিলেন তাঁহাদের কথা না বলাই ভাল। কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম উভয় বন্দরই বর্ত্তমানে অবরুদ্ধ। বঙ্গোপসাগর শত্রু কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। এরূপ অবস্থায় উহাদের কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী ও খুচরা ক্রেতা বিক্রেতাদের কারবারও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। মোটের উপর বর্ত্তমানে এরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহার ফলে দেশের কোন শ্রেণীর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানই কোন লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না। পক্ষান্তরে উহাদের আয় দিনের পর দিন হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু আফিস, কর্ম্মচারী, দারোয়ান, বেয়ারা ইত্যাদি সমস্ত ঠাট উহাদিগকে বজায় রাখিয়া চলিতে হইতেছে। এই অবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না। ইতিমধ্যেই অনেক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় সঙ্কুলান করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থা আর কয়েক মাস চলিলে উহাদের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইয়া উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। এজন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে কি প্রকার বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে এবং কত লোক যে বেকার হইবে তাহা ভাবিতেও আমরা শিহরিয়া উঠিতেছি।

অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা

সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে, বিশেষতঃ কোন বিমান আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থা দেখা দিলে, কলিকাতা ও উহার সন্নিহিত কলকারখানাপ্রধান অঞ্চলগুলির জনসাধারণের জীবনযাত্রা যাহাতে ব্যাহত হইয়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার চাউল, ডাল, গম, লবণ, তেল, কয়লা প্রভৃতি কতিপয় দৈনন্দিন প্রয়োজনে একান্ত অপরিহার্য্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে তিনটি আদেশ জারী করিয়াছেন। আদেশ তিনটি নিম্নরূপ :—(১) বিমান আক্রমণের মোক্ষধ্বনি (অল ক্লিয়ার) করা হইবার পর ২৪ ঘণ্টাকাল সময়ের মধ্যে চাউল, ডাল, গম, তেল, লবণ, কয়লা, দেশলাই প্রভৃতি জীবনধারণের ও কাজকারবার পরিচালনের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি বিমান আক্রমণকালে যেসব ঘর, গুদাম ও দোকানপাটে মজুত ছিল, তাহা অবশ্য খুলিতে হইবে। যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐরূপ বন্ধ গুদাম ও দোকানপাট খোলা না হয় তাহা হইলে কলিকাতার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (চীফ কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেস্) অথবা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কলিকাতাস্থ কোন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং অন্যত্র স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলপূর্ব্বক ঐগুলি খুলিয়া দিবেন এবং ঐসব দোকান ও গুদামের মজুত দ্রব্যাদি নিজ জিম্বায় গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন ক্রেতাগণকে তাহাদের প্রয়োজনানুসারে ও কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনাসম্মতভাবে বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন। (২) কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্তরূপ দ্রব্যাদি কলিকাতা ও উপরোক্ত শিল্পাঞ্চলসমূহ হইতে কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার যানবাহনের সাহায্যে অন্যত্র সরাইতে পারিবেন না। এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া কেহ মাল সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা আটক করিতে পারিবেন। এরূপ আটক মাল সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের বিচার ও বিবেচনা অনুসারে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। এই সব ধৃত মালের জন্য কিরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবার ভার চীফ কণ্ট্রোলারের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে। (৩) কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলির আটা ও ময়দার কলের মালিকগণ অথবা তাঁহাদের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণকে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শেষ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাদের মিলগুলিতে কি পরিমাণ আটা বা ময়দা মজুত আছে তাহার হিসাব চীফ কণ্ট্রোলারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। ঐসব মিলে উৎপন্ন আটা বা ময়দা উক্ত চীফ কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেসের অনুমতি বিনা বিক্রয় করা যাইবে না।

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত ব্যবস্থা সময়োচিত ও সুবিবেচনা-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উহা কতখানি ফলপ্রসূ হইবে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রারম্ভে একটি বিষয় আমরা সানন্দে স্বীকার করিব যে, জনসাধারণের স্বার্থ ও জীবনযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন পরিকল্পনা—তাহা দেশরক্ষাই হউক বা সামরিক অভিযানই হউক—সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, গবর্ণমেণ্ট এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ পরিচালনা জনগণ ও সামরিক শক্তি এই উভয় পক্ষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। জনসাধারণের জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিতে না পারিলে সামরিক বিপর্য্যয় প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে। সুতরাং জরুরী অবস্থায় কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চল-সমূহের বে-সামরিক অধিবাসীদের খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির অভাব ঘটিয়া যাহাতে কোনরূপ অবাঞ্ছিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্টকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ অঞ্চল হইতে বাহিরে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি যাহাতে না যাইতে পারে গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার বাহিরে অত্যাবশ্যক মাল প্রেরণ বন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করাই একমাত্র সমস্যা নহে, বাহির হইতে এই সব অঞ্চলে উপরোক্ত দ্রব্যাদির নিয়মিত সরবরাহেরও সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কয়লা, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য বাহির হইতেই আমদানী করিতে হয়। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে আটা, ময়দা ও দেশলাইএর দু'চারটা মিল আছে বটে ; কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে যে মোট প্রয়োজন, ঐসব অঞ্চলের উৎপাদনের দ্বারা তাহা মিটে না। সুতরাং এই সব দ্রব্যও বাহির হইতে যথাসময় ও যথোচিত পরিমাণে পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা উক্ত দ্রব্যাদির বহির্গমন বন্ধ করিয়া সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে যানবাহন সমস্যার কথা আপনি আসিয়া পড়ে। কিছুকাল পূর্ব্বে মালগাড়ীর (ওয়াগন) সংস্থান না থাকায় কলিকাতায় কয়লার যে অভাব ঘটিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যানবাহন সমস্যার দরুণই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও জনসাধারণকে নির্দ্ধারিত দরের অধিক মূল্যে বহু দ্রব্য ক্রয় করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। পণ্য সরবরাহের সুব্যবস্থা না করিয়া কেবল পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে যে কি অবস্থা দাঁড়ায় আমরা ঐ সম্পর্কে ভুক্তভোগী। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা ঐ কথাই বলিব। বাহির হইতে আবশ্যক দ্রব্যাদি আমদানীর পথ যথাসাধ্য সুগম করিবার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা না জানা পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের বিঘোষিত ব্যবস্থা শুনিয়া জনসাধারণ বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিবে না।

বিমান আক্রমণের পরে মোক্ষধ্বনি শ্রবণান্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুদাম ও দোকানপাট খোলার আদেশে আপত্তি করিবার কিছুই নাই। কিন্তু পেট্রোলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ফলে বর্ত্তমানে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ এলাকার জনসাধারণের গমনাগমনে যে কিরূপ অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। এরূপ অবস্থায় দূরবর্ত্তী গুদাম বা কারখানা বা দোকানে পৌঁছিতে অযথা বিলম্ব বা বিঘ্ন ঘটার বিস্তর সম্ভাবনা রহিয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমরা আপত্তি জানাইতেছি না। কিন্তু ব্যবসায়ী মহল সম্পর্কে পেট্রোলের ব্যবহার বাড়াইয়া দিলে বা বাস চলাচলের সময় আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া সম্ভব হইলে উপরোক্ত চব্বিশ ঘণ্টার আদেশে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না। এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা আদৌ সম্ভব কিনা আশা করি গবর্ণমেণ্ট তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

(১২৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভারতে বিদেশী মূলধন

ভারতে রেল কোম্পানী, শিল্প-কারখানা ও পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে। এই বিদেশী মূলধনের উপর নিয়মিত লভ্যাংশ ও সুদ যোগাইতে গিয়া এদেশ হইতে বৎসর বৎসর প্রভূত অর্থ বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া এই মূলধনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশীয়দের অবাঞ্ছিত কর্তৃত্বও বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রথম প্রথম ভারতে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা বিষয়ে বিদেশী মূলধনের সহায়তা কিছু পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহা ছাড়া এদেশের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে অহেতুক প্রভাব বিস্তার করিয়া স্থায়ী মুনাফার সুবিধা করিয়া লওয়ার জন্য বিদেশীয় পুঁজিপতিরা (শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই ইংরাজ) এদেশে স্বেচ্ছায় এই মূলধন ছড়াইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হওয়ার যে কারণই থাকুক না কেন, ঐরূপ মূলধনের দাসত্ব হইতে দেশকে মুক্ত করা বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া দেশের লোকের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এতদিন উহা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার কোন সুযোগ আসে নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি বা পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলায় অনেকে উহাকে বিদেশী মূলধন পরিশোধের একটা সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি স্যার চুনীলাল মেটা তাঁহার অভিভাষণে ভারত গবর্ণমেণ্টকে ঐরূপ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া বিদেশী মূলধন পরিশোধ করিয়া দেওয়ার নির্দ্দেশ দেন। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হিসাবে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং মুস্লিম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হিসাবে মিঃ এ আর সিদ্দিকিও সম্প্রতি তাঁহাদের অভিভাষণে অনুরূপ ধরণের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হইতেছে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদ্বারা পাউণ্ড হিসাবে গৃহীত ভারতের বিদেশী ঋণ শোধ করিয়া দেওয়ার একটি কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ঋণপত্রে বিদেশীয়দের যে অর্থ নিয়োজিত রহিয়াছে, সঞ্চিত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দ্বারা তাহা পরিশোধের কোন সুযোগ সুবিধা তাঁহারা এতদিন বিবেচনা করেন নাই। বিদেশী ঋণ পরিশোধের কার্য্যনীতি অনুসৃত হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অবশিষ্ট ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দ্বারা ডাঃ লাহা ও মিঃ সিদ্দিকীর প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবার প্রকৃত সুযোগ বর্ত্তমানে কতদূর রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কতদূর সুযোগ পাওয়া যাইতে পারে এই প্রবন্ধে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষে ষ্টার্লিং বিল খরিদ করিয়া ও দ্বিতীয়তঃ এদেশ হইতে প্রেরিত জিনিষের মূল্যস্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ষ্টার্লিং গ্রহণ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হইয়া থাকে। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর উপরোক্ত দুই উপায়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এই শ্রেণীর সিকিউরিটির পরিমাণ খুবই বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। যুদ্ধ বাধিবার প্রাক্কালে—গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মজুত ষ্টার্লিংএর পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের সুরু হইতে চলতি ১৯৪২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রাথমিক মজুত ষ্টার্লিং ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আরও ৪৩০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার নূতন ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হয়। এই বিপুল পরিমাণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটির সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট বিদেশী ঋণ পরিশোধের একটা কার্য্যনীতি অনুসরণ করেন। কয়েকটি দফায় ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে মোট ২১৩ কোটি টাকার বিদেশী ঋণ শোধ করা হয়। উহাতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় সঞ্চিত মোট ষ্টার্লিং সিকিউরিটির মধ্যে গবর্ণমেণ্টের হাতে শেষ পর্য্যন্ত ২১৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার ষ্টার্লিং অবশিষ্ট থাকে। কাজেই পূর্ব্বেকার মজুত ৬৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার ষ্টার্লিং লইয়া গত মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে পাউণ্ড হিসাবে রক্ষিত মোট সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৮১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ২১ কোটি পাউণ্ডের কিছু বেশী।

পাউণ্ড হিসাবে গৃহীত যে স্বল্প পরিমাণ বিদেশী ঋণ এখনও অপরিশোধিত রহিয়াছে চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া চলতি বৎসরে বি এন ডব্লিউ রেলওয়ে ও রোহিলখণ্ড এণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে দুইটি কিনিয়া লওয়া বাবদ ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে বলিয়াও তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। এই দুই ব্যবস্থায় যে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিতে হইবে তাহা ব্যতীত ১৯৪২-৪৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নানাভাবে আরও ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পাইবেন বলিয়া অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান সম্প্রতি তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি বৎসরে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে হিসাবে এবৎসরে ভারতে ষ্টার্লিং বিল খরিদ বাবদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বেশী পরিমাণ সিকিউরিটি আসিবে বলিয়া মনে হয় না। গত ১৯৪১-৪২ সালে যেস্থলে এই দফায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৬ কোটি পাউণ্ড আসিয়াছে, সেস্থলে ১৯৪২-৪৩ সালে ষ্টার্লিং বিল খরিদের পরিমাণ ৪ কোটি পাউণ্ডের মত দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে। কাজেই দুই দফায় ১৯৪২-৪৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ২০ কোটি পাউণ্ডের চেয়ে কিছু বেশী ষ্টার্লিং সিকিউরিটি আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালে যে ২১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কাজেই বিদেশী ঋণ পরিশোধ বাবদ নিয়োজিত ষ্টার্লিং বাদে ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মোট ষ্টার্লিং সম্পত্তির পরিমাণ ৪১ কোটি পাউণ্ডের মত দাঁড়াইবে বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

এত বেশী পরিমাণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ভারত গবর্ণমেণ্ট কিভাবে নিয়োগ করিবেন এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। চলতি নোটের পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণে ষ্টার্লিং সিকিউরিটি মজুত রাখিয়া থাকেন। বাহিরের সহিত লেনদেন কার্য্যের সুবিধার জন্যও কিছু পরিমাণে ঐ শ্রেণীর সিকিউরিটি হাতে রাখিতে হয়। কিন্তু ঐ দুই কারণে

৪১ কোটি পাউণ্ড পরিমাণ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি সংরক্ষণ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নাই। যুদ্ধ সুরু হওয়ার পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে ৪ কোটি ৮০লক্ষ পাউণ্ডের মত মজুত ছিল। ভবিষ্যৎ লেনদেনের সুবিধার্থ মজুত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিমাণ যদি ১০ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় তথাপি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে ৩১ কোটি পাউণ্ড অতিরিক্ত দাঁড়াইবে।

ভারতের বিদেশী ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। যথাসম্ভব সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সুসম্পন্নও হইয়াছে বলা চলে। কাজেই এই ৩১ কোটি পাউণ্ড মূল্যের অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটির সদ্ব্যবহারের জন্য এখন একটি সুচিন্তিত নূতন পন্থা নির্দ্ধারণ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সে হিসাবে ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ও মিঃ এ আর সিদ্দিকির উপস্থাপিত প্রস্তাব আমরা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য বলিয়াই মনে করি। ডাঃ লাহা উদ্‌বৃত্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি দ্বারা এদেশের রেল কোম্পানী ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদেশী কবলিত শেয়ার এবং কর্পোরেশন ও পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতির বিদেশী কবলিত ঋণপত্র কিনিয়া লওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মিঃ সিদ্দিকিও ঐ ধরণের কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। ঐ সঙ্গে তিনি পাট শিল্প, চা-শিল্প ও কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্‌বৃত্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি যথাসম্ভব ঐ ধরণের কার্য্যে নিয়োগ করা বর্ত্তমান অবস্থায় খুবই সঙ্গত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা।

ভারতে কোম্পানী পরিচালিত রেলওয়েসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই ইতিমধ্যে কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও এম এণ্ড এস এম রেলওয়ে প্রভৃতি যে কয়েকটি রেলওয়ে এখনও কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট ১ কোটি পাউণ্ডের মত নিয়োগ করিয়া তাহাও অচিরে কিনিয়া লইতে পারেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট, মাদ্রাজ কর্পোরেশন, বোম্বাই কর্পোরেশন ও বোম্বাই পোর্টট্রাষ্ট প্রভৃতির যে ষ্টার্লিং ঋণ রহিয়াছে তাহার সুদ বাবদ প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে সেই সমস্ত ঋণপত্র বর্ত্তমানে পরিশোধ করিয়া দিতে পারেন। খুব সম্ভব তাহাতে ১ কোটি পাউণ্ডের বেশী ষ্টার্লিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর শেয়ার বাবদও বিদেশীয়দিগকে বেশী পরিমাণ লভ্যাংশ দিতে হইতেছে। ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের মত অর্থ নিয়োগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণভাবে সরকারী আয়ত্তাধীনে নিয়া আসিতে পারেন। এই ধরণের কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে অতঃপর চা-বাগিচা, কয়লার খনি এবং পাটকল প্রভৃতি শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান-সমূহ ক্রমে ক্রমে কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও গবর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিতে পারেন। এইসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশীয়দের যেসব শেয়ার রহিয়াছে, অতিরিক্ত ষ্টার্লিং সিকিউরিটি নিয়োগ করিয়া প্রথমে সে সমস্ত গবর্ণমেণ্টের হাতে লইয়া আসা যাইতে পারে। সম্ভবপর হইলে পরে বাকী সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে উহাদের সুপরিচালনার ব্যবস্থা হইতে পারে। বিদেশী কবলিত শেয়ার ও ঋণপত্র কিনিয়া লওয়ার কাজ সুসম্পন্ন হইলে এ সমস্ত বাবদ বিদেশীয়-দিগকে প্রদেয় লভ্যাংশও সুদের বোঝা হইতে দেশ রক্ষা পাইবে। এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর বিদেশী কর্ত্তৃত্বের নাগপাশ ছিন্ন হইবে। তাহা ছাড়া কয়লা শিল্পের মত মৌলিক শিল্পকে এবং চা ও চট প্রভৃতি বৃহদাকার শিল্পকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে জাতীয় কল্যাণের পথ অনেকদূর প্রশস্ত হইবে। সরকারী অর্থ সামর্থ্যের এহেন সদ্ব্যবহার আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আশা করিতে পারি না কি ?

আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর

বাংলা সরকার কর্ত্তৃক প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়

প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনের শেষভাগে এক দিন বক্তৃতা করার সময়ে বাংলার লাট যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী বাংলা সরকার কোন জেলার প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া যে সকল জেলায় উহার অভাব পড়িবে তথায় পাঠাইবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার একটী পরিকল্পনাও স্থির করিয়াছেন এবং উহার জন্য ২৫ কোটী টাকারও অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনানুযায়ী ৫ কোটী ৪০ লক্ষ মণ চাউল, ডাল এবং অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ও গুদামজাত করিয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। আরও জানা গিয়াছে যে, বাংলা সরকারের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কয়েক জন দালাল নিযুক্ত করিয়াছেন। বরিশাল ও খুলনা জেলা হইতে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি চালান দেওয়ার জন্য একজন বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সরবরাহ বিভাগের ভারতীয় কাঠ ক্রয়

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ ভারত হইতে ১৩ কোটী টাকারও বেশী কাঠ ও কাঠের জিনিষ ক্রয় করিয়াছেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ভারতীয় সেগুন কাঠের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদিন ব্রহ্মদেশ ও আন্দামান হইতে বহু পরিমাণে সেগুন কাঠ সংগ্রহ হইত। এই দুই জায়গা হইতে সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অধিক পরিমাণ সেগুন কাঠ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে। মোটর লরীর গাড়ীর অংশ, গোলাগুলির বাক্স এবং যুদ্ধের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির জন্য সেগুন কাঠের দরকার হয়। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দারাবাদ, মহীশূর এবং পূর্ব্বাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলি বহু পরিমাণ তক্তা ও কাঠের গুঁড়ি সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। ভারতে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরণের কাঠের দ্বারা ক্রমেই অধিক পরিমাণে 'প্লাই উড' তৈয়ারী হইতেছে। একটী কারখানা আম ও শিমূল প্রভৃতি কাঠ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেছে।

ভারতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ

গত ২০শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ভারতে বিভিন্ন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলেন যে মূল্যনিয়ন্ত্রণ সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে করা হইবে। চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, যাহাতে চিনির কলমালিকেরা উপযুক্ত লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই চিনির দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি চিনির কলমালিকেরা মনে করেন যে, তাহাদের এই ব্যবস্থায় ক্ষতি হইবে তাহা হইলে ভারত সরকার চিনির কলসমূহকে স্বহস্তে গ্রহণ করিতে রাজী আছেন। কেরোসিন তৈল সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব বলেন যে ভারতে বৎসরে গড়পড়তায় যে ৩ কোটী গ্যালন (প্রায় ২৷৹ সেরে এক গ্যালন) কেরোসিন তেল ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে ১ কোটী ২০ লক্ষ গ্যালন ভারতে উৎপাদিত হইয়া থাকে—অবশিষ্টাংশের অর্দ্ধেক ব্রহ্মদেশ এবং অর্দ্ধেক পারস্য উপসাগরের উপকূলস্থ তৈল খনিঅঞ্চল হইতে আমদানী করা হয়।

চা-বাগানে খাদ্য মজুতের ব্যবস্থা

খাদ্য শস্যের অভাব ঘটিবার আশঙ্কায় ডুয়ার্স ও তেরাই-এর প্রায় সমস্ত চা-বাগানে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল খাদ্যদ্রব্য আপদকালে শ্রমিকদিগকে কেনা দামে সরবরাহ করা হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত অঞ্চলসমূহের চা-বাগানের মজুরদের ছয় মাসের প্রয়োজন মিটিতে পারিবে বলিয়া প্রকাশ।

খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক ও কৃষিমন্ত্রী মিঃ কে হবিবুল্লা এক যুক্ত বিবৃতি প্রসঙ্গে বাঙ্গলার কৃষকগণকে এই মর্ম্মে আবেদন জানাইয়াছেন যে, ভারতের বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানী আসিবার পথ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল। এদেশে প্রতি বৎসর গড়পড়তা যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তাহা মোট চাহিদার অনুপাতে অনেক কম। যুদ্ধের জন্য ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী একেবারে বন্ধ। সুতরাং এখন হইতে কৃষকগণ যদি ধানের চাষ বৃদ্ধি না করে, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশে খাদ্যাভাব সঙ্কট দেখা দিবে। এই জন্য ধান্য ও অপরাপর খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশের কৃষককুলকে সবিশেষ অনুরোধ জানান যাইতেছে। বীজের অভাব হইলে স্থানীয় কৃষি কর্ম্মচারী, কৃষি ডিমন্‌ষ্ট্রেটার, সার্কেল অফিসর, জুট রেগুলেশন বিভাগের অফিসর অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট অনুসন্ধান করিলে তাঁহারা এই বিষয়ে স্ব স্ব এলাকার কৃষকগণকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিবেন।

রাশিয়া এবং মিশরের মধ্যে তুলা ও সার বিনিময়

আলেকজান্দ্রিয়ার কোন একটী বৃটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মারফতে ৫০ হাজার টন মিশরীয় তুলার বিনিময়ে যাহাতে রাশিয়া হইতে উপযুক্ত পরিমাণ জমি উর্ব্বর করিবার জন্য সার পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলিতেছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ নিয়ন্ত্রণ

জরুরী অবস্থায় এবং বিশেষতঃ বিমান আক্রমণের পরে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূহের জনসাধারণ যাহাতে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে পারে তজ্জন্য চাউল, গম, লবণ, ডাল ও দিয়াশলাই প্রভৃতি জিনিষপত্রের সরবরাহ ও বিক্রয় অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকার ভারত রক্ষা বিধানানুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটী আদেশ জারী করিয়াছেন :—(১) বিমান আক্রমণের সময় আক্রান্ত অঞ্চলে উপরোক্ত দ্রব্যাদির পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতা এবং আড়ৎদারগণ কারবার বন্ধ রাখিলেও বিমান আক্রমণ অবসানসূচক ধ্বনি করিবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোকানপাট ও গুদামঘর খুলিতে বাধ্য থাকিবে। ইহার অন্যথা হইলে কলিকাতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলার অথবা তাহার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যে কোন কর্ম্মচারী এবং অন্যত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলপ্রয়োগ-পূর্ব্বক সকল দোকানপাট খুলিতে ও মজুত মাল তাহাদের বিবেচনা অনুযায়ী ক্রেতাগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন। এই প্রকারে যে সকল দ্রব্য তাঁহারা হস্তগত করিবেন উহার ক্ষতিপূরণ তাঁহারাই স্বীয় বিবেচনানুযায়ী স্থির করিবেন, (২) কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কলিকাতা এবং উল্লিখিত শিল্পাঞ্চল হইতে কেহ কোন রকম দ্রব্যাদি যানবাহনযোগে সরাইতে পারিবে না, (৩) এই আদেশে উক্ত অঞ্চলের ময়দা ও আটার সরবরাহ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আটা ও ময়দার কলের মালিক অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলারের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শেষের মজুত মালের বিবরণ দিতে হইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কণ্ট্রোলারের অনুমতি ব্যতীত উপরোক্ত কলসমূহের কোন আটা বা ময়দা বিক্রয় অথবা সরবরাহ করা চলিবে না।

সাদা বালির সর্ব্বোচ্চ দর

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, এ আর পি সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থার জন্য সাদা বালির চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কোন কোন ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গলা সরকারের মূল্যনিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কনট্রোলার উপরোক্ত লাভের পথ বন্ধ করিবার জন্য সাদা বালির সর্ব্বোচ্চ দর নিম্নলিখিত রূপে বাঁধিয়া দিতেছেন :—প্রতি ঘন ফুটের আধ ফুট সাদা বালি ./১০ পয়সা। একটি স্যাণ্ড ব্যাগের (বস্তা) জন্য এই পরিমাণ বালির প্রয়োজন পড়ে।

পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, এই মর্ম্মে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, আগামী ১লা মে হইতে তিন মাস কাল পেট্রোল ব্যবহারের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হইবে। পেট্রোল ব্যবহারের পরিমাণ ইতিপূর্ব্বে আরও এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ পেট্রোল ব্যবহারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আরম্ভের সময় প্রতি গাড়ীতে এক মাসে যে পরিমাণ পেট্রোল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, আগামী তিন মাসে মাত্র সেই পরিমিত পেট্রোল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে।

কেরোসিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার শ্রীহট্ট জেলায় কেরোসিন তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। তেল বিক্রেতাদিগকেও তেলের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

স্যার ষণ্মুখম চেট্টি

প্রকাশ, ভারতীয় ক্রয় কমিশনের নিউইয়র্কস্থিত শাখা ওয়াশিংটনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। স্যার ষণ্মুখম ক্রয় কমিশনের কর্ত্তারূপে মার্কিণ মিশনের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত হইতে কার্য্য পরিচালনা করিবেন। স্যার ষণ্মুখম আমেরিকা হইতে নয়াদিল্লীতে পৌছিয়া গিয়াছেন। করাচীতে তিনি সাংবাদিকগণকে এইরূপ বলেন যে, মার্কিণ টেকনিক্যাল মিশনের ভারত পরিদর্শনের সময় ভারতে উপস্থিত থাকার জন্যই ভারত সরকারের নির্দ্দেশে তিনি আমেরিকা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন।

ডিব্রু-সদিয়া রেলওয়ে

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে গত ১লা এপ্রিল হইতে বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে ডিব্রু-সদিয়া রেলওয়ের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মিশরের বাজেট

মিশরের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড আয় ও সমপরিমাণ ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

অধ্যাপক জন্ এ টড্

পাট ও ফাটকা বাজারসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কর্ম্মচারী (এনকোয়ারি অফিসর) অধ্যাপক জন্ এ টড গত ৯ই এপ্রিল হইতে অস্থায়ীভাবে কৃষি ও শিল্প বিভাগে স্পেশাল অফিসরের (পাট সংক্রান্ত) পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের পদও এই সঙ্গে যুক্ত থাকিবে।

ভারত সরকারের কয়লা ক্রয়

ঝরিয়া হইতে বিশ্বস্তসূত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভারত সরকারের শ্রম বিভাগ আরও ১০ লক্ষ টন কয়লা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মালগাড়ীর সুব্যবস্থার অভাবে ঐ কয়লা আপাততঃ খনি অঞ্চলেই মজুত রাখা হইবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে আদেশের জের

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ জনসাধারণের মনে যাহাতে কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কন্ট্রোলারের বিনা অনুমতিতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী কলকারখানার প্রধান অঞ্চল হইতে চাউল, ডাল, তেল, লবণ, কয়লা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দ্রব্য বাহিরে লইয়া যাওয়া চলিবে না বলিয়া বাঙ্গলা সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহাতে ক্রয়বিক্রয়ের স্বাভাবিক গতি কোনরূপ ব্যাহত হইতে দেওয়া গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে। বে-সামরিক লোকজন ও কলকারখানার কর্ম্মিগণ যাহাতে অপরিহার্য্য দ্রব্যাদি পাইতে পারেন তজ্জন্যই আদেশ জারী করা হইয়াছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল আদেশ কার্য্যকরী হইয়াছে। আপাততঃ কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠ ২৪ পরগণার সদর ও ব্যারাকপুর মহকুমা, হাওড়া সদর মহকুমা, হুগলী সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমায় এই সব আদেশ কার্য্যকরী হইবে। যানবাহন যোগে খাদ্যদ্রব্যাদি বাহিরে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হইলেও কোন ব্যক্তি সঙ্গে করিয়া যে পরিমাণ দ্রব্য নিতে পারে তাহা লইয়া যাইতে কোনরূপ বাধা দেওয়া হইবে না।

ভারত হইতে বিদেশে রবার রপ্তানী

প্রকাশ, ১৯৪২ সালের শেষ তিন মাসে (অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর) বৃটিশ ভারত হইতে ৫ হাজার ৩২৫ টন শুকনো রবার বিদেশে রপ্তানী করার অনুমতি দেওয়া হইবে।

জালালাবাদ কাবুল মোটর রাস্তা

আফগানিস্তানের পূর্ব্বভাগের শাসন কর্ত্তা কাবুল নদীর ধার দিয়া জালালাবাদ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত একটী মোটর চলাচলের রাস্তা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। ৪ হইতে ৬ হাজার লোক এই রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। রাস্তাটী ৬ হইতে ৭ মাসের মধ্যে চলাচলের উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কোয়েটা জাহিদান রেলপথ

তেহেরান হইতে একটী খবরে প্রকাশ যে, কোয়েটা হইতে জাহিদান পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ কার্য্য সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। এই পথের পূর্ব্বেকার লাইন ও রেলওয়ের ঘর বাড়ীর অধিকাংশই মেরামত করা হইয়াছে। এখন কোয়েটা হইতে জাহিদান পর্য্যন্ত সরাসরি রেলগাড়ী চলাচল করিবে।

টাটার কারখানার শ্রমিকদের আপদকালীন ভাতা

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার আরদেশীর দালাল তাঁহার এক বেতার বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে—মাসিক ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদিগকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বেতনের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে আপদকালীন ভাতা দেওয়া হইবে।

সৈন্যবিভাগে মহিলা কর্ম্মচারী নিয়োগ

ভারতের সৈন্যবিভাগের অফিস সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য মহিলা কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে বলিয়া ঠিক হইয়াছে। গত ৯ই এপ্রিল ইহা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। এই মহিলা কর্ম্মচারীদের বিভাগের নাম 'উইমেন্স অক্সিলিয়ারী কোর।' ইহাদিগকে ভারতবর্ষের বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অংশ-বিশেষ বলিয়া গণ্য করা হইবে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত সৈন্য অফিস সংক্রান্ত কাজে রত আছে তাহাদিগকে কর্ম্মমুক্ত করিয়া ভারতের বাহিরে পাঠাইবার জন্যই উহাদের স্থলে এই সমস্ত মহিলা নিয়োগ করা হইবে। এই মহিলা বাহিনীতে যাহারা নাম লিখাইবেন তাহারা নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কেরাণী সাঙ্কেতিক শব্দব্যবহারক ষ্টেনোগ্রাফার, সামরিক কর্ম্মচারীদের মোটর চালক, বেতার যন্ত্র পরিচালক এবং সৈন্যবিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের খাস মুনসী প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে। ১৮ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্কা যে কোন মহিলাই (বৃটিশ প্রজা হওয়া চাই) এই চাকুরীর প্রার্থী হইতে পারিবে। দেশীয় রাজ্যের মহিলারাও এই চাকুরী পাইবার যোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে। যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন পর্য্যন্ত চাকুরীর মেয়াদ বলবৎ থাকিবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় জীবন বীমার পরিমাণ

অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত নিউ সাউথ ওয়েলসে ১৯৪০-৪১ সালে ৪২ হাজার ৫৭৮টী বীমাপত্রে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ডের সাধারণ জীবন বীমা করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ১৯৩৯-৪০ সালে জীবন বীমার পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ কম হইয়াছে। গড়পড়তায় প্রত্যেক জীবন বীমাপত্রের মূল্যের হার হইতেছে ১৯৪০-৪১ সালে ৩৪১ পাউণ্ড, ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার হার ছিল ৩৬০ পাউণ্ড, শিল্প সম্বন্ধীয় বীমা বিভাগে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৭১ খানি বীমাপত্র বিলি করা হইয়াছে এবং এইরূপ বীমাপত্রের মোট মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৬৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫২২ পাউণ্ড।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

গত ৪ঠা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় ৩৩টি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ১ শত ৮৪টি ডাকাতি হইয়াছিল; বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৪২) জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সে ক্ষেত্রে ডাকাতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২ শত ৪৩টি।

তুলা প্রেরণ সমস্যা

বোম্বাই হইতে কাথিয়াবাড়ে রেলযোগে অধিক পরিমাণে তুলা প্রেরণ বন্ধ করিবার জন্য ট্রান্সপোর্ট বোর্ড রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ট্রান্সপোর্ট বোর্ড জানাইয়াছেন যে, এই তুলা নৌকায় বা গরুর গাড়ীতে পাঠান যায়।

কলিকাতা ও সহরতলীতে আটা ও ময়দার মুল্য নিয়ন্ত্রণ

বাংলা সরকারের প্রধান কন্ট্রোলার কলিকাতা ও সহরতলীতে নিম্নলিখিত দরে গত ১৭ই এপ্রিল আটা ও ময়দার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন:— লাল আটা পাইকারী প্রতিমণ—৯৵০ আনা, খুচরা প্রতিমণ—৯৸০ আনা ও খুচরা প্রতি সের—৶৭॥০ পাই; সাদা আটা পাইকারী প্রতি মণ—৪।৵০ আনা, খুচরা প্রতি মণ—৯৲, খুচরা প্রতি সের—৶১০॥০ পাই; লাল চান্দৌসী আটা পাইকারী প্রতি মণ—৯৲, খুচরা প্রতি মণ—৯॥৵০ আনা, খুচরা প্রতি সের—৶১০॥০ পাই; ৩নং ময়দা পাইকারী প্রতি মণ—৮৸০ আনা, খুচরা প্রতি মণ—৯।৵০ আনা, খুচরা প্রতি সের—৶৯ পাই।

ইটালী এবং ফ্রান্সে জমির সারের অভাব

উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রতি মাসে গড়পড়তায় ফ্রান্সের বন্দরসমূহে ১ লক্ষ টন চুণ এবং সোডা জাতীয় সার আমদানী হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ফ্রান্সে ইহার অর্দ্ধেকের বেশী সার আসিবার সম্ভাবনা নাই। ইটালীতে বৎসরে গড়পড়তায় ৮ লক্ষ টন চুণ এবং সোডা জাতীয় সার আমদানী হইত, এখন ইহার বেশীর ভাগ জার্ম্মানীতে যাইতেছে।

ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ৪৫ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে আসাম প্রদেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৫ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ ভারতের মোট চা উৎপাদনের শতকরা ৫৬ ভাগ। উত্তর-ভারতে এবং দক্ষিণ-ভারতে আলোচ্য বৎসরের ভারতে উৎপাদিত মোট চায়ের মধ্যে যথাক্রমে শতকরা ২৭ ভাগ এবং ১৭ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামোফোন রেকর্ড উৎপাদন হ্রাস

সমরোপকরণ বোর্ডের এক আদেশ অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ্রামোফোন রেকর্ডের উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ হ্রাস করা হইবে।

মহীশূর রাজ্যের শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার খতিয়ান

১৯৪০-৪১ সালে মহীশূর রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প কার্য্যে রত ৩২ হাজার ৩৬১ জন শ্রমিক বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে এবং ইহার ক্ষতিপূরণ বাবদ তাহারা ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ১০ টাকা পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৮৫২টী এবং এই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার ১০৪ টাকা। আলোচ্য বৎসরে শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনার মোট ২ হাজার ৮৬৪টী কোলার স্বর্ণ খনিতে হইয়াছে, এবং ইহার ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৯৪ টাকা দিতে হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালে দুর্ঘটনার ফলে ৪২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বরোদা রাজ্যের বিভিন্ন শিল্প সম্প্রসারণ

১৯৩৯-৪০ সালে বরোদা রাজ্যের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠান ৮,৩১২·৮ কিলোওয়াট বিদ্যুত শক্তি সরবরাহ করিয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ৭ হাজার ৪৬৩ কিলোওয়াট বিদ্যুত শক্তি সরবরাহ করা হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে ৫৫,০৭,৩১২·৫৫৬ ইউনিট বিদ্যুত যোগান দেওয়া হইয়াছিল, পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ বিদ্যুত সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৫০,৪৪,৯৫০·৪২ ইউনিট। আলোচ্য বৎসরে ১১ লক্ষ টাকা সেচকার্য্যের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে ২১ হাজার ৮ টন মাল পোর্ট ওখায় উঠান এবং নামান হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ মালের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৯৫৪ টন। বরোদা রাজ্যে আলোচ্য বৎসরে ২০ হাজার ৮৮৮টী টেলিফোনে বার্ত্তা আদান প্রদান করা হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ টেলিফোন বার্ত্তার সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৩০৫টী।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাঁচামাল সংগ্রহ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট, ক্রোমাইট, রবার এবং অভ্র ব্রাজিল হইতে; ম্যানগেনিজ, শণ এবং অন্যান্য আঁশযুক্ত কাঁচামাল মেক্সিকো হইতে; তামা, সীসা, দস্তা পেরু হইতে; টিন বলিভিয়া হইতে এবং প্লেটিনাম কলম্বো হইতে আমদানী করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। বলিভিয়া পৃথিবীর মধ্যে টিন উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের পৃথিবীর মোট ১ লক্ষ ৮১ হাজার টন টিন উৎপাদনের মধ্যে বলিভিয়ায় ২৭ হাজার টন উৎপাদিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রবার এবং রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কৃত্রিম রবার উৎপাদনের জন্য ১০ কোটী পাউণ্ড ব্যয়ে কারখানা স্থাপন করিতেছে। এই সকল কারখানায় ৪ লক্ষ টন কৃত্রিম রবার বৎসরে উৎপাদিত হইবে। ব্রাজিলে ১৫ কোটী টন বক্সাইট উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ব্রাজিল হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট পাইবে।

আফগানিস্তানে চিনির উৎপাদন

১৯৪১ সালে আফগানিস্তানের অন্তর্গত বাগলানের সরকারী চিনির কারখানায় ৪৫ হাজার বস্তা চিনি উৎপাদিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে তুলা গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে তুলা সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবার জন্য যে তুলা গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই গবেষণা সমিতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করিবার জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে চেষ্টা করিবে।

কেরোসিন ও পেট্রলের দর

ভারত সরকারের একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ১৬ই এপ্রিল হইতে কেরোসিন ও পেট্রলের দর কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এইরূপ দর বলবৎ থাকিবে। কেরোসিন ও পেট্রলের দর এই ব্যবস্থানুযায়ী নিম্নরূপ হারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে—কেরোসিন (উৎকৃষ্ট শ্রেণীর) একত্রে ৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন (এক ইম্পিরিয়াল গ্যালনে প্রায় ৫ সের)—৪৵৯ পাই, প্রত্যেক টিন—৪৮৶৩ পাই, ২৬ আউন্স বোতলের এক বোতল—৶০ আনা ; কেরোসিন (নিকৃষ্ট শ্রেণীর) একত্রে ৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন—৩৮০ আনা ৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালনের প্রতি টিন—৪।৬ পাই ; ২৬ আউন্স বোতলের প্রতি বোতল—৵৯ পাই। পেট্রল প্রতি গ্যালন (প্রাদেশিক বিক্রয় কর বাদ দিয়া) ১৮৶৬ পাই।

যুদ্ধোত্তর কালে বেকার সমস্যা

সম্প্রতি লণ্ডনে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক দপ্তরের বিশেষ কমিটীর একটী সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় যুদ্ধোত্তর কালে কিভাবে অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠিত হইবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রমিক দপ্তরের অস্থায়ী ডিরেক্টর বলেন যে যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীতে ১৫ হইতে ২০ কোটী লোক বেকার হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থার কিভাবে প্রতিকার করা যাইবে তাহাই বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন

১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ের বাংলা দেশের সমবায় আন্দোলনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সকল শ্রেণীর সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪০ হাজার এবং সভ্য সংখ্যা ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার। পূর্ব্ব বৎসরে এইরূপ সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৪ শত এবং সভ্য সংখ্যা ১১ লক্ষ ৪২ হাজার। এই সকল সমিতিগুলির কার্য্যকরী মূলধন ১৯৪০ সালের ২১ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালে ২১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে কৃষিঋণদান সমবায় সমিতিগুলিতে সভ্যদের ঋণের পরিমাণ হইতেছে ৩ কোটী ৬৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা এবং অকৃষিঋণদান সমিতিসমূহে সভ্যদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬ কোটী ৬৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। কৃষিঋণদান সমিতিগুলির শতকরা ৯১ ভাগ ঋণ পাওনা আছে; অকৃষিঋণদান সমিতিসমূহের পাওনার হার হইতেছে শতকরা ১১·৪ ভাগ। কৃষিঋণদান সমিতিসমূহে ১৯৪১ সালে আমানত টাকার পরিমাণ হইতেছে ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ইহার শতকরা ৫৫ ভাগ যাহারা সমিতির সভ্য নহে এমন লোকে আমানত রাখিয়াছে। অকৃষিঋণদান সমিতিসমূহে আলোচ্য বৎসরে আমানতের পরিমাণ হইতেছে ১ কোটী ৫৮ লক্ষ টাকা এবং এই সকল সমিতিগুলিতে যাহারা সভ্য নহে তাহাদের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সালে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা হইতেছে ১৮৪টী এবং ইহাতে অংশীদারদের প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এই সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন ২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এই সকল ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা কমিয়াছে, কিন্তু চলিত আমানতের টাকার পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইতেছে ১২১টী এবং ইহার শাখা সমিতিগুলির সংখ্যা ৩৪ হাজার ১৬২টী; পূর্ব্ব বৎসরে এরূপ শাখা-সমিতি ছিল ৩০ হাজার ৩২১টী। আলোচ্য বৎসরে যে সকল নূতন শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শস্য উৎপাদনের সাহায্যকল্পে ঋণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা ২ হাজার ৫৯৪টী। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির ঋণ এবং আমানতের পরিমাণ ১৯৪০ সালের ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ১ হাজার টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার হইয়াছে। ১৯৪১ সালে এই সকল সমিতিগুলিকে ঋণদান করিবার জন্য ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, ৬১ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় হইয়াছে এবং ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এখনও অনাদায়ী আছে। সমিতিসমূহ হইতে ব্যক্তিগত-ভাবে যে সকল লোককে ঋণপ্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে শতকরা ৯১ ভাগ অনাদায়ী আছে; পূর্ব্ব বৎসরে অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ ছিল ঋণের শতকরা ৮৮·৬ ভাগ। ১৯৪১ সালে ৫টী জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল। এই সকল ব্যাঙ্ক হইতে ৩০৪ জনকে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐ ঋণের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি গত ৬।৭ বৎসরে যে ঋণদান করিয়াছে তাহার পরিমাণ হইতেছে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। অকৃষি ঋণদান সমিতিসমূহের সংখ্যা ৫টী হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালে ৬১৪টী হইয়াছে এবং ইহাদের সভ্যসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার জন। আলোচ্য বৎসরে ১০টী শিল্প সমবায় সমিতি এবং ৩৫৪টী তন্তুবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বাংলা দেশের শিল্পসম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটী

কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিবার জন্য এবং এই সকল শিল্পরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারকে যথাযথ পরামর্শদানের নিমিত্ত ভারতীয় এবং বৃটেনের ভারতস্থ শিল্পসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া একটী ক্ষুদ্র শিল্প পরামর্শদাতা কমিটী গঠিত হইয়াছে। বাংলা সরকারের বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এইচ এস ষ্টীভেন্স এই কমিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কমিটীর অন্যান্য সভ্যগণের নাম হইতেছে :—মিঃ জে এইচ বার্ডার, মিঃ ডব্লু এ এম ওয়াকার, এ এইচ বিশপ, মিঃ ডি গ্নাডিং, মিঃ আর ডব্লু মেলোর, মিঃ জে ডব্লু ফরেষ্টার, মিঃ ডি পি খৈতান, মিঃ এম এ ইস্পাহানী ও মিঃ এম এম ইস্পাহানী।

পুস্তক পরিচয়

সামাজিক চুক্তি বা রাষ্ট্রীয় অধিকারের মূলকথা—শ্রীননীমাধব চৌধুরী এম-এ। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম্ লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশ্ববিশ্রুত মনীষী জে জে রুশোর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "কনট্রাক্ট সোস্যাল"এর বাঙ্গলা অনুবাদ। মূল ফরাসী হইতে রুশোর এই গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইবার প্রয়োজন ছিল বহুকাল আগেই। যাহা হউক ননীমাধব বাবুর প্রচেষ্টায় আমরা রুশোর "সামাজিক চুক্তি"র প্রথম খণ্ড পাইলাম। দ্বিতীয় খণ্ডও পরে প্রকাশিত হইবে বলিয়া লেখক ভরসা জানাইয়াছেন। বাঙ্গলার অনুবাদ সাহিত্য বড় দীন—বিশেষ করিয়া বিভিন্ন ভাষার 'ক্লাসিক্স' এর অনুবাদ আমাদের একরূপ নাই বলিলেই চলে। ননীমাধব বাবু এই কারণে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিকামী মাত্রেরই সকৃতজ্ঞ প্রশংসার অধিকারী।

পুস্তকের প্রারম্ভে রুশোর এক সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। রুশোর আবির্ভাব এক যুগ-সন্ধির পূর্ব্বক্ষণে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশ দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার এবং শিল্পের দ্রুত স্ফীতি ও উন্নতির ফলে সমাজ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন উহাকে আর সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত এই স্ববিরোধী সংঘাতের মীমাংসা হইল ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে। দেখা দিল আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের যুগ। সুরু হইল এক নূতন সমাজ ও নূতন সভ্যতা। এত বড় বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের মূলে সেদিন যাঁহাদের চিন্তাধারা ইন্ধন জোগাইয়াছিল, রুশো তাঁহাদেরই অন্যতম। রুশোর সোস্যাল কনট্রাক্ট-এ সর্ব্বপ্রথম অকুণ্ঠচিত্তে জনগণের ভোটের অধিকার দাবী করা হইল—তাঁহারই গ্রন্থে পরবর্ত্তী ফরাসী বিপ্লবের "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার" মূলমন্ত্র প্রচার করা হইল। রুশো যেন ফরাসী বিপ্লব তথা আধুনিক যন্ত্র-শিল্প যুগের ভাবধারার ভগীরথ। দেশে দেশে ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গিয়া গেল। অবাধ প্রতিযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রচারিত ও প্রতিপালিত হইল। রুশো ছিলেন এই "laissez faire" এর প্রচারক—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অগ্রদূত।

অবশ্য পরবর্ত্তী যুগে জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ও গবেষণার ফলে রুশোর বহু মতামত আজ অগ্রাহ্য হইয়াছে। রুশোর যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ হইয়া সমাজ গড়িবার পূর্ব্বে স্বয়ংস্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণস্বাধীন এক আদিম মানুষের যে কল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, আজ তাহা কল্পনা বলিয়াই পরিগণিত। মানুষ প্রথম হইতেই যূথবদ্ধ জীব, তাহার পূর্ব্বপুরুষের (anthropoid apes) মত সেও কোন কালেই একক ও অপরনিরপেক্ষ ছিল না। রুশোর দান ইহা সত্ত্বেও ম্লান হইবার নহে। মনুষ্য সমাজের এক সর্ব্বব্যাপী রূপান্তরের ইতিহাসের অন্যতম নিয়ামক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

ননীমাধববাবুর অনুবাদ চমৎকার হইয়াছে। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল। বলিবার ভঙ্গীও বেশ। অনূদিত গ্রন্থ পড়িতেছি বলিয়া মনেই হয় না। এইখানেই অনুবাদকের কৃতিত্ব। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে মণি-অর্ডার প্রেরণের সংখ্যা

১৯৪০-৪১ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার মণি-অর্ডার আসিয়াছে। বিদেশী মুদ্রার যে সকল মণি-অর্ডারসমূহ ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, ভারতস্থ পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ, এডেন এবং অন্যান্য কয়েকটী দেশের সহিত বিনিময় করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ২০ লক্ষ ৩৮ হাজার এবং ইহার টাকার পরিমাণ হইতেছে ৭ কোটি ২৫ লক্ষ।

শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী

মাইকা শিল্পে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন চৌধুরী সম্প্রতি এ্যাসিষ্টেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং অফিসর নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রকাশিত "হ্যাণ্ডবুক অন মাইকা" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। তিনি ১৯৪১ সালে কলিকাতার সমর সরঞ্জাম উৎপাদন (মিউনিশন প্রোডাকশন) বিভাগের এ্যাসিষ্টেণ্ট ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেলের পার্সোন্যাল এ্যাসিষ্টেণ্টরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন

গত ১৭ই এপ্রিল শুক্রবার প্রভিডেণ্ট ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশনের (প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী সমিতির) বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কর্ম্মকর্ত্তৃমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে : প্রেসিডেণ্ট—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জ্জি (বেঙ্গল), ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট—মিঃ ভি রাজাগোপাল (সালেম), সেক্রেটারী—শ্রীযুক্ত লালমোহন সিংহ (আইডিয়াল) এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী—মিঃ এইচ ভট্টাচার্য্য (ডেণ্টা), কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ—মিঃ পি কে মুখার্জ্জি (ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল), মিঃ জে এন ব্যানার্জ্জি (ডায়মণ্ড জুবিলী), মিঃ পি মণ্ডল (ভারত গৌরব) ও মিঃ ডি এন্‌ চাটার্জ্জি (উইণ্ডসর), মিঃ টি এন্‌ ঘোষ (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড প্রভিডেণ্ট)

বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী

গ্রেট ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশান কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ মহেন্দ্র লাল কুণ্ডু। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা। ব্যবসা—ষ্টীমার ও অন্যান্য বাষ্পচালিত নৌযান ক্রয়, নির্ম্মাণ, ভাড়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ।

ইষ্ট বাস্তুরিয়া কোলিয়ারী কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ জে চন্‌চনী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৪, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিন মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—কয়লার খনি পরিচালনা ও কোক কয়লা প্রস্তুতের কাজ।

ইষ্টার্ণ ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এ জে চন্‌চনী। রেজিষ্টার্ড অফিস—৫৪, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—মেকানিক্যাল, মোটর ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং।

ভুবনমোহন সাহা এণ্ড সন্স লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—তাঁতে বোনা ধুতি, শাড়ি প্রভৃতি বস্ত্রের কাজকারবার।

ভুবনমোহন সাহা এণ্ড সন্স (বস্ত্র) লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ এস সি সাহা। রেজিষ্টার্ড অফিস—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। মিলের ধুতি, শাড়ি ও অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় বিক্রয়ের কারবার।

দালয়া টেলারিং কোং লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শ্রীপতি মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২৭৫, বৌবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। সুতি ও পশমি বস্ত্রাদির ছাটকাট প্রভৃতি টেলারিং-এর কাজ।

মিলস্‌ কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ শিবচন্দ্র দাশ। রেজিষ্টার্ড অফিস—১৯।২, নস্করপাড়াবাই লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া। অনুমোদিত মূলধন ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—পাট, তুলা, শন প্রভৃতি হইতে সূতা প্রস্তুত।

নাগ্‌ ইষ্টেটস্‌ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ সুবলচন্দ্র নাগ। রেজিষ্টার্ড অফিস—৭, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—সম্পত্তি ও ইমারত ক্রয়।

হাওড়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস্‌ লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ বিজলী কুমার মুখার্জ্জি। রেজিষ্টার্ড অফিস—২২, রামলাল মুখার্জ্জি লেন, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা—ইস্পাত ও লৌহের কারখানা।

বেঙ্গল মেশিনারী কর্পোরেশন লিঃ—ডিরেক্টর মিঃ জ্যোতীশচন্দ্র পাল। রেজিষ্টার্ড অফিস—৯, নিউ ট্যাংরা রোড, কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা—লৌহ ও পিত্তল প্রস্তুতের কারবার।

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ

গিলি টী কোং লিঃ—গত ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **রঙ্গলী রঙ্গলিয়ট টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪০৲ টাকা। **ফাসকোয়া টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **মাইসোর সিল্ক ফিলেচার্স লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা। **বম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই এণ্ড ট্রামওয়েজ কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা। **আর্য্য টী কোং লিঃ**—গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১৭৷৹ আনা। **জেসপ্‌ এণ্ড কোং লিঃ**—গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ১০৲ টাকা। **ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ**—গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য প্রতি শেয়ারে ৸৹ আনা হিসাবে।

বাজারের হালচাল

টাকা ও বিনিময়

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল

কলিকাতার টাকার বাজারে বহুকাল যাবৎ যে একটানা স্বচ্ছলতার ভাব চলিয়া আসিতেছে আলোচ্য সপ্তাহে সেই অবস্থার বেশ একটু পরিবর্ত্তনের আভাস পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সপ্তাহে টাকার চাহিদা পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। কল টাকার সুদের হার শতকরা ৷১০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। অবশ্য এই উচ্চহার পরে বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। তথাপি বিগত কয়েক মাসের অপরিবর্ত্তিত স্বচ্ছলতার বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের টাকার চাহিদা বৃদ্ধিকে উন্নতিসূচক বলিতেই হইবে।

আলোচ্য সপ্তাহে তিন মাসের মেয়াদী ট্রেজারী বিলের টেণ্ডারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস পাইতে দেখা যায়।

বিনিময় বাজারের অবস্থায় নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তার ভাব দেখা যায়। বাজারে রপ্তানী বিলের আবির্ভাব আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে নিরাপত্তার অভাবই বিনিময় বাজারের এই মন্দার ভাবের প্রধানতম কারণ।

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২ কোটি ৭২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৸৴০ আনা ও তদূর্দ্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৸৶৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৬৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ২ কোটি টাকার টেণ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার ধার্য্য করা হইয়াছে শতকরা বার্ষিক ১৷৯ পাই।

আগামী ২৮শে এপ্রিল তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাঁহাদের টেণ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১লা মে তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্ববৎ।

গত ১৫ই এপ্রিল হইতে ২০শে এপ্রিল তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। গত ২২শে এপ্রিল হইতে ২৭শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ঘোষিত সর্ত্তানুসারে শতকরা ৯৯৸৴০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৩৯৫ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৩৮৮ কোটি ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৬ কোটি ১৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ২২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে কোন ধার দেওয়া হয় নাই। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্যান্য ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪২ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এবং ১০ কোটি ৬৬ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এবং ২১ কোটী ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :—

টেলি: হুণ্ডি	(প্রতি টাকায়)	১ শি ৫২৯/৩২ পে
ঐ দর্শনী	,,	১ শি ৫৩১/৩২ পে
ডি এ ৩ মাস	,,	১ শি ৬৩/১৬ পে
ডলার	(প্রতি ১০০ ডলারে)	৩৩২৸০

কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার

কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল।

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজ কারবারে কতকটা উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও শেয়ারের বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই; এবং কোন কোন শেয়ারের দরে সামান্য চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হইলেও এইরূপ অবস্থা বেশী সময় বজায় ছিল না। শেয়ারের ক্রেতাগণ অতি সামান্য পরিমাণে শেয়ার খরিদ করিয়াছেন। টোকিও এবং ইয়াকোহামায় মিত্রশক্তিবর্গের বিমান বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এইরূপ সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর কতকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু এইরূপ

বিমান হানার বিবরণ মিত্রশক্তি পক্ষ হইতে সঠিকভাবে সমর্থিত না হওয়ার জন্য শেয়ার বাজারে ইহার প্রভাব যে কতদূর স্থায়ী হইবে তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। বর্ত্তমান রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের সর্ব্বত্রই একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে, এবং এইরূপ সঙ্কটজনক পটভূমিকায় শেয়ার বাজারের গতি যে কোনদিকে যাইবে তাহা কেহই সঠিক বলিতে সক্ষম নহে। ব্রহ্ম রণাঙ্গনে যুদ্ধের ঘোরালো অবস্থার জন্য শেয়ারের ক্রেতাবিক্রেতা কেহই কোনরূপ কাজকারবার করিবার জন্য বিশেষ ভরসা পাইতেছেন না। যদি বর্ত্তমান যুদ্ধের গতিবিধি মিত্রশক্তি পক্ষের অনুকূল হয় তাহা হইলে কলিকাতার শেয়ার বাজারের উন্নতির আশা আছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাজকারবারের পরিমাণ সামান্য আশাপ্রদ হইলেও, এই সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

কোম্পানীর কাগজ

এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারের অবস্থায় স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং কোন কোন শ্রেণীর কাগজের দর সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩৷৷০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ পূর্ব্ব সপ্তাহের ৮৭৸০ আনা হইতে বাড়িয়া ৮৮।০ আনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মেয়াদী ঋণপত্রসমূহের মধ্যে ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৪৲ টাকা, ৪৲ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১০৩৲ টাকা, ৫৲ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের ঋণপত্র ১০৫৲ টাকা, ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ৯৭।৶০ আনা এবং ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ৯৫৶০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং

এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর বাজার খোলার দিকে ২২৷৷০ আনা ছিল, কিন্তু পরে ২২৸৶০ আনায় উঠিয়া পুনরায় ২২৷৷৵০ আনায় পড়িয়া গিয়াছে। ষ্টীল করপোরেশন ১৩৸৶০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়া আবার ১৩৷৷৴০ আনায় নামিয়াছে।

এ সপ্তাহে কাপড়ের কল, কয়লার খনি, চা বাগান, চিনির কল এবং কাগজের কলের শেয়ারের সাধারণ ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে।

এসপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :—

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই এপ্রিল—৮৭৸০ ৮৭৸৴০ ; ২০শে—৮৭৸০ ; ২১শে—৮৭৸০ ৮৮৲ ; ২২শে—৮৮৲ ; ২৩শে—৮৮৲ ৮৮৶০। ৫৲ সুদের ঋণ (১৯৪৫-৫৫) ১৭ই এপ্রিল—১০৪৸৴০ ; ২১শে—১০৪৸৶০ ১০৫৲ ; ২২শে—১০৫৲ ; ২৩শে—১০৫৲। ৫৲ সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই এপ্রিল—১০৩৲। ৩৲ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪) ২২শে এপ্রিল—৯৪৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ২১শে এপ্রিল—৯৭।৶০ ; ২২শে—৯৭৸০। ২৸০ সুদের ঋণ—(১৯৪৮-৫২) ২৩শে এপ্রিল—৯৩৲। ৩৲ সুদের ডিফেন্স ঋণ (১৯৪৯-৫২) ২১শে এপ্রিল—৯৫৲ ; ২২শে—৯৫৲ ৯৫৶০ ; ২৩শে—৯৫৲ ৯৫৶০। ৩৷৷ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০) ২১শে এপ্রিল—৯৭৷৷০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৪৩) ২১শে এপ্রিল—১০১৸০ ; ২৩শে—১০১৸০। ৪৲ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০) ২১শে এপ্রিল—১০৩৲ ; ২২শে—১০৩৲ ; ২৩শে—১০৩৲। ৩৲ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২২শে এপ্রিল—৭৫।৶০।

ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ই এপ্রিল—৯২৲ ; ২০শে—৯২৲ ৯৩৲ ; ২১শে—৯৩৲ ৯৪৲ ; ২২শে—৯৩৷৷০ ; ২৩শে—৯৩৲ ৯৩৷৷০। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (প্রেফ) ২২শে এপ্রিল—১৩০৲।

কাপড়ের কল

মুইয়ের মিলস (অর্ডি) ১৭ই এপ্রিল—৩১২৲। এলগিন মিলস ২০শে এপ্রিল—২৭৲। কেশরাম ২১শে এপ্রিল—৮৷৷০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২১শে এপ্রিল—৪৷৷৶০।

খনি

ইণ্ডিয়ান কপার ১৭ই এপ্রিল—১৷৷৵০ ; ২০শে—১৷৷৵০ ; ২১শে—১৷৷৵০ ; ২৩শে—১৷৷৶০।

যুদ্ধকালে টাকা খাটাইবার সুব্যবস্থা

বিগত এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের আভ্যন্তরীণ নীতিগত বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের সমক্ষে এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে যে, বর্ত্তমান মহাসঙ্কটে কিভাবে টাকা খাটাইলে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। জনৈক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে—"যুদ্ধকালে সমগ্র গচ্ছিত টাকা পয়সা ভূগর্ভে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ।" এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে ভূ-সম্পত্তিতে টাকা খাটানোই বুঝায়।

ইহা সর্ব্ববিদিত যে, বড় বড় নগরী এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানে জমির মূল্য কখনই এবং কোন অবস্থাতেই হ্রাস পাইবার আশঙ্কা নাই। টাকা খাটাইবার বিষয়ে—নিরাপদ এবং নিশ্চিত লাভজনক পন্থা নির্দ্ধারণ করার মধ্যেই প্রকৃত ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় লাভ হয়।

ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ এস, চ্যাটার্জ্জীর পরিচালনাধীনে কিছুকাল যাবৎ "ল্যাণ্ডট্রাষ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ" নামক একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ চ্যাটার্জ্জী বহুদিন যাবৎ সাফল্যের সহিত বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়া দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সাফল্য ও উন্নতি সম্বন্ধে অনায়াসেই আস্থা স্থাপন করা চলে। এই কোম্পানী ইহাদের সমগ্র সম্পত্তি প্রথম শ্রেণীর জমি ক্রয় করাতেই ন্যস্ত করিতেছে। কাজেই ইহাদের শেয়ার ক্রয় করিলে পরোক্ষভাবে জমিতেই টাকা খাটানো হইবে।

গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই কোম্পানীর যে প্রথম অর্দ্ধবার্ষিক কার্য্য শেষ হইয়াছে উহার উপর শতকরা ৬৲ টাকা হারে লভ্যাংশ (Dividend) প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই 'ট্রাষ্ট' কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকামধ্যে এবং গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে মাত্র চারি মাইল পরিধির মধ্যবর্ত্তী স্থানে সহরতলীতে বিস্তীর্ণ জমি সংগ্রহ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি ইহারা বেনারসে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মাত্র ছয় মাইল এবং গঙ্গাতীর হইতে এক মিনিটের দূরবর্ত্তী স্থানে ইলেকট্রিক আলো-শোভিত প্রশস্ত পাকা রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ জমি সংগ্রহ করিয়া তথায় একটি স্বাস্থ্যকর কলোনী স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাদের এই স্কীমটি যদি সাফল্য লাভ করে, তাহা হইলে এই 'ট্রাষ্ট' শতকরা অন্ততঃ ২৫৲ টাকা লভ্যাংশ (Dividend) ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবে, ইহা একরূপ অবধারিত।

ইহা ছাড়াও এই 'ট্রাষ্ট' শতকরা ৩৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত বার্ষিক সুদের বিভিন্ন হারে সময়ের তারতম্য অনুসারে আমানত টাকা গচ্ছিত (Fixed Deposit) রাখে।

যে সকল বিবেচক ব্যক্তি টাকা খাটাইয়া নিশ্চিত লাভবান হইতে ইচ্ছুক, তাহারা যে অন্যত্র টাকা খাটাইবার পূর্ব্বাহ্নে ইহাদের বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহা আশা করা যায়। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ ও তথ্যাদি জানিতে হইলে ইহাদের হেড অফিস ৫নং সাদার্ণ এভিনিউ কলিকাতা অথবা বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেডের বিভিন্ন শাখাসমূহে অনুসন্ধান করা চলিতে পারে।

কয়লার খনি

সিঙ্গারান (এ) ২২শে এপ্রিল—১৸৶০ ; ২৩শে—১৸৶০ ।

সিমেণ্ট

ডালমিয়া সিমেণ্ট (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল—১১০॥০ ; (অর্ডি) ২১শে এপ্রিল—১৩॥০ ১৩৸/০ । রিলায়েন্স ফায়ার বৃক্স ২০শে এপ্রিল—১১॥০ ।

কেমিক্যাল

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) ২১শে এপ্রিল—১০২৲ ১০৩৲ ।

পাটকল

ক্লাইভ (প্রেফ) ১৭ই এপ্রিল—৯৫৲ । রিলায়েন্স (প্রেফ) ২১শে এপ্রিল—১৩০৲ ১৩১॥০ ; ২২শে—১৩০৲ । হেষ্টীংস (প্রেফ) ২৩শে এপ্রিল—১১০৲ ।

ইঞ্জিনিয়ারিং

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৭ই এপ্রিল—২২৲ ২২/০ ; ২০শে—২২।০ ২২।৵০ ২২॥০ ২২৸০ ২২৸/০ ; ২১শে—২২॥৴০ ২২৸/০ ২২৸৵০ ; ২২শে—২২॥/০ ; ২৩শে—২২॥০ ২২॥৴০ । ষ্টিলকরপোরেশন (অর্ডি) ১৭ই এপ্রিল—১৩॥০ ; ২০শে—১৩॥০ ১৩॥৵০ ১৩৸০ ১৩৸৵০ ; ২১শে—১৩॥৵০ ১৩৸০ ; ২২শে—১৩॥/০ ; ২৩শে—১৩॥০ ১৩॥৴০ ; (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল—৯২৲ ; ২২শে—৯২।০ ।

রেলপথ

মৈমনসিংহ ভৈরববাজার রেলওয়ে (গ্যারাণ্টি) ২১শে এপ্রিল—১০৫৲ ।

ইলেক্‌ট্রীক

জব্বলপুর ইলেক্‌ট্রীক ২৩শে এপ্রিল—১৪৮০ ।

কাগজের কল

শ্রীগোপাল পেপার ১৭ই এপ্রিল—১৫৲ । ষ্টার পেপার ২০শে এপ্রিল—১৩॥৵০ ১৩॥৴০ । ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ২১শে এপ্রিল—১৪৸৵০ ১৫৵০ ।

চিনির কল

বুলাণ্ড ১৭ই এপ্রিল—২৫৲ । রাজা ২১শে এপ্রিল—২৫/০ । চম্পারণ ১৭ই এপ্রিল—১৯॥০ । মারীক্রয়ারী ২০শে এপ্রিল—১৫৲ । কাণপুর (প্রেফ) ২১শে এপ্রিল—১৫২৲ । প্রতাবপুর (অর্ডি) ২১শে এপ্রিল—১০॥০ ।

চা-বাগান

নাগাহিলস্ ২০শে এপ্রিল—১৬৲ । আমলুকী ২২শে এপ্রিল—৮০৲ । এথেলবাড়ী ২২শে এপ্রিল—১২৲ । নিউডুয়ার্স (প্রেফ) ২২শে এপ্রিল—১৫৪॥০ । টুখমঙ্গ ২২শে এপ্রিল—৯৸০ ।

বিবিধ

বি আই করপোরেশন (অর্ডি) ২০শে এপ্রিল—৪॥০ । রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রেফ) ২০শে এপ্রিল—১৩৫৲ । ডানলপ রবার (ফার্ষ্টপ্রেফ) ২২শে এপ্রিল—১২০৲ । মেদিনীপুর জমিদারী ২৩শে এপ্রিল—৬৫॥০ ।

ডিবেঞ্চার

৫॥০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ডালমিয়া সিমেণ্ট ২২শে এপ্রিল—১০৩৲ ; ২৩শে—১০২॥০ । ৫।০ সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট্রীজ ২২শে এপ্রিল ১০৩৲ ।

পাটের বাজার

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল

কলিকাতার পাটের বাজারের সকল বিভাগেই পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় নৈরাশ্যের ভাব লক্ষিত হয়। ইহার কারণ একাধিক। আন্তর্জ্জাতিক বাজারের সঙ্কোচন, মিত্রশক্তির উপর্য্যুপরি পরাজয়, বঙ্গোপসাগর ও অন্যান্য দরিয়ায় সামরিক বিপর্য্যয়ের ঘনঘটা প্রভৃতি কারণ তো রহিয়াছেই ; তদুপরি পাট-চাষ অঞ্চলসমূহে আবশ্যক পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগে ফলন বেশ সন্তোষজনক হইতেছে, এইরূপ সংবাদ আসিতেছে।

মিলমালিকগণ পূর্ব্ববৎ বাজার হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন। পাট ক্রয়ের দিকে তাঁহাদের আদৌ আগ্রহ লক্ষিত হয় না। পাকা বেল বিভাগে দারুণ মন্দার ভাব দেখা যায়। থলে ও চটের দর নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়িতেছে। জাহাজ চলাচলে নিরাপত্তার অভাব দারুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। গত সপ্তাহের ১৮॥০ আনা দরের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ৯নং পোর্টার চটের দর ১৪।০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। ১১ নং পোর্টার চটের দরও ২০॥০ আনা হইতে ১৮৲ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে।

গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মেসার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিমিটেডের ঐ সময়ের পাটচাষ সংক্রান্ত বিবরণী দৃষ্টে জানা

যায়, সকল অঞ্চলেই ভাল আবহাওয়া দেখা যাইতেছে এবং পাটের ফলন সন্তোষজনক হইতেছে। ১৯৪০ সালের হিসাবে ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৮ই এপ্রিল (১৯৪২) তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে যে পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—নারায়ণগঞ্জ—গতবার ৯ আনা ; এবার ২৮ আনা। চাঁদপুর—গতবার ৩২ আনা ; এবার ৩০ আনা। চৌমোহানী —গতবার ৯ আনা ৯ পাই ; এবার ২৪ আনা। আশুগঞ্জ—গতবার সামান্ত এবার ২৪ আনা। আখাউড়া—গতবার ৪ আনা ৬ পাই ; এবার ২৪ আনা। নিখিলদামপাড়া—গতবার ৯ আনা ; এবার ৩২ আনা। এলাশিন—গতবার ৭ আনা ৬ পাই ; এবার ২৫ আনা। সরিষাবাড়ী—গতবার ৩ আনা ; এবার ১৯ আনা। ময়মনসিংহ—গতবার ৮ আনা ; এবার ২০ আনা। সিরাজগঞ্জ —গতবার ৪ আনা ; এবার ১৮ আনা। ভাঙ্গুরা—গতবার ৪ আনা ৩ পাই ; এবার ১৮ আনা।

তূলা ও কাপড়

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল

বোম্বাই-এর তূলার বাজারে দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। তূলার দর দ্রুত নামিয়া পড়িয়াছে। বোরোচ এপ্রিল-মে তূলার দর ১৪৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হ্রাস পাইতে দেখা গিয়াছে। সোণার বাজারের অবনতিও তূলার বাজারের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় ব্রহ্মদেশ হইতে যুদ্ধসংক্রান্ত সুসংবাদ আসিলেও আপাততঃ বাজারের অবস্থায় উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির চাহিদার উপর ভরসা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার মত অবস্থা আর নাই। এক কথায়, তূলার বাজারের অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

কলিকাতার কাপড়ের বাজারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। কাজকারবার যৎসামান্য হইয়াছে। বাজারে উৎসাহ উদ্যমের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। তূলা ও সূতার দর হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও কাপড়ের বাজারে আশার ভাব দেখা যায় না।

সোণা ও রূপা

কলিকাতা, ২৪শে এপ্রিল

আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইয়ের সোণার বাজারের অবস্থায় অনেকটা স্থির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোণার দর দাঁড়াইয়াছে ৪৮৸০ আনা এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি ভরি সোণার দর হইতেছে ৪৯৲ টাকা। বোম্বাইয়ে প্রতিটী গিনি ৩৭৸৵০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা সোণা ৪৯৲ টাকা, প্রতি ভরি বড়ালবার ৪৮৸৶০ আনা এবং প্রতিটী গিনি ৩৭।৵০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

রূপা

এ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে রূপার বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। বোম্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপা ৮২।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে এবং মে মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্ত্তে প্রতি একশত তোলা রূপার দর দাঁড়াইয়াছে ৭৭৲ টাকা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৭৯৲ টাকা এবং খুচরা প্রতি একশত তোলা রূপা ৭৯।০ আনায় বেচা-কেনা হইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে যথাক্রমে ২৩½ পেন্স এবং ৩৫⅛ সেণ্ট।

কলিকাতায় কৃষিপণ্যের বাজার দর

গত ২০শে এপ্রিল বাংলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে কলিকাতায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে দর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

বিশেষ শ্রেণীর 'এগমার্ক' আটা প্রতি মণ—৮৵০ ; বাকতুলসী ধান প্রতি মণ—৩৸৴০ ; পাটনাই ধান প্রতি মণ—৩৸০ ; মোটা ধান প্রতি মণ—৩৲ ; বাকতুলসী চাউল প্রতি মণ—৬।৶০ ; পাটনাই চাউল প্রতি মণ—৬৲ ; মোটা চাউল প্রতি মণ—৫৶০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ—১৩৸০ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৫৪৲ টাকা হইতে ৭৪৲ টাকা ; 'এগমার্ক' শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ—৭০৲ ; ১নং চিনি প্রতি মণ—১৩৸০ ; ২নং চিনি প্রতি মণ—১৩৲ ; গোদুগ্ধ প্রতি টাকায় ৫ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি—(ক) শ্রেণী—৸৵০ ; (খ) শ্রেণী—৸৵০ ; (গ) শ্রেণী—৸৴০ ; (ঘ) শ্রেণী—৸০ ; সাধারণ শ্রেণী—৸০ ; হাঁসের ডিম প্রতি কুড়ি—৸০ ; নৈনীতাল আলু প্রতি মণ—৩৵০ ; ইলিশ মাছ প্রতি মণ—১৮৲ ; রোহিত মাছ প্রতি মণ—২০৲ ; চিংড়ী মাছ প্রতি মণ—১৬৲ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন—।৬ পাই ; সবুরী কলা প্রতি ডজন—।০ ; আমেরিকার আপেল প্রতি টাকায়—৮টা ; মাদ্রাজী আম প্রতি টাকায়—১৬টা ; নাগপুরী কমলালেবু প্রতি টাকায়—৩০টা আসামের আনারস প্রতি কুড়ি—১৪৲ টাকা।

(অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা)

গবর্ণমেণ্টের তৃতীয় আদেশটি অর্থাৎ আটা বা ময়দার কলের মালিকগণকে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের শেষ ভাগে মজুত আটা-ময়দার হিসাব দাখিল করিবার আদেশ সম্পর্কে আমাদের বলিবার রহিয়াছে। ব্যবসায়ী ও মজুতকারীদিগকে মাল মজুত করিবার দিকে উৎসাহিত না করিয়া উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিবার দিকেই উৎসাহিত করা উচিত। উহাতে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে উক্ত দ্রব্যাদি নির্ব্বিঘ্নে পৌছিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলে শুধু স্থানীয় ব্যবস্থার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে না—অন্যান্য অঞ্চল ও বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা সহজ ও সুগম করিতে হইবে।

কলিকাতার বাহিরে কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে মাল অপসারিত করা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ উহা আটক করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গুদাম ও দোকানপাট না খুলিলে তত্রস্থ মালও কর্ত্তৃপক্ষ নিজ জিম্মায় গ্রহণ করিয়া ক্রেতাগণের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ বণ্টন করিয়া দিবেন। ঐসব ধৃত মাল সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণের স্বরূপ কি এবং যে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উপর উহা ধার্য্য করিবার ভার ন্যস্ত থাকিবে তিনি কিভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবেন তাহা ভালভাবে না জানা পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই আদেশের ফলে যে শঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীভূত হইবে না। সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, কোনও ওয়ার্ড বা অঞ্চলের প্রয়োজন অনুসারে যে মাল মজুত রাখা হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণের ভার কোনও সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। মজুতকারিগণ এই ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবেন। নহিলে লাভের আশায় মজুত মাল আটকাইয়া রাখিলে জনসাধারণকে চড়া দামে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের আদেশ তিনটি মোটামুটি সুব্যবস্থারই পরিচায়ক। আমরা যে কয়েকটি সম্ভাবিত ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিলাম সেই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যদি কোন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বা শীঘ্রই কোন উপায় অবলম্বন করেন, তবে সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ শিল্পপ্রধান অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যাভাব বা অন্যবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা।